শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৫২শ বর্ষ ফাল্গুন ১৪০৬ ৯ম সংখ্যা

শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠে সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ
যুগ্ম-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

কার্য্যালয়

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ☎ ৫৫৫-৮৯৭৩
২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৭০০ ০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

卐 ৩ 卐

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন
শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

卐 ৩ 卐

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ

卐 ৩ 卐

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, *বিদ্যারত্ন*

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

[মাসিক]

দ্বিপঞ্চাশৎ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৫১৩ গোবিন্দ হইতে ৫১৪ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৪০৬ ফাল্গুন হইতে ১৪০৭ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ২০০০ মার্চ্চ হইতে ২০০১ ফেব্রুয়ারী।]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহ-সম্পাদক ও প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন
শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, *বিদ্যারত্ন*

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দ্বিপঞ্চাশৎ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অধম সেবকের নিবেদন [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ব্যাসপূজা-বাসরে প্রদত্ত	১।১৮
অধিকার-নিষ্ঠা [কবিতা]	৩।১১১
অনন্ত-ব্রত	১।২৪
অভিমান	৬।২১৪
অশ্রুবারি [কবিতা]	৪।১৫৩
কর্দ্দমঋষি-কৃতং শ্রীশ্রীশুক্লমূর্ত্তি-সত্যযুগাবতার-বিষ্ণুস্তোত্রম্—শ্রী	৫।১৬১
কর্দ্দমঋষি-কৃতং সেশ্বর-শ্রীশ্রীকপিলদেব-স্তুতিঃ—শ্রী	৬।২০১
কলিযুগের মহামন্ত্র কোন্‌টী?	১।২১, ২।৫৭
কালের গতি [শ্রীল কেশব গোস্বামী]	১১।৪১০, ১২।৪৫০
কৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত নাট্যমন্দির-প্রতিষ্ঠা ও বাৎসরিক-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৩।১১৭
কৃপা-অবতার [কবিতা]	৭।২৬৩
কৃষ্ণে করি প্রেম নিবেদন—শ্রী	৮।৩০৬
গঙ্গানারায়ণ-দেবাষ্টকম্—শ্রী	২।৪১
গয়াক্ষেত্র	৫।১৮৩
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	১।৩১, ২।৭২, ৩।১০৪
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকালে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	৪।১৫৪, ৫।১৮৭
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	৬।২৩২, ৭।২৬৭
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [ধুবড়ী (আসাম) হরিসভায় প্রদত্ত]	৮।৩০৯, ৯।৩৪৭
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে প্রদত্ত]	১০।৩৯১, ১১।৪৩০
গুরুপাদপদ্মের করুণা—শ্রীশ্রী [কবিতা]	৮।৩০৩
গুরুপূজা-সন্দেশ—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	১২।৪৬৫
গোপালভট্ট গোস্বামী—শ্রীল [শ্রীল কেশব গোস্বামী]	৩।৮৯, ৪।১৩০

গোবিন্দ-দেবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী ১১।৪০১
গোপীনাথ-দেবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী ১২।৪৪১
গৌরকিশোর—শ্রীশ্রীল ১২।৪৫৫
গৌড়ীয়ের দ্বিপঞ্চাশৎ-বর্ষ—শ্রী ১।৩৬
'গৌড়ীয়-পত্রিকা'-প্রশস্তি—শ্রী ১।১৪, ২।৫৩, ৩।৯২
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত [শ্রীল কেশব গোস্বামী] ৫।১৭২, ৬।২১০
চাতুর্ম্মাস্য [শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ] ৭।২৪৭
ছোট হরিদাস ৪।১৪৫
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৩।১১৯
জীব ও ঈশ্বর ২।৬০
জীবের কৃত্য ২।৬৯, ৩।১১০, ৪।১৪৯
৯।৩৪৪, ১০।৩৮৭, ১১।৪২৬
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৬।২৩৯
ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ [কবিতা] ৬।২২৫
তিলক-ধারণ মাহাত্ম্য ১০।৩৭২
ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস ৩।১১৫
দেবকীনন্দন ও যশোদানন্দন ৭।২৫৭
দেবহূতি-কৃতং সেশ্বর-শ্রীশ্রীকপিলদেব-স্তুতিঃ ৯।৩২১
দ্বাদশ বৈষ্ণব (২) নারদ ১।২৯, ২।৬৫, ৩।১০০, ৪।১৪২
(৩) শম্ভু ৬।২১৮
(৪) কুমার ৭।২৫৪, ৮।২৯৭
(৫) কপিল ৯।৩৫৪, ১০।৩৭৭
(৬) মনু ১১।৪১২
ধাম ও সহজিয়া-বিচার—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ] ১।৬
নববর্ষের আরতি ১।৯
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ৩।১১২
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ১১।৪৩৯
নবদ্বীপে বন্যা ১০।৩৯৬
নিন্দা ? [কবিতা] ২।৬৮
পতিতপাবনী গঙ্গা ৯।৩৩৩
পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচার ২।৭৭, ৫।১৯৬, ৭।২৭৩
পাশ্চাত্ত্য-প্রচারে শ্রীগুরুবর্গের আশীর্ব্বাণী ২।৮০

পুষ্পাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী
মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথি-বাসরে ১২।৪৬৩
পৃথ্বীদেবী-কৃতং শ্রীশ্রীপৃথু-স্তবাষ্টকম্—শ্রী ১০।৩৬১
প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ২।৪৩, ৩।৮৪, ৪।১২৪,
৫।১৬৪, ৬।২০৩, ৭।২৪৪, ৮।২৮৪,
৯।৩২৩, ১০।৩৬৪, ১১।৪০৪, ১২।৪৪৪
প্রভুপাদের হরিকথামৃত—শ্রীল ২।৪৭, ৩।৮৭, ৪।১২৮, ৫।১৬৭,
৬।২০৭, ১১।৪০৭, ১২।৪৪৮
প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য—শ্রীল ১২।৪৬০
প্রার্থনা [কবিতা] ৪।১৪৮
প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার ১২।৪৬৭
বস্তু-বিচারে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব [শ্রীল কেশব গোস্বামী] ৯।৩২৯
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ৪।১৬০, ৭।২৬২, ৮।৩০২, ১০।৩৮৬
বিশেষ নিবেদন ১২।৪২৯
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ১২।৪৭৩
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ১।৪
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ১০।৩৯৯, ১২।৪৭২
ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীদাউজী গৌড়ীয় মঠে
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী ১১।৪৩৬
ব্রহ্মাদি-ঋষি-কৃতং শ্রীশ্রীবরাহদেব-স্তোত্র-দ্বাদশকম্—শ্রী ১।১
ভয়! ৯।৩৩৯
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
প্রবন্ধাবলী—শ্রীমদ্ [বিজ্ঞাপন] ২।৪৯, ৫।২০০
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্
[নিমন্ত্রণ-পত্র] ৭।২৭৯
ভক্তির ভাণ্ডারী ১০।৩৮২, ১১।৪২০
ভাগবতাষ্টকম্—শ্রীমদ্ ৯।৩৩০
ভারত ও বহির্ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ৫।১৭৪
ভ্রম-সংশোধন ৪।১৪৪, ৯।৩৬০
মশক ও মধুকর [কবিতা] ৮।৩১৭
মহাপ্রভোরষ্টকম্—শ্রীশ্রীমন্ ৪।১২১
মহামন্ত্র যুগপৎ জপ্য ও উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তনীয় ৪।১৩৭

মায়াবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান [শ্রীল কেশব গোস্বামী] ৭।২৫২, ৮।২৯০
মাতৃগর্ভস্থ-জীবস্য শ্রীশ্রীভগবৎ-স্তুতিঃ ৮।২৮১
রাশিয়ায় শ্রীগৌরবাণী-প্রচার ৮।৩১৮
রূপ গোস্বামীর বৈষ্ণবাপরাধ (!)—শ্রীল ৬।২২৮, ৭।২৬৩, ৮।৩০০
রূপশিক্ষা—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ] ৮।২৮৭, ৯।৩২৬, ১০।৩৬৬
লোকনাথ-প্রভুবরাষ্টকম্—শ্রী ৩।৮১
লোকলজ্জা পরমার্থ-পথের প্রধান অন্তরায় ১১।৪১৭
শঙ্করাচার্য্য-কৃত মোহমুদ্‌গরের পদ্যানুবাদ—শ্রীল [কবিতা] ৫।১৮০
শুক্লাম্বরের সৌভাগ্য [কবিতা] ৯।৩৫৩
শূর্প ও তুষ [কবিতা] ৩।১০৩
সন্দর্ভ-সার ১।১১, ২।৫০, ৩।৯৭, ৪।১৩৩, ৫।১৭০, ৮।২৯৪, ৯।৩৫৭, ১০।৩৬৯, ১১।৪১৪, ১২।৪৫২
স্বনিয়ম-দশকম্—শ্রী ৭।২৪১
Statement about Shri Goudiya-Patrika ১।৪০

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীপত্রিকার আজীবন সদস্য গ্রহণ করা হইতেছে। যাঁহারা আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১০০১্ (এক হাজার এক) টাকা এককালীন অথবা এক বৎসরে চারিটী সমান কিস্তিতে দিয়া সদস্য হইতে পারেন। এ ব্যাপারে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন।

বিনীত নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫২শ বর্ষ } ২৪ গোবিন্দ, প্রদ্যুম্ন, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৪০৬, ইং ১৪/৩/২০০০ { ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মাদি-ঋষি-কৃতং শ্রীশ্রীবরাহদেব-স্তোত্র-দ্বাদশকম্

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশেঽধ্যায়ে—৩৬-৪৭]

শ্রীঋষয় ঊচুঃ—

জিতং জিতং তেঽজিত যজ্ঞভাবন
ত্রয়ীং তনুং স্বাং পরিধুন্বতে নমঃ।
যদ্রোম-গর্ত্তেষু নিলিল্যুরধ্বরঃ-
স্তস্মৈ নমঃ কারণ-শূকরায় তে।। ১।।

(হিরণ্যাক্ষ-দৈত্য-বধান্তে বরাহদেব শুভ্র দন্তাগ্রভাগদ্বারা পৃথিবীকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলে, ব্রহ্মাদি-প্রমুখ ঋষিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে তমালশ্যাম-শ্রীমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণুকে বৈদিকসূক্তসদৃশ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন,—)

ঋষিগণ বলিলেন,—হে অজিত! হে যজ্ঞারাধ্য! আপনিই জয়যুক্ত হইলেন, জয়যুক্ত হইলেন ; আপনি স্বীয় বেদময়ী তনুকে অত্যন্ত চালনা করিতেছেন, আপনাকে নমস্কার।

যাঁহার লোমকূপে সাগরসমূহ বিলীনপ্রায় রহিয়াছে, সেই পৃথিবীর উদ্ধারনিমিত্ত শূকর-রূপধারী আপনাকে নমস্কার।। ১।।

রূপং তবৈতন্ননু দুষ্কৃতাত্মনাং
দুর্দ্দর্শনং দেব যদধ্বরাত্মকম্।
ছন্দাংসি যস্য ত্বচি বর্হি রোম-
স্বাজ্যং দৃশি ত্বঙ্ঘ্রিষু চাতুর্হোত্রম্।। ২।।

হে দেব! আপনার যজ্ঞাত্মক শ্রীমূর্ত্তি দুষ্কৃতগণের দর্শনের বিষয় নহে। আপনার চর্ম্মে গায়ত্র্যাদি ছন্দ, রোমে কুশ, দর্শনে ঘৃত এবং পাদপদ্মে হোত্রাদি কর্ম্মচতুষ্টয় বিরাজমান।। ২।।

স্রুক্ তুণ্ড আসীৎ স্রুব ঈশ নাশয়ো-
রিড়োদরে চমসাঃ কর্ণরন্ধ্রে।
প্রাশিত্রমাস্যে গ্রসনে গ্রহাস্তু তে
যচ্চর্ব্বণং তে ভগবন্নগ্নিহোত্রম্।। ৩।।

হে পরমেশ্বর! আপনার মুখাগ্রে স্রুক্ ('জুহূ'-নামক যজ্ঞপাত্র), আপনার নাসিকাদ্বয়ে স্রুব-নামক যজ্ঞপাত্র, উদরে ইড়া বা যজ্ঞীয় ভক্ষণ-পাত্র, কর্ণরন্ধ্রে চমস বা সোমপাত্র, মুখে প্রাশিত্র বা ব্রহ্মভাগ-পাত্র প্রকাশিত ; আর মুখান্তর্ব্বর্ত্তি-ছিদ্রে আপনার যে চর্ব্বণ, তাহাই আমাদের অগ্নিহোত্র।। ৩।।

দীক্ষানুজন্মোপসদঃ শিরোধরং
ত্বং প্রায়ণীয়োদয়নীয়-দ্রংষ্ট্রঃ।
জিহ্বা প্রবর্গ্যস্তব শীর্ষকং ক্রতোঃ
সত্যাবসথ্যং চিতয়োঽসবো হি তে।। ৪।।

(হে ভগবন্!) আপনার পুনঃ পুনঃ প্রকাশই দীক্ষা অর্থাৎ দীক্ষনীয় যজ্ঞ, গ্রীবাদেশ উপসদ অর্থাৎ তিনটী যজ্ঞবিশেষ, দণ্ডসমূহ প্রায়ণীয়া অর্থাৎ দীক্ষানন্তর যজ্ঞ এবং উদয়নীয়া অর্থাৎ সমাপ্তি-যজ্ঞ, জিহ্বাই প্রবর্গ্য অর্থাৎ উপসদের পূর্ব্বে ক্রিয়মাণ মহাবীর-নামক যজ্ঞবিশেষ, সত্য অর্থাৎ হোমরহিত অগ্নি ও আবসথ্য অর্থাৎ উপাসনাগ্নি—এই দুইটীই আপনার শিরোদেশ এবং চিতি অর্থাৎ যজ্ঞার্থ ইষ্টকাচয়ন আপনার পঞ্চপ্রাণ।। ৪।।

সোমস্তু রেতঃ সবনান্যবস্থিতিঃ
সংস্থাবিভেদাস্তব দেব ধাতবঃ।
সত্রাণি সর্ব্বাণি শরীরসন্ধয়-স্ত্বং
সর্ব্বযজ্ঞঃ ক্রতুরিষ্টিবন্ধনঃ।। ৫।।

হে দেব! আপনার রেতঃ—সোমযজ্ঞ ; আসন অথবা বাল্যাদি অবস্থাই—প্রাতঃ-

সবনাদি কর্ম্ম, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র এবং আপ্তোর্যাম—এই সপ্তযজ্ঞ-ভেদই আপনার ত্বক্-মাংসাদি সপ্তধাতু, এবং আপনার শরীরের সন্ধিসকল সমগ্র যজ্ঞস্বরূপ ; আপনি সর্ব্বযজ্ঞময়, যজ্ঞাঙ্গভূতা ঈশ্বর-ভক্তিই আপনার বন্ধন।। ৫।।

নমো নমস্তেঽখিল মন্ত্রদেবতা-
দ্রব্যায় সর্ব্বক্রতবে ক্রিয়াত্মনে।
বৈরাগ্য-ভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিত-
জ্ঞানায় বিদ্যাগুরবে নমো নমঃ।। ৬।।

সমগ্র মন্ত্রদেবতা, দ্রব্য, সর্ব্বযজ্ঞ ও যজ্ঞাদি ব্যাপাররূপী আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। বৈরাগ্য অর্থাৎ কর্ম্মফল-স্পৃহাশূন্য যে ভক্তি, তদ্দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য ও ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়, আপনি সেই জ্ঞানস্বরূপ ; অতএব, জ্ঞানপ্রদানকারী গুরুস্বরূপ, আপনাকে বারম্বার নমস্কার।। ৬।।

দংষ্ট্রাগ্রকোট্যা ভগবংস্ত্বয়া ধৃতা
বিরাজতে ভূধর ভূঃ সভূধরা।
যথা বনান্নিঃসরতে দতা ধৃতা
মতঙ্গজেন্দ্রস্য সপত্র-পদ্মিনী।। ৭।।

হে পৃথ্বীশ্বর! হে ভগবন্! আপনার দশনাগ্রে ধৃত পর্ব্বতাদির সহিত পৃথিবী, জল হইতে বহির্গত মত্ত গজরাজের দন্তধৃত সপত্র কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে।। ৭।।

ত্রয়ীময়ং রূপমিদঞ্চ শৌকরং
ভূমণ্ডলেনাথ দতা ধৃতেন তে।
চকাস্তি শৃঙ্গোঢ়ঘনেন ভূয়সা
কুলাচলেন্দ্রস্য যথৈব বিভ্রমঃ।। ৮।।

হে ভগবন্! মহাপর্ব্বতের শৃঙ্গদ্বারা মেঘ ধৃত হইলে যেরূপ শোভাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আপনার বেদময় এই শৌকর বপুঃ, দন্তধৃত ভূমণ্ডলদ্বারা শোভা পাইতেছে।। ৮।।

সংস্থাপয়ৈনাং জগতাং সতস্থুষাং
লোকায় পত্নীমসি মাতরং পিতা।
বিধেম চাস্যৈ নমসা সহ ত্বয়া
যস্যাং স্বতেজোঽগ্নিমিবারণাবধাঃ।। ৯।।

(হে জগদ্বিধাতঃ!) স্থাবর-জঙ্গমের বাসস্থান-জন্য আপনার পত্নী জগজ্জননী এই ধরণীকে সংস্থাপন করুন। আপনি জগতের পিতা, আপনার সহিত মাতা ধরণীকে নমস্কার করি। যাজ্ঞিকগণের কাষ্ঠে অগ্নিস্থাপনের ন্যায় আপনি এই ধরণীতে নিজশক্তি নিহিত করিয়াছেন।। ৯।।

কঃ শ্রদ্দধীতান্যতমস্তব প্রভো
রসাং গতায়া ভুব উদ্বিবর্হণম্।
ন বিস্ময়োঽসৌ ত্বয়ি বিশ্ববিস্ময়ে
যো মায়য়েদং সসৃজেঽতিবিস্ময়ম্।। ১০।।

হে প্রভো! রসতলগতা পৃথিবীর উদ্ধার-বাসনা আপনি ভিন্ন কাহারই বা হইতে পারে? ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে, কারণ আপনি সর্ব্ববিস্ময়ের আধারস্বরূপ ; আপনি মায়ায় ঈক্ষণদ্বারা অতিশয় আশ্চর্য্যজনক এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন।। ১০।।

বিধুন্বতা বেদময়ং নিজং বপু-
র্জনস্তপঃ-সত্য-নিবাসিনো বয়ম্।
সটাশিখোদ্ধূত-শিবাম্বুবিন্দুভি-
র্বিমৃজ্যমানা ভৃশমীশ পাবিতাঃ।। ১১।।

হে পরমেশ্বর! আপনি যে স্বীয় বেদময় শৌকরবপুঃ কম্পন করিতেছেন, তাহাতে আপনার কেশরের অগ্রভাগ হইতে উচ্ছলিত পবিত্র জলকণা মহঃ, জন, তপ ও সত্য-লোক-নিবাসী আমাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া আমাদের পরম পবিত্রতা বিধান করিতেছেন।। ১১।।

স বৈ বত ভ্রষ্টমতিস্তবৈষতে
যঃ কর্ম্মণাং পারমপারকর্ম্মণঃ।
যদ্‌যোগমায়া-গুণযোগ-মোহিতং
বিশ্বং সমস্তং ভগবন্ বিধেহি শম্।। ১২।।

আপনার লীলা অগম্য ও অপার ; অহো, যে ব্যক্তি ভবদীয় লীলার অবধি জানিতে বাসনা করে, সে অতিশয় মূঢ়মতি ; হে ভগবন্! আপনার গুণসংযোগ-মোহিত এই সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করুন।। ১২।।

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি

শুদ্ধ-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নিরয়-প্রাপক

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন যে,—

যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে।।

এই কথাগুলির তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। তাৎপর্য্য না বুঝিয়া আজকাল লোকে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে যে বৈষ্ণবের যথার্থ সম্মান হয় না, তাহা কোনপ্রকারেই

বুঝিতে পারি না। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধ-বৈষ্ণব যে কুলেই উৎপন্ন হইয়া থাকুন না কেন, তাঁহাকে কোনপ্রকারে হীন জ্ঞান করিবে না। যিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। হীন জাতিতে জন্মিয়াছেন বলিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে হীন জ্ঞান করিবে না। যিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে হীন-কুল-জন্মা বলিয়া হীন জ্ঞান করেন, তিনি পাপিষ্ঠ; সুতরাং তিনি অনেকবার অধম যোনিতে ভ্রমণ করেন।

পরমার্থ-ধর্ম্মের সহিত জাতি বা বর্ণ-ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই

'বৈষ্ণব' বলিয়া একটী পৃথক্ জাতি নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি শুদ্ধাভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব ; তাঁহার জাতি-ধর্ম্ম লইয়া তাঁহার উচ্চতা-নীচতা করা উচিত হয়। কলিকালে মানবগণ অত্যন্ত স্বার্থপর। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ছল করিয়া একটী জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জাতিতে যিনি জন্মাইবেন, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া বলা হয়। এরূপ ব্যবহার নিতান্ত মন্দ। সাংসারিক ব্যবহার-নির্ব্বাহের জন্য বর্ণ-ধর্ম্ম বা জাতি-ধর্ম্ম চলিতেছে, তাহাতে পরমার্থ-ধর্ম্মের সংস্রব নাই। পরমার্থ-ধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তি-নিষ্ঠ। যাঁহার ভাগ্যোদয়ে অনন্যাভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হয়, তিনিই কেবল পারমার্থিক, তাঁহার পারমার্থিক ব্যবহারে জাতি বা বর্ণধর্ম্ম কোন কার্য্য করে না। তাঁহার অধীন কুলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা কুটীনাটী করেন, তাঁহারা পাপিষ্ঠ।

বৈষ্ণব কোন জাতি বা বংশান্তর্গত নহেন

বৈষ্ণব-বংশ বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশ-পরম্পরা যে কেহ বৈষ্ণব হইবে, ইহার কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে, অনেক বৈষ্ণব-বংশে বহুতর কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার চণ্ডাল ও যবন-কুলে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির বলে বৈষ্ণব হইয়াছেন। বৈষ্ণব-আচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণবকে দেখা যায়। আবার নিতান্ত অধার্ম্মিকদিগের বংশে অনেক বৈষ্ণব উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণব-জাতি বা বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে। স্বার্থপরতা ও অযোগ্যতাই ইহার মূল।

অবৈষ্ণবে বৈষ্ণব-বুদ্ধি ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ভক্তির হানিকর

হে পাঠকবর্গ! শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে যত আদর করিবেন, শুদ্ধ-বৈষ্ণবদিগের জন্ম-দোষাদি না দেখিয়া তাঁহাদের ভক্তির উদয়ানুসারে যত সম্মান করিবেন, ততই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি দূর হইবে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত যখন ভক্তিলাভের অন্য উপায় নাই, তখন যাহাকে তাহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া সঙ্গ করিলে অথবা অধমকুল-জন্মা শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে তাঁহার জাতিদোষ লক্ষ্য করিয়া অনাদর করিলে, আর শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গের আশা থাকে না। সকল কার্য্যেই নিরপেক্ষ ও সরল হওয়া আবশ্যক। যদি আত্ম-বঞ্চনাকে ভয় করেন, তবে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৬ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০০

শ্রীধাম ও সহজিয়া-বিচার

শ্রীনবদ্বীপ নগর বহুদিন হইতে বঙ্গের পূর্ব্বগৌড়ের রাজধানীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীনবদ্বীপ পাণিনি-কথিত গৌড়পুরের প্রাচীন স্মৃতির ধারায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত নগর। সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে পালবংশীয় নরপতিগণ সুবর্ণ-বিহারে রাজধানী স্থাপন করেন। সুরবংশীয়গণ সুরডাঙ্গা বা শরডাঙ্গায় রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। সেনবংশীয় রাজগণ সেনডাঙ্গায় বাস করেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ মায়াপুরে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাপি বল্লালের ঢিবি বা প্রাসাদ-ভগ্নাবশেষরূপে বর্ত্তমান। এই বংশের দ্বিতীয় লাক্ষ্মণেয়ের অশীতিবর্ষ কালে বঙ্গের রাজধানীর গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল।

ভাগীরথী-তীরে বহুদিন হইতে শিক্ষাকেন্দ্ররূপা ঋষি-নীতির অভ্যুদয় লক্ষিত হয়। সেনংশীয় রাজগণের সভায় সেই বিদ্যাপ্রতিভার চরম উন্নতি হইয়াছিল। সেই সভায় কবিবর শ্রীজয়দেব 'গীতগোবিন্দ'-নামক অষ্টাধ্যায়ী গীতিকাব্য রচনা করিয়া সেনবংশীয়-গণের অভ্যুদয়-কালে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিভালোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, সেনবংশীয় রাজগণের বিষ্ণুভক্তির প্রাধান্য ছিল না, কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দ-লেখকের তাৎকালিক অবস্থা হইতে জানা যায় যে, সেনবংশীয় ভূপতিগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের দাস্যের পরমোৎকর্ষ আস্বাদনে নিরত ছিলেন। কাহারও মতে, ঋষি-নীতির চরমোৎকর্ষই বিষ্ণুভক্তি এবং বিষ্ণুভক্তির চরমোৎকর্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা-সাহিত্য—শাক্তেয় মতবাদের অন্তরায়।

গৌড়পুরের ব্রহ্মশোভা রাজশ্রীর দ্বারা পুনঃ সম্বর্দ্ধিত হইয়া যে বিষ্ণুভক্তির প্রবল উৎস গীতগোবিন্দে স্থানলাভ করিয়াছে, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠিত। বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাসনা-প্রণালী সুষ্ঠুনীতির উপর সম্বর্দ্ধিত, কিন্তু অপাত্রে পড়িয়া উহা বৌদ্ধ-মহাজান-সম্প্রদায়ের প্রাকৃত সাহজিকতায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। কেহ কেহ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া মনে করেন যে, বৌদ্ধগণের অশ্বঘোষীয় বিচারানুসারে প্রাচীন সহজিয়া-মতই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম, কিন্তু চৈতন্যদেব বলেন,—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর।।"

গৌড়দেশের ঐতিহ্য-পাঠক সকলেই জানেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি মহানুভব বৈষ্ণবগণের পশ্চাদ্-দৃশ্যমধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি শুদ্ধভক্তগণের গীতি বর্ত্তমান। সেই গীতিসমূহের পূর্ব্বে বাংলা-ভাষার পরিচয় জানিতে হইলে সুললিত গীতগোবিন্দ কাব্যকেই আকরস্থানীয় জানা যায়। সেই অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবতের পরিশিষ্ট-বিচারে প্রচুর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী-বিরোধি-সম্প্রদায় শ্রীরাধাতত্ত্বকে কালাধীন করিতে গিয়া ঋক্-পরিশিষ্ট-বচনের অবহেলা করিয়া থাকেন। নিম্বগ্রামের বা মুঙ্গের-পত্তনের ক্ষেত্রোৎপন্ন 'শ্রীনিম্বভাস্কর' সর্ব্বাগ্রে শ্রীরাধা-

গোবিন্দের উপাসনায় দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া যে ধূয়া উঠিয়াছিল, উহা অকিঞ্চিৎকর ভিত্তিতে অবস্থিত।

প্রাকৃত সহজিয়া-কুল যেভাবে প্রাকৃত জগৎ হইতে অধিরোহপথে গমন করিয়া সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস করে, সেইরূপ প্রয়াসের কোন উপযোগিতা আমরা অপ্রাকৃত মধুর-রতিতে লক্ষ্য করি না। যাহারা হরিবিমুখ, তাহাদের গত্যন্তর না থাকায় সকল বিষয়ই প্রকৃতির অঙ্কে লালিত, পালিত ও সম্বর্দ্ধিত বলিয়া মনে করে। কিন্তু শব্দশক্তিতে বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি বর্ত্তমান থাকায় অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি দুর্ব্বল-হৃদয়ে শব্দদ্বারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণের দিকে চালিত করায়, তজ্জন্যই সকলে দুঃসঙ্গ-পরিত্যক্ত ত্যক্তগৃহমেধযজ্ঞ কৃষ্ণসেবনোন্মুখের অনুসরণ করিতে গিয়া কেহ কেহ তাঁহার অনুকরণ করিয়া বসে, তাহার ফলে নবরসিক-সম্প্রদায়ের চিন্ময়রসের বিকৃত তাণ্ডবনৃত্য।

নিম্বগ্রাম বা মুঙ্গেরপত্তনের অধিবাসী নিমানন্দ—গৌরসুন্দরের গৌণ পরিদর্শক মাত্র। বহু অনুসন্ধানেও মুঙ্গেরপত্তন বা নিম্বগ্রামের সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল কিংবদন্তী এই যে, উহা দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। যদি কেহ প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবিসম্বাদিত সুন্দরভট্টাদির সম্বন্ধে প্রকৃতপ্রস্তাবে আলোচনা করাই সঙ্গত। ভাস্কর-ভাষ্য প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈত-বিচারপূর্ণ গ্রন্থ কোন সময় রচিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। **কেনই বা হরিব্যাস ও কেশব ভট্টাদি গৌড়ীয়ের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি পাঠ করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, উহার মূলানুসন্ধানে বিরত হওয়া গৌড়ীয়গণের কর্ত্তব্য নহে।** গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের পশ্চাদ্-দৃশ্যরূপে শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গল, শ্রীল জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি বর্ণিত হন। তাঁহারা কি সকলেই অশ্বঘোষ-মতাবলম্বী প্রাকৃত-সহজিয়া? প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলেন,—তাঁহারা তাহাই, যেহেতু নবরসিক-সম্প্রদায় তাঁহাদেরই মত পোষণ করেন। কিন্তু **গৌড়ীয়গণের আরাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণাভিন্নতনু শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলায় যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতগোবিন্দের পূর্ণতম বিকাশ। তাহার অনুকরণে পুষ্টিমার্গের পুষ্টি ও নিম্বার্কের "দশশ্লোকী" প্রভৃতি পল্লবিত হইয়াছে।**

সেনবংশীয়গণের রাজকবি শ্রীজয়দেব কবিরাজ বঙ্গদেশীয় বহু কবিরাজগণের আকর-স্থানীয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে-সকল রাধাগোবিন্দ-উপাসক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সহিত বিরোধ ও প্রীতি সংস্থাপন করিতেছেন, শত্রু-মিত্রভাবে তাঁহাদের উপযোগিতা আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, উপনিষদে, ব্রাহ্মণে এবং নানাস্থানে পশ্চাদ্-দৃশ্যরূপে মনীষিগণের চিত্ত ন্যূনাধিক আকর্ষণ করিয়াছে। কেবল যে ভারতীয় ধর্ম্ম-বিকাশে এই চিন্তা-স্রোতের স্থান লক্ষিত হয়, এরূপ নহে। নজরথের ধর্ম্ম-প্রচারকের চিত্তবৃত্তিতেও ভগবৎসেবার কিয়ৎপরিমাণ দেশ-কাল-পাত্রোচিত ভাবের কথা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কিঞ্চিজ্জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে যে জড়নীতি-প্রাধান্য-মূলে চিন্নীতির গর্হণ দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তিকালে বিচার-ভ্রান্তি-মূলে উদ্ভূত। অপ্রাকৃত

শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলায় জড়নীতি-শ্রদ্ধ ধর্ম্মজগতের শৈশব-বিচারধারায় যে গর্হণ দেখা যায়, তাহার মূল্য কত, সুধীগণ তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন। প্রাকৃত সহজ-কর্ম্ম অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মের কিরূপ বৈরিতা-সাধন করিয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বস্তুর ভোগময় দর্শন ও বাস্তব-বস্তুর নিত্য-সেবোন্মুখ-দর্শনে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান।

প্রাকৃত সাহজিকগণ তাঁহাদের পূর্ব্বে গুরুদিগের দুর্নীতিপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া অপ্রাকৃত সহজতত্ত্বে সাধারণের অধিকারবঞ্চিত করিয়াছেন। সাধারণ জনগণ দুইভাগে সৃষ্ট হইয়া আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজ-বিচারমূলে পরস্পর পার্থক্য স্থাপন করেন। এই ভেদবাদ যে-স্থলে অস্বীকৃত হইয়াছে, তথায়ই প্রাকৃত-সহজিয়া দুর্নীতি পোষণ করিবার পরম সুযোগ পাইয়াছেন। অপরদল "সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মে কলঙ্ক আছে" বিচার করিয়া আত্মবঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রাকৃত সাহজিকগণকে বিষ্ণুভক্তির অধস্তন জানিয়া সত্য-বিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রাচীন গৌড়পুর শ্রীনবদ্বীপ-নগর ভাগীরথীর কূলে বিস্তৃত হইয়া অনেক গ্রাম-নগরাদির আবাহন করিয়াছে। কালপ্রভাবে রাজশ্রী ক্ষুণ্ণ হইলেও শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে বিদ্যার প্রবল স্রোত বিপন্ন হয় নাই। নানাদিগ্‌দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ ও অধ্যাপকগণ আসিয়া প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের শোভা সংবর্দ্ধন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। গৌড়পুর-নবদ্বীপ নদী-মাতৃক-দেশ বলিয়া পরিণামশীল ভূমিকায় অকিঞ্চিৎকরতা-প্রতিপাদনে কোনদিনই বিমুখ হয় নাই। সুতরাং বিদ্যার্থি-অধিবাসিগণ স্রোতস্বতী জননীর বিভিন্ন ক্রোড়ে কালে কালে পালিত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

বিংশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ীয়-বিদ্যাকেন্দ্র ও তীর্থবাসী যাত্রিগণের স্থান দিবার জন্য কোলদ্বীপে শহর নবদ্বীপ বসিয়াছে। অপরাবিদ্যার অনুশীলনে মুগ্ধ হইয়া চিরদিনই দেশ-বিদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ আসিয়া গৌড়পুরের ক্ষীণালোক-প্রদীপের স্নেহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। একদিন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিষ্ণুভক্তির কথায় শ্রীনবদ্বীপের আলোক বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক ও শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি যতিরাজগণ বিষ্ণুভক্তি-লাভেচ্ছায় নবদ্বীপ-নগরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে শ্রীগৌড়পুর শ্রীমায়াপুরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই তাৎকালিক অপ্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে লোকাতীত বৈকুণ্ঠবাণী কীর্ত্তন করেন, তাহাও কালপ্রভাবে অপরাবিদ্যা-নিপুণ ভক্তি-বিরোধিগণের আস্ফালনে ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের অলৌকিক ন্যায়শাস্ত্রাধিকার বৈদিক বেদান্তমূলে প্রতিষ্ঠিত ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনে নব্যন্যায়ের চাঞ্চল্য ক্ষীণপ্রভ হইয়া পরমার্থ-রাজ্যের দিকে যাইতেছিল। আবার তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়-তনয়ের হস্তে পারমার্থিক দর্শন-স্পৃহা প্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্মে পরবর্ত্তিকালে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈতের অধস্তনসূত্রে রাধামোহন স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ভক্তিবিরোধিনী চেষ্টার সহায়তা করিয়াছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ নগর ও নগরবাসিগণের বৃত্তি কালে কালে বিকারযুক্ত হইয়া অপরাবিদ্যার

মহিমা পরাবিদ্যাকে আচ্ছাদিত করিবার প্রায়াস করে, কিন্তু পরাবিদ্যার আদিপথিক শ্রীরাধা-গোবিন্দোপাসক গৌড়ীয় সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথমপুরুষরূপে শ্রীমায়াপুরে শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সেই শোভাবর্দ্ধনকারীর বিদ্যাপীঠে আচার্য্য-মন্দিরে অপরাবিদ্যার উন্নতস্তরে অবস্থিত পরাবিদ্যাপীঠ পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছে। উহা পৃথুকুণ্ডতীরে ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলী অন্তর্দ্বীপে অবস্থিত। শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে এই পৌরাণিক আখ্যানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপ কখনও কোলদ্বীপ বা মোদদ্রুম-দ্বীপের অংশবিশেষে পরিণত হইতে পারে না। ইহা সেনবংশীয় রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত।

প্রৌঢ়ামায়া ভাগীরথীর অপরকূলে বাস করিয়া হরিবিমুখ দেবানন্দাদি পণ্ডিতের দ্বারা পরমার্থবিচারের প্রতিকূল আচরণ করিয়া পরে অপরাধ-ক্ষমাপণের লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। প্রৌঢ়ামায়া মায়াহত হইয়া প্রৌঢ়া-শব্দের পরিবর্ত্তে 'পোড়া' বা 'বিদগ্ধ'-শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহারই মায়াজাল বিস্তৃত হইয়া লোক-নেত্র আবৃত করিবার জন্য কর্কটিকা-পল্লীতে 'মিঞাপুর' স্থাপিত হইয়াছে। 'মিঞা'-শব্দটী যাবনিক ভাষার অন্তর্গত বিলাসপর সামাজিকগণের উপাধি। তথায় অশ্বঘোষের মহাযানিক অনুষ্ঠান প্রাকৃত-সাহজিকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিবে—এই বিচারই কলিজনোচিত।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

নববর্ষের আরতি

*** আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচারধারায় সমুদ্রের ন্যায় যে অসীমা গতি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা যতই প্রশান্ত হউক না কেন প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে বিক্ষোভিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালা বিরাট বিশ্বকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে। শ্রীপত্রিকার সিদ্ধান্ত হিমাদ্রি কলিহত বিশ্বের কর্ম্ম-জ্ঞানাদি তর্ক-চাঞ্চল্যকে স্তব্ধীভূত করিয়া ভক্তি বা সেবাধর্ম্মের অচলতা ও অটলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠক, অনুমোদক, কার্য্যকারক ও পরিচালক তাঁহাদের সৌভাগ্য-সমুদ্রের সীমা নাই, সুতরাং আমরা তাঁহাদের প্রতি আমাদের বর্ষারম্ভের প্রাতঃকালীন সুশীতল, স্নিগ্ধ শঙ্খারতি ধ্বনিত করিতেছি।

গৌড়ীয়ের বাণী নিত্যা, শুদ্ধা, পূর্ণা ও মুক্তা। যেহেতু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অপ্রাকৃত সিদ্ধান্ত-বাণীর অন্তরঙ্গা শক্তিতে শক্তিমতী ; সুতরাং নির্ভীক কণ্ঠে উক্ত বৈকুণ্ঠ-বাণীর প্রচার করিতে উক্ত সমিতিই একমাত্র অধিকারিণী—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিনোদবাণী-স্বরূপা ভক্তির অন্তঃসলিলা সরস্বতী যাঁহার সহায়, তিনি সত্যকথা যতই অপ্রিয় হউক না কেন, দৃঢ়তার সহিত প্রচার ও স্থাপন করিতে সক্ষম ; সুতরাং সেই কার্য্যে কৃতসঙ্কল্প। শ্রীপত্রিকাই ইহার একমাত্র অবলম্বন। যাঁহারা শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত এই পত্রিকা গ্রহণ করিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের হৃদয়ে নিখুঁত অপ্রাকৃত সত্যের বিকাশ হইবেই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীপত্রিকা কাহারও খোসামোদ বা তোষামোদকারী নহে। সত্য যতই অপ্রিয় হউক না কেন, তাহাই প্রচার করা শ্রীপত্রিকার আদর্শ। আমরা কাহারও অর্থ-বিত্ত-সম্পত্তির

আকাঙ্ক্ষা করি না। সমাজ যদি আমাদের প্রচারে সন্তুষ্ট হইতে না পারে, নাই পারুক ; তাহারা যদি আমাদিগকে প্রশংসা না করে, নাই করুক ; তথাপি আমরা কখনও সত্য কথা গোপন করিব না—ইহা ধ্রুব সত্য। সত্যের আদর সত্যপিপাসুর নিকট চিরদিনই আছে ও থাকিবে। আজকাল কালপ্রভাবে সত্যের আদর সর্ব্বতোভাবে পরিলক্ষিত না হইলেও, অন্তরে অন্তরে ইহার আদর-কর্ত্তৃমহোদয়গণের এখনও দুর্ভিক্ষ হয় নাই। আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রচার করিতে গিয়া ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। "সত্যের জয় হউক, মিথ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক।" আমরা নব-বর্ষে এই ধ্বনি করিয়া অপ্রিয় সত্যের আরতি করিতেছি।

জগৎ সত্য—শুধু সত্য নহে, ইহা ধ্রুব সত্য। ইহা স্থূল, সূক্ষ্ম যে কোন আকারেই থাকুক না কেন, ইহার প্রত্যক্ষ সত্যবাদিতা সর্ব্ববাদিসম্মত। মিথ্যাবাদী-সম্প্রদায় জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেও তাহাদের যুক্তিতে, তর্কে বা বাক্য-বিন্যাসে জগৎ মিথ্যা হইয়া যাইবে না। মিথ্যাবাদের দ্বারা 'মিথ্যা' কখনই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। মিথ্যার যুক্তিজালে বা মায়াজালে আবদ্ধ জলজন্তুসকল যাহাই "রায়" দেন না কেন বা "সিদ্ধান্ত" করেন না কেন তাহা গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারের ফলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া "ধ্রুব সত্য" প্রকাশিত হইবেই হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বিশ্ববাসী সকলকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ শিক্ষা অনুসরণ করিতে অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"তৃণ অপেক্ষা নীচু হইয়া এবং তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া 'হরি-কীর্ত্তন' করিতে হয়।" হরি-কীর্ত্তন বলিতে, 'হরি হরি'—এই শব্দদ্বয়কে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করাকেই কেবলমাত্র 'হরি-কীর্ত্তন' বলে, তাহা কিন্তু মোটই নহে। হরি-কীর্ত্তন করিতে গেলে সহিষ্ণুতাই কীর্ত্তনকারীর প্রধান ভূষণ। অসহিষ্ণু ব্যক্তি হরি-কীর্ত্তনের অযোগ্য। এইজন্য সহজিয়ারা হরি-কীর্ত্তনের অভিনয় করিতে গিয়া স্বাভাবিক সহিষ্ণুতার পরিবর্ত্তে কৃত্রিম সহিষ্ণুতা অভ্যাস করে। তাহার ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভু এইপ্রকার ঢঙ্গ-বৈষ্ণবগণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেছেন। যাহার স্বাভাবিক সহিষ্ণুতা নাই, তাহার বৈষ্ণবতা আসিবে কোথা হইতে? সে বৈষ্ণবতা শিখাইবে কাহাকে? তমোগুণতাড়িত, হিংসা-দ্বেষে জর্জ্জরিত, কাম-ক্রোধের দাস যতই পঞ্চমুখে চীৎকার করুক না কেন, অপ্রিয় সত্য গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কখনও গোপন রাখিবে না। তাহা বিশ্বের সমক্ষে আবরণ উন্মুক্ত করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গের স্বরূপ প্রকাশ করিবেই করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহার সহায় তিনি পূর্ণ সহিষ্ণুতার সহিত সহজিয়া প্রভৃতি অপধর্ম্মসমূহের বিনাশ-সাধন করিতে কৃত-সঙ্কল্প।

তিনিই সহিষ্ণু, যিনি বিশ্বের অমঙ্গল বিদূরিত করিতে কৃতসঙ্কল্প। জগজ্জঞ্জাল ধ্বংস হউক, বিশ্ব বিশুদ্ধ ধর্ম্মে স্থাপিত হউক—ইহাই শ্রীপত্রিকা তথা শ্রীবেদান্ত সমিতির একমাত্র কাম্য। শ্রীনাম-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রচারক শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদের নিজ আচরণের দ্বারা আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই সহিষ্ণুতা চরম সীমায় উপনীত হইয়া উক্ত মহাজনদ্বয়ের পদসেবা করিয়া ধন্যা হইয়াছে।

তাঁহারা লাঞ্ছনার চরম সীমায় উপনীত হইয়াও, সত্যপ্রচারে কোনওপ্রকার কার্পণ্য করেন নাই। আমরা সহজিয়ার ন্যায় এই আদর্শ কখনও ভুলিব না।

প্রকাশ্য বিচারক্ষেত্রে আমরা এই আদর্শের অনুমোদন লাভ করিয়াছি। বিচারকগণের অভিমত—কোনও সম্প্রদায়ে অনৈতিক মলিনতা প্রবেশ করিলে, তাহার উপযুক্ত প্রতিবাদ করাই একান্ত প্রয়োজন। যিনি ইহাতে পরাঙ্মুখ হইবেন, তাঁহাকে 'কাপুরুষ' বলা হইবে। আমরা ধন্যবাদের সহিত ইহা স্বীকার করি।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন, আমরা কাহারেও উদ্বেগ দিতে ইচ্ছা করি না। "প্রাণী-মাত্রেই কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষাই আমাদের হৃদয়ের মূল মন্ত্র। তবে প্রাকৃত সহজিয়াকুল এই মহান্ উপদেশটীকে যে-প্রকার ইন্দ্রিয়-তর্পণপর ব্যাখ্যা করিয়া তুলিয়াছেন, আমরা তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরসন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। পিতা পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি উদাসীন থাকিয়া 'প্রাণীমাত্রেই উদ্বেগ দিব না' মনে করিয়া শাসনদণ্ড সঙ্কুচিত করিলে, পুত্রের কখনই মঙ্গল হইবে না। এমন কি, তাহাকে পুত্র-হত্যাকারী পিতা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পরস্ত্রী হরণকারী, দস্যু, তস্কর, প্রবঞ্চনাকারী দানবগুলি অসন্তুষ্ট হইবে বলিয়া যদি কেহ তাহাদিগকে ধরাইয়া না দেয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর উক্ত 'প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দিবে'-বাক্যের কখনও সার্থকতা হইবে না। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর "তৃণাদপি সুনীচ" বাক্যের সফলতা দেখাইয়াছেন—"তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে।"—এই বাক্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া। আমরা অদ্য অসৎ-পথগামী দুর্ব্বিনীতব্য ব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্ত বাক্যদ্বারা আরতি-বিধান করিতেছি।

সুতরাং বিগত বর্ষের ধারা অন্তহীন এবং বর্ত্তমান বর্ষেও তাহা অসীমাগতিতে প্রধাবিত হইবে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৬৮ পৃষ্ঠার পর]

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৫)

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার-কর্ত্তৃত্ব, গুণাবতার-কর্ত্তৃত্ব, পুরুষাবতার-কর্ত্তৃত্ব এবং মহাবক্তা ও শ্রোতার শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্যরূপ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা স্থাপন করা হইতেছে। দেবকী-দেবীর গর্ভগত শ্রীকৃষ্ণস্তবে দেবগণ বলিতেছেন,—

লীলাবতার-কর্ত্তৃত্ব—

মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে।। (ভাঃ ১০।২।৪০)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৬ ; ১৪ মার্চ, ২০০০

হে যদুশ্রেষ্ঠ! আপনি মৎস্য, হয়গ্রীব, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রামচন্দ্র, পরশুরাম, বামনাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিভুবনসহ আমাদিগকে পালন করিয়া থাকেন এবং পৃথিবীর ভার হরণ করেন। বর্ত্তমানেও তজ্জন্য অবতীর্ণ হইতেছেন। আপনাকে আমরা নমস্কার করি।

ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

সরেষ্বিষিধীশ তথৈব নৃষ্বপি তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্ম্মদ-নিগ্রহায় প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ।।

(ভাঃ ১০।১৪।২০)

হে বিধাতঃ! হে প্রভো! আপনি বস্তুতঃ জন্মরহিত হইলেও সুর, ঋষি, নর, তির্য্যক্ ও মৎস্যাদি জলজন্তু প্রভৃতিতে আপনার আবির্ভাব কেবল দুরাত্মগণের গর্ব্বনাশ এবং সাধুগণের অনুগ্রহের জন্য হইয়া থাকে।

গর্গঋষি নামকরণকালে মহারাজ নন্দকে বলিয়াছিলেন,—

'বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে' (ভাঃ ১০।৮।১৫)। আপনার পুত্রের গুণকর্ম্মের অনুরূপ বহু নাম ও রূপ আছে।

কুবেরপুত্র নলকূবর শ্রীকৃষ্ণস্তবে বলিতেছেন,—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ।। (ভাঃ ১০।১০।৩৪)

প্রাকৃত শরীরে যে-সকল বীর্য্য অসম্ভব, মৎস্য-কূর্ম্ম প্রভৃতি বিগ্রহধারী প্রাণীর মধ্যে সেইসকল অনুপম গুণযুক্ত বীর্য্যদর্শনে লোকসকল তাহাদের মধ্যে যে প্রাকৃত শরীররহিত মহাপুরুষের আবির্ভাব অনুমান করেন, আপনিই সেই সর্ব্বকল্যাণদাতা মহাপুরুষ সম্প্রতি জীবের সম্পদ্ ও মোক্ষপ্রদানের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন।

নগ্নজিৎ মহারাজ বলিয়াছেন,—

যৎপাদপঙ্কজরজঃ শিরসা বিভর্ত্তি
শ্রীরব্জজঃ সগিরিশঃ সহ লোকপালৈঃ।
লীলাতনুঃ স্বকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ
কালেঽদধৎ স ভগবান্ মম কেন তুষ্যেৎ।। (ভাঃ ১০।৫৮।৩৭)

লক্ষ্মী, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর লোকপালগণের সহিত যাঁহার শ্রীচরণরেণু মস্তকে ধারণ করেন এবং যিনি স্বীয়কৃত জগৎসেতু অর্থাৎ ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য যথাকালে লীলাবিগ্রহ প্রকট করেন, সেই ভগবান্ আমার প্রতি কিসে পরিতুষ্ট হইবেন?

শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ।। (ভাঃ ১০।৮৭।৪৬)

সেই অমলকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, যিনি সর্ব্বভূতের সংসার-মোচনের জন্য কমনীয় কলাবতারসকল প্রকট করেন। এই শ্লোকের স্বামী-টীকা—'নম ইতি শ্রীকৃষ্ণাবতারতয়া নারায়ণং স্তৌতি। 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মি'ত্যুক্তে-

রিত্যেযা। অতএব তচ্ছ্রবণানন্তরং তস্মাদেব নমস্কারাৎ শ্রুতিস্তু তাবপি শ্রীকৃষ্ণ এব স্তুত্যা ইত্যায়াতম্। তথৈব শ্রুতিভিরপি নিভৃত-মরুন্মনোজ্ঞেত্যাদিপদ্যে নিজারিমোক্ষ-প্রদত্বাদ্যসাধারণলিঙ্গেন স এব ব্যঞ্জিতঃ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই অবতাররূপে নারায়ণকে স্তব করিয়াছেন। কারণ 'এতে চাংশকলাঃ' শ্লোকে নিখিলাবতার পুরুষের অংশ ও কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। স্বামিপাদের এই ব্যাখ্যা হইতে প্রতীত হইতেছে যে, নারদ নারায়ণের নিকট হইতে শ্রুতিস্তব শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন বলিয়া এখানেও শ্রীকৃষ্ণই মুখ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার-কর্তৃত্ব—

ইত্যুদ্ধবেনাত্যনুরক্ত-চেতসা পৃষ্টো জগৎক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ।
গৃহীতমূর্ত্তিত্রয় ঈশ্বরেশ্বরো জগাদ সপ্রেম-মনোহরস্মিতঃ।।

(ভাঃ ১১।২৯।৭)

জগৎ যাঁহার ক্রীড়নক, যিনি নিজ শক্তি অর্থাৎ অংশাবেশ ও বিভূতিদ্বারা বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মা—এই মূর্ত্তিত্রয় প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তচিত্ত উদ্ধবকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির সহিত মনোহর হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

পুরুষাবতার-কর্তৃত্ব—

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্ব-সুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্ত্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ।।

(ভাঃ ১।৯।৩২)

শ্রীভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—বিবিধ ধর্ম্মাদিদ্বারা মনোধারণরূপা বিষয়-রাগরহিতা মতি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সাত্বতশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিলাম। ইনি সর্ব্বদা স্বরূপভূত পরমানন্দে পূর্ণ হইয়াও কদাচিৎ ক্রীড়া-নিমিত্ত প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করেন। তখন প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি-পরম্পরা প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্লোকোক্ত 'বিভূম্নি'-শব্দার্থ—বিগত হইয়াছে ভূমা যাহা হইতে অর্থাৎ যাহা হইতে অন্য কেহ মহৎ নাই। তিনি প্রকৃতিতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী—এই তিন পুরুষাবতার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। 'প্রকৃতিমুপেয়ুষি' অর্থাৎ প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করেন। এই কথাদ্বারা পুরুষাবতারত্রয়ের আবির্ভাব-কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ, ইহা জানা গেল।

ভব-ভয়মপহর্ত্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি।। (ভাঃ ১১।২৯।৪৯)

নিখিল বেদাবির্ভাব-কর্ত্তা ভগবান্, ভ্রমরের কুসুম হইতে মধু সংগ্রহের ন্যায় সংসার-নিবৃত্তির উপায়রূপ নিখিল বেদের সার জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ ভগবদ্ভক্তিসুধা উদ্ধার করিয়া নিবৃত্তিমার্গে বর্ত্তমান ভক্তগণকে পান করাইয়াছিলেন এবং সমুদ্রমন্থনদ্বারা সুধা উদ্ধার করত দেবগণকে পান করাইয়াছিলেন, সেই আদ্যপুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণসংজ্ঞ ভগবানকে নমস্কার।

যস্যাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াৎ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতাঃ।। (ভাঃ ১০।৮৫।৩১)

দেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—যাঁহার অংশ পুরুষ, পুরুষের অংশ মায়া, মায়ার অংশ ত্রিগুণ, সেই ত্রিগুণের ভাগে পরমাণুমাত্র লেশদ্বারা বিশ্বের উৎপত্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে ; সেই তোমার শরণ লইলাম। এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে 'সর্ব্বাংশী' বলা হইল।

'নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনাম্' (ভাঃ ১০।১৪।১৪) এই প্রসিদ্ধ শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—হে অধীশ! আপনিই নারায়ণ। আপনি সর্ব্বদেহীর আত্মা (তৃতীয় পুরুষ), অখিল-লোকসাক্ষী (২য় পুরুষ) এবং নরসম্ভূত যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও জল তাহার আশ্রয় (১ম পুরুষ), কিন্তু এই প্রথম পুরুষ মূল-নারায়ণ নহেন, ইনি আপনার অংশ, আপনি অংশী। সেই রূপ মায়িক নহে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'-প্রশস্তি

অনন্তশ্রী-বিভূষিত ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের পরম প্রিয়তম শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণীবিগ্রহ "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" আজ নববসন্তে নবকলেবরে নবানুরাগে আত্মপ্রকাশ করিয়া গৌরগতপ্রাণ সুজন-সংসদের পরমানন্দ বিধান করিলেন। পতিব্রতা রমণীর পতিপরায়ণতাই যেমন তাঁহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য-প্রকাশক, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন-নিষ্ঠাই গৌড়ীয়ের প্রকৃত 'শ্রী'—সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য-গৌরব-বিজ্ঞাপক। অন্যাভিলাষিতাশূন্যা জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনময়ী ভক্তিই গৌড়ীয়ের 'শ্রী' বা প্রধান বৈভব এবং ইহাতেই তাহার যথার্থ গৌরবানুভব।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশকে 'গৌড়দেশ' বলা হইত। এজন্য বঙ্গদেশীয় গৌরভক্তবৃন্দই 'গৌড়ীয় ভক্ত' নামে খ্যাত হইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদপ্রবর শ্রীদামোদর-স্বরূপই গৌড়ীয় ভক্তগণের নিয়ামক ছিলেন। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তোমার গৌড়ীয়" (চৈঃ চঃ মঃ ১২।১২৭) প্রভৃতি শ্রীমুখোক্তিতে প্রকাশিত। কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ বা আলাপ করিতে অথবা বঙ্গ কিম্বা সংস্কৃত-ভাষায় রচিত কোন স্তব-স্তুতি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা কবিতাদি দেখাইতে চাহিলে শ্রীস্বরূপের অনুমোদন ব্যতীত কেহ তাঁহার নিকট যাইতে বা স্বলিখিত প্রবন্ধাদি দেখাইতে পারিতেন না। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষদুষ্ট বাক্য মহাপ্রভুর বড়ই দুঃখপ্রদ হইত (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৯৭)। ভাষার ভক্তিরস-গাম্ভীর্য্যেই প্রকৃত সাহিত্য-সৌন্দর্য্য প্রকটিত, ভক্তিরস-রহিত ভাষার প্রকৃত সৌন্দর্য্য অপ্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণ-কর্ত্তৃক আদরণীয় হইবার পরিবর্ত্তে সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়ই হইয়া থাকে। তাঁহারা ঐরূপ ভক্তিরস-রহিত প্রাকৃত সাহিত্যকে 'রাহিত্য' নামই প্রদান করিয়া থাকেন। মহাবিজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীরামকিঙ্কর শ্রীহনুমানজী মহামূল্য রত্নহারমধ্যে তাঁহার আরাধ্য শ্রীসাতারাম নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে সমাদর করিতে পারেন নাই। যে সাহিত্যে মূল বাস্তব বিষয়বস্তু—

ভগবান্, তদাশ্রয়-বিগ্রহ—ভক্ত ও তদুভয়সম্বন্ধ-সম্বোধিনী ভক্তিবৃত্তির নিত্যত্ব ও তাহার উত্তরোত্তর রস-মাধুর্য্যাস্বাদন-চমৎকারিতা স্বীকৃত হয় নাই, তাহা 'সাহিত্য' নামেই পরিগণিত হইতে পারে না। অনন্ত কল্যাণগুণ-বারিধি শ্রীভগবৎকথালোচনা ব্যতীত জীবের বাস্তব কল্যাণলাভ কি-প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

শ্রীদেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ ক্ষয়াঃ।।

(ভাঃ ১।৫।১০)

অর্থাৎ "যে বাক্য বা গ্রন্থ বিচিত্র পদালঙ্কৃত হইয়াও ভুবনপাবন বাসুদেব-মহিমা কখনও কীর্ত্তন করে না, জ্ঞানিগণ সেই বাক্যকে কাকতীর্থ অর্থাৎ কাকতুল্য কামিগণের রতিস্থান বলিয়া মনে করেন ; কেন না, তাহাতে সত্ত্বপ্রধান মনে স্থিতিশীল এবং উশিক্ অর্থাৎ কমনীয় ব্রহ্মে যাঁহাদের ক্ষয় অর্থাৎ নিবাস, তাদৃশ ব্রহ্মে বিচরণশীল যতিগণ আনন্দিত হন না। অর্থাৎ মানস-সরোবরের কোমল পদ্মবনবাসী রাজহংসসমূহ যেমন কাকক্রীড়াস্থল বিচিত্র অন্নাদিপূর্ণ উচ্ছিষ্টগর্ত্তে কখনও উল্লসিত হয় না, তদ্রূপ ভক্তগণ শব্দবিচারাড়ম্বরপূর্ণ হইলেও হরিকথা রসহীন বাক্য বা গ্রন্থকে শুষ্কবোধে পরিত্যাগ করেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।"

"তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ।।

(ভাঃ ১।৫।১১)

অর্থাৎ "যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ অনন্তদেবের মহিমাপর নামসমূহ বর্ণিত আছে, তাহার প্রতিশ্লোক অপশব্দাদিযুক্ত হইলেও অর্থাৎ প্রসাদগুণ না থাকিলেও সেই বাগ্‌বিন্যাস লোকের পাপ বিনাশ করে, কেননা সেই নামসমূহ সাধুগণ বক্তা থাকিলে শ্রবণ করেন, কেহ না থাকিলে নিজেই গান করেন এবং শ্রোতা থাকিলে কীর্ত্তন করেন।"

"জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ।।"

(ভাঃ ১।৫।১৫)

অর্থাৎ "স্বভাবতঃ নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদিতে রত অর্থাৎ অনুরাগী বা আসক্ত ব্যক্তির ধর্ম্মের জন্য আপনি যে নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদির বিধি দিয়াছেন, তাহাতে আপনার মহা অন্যায় হইয়াছে, কেননা আপনার বাক্যে উহাই মুখ্যধর্ম্ম—এই স্থির করিয়া প্রাকৃত লোক অন্য কোন তত্ত্বজ্ঞ-কর্ত্তৃক তদনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্তির উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা মানিবে না বা নিজে বুঝিবে না।"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উহার 'বিবৃতিতে' লিখিয়াছেন,—

"শ্রীব্যাসের লিখিত মহাভারত ও পুরাণাদিতে যে-সকল কর্ম্মকাণ্ডীয় ফল-কাম-বিষয়ের প্রস্তাবনা আছে, তদ্দ্বারা ইতর লোকসমূহ বৈতানিক কর্ম্মকাণ্ডে প্রবিষ্ট হইবে। এক্ষেত্রে শ্রীব্যাসের প্রকৃষ্ট জীবে দয়ার অভাব। শ্রীব্যাসের তাদৃশ লেখনী হইতে বদ্ধজীবকুল

স্বীয় স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিচালিত হইয়া হরিবিমুখতাকেই প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া বিপথগামী হইবে। আত্মার নিত্যধর্ম্ম ভক্তিযোগ-বঞ্চিত হইলে জীবগণের নিত্যমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। শ্রীব্যাসদেব কিছু কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগুরু নহেন, তিনি সনাতন বৈদিকধর্ম্মের প্রচারক। সুতরাং তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া মূঢ়লোক কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবে। পরিশেষে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা বৃত্তিদ্বয় বদ্ধজীবের পথভ্রষ্ট হইবার দুইটী নিদর্শন। উহারা বিষভাণ্ড বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐ বৃত্তিদ্বয়ের হস্ত হইতে শুদ্ধভক্তি নিত্য অনাবৃত। উহারা কখনই ভক্তির সহায়ক নহে। উহাদিগকে পরিহার করিলেই জীবের আত্মবৃত্তি ভক্তি উদিতা হন এবং তাহার ফলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজনসিদ্ধি অপ্রয়োজনীয় হইলেও অনায়াসে আপনা হইতেই করতলগত হয়।"

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
নো রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছন্ত্যপি ভিষক্তমঃ।। (ভাঃ ৬।৯।৪৯)

সদ্বৈদ্য যেমন রোগীর ইচ্ছানুসারে কুপথ্য প্রদান করেন না, জীবের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সদ্‌গুরুও তদ্রূপ নিজে চরম পরম-মঙ্গলের কথা জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিকে আত্মমঙ্গল বিঘাতক কাম্যকর্ম্মাদি উপদেশ করেন না।

শুদ্ধভক্তিকথা বর্ণন করিতে গিয়া 'গৌড়ীয়' এজন্য বহির্ম্মুখ জন-মনোরঞ্জনে অসমর্থ হইয়া সাধারণ জন-মনঃপ্রিয়তা (Popularity) হারাইলেও তিনিই সত্য সত্য বিশ্বের আপামর জনসাধারণের বাস্তব হিতাকাঙ্ক্ষী পরম বান্ধব, একথা একদিন না একদিন বুঝিবার বুদ্ধিমত্তা লাভ করিতে পারিলে মানবসমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন। সদ্‌গুরু-কৃপালব্ধ ভাগ্যবান্ জীবই গৌড়ীয়ের হিতচেষ্টা উপলব্ধি করিয়া নিত্য কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। নতুবা তথাকথিত কুরাদ্ধান্তধ্বান্তপূর্ণ ভক্তিরস-রহিত জড় সাহিত্যের অবাস্তব বাগ্‌বৈখরীর মোহসমাচ্ছন্ন হইয়া তুচ্ছ জড় রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ সুখান্বেষণে জীবনকে চিরবিপন্ন করিতে হইবে।

শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয় জীবজগতের নির্ব্ব্যলীক হিতাকাঙ্ক্ষী-সূত্রে আপাত-মনোমুগ্ধকারী প্রেয়ঃ-কথার পরিবর্ত্তে শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত আপাত-দুঃখ-প্রতিম হইয়াও পরিণামে হিতকারী নিত্যশ্রেয়ঃকথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রকৃত নিরন্তকুহক বন্ধুর কার্য্য করিতেছেন। আশা করি বাস্তব হিতাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিমান্ সজ্জন-সমাজ শ্রীগৌড়ীয়ের সেই নিত্যকল্যাণ-বিধায়িনী শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে কখনও পরাঙ্মুখ হইবেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যাহা কিছু কথা, তাহা সমস্তই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রাবলম্বনে কথিত। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই ভক্তভাগবত-ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক গ্রন্থভাগবতের সিদ্ধান্ত আচারমুখে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অন্নপ্রাশন-লীলাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার রুচিপরক্ষার্থ তৎসম্মুখধৃত শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের জরাজীর্ণ ভাগবত-পুঁথিখানি বক্ষে ধারণ করিয়াই তাঁহার ভাবিজীবনের রুচির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত—সর্ব্ববেদান্তসার—নিগমকল্পতরুর অপ্রাকৃত-রস-রসিকজন-সুখাস্বাদ্য পরম সুপক্ক রসময় ফল। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার রসবিশেষ ভাবনা-চতুর শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-রামানন্দ-শ্রীজীবাদি

নিত্যপার্ষদগণসহ সেই রসমাধুর্য্য স্বয়ং আস্বাদন ও বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর ঐ পার্ষদপারম্পর্য্যে শ্রীস্বরূপরূপানুগবর্য্যরূপে রসিকচূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস ও তদানুগত্যে শ্রীনরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-শ্রীজগন্নাথ-শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং তদানুগত্যে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সেই রস-চমৎকারিতা অশেষ-বিশেষে আস্বাদন-তৎপর হইয়া পৃথিবীর বহুস্থানে মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, বিভিন্ন ভাষায় ছয়খানি পত্রিকা ও গ্রন্থাদি-প্রচার, স্বয়ং দেশে দেশে প্রচারক প্রেরণপূর্ব্বক পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদির ব্যবস্থা, বিভিন্ন ভাগবতশিক্ষা-সম্বলিত পারমার্থিক প্রদর্শনী প্রবর্ত্তনাদি দ্বারা কত না কতভাবে সমগ্র বিশ্বে সেই ভাগবত-রসামৃত বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। এই অমৃত এমনই এক উপাদেয় বস্তু যে, ইহার প্রকৃত আস্বাদন-সৌভাগ্য যিনি পান, তাঁহারই হৃদয় এমনই এক ঔদার্য্য-মাধুর্য্যে ভরপুর হইয়া উঠে যে, তিনি তাহা কেবল নিজে আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইতে না পারিয়া নিজ ঔদার্য্যগুণে বিশ্বের সর্ব্বত্র বিতরণার্থ কৃতসঙ্কল্প হন। তজ্জন্যই তাঁহার মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, পাঠ-বক্তৃতা, সভা-সমিতি, উৎসবাদির আয়োজন, গ্রন্থ এবং পত্রিকাদি প্রভৃতিদ্বারা প্রচার-প্রচেষ্টা শতমুখী হইয়া পড়ে। আচার্য্য শ্রীরামানুজ নিজ ঔদার্য্যগুণে জগজ্জীবের হিতাকাঙ্ক্ষায় অতি গোপ্য নিজ-ইষ্টমন্ত্র পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে সজ্জন-সমাজে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে, বেদব্যাস শুকদেবকে, শুকদেব পরীক্ষিৎকে, আবার সেই শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ উগ্রশ্রবা, সূত-শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি-সমাজে —এইরূপে শ্রীরামানুজ-মধ্ব-বিষ্ণুস্বামী-নিম্বাদিত্যাদি বৈষ্ণবাচার্য্য তদ্‌বিধসাশী [illegible]দায়ে সেই অমৃত কথা কত না সমাদরে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। আবার স্বয়ং ভগবান্ গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে নবদ্বীপে—শ্রীমায়াপুরে রাধাভাব-কান্তি-সুবলিত হইয়া শচীগর্ভ-সিন্ধুমাঝে গৌরেন্দুরূপে আবির্ভূত হইয়া সপার্ষদে সেই ভাগবতামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া কিরূপ অজস্রধারায় তাহা বিশ্বের সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজন-সুবিদিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদবৃন্দ ঐ এক ভাগবতাবলম্বনে নানাবিধ গ্রন্থ বিশ্বহিতার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদও তাই নিজকে তাঁহাদের অনুগত কিঙ্কারানুকিঙ্করসূত্রে রূপরনুগ পরিচয় দিতে আত্মশ্লাঘা বোধ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত দাসানুদাস আমাদিগকেও সেই শ্রীরূপ-রঘুনাথের পদধূলিতে স্ব-স্ব নিত্য স্বরূপ পরিচয় এবং তাঁহাদের বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণকেই আমাদের একমাত্র ভজনকৃত্য বলিয়া জানিতে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের সকলকেই সেই এক আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীরূপ-রঘুনাথ-বাণী প্রচার করিতে বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আজ তাই সেই শ্রীস্বরূপরূপানুগবর্য্য গুরুপাদপদ্মের বাণী শিরে ধারণ করিয়া নববর্ষে নবকলেবরে নবনবায়মান নবীন-উদ্যমে সেই এক আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট পালনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার এই কৈঙ্কর্য্যে তিনি বিশ্বহিতাকাঙ্ক্ষী সজ্জনমাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীণ সহানুভূতি প্রার্থনা করেন।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামান্তর্গত কোলদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ আজ অভ্রভেদী নবচূড়া-সমন্বিত নবমন্দির, সুবিশাল নবনাট্যমন্দির, নব নব সেবকখণ্ডসমূহ, নব মুদ্রণাগার, নব

বিদ্যামন্দির (পরবিদ্যাপীঠ), নব দাতব্য চিকিৎসালয়াদি-সুশোভিত এবং সুদীর্ঘ প্রাকারবেষ্টিত হইয়া নব শোভা ধারণ করত নবোদ্যমে শ্রীচৈতন্য-ভক্তিবিনোদ-বাণী-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত এই সকল মঠের মঠাধীশ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের ভজনবিজ্ঞ ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীরূপানুগ-গুরু-পারম্পর্য্যানুসরণে নবমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-বিনোদবিহারীজীউ এবং শ্রীবরাহদেবের প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব শ্রীনবদ্বীপধামে এক অভাবনীয় অভিনব পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদ বলিতেন,—"আমি ইট-কাঠ-মাটি-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই।" ভুবনপাবন প্রভুপাদের সেই ভুবনমঙ্গলময়ী বাণীর অনুসরণে পূজ্যপাদ কেশব মহারাজও শ্রীল প্রভুপাদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া থাকেন,—

"বড় বড় মন্দির-নির্ম্মাণই বাণীপ্রচার নহে, ইহা অর্চ্চনাঙ্গ ; শ্রীরূপানুগত্যে কীর্ত্তন-সেবারই প্রাধান্য। তথাপি নবদ্বীপের সর্ব্বোচ্চতম শ্রীমন্দির ও বিরাট নাট্যমন্দির কেবল অর্চ্চা-সেবার প্রতিষ্ঠান-স্বরূপ নহে। ইহা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী বা বেদান্তের উত্তম কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-প্রচারের প্রতীক। সিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিতে গেলে "(শ্রী) গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ।"—এই মহাজনানুশাসন হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমি শ্রীশুকমুখামৃত-দ্রবসংযুত অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনমুখেই এই মঠ-মন্দিরাদির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি।" সুতরাং নাম-সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যেই উক্ত শ্রীমন্দিরাদির গঠনকার্য্য পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠাদি যাবতীয় শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত 'মাংসদৃক্'-এর প্রতীতিতে ইহা জড় মৃৎপিণ্ডসংহিত বস্তুবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইলেও 'বেদদৃক্'-এর অধোক্ষজ প্রতীতিতে ইহা সম্পূর্ণ চেতনময় বস্তু। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ

ব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে

অধম সেবকের নিবেদন

প্রভু নিত্যানন্দ-দ্বারে, শ্রীবাস পণ্ডিত-ঘরে,
মহাপ্রভু দিলেন শিক্ষণ।
ব্যাসপূজা অনুষ্ঠান, ভকতের প্রাণধন,
ভিন্ন নহে শ্রীগুরু-পূজন।। ১।।

ব্যাসরূপে ভগবান্, ধরা-মাঝে বর্ত্তমান,
অজ্ঞজনে দানিতে প্রজ্ঞান।
গুরুরূপে শাস্ত্র-মর্ম্ম, শিক্ষা দেন আত্মধর্ম্ম,
প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন।। ২।।

মায়াবাদে ব্যাসপূজা,　　ভক্তির বঞ্চনা সেবা,
যথা হয় ত্রিপুটী বিনাশ।
সেবক থাকিয়া নিত্য,　　সেব্যেরে সেবিতে ভৃত্য,
সদা করে এই অভিলাষ।। ৩।।
"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস",　　প্রভুর শ্রীমুখ-ভাষ,
এই মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানি।
দ্বিত্ব যদি নাহি রবে,　　'পূজা'-শব্দ মিথ্যা তবে,
সেই পূজা পূজা নাহি গণি।। ৪।।
'নিতাই-চরণ সত্য,　　তাঁহার সেবক নিত্য',
মহাজন এই কথা গায়।
জনমে-মরণে তাই,　　ও-পদ সেবিতে চাই,
গুরুদেব! না ঠেলিহ পায়।। ৫।।
মায়াতীত বস্তু তুমি,　　মায়ায় মোহিত আমি,
কেমনে পূজিব বল তোমা।
কবে তব কৃপা হবে,　　মায়াদেবী দূরে যাবে,
শুদ্ধসত্ত্ব করিবেক আমা।। ৬।।
প্রেমদাতা-শিরোমণি,　　নিত্যানন্দ তুমি শুনি,
মায়াতীত গোলোকেতে স্থান।
পতিত জীবের তরে,　　অবতীর্ণ পৃথ্বিপরে,
জীবে কৃষ্ণ করিতেছ দান।। ৭।।
তুমি কৃষ্ণধনে ধনী,　　দাতাগণ শিরোমণি,
ক্ষুদ্রজীব না পারে বুঝিতে।
অন্ন-বস্ত্র-পথ্য-দান,　　অতি তুচ্ছ সেই দান,
তুমি দি'ছ কৃষ্ণভক্তি চিতে।। ৮।।
যথা নিত্যানন্দ বিভু,　　লাঞ্ছিত হইয়া তবু,
জগাই-মাধাই উদ্ধারিল।
তেমতি হে গুরুবর,　　পরহিত ব্রতধর,
লাঞ্ছনা সহিছ অবিরল।। ৯।।
জীব সব ভোগে মত্ত,　　না চাহে শুনিতে সত্য,
ব্যাসপদে নাহিক বিশ্বাস।

নানা মত সৃষ্টি করি', ছড়াগানে নৃত্য করি',
প্রেমধনে হ'য়েছে উদাস।। ১০।।
কামে প্রেম জ্ঞান করি', ইঁচড়েতে পাক ধরি',
সহজিয়া গুরুদ্রোহী হয়।
মায়াবাদ অমঙ্গল— ঘোষিলে অবনীতল,
সজ্জনের চিত্ত কৈলে জয়।। ১১।।
তুমি মহা তেজীয়ান্, মিথ্যাশ্রয়ী ভীতিস্থান,
সত্যাশ্রয়ী দেখে স্নেহময়।
শাবকের কাছে যথা, সিংহ স্নেহময় পিতা,
তেমতি শোভিছ দয়াময়।। ১২।।
ছাবিবশ গুণেতে গুণী, তোমা সহ নাহি গণি,
কেবা আছে অবনী মাঝার।
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, মহাজয়ী মায়ামোহ,
অকিঞ্চন, সম, সত্যসার।। ১৩।।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, কৃষ্ণৈকশরণ শুধু,
সুশান্ত, সর্ব্বোপকারক।
অকাম, নিরীহ, স্থির, সমুদ্রসম গম্ভীর,
বিজিত-ষড়্গুণ, মিতভুক।। ১৪।।
অমানী, মানদ তুমি, অপ্রমত্ত, কবি, মৌনী,
মৈত্র, দক্ষ, শুচি ও করুণ।
সর্ব্বগুণ অধিষ্ঠান, তব মাঝে শোভমান,
শোভা যেন প্রভাত অরুণ।। ১৫।।
নমো নমো গুরুবর, তুমি মহাশক্তিধর,
পতিতপাবন তোমা জানি।
অবশ্য তারিবে মোরে, হৃদে এই আশা ধ'রে,
আজি তোমা শতবার নমি।। ১৬।।
আজি তব পূজা-দিনে, নানাদ্রব্য আনে আনে,
পুষ্প-গন্ধ-দ্রব্য সমুজ্জ্বল।
আমি হতভাগা অতি, পাষাণ-সদৃশ মতি,
অশ্রুবিন্দু নাহিক সম্বল।। ১৭।।

যে বীজ রোপিলে তুমি,　　সে বীজের ফুলে আমি
গাঁথিয়াছি এই ক্ষুদ্র হার।
তোমার প্রদত্ত ধন,　　তোমাকেই সমর্পণ,
শুধু মোর বৃথা অহঙ্কার।। ১৮।।

—*শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম*

কলিযুগের মহামন্ত্র কোন্‌টী?

যুগে যুগে তারকব্রহ্মনামের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগের তারকব্রহ্মনাম ও তাহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রসমূহ ও মহাজনগণ বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কলিযুগের তারকব্রহ্মনামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম-মন্ত্র, যাহাকে সকল শাস্ত্র মহামন্ত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কলিকাল বলিয়া বোধ হয় বর্ত্তমানে শাস্ত্রবহির্ভূত কাল্পনিক মহামন্ত্রের ব্যাপক প্রচার করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং অজ্ঞ জনগণ ভুলের ফাঁদে পা দিয়া নির্দ্দিধায় তাহা গ্রহণ করিতেও পিছপা হইতেছে না। দুগ্ধ ও চূণগোলা জলের পার্থক্য নিরূপণ করিতে না পারিয়া চূণগোলা জল গ্রহণ করিলে যদ্রূপ মৃত্যুর সম্ভাবনা রহিয়াছে ; তদ্রূপ প্রকৃত মহামন্ত্র ও কাল্পনিক মহামন্ত্রসমূহের পার্থক্য নিরূপণে অপরাগ হইয়া কাল্পনিক মহামন্ত্রের বিজয়ডঙ্কা বাজাইবার চেষ্টা করিলে চিরকালের জন্য মঙ্গলের পথ হারাইতে হইবে। যে ওঝা ভূত ছাড়াইবে, সে নিজে যদি ভূতগ্রস্ত হয়, তাহলে তাহার দ্বারা যেরূপ ভূত ছাড়ানো অসম্ভব, তদ্রূপ যিনি নিজেই মায়াগ্রস্ত, বাস্তববস্তু সম্বন্ধে যাহার কোন জ্ঞানই নাই, তিনি কিরূপ মায়ানাশক ঔষধি হরিনাম-মহামন্ত্রের মাহাত্ম্যের কথা জানিবেন এবং জগতে তাহা প্রচার করিবেন? সূর্য্য উদিত হইলে যদ্রূপ জোনাকি বা চন্দ্রের জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া যায়, তদ্রূপ গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাবৃষ্টি বর্ষিত হইলে কাল্পনিক মহামন্ত্রসমূহের হেয়তা অতি সহজেই উপলব্ধি হইবে।

বর্ত্তমানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মহামন্ত্রের প্রচলন দেখা যায়, তাহা শাস্ত্রবিরোধী ও কাল্পনিক। অতিবাড়ী অসম্প্রদায়ের "হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।।'—এই মহামন্ত্র কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া গঠিত হইয়াছে। "রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে।" অথবা "শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম" অথবা "শ্রীমন্নারায়ণচরণৌ শরণং প্রপদ্যে" প্রভৃতির কোনটীই শাস্ত্রসম্মত কলিযুগের মহামন্ত্র নহে। "ভজ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" অথবা "'জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে" অথবা "রাম নারায়ণ রাম" প্রভৃতিকে লোকে কলিযুগের মহামন্ত্ররূপে বহুমানন করিলেও শাস্ত্রবহির্ভূত হইবার ফলে পারমার্থিক জগতে এ সকলের কোন মূল্য নাই। কলিযুগের শান্তি ও মুক্তির

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৬ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০০

পথরূপে কলিকাতার হাতীবাগানের 'নিমাই ঠাকুর' প্রদত্ত "হরেকৃষ্ণ কালীকৃষ্ণ দুর্গাকৃষ্ণ কালীতারা হরিরাম দুর্গারাম রামরাম শিবশিব"—এই মন্ত্রটী লোকবঞ্চনাকারী ও অশুভজনক। আরও কত যে কাল্পনিক নামসমূহকে কলিযুগের মহামন্ত্ররূপে প্রচার করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহা প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে উল্লেখ করিলাম না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—"উপরোক্ত নামসমূহ কলিযুগের মহামন্ত্র না হইলেও ভগবানের নাম ত' বটেই। ভগবানের নাম গ্রহণে ও কীর্ত্তনেই মুক্তি ও ভক্তি লাভ হয়—সকল শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। অজামিল যদি নিজপুত্রকে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' সম্বোধন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে, তবে যে কেহই উপরোক্ত নাম করিয়া মুক্তিলাভ করিবে না কেন?" তদুত্তরে বলা যাইতে পারে,—" ভগবানের নামগ্রহণে ও কীর্ত্তনে মুক্তি ও ভক্তি উভয়ই হয় সত্য ; কিন্তু নাম ত' ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া করিতে হইবে। মানুষকে ভগবানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার উদ্দেশ্যে যে নাম করা হয়, তাহা নামাপরাধের মধ্যে গণ্য। নামাপরাধীর মুক্তি ও ভক্তি ত' দূরের কথা, নামাপরাধের ফলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। অজামিল নিজপুত্র 'নারায়ণ'কে কখনও ভগবান্ বলিয়া চিন্তা করেন নাই, তাই অন্তিম সময়ে পুত্রকে 'নারায়ণ' সম্বোধন করিয়া নামাভাসে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। একমাত্র শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ অনুসারে নামগ্রহণ ও কীর্ত্তন করিলে মুক্তি ও ভক্তিলাভ সম্ভব, নতুবা কাল্পনিক নামগ্রহণে অনন্তকালের জন্য ভবচক্রে ঘুরপাক খাইয়া মরিতে হইবে।"

কলিযুগের মহামন্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং উপদেশ করিয়াছেন,—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
প্রভু কহে,—"কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।।
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৫-৭৮)

হরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তনরূপ অভিধেয় বা সাধনাঙ্গের অনুশীলনদ্বারাই রতি বা ভাব ও প্রয়োজন সিদ্ধির উদয় হয়। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতে ব্যাসাভিন্ন শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র।।
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবে সে তবে।।
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪৪-১৪৭)

গৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
এই নাম সর্ব্বক্ষণ ভক্ত সব কর হে।।
এই ষোল নামে সর্ব্বদিক বজায় রহিল হে।
সর্ব্বফল সিদ্ধিলাভ এই ষোল নামে হইবে হে।। (প্রেমবিবর্ত্ত)

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন,—

হরে কৃষ্ণ নাম প্রভু বলে নিরন্তর।
প্রসন্ন শ্রীমুখে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলি' প্রেমসুখে।
প্রত্যক্ষ হইলা আসি' অদ্বৈত-সম্মুখে।।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরতিামৃতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বচনের উদ্ধৃতি করিয়াছেন,—

কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।।
হাসায়, নাচায় মোরে, করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন।।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮১-৮৩)

বৈষ্ণব-ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

হরে কৃষ্ণ হরে।
নিতাই কি নাম এনেছে রে।
(নিতাই) নাম এনেছে, নামের হাটে,
শ্রদ্ধা-মূল্যে নাম দিতেছে রে।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদাস গাহিয়াছেন,—

এ হেন গৌরাঙ্গ-গুণ, না করিনু শ্রবণ,
হায় হায় করি হা-হুতাশ।
'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র, মুখ ভরি' না লইলাম,
জীবন্মৃত গোবিন্দদাস।।

'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বেদে বা শাস্ত্রে কোথায় আছে?'—এই প্রশ্নের উত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশামৃতের মধ্যে বলিয়াছেন,—"শ্রীহরিনাম সাক্ষাৎ শ্রীহরি। শাস্ত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে মহামন্ত্র বা শ্রীনামই ছিলেন, তৎপ্রমাণ আমরা চতুঃশ্লোকী ভাগবতের "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে পাই। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীনাম শাস্ত্রাধীন নহেন। শাস্ত্র যাহার ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়, সেই পরাৎপর বস্তুই শ্রীনাম বা মহামন্ত্র। শাস্ত্র আগে, পরে নাম বা মহামন্ত্র—এরূপ নহে। ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থে দেখা যায়,—ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীনামই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।"—এই মন্ত্রে প্রাচীনতম ঋগ্বেদও নামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।" যজুর্ব্বেদীয় কলিসন্তরণোপনিষদ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, জ্ঞানামৃতসার, অথর্ব্ববেদের পিপ্পলাদশাখা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, ব্রহ্মযামল, রাধাতন্ত্র, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, সনৎকুমার সংহিতা, অগ্নিপুরাণ, অনন্তসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত, অথর্ব্ববেদীয় চৈতন্যোপনিষদ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীনামকৌমুদী প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে মহামন্ত্রের উল্লেখ আছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখেও আমরা মহামন্ত্র উপদেশ পাই।" (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

অনন্ত-ব্রত

পিতামহ ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে শোক দূরীভূত করিয়া স্থির চিত্তে অনন্ত-ব্রতের মহিমা শ্রবণ করিতে বলিলেন। এই ব্রতকথা তিনি দেবর্ষি নারদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

কোশলদেশের অধিপতি সোমবংশজাত রাজা চিত্রাঙ্গদ অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণ খুব সুখে বাস করিতেছিল। তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম চিত্ররেখা। শ্রীগোবিন্দের উদ্দেশ্যে রাজা চিত্রাঙ্গদ সপত্নী অনন্ত-ব্রত-পালনে ব্রতী হইলেন। তিনি একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে শ্রীনারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীবিগ্রহসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার নিত্যকর্ম্ম যে রাজধর্ম্ম তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়া ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রত্যহ স্বহস্তে মন্দির-মার্জ্জনাদি সেবাকার্য্য করিতে লাগিলেন। ভগবান্ দামোদরের নানা উপচারে পূজা এবং পূজার শেষে ভগবান্‌কে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি নানাবিধ আহার্য্যদ্রব্য ভোগ দিয়া সেই

ভগবৎ-প্রসাদ নিজে গ্রহণ করিতেন এবং কুটুম্বাদি পরিজনবর্গসহ সকলকে প্রসাদ সম্মান করাইয়া আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি তাঁহার জীবনটাই ভজনময় করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি অনন্ত-ব্রত পালনপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীহরির পূজা করিতে লাগিলেন এবং বাদ্য বাজাইয়া নগরে নগরে প্রচার করিলেন যে,—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলকেই এই অনন্ত-ব্রত পালন করিতে হইবে। যদি কেহ এই ব্রত পালন না করে তাহা হইলে সবংশে তাহাকে শমনের ঘরে পাঠান হইবে।" রাজার এইপ্রকার ঘোষণায় সমস্ত প্রজাবর্গ রাজভয়ে অনন্যোপায় হইয়া যথানিয়মে অনন্ত-ব্রত পালন করিতে লাগিলেন।

এখানে একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে যে,—"King is the defender of Faith." অর্থাৎ রাজা হইতেছেন ধর্ম্মরক্ষক। রাজা ধার্ম্মিক হইবেন এবং নিজে সদ্ভাবে, সাধুভাবে ভজনময় জীবনযাপন করিয়া প্রজার মঙ্গলবিধান করিবেন—ইহাই বিধি। শাস্ত্রে দেখা যায়,—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।। (গীতা ৩।২১)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, সাধারণ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ প্রাকৃত ও অজ্ঞগণ তদনুকরণ করেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, সাধারণ লোকও তাহাতেই অনুবর্ত্তী হয়।

সমাজমধ্যে রাজাদি পদে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি শুভাশুভ যেরূপ কর্ম্ম আচরণই করুন না কেন, তদনুগত প্রাকৃতজনেরা সেই সেই ব্যবহারের অনুকরণে কর্ম্মাচরণ করে।

যাহা হউক, চিত্রাঙ্গদ রাজার প্রজাগণ এই অনন্ত-ব্রত পালনরূপ হরিভজন বা হরিসেবা করিবার জন্য নিষ্পাপ হইলেন এবং তৎফলে তাঁহাদের বৈকুণ্ঠগতি লাভ হইল। রাজার প্রভাবে দ্বাপরযুগের অধিবাসিগণ সত্যযুগের ফল প্রাপ্ত হওয়ায় দ্বাপর খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন,—"ইহা আমার যুগ। আমি এই সংসারের অধিকারী। এই যুগে কোটি লোকের মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবান্ নিয়ম করিয়া দামোদরের ভজনদ্বারা মঙ্গললাভে সমর্থ হইবে। এই যুগে লোকসমূহ অল্পায়ু হইয়া পাপাচারী হইবে এবং কর্ম্মানুসারে যমালয়ে গমন করিবে—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এই নিয়ম করিয়া আমাকে এই সংসারের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই মহাধর্ম্মশীল চিত্রাঙ্গদ রাজা ব্রহ্মার নিয়ম পর্য্যন্ত ভঙ্গ করিয়া নিজে শ্রীহরিভজনপূর্ব্বক সমস্ত প্রজাগণকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। সুতরাং যে-কোনপ্রকারে রাজার এই ব্রত ভঙ্গ করাইয়া ব্রহ্মার নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্বাপর শিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং করযোড়ে কহিলেন,—"দেব! কি কারণে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন? আমাকে কি করিতে হইবে বলুন?" দ্বাপর বলিলেন,—"সম্প্রতি আমার একটী বিশেষ কার্য্যে আপনার সাহায্য প্রয়োজন হইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া একটী দিব্য কন্যা রচনা করুন। সেটী যেন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব সুলক্ষণা ও রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া

হয়। ইহা শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা মোহিনী-নাম্নী এক কন্যা সৃজন করিলেন এবং দ্বাপরকে দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। দ্বাপর সেই কন্যাকে দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। মোহিনী দ্বাপরের নিকট নতজানু হইয়া বলিলেন,—"প্রভো! আমাকে কি সেবা করিতে হইবে, আদেশ করুন। আপনি আমার পিতা, মাতা, বন্ধু। আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন আমি তাহাই সাধন করিব।" দ্বাপর মোহিনীকে মর্ত্ত্যলোকে যাইতে নির্দ্দেশ দিয়া বলিলেন,—"সেখানে চিত্রাঙ্গদ-নামে এক ভুবন বিখ্যাত রাজা আছেন। তিনি অনন্ত-ব্রত আচরণ করিয়া খুবই ভজনপরায়ণ হইয়াছেন। তুমি দিব্য পর্ব্বতে যাও। সেখানে তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। যে কোনপ্রকারে তাঁহার ঐ ব্রত ভঙ্গ করিও।"

মৃগয়ার জন্য রাজা চিত্রাঙ্গদ সেই দিব্য পর্ব্বতে গিয়াছিলেন। সেখানে মোহিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহিনীর সেই ভুবনমোহিনী রূপ দর্শন করিয়া রাজা মোহিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি কন্যার নিকট গিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি নিজের পরিচয় দিয়া তাহাকে স্ত্রীরূপে অঙ্গীকারপূর্ব্বক পাটরাণী করিবেন বলিলেন। কুমারী তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আমি অযোনি-সম্ভবা। এই পর্ব্বতই আমার বাসস্থান। আমি অনূঢ়া। আমার এখনও বিবাহ হয় নাই। আমার নাম মোহিনী। আমি আপনাকে একটী শর্ত্তে বিবাহ করিতে পারি। আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী আপনাকে যাহা বলিব, আমার সেকথা আপনি কোনদিন অন্যথা করিতে পারিবেন না। ত্রিভুবনের মধ্যে তাহা অতি দুষ্কর হইলেও আমার বাক্য আপনি কোনসময় খণ্ডন করিতে পারিবেন না।" কিন্তু রাজা বুঝিলেন না,—

"ন হি কৃশ্চিৎ প্রিয়ঃ স্ত্রীণামঞ্জসা স্বাশিষাত্মনাম্।
পতিং পুত্রং ভ্রাতরং বা ঘ্নন্ত্যর্থে ঘাতয়ন্তি চ।।" (ভাঃ ৬।১৮।৪২)

নিজের অভীষ্টলাভের উদ্দেশ্যে স্ত্রীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তমারূপে প্রতীয়মান হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রিয় কেহ নাই ; স্বার্থের জন্য তাহারা পতি, পুত্র অথবা ভ্রাতার প্রাণনাশ করে এবং অপরের দ্বারা করাইয়া থাকে।

যাহা হউক, রাজা চিত্রাঙ্গদ মোহিনীর ইচ্ছানুযায়ী ত্রিসত্য করিয়া তাহার কথায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহার বংশের পুরোহিতকে স্মরণ করা মাত্র সোমবংশের প্রাচীন পুরোহিত কঙ্কায়ন মুনি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। রাজা রাত্রিতে সেই পর্ব্বতে থাকিলেন এবং প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বসৈন্য সহিত মোহিনীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি সুন্দরী মোহিনীকে পাটেশ্বরী করিলেন এবং তথাকথিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে অনন্ত-ব্রতের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা পূর্ব্বমহিষী চিত্ররেখাসহ অনন্ত-ব্রত আচরণ করিলেন। তিনি উপবাস করিয়া যথাবিধি নিয়ম পালন করিতেছেন। তাঁহার এইপ্রকার অনন্ত-ব্রত পালনে কৃচ্ছ্রসাধন দেখিয়া মোহিনীর যুগবাক্য স্মরণ হইল। তিনি ত' ছলে-বলে-কৌশলে রাজাকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য আসিয়াছেন। তিনি নৃপতির দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আপনি কি-কারণে উপবাসী

রহিয়াছেন? এইরূপ দুষ্কর ব্রত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি—আপনি ভোজন করুন। এই ব্রত পাপ-ব্রত। আমার বচনে আপনি সমস্ত প্রজাবর্গকে নির্দ্দেশ দান করুন যে,—কেহ যেন এই পাপ-ব্রত আচরণ না করে।" কন্যার এ হেন বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া জ্বলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া একটু শান্ত হইয়া মোহিনীকে বলিলেন,—"তুমি অবলা স্ত্রী-জাতি। তুমি এই অনন্ত-ব্রতের মহিমা কি করিয়া বুঝিবে? যিনি এই ব্রত আচরণ করিবেন, তাঁহার ত্রিতাপজ্বালা ও সমূহ দুঃখ অনায়াসে বিদূরিত হইবে এবং তাঁহাকে আর যমালয়ে যাইতে হইবে না। তাঁহার বৈকুণ্ঠ-গতি হইবে। জাতিস্মর-বিধায় আমার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ আছে। আমি তোমাকে আমার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর,—

সত্যযুগে আমার চণ্ডাল-বংশে জন্ম হইয়াছিল। আমার নাম ছিল সুষেণ। আমি বড়ই পাপিষ্ঠ, দুর্জ্জন ছিলাম। পরধন চুরি, পরহিংসা, মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি, প্রাণীবধ প্রভৃতি হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই—যাহা আমি করি নাই। আমার ঐ দুষ্টাচার দেখিয়া আমার ভাই-বন্ধুগণ আমাকে পরিত্যাগ করিল এবং গৃহ হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিল। আমি ক্রোধান্বিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরিতে লাগিলাম। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আমি একটী কেশব-মন্দির দেখিতে পাইলাম। আমি ত' খুব অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই মন্দিরে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। সেইদিন ভাগ্যক্রমে অনন্ত-ব্রতের দিন ছিল। আমি উপবাসী হইয়া শয়ন করিয়া আছি। রাত্রিশেষে এক ভয়ঙ্কর সর্প আমার পায়ে দংশন করিল। বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে আমার মৃত্যু হইল। দুইজন বিকটাকৃতিবিশিষ্ট যমদূত মহাপাশে আমাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। ঠিক সেইসময় দুইজন বিষ্ণুদূত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ছিলেন। তাঁহাদের কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে বনমালা, মস্তকের চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, অঙ্গে পীতবাস ছিল। তাঁহাদের আকৃতি-প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের সমান ছিল। তাঁহারা যমদূতগণকে তিরস্কার করিয়া আমাকে বন্ধন-মুক্ত করিলেন এবং দিব্যবিমানে করিয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন। যমদূতগণ অপমানিত হইয়া ফিরিয়া গেল। দুই লক্ষ বৎসর আমার বিষ্ণুলোকে বাস হইল। তারপর ব্রহ্মলোকে সুখেই ছিলাম। পুনরায় আমাকে মর্ত্ত্যে আসিতে হইল বটে, কিন্তু আমার অনন্ত-ব্রতের ফল নষ্ট হয় নাই। সেই ব্রতফলে আমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং এই অনন্ত-ব্রত নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেছি। সুতরাং তুমি অকারণে আমাকে এই ব্রতপালনে নিষেধ করিও না। এইপ্রকার কুৎসিত বাক্যও তোমার বলা উচিত নয়।"

তখন মোহিনী বলিলেন,—"রাজন্! আপনি আমার বচন কদাচ অন্যথা করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখন জানিলাম—আপনি মিথ্যাবাদী। মিথ্যার সমান আর পাপ নাই—ইহা বেদবাক্য। সুতরাং আপনি সত্য পালন করুন এবং আমার বাক্যে এই অনন্ত-ব্রত ভঙ্গ করুন।"

রাজা ইহা শুনিয়া খুবই মর্ম্মাহত ও ভীত হইলেন। তিনি মোহিনীকে বলিলেন,—

"তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য বটে ; কিন্তু আমি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি এই ব্রত আমি ভঙ্গ করিতে পারিব না।" তিনি মোহিনীর সমক্ষেই নিজ দেহ নিধন করিবেন বলিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডাকিলেন এবং তাহাকে ছত্র-দণ্ড দিয়া অর্থাৎ রাজসিংহাসনে বসাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সুতরাং—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তি নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।" (গীতা ৯।৩০-৩১) ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"হে অর্জ্জুন! যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। যেহেতু তিনি সম্যক্‌রূপে নিশ্চয়বিশিষ্ট। আমার জনকারী অচিরকালমধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হন। হে কুন্তীনন্দন! প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যে, আমার ভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হন না।

এই অনন্ত-ব্রতের এমন মহিমা যে, অজ্ঞাতেও এই ব্রত পালন করিয়া পূর্ব্বজন্মে রাজা চিত্রাঙ্গদ কেবলমাত্র যমদূতগণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই, তাঁহার বিষ্ণুদূতগণের দর্শনলাভ হইল এবং তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন এবং বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্ত্যে আসিয়া শত প্ররোচনা সত্ত্বেও সেই অনন্ত-ব্রত অর্থাৎ তাঁহার হরিভজন কোনমতেই তিনি পরিত্যাগ করেন নাই।

আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, যেন হরিভজন না পরিত্যাগ করি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্ত্তনটী গাহিয়া উপসংহার করিতেছি।—

মানস, দেহ, গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর!!
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও-পদ বরণে।।
মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা।।
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর।।
কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ।।
ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-বিহীন যে-ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত।
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান।
রাধানাথ! তুহুঁ হামার পরাণ।।

—*শ্রীহরিদাস রায়*, ভক্তিশাস্ত্রী

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(২) নারদ

দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে আত্মকাহিনী বলিয়াছিলেন। তাহা হইতেই শ্রীমদ্ভাগবতে এই সংবাদ পাওয়া যায়। নারদ জন্মান্তরে বেদার্থবেত্তা ভক্তিযোগি-মুনিগণের এক দাসীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার মাতার সঙ্গে তিনিও ঐ সকল নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ সেবন ও ভক্তশুশ্রূষাফলে নারদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইয়া ভাগবত-ধর্ম্মে রুচি জন্মিল। তাঁহাদের মুখে প্রত্যহ হরিগুণ-কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে তাঁহার হরিপাদপদ্মে অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। তখন ঐ উদারমতি মহাত্মাগণ তাঁহাকে শ্রীহরির সাক্ষাৎ কথিত, অতি গোপনীয়, দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান প্রদান করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

শ্রীনারদ তাঁহার দুঃখিনী মাতার সহিত সেই আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার হরি-সেবাই প্রধান ব্রত হইল। তিনি মাতার স্নেহে সযত্নে রক্ষিত ও পালিত হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে হরিসাধনায় রত হইলেন। কিন্তু এখন ঐ মাতৃস্নেহই তাঁহার দারুণ বন্ধন ও হরিসেবার একমাত্র অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহা হইতে কতদিনে মুক্তি পাইবেন, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অচিরেই তাঁহার সেই পথের অর্গল অপসারিত হইল। সহসা সর্প-দংশনে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। তিনি পরমোল্লাসে মাতার শেষ কার্য্য সম্পাদন করিয়াই গৃহত্যাগ করিয়া উত্তরমুখে প্রস্থান করিলেন। বহু দেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি স্নানাদির পর সুস্থ হইয়া স্থিরাসনে বসিয়া অনন্যমনে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীহরিও স্বীয় ভুবনমোহন-মূর্ত্তিতে তাঁহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেন। আ-মরি-মরি, সেই সাক্ষাৎ ভক্তজন-মনোমোহন শ্রীবিগ্রহ দর্শনমাত্রই তিনি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব প্রভূত আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই সেই রূপ অন্তর্হিত হইলেন।

তারপর দাসীপুত্র নারদ তৎকালে আর বহু চেষ্টাতেও সেইরূপ অন্তরে কি বাহিরে— কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি দারুণ বিরহ-দুঃখে হাহাকার করিতে করিতে প্রাণপাতের উপক্রম করিলেন। তখন অলক্ষ্যে থাকিয়াই সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে শ্রীভগবান্ কহিলেন,—"এ দেহে আর তুমি আমার দর্শন পাইবে না। তুমি সতত আমার নাম লইয়া কায়মনে কেবল সাধু-সেবা করিয়া কল্মষ দগ্ধ কর। তাহা হইলেই দেহান্তে অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু লাভ করিয়া আমার নিত্য পার্শ্বচর হইতে পারিবে।"

শ্রীভগবানের আদেশ ও উপদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া তিনি সেইভাবেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সময় উপস্থিত হইলে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে নিত্যদেহে নিত্যধামে শ্রীভগবানের নিত্যসেবা লাভ করিলেন। তিনিই শ্রীনারদ-নামে সর্ব্বত্র খ্যাত ও পূজিত হইয়া রহিয়াছেন।

ভাগবতচূড়ামণি দেবর্ষি নারদের প্রসঙ্গে পুরাণেতিহাসে শত শত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৬ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০০

হয়। তাঁহার অগাধ চরিত্র সর্ব্বত্রই সুদুর্ল্লভ ভগবদ্ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে তাঁহার পূর্ব্বাপর সমগ্র চরিত্র সুচারুভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা হইতে সকল তথ্য সম্যক্ বোধগম্য হয়। হরিভক্তি ও হরিভক্তের অপার মহিমায় মুগ্ধ হইতে হয়। এক্ষণে আমরা তাহা হইতেই নারদ-চরিত্র সবিস্তার বর্ণন করিব।

আজন্ম হরিভক্ত বিষয়-বিরক্ত পুত্র নারদকে ব্রহ্মা কোন কল্পে আদেশ করিলেন,—"বৎস! অন্যান্য ভ্রাতাদের সহিত তুমিও প্রজা-সৃষ্টিকার্য্যে মনোযোগ দাও।"

পিতার আদেশবাক্য শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নারদ কহিলেন,—"হায়, পিতঃ! কি কর্ম্মে আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন? আপনি স্বয়ং সর্ব্বদা হরিভজন করিতেছেন, আর আমাদিগকে দিতেছেন বিষয়কর্ম্ম? এই পিতার ধর্ম্ম? কোন্ পিতা পুত্রকে অমৃত হইতে বঞ্চিত করিয়া বিষম বিষ পান করিতে বলেন? অহো, বিষয় যে বিষ হইতেও ভয়াবহ! বিষ একবার জীবন নষ্ট করে, একবার কষ্ট দেয়; কিন্তু বিষয়-বিষ, বিষয়-তৃষ্ণা একবার সঞ্চারিত হইলে জন্ম-জন্মান্তরেও তাহার জ্বালা যায় না; বহু যোনি ভ্রমণ করিয়াও জীব তাহা হইতে ত্রাণ পায় না। হায়, অতি নিম্নে অতি ভীষণ ভবসাগরে, বিষয়-বিষ-গহ্বরে নিমগ্নজন কোটিকল্পকালেও যে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না! পিতঃ,—

ভক্তপ্রিয়ং ভক্তনাথং ভক্তানুগ্রহকারকম্।
ভক্তারাধ্যং ভক্তসাধ্যং বিহায় পরমেশ্বরম্।
মনো দাধাতি কো মূঢ়ো বিষয়ে নাশকারণে।
বিহায় কৃষ্ণসেবাঞ্চ পীযূষাদধিকং প্রিয়াম্।
কো মূঢ়ো বিষমশ্নাতি বিষমং বিষয়াভিধম্।
(ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ৮ম ৩৫-৩৬)

ভক্তিপ্রিয়, ভক্তনাথ, ভক্তবৎসল, ভক্তারাধ্য ও ভক্তসাধ্য পরমেশ্বর প্রভুকে ত্যাগ করিয়া কোন্ মূঢ় নিশিত বড়িশে পিশিতের ন্যায় নাশহেতু বিষয়ে ধাবিত হয়? পীযূষ হইতেও অধিক প্রিয় কৃষ্ণসেবা পরিহার করিয়া কোন্ মূর্খ বিষয়-নামক বিষম বিষ পান করিতে রত হয়? অবোধ পতঙ্গের প্রজ্জ্বলিত দীপাগ্নির মত বিষয়িজনের বিষয় বিনাশেরই কারণ।"

এই বলিয়া নারদ নিরস্ত হইলেন। তিনি তখন পিতার সম্মুখে সতেজে জলদগ্নি শিখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। প্রজেশ ব্রহ্মা কিন্তু পুত্রের এই অবাধ্যতা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার হরিপদে দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এবং জগতে হরিভক্তের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন; বলিলেন,—"অবাধ্য পুত্র, যাও,—এখনি তুমি গন্ধর্ব্ব যোনিতে জন্ম লইয়া মোহময় কামিনী কাঞ্চনে রত হও! পঞ্চাশৎ সুন্দরী কামিনীর কান্ত হইয়া কামভোগে কালপাত কর! তারপর শূদ্রা দাসীগর্ভে জন্ম লইয়া তুমি দাস হইবে। পরে বৈষ্ণব-সংসর্গে, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজনে, কৃষ্ণকৃপায় শাপমুক্ত হইয়া আবার আমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। যাও, এখন অধঃপতিত হও!"

তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণহৃদয় নারদ কহিতে লাগিলেন,—"পিতঃ, ক্ষমা কর; —পিতঃ, রক্ষা কর! উৎপথগামী দুরাচার পুত্রকেই পিতা অভিশাপ দেন, পরিত্যাগ করেন; কিন্তু কি দোষে আপনি এই কৃষ্ণভজনরত সর্ব্ব ভোগসুখ-বর্জ্জিত কাঙাল পুত্রকে

এমন কঠোর অভিশাপ দিলেন? তথাপি আমি আপনার এই অভিশাপ অঞ্জলি পাতিয়া মাথায় তুলিয়া লইতেছি। কিন্তু, পিতঃ, চরণে ধরি আপনার, আপনি দয়া করিয়া বিদায়কালে এই দীন-হীন অভাজনের একটী প্রার্থনা পূর্ণ করুন,—

"জনির্ভবতু মে ব্রহ্মন্, যাসু যাসু চ যোনিষু।
ন জহাতু হরের্ভক্তির্ম্মামেবং দেহি মে বরম্।।"
যে কোন যোনিতে মোর হো'ক না জনম।
হই শূদ্র, কিম্বা ক্ষুদ্র পশুর অধম।।
দাও বর মোরে পিতঃ, যেন সর্ব্বস্থলে।
কৃষ্ণভক্তিনিধি সদা হৃদয়ে উজলে।।
যাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে নরকে গভীর!
পাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে কাল-সিন্ধু-তীর!!

কৃষ্ণভক্তকে নাশ করিবে কে? কৃষ্ণনামরত কৃষ্ণদাসকে কে বদ্ধ করিয়া রাখিবে? বিষয়মূলে কলুষিত করিবে কে? কৃষ্ণভক্তিযুক্ত জাতিস্মর জীব শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াও ঐ ভক্তির শক্তিতেই যে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গোলোকগতি লাভ করেন! জীব কর্ম্মবশে বা দৈববশে যে কোনও জন্মে যে কোনও অবস্থাতেই নীত হউক না, সে সাধু-গুরুর আশ্রয়ে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র পাইবামাত্রই পবিত্র হয় ; তাহার কর্ম্ম ক্ষয় হয় ; কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ ধ্বংস হয়। যিনি এই সাধু-পথ অপরকে প্রদর্শন করেন, তিনিও পরাভক্তি প্রাপ্ত হন। আর যে বিশ্বস্ত গুরু শরণাগত শিষ্যকে এই সত্য সাধু-পথ, এই অকৈতব অভয় পথ না দেখাইয়া অসাধুপথে, আশুধ্বংসের কবলে পরিচালিত করেন, তিনি যাবৎ চন্দ্র, সূর্য্য, তাবৎকাল কুম্ভীপাক নরকে পচিয়া মরেন। তিনি কি গুরু, তিনি কি পিতা, তিনি কি পতি, না তিনি পুত্র—যিনি প্রীতিভাজন প্রিয়জনকে কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি দান না করেন, সেই ভক্তিলাভের সহায় না হন, সেই ভক্তিযোগের অকপট উপদেশ না দেন? পিতঃ! নিরপরাধে আপনি আমাকে অভিশাপ দিলেন, আপনাকেও ইহার প্রতিফল পাইতে হইবে। আপনাকে কল্পত্রয় কেহ পূজা করিবেন না।" অবিলম্বে অভিশপ্ত নারদ স্থানভ্রষ্ট হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা, মেঘালয়, তাং—২৮।৮।১৩৮৬]

শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে অয়োজিত ধর্ম্মসভার আজ তৃতীয় অধিবেশন। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়—"ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও তাঁর দর্শন"। আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তৃমহোদয়গণ এ সম্বন্ধে বক্তৃতার মধ্যে বহু কথা আলোচনা করেছেন। তথাপি আমি আমার নিজস্ব-মতে কিছু বক্তব্য রাখতে ইচ্ছা করি।—

শাস্ত্রে যা কিছু বক্তব্য রয়েছে সবগুলি জীবকল্যাণের জন্য। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বিশেষভাবে সেই জীবকল্যাণের জন্যই এ জগতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর তত্ত্ব আলোচনা

করতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই আমরা দেখি যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তিনি শ্রীচৈতন্যমূর্ত্তিতে এসেছেন। শাস্ত্রে আলোচনা সেইরূপ,—

কৃষ্ণো দেবঃ কলিযুগভবং লোকমালক্য সর্ব্বং
পাপাসক্তান্ সমজনি কৃপাসিন্ধুশ্চৈতন্যমূর্ত্তিঃ।
তস্মিন্ যেষাং ন ভবতি সদা কৃষ্ণবুদ্ধির্নরাণাং
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগিতি ধিগিতি ব্যহরেৎ কিং মৃদঙ্গ।।

—এই বাক্যের দ্বারা দেখা যায়, স্বয়ং ভগবান্ কলিজীবকে পাপাসক্ত দেখে জীবকল্যাণের জন্যই তিনি শ্রীমদ্ গৌরহরিরূপে জগতে আবির্ভূত হচ্ছেন। তাঁর আবির্ভাবের অবস্থা বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন বৈষ্ণব লেখকগণ কবিগণ।—

নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি, কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস, জগভরি' হরিধ্বনি হয়।।

সুতরাং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছে হরিধ্বনির মধ্যেই। হরিসঙ্কীর্ত্তনের মধ্যেই, নামসঙ্কীর্ত্তনের মধ্যেই তাঁর আবির্ভাব। তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা বর্ণনা করেছেন তাঁর চরিতকারগণ। তাঁরা বুঝাতে চেয়েছেন—সে-সময় দেশে সামাজিক অবস্থা, ধর্ম্মীয় পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ অত্যন্ত গণ্ডগোলে ছিল। সাধারণ মানুষ সামাজিক আমোদ-প্রমোদকে বড় বলে মনে করছেন। দেখা যায়, সে-সময় বিড়ালের বিবাহ, কুকুরের বিবাহ, বানরের বিবাহ দিয়ে সামাজিকগণ—ধনীসমাজ আমোদ-আহ্লাদ করতেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা তারা খরচ করতেন—এই ছিল তখনকার তামসিক উপাসনা। যেটা বর্ত্তমানে আমরা চিন্তা করতে পারি না—এমন রাজসিক-তামসিক উপাসনা সে-সময় ভগবদুপাসনার নামে চলছিল। লেখাপড়া, বিদ্যাশিক্ষার গৌরব ছিল কেবল দাম্ভিকতা ও অহঙ্কার। পণ্ডিতসমাজ ছিল অত্যন্ত তার্কিক, নৈয়ায়িক। নব্য ন্যায়ের স্থান ছিল নবদ্বীপ। নবদ্বীপকে তখন বলা হত Oxford of Bengal, Oxford of India। সেখানে তার্কিক পণ্ডিতগণ শুধু তর্কযুদ্ধ করতেন। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্"—ঠিক এই বিনয় ভাবটা তখন দেখা যেত না, তার উল্টোটাই লক্ষ্য করা যেত—'বিদ্যা দদাতি ঔদ্ধত্যম্।' তারা পরস্পর তর্কশাস্ত্র আলোচনা করে ঝগড়া, বিবাদ, বিসম্বাদ করে পৈতা ছেঁড়াছেড়ি করতেন এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাৎ করতেন—এই ছিল তখনকার লেখাপড়ার গৌরব।

এমন সন্ধিক্ষণে চৈতন্যমহাপ্রভু জগতে উদিত হলেন—যিনি স্বয়ং ভগবান্। তাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে কবিগণ, সাহিত্যিকগণ, ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেছেন। কেউ তাঁকে বুঝাতে চেয়েছেন—তিনি Religious reformer—ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন, কেউ বুঝাতে চেয়েছেন—তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করেছেন, কেউ বুঝাতে চেয়েছেন—তিনি আচণ্ডালে কোল দিয়েছেন ; জাতিভেদ-প্রথা তিনি অমান্য করেছেন, জাতিভেদ-প্রথা তিনি তুলে দিয়েছেন। এই যতগুলি মতবাদ বলা হল সবগুলির পিছনে কিন্তু বিচার-যুক্তি আছে। প্রকৃত যাঁরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি, তাঁরা কিন্তু এগুলি ঠিক ঠিক মেনে নেননি। তাঁর যে ভগবৎ-স্বরূপ—সেটা নিয়ে সাধারণ দুনিয়ার লোক চিন্তা-ভাবনা রাখেন নি, করেন নি। তিনি যে ভগবৎ-স্বরূপ—এটা নিয়ে শাস্ত্রকারগণ

ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশেষভাবে। যেমন উদাহরণস্বরূপ ধরা যায়,—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এ জগতে প্রকটিত হবেন সেটা বেদের মধ্যে বর্ণনা আছে। উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে চৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা। ব্রহ্মাজী তাঁর প্রিয়পুত্র পিপ্পলাদকে নিয়ে বসে আছেন। শিষ্য পিপ্পলাদ জিজ্ঞাসা করলেন,—"ভগবন্! কলৌ পাপাচ্ছন্ন-প্রজাঃ কথং মুচ্যেরন্নিতি?"—কলিযুগের পাপাচ্ছন্নমতি লোকসকল কিরূপে মুক্তিলাভ করবে? উত্তর দিয়েছেন ব্রহ্মাজী—"রহস্যং তে বদিষ্যামি। জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ, সর্ব্বাত্মা, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি।"

চৈতন্যমহাপ্রভু আবির্ভূত হবেন নবদ্বীপের মায়াপুরে—সেকথা বর্ণিত হয়েছে উপনিষদে। সেই মহাপ্রভু তিনি কে? তাঁর তত্ত্ব বিচার করছেন আবার উপনিষদ্।—

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।।
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্যান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।

তিনি মহান্ পুরুষ, তিনিই মহাপ্রভু। রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত। চৈতন্যমহাপ্রভুর তত্ত্ব নির্দ্দেশ করছেন উপনিষদ্। মহাভারত থেকে যদি ধরা যায়,—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণ।।

পরবর্ত্তিকালে আমরা দেখতে পাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা,—

কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।

কৃষ্ণবর্ণং—যিনি কৃষ্ণনাম সবসময় বর্ণনা করছেন, যিনি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ, যিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ—এই নাম সবসময় মুখে বর্ণনা করছেন, 'কৃষ্ণবর্ণমিতি যঃ সঃ কৃষ্ণবর্ণ।" "ত্বিষাঽকৃষ্ণং কান্তা গৌরবর্ণং"—গৌরহরির কথা বলছেন। 'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্'—অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র-পার্ষদসঙ্গে তিনি এ জগতে আবির্ভূত হবেন, হচ্ছেন। অঙ্গ তাঁর নিত্যানন্দ প্রভু, উপাঙ্গ অদ্বৈত প্রভু, অস্ত্র তাঁর হরিনাম মহামন্ত্র। অন্যযুগে বিভিন্ন অস্ত্র সব প্রয়োগ করেছেন বিভিন্ন অবতারগণ।

রামাদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধ'রে, অসুরেরে করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারো না মারিল, চিত্তশুদ্ধ করিল সবার।।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সম্বন্ধে এরূপ উক্তি রয়েছে। এ যুগে চৈতন্যমহাপ্রভু কি অস্ত্র ধারণ করছেন?—হরিনাম মহামন্ত্ররূপ অস্ত্র। 'যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ'—সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে সেই ভগবান্ আরাধিত হবেন বলা আছে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমে সেই ভগবান্ আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি জগৎকে নাম-প্রেম বিতরণ করছেন। শাস্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় সেই চৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে।

প্রহ্লাদ মহারাজ যখন অসুর বালকগণকে উপদেশ করছেন, সেখানেও দেখা যায়, তিনি মহাপ্রভুর অবতারের কথা বলে যাচ্ছেন। অবতার-সংস্থান বর্ণনা করছেন অসুর বালকগণকে,—

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেব-ঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম্
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।।

সেখানেও বলছেন—তুমি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে এসেছ—রাম-মূর্ত্তিতে, কৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে, বরাহ-মূর্ত্তিতে, নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে। তুমি কলিযুগে ছন্নাবতার, সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তুমি আরাধিত হবে। তাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে শাস্ত্রে অনেক জায়গায় **ছন্নাবতার** বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চৈতন্যমহাপ্রভু জগতে এসে কি শিক্ষা দিচ্ছেন? অবতার যখন আবির্ভূত হচ্ছেন, তখন বহু শিক্ষা তাঁদের জীবনীতে। স্বয়ং অবতারী ভগবান্ যখন আসছেন, প্রচুর শিক্ষা রয়েছে তাঁর মধ্যে।

চৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যে দু'রকম শিক্ষা আমরা দেখতে পাই। এক তাঁর নিজস্ব ব্যাপার, আর এক জগৎ-শিক্ষা। জগৎ-শিক্ষার জন্য যে আচরণ সেটাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু তাঁর নিজস্ব আচরণ যেটা সেটা আমরা কখনও গ্রহণ করব না। তাই বলছি, তাঁর শিক্ষা দুরকম।

নিমাইয়ের যে দিব্য অপ্রাকৃত জীবনী আছে, অতি বাল্যকালে দেখা যায় তিনি বলছেন এক জায়গায়,—

প্রভু কহে,—"আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা-দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ—কিঙ্কর।।

তিনি স্বীয় তত্ত্বদর্শন প্রকাশ করছেন,—আমাকে পূজা কর, আমি বর দেব তোমাদের। গঙ্গা-দুর্গা ইত্যাদি আমারই দাসী।

আবার অন্যত্র দেখা যাচ্ছে, যখন ভগবান্ বলে তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে—কোন ভক্ত করছেন, তখন তিনিই আবার শিক্ষা দিচ্ছেন,—"ছিঃ! ছিঃ! জীবে কৃষ্ণ নাহি বলে।" জীবকে কখনও কৃষ্ণ বল না, ভগবান্ বল না। এটাও তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন। তাই বলছিলাম যে, তাঁর জীবনীর মধ্যে দুরকম শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে। জীবকল্যাণকর একটা শিক্ষা, আর একটা তাঁর নিজস্ব আচরণ। প্রতি অবতারের মধ্যে এই জিনিসটা আছে। কৃষ্ণ-অবতারেও শ্রীমদ্ভাগবতে এমন কথা বর্ণিত আছে। ভগবানের যে আচরণ—যেটা তাঁর নিজস্ব আচরণ, সেটা যদি কেউ অনুকরণ করতে যায়, তাহলে জগতের অকল্যাণ হবে, সর্ব্বনাশ হবে। কিন্তু জীবকল্যাণজনক যে উপদেশ সেই উপদেশ নিশ্চয়ই আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য আছি। সেই আচরণ গ্রহণ করলে আমাদের কল্যাণ হয়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনীতে সুন্দর সুন্দর উপদেশ পাওয়া যায়।

তিনি যখন নাম-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন, সেইসময় চারিদিক থেকে বাধা আসছিল। আপনারা যাঁরা ইতিহাস জানেন, তাঁদের নিশ্চয় জানা আছে, চৈতন্যমহাপ্রভুর সময়ে

মুসলিম শাসন ছিল। মুসলিম শাসনে তদানীন্তন গভর্ণর ছিলেন মৌলানা সিরাজুদ্দীন চাঁদকাজী। নামসঙ্কীর্ত্তন যখন আরম্ভ করছেন চৈতন্যমহাপ্রভু সেইসময় তাঁর নামসঙ্কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ-করতাল ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। মহাপ্রভু হাজার হাজার ভক্ত সমভিব্যাহারে হাজির হয়েছিলেন সেই চাঁদকাজীর—গভর্ণর সাহেবের বাড়ীতে নিজে। কথাটা কি? অসত্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। চৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনীর ভিতরে এমন সুন্দর সুন্দর বিচারগুলো আমরা দেখতে পাই।

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে।
তব অভিশাপ তাহে তৃণসম দহে।।

তাঁর জীবনীর ভিতরে আমরা দেখেছি, তিনি অন্যায়কে স্বীকার করেন নি। অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করছেন।

মহাত্মা গান্ধীজি যে Non violence, non co-operation movement চালিয়েছেন, চৈতন্যমহাপ্রভুর অপ্রাকৃত জীবনী আলোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, মহাপ্রভুরই নীতি-আদর্শের কণামাত্র গ্রহণ করে মহাত্মা গান্ধীজি তাঁর Non violence, non co-operation movement চালিয়েছেন। সেটাই আমরা বুঝতে পারছি।

মহাপ্রভু স্বয়ং গভর্ণরের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন, বিচারে পরাস্থ করলেন তাঁকে এবং বললেন,—তুমি কখনও তোমার প্রজাবর্গের—বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী যে প্রজা তাঁদের পরে তুমি হস্তক্ষেপ করতে পার না। আজ ভারতবর্ষ ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—Secular State। প্রতিটি ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাঁদের স্ব-স্ব ধর্ম্ম আচরণ করতে পারবে—এটাই হল ধর্ম্মনিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্রের আইন-কানুন। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা সেগুলো ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না, উল্টোপাল্টা ঘটনা সব ঘটছে। প্রতিটি মানুষ যদি তার স্ব-স্ব ধর্ম্ম স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনা ও আচরণ করবার সুযোগ পেয়েছে, তাহলে সে অধিকার হরণ করছে কে?

চৈতন্যমহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমে অসত্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন দেখতে পাই। সাম্যবাদ তিনিই প্রচার করেছেন। যে-কথা বলা হয়েছে, ঐতিহাসিকগণ বলছেন—তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করেছেন, সাধারণ জগতের যে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, চৈতন্যমহাপ্রভুর অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন নিশ্চয় সেই জিনিষ নয়। চৈতন্যমহাপ্রভুর অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সুন্দর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা, শাস্ত্রভিত্তিক আলোচনা, সুবৈজ্ঞানিক আলোচনা। কিভাবে? তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই চার বর্ণী ও চার আশ্রমীর যে তত্ত্বদর্শন, সেটাকে কখনও অস্বীকার করেন নি। স্ব-স্ব বর্ণী থেকে, স্ব-স্ব আশ্রমে থেকে তাদের যে আইনকানুন—Discipline তা পালন করবার নির্দ্দেশই তিনি দিয়েছেন। কিন্তু ভক্তিভাব লাভ করা চাই—সেটাই হল তাঁর মূল বক্তব্য বিষয়। স্ব-স্ব অধিকারে থেকে আমাদের আত্মধর্ম্ম যাজন করতে হবে, সনাতন ধর্ম্ম যাজন করতে হবে—সেটাই হল সনাতন ধর্ম্মের বিশেষ শিক্ষা। এই শিক্ষা যারা যারা গ্রহণ করেছেন, বিশ্বের যে কোন কোণায়, যে কোন মানুষ, যে কোন জীবাত্মা বসে আছেন, তাদের সেই যোগ্যতা, ক্ষমতা, অধিকার দেওয়া হয়েছে—

এটাই হল শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন। তাঁর অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন অর্থাৎ সব সমান করা—ঠিক এই জিনিষটা নয়। *আত্মধর্ম্মে সবাই সমান*—সেই স্বীকৃতি দিয়েছেন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু। তা না হলে সাম্যবাদ বলে এ জগতে কিছু আসতে পারে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়ের দ্বিপঞ্চাশৎ-বর্ষ

শ্রীপত্রিকার নববর্ষে শ্রীগৌড়ীয়-পূর্ব্বাচার্য্যবর্গের
সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক অন্বয়-ব্যতিরেকমুখী উপদেশামৃত

শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের উপদেশাবলী

৪০। "শ্রীগুরুপূজারই নামান্তর—শ্রীব্যাসপূজা। শ্রীব্যাসদেব শিক্ষাদাতা বলিয়া শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু-ভেদে গুরু দ্বিবিধ। অর্চ্চন-মার্গের বিচারে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের অর্চ্চনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।"

৪১। "মনন ধর্ম্ম হইতে যিনি ত্রাণ করেন বা যে বস্তুদ্বারা ত্রাণ করেন, তাহাই মন্ত্র। শব্দব্রহ্ম মননধর্ম্ম হইতে আমাকে ত্রাণ করেন বলিয়া মন্ত্রগুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণকে লাভ করিবার মন্ত্র প্রদান করেন বলিয়া মন্ত্রগুরুর পূজাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বেদব্যাসকে শিক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। যাবতীয় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহা যিনি প্রদান করেন, তিনি শিক্ষাগুরু।"

৪২। "যাহারা অদ্বৈতচিন্তায় স্নাত, তাহারা গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে 'অজ্ঞান-বোধিনী'-গ্রন্থে লিখিত 'অনবগত স্যাৎ' বলিয়া গুরুকে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দেন বা শিক্ষা করেন ; তাহারা গুরুকে অগুরু বা লঘু বলিয়া বিচার করেন। গুরু অনবগত বা অতত্ত্বদর্শী হইলে তিনি নিজে কিরূপে গুরু-পদবাচ্য হইতে পারেন?"

৪৩। "গুরুসেবা করিলে নিজের সুবিধা হইবে, ভজনানন্দী-নামে অলসতার প্রশ্রয় পাওয়া যাইবে, অন্য সেবকের উপর কর্ত্তৃত্ব করা যাইবে—এইরূপ বিচার—গুরু-সেবকের নহে। 'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার।' সদ্‌গুরু-পদাশ্রিত সেবক অপর সেবকগণকে অবশ্যই সম্মান প্রদান করিবেন।"

৪৪। "চক্ষুদ্বারা বিগ্রহ দর্শন না করিয়া কর্ণের দ্বারা বিগ্রহ-দর্শনই প্রকৃত দর্শন। চোখের দেখায় অনেক ময়লা থাকে, কানের শোনায় ময়লা খুব কম। তজ্জন্যই দীক্ষা গ্রহণের সময় কর্ণের দ্বারাই মন্ত্রাদি গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীগুরুদেব কানের মারফত দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। সব ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের ভোগে লাগে, তন্মধ্যে চক্ষু-ইন্দ্রিয় ভোগ করিবার জন্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লালায়িত হয়।"

৪৫। "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্রই আমাদের ভোগ্যতত্ত্ব ; ঈশ্বরই একমাত্র ভোক্তা, আমরা সকলেই তাঁহার ভোগ্য। সুতরাং আমরা দ্রষ্টা নহি, দৃশ্য। এইসকল কথা সাধারণ লোকের ধারণায় বিদ্রোহ আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু ইহাই প্রকৃত সত্য এবং বাস্তব চিন্তাস্রোত।

আপনারা এই বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কর্ণই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী।"

৪৬। জীবের পারমার্থিক পরিচয় জাগতিক পরিচয় অপেক্ষা উন্নত। মায়ার রাজ্য অভাব দিয়াই প্রস্তুত, অভাবই মায়া। সমাজের মূল উদ্দেশ্য—হরিভজন। পরমার্থ-জগতের প্রধান সম্বল—কর্ণ। 'আবৃত্তিরসকৃৎ উপদেশাৎ'—ইহাই বেদান্তের বিশেষ উপদেশ। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, একদণ্ড-সন্ন্যাস অযৌক্তিক ও অসম্ভব। ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় ও জপ্য।"

৪৭। "বর্ত্তমান স্বাধীনতায় ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ স্থান নাই। এমন কি, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার নামে অধর্ম্মের-সাপেক্ষতাই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে আমাদের দেশে সকলেরই ভিতরে এমন দুর্নৈতিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা অসৎ-চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।"

৪৮। "আজকাল সাম্যবাদের ছলনায় উন্নত ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক নীচে নামাইয়া নিকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত সমান করিয়া দিবার চেষ্টা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে, কিন্তু নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া উৎকৃষ্ট ব্যক্তির সমান করিয়া তুলিবার চেষ্টা আদৌ নাই। আজকালকার রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষানৈতিক ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টতঃ ইহা লক্ষ্য করিতেছি। ভারতবর্ষ—পুণ্যভূমি—ধর্ম্মভূমি। তাই গীতায় দেখিতে পাই, বিরাট্ যুদ্ধক্ষেত্রও ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।"

৪৯। "অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত আলোচনামুখে তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বেদান্ত-সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন,—'এক' বলিতে 'One' বা figure এ '1' বুঝাইবে না। সেই ব্রহ্মবস্তু—He is second to none। উক্ত সূত্রে যে 'এক' এর উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই 'এক' All inclusive one। "Unity in diversity"—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ তাঁহার শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও নিত্য চিল্লীলা-বৈশিষ্ট্য লইয়াই তিনি 'এক'।"

"সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ তাঁহার সমস্ত চিল্লীলা-বৈচিত্র্য লইয়াই তিনি 'এক।' এই চিল্লীলা-বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতে তাঁহার ন্যায় হিতকারী বান্ধব আর কেহ নাই। এই সকল বিচার বুঝাইবার জন্যই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।"

শ্রীল প্রভুপাদের কতিপয় উপদেশামৃত

৪২। "নির্ভীক হয়ে যে নিরপেক্ষ সত্য বলা হচ্ছে, শত শত জন্ম পরেও শত শত যুগ পরেও কেউ না কেউ ইহার নিগূঢ় সত্য বুঝতে পারবে। কষ্টার্জ্জিত শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত একটী লোককে সত্যকথা বুঝান যায় না।"

৪৩। "যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোনও বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।"

৪৪। "সঙ্গই মানবজীবনে প্রধান হরিভজনের বৃত্তি। অবৈষ্ণব-সঙ্গক্রমে জীবের

সংসারে উন্নতি, আর সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আত্মা উত্তরোত্তর হরিসেবায় প্রমত্ত হয়। মানবজীবনে উহাই একটী সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তাহাতে বিমুখ হইবেন না।"

৪৫। "সাংসারিক অসুবিধা হইলেই ভগবান্ সেই সময় আশ্রয়স্থল হইয়া নিজের সেবায় অধিকার দেন।"

৪৬। "অনর্থযুক্ত অবস্থায় শ্রীরাধার দাস্য-সৌভাগ্য লাভ ঘটে না। যাঁহারা অনর্থযুক্ত অনধিকার-অবস্থায় পরম প্রেষ্ঠসেবিকা শ্রীরাধার অপ্রাকৃতলীলার আলোচনায় তৎপর হন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ারামী, প্রচ্ছন্নভোগী, প্রাকৃত সহজিয়া।"

৪৭। "শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।"

৪৮। "সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।"

৪৯। "শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না, জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হয়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করবেন।"

৫০। "আমরা কোনপ্রকার কর্ম্মবীরত্বের বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে জন্মে শ্রীরূপপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব।"

৫১। "সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা বিরাগ প্রদর্শন না করি। তাতে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্ব্বথা সিদ্ধি হবে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করুন।"

৫২। "লোকের কাছে 'নিরপেক্ষসত্য' বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়—এই ভয়ে আমি যদি সত্যকথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌতপথ গ্রহণ করিলাম, তাহা হইলে আমি 'অবৈদিক'—নাস্তিক হইলাম—সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই।"

৫৩। "এই প্রাকৃতজগতে ভগবানের Representation কেবলমাত্র দুইটী আছে, তাহা (১) অপ্রাকৃত শব্দ বা শ্রীনাম আর (২) ভগবানের নিত্য চিদ্‌বিলাস সবিশেষ-রূপের অর্চ্চাবতার।"

৫৪। " 'শ্রীনাম'-দ্বারা মূর্ত্তির সেবা হয়,—চেতনের দ্বারা চেতনের সেবা হয়।"

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশামৃত

সম্বন্ধ-তত্ত্ব ও ভক্তিবিনোদ

১৮। "বেদশাস্ত্রে বিশুদ্ধ-ভক্তিই শিক্ষিত আছে। বেদবাদীদিগের প্রকৃতিদোষে নানাপ্রকার মত ও বহুপ্রকার কর্ম্ম ও জ্ঞানের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ বেদই মানবের একমাত্র

প্রমাণ ও শিক্ষাগুরু। তাহাতে মতবাদ প্রবেশ করাইয়া শুদ্ধভক্তি-শিক্ষা হইতে পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচারিত হইয়াছে।"

১৯। "কৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞানই সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু হইবার অধিকার-বিচারে এইমাত্র সিদ্ধান্বিত আছে যে, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বিপ্রই হউন বা শূদ্রজাতিই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, গুরু হইতে পারেন।"

২০। "শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্যপুরুষ থাকিতে হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়,—এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষী বৈষ্ণবপর; অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত বিধি-মতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে-বর্ণে বা যে-আশ্রমে পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করা বিধি।"

২১। "শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য—এই চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য। আরও যত বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াছেন, সকলেই এই চারি আচার্য্যের মধ্যে কোন না কোন আচার্য্যের অনুগত। রামানুজ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, মধ্ব—শুদ্ধদ্বৈতবাদী, বিষ্ণুস্বামী—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং নিম্বাদিত্য—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।"

২২। "যিনি দক্ষিণার লালসায় অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দান করেন, তিনি হরিনাম-বিক্রয়ী। অতি তুচ্ছ বিনিময়ের জন্য অমূল্য রত্ন ক্ষয় করিয়া স্বয়ং হরিভজন হইতে চ্যুত হন।"

২৩। "যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সেই বেদ-সংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যানাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ-মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।"

২৪। "বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইয়াছে। ব্রহ্মাই প্রথম বৈষ্ণব ; শ্রীমন্মহাদেবও বৈষ্ণব। আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীনারদ গোস্বামীও বৈষ্ণব।" ***

"পরে চন্দ্র-সূর্য্য-বংশীয় রাজগণ এবং ভাল ভাল মুনি-ঋষিগণ অনেকেই বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। কলিকালে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী বহু সহস্র ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন।"

২৫। "যে ধর্ম্মে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্ব্বিশেষবাদরূপ অনর্থসকল আছে, ভক্তগণ সে ধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞান করিবেন না ; সে ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম, ছল-ধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।"

FORM–IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956]

1. Place of Publication–Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.
2. Periodicity of its Publication–Last day of every Bengali month, i.e. once in a month.
3. Printer's name–Tridandi Swami Shri Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj
   Nationality–Indian Goudiya-Vaishnaba,
   Address–Shri Devananda Goudiya Math,
   Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.
4. Publisher's name–Do
   Nationality–Do
   Address–Do
5. Editor's name–Tridandi Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Narayan Maharaj
   Nationality–Indian Goudiya-Vaishnaba,
   Address–Shri Devananda Goudiya Math,
   Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.

6. Name and address of individuals who own the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the capital,–	Tridandi Swami Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, Swami Bhakti Vedanta Acharyya hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./ *Swami B. V. Acharyya*

Dated 29.2.2000 Signature of Publisher

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫২শ বর্ষ } ২৪ বিষ্ণু, প্রদ্যুম্ন, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৪০৬, ইং ১৩/৪/২০০০ { ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগঙ্গানারায়ণ-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

কুল-স্থিতান্ কর্ম্মিণ উদ্দিধীর্ষুর্গঙ্গৈব যস্মিন্ কৃপয়া বিবেশ।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গানারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্।। ১।।

কর্ম্মপরতন্ত্র বংশধরগণের উদ্ধার-বাসনায় গঙ্গাদেবী কৃপা করিয়া যাঁহার নামাগ্রে আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সেই শ্রীগঙ্গানারায়ণ-নামক প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীল চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন।। ১।।

নরোত্তম ভক্ত্যবতার এব যস্মিন্ স্ব-শক্তিং নিদধৌ মুদৈব।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গানারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্।। ২।।

ভক্তির অবতারস্বরূপ শ্রীল নরোত্তম যাঁহাতে স্বশক্তি নিহিত করিয়াছেন, সেই প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন।। ২।।

বৃন্দাবনে যস্য যশঃ প্রসিদ্ধমদ্যাপি গীয়তে সতাং সদঃসু।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গানারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্।। ৩।।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে সাধু-সভাতে যাঁহার প্রসিদ্ধ যশঃ অদ্যাপি পরিগীত হইয়া থাকে, সেই প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন।। ৩।।

শ্রীগোবিন্দদেব-দ্বিভুজত্ব-শংসি-শ্রুতিং বদন্ সদ্-বিপদং নিরাস্থৎ।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গানারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্।। ২।।

শ্রীগোবিন্দদেবের দ্বিভুজত্ব-প্রতিপাদনার্থ বহু বহু শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শন করাইয়া যিনি বৈষ্ণবগণের স্বমতের অসঙ্গতি-রূপ বিপদ্ নিরাস করিয়াছেন, সেই প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন।। ৪।।

সৌশীল্যে-যুক্তো গুণ-রত্ন-রাশিঃ পাণ্ডিত্য-সারঃ প্রতিভা-বিবস্বান্।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গানারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্।। ৫।।

যিনি সৌশীল্যযুক্ত, গুণরত্নরাশি, পাণ্ডিত্যসার এবং প্রতিভা-বিষয়ে সূর্য্যস্বরূপ, সেই প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন।। ৫।।

জনান্ কৃপা-দৃষ্টিভিরেব সদ্যঃ প্রপদ্যমানান্ স্ব-পদেঽকরোদ্ যঃ।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গানারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্।। ৬।।

যিনি কৃপাদৃষ্টিদ্বারা শরণাগত-জনসকলকে তৎক্ষণাৎ চরণে স্থান প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন।। ৬।।

লোকে প্রভুত্বং স্থির-ভক্তিযোগং যস্মৈ স্বয়ং গৌরহরির্ব্যতানীৎ।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গানারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্।। ৭।।

স্বয়ং গৌরহরি যাঁহাকে লোকসমাজে প্রভুত্ব ও অচঞ্চল ভক্তিযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন।। ৭।।

বৃন্দাবনীয়াতি-রহস্য-ভক্তের্জ্ঞানং বিনা যং ন কুতোঽপি সিদ্ধ্যেৎ।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গানারায়ণঃ প্রেম-রসাম্বুধির্মাম্।। ৮।।

শ্রীবৃন্দাবনের অতি গোপনীয় উজ্জ্বল ভক্তিবিষয়ক জ্ঞান, যিনি ভিন্ন কোনপ্রকারেই সিদ্ধ হয় না, সেই প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমায় দয়া করুন।। ৮।।

বিশ্রম্ভবান্ যশ্চরণেষু গঙ্গানারায়ণ-প্রেম-রসাম্বু-রাশেঃ।
এতৎ পঠেদষ্টকমেকচিত্তঃ স তৎ-পরীবার-পদং প্রয়াতি।। ৯।।

যে ব্যক্তি প্রেমরস-সমুদ্র শ্রীগঙ্গানারায়ণের চরণে শ্রদ্ধাযুক্ত ও অনন্যমনা হইয়া এই অষ্টক পাঠ করেন, তিনি তাঁহার পরিজনের পদ লাভ করেন।। ৯।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৪৭ পৃষ্ঠার পর]

জীবের প্রতি উক্তি

১। মানবের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রাথমিক উপদেশ কি?

"মনুষ্যদেহ—দুর্ল্লভ, ইহার একদিনও যেন অপব্যয়িত না হয়।"

—'সহজিয়া মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

২। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন?

"এই জগতে ধর্ম্মধনাপেক্ষা ধন নাই। শরীর—ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছে, কাল নাই। অমাদের পরম দয়ালু প্রভু কৃপা করিয়া এই জগৎকে নাম ও প্রেমধন দিয়াছেন, তাহা সাধু-গুরুর নিকট সংগ্রহ করিবে। জগতের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই দুইখানি গ্রন্থ অমূল্য রত্ন। যত্ন করিয়া তাহা আলোচনা করিবে। লোককে বিদ্যা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। লোককে ভক্তিধন দান করিবে। নিষ্পাপ জীবনে ধর্ম্মের সহিত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে ও আপনার নিজজনকে প্রতিপালন করিবে ; কিন্তু কোন সময়েই কৃষ্ণনাম ভুলিবে না।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

৩। কৃষ্ণভক্ত কি প্লেগকে ভয় করেন?

"এই যে প্লেগকে এত ভয় করিতেছে, সে কেবল অবৈষ্ণবতা মাত্র। দেখ ভাই! প্লেগে কি করিতে পারে? অতি অপদার্থ জীবনের সমাপ্তি করিয়া প্লেগ তোমার কি ক্ষতি করিতে পারে? যদি ভাল চাও, প্লেগ হইতেও একটী শিক্ষা কর। কল্য যদি প্লেগে ধরে, তাহা হইলে আর জীবন নাই, তোমার এত সুখ-সম্পদ্ কোথায় যাইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। অতএব বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া নিরন্তর নিষ্কপট ভক্তির সহিত হরিনাম কর। কোটি কোটি প্লেগ আসিয়াও তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

—'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ ১০।২

৪। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পরদুঃখকাতর ব্যক্তিগণকে কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন?

"জগতে সকল জীবের সম্মান করুন, সকল জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য যত্ন করুন, সকল জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করুন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের পরম অনুসরণীয় চরিত্র ও মহা সারগর্ভ উপদেশ কখনও ভুলিবেন না।"

—'শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১১।৩

৫। জীবের এ জগতে আসা সার্থক হয় কখন?

"কৃষ্ণ নিত্য-সুত যার, শোক কভু নাহি তার,
অনিত্য আসক্তি সর্ব্বনাশ।

আসিয়াছ এ সংসারে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে,
নিত্যতত্ত্বে করহ বিলাস।।"

—'শোকশাতন'—২, গীঃ মাঃ

৬। সুমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরমার্থ-পথিকের কি কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে?

সংসার নির্ব্বাহ করি' যাব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন,
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন।
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ।।"

—'প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ উপলব্ধি'—৩, কঃ কঃ

৭। শ্রীল ঠাকুর অচিরস্থায়ি-মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন?

"তোমার পরমায়ুর দিবস অধিক নাই; যে কয়দিন আছে, তাহাও নানাবিঘ্নে পরিপূর্ণ। অতএব, ভাই, বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত এই ভাগবতীয় রস পান করিতে থাক।"

—'সিদ্ধপ্রেমরস-মধুরিমা', ২০।৩

৮। জাত্যভিমানিগণের প্রতি ঠাকুরের কি উক্তি?

"সামাজিক মান লয়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে,
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান্।।"

—'উপদেশ'—৯, কঃ কঃ

৯। ফল্গুবৈরাগী ও প্রতিষ্ঠাকামীর প্রতি ঠাকুরের কি উপদেশ?

"তুমি ত' চৈতন্যদাস, হরিভক্তি তব আশ,
আশ্রমের লিঙ্গে কিবা ফল।
প্রতিষ্ঠা করহ দূর, বাস তব শান্তিপুর,
সাধুকৃপা তোমার সম্বল।।"

—'উপদেশ'—১৩, কঃ কঃ

১০। জড়াসক্তের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উক্তি কি?

"তব শুদ্ধসত্তা তাই, এ জড়জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বার বার।
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তা'তে বুদ্ধি উচিত তোমার।।"

—'উপদেশ'—১, কঃ কঃ

১১। বৈষ্ণবাভিমানীর প্রতি ঠাকুরের কিরূপ উপদেশ?

"বৈষ্ণবের পরিচয়,　　আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও।
বিনোদের নিবেদন,　　রাধাকৃষ্ণ গুণগণ,
ফুকারি' ফুকারি' সদা গাও।।"

—'উপদেশ'—১৩, কঃ কঃ

১২। মহাজনপথ অবহেলাকারী দাম্ভিকের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সদুপদেশ কি?

"ফোঁটা দীক্ষা মালা ধরি',　　ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ,　　দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ-প্রতি ছাড় অনুরাগ।।
এখন দেখহ ভাই,　　স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
'কপট' বলিল সবে,　　ভক্তি বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হ'বে উপায়।।"

—'উপদেশ'—১৭, কঃ কঃ

১৩। লোকদেখান প্রেমিকের প্রতি ঠাকুরের উক্তি কি?

"মুখে বল 'প্রেম প্রেম',　　বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন।"

—'উপদেশ'—১৮, কঃ কঃ

১৪। আসুরিক ব্যক্তিগণের মঙ্গলার্থ ঠাকুরের সতর্কীকরণ কিরূপ?

"ইতিহাস আলোচনে,　　ভেবে দেখ নিজমনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়তর্পণ-সার,　　করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয়।।
মরণ-সময় তা'রা,　　হইয়া উপায়-হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়,　　জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল।।"

—'নির্ব্বেদলক্ষণ-উপলব্ধি'—১, কঃ কঃ

১৫। বৃথা সংসারভার-বহনকারীর প্রতি ঠাকুরের উপদেশ কি?

"গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি না ঘুচিল ভ্রম।।

দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি, মরণ নিকটে আছে বসে।।
ভাল-মন্দ খাই' হেরি, পরি চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন।।"

—'নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি'—৪, কঃ কঃ

১৬। দেহাত্মবাদীর প্রতি ঠাকুরের সতর্কীকরণ কিরূপ?

"শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে।।
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে।।
যে দেহের এই গতি, তার অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত।।"

—'নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি'—৪, কঃ কঃ

১৬। নিত্যানন্দলাভেচ্ছুর প্রতি ঠাকুরের ভজনানুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে কিরূপ উপদেশ?

"যদি চাহ নিত্যানন্দ-প্রবাহ সেবিতে
অবিরত, গুরুপদাশ্রয় কর জীব।
নীরস ভজন সমুদয় পরিহরি'
ব্রহ্মচিন্তা আদি যত, সদা সাধ রতি,
কুসুমিত বৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডলে।
পুরুষত্ব অহঙ্কার নিতান্ত দুর্ব্বল
তব। তুমি শুদ্ধ জীব! আস্বাদ্য স্বজন,
শ্রীরাধার নিত্যসখী! পরানন্দ রস
অনুভবি'। মায়াভোগে তোমার পতন!"

—'প্রয়োজন-বিজ্ঞান-উপলব্ধি'—২, কঃ কঃ

১৮। জাড্যপরায়ণের প্রতি ঠাকুরের কি উপদেশ?

"আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই।।"

—'প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি'—২, কঃ কঃ

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

"সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চ বেদবিধিগোচরঃ।"

বদ্ধজীব হরির নামগ্রহণের ইচ্ছা কর্‌লে দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাদির আবশ্যক।

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।।"

"এতনির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।।"

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে।।"

"ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।।"

"তন্নামরূপচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনসা ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরানুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী।।"

আমরা বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া হরিভজনকে কটু মনে করছি। উহাই আমাদের অবিদ্যা-পীড়া-নাশের একমাত্র ঔষধ। ধৈর্য্য ধ'রে আদর ক'রে সর্ব্বক্ষণ ভজন কর্‌তে কর্‌তে অবিদ্যা নাশ পাবে, তখন নামের বিক্রম প্রকাশ পেলে আর কখনও ভুলব না। আমরা শারীর বা মানস যে কর্ম্ম করি না কেন, তা'তে কেবল দুঃখই পাব, সুতরাং তাকে গর্হণযোগ্য মনে ক'রে "তত্তেঽনুকম্পাং"-শ্লোক আলোচনা ও হৃদয়ে ধারণ কর্‌তে থাক্‌লে, উৎসাহের সহিত নাম কর্‌লে অনর্থ ক্রমে অপসৃত হবে।

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ।।"

পরমোচ্চতম সেবক কুণ্ডতীরে বাস কর্‌বেন। কুণ্ডে স্নানদ্বারাই মঙ্গল হ'বে। প্রথম

স্নানটা কারুণ্যামৃত-ধারায়, মধ্যম স্নান তারুণ্যামৃত-ধারায় এবং তদুপরি স্নান লাবণ্যামৃত-ধারায় হ'লে সম্পূর্ণ সুমঙ্গলটা এসে যাবে।

"কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপিরাধা-
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠ্যৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি।।"

শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুর "গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু.....।" "নামশ্রেষ্ঠ মনুমপি" শ্লোকদ্বয়ের বিচার যতকাল না আস্‌বে ততদিন মঙ্গল হ'বে না। রাধিকা-মাধবের আশা—সখীবেষ্টিত রাসলীলাদিতে উদ্ধবাদিরও অপ্রাপ্য মধুররতির বিষয় আমাদের সৌভাগ্য হ'লে যদি লাভ কর্‌তে পারি, তখন গোবিন্দলীলামৃত-গ্রন্থের আস্বাদনমুখে রাধাকুণ্ডতীরে কুঞ্জসমূহে লীলার সহায়কারিতা লাভ কর্‌তে পার্‌ব।

"ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।"

গৃহব্রতের মত আসক্ত হ'য়ে হরিভজনের ছলনাটা লোকবঞ্চনামাত্র। শ্রীল দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর যুক্তবৈরাগ্য গ্রহণ ও ফল্গুবৈরাগ্য ত্যাগের উপদেশ অনুক্ষণ আমাদের স্মরণীয় হউক।

"স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।।
মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।।
অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।।"
"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তবৈরাগ্যমুচ্যতে।।"

বিশ্বে বাস হরিভজনের মহান্ অন্তরায়। বহুব্যক্তির নানাদিকে আকর্ষণে বাধা ঘটে। আবার বিবিধ ত্রিতাপে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। সেজন্য পরমাত্মনিষ্ঠ হ'য়ে বিশ্বের সঙ্গ ছাড়্‌তে হ'বে। কৃষ্ণেতরে বিরাগ, কৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগ হ'লেই সকল সুবিধা এসে যা'বে।

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।।"

ভগবানকে হৃদয়ে স্থাপন ক'রে মনকে বৃন্দাবন কর্‌তে হ'বে।

"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।"

নিষ্কপটে সর্ব্বদা আর্ত্তির সহিত এই প্রার্থিতব্য হ'লে হৃদয়ের কামগুলি দূরীভূত হ'য়ে মনকে বৃন্দাবনে পরিণত ক'রে কৃষ্ণ এসে হাজির হবেন। কপটতা থাক্‌লেই সর্ব্বনাশ হবে। ভগবদ্দর্শনের পরবর্ত্তিকালে আমাদের হৃদয়ের কামগুলি অপসৃত হয়। অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্য সমুদয় নরজাতির ভগবৎ-সংসারে প্রবেশ না কর্‌লে কোন সুবিধা নাই। কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত বাস্তব মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।"

হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ হ'য়ে কর্ম্মসমূহের কর্ম্মফলভোগাকাঙ্ক্ষা ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ-প্রাপ্তির অভিলাষসমূহ বিদূরিত হ'য়ে যাবে। সেবা ব্যতীত কপটতাহীন হ'য়ে সম্পূর্ণ প্রপত্তির সহিত ভজন ছাড়া ভগবদ্দর্শন হয় না।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।"
"প্রসারিত মহাপ্রেমপীযূষরসসাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ।।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কথায় কাণ না দিলে ; আমাদের সুবিধা হবে না। সাধুর মুখ থেকে নিরন্তর কাণ দিয়ে নিষ্কপটে চৈতন্য-কথা শুনতে হবে।

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।"
"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা-রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্তথা ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।"

এইগুলি সাধনভক্তির ক্রমপর্য্যায়। এগুলি ডিঙ্গিয়ে কপটতার আশ্রয়ে সহজিয়া হ'তে পারা যা'বে। সাধনভক্তির পরিপাকদশায় ভাবভক্তি, তারপরে ক্রমে প্রেমভক্তি লাভ হ'লে রাধাকুণ্ডে বাস হবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রবন্ধাবলী
আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪ পৃষ্ঠার পর]

অঘাসুরের মুক্তি-প্রদানে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রভাব দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়াছিলেন। কোন অবতার বা অবতারী-কর্ত্তৃক অঘাসুরের মত লোকের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে নাই, ইহাই বিস্ময়ের কারণ। অতঃপর অন্য মহিমা-দর্শনের বাসনায় গোবৎস ও সখাগণকে অপহরণ করিয়া মায়াশয়নে শায়িত রাখেন এবং মহিমা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া স্তব করিয়াছিলেন। বিস্ময়ের কারণ—অঘাসুরের মত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রবেশ করিল, ইহা সমস্ত দেবতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই মহিমায় চমকিত হইয়া অন্য মহিমা-দর্শন-বাসনায় বিবেকশূন্য হইয়া নিখিল মায়াবীরও পরমারাধ্য নিজ প্রভুর প্রতি মায়া বিস্তার করত সখা ও বৎসগণকে হরণ করেন। ভক্তবৎসল গোবিন্দ নিজ দাসের দৌরাত্ম্য খণ্ডন করিয়া অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যপূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকট করিয়া ব্রহ্মাকে দেখাইয়াছিলেন। সেই ঐশ্বর্য্য এই,—সমস্ত বৎসপালক পীত কৌষেয় বসন পরিধান করিয়া চতুর্ভুজ ঘনশ্যাম-মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইলেন। শুধু তাহাই নহে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অজাদি শক্তি, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, মহদাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব, তৎসমুদয়দ্বারা উৎপন্ন ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদি, তাহাদের সহকারী কাল, স্বভাব, প্রকৃতি, জীব এবং স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের দ্বারা উপাসিত হইতেছেন। এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তদীয় বৎসপালরূপে অংশে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মার নয়নগোচর হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে আপনা হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিকে দেখাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশক্তির আবিষ্কার অনুভব করিয়াছেন। অন্যবিধ কোটি কোটি রূপ যখন ব্রহ্মা দর্শন করিতেছিলেন, তখনও তাহাদিগ হইতে স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং ভগবান্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছিলেন। শ্রীস্বামিপাদের অভিপ্রায় বিচার করিলে বুঝা যায় যে, বাস্তবিকপক্ষে শ্রীকৃষ্ণকেই তিনি পরমাশ্রয়রূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ।।
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা।। (ভাঃ ২।১০।১-২)

অর্থাৎ সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশ লক্ষণে ভাগবতের প্রাধান্য। তন্মধ্যে 'আশ্রয়'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ—ইহা

দশমে দশমং তত্ত্বং আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ।। (ভাঃ ১০।১।১)

শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ জানাইতেছেন, দশম স্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়-বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। আমি সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম জগদ্ধামকে নমস্কার করি।

যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রিততত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই মূলতত্ত্বই আশ্রয়। সর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব। সুতরাং পুরুষাবতার, তদনুগত সমস্ত অবতার, সমস্ত শক্তি, জড়জগৎ সকলই শ্রীকৃষ্ণরূপ আশ্রয়ের আশ্রিত। অতএব তিনি সর্ব্বথা নিরপেক্ষসত্তার মুখ্য আশ্রয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণই যদি সকল শাস্ত্রের মূলবাচ্য হন, তবে পাদ্মোত্তর খণ্ড প্রভৃতিতে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, আর পঞ্চরাত্রাদিতে বাসুদেবের সর্ব্বাবতারিত্ব শ্রবণ করা যায় কেন? শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ ও বাসুদেব তাহাও বলা যায় না। কারণ তাঁহার সহিত নারায়ণাদির স্থান, পরিকর, নাম ও রূপের পার্থক্য আছে।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর—শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি ; ইহা তত্ত্বসন্দর্ভে বিশেষ বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে। পূর্ণজ্ঞান লাভের পর শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা নিরূপিত হইয়াছে।

অক্রূর দ্বারকা হইতে অন্যত্র গমন করিলে দ্বারকাবাসিগণের আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক তাপসকল মুহুর্মুহু উপস্থিত হইতে থাকিলে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিস্মৃত হইয়া অক্রূরের স্থানান্তর গমনহেতু দ্বারকায় অরিষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বিরাজ করেন, তথায় অরিষ্ট আসিতে পারে না।

আবার কাহারও কাহারও মতে—শাল্ব মায়ারচিত বাসুদেবকে বিনাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু উহারা পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়াই ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শোকমোহাতীত, ইহা পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করিয়া পরে তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও মোহগ্রস্ত বর্ণন করা পূর্ব্বাপর বিরোধ। যিনি আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল বস্তুকে মায়ায় মুগ্ধ রাখিয়াছেন, তিনি কি সামান্য অসুরের মায়ায় মুগ্ধ হইতে পারেন? যিনি অখণ্ড জ্ঞানবস্তু! তিনি কি আসুরী মায়া ভেদ করিতে পারেন না? সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে কি শোকাদি-স্পর্শ লেশের সম্ভাবনা হইতে পারে? তবে ভক্তসঙ্গে তাঁহার কখনও কখনও যে মোহাদির সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা প্রেমপারবশ্য হেতু। স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী-পরিপাকরূপ প্রেমের পারতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া স্বরূপধর্ম্মের কোন ব্যভিচার ঘটাইলে তাহা দোষের বিষয় হয় না। পরন্তু তাঁহার ঐ গুণের জন্যই ভক্তগণ তাঁহাকে ভজন করেন। অসুরদের নিকট তিনি ঐ গুণের প্রকাশ করেন না। দ্বারকায় অরিষ্ট-দর্শন ও অসুর-মায়ায় শ্রীকৃষ্ণ মোহগ্রস্ত—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনীয় বিষয় নহে। সুতরাং যে-সকল পুরাণাদির বচন শ্রীমদ্ভাগবত-বিরোধী, তাহা কখনই প্রমাণরূপে স্বীকার্য্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্তা নিরূপিত। গ্রামাধ্যক্ষের সভায় প্রশংসিত বস্তু হইতে রাজসভায় প্রশংসিত বস্তু শ্রেষ্ঠ। অতএব পদ্মপুরাণাদিতে শ্রীনারায়ণ-বাসুদেব স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বর্ণিত হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রশংসিত শ্রীকৃষ্ণেরই পরম আধিক্য সিদ্ধ। এজন্য পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৬ : ১৩ এপ্রিল, ২০০০

শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্যের স্বয়ং ভগবত্তা স্বীকার না করিলে পাদ্ম-বচনাদির সঙ্গতি কিরূপে হইবে? তাহার সমাধান—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা স্বীকার করিয়াও ঐসকল বাক্যের অর্থসঙ্গতি করা যায়। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ ও বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্তিবিশেষ বলিলে কোন বিরোধ থাকে না। ব্রহ্মস্তুতিতে "নারায়ণস্ত্বং" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন। আর দ্বারকাপ্রসিদ্ধ বসুদেব-পুত্রই বাসুদেব। নারায়ণ ও বাসুদেব—উপনিষদের বাচ্য নারায়ণ ও বাসুদেবরূপে দেবকীনন্দনই ব্যক্ত।

নিজ বিভূতি বর্ণনে শ্রীকৃষ্ণই স্পষ্ট বলিয়াছেন,—ভগবান্‌দিগের মধ্যে আমি বাসুদেব (ভাঃ ১১।১৬।২৭)। ঐ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্য উক্তি—সাত্বতদিগের নবমূর্ত্তিমধ্যে আমি পরামূর্ত্তি। সাত্বত—ভাগবতদিগের নবব্যূহার্চ্চনে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ ও ব্রহ্মা—এই নবমূর্ত্তিমধ্যে বাসুদেবাখ্য আমিই শ্রেষ্ঠ। এজন্য অদ্বৈতবাদিগণের ব্যাসপূজা-পদ্ধতিতে শ্রীকৃষ্ণের মধ্য সিংহাসনেও বাসুদেবাদি নবমূর্ত্তির আবরণ-দেবতারূপে স্থিতি দেখা যায়। ক্রম-দীপিকার অষ্টাক্ষর পটলে শ্রীবাসুদেবাদিকে শ্রীকৃষ্ণের আবরণ দেবতারূপে শ্রবণ করা যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দশমে "'বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽয়ং" বৃষ্ণিগণের মধ্যে আমিই বাসুদেব, ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। এই বাক্যে বাসুদেব অর্থে শ্রীবলরাম। কারণ নিজ বিভূতি-বর্ণনে নিজকে বিভূতিরূপে বর্ণন করা সমীচীন হয় না। সুতরাং ভগবান্‌দিগের মধ্যে 'আমি বাসুদেব'—এই বাক্য বাসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া ব্যাখ্যা উত্তম হইয়াছে।

যে-সকল কারণে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইল, সেই সব কারণে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিরও অন্যস্বরূপ হইতে মহিমাধিক্য শ্রবণ করা যায়। অষ্টোত্তর-শতনামে—"**সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং, একবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি**" অর্থাৎ পবিত্র সহস্র-নামসকল তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়, একবার শ্রীকৃষ্ণনামে সেই ফল হইয়া থাকে।

পাদ্মে পাতালখণ্ডে—"তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারকাৎ"; শ্রীমহাদেবের বাক্যে রাম-নামের 'তারক' ও কৃষ্ণনামের 'পারক' সংজ্ঞা ব্যক্ত হইয়াছে। রাম-নামে মুক্তি ও কৃষ্ণ-নামে প্রেমভক্তি প্রাপ্তি হয়। তাহা মোক্ষসুখ-তিরস্কারী।

সকল ভক্ত যাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বন্দনা করেন, সেই অর্জ্জুনের প্রতি সর্ব্বশাস্ত্রসার গীতার উপসংহারবাক্যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ভজনকেই সর্ব্বগুহ্যতমরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে অর্জ্জুন! মোহবশতঃ যাহা করিতে অনিচ্ছুক, অবশভাবে তাহাই করিবে। হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় মায়াদ্বারা সকল প্রাণীকে ভ্রমণ করাইতেছেন। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় কর। তাঁহার অনুগ্রহে পরাশান্তি ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে।—এই জ্ঞানকে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞানরূপে বর্ণন করিয়া পুনরায় বলিতেছেন, আমার সর্ব্বগুহ্যতম জ্ঞান শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়

বলিয়া তোমার হিতের জন্য বলিতেছি। তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার অর্চ্চন কর, আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে, শপথ করিয়া বলিতেছি। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।

অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করার জন্য এত উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। অন্তর্য্যামি-প্রেরিত হইয়াই তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করা অনিবার্য্য। সুতরাং গীতা যুদ্ধাভিধায়ক গ্রন্থ নহে—পরমার্থাভিধায়ক। তাহাতে আবার গুহ্যতর, সর্ব্বগুহ্যতম প্রভৃতি বলায় ঐসকল বাক্যে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য বক্তব্য ব্যক্ত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'-প্রশস্তি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৮ পৃষ্ঠার পর]

"শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূং" (ভাঃ) অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরংব্রহ্ম উভয়ই শ্রীভগবানের শাশ্বতী বা সনাতনী তনু। বাচ্যস্বরূপ পরংব্রহ্মের বাচক-স্বরূপ—শব্দব্রহ্ম। শ্রীভগবানের দুরধিগম্য বাচ্য-স্বরূপই পরম করুণাবশতঃ তাঁহার বাচক বা প্রকাশক-স্বরূপ প্রকট করিয়াছেন। 'জগদ্‌গুরু' ব্রহ্মা তাঁহার চতুর্ম্মুখোদ্ভূত শব্দব্রহ্মাত্মক চতুর্ব্বেদ সম্যক্-প্রকারে বারত্রয় আদ্যোপান্ত অনুশীলন করিয়া ভক্তিকেই ঐ বেদের সারমর্ম্মরূপে নির্দ্ধারণ করিলেন,—

"ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রির্নিধীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো যত আত্মন্ রতির্ভবেৎ।।" (ভাঃ)

ব্রহ্মপুত্র শ্রীনারদও ব্রহ্মমুখে সমগ্র বেদগান শ্রবণ করত ভক্তিকেই অমৃতস্বরূপিণী জানিয়া—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

—এই শ্লোক উচ্চারণদ্বারা ব্রহ্মমুখশ্রুত সেই বেদমর্ম্ম পরমানন্দে ত্রিসত্য করিয়া জগদ্ধিতার্থ অভিব্যক্ত করিলেন। আবার কলিযুগপাবনাবতারী পরমকরুণাময় শ্রীগৌরহরি ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা আরও পরিস্ফুট করিয়া জগদ্বাসীকে তারস্বরে জানাইলেন,—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার।।
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার।।
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম নিরারণ।।

অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি,— তিন উক্ত 'এব'-কার।।" (চৈঃ চঃ আঃ)
শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও জানাইলেন,—
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।"
প্রভু কহে কহিলাম—"এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।।
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।।
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে।।
আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করেন গৌরহরি কৃষ্ণ গাহ গিয়া।।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ।।
আমা প্রতি স্নেহ যদি থাকে সবাকার।
কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না বলিবে আর।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ গোস্বামিগণ এবং নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস এই নাম-ভজনকেই সর্ব্বস্ব করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ "যদ্যপন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব" ইত্যাদি উক্তিদ্বারা কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে 'তস্মাদেকেন মনসা', 'তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা', 'তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্' ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে নববিধা ভক্তিমধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের প্রাধান্য কথিত হইলেও 'এতন্নির্বিদ্যমানানাং' ইত্যাদি শ্লোকে কীর্ত্তন-প্রাধান্যই সূচিত হইয়াছে। এজন্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ 'নামসঙ্কীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্' বলিয়া নামসঙ্কীর্ত্তনেরই প্রশস্তি গান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ **'কীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি বলিয়া "জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিত-নিজধর্ম্মধ্যান-পূজাদি-যত্নম্" ইত্যাদি এবং শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ "নিখিলশ্রুতিমৌলি-রত্নমালাদ্যুতি-নিরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত" ইত্যাদি স্তব-স্তুত্যাদিদ্বারা শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনেরই বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া নামকেই 'জীবাতু' স্বরূপ জানাইয়া গিয়াছেন।** চিদ্ রসবিগ্রহ নামচিন্তামণি নামীর সহিত অভিন্ন বলিয়া নামী কৃষ্ণ যেমন নিত্যশুদ্ধ, পূর্ণমুক্ত, নামও তদ্রূপ। বিশেষতঃ নামী অপেক্ষাও তাঁহার করুণাময়-প্রকাশ নামের করুণা অধিক, 'নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা।"

তাই তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণক্রমে এই শ্রীমন্মহামন্ত্র-শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনমুখেই আমাদের শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাদি যাবতীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে।—

"মন্ত্রতন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব।।।" (ভাঃ)

"অর্থাৎ দেশ-কাল-পাত্রানুসারে মন্ত্র-তন্ত্রাদি নানা ছিদ্রসঙ্কুল হইতে পারে, কিন্তু হে ভগবন্! তোমার নাম-সঙ্কীর্ত্তনই আমাদের সকল কর্ম্ম নিশ্ছিদ্র করিয়া দিতে পারেন।"

"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।"
"*সেই ত' সুমেধা আর কলিহতজন।*
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।।"

—এই সমুদয় শাস্ত্রবাক্যই নামসঙ্কীর্ত্তনেরই সম্যক্ প্রশস্তি তারস্বরে গান করিতেছেন। সুতরাং—

"প্রাণ আছে তার, সে-হেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব।
শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ, কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-রব।।"

—এই শ্রীগুরুমুখপদ্মবাক্যসহ চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য করত গগন-পবন মুখরিত করিয়া মৃদঙ্গ-করতাল-ঝাঁঝর-ঘণ্টাধ্বনিসহ ব্রহ্মাণ্ডভেদী মহামন্ত্র-ধ্বনি শত-সহস্রকণ্ঠে সমুচ্চারিত হউন, এই নামসঙ্কীর্ত্তনমধ্যে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবের সুষ্ঠুতা—সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবৎকৃপায় অবশ্যই সংসাধিত হইবে। ফাল্গুনী-পূর্ণিমার দ্বিজরাজ শ্রীমন্মহাপ্রভু চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে সমগ্র জগৎকে নাম-মুখরিত করিয়া সেই নামকীর্ত্তন-মধ্যেই আত্মপ্রকাশলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হরিনামেই তাঁহার ক্রন্দন নিবৃত্ত হইত।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি।।"
"সর্ব্বযজ্ঞসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম।"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ "যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্বযজ্ঞপূর্ণ" (চৈঃ ভাঃ আঃ ২।১৮৯)—এই পয়ারের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—"ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন ও কীর্ত্তন—এই চতুর্ব্বিধ যজ্ঞের পূর্ণতা একমাত্র শ্রীহরিনাম হইতেই সিদ্ধ। তোমার প্রদত্ত তোমারই নামকীর্ত্তনে সকল যজ্ঞ পূর্ণ হয় ; সেই নামপ্রচারক তুমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছ।"

যার মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু —শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ২।৩০৫)

—এই শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত পয়ারের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীগৌরবিহিত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই শ্রীবিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। শ্রীনাম-ভজন ব্যতিরেকে অর্চ্চাবিগ্রহের দর্শনে শিলাবুদ্ধি অপসারিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' শ্লোকের বিচারাবলম্বনে যে পূজা

বিধান করিয়াছেন, তাহাতে মহামন্ত্রের উচ্চারণদ্বারাই সুষ্ঠুভাবে শ্রীবিগ্রহের সজীবপূজা বিহিত হইয়া থাকে। যেখানে পূজকের নিজচেষ্টায় ভগবৎসেবা হয় না, অর্থাদি বা কর্ম্মানুষ্ঠান-বোধে পূজা বিহিত হয়, তথায় সেই পূজা প্রাণহীনের পূজা এবং শ্রীমূর্ত্তির প্রাণহীন দর্শনমাত্র। যাজকসূত্রে, পূজকসূত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রই সপ্রাণ-পূজা।"

শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বিগলিত শ্রীনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রভাবে জীবের শুদ্ধ বোধসত্তা বা চেতনসত্তা উদ্বুদ্ধ হয়—সত্ত্ব শুদ্ধ হয়।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।।"

অর্থাৎ বৃষ্ণপাদপদ্মের চিন্তাই জীবের সকল অকল্যাণ দূরীভূত করিয়া নিত্যকল্যাণ বিস্তার করে এবং অন্তঃকরণের শুদ্ধতা সম্পাদনপূর্ব্বক পরমাত্মভক্তি তথা বিজ্ঞান-বিরাগযুক্ত জ্ঞানের উদয় করায়। সেই শুদ্ধ প্রবুদ্ধ চিৎসত্তাতেই শ্রীভগবানের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই উৎসবের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদিত হয়। বিশুদ্ধসত্ত্বের নামই—বসুদেব, মায়াতীত শ্রীভগবান্ বাসুদেব সেই শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। সত্ত্বশুদ্ধি ব্যতীত শ্রীভগবদ্বিগ্রহে প্রাকৃত বুদ্ধি অপসারিত হইবে না। তাহা না হইলে—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর।।"

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা অপ্রাকৃত স্বপ্রকাশ চিন্ময় বস্তু, তাহা প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন। সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই সেই স্বপ্রকাশ বস্তু আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।"

সেবার উন্মুখতা জন্মাইবার এবং শুদ্ধভাবে নাম-কীর্ত্তন করিবার জন্য অপরাধশূন্য হওয়া প্রয়োজন। তজ্জন্য শ্রীজীবগোস্বামী পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেই দীক্ষাপ্রভাবে দ্বিজত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তি বিগ্রহ-সেবার যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্রীভগবানের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—উভয় স্বরূপই শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও "যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব। বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।"—এই হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র-বাক্যানুসারে সবিশেষ বা মূর্ত্ত স্বরূপেরই অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে গুণময় প্রাকৃত বপু ধারণ করিতে হয় না। গুণাতীত অপ্রাকৃতস্বরূপ অবিকৃতভাবে ধারণ করিবার মহাশক্তি তাঁহাতে আছে। লীলাময় শ্রীহরি অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া যে নরলীলাদি প্রকট করিয়া থাকেন, তাঁহাতে গুণময়ী মায়ার কোন সংস্রব থাকে না। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু—তাঁহার *স্বরূপ*।" নিজ নিত্যস্বরূপেও তাঁহার নরবপু নরলীলা রহিয়াছে, উহা সাময়িক মাত্র নহে।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।"

এই গীতোক্ত বাক্যে 'আত্মমায়া' বলিতে চিচ্ছক্তি—যোগমায়া, ইহা গুণময়ী মায়া নহে, ইহা অবলম্বন করিয়া 'স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায়' বলিতে স্ব-স্বরূপ বা স্ব-স্বভাবাশ্রয়ে শ্রীভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন। 'জন্ম-কর্ম্ম চ মে দিব্যম্' বাক্যে শ্রীভগবান্ তাঁহার জন্ম-কর্ম্ম বা লীলাকে লৌকিক বা প্রাকৃতরূপে দর্শন করিতে নিষেধ করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ

কলিযুগের মহামন্ত্র কোন্‌টী?

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৪ পৃষ্ঠার পর]

জ্ঞানামৃতসারে উক্ত রহিয়াছে,—

শিষ্যাস্যোদউ মুখস্থস্য হরের্নামানি ষোড়শ।
সংশ্রাবৈব ততো দদ্যান্মত্রং ত্রৈলোক্য মঙ্গলম্।।

যজুর্ব্বেদীয় কলিসন্তরণোপনিষদে পাওয়া যায়,—"দ্বাপরযুগের শেষে দেবর্ষি নারদ নিজপিতা ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো, কলিকাল উপস্থিত। লোকে কি উপায়ে কলিদোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইবে? তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। যদ্দ্বারা কলিকালে উদ্ধারলাভ করা যায় সেই সর্ব্বশ্রুতিরহস্য গোপ্যকথা বলিতেছি শ্রবণ কর। আদিপুরুষ ভগবান্ নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিলেই কলিজীব মঙ্গললাভ করিতে পারে। নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো, সেই নাম কি? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাত পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে।।

অগ্নিপুরাণে 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ।।

শ্রীসনৎকুমার সংহিতা বলিয়াছেন,—

হরে কৃষ্ণৌ দ্বিরাবৃত্তৌ কৃষ্ণ তাদৃক তথা হরে।
হরে রাম তথা রাম তথা তাদৃশ পুনঃ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

পদ্মপুরাণে উক্ত রহিয়াছে,—

দ্বাত্রিংশক্ষরং মন্ত্রং নাম ষোড়শকান্বিতম্।
প্রজপন্ বৈষ্ণবো নিত্যং রাধাকৃষ্ণ স্থলং লভেৎ।।

রাধাতন্ত্রে বাসুদেব মহামায়াকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

শৃণু মাতঃ মহামায়ে বিশ্ববীজস্বরূপিণী।
হরিনাম্নো মহামন্ত্র ক্রমং বদ সুরেশ্বরি।।

তদুত্তরে দেবী বলিয়াছেন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্ব্বদম্।
এতন্মন্ত্রং সুতশ্রেষ্ঠ প্রথমে শৃণুয়ান্নরঃ।।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের রাধাহৃদয়তন্ত্রে রোমহর্ষণ দ্বৈপায়নকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

যত্নয়া কীর্ত্তিতং নাথ হরিনামেতি সঙ্গিতম।
মন্ত্রং ব্রহ্মপদঃ সিদ্ধিকরং তদ্ বদ ন বিভো।।

তদুত্তরে দ্বৈপায়ন বলিয়াছিলেন,—

গ্রহণাদ্ যস্য মন্ত্রস্য দেবী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
সদ্য পুতঃ সুরাপোঽপি সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং ত্রিকালকল্মষাপম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে।।

অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত শ্রীচৈতন্যোপনিষদেও বর্ণিত হইয়াছে,—

"স এব মূলমন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণ ইতি রাম ইতি। মন্ত্রো গুহ্যঃ পরমো ভক্তিবেদ্যঃ। নামান্যষ্টাবষ্ট চ শোভনানি। তানি নিত্যং যে জপন্তি ধীরাস্তে বৈ মায়ামতিতরন্তি নান্যঃ। পরমং মন্ত্রং পরমং রহস্যং নিত্যমাবর্ত্তয়তি।"

ব্রহ্মযামলে শিববাক্যে পাওয়া যায়,—

হরিং বিনা নাস্তি কিঞ্চিৎ পাপানিস্তারকং কলৌ।
তসনাল্লোকোদ্ধারনার্থং হরিনাম প্রকাশয়েৎ।।
সর্ব্বত্র মুচ্যতে লোকে মহাপাপাৎ কলৌ যুগে।
হরে কৃষ্ণ পদদ্বন্দ্বং হরে রাম ইতি দ্বয়ম্।
তদন্তে চ মহাদেবি! রাম রামদ্বয়ং বদেৎ।।
হরে হরে ততো ব্রূয়াদ্ধরিনাম সমুদ্ধরেৎ।
মহামন্ত্রস্য কৃষ্ণস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশকমিতি।।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত স্তবমালাবিভূষণ-ভাষ্যে পাওয়া যায়,—

"হরে কৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীকগ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈ-রুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ।।"

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বলিয়াছেন,—

একদা কৃষ্ণবিরহাদ্ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমম্।
মনোবাপ্প-নিরাসার্থং জল্পতীদং মুহুর্মুহুঃ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
যানি নামানি বিরহে জজাপ বার্ষভানবী।
তান্যেব তদ্ভাবযুক্তো গৌরচন্দ্রো জজাপ হ।।
শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্‌গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ।।

শ্রীল রূপ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টকের ৫ম শ্লোকে পাওয়া যায়,—

হরেকৃষ্ণত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।

'হরে কৃষ্ণ' নামই কলির মহামন্ত্র ; 'ছড়া'-জাতীয় নামাপরাধ-কীর্ত্তন সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে।।
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্।
তারকং ব্রহ্মণামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরেঃ।।
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেণ শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌত-পারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ।।
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ।।
তত্ত্ববিরোধসংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা।। (অনন্ত-সংহিতা)

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে

হরে।।"—এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ সুসিদ্ধান্তবিরোধ রসাভাসদুষ্ট-পদ কখনও অভ্যাস করা উচিত নহে। যাহারা 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অনন্ত-সংহিতা তাহাদিগকে শাস্ত্রবিরোধী ও গুরুলঙ্ঘনকারী-রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। আত্মহিতার্থী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধপূর্ণ দুর্জ্জনের মত পরিত্যাগ করিয়া 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তন করিলেই জীবনকে অনায়াসে ধন্যাতিধন্য করিতে পারিবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

জীব ও ঈশ্বর

আজকাল শুনা যায়—জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা। ইহার দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, জীবই ঈশ্বর। জীব ও ঈশ্বরে কোন ভেদ নাই। কিন্তু ইহা একেবারেই ভ্রমাত্মক, অসিদ্ধান্ত-পূর্ণকথা। তবে যে ভেদাভেদতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে,—এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। কেন অভেদ বলা হইল—ঈশ্বর চেতন এবং জীবও চেতন। চেতনতার দিক দিয়া অভেদ। যেমন এক পয়সার মধ্যে টাকাত্ব রহিয়াছে। এক পয়সাকে আমরা লিখি ০·০১ টাকা। কিন্তু তাই বলিয়া এক পয়সা এক টাকা নহে। এক পয়সাকে এক টাকা বলিলে ভুল করা হইবে। সেইপ্রকার জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদাভেদ বর্ত্তমান। সর্ব্ববিষয়েই ভেদ। অভেদ কেবল এই চেতনত্বহেতু। জীব অণুচৈতন্য ও ঈশ্বর বিভুচৈতন্য। জীব হইতেছে ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ রূপ। জৈবধর্ম্মে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"জীব চিৎকণ। চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে—তাহা জীব লাভ করিবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতারূপ একটী ধর্ম্ম নিহিত আছে। নিত্যধর্ম্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না। অতএব জীব যে পরিমাণ অণু তাহার স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম সেই পরিমাণে অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতাপ্রযুক্ত জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চপদার্থ এবং জড়জগতের প্রভু হইয়াছেন।"

স্বতন্ত্রতা একটী রত্নবিশেষ। জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত তাহা হইলে জীব জড়বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)

"জীবকে তটস্থা শক্তি বলা হইল। জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে তট বলে। স্বতন্ত্রতাবশে জীব ভগবদ্বহির্ম্মুখ অথবা ভগবদুন্মুখ হইতে পারে। যদি মায়ার দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহা হইলে বহির্ম্মুখ হইয়া যাইবে এবং মায়াতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিবে। আর যদি কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহা হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হওয়ার দরুণ—

ভগবৎশক্তিকে জীবন সুখময় হইয়া উঠিবে। জীবের এই স্বভাবকে তটস্থা স্বভাব বলে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় উপদেশ দিলেন,—

"আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীব-মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন।
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হয়ে মায়া-পাশে।
রহিলে বিকৃতভারে দণ্ড্য যথা পরাধীন।।
এখন ভকতিবলে, কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু-জলে।
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন।।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"সূর্য্যাংশু-কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার 'শক্তি' হয়।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৯)

সূর্য্য ও সূর্য্যের কিরণ অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু কিরণ সূর্য্য নহে, কিরণ সূর্য্যের। সেইপ্রকার জীব ঈশ্বরের ; জীব ঈশ্বর নহে। জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ রূপ।

"ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১৬)

ঈশ্বরের তত্ত্বকে জ্বলিত জ্বলনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং জীবকে স্ফুলিঙ্গের কণাস্বরূপ হইয়াছে। অগ্নি ও অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। অগ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কিন্তু স্ফুলিঙ্গ কখনই অগ্নির সমান হইতে পারে না। ঈশ্বর চিন্ময়, অসীম জ্বলিত অগ্নিবিশেষ। তাঁহা হইতে স্ফুলিঙ্গের কণাস্বরূপ জীব পৃথক্ তত্ত্ব হইয়া নিঃসৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে কৃষ্ণের তিনপ্রকার শক্তির কথা বলিলেন,—চিৎশক্তি, জীবশক্তি আর মায়া-শক্তি। এই তিনপ্রকার বিষ্ণুশক্তি। সুতরাং জীব ঈশ্বরের একটী শক্তিবিশেষ। জীব হইতেছে শক্তি, আর ঈশ্বর হইতেছেন—শক্তিমত্তত্ত্ব।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।। (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১)

জীব অণুচৈতন্য ; ঈশ্বর বিভুচৈতন্য। অণুচৈতন্যকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান্ বলিতে গেলে অবশ্যই তাহা ভ্রমময় সিদ্ধান্ত হইবে। ঈশ্বরকে জীবের ন্যায় অজ্ঞানময় বোধই হইতেছে মায়াবাদ।

জীব পূর্ণ চিৎশক্তির অসম্পূর্ণ লক্ষণ। ব্রহ্মসংহিতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"স নিত্যো নিত্যসম্বন্ধ প্রকৃতিশ্চ পরৈব সা।" জীব অণু হওয়ায় পূর্ণ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের অংশ বা দাস। কোন বস্তুর শক্তি বা গুণ সেই বস্তু হইতে পৃথক্ নয়। কিন্তু তাহা বলিয়া ঐ শক্তিকে ঐ বস্তু বলা যায় না, অথবা সেই শক্তি কখনও বস্তু হইতে পারে না। জীব হইতেছে শক্তিতত্ত্ব। শক্তিমানের সেবা করাই তাহার ধর্ম্ম। কারণ সে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দাস।

গীতায় (১৫।৭) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন।" জীব সচ্চিদানন্দ ভগবানের ক্ষুদ্র অংশ। সেই জীব আমরা স্বরূপতঃ নিত্য। কিন্তু সম্প্রতি আমরা ভগবানের সেবা বাদ দিয়া বিশ্বাসঘাতক হইয়া পড়িয়াছি এবং নিজে নিজে একজন সেব্য বা ঈশ্বর সাজিয়া বসিয়াছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ রূপ।—

"সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক 'নিত্যমুক্ত', এক—'নিত্য-সংসার'।।
'নিত্যমুক্ত'—নিত্যকৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ।।
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
'নিত্য-সংসার', ভুঞ্জে নরকাদি-দুঃখ।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০-১২)

জীব দুইপ্রকার,—ক্ষর ও অক্ষর। সমস্ত বদ্ধজীবই ক্ষর, আর সর্ব্বদা এক অবস্থাযুক্ত জীব অক্ষর। এই উভয়ের অতীতরূপে বর্ত্তমান ঈশ্বরই উত্তম পুরুষ। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের ভর্ত্তারূপে বিরাজিত। ক্ষর ও অক্ষর জীবের অতীত ও উৎকৃষ্ট বলিয়া তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলা হয়। সুতরাং জীবগণকে কখনও ঈশ্বর বলা যায় না।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।।" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

ঈশ্বর বেদ্য ও বাস্তব বস্তু। একমাত্র নিত্য জ্ঞেয়বস্তু। তিনি সনাতন। সনা সদা ভব ইতি সনা টু/তুট্ চ প্রত্যয় করিয়া সনাতন-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ ঈশ্বর পূর্ব্বে ছিলেন, বর্ত্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন। সুতরাং তিনি আদি, অনাদি ও শেষ।

অর্জ্জুন ভগবান্ কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।।
(গীতা ১১।১৮)

তুমি পরম জ্ঞাতব্য অক্ষর তত্ত্ব। তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি অব্যয়, তুমি সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক ও সানতন পুরুষ।

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ঈশ্বর অচেতন পদার্থ নন। Chaotic agent—অব্যক্ত পদার্থ নন। তাঁর Personality—ব্যক্তিত্ব নাই—এরূপ নহে। তিনি Personal অর্থাৎ বাস্তব বস্তু। জীব সেই বস্তুর Part and parcel অর্থাৎ অপরিহার্য্য অংশ।" সুতরাং Part can not be the whole.জীব ঈশ্বর নন। দাহিকা শক্তির সহিত অগ্নির যেরপ সম্বন্ধ—জীবের সহিত ঈশ্বরের সেইপ্রকার সম্বন্ধ।

গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।। (গীতা ১৮।৬১)

হে অর্জ্জুন! সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে আমিই অবস্থিত। পরমাত্মাই সর্ব্ব-জীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর।

জীবসকল যে যে কর্ম্ম করে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয় জীবসকল তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন। ঈশ্বর-প্রেরণাদ্বারাই পূর্ব্ব কর্ম্মানুযায়ী তোমার প্রবৃত্তি সহজে কার্য্য করিতে থাকিবে। এখানে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন! যিনি সাংসারিক সকল ব্যাপারের কর্ত্তা, যাঁহার ব্যবস্থায় এই জগতে সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ই—ঈশ্বর। তিনি জীবগণের হৃদয়-গুহায় সর্ব্বদা অবস্থিত। ভ্রান্ত জীবগণ অতি নিকটস্থ আপনার দেহস্থিত সেই পরমপুরুষকে দেখিতে পায় না। যাঁহাদের অন্তরাত্মা নির্ম্মল, কেবল সেই সকল ভাগ্যবানগণ আপনার হৃদয়ে অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে পান। যদি বলা যায়, মায়াদ্বারা জীবগণকে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে অথবা নিজ নিজ পথে ভ্রমণ করাইবার নিমিত্ত সকলের হৃদ্দেশে অবস্থান করেন। জীব ভগবানের মায়ার দ্বারা পরিভ্রামিত হইতে থাকে। অর্থাৎ ঈশ্বর মায়ার দ্বারা সর্ব্বজীবকে ভ্রামিত করান।

মায়া ঈশ্বরের একটী শক্তি। ঈশ্বর মায়াধীশ, আর জীব মায়ার অধীন। সুতরাং এবম্ভূত জীব কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের সহিত অভেদ হইতে পারে না। জীব ভগবানের অংশ বা কলা। ঈশ্বর ফলদাতা, আর জীব ফলভোগী।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী জীব ও ব্রহ্মের নিম্নরূপ বিচার করিয়াছেন,—

ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে জীব-ব্রহ্মে জানি।
জীব—ব্যাপ্য, ব্রহ্ম—ব্যাপক, শাস্ত্রেতে বাখানি।।
(চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৬৮)

ব্রহ্ম ব্যাপক বা সর্ব্বব্যাপক। আর জীব অণু অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—

মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ।। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২)

ভগবানে ও জীবে নিত্য ভেদ। কেবল অভেদবাদ—নাস্তিকতা। প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভু দশদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি বহু তত্ত্বকথা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে জীব-স্বরূপ বলিতে গিয়া বলিলেন,—

কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৩৯)

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতি-স্তব-ব্যাখ্যাধৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিলেন,—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ।।

(ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

আবার শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্-মন্ত্র অনুসারে,—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ।।

কেশাগ্রের শতভাগকে বহুশতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, জীব—সেইরূপ সূক্ষ্ম ; প্রধান শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময়ে একদিন অনেকে আসিয়া বলিলেন,—কালিয়দহের জলে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সকলে স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আসিয়াছে। সরলবুদ্ধি ভট্ট কৃষ্ণ দর্শন করিতে যাইবেন বলায় মহাপ্রভু তাঁহাকে চাপড় মারিয়া তাঁহার ভ্রম নিরসন করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতে সমাগত শিষ্ট লোককে কৃষ্ণ-দর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই লোক প্রকৃত তথ্য বলিলেন,—কালিয়দহে এক কৈবর্ত্ত্য নৌকায় চড়িয়া জালদ্বারা মৎস্য ধরিতেছিল। লোকে সেই কৈবর্ত্ত্যের নৌকাকে কালিয়জ্ঞান, দীপকে কালিয়র মাথার মণিজ্ঞান এবং কৈবর্ত্ত্য জালিয়াকে কৃষ্ণজ্ঞান করিয়াছিল। কিন্তু সুকৃতিবান্ ভক্তগণ মহাপ্রভুর দর্শনে সত্য সত্যই কৃষ্ণ দর্শন পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—

বৃন্দাবনে হৈলা তুমি কৃষ্ণ-অবতার।
তোমা দেখি' সর্ব্বলোক হইল নিস্তার।। (চৈঃ চঃ মঃ১৮।১১০)

কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণমিলিত তনু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও লোকশিক্ষার জন্য বলিলেন,—

"প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা!
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা!! (চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১১)
জীব 'ঈশ্বর'-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'।।
যেই মূঢ় কহে,— জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ড্যে তারে যম।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১৩, ১১৫)

প্রভু কহিলেন,—জীব কৃষ্ণ নহে। জীবে ও কৃষ্ণে প্রচুর ভেদ। জীব কৃষ্ণসূর্য্যের কিরণকণা সম।

জীব ক্ষুদ্র শক্তিবিশিষ্ট ; ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্।
জীব সূর্য্যকিরণসদৃশ ; ঈশ্বর সূর্য্যসদৃশ।
জীব অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-কণাসদৃশ ; ঈশ্বর অগ্নিসদৃশ।

জীব ক্ষুদ্র অংশ ; ঈশ্বর অংশী।

জীব হেতুকর্ত্তা ; ঈশ্বর প্রযোজক-কর্ত্তা।

জীব ফলভোগী ; ঈশ্বর ফলদাতা।

জীব আরাধক ; ঈশ্বর আরাধ্য।

জীব অণুচৈতন্য ; ঈশ্বর বিভুচৈতন্য।

জীব মায়াবশ ; ঈশ্বর মায়াধীশ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জীব ও ঈশ্বরকে যাঁহারা সমান বলিয়া বলেন, তাঁহারা মূঢ়, পাষণ্ডী ও যমদণ্ড্য।

জীবের ঈশ্বর আরাধনা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(২) নারদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠার পর]

তিনি এখন গন্ধর্ব্বলোকে গন্ধর্ব্ব-রাজপুত্র উপবর্হণ-রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর উপবর্হণই রাজা হইলেন। পঞ্চাশৎ গন্ধর্ব্বকন্যা তাঁহার পত্নী হইলেন। তন্মধ্যে প্রধানা—মালাবতী। কিন্তু, উপবর্হণ তাঁহাদের সহিত বিলাস-ব্যসনে বহুকাল যাপন করিলেও তাঁহাদের কেহই পুত্রবতী হইলেন না। তাই গুরু বশিষ্ঠের নিয়োগে গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্কর-তীর্থে গিয়া শিব-আরাধনা করিতে লাগিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শিব দর্শন দিলেন। উপবর্হণ বর চাহিলেন,—"হে শিব! তুমি আমাকে হরিভক্তি এবং পরম বৈষ্ণব-পুত্র বর দাও।"

শিব বলিলেন,—"হরিভক্তি লাভ হইলে আবার অভাব কি থাকে? তোমার অপর বর প্রার্থনা চর্ব্বিতচর্ব্বণ মাত্র। যে-কুলে একজন হরিভক্ত জন্মগ্রহণ করেন, তাহার কোটি পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। আর হরিভক্তের কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ দগ্ধ হয়। এক হরিভক্তি হইতে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। তোমার দ্বিতীয় বরের প্রয়োজন কি? কি, আমি তোমাকে আমাদের পরম যত্নে সঞ্চিত ধন কৃষ্ণভক্তি ত' দিতে পারিব না! তুমি ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব আদি অন্য যে কোনও বর প্রার্থনা কর।"

শিব-বাক্যে জাতিস্মর গন্ধর্ব্বপতির কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি অতি দীনভাবে কহিতে লাগিলেন,—"কাল-কাল কৃষ্ণের কটাক্ষমাত্রে যে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব আদি স্বপ্নবৎ তিরোহিত হয়, তাহা কখনও কৃষ্ণভক্ত ইচ্ছা করেন না! আর কোনও সুখৈশ্বর্য্য তিনি কদাচ কামনা করেন না। এমনকি শ্রীহরির সালোক্যাদি কোন পদও প্রার্থনা করেন না। স্বপ্নে বা জাগরণে তাঁহার একমাত্র বাঞ্ছিত বস্তু সুদৃঢ় হরিভক্তি আর সুচির হরিসেবা।

৩ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৬ ; ১৩ এপ্রিল, ২০০০

হে বৈষ্ণবপ্রবর কল্পতরু শিব! তুমি আমাকে দয়া করিয়া তাহাই দাও। আর আমি অন্য কিছু চাহি না। তুমি আমাকে অযোগ্য বলিয়া যদি এই পরমনিধি—হরিভক্তি, হরিদাস্য বর না দাও, তবে আমি আমার এই মস্তক ছেদন করিয়া হুতাশনে আহুতি দিব।"

তখন শিব তাঁহাকে তাঁহার ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। সিদ্ধিলাভ করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ স্বস্থানে আগমন করিলেন। একদা তিনি গন্ধর্ব্ব কামিনীগণে পরিবৃত হইয়া দেবলোকে গিয়া হরিগুণগাথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ব্ব পিতৃশাপ-ফলে সহসা তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল! এই অপরাধে দেবকোপে তিনি তৎক্ষণাৎ কাল-কবলে পতিত হইলেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী মালাবতী প্রগাঢ় পতিভক্তি-প্রভাবে মহাশক্তিমতী ছিলেন। তিনি স্বপ্রভাবে সাবিত্রীর মত দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বীয় অকাল-বিগত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। উপবর্হণ আবার স্বপত্নী স্বধামে প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্ববৎ পরমসুখে কতকাল যাপন করিলেন। ক্রমে আয়ুঃ শেষ হইলে দেহত্যাগ করিয়া জন্মান্তর-প্রাপ্ত হইলেন।

কান্যকুব্জ-দেশে দ্রুমিল-নামে এক কৃষ্ণপরায়ণ গোপরাজ বাস করিতেন। তঁশহার পত্নী কলাবতী পরম রূপবতী ছিলেন। তিনি পতি-দোষে পুত্রবতী না হওয়ায় গোপরাজ তাঁহাকে সুবেশে সজ্জিত করিয়া অদূরবর্ত্তী আশ্রম-কাননে কশ্যপ-শিষ্য 'নরদ'-নামক জনৈক কৃষ্ণধ্যানপর পরমভক্ত মুনির সকাশে প্রেরণ করিলেন। কলাবতী মহাপ্রভাব মুনিবরের মোহন-রূপ দর্শন করিয়া মোহিতা হইলেন। তিনি তখন মুনিবরকে মোহিত করিবার জন্য বৃষলী-সুলভ বিবিধ হাব-ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে দ্বিজরাজেরও ধ্যানভঙ্গ এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি সংযুক্ত হইল। তিনি নির্জ্জন বনে সেই দিব্যরূপা রমণীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন ; তৎসকাশে আসিয়া তাঁহাকে তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কলাবতী সভয়ে শ্রীহরিস্মরণ করিয়া কহিলেন,—"হে মুনিসত্তম! আমি গোপরাজ দ্রুমিলের পত্নী। অশক্ত পতির আজ্ঞায়, পুত্রার্থিনী হইয়া আপনার সকাশে আসিয়াছি। কৃপা করুন।" কলাবতীর কথা শুনিয়া মুনিবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কহিলেন,—"তুমি শূদ্রা হইয়া ব্রাহ্মণকে অভিলাষ করিতেছ! তুমি কি জাননা, যে দুর্ব্বলমতি ব্রাহ্মণ শূদ্রা স্বীকার করেন, তিনি চণ্ডাল-যোনি প্রাপ্ত হন!" ব্রাহ্মণ বিরত হইলেন। কিন্তু দৈব অতিক্রম করিবে কে? কলাবতী কিছুক্ষণ পরে অলৌকিক উপায়ে গর্ভবতী হইলেন। অল্পকালমধ্যেই কৃষ্ণপরায়ণ দ্রুমিলের অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাহার ধন-সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। তদীয় সালঙ্কারা সসত্ত্বা পত্নীকেও দাসীবৃত্তি করিবার জন্য জনৈক দ্বিজরাজকে প্রদান করিলেন। দ্বিজোত্তম কলাবতীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন।

এখানে সেই ভক্তিযোগী সাধুগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের ভুক্তাবশেষে প্রাণধারণ করিয়া কলাবতী পুত্রের জননী হইলেন। তাঁহার অঙ্কে ব্রহ্মতেজে জ্বলন্ত তপ্তকাঞ্চন-কান্তি একটী বালার্ক-সদৃশ শিশু শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে শাপভ্রষ্ট

নারদের শূদ্রা-গর্ভে শূদ্ররূপে জন্ম হইল। তিনি তথায় শুক্ল-পক্ষীয় শশীর মত বাড়িতে লাগিলেন। পূর্ব্বলিখিত বিবরণগুলিতে তত্ত্ববিরোধ এবং অসুর-বিমোহন-কার্য্য ভক্তও ভগবানের চরিত্রে লক্ষিত হয়। উক্ত বিবরণটী অসুর বিমোহনোদ্দেশেই লিখিত হইয়াছে। ভাগবতের বিবরণই আদরণীয়।

যথাসময় শাপমুক্ত নারদ আবার পূর্ব্বস্থান প্রাপ্ত হইলেন, ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপে দিব্য-জন্ম লাভ করিলেন। কিন্তু, আবার সেই বিপদ্! ব্রহ্মা আবার তাঁহাকে দার পরিগ্রহ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে বলিলেন। নারদ এবারও পিতাকে পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। কৃষ্ণসেবা রাখিয়া বিষয়সেবা করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে মধুর বাক্যে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন,—"গৃহধর্ম্মে থাকিয়াও কৃষ্ণসেবা হয়। তুমি কৃষ্ণে মতি রাখিয়া গৃহধর্ম্ম পালন কর।

অন্তর্ব্বাহ্যে হরির্যস্য তস্য কিং তপসা সুত।
নান্তর্ব্বাহ্যে হরির্যস্য তস্য কিং তপসা বৃথা।। (ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ২৪।২২)

যাঁহার অন্তরে ও বাহিরে হরি, তাঁহাকে আর কোথায় তপস্যা করিতে যাইতে হইবে? তিনি সর্ব্বত্রই হরিসেবায় রত। আর যিনি সর্ব্বতোভাবে হরিবিমুখ, তিনি বনে গিয়া তপস্যা করিলেই কি হইবে? বৎস! তোমার মত হরিভজনপরায়ণের কেহই কখনও বাধা উৎপাদন করিতে পারিবে না। তুমি গৃহধর্ম্মে থাকিয়াই হরিসেবা কর।"

পরম বিরক্ত, একান্ত অনুরক্ত নারদ কিন্তু পিতার কোনও কথাই শুনিলেন না। তাঁহাকে তিনি এবারেও পূর্ব্ববৎ অনেক কথা বলিয়া শেষে তাঁহার চরণে ধরিয়া কহিলেন,—"পিতঃ! আমাকে বাধা দিবেন না ; আপনার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি—আমাকে আর আপনি গৃহপাশে বদ্ধ করিবেন না, বিদায় দিন।"

প্রজেশ ব্রহ্মা বুঝিলেন,—সাগর-গামিনী উন্মাদিনী স্রোতস্বতীকে বাধা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি তিনি সেই কৃষ্ণোন্মাদ পুত্রকে বিদায় দিয়াও আবার বিবিধ প্রলোভনপূর্ণ মোহকর মধুরবাক্যজালে ঐ মুক্তপক্ষ বিহগরাজকে বদ্ধ করিতে বিফল প্রয়াস প্রাপ্ত হইলেন। তখন জলদগম্ভীর স্বরে গিরিবরসদৃশ অটল-হৃদয় নারদ আবার বলিলেন,—

"কা বা কস্য প্রিয়া পুত্রো বন্ধুঃ কো বা ভবার্ণবে।
কর্ম্মোর্ম্মিভির্যোজনা চ তদপায়ো বিয়োজনা।।
সুকর্ম্ম কারয়েদ্ যো হি তন্মিত্রং স পিতা গুরুঃ।
বিবুদ্ধিঃ কারয়েদ্ যো হি স রিপুশ্চ কথং পিতা।।"

কে পুত্র প্রেয়সী বন্ধু ভবসিন্ধু ঘোরে।
কর্ম্ম-উর্ম্মি-বেগে সবে বদ্ধ মায়া-ডোরে।।
সেই উর্ম্মিবলে পুনঃ ছিন্ন ভিন্ন তারা।
কে যায় কোথায় ক্ষণে পিতা পুত্র দারা।।

সাধুকর্ম্মে সাধুপথে করে যে চালিত।
সেই মিত্র পিতা গুরু সবার বন্দিত।।
কুমন্ত্রে বিকর্ম্মে আর করে যে প্রেরণ।
নহে মিত্র, পিতা, গুরু,—শত্রু সেই জন।।"

এই কথা বলিয়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নারদ আবার বলিলেন,—"পিতঃ! কৃপা করুন, আর মায়াজাল বিস্তার করিবেন না। আমাকে আমার চিরবাঞ্ছিত কৃষ্ণমন্ত্র দান করুন ; কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণগুণগাথা বর্ণন করুন ; আমার অপূর্ণ পিপাসা পূর্ণ হউক ; তারপর আমি আপনার প্রীতিসাধন করিব।" তখন তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া প্রহৃষ্ট মনে প্রজেশ কহিলেন,—"বৎস! তুমি শিবলোকে জ্ঞানগুরু শিব-সন্নিধানে গমন কর। তিনিই তোমাকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিবেন। তারপর এখানে আসিবে।" (ক্রমশঃ)

নিন্দা?

নিন্দা কা'রে বলে, হাঁগা নিন্দা কা'রে বলে।
বলত' বুঝিয়া সত্য জগত মঙ্গলে।।
লয়ে লাড্ডু বিষমিশ্র মিষ্টান্ন বলিয়া।
বেচিছ তুমি যে হাটে বিজ্ঞাপন দিয়া।।
অবোধ বালক তাই কিনিয়া যতনে।
করিতেছে আত্মনাশ গরল-অশনে।।
তত্ত্বজ্ঞ তাহাতে কেহ তোমার বঞ্চনা।
দেয় ধরাইয়া যদি করে বিঘোষণা।।—
"সাবধান!—রে অবোধ বালকসকল।
না কর পরশ উহা বিষম গরল।।"—
বাঁচাতে বিমূঢ়জনে, সেই মহাত্মার।
বিশ্বহিত এই বাক্য নিন্দা কি তোমার??
স্বার্থহানি ইহাতে হয় যদি তব।
তুলে তব ক্রোধ-কাম যদি হা হা রব।।
হ'বে কি নীরব ওই অকৈতব জন।
রাখিতে অবাধ তব ইন্দ্রিয়-তর্পণ।।
বিষব্রণে সুভিষক-যুক্ত অস্ত্রাঘাত।
না করি', রোগীর বশে বুলা'বে কি হাত??

কি উৎপাত!—রে মোহান্ধ মায়াবশ মন।
হিতে বিপরীত একি ভাব অনুক্ষণ।।
জীবহিত জগদ্ধিত সজ্জন নিশ্চয়।
না করে কাহারো নিন্দা কোন অপচয়।।

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৫৫ পৃষ্ঠার পর]

ভগবান্ স্বয়ং বলেছেন,—তাঁর জ্ঞানকে কেউই আবরণ করতে পারে না, তাঁকে সম্মোহন করার শক্তি বহিরঙ্গা মায়ার নাই ; যথা—

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন।। (গীতা ৭।২৬)

অর্থাৎ—"[ভগবানের জ্ঞানশক্তি আবরণশূন্য হওয়ায় নিজের সেই সর্ব্বোত্তমতা দেখিয়ে অন্যের অজ্ঞান-বিষয়ে বলছেন,] হে অর্জুন! আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালবর্ত্তী সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম ভূতসমূহকে জানি। আমি মায়ার আশ্রয়। অতএব সেই মায়া নিজের আশ্রয়কে মোহিত করতে পারে না বলে আমার জ্ঞান প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমার মায়াকর্ত্তৃক মোহিত থাকায় আমাকে কেহ জানতে পারে না।" অতএব ভগবান্ সর্ব্বকালের তথা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের দ্রষ্টা এবং তাঁর স্মৃতিতে অজানা কিছুই নাই। জড়ীয় কাল ভগবানই সৃষ্টি করেছেন ; জড়ীয় কালের বহু পূর্ব্বে চিদানন্দময় ভগবদ্ধামে ভূত ও ভবিষ্যদ্রূপ খণ্ডত্বরহিত চিন্ময়কাল নিত্য-বর্ত্তমান। প্রাপঞ্চিক জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎস্বরূপ ভগবান্ একাকী ছিলেন। তখন সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতে লীন ছিল। তাঁর ইচ্ছামাত্রে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, আবার তিনি যখন যাহা লয় করিতে ইচ্ছা করবেন, তখনই তাহা লয়প্রাপ্ত হবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত সর্ব্বশক্তিমান্ নিত্যসত্য-সনাতন বিগ্রহ কৃষ্ণের 'জ্ঞান'-লক্ষণ ; যথা—

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি ত' হইয়ে।
'প্রপঞ্চ', 'প্রকৃতি', 'পুরুষ' আমাতেই লয়ে।।
সৃষ্টি করি' তার মধ্যে আমি ত' বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে।।
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি 'পূর্ণ' হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১০৮-১১০)

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের লোকাতীত চিদৈশ্বর্য্য কখনও হ্রাস হয় না বা কখনও লুপ্ত

হয় না ; তাঁর স্মৃতি-লোপ বা ভ্রম হয় না। যে ব্রহ্ম বা ভগবানের সমান কেউ নাই, সকলেই তাঁর থেকে ছোট ; তাঁর চেয়ে অধিক বা বড় কেউ নাই, তাঁর চেয়ে অধিক প্রিয়ত্বধর্ম্ম কেউ প্রকাশ করতে পারে না, সেই ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, স্বরাট্, সর্ব্বকারণেরও কারণ অর্থাৎ মূলস্বরূপ। তাঁব ন্যায় ও তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞান কি কারও আছে বা থাকতে পারে?

"সেই ব্রহ্ম-শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্।
অদ্বিতীয় জ্ঞান, যাঁহা বিনা নাহি আন।।
সেই অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
তিনকালে সত্য তিঁহো, শাস্ত্র-প্রমাণ।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৬৯, ৭১)

সেই অদ্বয়-জ্ঞান কৃষ্ণের তথা ব্রহ্মের জ্যোতিতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের বিস্তৃতি নাশ হয় ; যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাণী,—

"প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি।
যাঁহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্তুতি।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৫৮)

যে ব্রহ্মের জ্যোতিতে অজ্ঞান দূরীভূত হয়, সেই ব্রহ্মের কি অজ্ঞান বা ভ্রম হতে পারে? যাঁর চেয়ে অন্য কেউ বিজ্ঞ নাই, তাঁর কি অজ্ঞতা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব? শিক্ষক তাঁর ছাত্রের ভ্রান্তিগুলি ছাত্রকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। কোন জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কোন নির্ব্বোধের নির্ব্বুদ্ধিতা-জনিত ভ্রান্তিগুলি বুঝতে অসুবিধা হয় না। ভগবান্ বা ব্রহ্ম 'অসাম্যাতিশয়'। তাঁর সাথে কারও তুলনা করা যায় না।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।। (চৈঃ চঃ আঃ ২।৮)

ভগবান্ অপেক্ষা কে অধিক জ্ঞানী আছেন, যে তাঁর ভ্রান্তি ধরে ফেলতে পারেন? কেউ যদি প্রাকৃতবুদ্ধি, মেধা, জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের পূর্ণ ঐশ্বরিক-জ্ঞানশক্তিতে সন্দেহ করে তা মাপতে যায়, তাহলে 'বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়ায়' মত অবস্থা হয়, সে ভগবানের চরণে অপরাধের ফলে ভক্তিজীবন থেকে বিচ্যুত হয় ও ভগবৎপ্রাপ্তি হতে চিরতরে বঞ্চিত হয়। প্রাকৃত জগতের সমস্ত কিছুই ত্রুটীযুক্ত (Defective), আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও ত্রুটীশূন্য নয়। আমাদের ভ্রান্তবুদ্ধির দ্বারা কোন বিচার অভ্রান্ত হতে পারে না। আমাদের সীমিত বুদ্ধির অনুশীলনদ্বারা অসীম সত্যবস্তুর জ্ঞানলাভ করতে পারি না। ভগবানের কৃপাতেই অথবা ভগবৎপ্রেষ্ঠজনের অহৈতুকী কৃপা হলেই বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ হয়। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বুদ্ধিযোগ ভগবান্ই প্রদান করেন। যে ভগবানকে লাভ করাই বুদ্ধিমত্তার সার্থকতা, তাঁর কি ভ্রম হতে পারে? ভ্রম-প্রমাদাদি দোষসমূহ প্রাকৃত—ঐগুলি মায়িক তমোগুণ হতে উদ্ভূত।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।। (গীতা ১৪।১৩)

অর্থাৎ—"হে কুরুবংশজাত কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে অপ্রকাশ (বিবেকের অভাব), অপ্রবৃত্তি (কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদনে অনাগ্রহ), প্রমাদ (অন্যমনস্কতা) ও মোহ প্রভৃতি (মিথ্যাভিনিবেশাদি)—এইসকল উৎপন্ন হয়।"

কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাব হতেই স্মৃতি নাশ হয় ; আবার স্মৃতিনাশ হতেই বুদ্ধিনাশ হয়। যার স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি আছে, তার ভ্রম হয় না। ভগবান্ বা ব্রহ্ম ভ্রমক্রমে জীব হয়েছেন বললে তাঁর স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি লোপ পেয়েছে—ইহাই বুঝায়। স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া ত' তমোগুণের লক্ষণ।

যথা শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৫।২৬ শ্লোকে—

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ।।

অর্থাৎ—"অনাসক্ত কর্ত্তা 'সাত্ত্বিক', রাগান্ধ কর্ত্তা 'রাজস', স্মৃতিভ্রষ্ট কর্ত্তা 'তামস' এবং আমার আশ্রিত কর্ত্তা 'নির্গুণ' নামে অভিহিত। ভগবান্ নির্গুণ, তাই তাঁর আশ্রিত শুদ্ধভক্তও নির্গুণ। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ,—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ।। (ভাঃ ১০।৮৮।৫)

"শ্রীহরি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, তিনি সর্ব্বদৃক এবং সকলের উপদেষ্টা, তাঁকে ভজন করলে জীব নির্গুণ হয়।" অতএব ভগবান্ নির্গুণ অথাৎ ত্রিগুণাতীত—মায়িক সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণ তাঁহাতে ও তাঁর ধামে নাই। এমতাবস্থায় মায়িক তমোগুণ-প্রসূত ভ্রম ব্রহ্মে থাকা সম্ভব নহে।

"যান্তি মামেব নির্গুণা" (ভাঃ ১১।২৫।২২)—"নির্গুণ পুরুষগণ আমাকেই লাভ করে থাকেন।" ভক্ত মায়িক ত্রিগুণশূন্য হলে এবং ভ্রম-প্রমাদাদি দোষবর্জ্জিত হলে ভগবানকে লাভ করতে পারবেন, অন্যথায় ভগবৎপ্রাপ্তি অসম্ভব। ঋগ্বেদে (১।২২।২০) জানা যায়,—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।।" অর্থাৎ—"আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক লাভে চক্ষু যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষবর্জ্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরমপদ, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন।" ভগবান্ ত্রিগুণাতীত এবং ভ্রম-প্রমাদাদি দোষবর্জ্জিত বলেই তাঁর ভক্তগণ ত্রিগুণাতীত ও ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-মুক্ত হয়ে তাঁকে দেখতে পান। কারণ স্থূল জড়চক্ষুর দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের দর্শন ঘটে না। বৈকুণ্ঠবস্তু জড়ের পরিমেয় নয়—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" (চৈঃ

চঃ মঃ ৯।১৯৫)। ভগবান্ নির্দ্দোষ অর্থাৎ তাঁহাতে কোন দোষ নাই ও দোষপ্রযুক্ত হতে পারে না। নারদ-পঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে,—

নির্দ্দোষ-পূর্ণগুণ-বিগ্রহাত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীর গুনৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্রকরপাদ-মুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা।।

"ভগবান্ নির্দ্দোষ ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি গুণপূর্ণ বিগ্রহবিশিষ্ট। জড়শরীর যেরূপ চৈতন্যহীন এবং উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশধর্ম্মত্রয়-বিশিষ্ট, ভগবানের শরীর তাদৃশ নহে। পরন্তু দেহ চৈতন্য-বিশিষ্ট এবং প্রাকৃত গুণরহিত অপ্রাকৃত ও চিদানন্দময় অর্থাৎ তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনন্দমাত্র। সর্ব্বত্র দেহ-দেহী ও গুণ-গুণী এবং স্বগত-ভেদবর্জ্জিত পরমাত্ম-স্বরূপ।" অপ্রাকৃত দিব্যদৃষ্টি বা দিব্যজ্ঞান ব্যতীত তাঁর অনুগ্রহ লাভ হয় না বা তাঁর অপ্রাকৃত রূপের দর্শন পাওয়া যায় না। তাই ভক্তকেও অপ্রাকৃত নির্দ্দোষ ও আনন্দময় হতে হয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৬ পৃষ্ঠার পর]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদের কোন কথাই নেই। সেই সাম্যবাদের কথা আছে বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে, গীতা-ভাগবতে, রামায়ণ-মহাভারতে। ***আত্মকল্যাণচিন্তায় সাম্যবাদ।*** এছাড়া কখনও কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না সাম্যবাদ কিভাবে আসবে, সাম্যবাদ কিভাবে হতে পারে? শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই সাম্যবাদের কথা প্রচার করেছেন। তিনি বাঘে-হরিণের একঘাটে জল খাইয়েছেন। প্রেমধর্ম্মের মধ্যে সেই কথাটা রয়েছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা-হিংসা ভুলে গিয়েছে।

ঝারিখণ্ডের পথে যখন মহাপ্রভু চলেছেন তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাঁর সঙ্গীরূপে—সেবকরূপে রয়েছেন। সেই ভীষণ গহণ অরণ্য—উড়িষ্যার গড়জাত রাজ্যগুলো দিয়ে ছোটনাগপুরের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যখন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যাচ্ছেন বৃন্দাবনের পথে, তখন হিংস্র ব্যাঘ্র, ভাল্লুক, সিংহ, অজগর প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের হিংস্র জন্তু হিংসা ভুলে গিয়ে চৈতন্যমহাপ্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। কেন? তিনি প্রেমের ঠাকুর গোরা। জগতে নাম-প্রেম বিতরণ করতে এসেছেন, জগতে সাম্যবাদ স্থাপন করতে এসেছেন। প্রতিটি জীবের সঙ্গে প্রতিটি জীবাত্মার যে সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে, স্নেহ-মমতা রয়েছে—সেই জিনিষটা স্থাপন করবার জন্য তিনি এ জগতে এসেছেন। সুতরাং চৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব থেকে অন্তর্দ্ধানলীলা পর্য্যন্ত যতগুলো শিক্ষা আমরা পাই, তার সবটা বৈচিত্র্যপূর্ণ।

তিনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে যাচ্ছেন পুরীতে—জগন্নাথধামে, সেখানেও

রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা। সবথেকে নামকরা অদ্বৈতবাদী—মায়াবাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—নামকরা পণ্ডিত তিনি, সেখানে তাঁকে দর্শন দিয়েছেন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু। জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে করতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছেন তিনি, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁর গৃহে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করছেন। তাঁকে খুঁজে খুঁজে সব ভক্তবৃন্দ হাজির হলেন সেখানে। বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। দেখলেন—এক যুবক সন্ন্যাসী। এঁর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম কি করে রক্ষা হবে? তাঁর নিজের যে বিচার সেই বিচার তিনি মনে করছেন,—

"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ।"

সুতরাং আমি এঁকে বেদান্ত শোনাব। সাতদিন ধরে বেদান্ত পাঠ করেছেন চৈতন্যমহাপ্রভুর সামনে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আমি সাতদিন ধরে বেদান্ত আলোচনা করলাম তোমার সামনে, কই ভাল-মন্দ কিছুই বলছ না ত'! মহাপ্রভু কি উত্তর দিয়েছেন সেখানে? বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য সব প্রাঞ্জল, কিন্তু আপনি যে ব্যাখ্যা করছেন, ওটা আমি বুঝতে পারছি না। তার মানে Polite deny, সুন্দরভাবে প্রতিবাদ করলেন তিনি অতবড় নামকরা বৈদান্তিক পণ্ডিতের। আপনার ব্যাখ্যা বুঝতে পারছি না। আপনি ভুল ব্যাখ্যা করছেন। পরে চৈতন্যমহাপ্রভু তাঁকে বিশেষ কৃপা করছেন। তিনি তাঁকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করালেন। ষড়্ভুজ মূর্ত্তিতে কি ছিল? তিনি যে ত্রেতাযুগের ধনুর্দ্ধারী শ্রীরামচন্দ্র—সে মূর্ত্তি দেখালেন ; তিনি যে কলিকালে দণ্ড-কমণ্ডলুধৃক্ সন্ন্যাসী, গৌরবিগ্রহ—সেই মূর্ত্তি দেখালেন ; তিনি যে দ্বাপর যুগে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ—সে মূর্ত্তি দেখালেন। সেই মূর্ত্তির কথা শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে।

"সত্যে দৈত্যকুলাধিনাশসময়ে স্ফূর্জ্জন্নরকেশরী
ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামেতি নামাকৃতিঃ।
গোপালান্ পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে ভারহরন্ দ্বাপরে
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ।।"

সুতরাং যিনি ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্ররূপে এসেছেন, দ্বাপরযুগে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণরূপে এসেছেন ; তিনিই কলিকালে চৈতন্যমহাপ্রভু-মূর্ত্তিতে সন্ন্যাস গৌরবিগ্রহ, দণ্ড-কমণ্ডলুধৃরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই কথাই বর্ণনা করে যাচ্ছেন শাস্ত্রে। তাঁকে (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে) বহু কথা উপদেশ করেছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জানতেন যে, কলিতে ভগবানের কোন অবতার নেই, কিন্তু যখন তাঁর ভিতরে প্রেরণা জুগিয়েছেন, তখন জানলেন তাঁর ত্রিযুগ. তাঁর ছন্নাবতার আছে। তাই সেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শত শ্লোক রচনা করে মহাপ্রভুর বন্দনা করেছেন। তারই দু'একটী শ্লোক তাঁর চরিতকার বর্ণনা করেছেন।—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।।
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।।

সুতরাং সেই প্রেমময় ভগবান্ কখন কার ভিতরে কিরূপভাবে উদিত হয়ে তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করবেন—তিনি যাঁকে কৃপা করবেন, তিনিই সেটা হৃদয়ঙ্গম করবেন। বেদে, উপনিষদে যা বলা আছে,—

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।

সেই ভগবান্ যাঁকে কৃপা করে তাঁর তত্ত্ব জানাবেন, তিনি তাঁর তত্ত্ব অবগত হতে পারেন।

"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন গীতার মধ্যে,—হে অর্জ্জুন! তুমি যদি আমাকে জানতে চাও, বুঝতে চাও, তত্ত্বতঃ যদি আমাকে অবগত হতে চাও তাহলে আমার দেওয়া বুদ্ধিবৃত্তি তোমাকে নিতে হবে। তাঁরই আশ্রয়ে আমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। সুতরাং সেই ভগবানের করুণা যার পরে প্রতিফলিত হবে, তিনি তাঁর তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হতে পারবেন—সেই কথাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যে।—

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।।
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে।।

সুতরাং চৈতন্যমহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত হতে গেলে তিনি যদি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন, তবে আমরা তাঁর তত্ত্ব অবগত হতে পারব। তাই শাস্ত্র বলছেন,—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।" করুণাঘনমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেব তিনি এ জগতে এসেছেন কিজন্য? যে জিনিষ এ জগৎকে দেওয়া হয়নি, পূর্ব্বে কখনও বিতরণ করা হয় নি, সেই জিনিষ দান করবার জন্য এসেছেন চৈতন্যমহাপ্রভু। নাম-প্রেম বিতরণ করা হল গৌণ। সেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এসেছেন রাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করে—"রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।" শ্রীরাধার ভাব-কান্তি গ্রহণ করে তিনি জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো"—শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ ছিল, সেটা আস্বাদন করে তিনি কেমন সুখী হন ইত্যাদি তিনটে জিনিষ আস্বাদন করবার জন্য তিনি এ জগতে আবির্ভূত হয়েছেন। সেটাও পাশাপাশি রেখে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাম-প্রেম বিতরণ তাঁর গৌণ ভাব, আর মুখ্য ভাব এই তিনটের রসাস্বাদন করা। তাই লিখেছেন—রাধাভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ। জগৎকে শিক্ষা দিতে এসেছেন তিনি, কেমনভাবে সাধন-ভজন করতে হবে? ভগবান্‌কে পেতে গেলে যে ক্লেশ আছে, কষ্টস্বীকার আছে সাধন-ভজনে, সেটা নিশ্চয় অবলম্বন করতে হবে। ভগবানকে পেতে গেলে আকুল ক্রন্দনের প্রয়োজন—এটাই বিশেষ শিক্ষা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর। তাঁর অপ্রাকৃত জীবনী থেকে আমার এটা দেখতে পাচ্ছি। সবসময়ে তিনি আকুল ক্রন্দন করছেন। ঐরকম

আকুলতা, ব্যাকুলতা না থাকলে উপাস্য পরতত্ত্ব ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না—সেইটাই তিনি দেখাচ্ছেন। ভক্তভাব অঙ্গীকার করে জগৎকে তিনি শিখাচ্ছেন। শ্রীমতী রাধারাণী যেভাবে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেছিলেন, সেই ভাবটা তাঁর ভিতরে এসেছে।

সম্ভোগরস আর বিপ্রলম্ভ রস বা বিরহ—দুটো জিনিষ পাশাপাশি আছে। চৈতন্য-মহাপ্রভু জগৎকে সেই বিপ্রলম্ভরসে ভগবানের আরাধনা, পরমেশ্বরের আরাধনা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনা শিক্ষা দিয়েছেন। রাধা যেভাবে কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য লালায়িত, সেইটা তিনি বুঝাচ্ছেন। কিভাবে?—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।

শিবঠাকুরের গাওয়া গান, ব্রহ্মাজীর গাওয়া নাম, ঋষিগণের গাওয়া নাম, চৈতন্য-মহাপ্রভুর গাওয়া নামের মহিমা কমে গেল! কাল কলি! তাই শাস্ত্র বলছেন,—"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটি-রুদ্ধঃ"—আজ ভক্তিমার্গ কোটিকণ্টকরুদ্ধ। আমরা সব ভুলে যাচ্ছি ভগবানের উপাসনা, সাধন-ভজন! কলি মানে বিবদমান যুগ। যে যুগের লোক উল্টোপাল্টা সব করবে ; ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য যে যুগে প্রবল হবে ; মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি যে যুগের প্রধান অবলম্বন, সে যুগের কল্যাণ কি করে হবে? চৈতন্যমহাপ্রভু তাদেরই কল্যাণের জন্য ত' এই নাম-প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেছেন। সাধারণ মূর্খ দুনিয়া, হতভাগা তারা বুঝল না এটা। কলির প্রাবল্য। সেজন্য তাদের বুঝতে দিচ্ছে না এসব কথা। ***বাস্তবসত্য কথা যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ না বুঝবে, ততদিন পর্য্যন্ত কোন কল্যাণ নেই***—শাস্ত্রের উক্তি।

শাস্ত্র কাকে বলে? আমি আপনাদের সমক্ষে এর পূর্ব্বেও বহুবার জানিয়েছি। শাস্ত্র হল শাসনবাণী। কার শাসনবাণী? স্বয়ং ভগবানের শাসনবাণী। ত্রিভুবন যাঁর বাক্য, উপদেশ, নির্দ্দেশ পালন করে ধন্য হয়, তাকে বলে শাস্ত্র। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্—তাঁরই শাসনবাণী, উপদেশবাণী, নির্দ্দেশবাণীকে বলে শাস্ত্র। ভারতরাষ্ট্রে বাস করি আমরা, Indian Costitution মেনে নেই আমরা। কেন? তাতে আমাদের কিছু সুবিধা হবে। আইনের সুযোগ-সুবিধাগুলো আমি পাব বলে মানি। সংবিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সেই সংবিধান যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন—এটা বহু পরের কথা, আগে আমার নিজের কল্যাণের কথা, সুবিধার কথা বিচার করি।

পারমার্থিক সংবিধান কাকে বলে? শাস্ত্রকে পারমার্থিক সংবিধান বলে। সুতরাং শাস্ত্র হল Spiritual Constitution। আমার আত্মকল্যাণ কিসে হবে, সেটা এই পারমার্থিক সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা আছে। আমি যদি ওর Positive, Negative side এর সব বিচার মেনে নেই, তাহলে আমার কল্যাণ। আমি যে জীবাত্মা, আমি যে ভগবানের সেবক-সেবিকা—এটা প্রমাণ করবার সুবিধা হয়। উপরওয়ালা Guardian এর পরিচয় যদি কেউ না দেয়, তাহলে সেখানে গালাগালির পাত্র হয় সে। যদি কারও

পিতার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়, সে যদি পিতার নাম বলতে ভয় করে, শঙ্কাবোধ করে, বিলম্ব করে, তখনই সে গালাগালির পাত্র হয়, তখনই সে Illegitimate son বলে পরিচিত হয়। সুতরাং জীবাত্মা যে পরমাত্মার অভিন্ন অংশ, সেই জিনিষটা আমাদের পরিচয়ের মধ্যে রাখতে হবে সবসময়। যদি আমি আমার Guardianকে, পিতামাতাকে অস্বীকার করি, যদি আমি মুনি-ঋষিগণকে অস্বীকার করি, যদি আমি সনাতন ধর্ম্মকে অস্বীকার করি, যদি আমি ভগবানকে অস্বীকার করি, তাহলে আমার কোন অস্তিত্ব নেই, আমার কোন পরিচয় নেই। সেই জিনিষটা সনাতন শাস্ত্র বুঝিয়েছেন। আমাদের এই জিনিষগুলো ভাল করে বুঝতে হবে।

অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি ভগবান্ করেছেন, অনন্ত জীবাত্মার ধর্ম্মের কথা তিনিই বর্ণনা করেছেন। সেই ধর্ম্মের নাম আত্মধর্ম্ম, চেতনধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম, ভাগবত-ধর্ম্ম। নিখিল বিশ্বে নিখিল জীবাত্মার ধর্ম্মকেই বলে সনাতন ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের কথা চৈতন্যমহাপ্রভু জগজ্জীবকে বুঝাতে চেয়েছেন। সেখানে কোন Caste, creed এর কথা নেই, সেখানে কোন Sectarian thought নেই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। অন্য কোনরকম ধরণের ভেদও নেই। যতরকম ধরণের Faith আছে, সব faith একটা faith এর মধ্যে মিশে যেতে পারে—আত্মকল্যাণের মধ্যে, জৈবজগতের মধ্যে, আত্মজগতের মধ্যে—এই কথাই সনাতন শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমি প্রথমে সংক্ষেপতঃ আলোচনা করি। একটী শ্লোকের মধ্যে বর্ণনা করেছেন,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমারাধ্য বস্তু, সর্ব্বারাধ্য বস্তু—প্রথমে তিনি বললেন। তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আরাধ্যবস্তু জগতে আর কেহ নেই। 'তদ্ধাম বৃন্দাবনং'—তাঁর একমাত্র লীলাভূমি শ্রীধাম-বৃন্দাবন, শ্রেষ্ঠ স্থান। উপাসনা কিভাবে করব আমরা?—সেইকথা বুঝাতে গিয়ে বলছেন,—'রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা'—ব্রজগোপীগণ যেভাবে ভগবানের আরাধনা করেছেন, সেই আরাধনা হল শ্রেষ্ঠ আরাধনার তারিকা—Process, procedure। সেটা বুঝিয়েছেন। কিভাবে? সেই প্রেমময় ভগবান্ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চরসের মূল, পঞ্চরসের অধিদেবতা। সাধক-সাধিকা তাঁদের স্ব-স্ব-অধিকারানুসারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতিতে সেই পরমেশ্বরের আরাধনা করতে পারে—এটা শাস্ত্রের সর্ব্বজনস্বীকৃত তথ্য। (ক্রমশঃ)

পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচার

ফিলিপাইনে ১১ই ডিসেম্বর ১৯৯৯ হইতে ৯ই জানুয়ারী ২০০০ পর্য্যন্ত অবস্থান-কালে শ্রীল মহারাজ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত ভজন-রহস্যের 'ভজন-রহস্য-বৃত্তি' রচনা করেন। ফিলিপাইনের রাজধানী মানিলা, মাকতান্, সিবু, লাপু লাপু প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন। ফিলিপাইনে প্রচারের মূল বিষয় ছিল (১) বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশ, ভজন-প্রণালী ও তাঁহার অপ্রাকৃত জীবন-চরিত, (২) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য মদীয় পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগুরুসেবার আদর্শরূপে তাঁহার জীবন-চরিত ও শিক্ষা ও (৩) শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় ও শ্রীজীব গোস্বামী।

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের জীবন-চরিত শ্রবণ করিয়া কোন এক ভক্তের মনোভাব দেখিয়া শ্রীল মহারাজ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বলেন যে,—অনেকে মনে করেন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়জন ও পরিকর হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁহার নিজ জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন না। শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীর (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের) সাহায্য লইতে হইল? উত্তরপক্ষে শ্রীল মহারাজ জানান,—কোমলশ্রদ্ধ সাধকের মনে এরূপ জিজ্ঞাস্য হওয়া স্বাভাবিক। দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার পরিকর দ্রৌপদী হলেন লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা। দুঃশাসন তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিবার প্রয়াস করিতেছেন, লক্ষ্মীসম্ভূতা দ্রৌপদী কি নিজের লজ্জা রক্ষা করিতে পারিতেন না? দুই হাত তুলিয়া শরণাগতা হইয়া বলিলেন,—"হে গোবিন্দ রাখ শরণ অব তো জীবনহারি।" দ্রৌপদী ইচ্ছামাত্রই নিজকে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই কেন? জগজ্জীবের শিক্ষার্থ করেন নাই। কি শিক্ষা? জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিলেন যে, ভক্তবৎসল ভগবান্ সবসময় শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করেন। এই শরণাগত ভাবের দ্বারা দ্রৌপদী পূর্ব্বাপেক্ষা জগতে অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদ ইচ্ছামাত্রই নিজেকে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু প্রভুপাদ জগৎকে দেখাইলেন যে, তাঁর প্রিয় বিনোদ কেমন গুরুগত প্রাণ, গুরুসেবার জন্য নিজের প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন। এই সেবার দ্বারা তাঁহার প্রিয় বিনোদ অধিক খ্যাতি লাভ করিলেন। প্রভুপাদ এইরূপ লীলা না করিলে যাঁহারা নিজকে গুরুশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করিতেন, তাঁহাদের বৃথা অভিমান দূর হইত না। শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীর প্রতি যে ভ্রান্ত ধারণা—বিনোদদা সময়মত আহ্নিকাদি করেন না ইত্যাদি তাঁহাদের হৃদয় হইতেও চিরতরে বিদায় লইত না।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৬ ; ১৩ এপ্রিল, ২০০০

মদীয় গুরুপাদপদ্মের জীবন-চরিত আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ বলেন,—"ভজন-রাজ্যের মেরুদণ্ড হইল গুরুনিষ্ঠা। শ্রীগুরুনিষ্ঠা শিক্ষা করিতে হইলে শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্য করিতে হইবে। বিশেষ চক্রান্তে মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ জেলে বন্দী হইলে মোকদ্দমা তদ্বিরের কোন লোক ছিল না। শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরান্না, বাসনমাজা, বাজার করা, জেলে আটক বৈষ্ণবগণের জন্য প্রসাদ লইয়া যাওয়ার কেহই ছিল না। সেই সময় আমরা কেহ মঠে যোগদান করি নাই। একমাত্র শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী (পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ) ছিলেন। জেলে বন্দী অবস্থায় থাকাকালীন শ্রীল গুরুদেব তাঁহাকে দীক্ষা দেন। শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী একাই উপরিউক্ত সেবাগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। একবেলা বা একদিন নহে, বেশ কিছুদিন করিতে হইয়াছে। গুরুগতপ্রাণ না হইলে কেহই এইরূপ সেবা করিতে পারেন না। এখন আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন,—শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ন্যায় শুদ্ধভক্তকে জেলে যাইতে হইল কেন? শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কত প্রিয় এবং কেমন গুরুগতপ্রাণ ছিলেন, তাহাই জগৎকে দেখাইবার জন্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মের এই লীলা।

শ্রীল জীব গোস্বামী সৎসিদ্ধান্তদ্বারা মায়াবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক আমাদের সম্প্রদায়কে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সেবা কিভাবে করিতে হয়, তাহা জগদ্বাসীকে দেখাইয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর সুসিদ্ধান্তের নিকট মায়াবাদ নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারে নাই। মায়াবাদিগণের সিদ্ধান্ত—'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা', 'জীব ব্রহ্মৈব নাপরং' অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নহে। মায়াবাদিগণকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—তোমাদের ব্রহ্ম জগতের মধ্যে, না জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে? মায়াবাদিগণ উত্তর দিবেন—ব্রহ্মের মধ্যেই জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে। কেননা, ব্রহ্ম অর্থাৎ 'বৃংহতি বৃংহয়তি চ'। যিনি নিজে বড় এবং অপরকে বড় করিতে পারেন। অতএব ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু হওয়ায় ব্রহ্মের ভিতর জগতের অবস্থান স্বাভাবিক। শ্রীজীব গোস্বামিপাদের যুক্তি—ব্রহ্মের অভ্যন্তরে জগৎ। তোমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জগৎ ত' মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। সত্য বস্তুর (ব্রহ্ম) অভ্যন্তরে জগদ্রূপ মিথ্যা বস্তুর অবস্থান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহা হইলে ব্রহ্মও ত' মিথ্যা হইয়া গেল। মায়াবাদিগণ সঙ্গে সঙ্গে বলিবেন—না, না, জগতের মধ্যেই ব্রহ্মের অবস্থান। এইরূপ বলিলেও তাহাদের যুক্তি বিনা প্রয়াসেই খণ্ডন হইয়া যায়। কেননা, মায়াবাদীদের সিদ্ধান্ত জগৎ মিথ্যা, অতএব মিথ্যার মধ্যে সত্যের অবস্থান সম্ভব নহে। অতএব ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া গেল। এইরূপে অনায়াসেই শ্রীজীব গোস্বামী মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

১০।১।২০০০—১৯।২।২০০০ তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীল মহারাজ অষ্ট্রেলিয়ার Sydney, Brisbane, Canbera, Murwilliumbah, Uki, Cessnock,

Kuri Kuri প্রভৃতি স্থানে এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জের Nadi, Lautoka এবং Malaysiaর Kulalunpurএ প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া ২০।২।২০০০ তারিখে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া, ফিজী, মালয়েশিয়াতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত, সনাতন ধর্ম্ম, নিরাকারবাদ খণ্ডন, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর জীবন-চরিত, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত ও শিক্ষা, শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য্যের জীবন-চরিত এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জীবন-চরিত সম্পর্কে মনোজ্ঞ তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন।

শ্রীদাস গোস্বামীর চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজজী পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বলেন,—(১) শ্রীদাস গোস্বামীর পিতাঠাকুর অত্যন্ত উদার ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণের সেবা করিতেন। তাঁহার সভাতে নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য শ্রীরঘুনন্দন আচার্য্যের ন্যায় স্বনামধন্য বৈষ্ণবগণ আসিতেন। তথাপি তাঁহাকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' বলা হইয়াছে কেন?

(২) পুরীতে থাকাকালীন তাঁহার পিতাঠাকুর শ্রীদাস গোস্বামীর জন্য রাঁধুনী ব্রাহ্মণ, অর্থ এবং চাকর পাঠাইয়াছিলেন। ঐ অর্থ দুই বৎসর ব্যবহার করিবার পর দাস গোস্বামী কেন বলিলেন—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।।"

উত্তরপক্ষে শ্রীল মহারাজ জানান যে,—(১) শ্রীদাস গোস্বামীর পিতা শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদার অত্যন্ত উদার এবং বৈষ্ণবগণের সেবা করিলেও তাঁর শ্রীরূপ গোস্বামি-কথিত অন্যাভিলাষিতাশূন্য অনন্যা ভক্তি ছিল না বলিয়া তাঁহাকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' বলা হইয়াছে।

(২) বিষয়িগণের প্রতি নির্ভরশীল হইলে বিষয়ীর গুণ সাধকের মধ্যে প্রবেশ করিবে। সাধকের মধ্যে বিষয়ীর গুণ প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সাধককে পরিত্যাগ করিতে পারেন।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যালঙ্কার

পাশ্চাত্ত্য-প্রচারে শ্রীগুরুবর্গের আশীর্ব্বাণী

ALL GLORY TO SHRI SHRI GURU AND GOURANGA

TRIDANDISWAMI
B. K. SANTA MAHARAJ
FOUNDER & PRESIDENT

SHRI CHAITANYA ASHRAM
23, BHUPEN ROY ROAD
Behala, Calcutta–700 034

Ref. No. _____ *Dated* ২২।০১।২০০০

কল্যাণভাজনেষু—

স্নেহের নারায়ণ মহারাজ! আপনার ১০।০১।২০০০ তারিখের পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আরও আনন্দিত হইলাম আপনার এইপ্রকার বিপুলভাবে প্রচারের সংবাদ জানিয়া। এতৎসমূহের মধ্যেও আপনি আমাকে স্মরণপথে রাখিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করি—যেন আপনার মধ্যে আরও অধিক পরিমাণে শক্তি সঞ্চারিত হয় শ্রীহরিকথা প্রচারে। ভালকার্য্য করিতে গেলে কিছু বাধা আসিবেই, তজ্জন্য কোন চিন্তা না করিয়া আপনি আপনার প্রচার কার্য্য নির্ভীকভাবে করিয়া যান।

আমরা যদি শ্রীল প্রভুপাদের কথা আচরণমুখে সর্ব্বতোভাবে প্রচার করিতে পারি, তবেই আমাদের এই জীবনের সার্থকতা।

অধিক কি লিখিব? আপনি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন ও সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
—শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত

বিশেষ নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো যাইতেছে যে, যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ৫১শ বর্ষের গ্রাহক-মূল্য প্রেরণ করেন নাই, তাঁহারা অনতিবিলম্বে উক্ত গ্রাহক-মূল্য এবং আগামী ৫২শ বর্ষের গ্রাহকমূল্য একসঙ্গে পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহযোগিতা ও উৎসাহিত করিবেন।

গ্রাহক-মূল্য (M.O.) পাঠাইবার সময় বা কোনরূপ পত্রাদির দ্বারা যোগাযোগ করিলে **অবশ্যই গ্রাহক সংখ্যা (Sl. No.) উল্লেখ করিবেন।**

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥ নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । *অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥*	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । *হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥*

৫২শ বর্ষ } ২৬ মধুসূদন, বাসুদেব, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ বৈশাখ, রবিবার, ১৪০৭, ইং ১৪/৫/২০০০ { ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীলোকনাথ-প্রভুবরাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

যঃ কৃষ্ণচৈতন্য-কৃপৈকবিত্ত-
স্তৎপ্রেম-হেমাভরণাঢ্য-চিত্তঃ।
নিপত্য ভূমৌ সততং নমাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ১।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা যাঁহার একমাত্র ধন, গৌরপ্রেমরূপ হেমাভরণে যাঁহার চিত্ত অলঙ্কৃত, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি ভূমিতে পতিত হইয়া আশ্রয় করিতেছি ।। ১।।

যো লব্ধ-বৃন্দাবন-নিত্যবাসঃ
পরিস্ফুরৎ-কৃষ্ণ-বিলাস-রাসঃ।

স্বাচারচর্য্যা-সততাবিরাম- স্তং
লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ২।।

যিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বাস করেন, যাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ও রাস স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বদাই স্বকর্ত্তব্যানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত থাকেন, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি।। ২।।

সদোল্লসদ্-ভাগবতানুরক্ত্যা
যঃ কৃষ্ণরাধা-শ্রবণাদি-ভক্ত্যা।
অযাতযামীকৃতঃ সর্ব্বযাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ৩।।

যিনি শ্রীমদ্ভাগবতে এবং ভগবদ্ভক্তে সর্ব্বদা আসক্তি প্রকাশে এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি শ্রবণাদি নবধাভক্তি-প্রভাবে অষ্টপ্রহরকে অযাতযাম অর্থাৎ তরুণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি।। ৩।।

বৃন্দাবনাধীশ-পদাব্জ-সেবা-
স্বাদেঽনুমজ্জন্তি ন হন্ত! কে বা।
যস্তেষ্বপি শ্লাঘ্যতমোঽভিরাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ৪।।

বৃন্দাবনাধীশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবাস্বাদে কে নিমগ্ন না হন অর্থাৎ সকলেই সেই রসাস্বাদ করিয়া থাকেন ; যিনি সেইসকল মহানুভবগণের মধ্যে শ্লাঘ্যতম ও চিত্তাকর্ষক, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি।। ৪।।

যঃ কৃষ্ণলীলা-রস এব লোকান্
অনুন্মুখান্ বীক্ষ্য বিভর্ত্তি শোকান্।
স্বয়ং তদাস্বাদনমাত্র-কাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ৫।।

যিনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্বাদে বহির্ম্মুখ লোকসকলকে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং সেই রসাস্বাদেই অভিলাষ প্রকাশ করেন, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি।। ৫।।

কৃপাবলং যস্য বিবেদ কশ্চিৎ
নরোত্তমো নাম মহান্ বিপশ্চিৎ।
যস্য প্রথীয়ান্ বিষয়োপরাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ৬।।

মহান্ পণ্ডিত শ্রীনরোত্তম যাঁহার কৃপাবল অবগত ছিলেন, যাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য সর্ব্বত্র খ্যাত, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি।। ৬।।

রাগানুগা-বর্ত্মনি যৎপ্রসাদা-
দ্বিশন্ত্যবিজ্ঞা অপি নির্ব্বিষাদাঃ।
জনে কৃতাগস্যপি যস্ত্ববাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ৭।।

যাঁহার অনুগ্রহে অবিজ্ঞগণও রাগানুগ-ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়া শোকরহিত হইয়া থাকেন এবং যিনি অপরাধীর প্রতিও অনুকূল-ভাবাপন্ন, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি।। ৭।।

যদ্দাস-দাসানুগ-দাস-দাসাঃ
বয়ং ভবামঃ ফলিতাভিলাষাঃ।
যদীয়তায়াং সহসা বিশাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ।। ৮।।

যাঁহার দাসের দাসানুগদাস তদ্দাস্য লাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি এবং অচিরেই যাঁহার ভক্তমণ্ডলী-মধ্যে প্রবেশ করিব, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি।। ৮।।

শ্রীলোকনাথাষ্টকমত্যুদারং, ভক্ত্যা পঠেৎ যঃ পুরুষার্থ-সারম্।
স মঞ্জুলালী-পদবীং প্রপদ্য, শ্রীরাধিকাং সেবতঃ এব সদ্যঃ।। ৯।।

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের সারভূত এই অতিমনোজ্ঞ শ্রীলোকনাথাষ্টক পাঠ করেন, তিনি সখীগণের পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া শ্রীমতী রাধিকার সেবা লাভ করিবেন।। ৯।।

সোঽয়ং শ্রীলোকনাথঃ স্ফুরতু পুরু-কৃপা-রশ্মিভিঃ স্বৈঃ সমুদ্য-
নুদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য যো নঃ প্রচুরতম-তমঃ কূপতো দীপিতাভিঃ।
দৃগ্‌ভিঃ স্বপ্রেম-বীথ্যা দিশমদিশদহো যাং শ্রিতা দিব্যলীলা-
রত্নাঢ্যং বিন্দমানা বয়মপি নিভৃতং শ্রীল-গোবর্দ্ধনং স্মঃ।। ১০।।

যিনি আপন প্রদীপ্ত নয়নদ্বারা গাঢ়তম অন্ধকার-কূপ হইতে সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া প্রেমমার্গের উপদেশ করিয়াছেন, আহা! যাঁহার কৃপাবলেই আমরা অপ্রাকৃত লীলাভাণ্ডার অতি নির্জ্জন শ্রীগোবর্দ্ধন লাভ করিয়াছি, সেই শ্রীল লোকনাথ প্রভু স্বকীয় কৃপা-রশ্মিসহ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।। ১০।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৬ পৃষ্ঠার পর]

১৯। সাধকের ভবিষ্যদশা ও স্বরূপের বৃত্তি সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি কি?

"For thee thy Sire on High has kept
A store of bliss above,
To end of time, thou art Oh ! His
Who wants but purest love."

–Saragrahi Vaishnava

২০। মনুষ্য স্বীয় জীবন-রহস্যভেদে অসমর্থ হইলে অন্তর হইতে কে তাহার অমরত্বের সন্ধান দেয়?

"Man's life to him a problem dark !
A screen both left and right !
No soul hath come to tell us what
Exists beyond our sight !!
But then a voice, how deep and soft,
Within ourselves is left :–
Man ! Man ! thou art immortal soul !
Thee Death can never melt !!"

–Saragrahi Vaishnava

২১। শ্রীল ঠাকুর শ্রেয়ঃপথের পথিককে কিরূপ দৃঢ় হইতে বলিয়াছেন?

"Maintain thy post in spirit world
As firmly as you can,
Let never matter push thee down,
O stand heroic man !"

–Saragrahi Vaishnava

২২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ কি?

"বেদান্তশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র যেরূপ যত্ন-সহকারে সদ্‌গুরুর নিকট পাঠ করিতে হয়, সেইরূপ এই মহাগ্রন্থখানি (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) পাঠ করিবেন।"

—'প্রবোধন'—অঃ প্রঃ ভাঃ, সঃ ৩।১১

২৩। সদ্‌গ্রন্থ-পাঠকের প্রতি ঠাকুরের সতর্কীকরণ কিরূপ?

"যে গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই পাঠ করিবেন, নতুবা কেবল নিরর্থক বাদপরায়ণ হইয়া অবশেষে তার্কিকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

২৪। আধ্যক্ষিক গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি ঠাকুরের সদুপদেশটি কি?

"কেবল পুঁথির আলোচনায় আবদ্ধ থাকিবেন না ; সাধু-বৈষ্ণবের চরণাশ্রয়ে সাধন, ভাবভক্তি ও প্রেম—এইসকল তত্ত্বের যথাযথ পার্থক্য অনুভব করিবেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম পুঁথি-গত তত্ত্ব নয়। 'নির্গ্রন্থ'-শব্দের দ্বারা শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবদিগকে গ্রন্থাতীত বলিয়াছেন ; অতএব বৈষ্ণবতত্ত্ব—একটী রহস্য।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

২৫। ঠাকুর-কর্ত্তৃক কলিভীত ভজনকারিগণের প্রতি কোন্ পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে?

"সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটি কলিকাল। যিনি শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কলি তাঁহার তৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কুপন্থা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশানুসারে যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।"

—'বৈষ্ণব-সেবা', সঃ তোঃ ৬।১

২৬। ঠাকুর সাধকগণকে কিরূপ দৃঢ় ও সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন?

"তোমাকে কেহ ঠেলিয়া ফেলুক, অপমানই করুক, অসদ্ব্যক্তি বঞ্চিতই করুক, কেহ বা হিংসা করুক, কেহ বা তাড়না করুক, কেহ বা আবদ্ধ করুক, কেহ বা তোমার সম্পত্তি হরণ করুক, কেহ বা তোমাকে থুৎকার করুক, কেহ বা তোমার শরীরে মূত্রত্যাগ করুক এবং অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধরূপে প্রকম্পিত করুক, তথাপি তুমি দৃঢ়রূপে শ্রেয়স্কাম হও এবং মনকে ভক্ত্যাশ্রিতা বুদ্ধির দ্বারা কুবিষয় হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিবে।"

—'সাধনভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১২।৫

২৭। শ্রীল ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অকপট সেবককে কিরূপ আশ্বাস দিয়াছেন?

"করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।"

—"মনুষ্য সম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

২৮। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচৈতন্যলীলা-দর্শনলালসা ও কৃষ্ণপ্রেমলাভার্থ বিশ্ববাসীকে আহ্বান কিরূপ?

"যবে প্রভু গৌরচন্দ্র আনন্দ-তরঙ্গে
রসাইল ভূমণ্ডল, সমুদ্র যেমতি
পুরাকালে ভাসাইল পৃথিবীর উচ্চ
গিরিচূড়া জলবেগে, কেন সে-সময়ে
না জন্মিনু ভাগ্যহীন নরাধম আমি?
নারিলাম আস্বাদিতে সে প্রেমলহরী!!
কেন আমি না রহিনু সে অপূর্ব্বকালে
সেবিতে চৈতন্য-পদ? কেন না হইনু
রূপ-সনাতন-দাস? কেন না বহিনু

রঘুনাথের করঙ্গ? রামানন্দ-সনে
কেন না ফিরিনু আমি চক্রতীর্থ-মাঝে?
কেন না দেখিনু সার্ব্বভৌমের উদ্ধার?
কাশীবাসী দণ্ডিপতি প্রকাশ আনন্দ
সরস্বতী-সঙ্গী সহ কুতর্ক ছাড়িয়া
ভক্তিরূপী পরানন্দ লভিল যেকালে
প্রভুস্থানে, কেন আমি না চাকিনু হায়,
সে তর্ক তরঙ্গসুধা হরিভক্তিপূর্ণ?
এহেন বাঞ্ছিতপদ যদি ও দুর্ল্লভ,
তবু না হ'তাম ধন্য যদি সে-সময়ে
জন্মিতাম বিপ্রকুলে তর্ককাণ্ডী হ'য়ে,
তাহলে জীবের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
আমা লক্ষি' ছাড়িতেন তীক্ষ্ণ তর্কবাণ,
লইতেন দণ্ড দিয়া এ হেন পাষণ্ডে
পদতলে, সঁপিতেন হরিদাসে মোরে,
হরিনামে শুধিবারে এ দুষ্ট হৃদয়!!
আহা! চিৎচক্ষে তবু দেখি নিরন্তর,
প্রভু যবে, বৈষ্ণব-বেষ্টিত, সিঞ্চিতেন প্রাণ
হরিনামামৃত দানে এ দগ্ধ সংসারে,
কত যে বাড়িত প্রেম সঙ্গিগণ-মনে
সুনির্ম্মল! দীর্ঘবাহু উত্তোলন করি' ;
জাগাইয়া জীবগণে মোহনিদ্রা হ'তে
বলিতেন—লহ সবে ভবৌষধি, প্রেম
পিয়া নিরবধি হও অমৃতস্বরূপ!!
যূথে যূথে শ্রেণীবদ্ধ, অসংখ্য মনুজ
বিষয়-দনুজ-ভয়ে মাগিত আশ্রয়
প্রভুপদে, প্রভু সবে প্রেম-আলিঙ্গনে
তুষিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম করিতেন দান!!
প্রেমানন্দ বিলিম্পনে হৃদ্রোগ ঘুচিত!!!
চৈতন্যের দাস আমি! জীব প্রভু মম
কর্ণধার ভবার্ণবে। তাঁহার বিধানে
আহ্বানি' তোমারে আমি হরিনাম ল'তে।
কর্ম্মকাণ্ড, তর্ককাণ্ড, ব্রহ্মকাণ্ড ত্যজি'

এস জীব! প্রিয় সখে! চৈতন্যের প্রেম
অন্তর ভরিয়া লহ! ঘুচিবে হুতাশ!
কলিমল-বদ্ধভাব! পাইবে স্বপদ
শান্তিরস! আচরিবে জীবের স্বভাব
কৃষ্ণপ্রেম! মহাভাব অনন্ত হইবে!
বৈষ্ণবদাস কেদারনাথ সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার।
মতিহারী, ফাল্গুন ১২৭৬ ; ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৭০

—'বৈষ্ণব-নিমন্ত্রণ', সঃ তোঃ ১৯।২

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৯ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ।।
পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু।।
কৃষ্ণনামের ফল 'প্রেমা' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়।।
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজয়ে লোভ।।
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কাঁদে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়।।
শ্বেতকম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্‌গদ, বৈবর্ণ।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য।।
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়।।
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হইলাম কৃতার্থ।।
নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার সর্ব্বজন।।

. গৌরসুন্দর প্রকাশানন্দপ্রমুখ মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগকে ব'লছেন,—সাধারণ লোকে

মনে করে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রধান প্রয়োজন, তজ্জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তারা জানে না যে, এগুলি কৃষ্ণপ্রীতির নিকট তৃণতুল্য। ব্রহ্মানন্দের অর্থ—বৃহদ্বস্তুর প্রাপ্তিতে সুখ অথবা বৃহদ্বস্তু যে আনন্দ পান। কৃষ্ণপ্রেমে যে আনন্দ-রস তাহা সমুদ্রতুল্য। তাহার নিকট ব্রহ্মানন্দ এক বিন্দুর তুল্য নয়। অতি সৌভাগ্যবশতঃ ভগবৎকামনাপূরণের নিমিত্ত কর্ম্ম করায় কৃষ্ণপ্রীতি উৎপন্ন হ'য়েছে। সেই প্রেমের স্বভাবে প্রেমের অনুসন্ধানে যত্নবান্ লোকের কৃষ্ণপাদপদ্ম পাইতে লোভ হয় এবং শরীরে নানাপ্রকার বিকার আসে। তখন জগতের কোন পদার্থে লোভ থাকে না। ভগবৎপ্রেমের উদয় হ'লে লোকে আপনাকে সংযত রাখ্‌তে পারে না। নাচ, গান, উন্মাদ এসে হাজির হয়। তাঁকে অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক ও তৎপ্রকার ব্যভিচারিভাব আক্রমণ ক'রে পরবশ ক'রে তুলে। রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু, উন্মাদ, অনুতাপ, চেষ্টারহিত ভাব, অহঙ্কার, আনন্দ, দীনতা প্রভৃতি রসপুষ্টির জন্য আবির্ভূত হয় এবং রসাস্বাদনে এইগুলি সহায়তা করে। রতির সহিত সামগ্রীর মিলনে রস উপস্থিত হয়। ২০টী অনুভাবও আসে। আলম্বনে আশ্রয় ও বিষয় বিচার। উদ্দীপনে বিষয়ের প্রিয়বস্তু বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা। বিষয়—একমাত্র কৃষ্ণ, আশ্রয়—ভক্তসমূহ। সেব্যের আনন্দ বর্দ্ধনের চেষ্টায় সেবকেরও প্রচুর আনন্দ হয়। শিক্ষণীয় বিষয়ে শিষ্য সুষ্ঠুরূপে পারঙ্গত হ'লে গুরুও কৃতার্থ হন। সেবায় সাফল্যলাভ হ'য়েছে, অতএব তুমি জগতের লোককে ভক্তিদান কর। কলিযুগের তারকব্রহ্ম একমাত্র কৃষ্ণনাম বিতরণ কর। জগতের লোকে নিজেদের ভোগে ব্যস্ত থাকায় ভগবদিন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য চেষ্টা করে না। সুতরাং জীবে-দয়া প্রণোদিত হ'য়ে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দাও। যাঁরা ভাগবত পাঠ করেন, তাঁদের নিজেদের আনন্দাদি ফলপ্রাপ্তির চেষ্টা হয়। পুরুষোত্তমের সেবা একমাত্র সম্পত্তি। তাহা না করায় বহু বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। সাধারণ লোকের বিচার হয়—মঙ্গলপ্রাপ্তির নানা স্থান আছে, কিন্তু যেখানে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের উদ্ভব, তাহার সন্ধান রাখেন না। ভাগবতপাঠক-সম্প্রদায় পণ্যদ্রব্যজ্ঞানে নিজের কার্য্যোদ্ধার কর্‌বার বিচার করে। তাহারা ভাগবতের সার বোঝে না। মনুষ্যমাত্রেই বোঝে—'অদ্বয়জ্ঞানে একাগ্র হ'লে অন্যত্র আমাদের বহু কার্য্য সাধন হ'বে না।' এজন্য তা থেকে মুখ ফিরাবার বিচার গ্রহণ ক'রেছে। কিন্তু সেটা তাদের পুরা বোকামি। সাধুর সঙ্গ না ক'রলে নিজের বোকামিগুলো মানুষ ধর্‌তে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিলেন,—গুরু আমাকে ভাগবতের সার ব'লে একটী শ্লোক শিখিয়ে দিলেন। সেটী বসুদেবের নিকট শ্রীনারদ 'কবি ও নিমির' প্রসঙ্গ বর্ণনকালে নিমির প্রতি কবির উপদেশ বলিয়াছিলেন,—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।"

যাঁরা কৃষ্ণসেবা-ব্রত শ্রেষ্ঠবিচারে গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁদের নিজ প্রিয়তম কৃষ্ণের নামাদির কীর্ত্তনে উত্তরোত্তর অনুরাগ বৃদ্ধি হ'য়ে যায়। তার ফলে তাঁরা উন্মত্তের মত

লোকের অপেক্ষাশূন্য হ'য়ে কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও চেঁচান, আবার কখনও বা গান, নাচ জুড়ে দেন।

"এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি'।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করি।
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়।।
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খতোদক-সম।।"

গুরুদেব যে উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি তাতেই দৃঢ় বিশ্বাস ক'রে সেই কৃষ্ণনাম কর্‌তে কর্‌তে আমার এই দশা হ'য়ে প'ড়েছে। যখনই সেই নাম করি, তখনই কোথা থেকে হাসি, কান্না, নাচ, গান এসে পড়ে। আমি নিজের মনের উপর একটুও শাসন রাখ্‌তে পারি না। গুরুদেবের কথার উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না হ'লে জড়জগতের প্রতি আসক্তি বাড়ে। শ্রীমদ্ভাগবত রসিকের সহিত আলোচ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পারিষদ্ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্ট, তাঁহার পরিচয় শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থকার এইরূপে লিখিয়াছেন,—

শ্রীমদ্‌গৌরপদারবিন্দ-মধুপ শ্রীভট্টগোপাল হে
মায়াবাদতমঃ-প্রভাকর-কৃপাসিন্ধো দ্বিজেন্দ্রপ্রভো।
শ্রীমদ্‌ব্যেঙ্কটভট্ট-নন্দন মহাসদ্ভক্তিভূষাঢ্য হে
সংসারভয়মর্দ্দন-প্রণতহৃন্মোদপ্রদ ত্রাহি মাম্।।

হে শ্রীমদ্ গৌরপাদপদ্ম-মধুকর শ্রীগোপালভট্ট প্রভো! আপনি মায়াবাদ-অন্ধকার বিনাশিভাস্কর, কৃপাসিন্ধু ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ। আপনি শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট-নন্দন, মহাপ্রেমভক্তি-বিভূষণ, ভবব্যাধি-নাশন ও শরণাগত-হৃদয়ানন্দপ্রদ। আপনি আমাকে ত্রাণ করুন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র তীর্থযাত্রার ছলে দক্ষিণদেশে গমন করিয়া শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট-গৃহে চাতুর্ম্মাস্য যাপন করেন। তৎকালে শ্রীগোপাল বালক মাত্র। 'শ্রী'-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্যেঙ্কটভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজ-গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যেঙ্কট-গৃহে শুভবিজয় করিলে ব্যেঙ্কটভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া সবংশে সেই শ্রীচরণামৃত পান করেন।

বালক গোপাল শ্রীচরণামৃত পান করিয়াই প্রেমে মত্ত হইয়া পড়েন। বহু যত্ন করিয়াও তাহা সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সে-বিষয় ভক্তিরত্নাকর প্রথম তরঙ্গে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

---

২ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৭ ; ১৪ মে, ২০০০

অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল ব্যেঙ্কট-তনয়।
প্রভু-পাদোদক-পানে হৈল প্রেমোদয়।।
করয়ে যতন কত স্থির হৈতে নারে।
বিপুল পুলক অঙ্গে ঝলমল করে।।
কিবা গোপালের শোভা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।
জিনিয়া চম্পক চারু বর্ণ মনোহর।।
কিবা মুখপদ্ম দীর্ঘ নয়নযুগল।
কিবা ভুরু ভাল নাসা তিলক উজ্জ্বল।।
নিজগৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাঞা।
পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হৈয়া।।

শ্রীগোপাল প্রভুর সেবায় বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসরূপ দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইত। তজ্জন্য মনে মনে বিধাতাকে বলিতেন,—

বিধাতার প্রতি কহে গদগদ ভাষে।
ওরে বিধি কেনে জন্মাইলি দূরদেশে।।
নদীয়-বিহার-সুখে করিয়া বঞ্চিত।
দেখাইলি প্রভুর এ বেষ বিপরীত।।
ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাণনাথ রাধিকার।
করাইলি তাঁহারে সন্ন্যাস-অঙ্গীকার।।
এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায়।
ত্যজয়ে নিশ্বাস দীর্ঘ অগ্নিশিক্ষা-প্রায়।।
পুনঃ কহে বিধিরে, করিব কিবা রোষ।
জানিনু কেবল এ আপন কর্ম্মদোষ।। (ভঃ রঃ ১ম তরঙ্গ)

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শচীনন্দন-রূপে নবদ্বীপ-বিলাস দেখিতে পাওয়ায় এবং তদুপরি তাঁহার সন্ন্যাস-বেষ দর্শনে গোপালের চিত্তে সুখ হয় নাই, তাহা জানিয়া অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা করেন। তিনি গোপালকে নিদ্রায় আকর্ষণ করিয়া স্বপ্নে নবদ্বীপধাম দর্শন করাইলেন। প্রভুর অদ্ভুত নবদ্বীপ-বিলাস দর্শন করিয়া এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুদ্বয়ের কৃপালিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া গোপালের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে ব্যাকুল হইয়া তিনি সাক্ষাদ্দর্শনের জন্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তিনি অন্তরে লুক্কায়িত নিজ শ্যামসুন্দর গোপবেশ প্রকট করেন।—

ভুবন মোহয়ে সে না রূপের ছটায়।
চাঁচর কেশের ঝুঁটা পিঠেতে লোটায়।।

চন্দন তিলক ভালে ভুরু কামফণি।
সতী-মন হরে দীর্ঘ নয়ন-চাহনি।।
কত শত শরৎ চান্দের মদ নাশে।
কি নব ভঙ্গীতে হাসি অমিয়া বরিষে।।
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন অনুপম।
ভূষণে ভূষিত অঙ্গভঙ্গী মনোরম।।
মালতীর মালা গলে দোলে অনিবার।
দেখি' গোপালের মনে হৈল চমৎকার।। (ভঃ রঃ ১ম তরঙ্গ)

গোপাল ঈদৃশ রূপ দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে ভূলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া উঠিলে প্রভুকে পুনরায় সুবর্ণ-বর্ণে পরিণত সন্ন্যাসীর বেষে দেখিতে পান। প্রভু গোপালকে তখন ইঙ্গিত করিলেন,—"তুমি অচিরেই বৃন্দাবন গমন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের দুর্ল্লভ সঙ্গ লাভ করিবে এবং সকলে মিলিয়া আমার মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিবে।"

শ্রীগোপালের গৌরসেবা দর্শন করিয়া পিতা বিশেষ উল্লসিত হইয়া পুত্রকে শ্রীচৈতন্য-চরণে সমর্পণ করিলেন। চারিমাসকাল সকলে প্রভুপদসেবায় পরমানন্দে অতিবাহিত করিলেন। চাতুর্ম্মাস্যান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদায়কালে সগোষ্ঠী ব্যেঙ্কটভট্ট অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতে থাকেন,—

ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কট, শ্রীপ্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে।।
মো সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে।
কাবেরী-স্নানেতে সঙ্গে কেবা লৈয়া যাবে।।
রঙ্গনাথে কেবা বা করিবে সঙ্কীর্ত্তন।
কে দিবে অধমে সে দুর্ল্লভ ভক্তিধন।।
আসিবে অসংখ্য লোক কাহার দর্শনে।
এ-সব ভবন শূন্য হবে প্রভু বিনে।। (ভঃ রঃ ১ম তরঙ্গ)

ব্যেঙ্কট, প্রবোধানন্দ ও ত্রিমল্ল ভট্ট—তিন ভাই একত্রে এইরূপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বিরহে অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিতে থাকেন।

শ্রীমদ্‌গৌরসুন্দর শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ভট্ট-গৃহে অবস্থানকালে ভট্টকে পরিহাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণের তত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন।—

প্রভু কহে,—ভট্ট, তোমার লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি।।
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারক।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম।।
এই লাগি' সুখভোগ ছাড়ি' চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি' তপ করিল অপার।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১১১-১১৩)

লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবালাভের আশায় শ্রী-বনে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রহস্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের পারতম্য জানাইবার জন্য এই ভঙ্গীতে প্রশ্ন করেন। ভট্ট উত্তর করিলেন,—কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই স্বরূপ। সুতরাং কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় লক্ষ্মীদেবীর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। কৃষ্ণেতে বৈদগ্ধ্যাদি লীলা অধিক থাকায় এবং 'রাসাদি বিলাসে অধিকার পাইবেন'—বুঝিয়া লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গম বাঞ্ছা করেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'-প্রশস্তি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৭ পৃষ্ঠার পর]

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইত্যাদি বাক্যেও শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রাকৃত নরদেহত্ব নিষেধ করিয়াছেন।

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতোক্ত স্তবে কথিত হইয়াছে,—প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিনেত্র ব্যতীত সেই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রূপ, তাঁহার অপ্রাকৃত জন্মাদি-লীলা অনুভবের বিষয় হয় না। এই অনুভব দিবার জন্য তিনি স্বয়ংই নামরূপে অবতীর্ণ। সাধু-গুরু-পদাশ্রয়ে সেই নামাশ্রিত হইয়া নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে করিতে প্রেমোদয় সম্ভব হইলে, সেই প্রেমের পরিপক্কাবস্থায়ই ভগবৎসাক্ষাৎকার সম্ভব হইতে পারে।

ইংরাজী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ৭ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ এবং শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য ভবনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ স্থাপন ও আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতাস্থ শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত ও তথায় শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯২১ সালের ১৪ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট অনুসারে শ্রীরূপপাদোপদিষ্ট 'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ' বিচারানুসারে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। প্রভুপাদ বলিতেন,—এই পরিক্রমা যদিও পাদসেবনাখ্য ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত, তথাপি ইহা সাধন করিতে গিয়া পাঁচটী মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ একাধারে যাজিত হইয়া থাকেন। ঐ মুখ্য পঞ্চাঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৫-১২৬, ১৩০),—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।।
এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অন্যত্রও (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৭) আবার লিখিয়াছেন,—

"নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।"

শ্রীধাম-পরিক্রমাকালে সাধুসঙ্গাদি পঞ্চ মুখ্য অঙ্গ, তন্মধ্যে আবার নাম-সঙ্কীর্ত্তনাঙ্গ বিশেষভাবে যাজিত হইয়া থাকেন, এজন্য এই শুভাবসরে শ্রীধামে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-বিনোদবিহারী ও শ্রীশ্বেতবরাহমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবের ব্যবস্থা খুবই সমীচীন হইয়াছে।

শ্রীধাম—অপ্রাকৃত তত্ত্ব। শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—যেমন 'চিদানন্দরূপ'; শ্রীধামও তদ্রূপ তদ্রূপ-বৈভব চিন্ময়বস্তু। শ্রীভগবৎস্বরূপের ন্যায় তাঁহার ধামও প্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। 'চর্ম্মচক্ষে দেখে যেন প্রপঞ্চের সম।' নামাদির ন্যায় ধামের চিন্ময়স্বরূপ প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হন না, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই তাহা গ্রাহ্য হন। চিদ্ধামের উপর জড়মায়া একটী জাল পাতিয়া রাখিয়াছে, সেই জালের উপর বসিয়া বদ্ধজীব ধামবাস কল্পনা করে মাত্র ; বস্তুতঃ ধামবাস করিতে হইলে প্রকৃত ধামবাসীর কৃত্য—"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।" তাই পরমকরুণাময় প্রভুপাদ শ্রীধাম-পরিক্রমা প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক যাহাতে আমাদের শ্রীধামে প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধি অপসারিত হইয়া চিদ্ধামের প্রকৃতস্বরূপ স্ফূর্ত্তিলাভ হইতে পারে, তাহার একটী সুবর্ণ সুযোগ উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই সময়ে বহু সাধুভক্তের সমাবেশ হয়, তাঁহাদের শ্রীমুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণের অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।' অজ্ঞ, অশ্রদ্দধান এবং সংশয়াত্মা অর্থাৎ সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে সংশয়টিই বিশেষ ভীতিপ্রদ। শ্রীধামের কৃপাক্রমে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-সৌভাগ্যবরণ ব্যতীত এই সংশয় নিরাকৃত হয় না।

শ্রীধাম-মাহাত্ম্যে ব্রজাভিন্ন ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে নবধা ভক্তির পীঠস্থানরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীঅন্তর্দ্বীপ—(শ্রীমায়াপুর—আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজন-স্থল), শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শিমুলিয়া—শ্রবণ-ভক্তিপীঠ), শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা—কীর্ত্তন-ভক্তিপীঠ), ও মধ্যদ্বীপ (মাজিদা—স্মরণ-ভক্তিপীঠ)—এই চারিটী দ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে এবং কোলদ্বীপ (কুলিয়া বা সহর নবদ্বীপ—পাদসেবন-ভক্তিপীঠ), ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর—অর্চ্চন-ভক্তিপীঠ), জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর—বন্দনাখ্য-ভক্তিপীঠ), মোদদ্রুমদ্বীপ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৭ ; ১৪ মে, ২০০০

(মামগাছি—দাস্য-ভক্তিপীঠ) ও রুদ্রদ্বীপ (রাদুপুর—সখ্য-ভক্তিপীঠ)—এই পাঁচটী দ্বীপ গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত। তন্মধ্যে কোলদ্বীপকে সাক্ষাৎ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনরূপে এবং তৎসন্নিহিত ভাগীরথী পুলিনকে যমুনাপুলিন রাসস্থলীরূপে রসিক ভক্তগণ দর্শন ও ভজন করিয়া থাকেন। এই কোলদ্বীপেই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সত্যযুগে স্ববৃহৎ কোল বা বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক জনৈক ব্রাহ্মণকে কৃপা করিয়াছিলেন। এইজন্য ইহাকে কোলদ্বীপ বলা হয়। "বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না, শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না। কেশব-ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে।।' কবিবর শ্রীজয়দেব-বাক্য স্মরণমুখে পূজ্যপাদ শ্রীল কেশব মহারাজ এখানে শ্রীভগবানের বরাহমূর্ত্তি প্রকট করিলেন। শ্রীভগবান্ যজ্ঞ-বরাহরূপ ধারণ করিয়াই রসাতল হইতে ধরিত্রীদেবীকে উদ্ধার করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মার জগৎসৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া ধরাপৃষ্ঠে পাদ সঞ্চরণ করিবার পূর্ব্বেই জননী বসুন্ধরাকে এই বলিয়া প্রণাম করিতে হয়, যথা—

"সমুদ্র-মেখলে দেবি পর্ব্বত-স্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে।।"

ধরিত্রীদেবীকে বিষ্ণুপত্নী বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। রসাতল হইতে উঠাইবার সময় শ্রীভগবদিচ্ছায় ধরিত্রীদেবী গর্ভবতী হন। ইঁহারই গর্ভে প্রাগজ্যোতিষপুরাধিপতি নরকাসুরের জন্ম হয়। নরক বাণ-সংসর্গ দোষে দুষ্ট হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসত্যভামাসহ এই নরক-গৃহে আসিয়া স্বহস্তে সপুত্র নরকের নিধন সাধনপূর্ব্বক তদ্‌গৃহে অবরুদ্ধা শতাধিক ষোড়শ-সহস্র রাজকন্যার উদ্ধার সাধন করত তাঁহাদিগকে দ্বারকাপুরীতে লইয়া আসেন এবং তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করেন। এই ধরিত্রীদেবী সর্ব্বসংহা হইয়াও শ্রীবিষ্ণুর অভক্ত অসুরগণের পদভার সহ্য করিতে না পারিয়া গাভীরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া দুঃখ নিবেদন করেন। ব্রহ্মা তাঁহার দুঃখ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন ; এক্ষণে তাঁহার কাতর ক্রন্দনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ইন্দ্র, রুদ্র ও তাঁহাকে লইয়া ক্ষীরসমুদ্রতটে উপস্থিত হন এবং একাগ্রচিত্তে ক্ষীরোদকশায়ী জগৎপালক মহাবিষ্ণুর আরাধনা করেন। শ্রীভগবান্ আকাশবাণীদ্বারা ব্রহ্মাকে জ্ঞাপন করেন—স্বয়ং ভগবান্ শীঘ্রই ধরাভার অপনোদনার্থ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টদলন ও শিষ্টপালনদ্বারা ধরিত্রীদেবীর সুখ বিধান করিবেন।

এই কোলদ্বীপকে বা তৎসন্নিহিত রুদ্রদ্বীপাংশ কাঁকড়ের মাঠকে অনেকেই অজ্ঞতাবশতঃ শ্রীগৌরজন্মস্থান বলিয়া ভ্রম করেন। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের যথাযথ সংস্থান সরকার বাহাদুরের রেকর্ডভুক্ত হইয়া আছে। তাহাতে কাঁকড়ের মাঠ স্পষ্টতঃই রুদ্রদ্বীপাংশরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বল্লালদিঘী, বল্লালটিপি, চাঁদকাজির সমাধি, খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, বল্লালদিঘী গ্রাম প্রভৃতি প্রাচীন নবদ্বীপের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সরকারী রেকর্ডভুক্ত। কলিকাতা ইউনিভারসিটি হইতে প্রকাশিত গোবিন্দদাসের কড়চা গ্রন্থে "দিঘীর নিয়রে পাঁচখানি ঘর" প্রভৃতি বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহের নির্দ্দেশ আছে। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বর্ণিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর গঙ্গাতীর পথ দিয়া কাজিগৃহে নগর-সঙ্কীর্ত্তন-

শোভাযাত্রা আলোচনা করিলে অদ্যাপি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ধাম-মাহাত্ম্য-বর্ণিত পরিক্রমার যাথার্থ্য উপলব্ধির বিষয় হয়। লণ্ডন হইতে প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বের নদীয়ার ম্যাপের ব্লক পর্য্যন্ত আনাইয়া গঙ্গা ও জলঙ্গী-সঙ্গমে প্রাচীন নবদ্বীপের পূর্ব্ব অবস্থিতি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। 'সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়', 'পারে গঙ্গং' ইত্যাদি উক্তিতেও প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। ইহা ব্যতীত লোকোত্তর মহাপুরুষগণের দিব্যানুভূতির নিকট অস্মদ্দৃশ বহির্ম্মুখ জীবের আধ্যক্ষিকতা কখনই বহুমাননীয় হইতে পারে না, ইহা পারমার্থিক ধ্রুব সত্য।

অনেকেই কাঁচড়াপাড়ায় নিকটবর্ত্তী সাতকুলিয়াকে কুলিয়ার পাটাদি বলিয়া ভ্রম করত বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপকে কুলিয়া—দেবানন্দ পণ্ডিতাদির 'অপরাধ-ভঞ্জন-পাট' বলিতে নারাজ হন। নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্যে সবে মাত্র গঙ্গা ব্যবধান থাকিবে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার সঙ্কল্পে বিশারদ-পুত্র—সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহে বিদ্যানগরে উপস্থিত হইয়া তথায় পঞ্চদিবস অবস্থান করিলেন। অনেক লোকভিড় দেখিয়া বিদ্যানগর হইতে রাত্রিযোগে মহাপ্রভু কুলিয়া গ্রামে আসিয়াছিলেন। ইহার বর্ণন শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও (মধ্য ১ম পঃ) উক্ত হইয়াছে,—

"আসি বিদ্যাবাচস্পতির গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোকসংঘট্ট হইলা।।
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া-গ্রাম।।
কুলিয়া-গ্রামেতে প্রভুর শুনিয়া আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি' কৈল দরশন।।
কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল-বিপ্রেরে ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ।।
পাষণ্ডী নিন্দক আসি' পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি' তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে।।"

এই কুলিয়া কোথায় সম্ভব হইতে পারে? কোথায় বিদ্যানগর আর কোথায় কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী সাতকুলিয়া! আর তাহাই যদি হয়, 'সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়', 'গঙ্গার ওপারে কভু যায়েন কুলিয়া' (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩য় ও ৫ম) এইসকল উক্তির সামঞ্জস্য থাকে কি করিয়া?

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্য ৩য় অধ্যায়টি শ্রীলোচনদাসের বর্ণনার সহিত পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে—"বর্ত্তমান 'নবদ্বীপ' বলিয়া যে স্থানটি পরিচিত অর্থাৎ যাহা বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপ, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপের অপর পারস্থ তৎকালীন কুলিয়া-গ্রাম। এই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিত, চাপাল-গোপালাদির অপরাধ ভঞ্জন সংঘটিত হইয়াছিল।

তৎকালে বিদ্যানগর হইতে এই কুলিয়া-গ্রামে আসিতে গঙ্গার এক ধারা পার হইতে হইত। আর কুলিয়া হইতে প্রাচীন নবদ্বীপ যাইতে গঙ্গার মূলধারা ভাগীরথী পার হইতে হইত। **গঙ্গার পূর্ব্বপারে গঙ্গা-জলঙ্গীসঙ্গমে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর এবং গঙ্গার পশ্চিমপারে কুলিয়া (যাহা বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপ) অবস্থিত, ইহা অবিসংবাদিত ধ্রুব সত্য।** এখনও প্রাচীন কুলিয়ার নিদর্শন-স্বরূপ 'কুলিয়ার গঞ্জ' বা 'কোলের গঞ্জ', 'কোলের আমাদ', 'তেঘরির কোল', 'কুলিয়ার দহ' প্রভৃতি সংজ্ঞা ন্যূনাধিক বর্ত্তমান।

পূজ্যপাদ শ্রীল কেশব মহারাজ প্রাচীন কুলিয়া-গ্রামে 'শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ' সংস্থাপনপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত দেবানন্দাদির শ্রীবাসাদি-ভক্ত-চরণে অপরাধের ভয়াবহ পরিণাম জাগরূক করাইয়া বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান করিতেছেন। "বৈষ্ণবাপরাধ যদি উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা।।" বৈষ্ণবাপরাধ হইতে ভজনপ্রয়াসী সাধককে সর্ব্বদা সাবহিত থাকিতে হইবে। যে বৈষ্ণবস্থানে যাঁহার অপরাধ হয়, তিনি ছাড়া অন্যের, এমন কি স্বয়ং ভগবানেরও তাহা ক্ষমা করিবার উপায় নাই। পায়ে কাঁটা ফুটিলে কাঁধ দিয়া সে কাঁটা বাহির করা যায় না, আবার কাঁটা যে মুখে ফুটে, সেই মুখেই বাহির করিতে হয়। গুর্ব্বজ্ঞা, বৈষ্ণবাপরাধাদিহেতু আমরা ভজন-সাধনে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারি না। দশ নামাপরাধের ন্যায় ধামাপরাধও দশপ্রকার। তাহা হইতে সর্ব্বদা সাবধান হইবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম গ্রহণ ব্যতীত সে চেষ্টাও কখনই ফলবতী হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তদভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ বৈষ্ণবগণ মাদৃশ জীবাধমের প্রতি অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে ঐ সকল অপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান ও পরিত্রাণ করত শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবৎপাদপদ্মে চিরাশ্রয় লাভের সৌভাগ্য প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

'কৃষ্ণনামাপরাধের বিচার আছে, কিন্তু নিতাই-গৌরের নামে সে-সকল বিচার নাই'—এই কথার অপব্যাখ্যা-মূলে নিতাই-গৌরের দোহাই দিয়া বেপরোয়া অপরাধে প্রবৃত্ত হইলে জগৎ রসাতলে যাইবে—পাপের পঙ্কিলতলে যাইবার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইবে না। শ্রীনামাপরাধী জীবও পরমকরুণ নিতাই-গৌর-পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া অহর্নিশ 'হা নিতাই', 'হা গৌর' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের দয়া ভিক্ষা করিলে তাঁহাদের কৃপায় হৃদয়ে সত্য সত্য অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠে ; তাহাতে ক্রমে ক্রমে হৃদয়-ময়লা দূরীভূত হইয়া নামাপরাধের অপগতিক্রমে শুদ্ধ নামোদয়ের সম্ভাবনা হয়। কিন্তু বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ থাকিলে নিষ্কপট-হৃদয়ে অনুতাপ-সহকারে বৈষ্ণব-চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ দূরীভূত হইয়া নিতাই-গৌরের সেবায় প্রসন্নতা লাভ হয়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার প্রথমেই শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা-প্রার্থনা। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা হইলেই চিত্তের বিষয়-বাসনা দূরীভূত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ-

চিত্তে ধামবাস, সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম শ্রবণ ও সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন-স্পৃহা জাগিয়া উঠে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরসেবা এবং শ্রীবৃন্দাবনধামে যুগল শ্রীরাধাগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনের সেবা মিলাইয়া দিতে পারেন।—"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই", "নিতাইয়ের করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে।।" নিত্যানন্দ প্রভুই আমাদের হৃদয় নির্ম্মল করিয়া তাহাতে গৌরাবির্ভাব স্ফূর্ত্তি করাইতে পারেন—নিত্যানন্দ-কৃপাই আমাদের হৃদয় শ্রীরাধাবিনোদ-বিহারীর অনুরাগ-রাগরঞ্জিত করিয়া ব্রজলীলায় প্রবেশাধিকার প্রদানপূর্ব্বক অপ্রাকৃত লীলারস আস্বাদন-যোগ্যতা দান করিতে পারেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৩ পৃষ্ঠার পর]

অষ্টাদশ অধ্যায়ের উক্ত শ্লোকসমূহের গুরুত্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, যিনি এক অথচ সকলের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর, তিনিই সংসারযন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূতকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইবার জন্য হৃদ্দেশে বর্ত্তমান। সর্ব্বভাবে এই পুরুষই সকলরূপে বিহার করিতেছেন, এই ভাবনা কিম্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার আনুকূল্য সমন্বিত অনুশীলন করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ কর ; তাহা হইলে পরমা শান্তি লাভ করিবে।

অনন্তর এই ঈশ্বরোপাসনা একান্ত ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীঅর্জ্জুনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ মহাকৃপাভরে পরম রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া উপদেশ করিলেন—আমার সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্য শ্রবণ কর।

যদিও 'গুহ্যতম' বলিলে গুহ্য ও গুহ্যতর হইতে নিগূঢ় বাক্য বুঝায়, তথাপি 'সর্ব্ব'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া গুহ্যতম শ্রীনারায়ণ-ভজন প্রতিপাদক বাক্য হইতে নিজ-ভজন-প্রতিপাদক বাক্যের শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিলেন। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ নির্দ্দেশ করিতে হইলে 'তমপ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও উৎকর্ষহেতু সর্ব্বগুহ্যতম শব্দের প্রয়োগ। স্বকৃত তাদৃশ উপদেশ শ্রবণে অর্জ্জুনকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বলিতেছেন,—'দৃঢ়তাসহকারে বলিতেছি, তুমি আমার প্রিয়। পরম বিশ্বস্ত আমার বাক্য শ্রবণ করা তোমার কর্ত্তব্য।" নিজে কেন তাদৃশ রহস্য প্রকাশ করিলেন? তাহার হেতু—ততঃ ইত্যাদি অর্থাৎ তুমি আমার প্রিয় বলিয়াই তোমার নিকট কিছু গোপন করা যায় না। তোমার প্রীতির প্রভাবে হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া সকল রহস্য ব্যক্ত হয়।

সেই গুহ্যতম বাক্য জানিবার জন্য অর্জ্জুনের ঔৎসুক্য উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তাহা শ্রবণে অর্জ্জুন মনোযোগী হইলে তাঁহাকে বলিলেন,—"মন্মনা ভব" ইত্যাদি।

তোমার সম্মুখে মিত্ররূপে বিরাজিত যে আমি, তাহাতে মন স্থাপন কর ; আমার প্রীত্যর্থে আমার ভজন কর, নিজ সুখলাভের জন্য নহে। 'মন্মনা', 'মদ্ভক্ত', 'মদ্‌যাজী' ও 'মাং নমস্কুরু'—সর্ব্বত্র 'মৎ'-শব্দ প্রয়োগহেতু নানাপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন করা কর্ত্তব্য—ইহাই নির্দ্ধারিত।

নানা প্রতিবন্ধে বিক্ষিপ্তচিত্ত কি-প্রকারে তদ্‌গতচিত্ত হইবে? এই আশঙ্কার সমাধানার্থ বলিতেছেন,—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি। সন্ধ্যা-বন্দনাদিরূপ নিত্যধর্ম্মাদি ও প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মও পরিত্যাগ করিয়া এক আমার শরণাপন্ন হও। পরি-শব্দদ্বারা ধর্ম্মসকলের স্বরূপতঃ ত্যাগ সমর্থন করিলেন। ধর্ম্মত্যাগ দুইপ্রকার—স্বরূপতঃ ল ফলতঃ ত্যাগ। অনুষ্ঠান পরিত্যাগ স্বরূপতঃ ত্যাগ, আর ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান—ফলতঃ ত্যাগ। সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তির বিঘ্নজনক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। পাপ-ত্যাগ প্রতিবন্ধ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিলে প্রত্যবায় হইতে পারে, তাহা কিরূপে ত্যাগ করা যাইবে? এই আশঙ্কার নিরসনার্থ বলিতেছেন,—আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনই ধর্ম্ম, আর আজ্ঞা লঙ্ঘনই অধর্ম্ম। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিলে প্রত্যবায় হইবে না। শ্রীকৃষ্ণভজন-জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিলে পাপ হইবে না—একবার দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ ব্যতিরেকভাবে বলিলেন (নিষেধ বাক্যদ্বারা), তুমি শোক করিও না, তোমার চিন্তার কারণ নাই। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, নিশ্চিন্ত-মনে আমার ভজন কর।

কাহারও কাহারও এইরূপ সংশয় হয় যে, যদি কৃষ্ণভজনই উপদেশসার হয়, তবে গীতায় বহুপ্রকার যোগের উপদেশের তাৎপর্য্য কি? তাহার উত্তর,—তারতম্য জ্ঞানের জন্য। বহুবিধ সাধন ও তাহাদের ফল উল্লেখ না করিলে শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বোত্তমতা দেখান যায় না। তাঁহার কোন্ স্বরূপের ভজন করিবে? কেহ কেহ বলেন,—বিশ্বরূপই পরম স্বরূপ, কিন্তু তাহা ভ্রম। কারণ বিশ্বরূপ, বিরাট্ রূপাদি শ্রীকৃষ্ণ-রূপের একান্ত অধীন। শ্রীকৃষ্ণ-রূপ বিশ্বরূপের অধীন হইলে শ্রীকৃষ্ণ উহা ইচ্ছামাত্রে দেখাইতে পারিতেন না। বিশেষতঃ ঐখানে ইহা উক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া পুনরায় ***'নিজরূপ'*** দর্শন করাইলেন। এজন্য নরাকার রূপেরই স্বকীয়ত্ব নির্দ্দেশ। সুতরাং বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে এবং পরমভক্ত অর্জ্জুনের উহা অভীষ্ট রূপ নহে। কারণ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের ভয় ও বিস্ময় হইয়াছিল, তজ্জন্য উহা তাঁহার অনভিপ্রেত। বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিয়াছেন বলিয়া উহার শ্রেষ্ঠতা বা মাহাত্ম্য অধিক বলিলে বিচারে ভুল হইবে। নরাকৃতি পরব্রহ্ম দর্শনের উপযোগী অর্জ্জুনের স্বাভাবিকী দৃষ্টি। তাহা হইতে দেববপু (বিশ্বরূপ) দর্শনের দৃষ্টি ভিন্না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের স্বাভাবিকী দৃষ্টি আচরণ করিয়া দিব্যদৃষ্টি (দেব-সম্বন্ধীয়) দান করিয়াছিলেন। কিন্তু দিব্যদৃষ্টিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম-দর্শনে সমর্থ নহেন। তাহা ঐ অধ্যায়ের শেষে

উক্ত হইয়াছে—তুমি যে রূপ (নরাকৃতি) দর্শন করিলে তাহার দর্শন অত্যন্ত দুর্ঘট, দেবতাগণও এই রূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষা করেন ; তাহা কেবল অনন্যভক্তিদ্বারাই সুলভ। "সুদুর্দর্শমিদং রূপম্" কাহারও মতে বিশ্বরূপ বলিয়া ভ্রম হয়। কারণ অর্জ্জুনের বাক্য—"হে জনার্দ্দন, তোমার এই মনুষ্য-রূপ দর্শন করিয়া" ইত্যাদি বাক্যের পর সুদুর্দর্শ-বাক্য উক্ত হইয়াছে।

(*কৃষ্ণোপনিষৎ—৯*)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় গোপালতাপনী উপনিষদেও সনকাদি ঋষিগণের উক্তিতে ব্রহ্মার বাক্যে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা। যথা—

কঃ পরমো দেবঃ কুতো মৃত্যুর্বিভেতি। কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভাতি, কেনেদ বিশ্বং সংসরতি।

সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে পরম দেবতা? কাহা হইতে মৃত্যু ভীত হয়? কাহার বিজ্ঞানে সমস্তই জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায় এবং কাঁহাকর্ত্তৃক এই বিশ্বের গতাগতি হয়? ব্রহ্মার উত্তর,—

কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্। গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞাতং ভবতি। স্বাহয়েদং সংসরতি।

অর্থাৎ 'কৃষ্' ধাতু সত্তাবাচক ও 'ণ' প্রত্যয় আনন্দবাচক, তদুভয়ের ঐক্যহেতু অথবা ভক্তগণের পাপাকর্ষণ-নিমিত্ত 'কৃষ্ণ' পরমদেবতারূপে প্রকাশিত। গোবিন্দ হইতে 'মৃত্যু' ভয় পায়। 'গোপীজনবল্লভের' জ্ঞানে বিশ্ব বিজ্ঞাত হয়। 'স্বাহা' (মায়া) কর্ত্তৃক এই জগৎ উৎপন্ন। পুনরায় প্রশ্ন হইল—

কঃ কৃষ্ণো গোবিন্দশ্চ কোঽসাবিতি গোপীজনবল্লভঃ কঃ কা স্বাহেতি। তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ—পাপকর্ষণো গোভূমিবেদবিদিতো বেদিতা গোপীজনাবিদ্যাকলা প্রেরকস্তান্মায়া চেতি।

কে কৃষ্ণ, গোবিন্দ কে, গোপীজনবল্লভই বা কে এবং স্বাহা কে? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন,—পাপকর্ষণজন্য সচ্চিদানন্দরূপী কৃষ্ণই পরমদেবতা, গো-শব্দে ভূমি ও বেদ—ইহাতে যিনি বিখ্যাত এবং দ্রষ্টা, তিনি গোবিন্দ, মৃত্যু তাঁহা হইতে ভীত হন। 'গুপ্' ধাতুর অর্থ পালন করা অর্থাৎ পালনীশক্তি তাহার জন অর্থাৎ সমূহ এই অর্থে গোপীজন ইহার বাচ্যা অবিদ্যাকলা, তাহাদের বল্লভ—স্বামী, ঈশ্বর, ইনি সকলের অধিষ্ঠানরূপে বর্ত্তমান, তাঁহার জ্ঞানদ্বারা সমস্ত জগৎ বিদিত হয়। তাঁহার অধীনা যে মায়া, তাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।

ঐ তাপনীর উপসংহারে বলিয়াছেন,—তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেত্তং যজেদিত্যোং তৎ সদিতি। অর্থাৎ—অতএব সর্ব্বোৎকর্ষহেতু শ্রীকৃষ্ণই পরম-দেবতা ; তাঁহার ধ্যান, তাঁহার রসন (আস্বাদন বা কীর্ত্তন), তাঁহার যজন অর্থাৎ অর্চ্চন এবং প্রেমপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করিবে (তিনিই ওঁ তৎ সৎ শব্দত্রয় প্রতিপাদ্য)। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৭ ; ১৪ মে, ২০০০

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(২) নারদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৮ পৃষ্ঠার পর]

পিতৃবাক্যে নারদ শিবলোকে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—

'প্রতপ্তহেমাভজটাধরং বিভুং দিগম্বরং শুভ্রমনন্তমক্ষরম্।
মন্দাকিনী পুষ্করবীজমালয়া কৃষ্ণেতি নামৈব মুদা জপন্তম্।।"

(ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ২৫—১০)

ভাবে ভোর দিগম্বর মন্দাকিনী-জাত পদ্মবীজ-মালায় পরমানন্দে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—এই নাম জপ করিতেছেন। শিব সানন্দে পুলকাঙ্গ প্রণতঃ নারদকে আলিঙ্গন করিয়া পরমাদরে আসনে বসাইলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর সেই জিজ্ঞাসু শরণাগত শিষ্যের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সবিস্তার ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ দিলেন। আর বিদায়কালে তাঁহাকে একবার বদরিকাশ্রমে নারায়ণ-ঋষির কাছে যাইতে বলিলেন। শিব-আজ্ঞায় নারদ আবার তথায় গমন করিলেন। তিনি তথায় গিয়া অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিলেন। দেখিলেন, নন্দন-বনসদৃশ সুন্দর কাননে মুনি, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব আদিদ্বারা পরিবৃত হইয়া যোগি-গুরু নারায়ণ-ঋষি রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। গন্ধর্ব্বগণ কৃষ্ণ-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতেছেন। ঋষিবর স্মিতমুখে বসিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন। তিনি নারদকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিলেন। নারদ প্রণাম করিলে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া তুল্যাসনে বসাইলেন। তিনিও আসন গ্রহণ করিয়া কুশল প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসু নারদকে ভগবৎস্বরূপ কহিলেন, এবং বিদায়কালে বলিলেন,—"নারদ! তুমি সম্প্রতি তোমার পিতার নিয়োগে তাঁহার প্রীতিসাধন কর্ম্মই কর। পরে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হইবে।"

অতঃপর একদিন এক নির্জ্জনস্থলে তাঁহার পরম বৈরাগী পূর্ব্বজ-ভ্রাতা সনৎকুমার কৃষ্ণনাম করিতে করিতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নারদ তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন সহাস্যমুখে সনৎকুমার কহিলেন,—হরিসেবা ব্যতীত শুভাশুভসকল কর্ম্মই ভক্তিযোগের অর্গলস্বরূপ, উহাই মায়ার বন্ধন ; উহাই নরকের পথ ; আর গর্ভবাসের বীজও উহাই! পাপী নরাধমেরা সুধা বলিয়া সানন্দে এই গরল পান করে। তুমি একান্ত হইয়া এখনই আমার এই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র লইয়া প্রস্থান কর। আমি এই কৃষ্ণনাম জপ করিয়াই সর্ব্বপূজিত হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছি। এই কৃষ্ণনামই সকলের সারাৎসার পরম মন্ত্র।

এই বলিয়া কৃষ্ণৈকসাধন সর্ব্বত্যাগী সনৎকুমার ভ্রাতা নারদকে স্নান করাইয়া সিদ্ধ মহামন্ত্রে দীক্ষা দিয়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ নারদের পথ রোধ করিতে পারিল না। তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহার চির-মনোগত সঙ্কল্প সাধন করিতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। নারদ ভক্তিযোগাশ্রম ভারতবর্ষে আসিয়া ভগবৎসাধনায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইলেন।

অচিরকাল-মধ্যেই তাঁহার চিরাভীষ্ট বস্তুও লাভ হইল। তিনি সেই ব্রাহ্ম তনু ত্যাগ এবং ব্রহ্মভূত ভাগবতী তনু লাভ করিয়া শ্রীগোবিন্দের সদা সেবা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীভগবানের নিত্য সেবক এই শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীনারদই আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে লক্ষ্যস্থল। তিনিই বেদব্যাসাদির গুরু। তাঁহার সেই হরিপার্ষদরূপ শুদ্ধস্বরূপে দারগ্রহণাদি কোনও মায়া সম্বন্ধ ঘটে নাই। চতুঃসনের মত শ্রীনারদও নৈষ্ঠিক (অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্মচর্য্যরত) ভক্তই ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ, ২৪শ অধ্যায়ে ২০শ শ্লোক-টীকায় সর্ব্ববিৎ শ্রীধরস্বামী, শ্রীনারদকে ও চির-ব্রহ্মচর্য্যরত চতুঃসন (সনৎকুমার, সনক, সনন্দ ও সনাতন) সহ গণ্য করিয়া পঞ্চজনকেই নৈষ্ঠিক বলিয়াছেন। যথা,—"নৈষ্ঠিকৈরেতৈঃ পঞ্চভিঃ" ইত্যাদি। বৈষ্ণবের জন্ম-কর্ম্ম মায়িক জীবের মত নহে ; তাহা প্রাকৃত জ্ঞানের অতীত।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি শ্রীনারদের যে সুগভীর তত্ত্বোপদেশ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রসিন্ধুমথিত সুধাস্বরূপ। তাহা ত' হইবারই কথা ঃ—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়না কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।"

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সুদুর্ল্লভ সাধুসঙ্গ হইতে শ্রীহরির যে কর্ণরসায়ন গুণগাথা সংকীর্ত্তিত হয়, তাহা সেবন করিলে অচিরে অবিদ্যা-নিবৃত্তি-পথ হরিপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির ক্রমোৎপত্তি হয়।

সাধুশিরোমণি শ্রীনারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ভক্তরাজ প্রহ্লাদের কথা শুনাইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং জীবের মায়ামুক্তির উপায়-আদি অনেক নিগূঢ় বিষয় বলিয়াছেন। তাহা হইতে কয়েকটি বিশেষ কথা আমরা এই প্রসঙ্গে বলিব। তিনি বলিয়াছেন,—"সাধুসেবা ; শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন ; তাঁহার সেবা, পূজা, প্রণাম ও দাস্য ; সখ্যভাবে তাঁহার ভজনা ; তাঁহার চরণে আত্মদান ; সর্ব্বজীবে তাঁহার অধিষ্ঠান জানিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রীতি ও সকলকে যোগ্য সম্মান দান ; আত্মার অবনতি-সাধক বিফল প্রসঙ্গ পরিত্যাগ ; আপনার দোষ-গুণ বিচার করিয়া নির্দ্দোষ হইতে সতত যত্ন; কৃষ্ণবিমুখজনের সকল কর্ম্মের নিষ্ফলতা-জ্ঞান এবং সেইরূপ কর্ম্ম হইতে বিরতি ; সাধুশাস্ত্র অধ্যয়ন ; সরলতা ; অহিংসা ; সকল অবস্থায় সন্তোষ ; শৌচ ; সত্য ; ক্ষমা; ধৈর্য্য ; ব্রহ্মচর্য্য ; তপস্যা ; শম ; দম ; দয়া এবং সদসদ্ বিচার—এই পরম ধর্ম্ম মনুষ্যমাত্রেরই অনুষ্ঠেয়। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হন ; জীব মায়া-পাশমুক্ত হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

"হরিভক্তি, শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান ও দয়া—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। বর্ণনির্দ্দেষে জন্মমাত্রই গণ্য নহে ; তাহাতে এই গুণগুলিই প্রধান লক্ষ্যস্থল। (ভাঃ ৭।১১।৩৫ শ্লোকে শ্রীধরস্বামীর টীকা—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-

ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ")। জাতিমাত্রদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইতে পারে না। গুণ বা লক্ষণই বর্ণনা নির্দ্ধারণের প্রকৃষ্ট ও মুখ্য কারণ। ব্রাহ্মণোচিত শম-দমাদি গুণ যদি বর্ণান্তরেও প্রত্যক্ষ হয়, তবে তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ তিনিও ব্রাহ্মণের তুল্য সমাদর প্রাপ্ত হইবেন। আর ভগবদ্ভক্ত হইলে ত' সর্ব্বোত্তম। তিনি ত' যাবতীয় জীবজগতের গুরুদেব। নিখিল লোকসমাজ তাঁহার পাদপদ্মসেবায় ব্যস্ত। কারণ স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীহরিই বলিয়াছেন,—"**আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়।**" "স্ত্রীজনেরা সতত পতিসেবা করিবেন (অবশ্য তাহা যদি কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল না হয়)। তাঁহারা স্বীয় পতিকেই বিষ্ণু-সম্বন্ধীয়-জ্ঞানে সেবা করিয়া পরলোকে বৈকুণ্ঠে জগৎপতি শ্রীহরির নিত্যসেবা লাভ করেন। স্ত্রীলোকের বেশভূষা রচনা আত্মসুখ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নহে ; তাহা হরিসেবাপর পতির কৃষ্ণপ্রীতি সাধনের জন্যই হইবে।

"গৃহস্থ সংযমী হইয়া যথাকালে প্রজালাভ-মানসে পরিণীতা পত্নীর সঙ্গ করিবেন। কদাচ পরনারী সম্ভাষণ করিবেন না। যতক্ষণ ভোক্তা ও ভোগ্য—এই ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ গৃহত্যাগী কদাচ স্ত্রীরূপ দর্শন করিবেন না। প্রমদা ঘৃতকুম্ভ-সদৃশ, পুরুষ অগ্নিতুল্য; তজ্জন্যই স্ত্রী-পুরুষ সম্মেলন সর্ব্বদা অনর্থেরই হেতু জানিয়া তাহা হইতে সকলেরই বিরত হওয়া কর্ত্তব্য।

"গৃহে অবস্থিত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিয়া সংসার-ব্রতে ভক্তিশাস্ত্র-বিহিত কার্য্য করিবেন এবং গৃহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সতত সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথায় কালযাপন করিবেন। গৃহে থাকিয়া ও হরিভজনের উদ্দেশে যাবৎ-প্রয়োজন অর্থ উপার্জ্জনাদি হরি-সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিয়াও গৃহী হরিপাদপদ্মে রত হইয়া সংসারাসক্তি ত্যাগ করিতেই যত্নবান্ থাকিবেন। আচণ্ডাল সকল প্রাণীকেই কৃষ্ণের জীব বলিয়া জানিয়া তাঁহাদের কাহাকেও যোগ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন না। সকলেরই বিহিত হিত-সাধনে সর্ব্বদা স্বার্থত্যাগ করিবেন। শ্রীহরিই এই অসংখ্য জীব-নিবাস বিশ্বের বীজ-স্বরূপ; তিনিই সর্ব্বমূলাধার ; তিনিই সকলের আত্মা ; সুতরাং তিনিই সকলের সর্ব্বথা সেব্য।

"কোনরূপ জীব-হিংসা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মন, বাক্য ও শরীরদ্বারা সর্ব্বথা হিংসা পরিত্যাগ করিবে। ইহা পরম ধর্ম্ম। শ্রাদ্ধে মৎস্য-মাংসাদি আমিষ প্রদান করা একান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরও মৎস্য-মাংসাদি আসুর আহার ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেরূপ ভোজ্য কাহাকে দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। ভগবন্নিবেদিত সামান্য অন্ন দিলে তাহা অক্ষয় ও অভিলষিত ফলপ্রদ। তদ্দ্বারাই দেবগণ ও পিতৃগণের সেবা বিধেয়। তাঁহারাও তাহাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

"যিনি নির্ম্মল জ্ঞানালোক দেখাইয়া নিরন্তকুহক পরম সত্য দর্শনের সহায় হন, সেই সাধু-গুরুকে শ্রীহরির অভিন্নস্বরূপ জানিবে। যে মূঢ় তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞান করে, তাহার সকল সাধনাই নিষ্ফল হয়।

"রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক, ভয়, মদ, মান, অপমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, অহঙ্কার, মিথ্যা অভিনিবেশ, অনবধানতা, দুষ্ট ক্ষুধা ও অতি নিদ্রা এবং এইরূপ অন্যান্য আত্মার অহিতকর বিষয় জীবের পরম শত্রু। সমাধি-সম্পন্ন যতির প্রাকৃত পরোপকারাদি প্রবৃত্তিও শত্রুস্বরূপ। ইহাদের হইতে সকলেরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

"সাধুসম্মত কর্ম্মরত সাধুসেবী ব্যক্তি সংসারে থাকিয়াও ভগবদ্ভক্তি এবং সাধুগতি লাভ করিতে পারেন। আর সাধুভক্তের কাছে অপরাধী হইলে সকলেরই স্থানচ্যুতি ও অধোগতি অনিবার্য্য।"

শ্রীনারদ ধ্রুবের গুরু ; তিনিই প্রহ্লাদের গুরু। আমরা যে শ্রীমদ্ভাগবতরূপ অমূল্য অমিয় নিধি পাইয়াছি, তাহা এই ভুবনমঙ্গল ভাগবতোত্তমের কৃপাতেই হইয়াছে। পরমভক্ত গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রকেতুর ভগবদ্ভক্তিও শ্রীনারদ হইতেই। তিনি প্রজাপতি দক্ষের হর্য্যশ্ব ও শবলাশ্ব-নামক বহু পুত্রকে বিষয়-নিবৃত্ত করিয়া পরমার্থ-পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বার্থের হানি দেখিয়া দক্ষ নারদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন,—"তুমি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে ; কোথাও স্থান পাইবে না।" সাধুসত্তম নারদ ভাগবতোচিত দুর্ল্লভ ক্ষমাগুণে "তাহাই হউক" বলিয়া হাসিমুখে সেই অভিশাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শূর্প ও তুষ

শস্যমাঝে স্থূলদেহ লুকাইয়ে তুষ।
ঘোষণা করিছে উচ্চে আপন পৌরুষ।।
বাহ্য আড়ম্বরে তার হইয়া মোহিত।
অবোধ হৃদয় কত হ'তেছে বঞ্চিত।।
কম্পিত সম্মুখে তাই আসিয়া সত্বরে।
তুষ-দর্প দেখি' শূর্প কহে তারস্বরে।।
"দেখাও পৌরুষ তুষ, কি বাক্যে বিফল।
কত লঘু তুমি, মোর বাতাসে বিহ্বল।।
একটী নিশ্বাসে দেখ উড়িবে এখনি।
চিনিবে সকলে তুমি কি গুণের খনি।।
মানে মানে এই বেলা হয়ে যাও দূর।
নির্ম্মল করিব আমি নৈবেদ্য প্রভুর।।"
নে'চে উঠে ক্রোধে তুষ কহে শূর্পে ডাকি'।
"হ'য়েছে বড় যে দর্প ঢেঁকীশালে থাকি'।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৭ ; ১৪ মে, ২০০০

জান নাকি রজ্জু দৃঢ় শুষ্ক-তৃণ শত।
মত্ত বারণেও বদ্ধ করে বলে কত।।
কেন আমাদের সুখ-পথ রুদ্ধ কর।
আছি মিলেমিশে, তুমি নেচে কেন মর।।"
বাধা দিয়া কহে পুনঃ শূর্প সত্যশীল।
"বৃথা দর্প—রাখিব না আবর্জ্জনা তিল।।
উড়াব প্রচণ্ড বাতে, অন্তঃসারহীন।
হলেও সহস্র হ'বে তোমরা বিলীন।।
স্বচ্ছ শুদ্ধ সুনির্ম্মল সেবা-আয়োজন।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি পূর্ণ করিবে সাধন।।
যাও তুষ, যাও তুমি কামাগ্নি-ইন্ধনে।
কৈতব-মোহিত-জন ইন্দ্রিয়-তর্পণে।।
প্রভুর আমার প্রিয় নৈবেদ্য পরম।
কদাপি পরশ তুমি না কর এমন।।"
উড়িল পলকে তুষ শূর্পের বাতাসে।
হরি ব'লে কুতূহলে 'কৃষ্ণামৃত' হাসে।।

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৬ পৃষ্ঠার পর]

সেই ভগবানকে আমরা কি করে লাভ করব? তখন বলছেন,—'সাধনং শুদ্ধ-ভক্তিম্'। সেই প্রেমময় ভগবানের উপাসনা যাঁরা করছেন, তাঁদের বলছেন—সাধক, সাধিকা। সেই ভগবানকে প্রাপ্তির মাধ্যম কি?—ভক্তি। ভক্তির দ্বারাই সেই ভগবানকে লাভ করা যায়। তাই বলছেন,—'সাধনং শুদ্ধভক্তিম্'। শুদ্ধভক্তির সাধন হল সেই ভগবানকে প্রাপ্তির উপায়। "প্রেমা পুমর্থো মহান্।" আমাদের মূল প্রাপ্তব্য বিষয় কি?—ভগবৎপ্রেম, ভগবৎপ্রীতি—এটাই আমাদের মূল প্রাপ্তব্য বিষয়। সেই কথাই আমরা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর Theoryতে দেখতে পাই—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। সম্বন্ধ-তত্ত্ব—ভগবান্ সম্বন্ধ, জীবাত্মার সহিত তাঁরই সম্বন্ধ। সনাতন গোস্বামী—যিনি হুসেন শাহ বাদশার একজন মন্ত্রী, তিনি প্রশ্ন করছেন চৈতন্যমহাপ্রভুর কাছে—"কে আমি, 'কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।' ইহা নাহি জানি—'কেমনে হিত হয়'।।" তিনি কি জানতেন না, তিনি হুসেন শাহ বাদশার একজন মন্ত্রী, কিন্তু ওটা তাঁর জানবার বিষয় ছিল না,

আত্মতত্ত্ব জানবার প্রশ্ন ছিল তাঁর। সেইজন্য প্রশ্ন করেছেন,—'কে আমি'—Who am I ? প্রশ্নের উত্তর এসেছে—

"জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'।"

সমগ্র জীবাত্মার স্বরূপ হচ্ছে ভগবদ্দাস, ভগবদ্দাসত্ব। সেই প্রেমময় ভগবান্ হলেন পরম সংসেব্য বস্তু, আর আমরা হলাম তাঁর সেবক-সেবিকা।

সম্বন্ধ হলেন ভগবান্। সেই ভগবানকে প্রাপ্তির উপায়—ভক্তি এবং প্রেম—প্রয়োজন। ভগবৎপ্রেম, ভগবৎপ্রীতি হল আমাদের প্রয়োজন—এইটাই হল শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বিচার। 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদম্'—এই হল চৈতন্যমহাপ্রভুর মত, বিচার। 'তত্রাদরো নঃ পরঃ'—এতেই আমরা আদর রাখব, আদর-যত্ন করব। অন্য কথা যারা বলছেন, উল্টোপাল্টা কিছু বলছেন, তাৎকালিক সত্যের কথা যারা বলছেন, নিত্যসত্য, বাস্তবসত্যকে যারা লঙ্ঘন করছেন, তাদের কথা মানছি না আমরা।

আবার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথা শুনুন, ঐ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা পরিষ্কার করে জানিয়েছেন শাস্ত্র—"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমম্।" আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় একজন আম্নায়ের কথা বলেছেন। অর্থাৎ মন্ত্র আমরা নিয়েছি, কিন্তু আমাদের মন্ত্র নেওয়া ঠিক হয়নি। কেন হয়নি, যুক্তি দিয়ে সেই জিনিষটা বুঝাতে চেয়েছিলেন। Proper channel থেকে মন্ত্র নেওয়া হয়নি—সেই কথাটা বুঝাতে চাচ্ছেন। শাস্ত্রের বাক্য—সাধারণ মানুষের লেখা কিছু নয়, সেই কথা বুঝিয়েছেন সেখানে। 'সম্প্রদায়'। সম্প্রদায়-শব্দটা বর্ত্তমানে বলতে গেলে আজকাল অনেকের ভুল ধারণা—একটা Sectarian thought এসে যায়। কিন্তু তা আসার কোন কারণ নেই, সেই কথাটা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বুঝাচ্ছেন। কি কথা?—

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।।

সৎসম্প্রদায় চারটী আছে এই কলিকালে। শাস্ত্রের উক্তি, কারও অস্বীকার করবার উপায় নেই। আপনি কোথা থেকে মন্ত্র নিয়েছেন মশায়? মশায়, অমুকের কাছ থেকে নিয়েছি, আমার এক শৈব-গুরু ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে নিয়েছি ; আমার এক শাক্ত-গুরু ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে নিয়েছি। বললেন—হবে না ওটা। তিনি কোন্ সম্প্রদায়ানুগত? তা বলতে পারি না। বাপ-ঠাকুরদাদার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে আমাকে পর পর তালিকা দিতে হবে, তা না হলে আমাকে কেউ মানছে না। "'সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ"—সৎসম্প্রদায়-বিহীন যে মন্ত্র সে মন্ত্রে কখনও সফলতা আসবে না—সেই কথা শাস্ত্র বলছেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তা শিখিয়ে গেছেন। "অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ"—সুতরাং এই কলিকালে চার সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়েছেন। কি কি?—

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৭ ; ১৪ মে, ২০০০

শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ।।

চার সম্প্রদায়। আমরা যে-কোন রকমের সাধন-ভজন করতে চাই, ঈশ্বরের উপাসনা করতে চাই, এই চার সম্প্রদায়ের যে-কোন এক সম্প্রদায়ের অনুগত হতে হবে। তা না হলে Channel পাচ্ছেন না, সাধন-ভজনে সুবিধা হচ্ছে না। সেইটাই শাস্ত্রে বুঝানো আছে এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সেই কথাই বলেছেন।

"আম্নায়ঃ প্রাহ"—'আম্নায়' মানে সৎসম্প্রদায়—ব্রহ্ম-সম্প্রদায়। সেই সম্প্রদায় হল Channel। শাস্ত্র কি বলছেন? "হরিমিহ পরমম্"—সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, পরমারাধ্য সেই ভগবান্ হলেন সর্ব্বারাধ্য তত্ত্ব। ভগবান্ শ্রীহরিই সর্ব্বারাধ্য তত্ত্ব। কে তিনি? "সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্"—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্। কোনদিকে তাঁর শক্তি কম নেই। He is Omnipotent Lord. অনন্ত শক্তিমান্ ভগবান্। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" সেই ভগবানের সমান কেউ নেই, তাঁর থেকে অধিকও কেউ নেই। He is second to none. তিনি হলেন পরমেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্। "পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।" শাস্ত্র বলছেন, তিনি অনন্ত শক্তিমান্, কিন্তু বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে, গীতা-ভাগবতে সর্ব্বত্র তিনটী শক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তিন শক্তি কি কি?—তাঁর প্রধানা শক্তি হল স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি বা পরাশক্তি, দ্বিতীয় শক্তি হল জীবশক্তি এবং তৃতীয় হল মায়াশক্তি। এই তিনশক্তির বিচার সব জায়গায় বলা হয়েছে।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।।

এই কথাই বুঝানো হয়েছে। সেই ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি নিঃশক্তিক—যখনই এই কথা বলা যায়, তখনই তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তাকে অস্বীকার করা হল। বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে, গীতা-ভাগবতে যাঁকে বলা হচ্ছে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁকে কোন্ অর্ব্বাচীন বলে তিনি শক্তিহীন, নিঃশক্তিক। "রসাব্ধিম্"—তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, সমস্ত রসের অধিষ্ঠান তাঁর মধ্যে রয়েছে। পাঁচটী মুখ্যরস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এবং সপ্ত গৌণরূপ—হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সমস্ত রসের মূলাধার সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। সেই পরতত্ত্বকে বলছেন—"রসো বৈঃ সঃ।" সেই পরতত্ত্বকে বর্ণনা করছেন,—তিনি রসময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সম্বন্ধেই গোস্বামিপাদগণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে শাস্ত্রে এগুলো বর্ণনা করেছেন।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ-তারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।।

সেই রাধাপ্রিয় যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি জয়যুক্ত হউন। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি সেই কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। আকার তাঁর আছে। তিনি নিরাকার, নির্ব্বিশেষ বলে অনেক জায়গায়

বলা হচ্ছে। নিরাকারত্বের ব্যাখ্যা বহুরকমের রয়েছে শাস্ত্রে। তিনি যে-কোন আকার গ্রহণ করতে পারেন, তাঁর ক্ষমতা আছে, সর্ব্বসামর্থ্য আছে। তিনি মৎস্যকুলে, কূর্ম্মকুলে, বরাহকুলে গেলেও তাঁর ভগবত্তার হানি হয় না। তিনি সমস্ত আকারে যেতে পারলেও তাঁর নিজস্ব আকার একটা আছে। সেটা কি?—"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপম্ অতুলং শ্যামসুন্দরম্।" তিনি শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তি, সচ্চিদানন্দাকার সেই ভগবান্। সেই আকার কে দেখছেন? সবাই দর্শন করতে পারেন কি? সবাইয়ের সে ক্ষমতা নেই। কার ক্ষমতা আছে?

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

প্রেমের কাজলমাখা চোখে ভক্ত ভগবানের সেই অপ্রাকৃত প্রেমময় আকার দর্শন করেন। 'সদৈব'—কখনও দেখছেন, কখনও দেখছেন না—এমন নয়, সদা সর্ব্বদা সেই নিত্যবস্তু দর্শন করেন। 'যং শ্যামসুন্দরম্'—শ্যামসুন্দরমূর্ত্তি। জ্যোতিকে আমি মানি, জ্যোতির্ম্ময়কে মানি না, ভগবানকে মানা হল না। আমি জ্যোতির্ম্ময়কে মানি, তাঁর জ্যোতিকে অস্বীকার করলাম, তাহলে ভগবান্‌কে মানা হল না। সুতরাং Positive, Negative দুটোকে যুগপৎ মানতে হচ্ছে। সেখানে শক্তি হচ্ছেন Negative, আর শক্তিমান্ হচ্ছেন Positive। এ দুয়ের মিলনে সৃষ্টি।

প্রকৃতিবাদিগণ বলছেন,—প্রকৃতি থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ নাস্তিকগণের তালিকা ভগবান্ গীতাতে উপদেশ করেছেন তাঁর প্রিয়সখা অর্জ্জুনের কাছে। নাস্তিকের তালিকা দিয়েছেন,—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্।।

'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—ভুল সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম যদি সত্য হন, তাহলে জগৎও সত্য। এক নাস্তিক বলছে—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, হবে না তা, হতে পারে না তা। 'জগদাহুরনীশ্বরম্'—এক নাস্তিক বলছে—ভগবান্ বলে কেউ নেই এই জগতের স্রষ্টা। তাহলে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে কি করে? তৃতীয় নাস্তিক বলছে—'অপস্পরসম্ভূতম্'—Atom Molicules theory—কণাদের বৈশেষিক দর্শন, অণু-পরমাণুর সংঘাতে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। আর এক নাস্তিক বলছেন—'কিমন্যৎ কামহেতুকম্'। ভগবানকে না হয় বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বনিয়ন্তা বলে মেনে নিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের জন্য জগৎ সৃষ্টি করেন নি। যে-কোন উপায়েই হোক না কেন, ভগবানের প্রতি দোষারোপ করাটাই তাদের বাহাদুরি! আমি পূর্ব্বে বলেছিলাম যে, আজকাল নাস্তিকদেরই সম্মান অধিক। যারা আস্তিক তারা বোকা। আর যিনি যত তত্ত্বদর্শন অস্বীকার করতে পারছেন, তারাই তত বাহাদুর ব্যক্তি আজ সমাজে। শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তত্ত্বদর্শন যারা অস্বীকার করছেন, তারা নির্ব্বোধ, অর্ব্বাচীন। সেই কথাই শাস্ত্রে বুঝিয়েছেন যুক্তি দিয়ে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৭ ; ১৪ মে, ২০০০

সেই যে ভগবান্ তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, সর্ব্বশক্তিমান্। চিৎসাকার তিনি, তাঁর আকার আছে। তাঁর আকার আছে বলে এ জগতে আমরা জড় আকার দেখতে পাচ্ছি। এখানে সৃষ্টিবৈচিত্র্য, সৃষ্টিরহস্য দেখতে পাচ্ছি—বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা, পাখী, পশু, মনুষ্যগোষ্ঠী সব কিছু আছে। আকার থেকেই আকার আসে। নিরাকার থেকে আকার আসে না "Out of nothing nothing comes." "Etheist theory" ঠিক নয়। শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে না। তত্ত্ববস্তু থেকে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, সাকার থেকে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে। সেই theory জানিয়েছেন গীতা আমাদের। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" গীতা প্রদর্শন করছেন,—আকার থেকে আকার আসে, নিরাকার থেকে আকার আসে না। পাশ্চাত্ত্যদেশও এই নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলছেন,—Out of something something comes. গীতার বাক্যে তাঁরা প্রমাণ দিয়েছেন, বেদান্তের ও উপনিষদের প্রমাণ দিয়েছেন তাঁরা। জিনিষগুলো ত' আমাদের শাস্ত্রযুক্তিতে বুঝতে হবে, না খেয়ালখুশীমত কিছু বুঝব।

আম্নায়ঃপ্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।"

জীবাত্মার কথা আসছে এখানে। আগে গেল ঈশ্বরের Category, এখন আসছে জীবাত্মার Category। জীব কে? জীবাত্মা কে?—সাধক-সাধিকা যারা সাধন-ভজনের দ্বারা সেই পরতত্ত্ব ভগবানকে লাভ করবেন তারা দুই রকম—নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। প্রথম আদিসৃষ্টির সময় রুচি পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ জীবাত্মা, তাঁরা হলেন নিত্যমুক্ত, আর যারা এই মায়ার দিকে তাকিয়েছেন—ভোগময় জগতের দিকে তাকিয়েছেন, তারা হলেন নিত্যবদ্ধ জীবাত্মা । বদ্ধ জীব কি করে পুনরায় মুক্ত হতে পারে? এমন কি কোন উপায় আছে? হ্যাঁ, সাধন-ভজনের দ্বারা তারা মুক্তিলাভ করতে পারে—একথা বুঝানো আছে।

"ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ।' জীব এবং জগৎ—এই দুটোর ভগবানের সঙ্গে ভেদ এবং অভেদ সম্পর্ক আছে। জীবের সঙ্গে অভেদ কোথায়? ভগবান্ নিত্যশুদ্ধ সনাতন বস্তু, জীবাত্মাও নিত্যশুদ্ধ সনাতন বস্তু। এখানে অভেদ। আর ভেদ কোথায়? ভগবান্ বৃহচ্চৈতন্য, পূর্ণচৈতন্য ; জীবাত্মা অণুচৈতন্য বস্তু, অংশ। অংশ কোনদিন পূর্ণের সমান হয় না। কিন্তু আজ যে Theory বলা হচ্ছে 'মানুষই ভগবান্'—এ Theory ভুল। সেটাই এখানে প্রমাণ করছেন—অংশ কোনদিন পূর্ণের সঙ্গে সমান হয় না। আমরা সবাই ত' পড়েছি জ্যামিতিতে—'The part equal to the whole which is absurd।' তাহলে আজ ভ্রান্ত মানুষ কেন বলছে জীবাত্মা = পরমাত্মা। এ অঙ্ক কেন করতে যায়? হবে না কোনদিন, হতে পারে না। সেটাই বুঝানো হচ্ছে এখানে।

ভেদ আর অভেদ। ভেদ—অণুচৈতন্য আর বৃহচ্চৈতন্যে, আর অভেদ—নিত্যশুদ্ধ সনাতন বস্তু ভগবান্ এবং জীবাত্মাও তাই। Qualityতে difference সেখানে নেই;

কিন্তু Quantitative difference আছে সেখানে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার। পাঁচরকম ভেদের কথা বলেছেন শাস্ত্রে। জীবে জীবে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ, জীবে জড়ে ভেদ, জীবে ভগবানে ভেদ, ভগবানে ও জড়ে ভেদ—এইভাবে পঞ্চভেদের সংস্থান বর্ণনা করেছেন। তারপরে বলছেন,—'সাধনং শুদ্ধভক্তিম্।' জীবের সাধন কি?শুদ্ধভক্তি হল সাধন। সেই সাধনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। ভগবান্ সৃষ্টি করেছেন অনন্ত বিশ্ব, বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা, পশু, পক্ষী সবকিছু। কিন্তু তিনি মনে শান্তি পাননি। শান্তি পেলেন কখন? যখন তিনি নিজের আকারের মত একটা আকার দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করলেন তখন। তিনি বিচার করেছিলেন যে, এদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান হবে। এরা সাধন-ভজনের দ্বারা আমার সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে। তখন ভগবান্ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। একথা ভাগবতের মধ্যে বলা আছে। আপনারা সে কথা শুনেছেন,—

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষাঃ সরসৃপ-পশূন্ খগ-দ্রন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ং পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ।।

ভগবান্ মনুষ্য সৃষ্টি করে সন্তুষ্ট হলেন এই ভেবে যে, এদের সঙ্গে আমার ভাবের আদান-প্রদান হবে। সেই মানুষকে সৃষ্টি করে তিনি তাদের যে যে সম্পদ্ দিয়েছেন তা বর্ণনা করছেন—ধন, সম্পদ্, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা—Health, Wealth, Wishdom, Honour, Pleasure প্রভৃতি সবকিছু দিয়েছেন। এগুলো দিয়ে বললেন,—আমার দেওয়া এই সম্পদের অপব্যবহার ক'র না, এর সদ্ব্যবহার করে চল। যারা অপব্যবহার করছি আমরা তারা Liable হচ্ছি ভগবানের কাছে, ধর্ম্মের কাছে। সেইখানে Punishmentএর কথা আছে, স্বর্গ-নরক আছে। সর্ব্বধর্ম্মে স্বীকৃত স্বর্গ-নরক। Christianityতে স্বীকৃত Heaven and Hell—স্বর্গ-নরক, মুসলিম ধর্ম্মে স্বীকৃত স্বর্গ-নরক এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মেও স্বর্গ-নরক আছে। এটা অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই। ভাল কাজ করলে পুরস্কৃত হই, পুরস্কার দেওয়ার লোকও বসে আছেন, পুরস্কার পাবার স্থানও রয়েছে। অন্যায় করলে সাজা পাই, সাজা দেওয়ার লোকও আছেন, সাজা দেওয়ার স্থানও আছে। সুতরাং স্বর্গ-নরককে অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই, তা শাস্ত্রে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন। কিন্তু এই স্বর্গ-নরকের উপরে যে Sphere আছে, সেটাই শাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণনা আছে, সেটা আমরা কেউ বুঝি না।

যত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছেন তাঁরা সবাই যেতে চাচ্ছেন স্বর্গে। আমরা নরকে যাব না, যাব স্বর্গে। তারপরের Idea চেয়ে নিতে পারছেন না। কিন্তু সনাতন শাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত বলছেন এর পরেও উচ্চ স্থান আছে। যে উচ্চস্থানের বর্ণনা করেছেন তার নাম 'বৈকুণ্ঠ'। মায়ার বিক্রম সেখানে নেই। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা যেখানে তাকে বলে বিরজা। তার পরপারে হচ্ছে সেই বৈকুণ্ঠধাম। ভগবানের স্থিতি সেখানেই। সেইখানেই আমরা সবাই ছিলাম (যত জীবাত্মা—বর্ত্তমানে যারা আমরা এখানে এসে পড়েছি)। পুনরায় যদি আমরা সেখানে ফিরে যেতে চাই তাহলে ভগবান্

তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। অর্জ্জুনকে তাই কৃষ্ণ বলছেন,—অর্জ্জুন! তুমি যাবে ফিরে সেখানে—যেটা আমার স্থান, সেটা তোমার আদি-পৈতৃক ভূমি। সেই পৈতৃক ভূমির নাম হচ্ছে বৈকুণ্ঠ জগৎ গোলোক-বৃন্দাবন।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।

তুমি সেখানে যাবে? সেখানে গেলে আর এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ফিরে আসতে হবে না। এখানে এসে আর চিৎকার করতে হবে না—আমাদের দাবী মানতে হবে—এই চিৎকারের আর প্রয়োজন হবে না। তুমি সেখানে যাবে অর্জ্জুন? ভগবান্ তাঁর ভক্তকে দিয়ে জগৎকে—মূর্খ, অজ্ঞসমাজকে শিক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর ভক্তই হল সেখানে একমাত্র Transparent medium, তাঁকে দিয়েই শিক্ষা দিচ্ছেন সমগ্র জগৎকে। সেখানে কি শিক্ষা দিচ্ছেন? আমার ধামে যদি তুমি যাও সেখানে আর মায়ার বিক্রম নেই, তোমার জন্ম-মৃত্যু নেই কোনরূপ, নিত্য, শাশ্বত শান্তি সেখানে আছে। সেই তত্ত্বদর্শনটা এখানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যে এসেছে। তিনি বলছেন কি? 'সাধনং শুদ্ধভক্তিম্'—শুদ্ধভক্তিই তোমার সাধন, সেই সাধন-প্রচেষ্টার দ্বারাই তুমি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করতে পার, তাঁকে সাক্ষাৎভাবে পেতে পার। 'সাধ্যং তৎপ্রীতিম্'—সেই সাধ্যবস্তু হচ্ছে ভগবৎপ্রেম, ভগবৎপ্রীতি। এটাই হল আমাদের চরম লক্ষ্য। এটাই বুঝাচ্ছেন চৈতন্যমহাপ্রভু। 'ইতি উপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ।'—স্বয়ং গৌরচন্দ্র এই তত্ত্বদর্শনটা জগৎকে জানিয়েছেন। সেখানে বৈধীভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলেননি, সাধনভক্তি, রাগাত্মিকা ভক্তি, রাগানুগা ভক্তির কথা বিশেষভাবে শাস্ত্রে বর্ণনা করেছেন।

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ।।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর Theory এর মধ্যে নিহিত আছে। বিচারটা এর মধ্যে বুঝানো আছে। সাধনার ক্ষেত্রে সাধক-সাধিকা যে এইরকম জিনিষটা লাভ করতে পারেন, সাধারণের তা ধারণা নেই। পাশ্চাত্যদেশের যে ধারণা তাতে আমরা শুধু Father-hood of Godhead পাচ্ছি। কিন্তু ঋষিগণের যে বিচারপদ্ধতি, চৈতন্যমহাপ্রভু জগৎকে যে বিচারপদ্ধতি দেখাচ্ছেন, সেখানে শুধু Fatherhood of Godhead নয়, আরও অনেক কিছু—Consorthood of Godhead আছে। তার প্রমাণও রেখেছেন। ভগবান্ তুমি আমার পিতামাতা—এটা বললে ভগবানকে খাটিয়ে নেওয়ার বুদ্ধি হয়। কিন্তু ভগবান্ তুমি আমার পুত্র, আমি তোমার সেবা করব ; ভগবান্ তুমি আমার সখা, আমি তোমার সেবা করব ; ভগবান্ তুমি আমার পতি—বিশ্বপতি, জগৎপতি, জগন্নাথ, আমি তোমার সেবা করব—এই বিচারগুলো Consorthood of Godhead। এইসব বিচারগুলো শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুরই দেওয়া।

অধিকার-নিষ্ঠা

'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ', স্বীয় ব্রত উপাদেয়,
পরধর্ম্ম নহে গ্রহণীয়।
পরব্রতে, পরধর্ম্মে, মজি' যেই স্বীয় ধর্ম্মে,
স্বীয় ব্রতে ভাবে বর্জ্জনীয়।।
স্বাধিকার-নিষ্ঠা-ধন, ত্যজি' যে অভাগা জন,
অধিকারাতীত কিছু চায়।
একূল, ওকূল তার, হয় ধ্রুব ছারখার,
সব কিছু অধঃপাতে যায়।।
বামনের চন্দ্রলাভ (?), কামুকের প্রেমভাব,
বাতুলের সুসিদ্ধান্ত-বাণী।
গণ্ডমূর্খ বেদপাঠী, পাথরে সোনার বাটি,
ভিখারিণী হ'বে রাজরাণী।।
খদ্যোত মার্ত্তণ্ডজয়ী (?), বায়সী সুস্বরময়ী (?),
অনধিকারীর চেষ্টা সব।
অধিকারাতীত আশা, সকলি মোহের নেশা,
বাড়ে তাহে সংসার-কৈতব।।
সাত্বত-পুরাণ-মতে, স্বাধিকারে সুনিষ্ঠাতে,
লভে জীব পরম সন্তোষ।
স্বাধিকার-নিষ্ঠা যাহা, গুণ-পদবাচ্য তাহা,
অধিকার-নিষ্ঠা-ত্যাগ **দোষ**।।
স্বাধিকারানন্দে সেবা, অকৈতবে করে যেবা,
হ'য়ে 'নিজাভীষ্ট' অনুগত।
শ্রীচৈতন্য-ভক্তি-বাণী, মানদ-নিরভিমানী,
হ'য়ে পূজে সে-জন সতত।।

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

পশ্চিম আকাশে শেষের সূর্য্যটি তখনও অস্ত যায় নাই। খেচর প্রাণিগণ আহার ভুলিয়া কুলায়ের খোঁজে ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিয়াছে। আকাশে বাতাসে সমস্ত প্রকৃতিতে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। শীতের মুখ ভার করা, মন কেমন করা উদাসী হিমেল বিকালে ঘন কুয়াশার মধ্যে খুব সন্তর্পণে দিনমণি অনন্তকাল ধরিয়া দৈনন্দিনের ন্যায় সেইদিনও আর একবার মুখ ফিরাইলেন। দিবা অবসান হইল। মহাকালের মহাবিশ্বের খাতায় আরও একটী 'টিক্' (✓) চিহ্ন পড়িল। সাথে সাথে আরও একটী বৎসরের পর্য্যবসান ঘটিল। শুধু তাহাই নহে, একই সঙ্গে একটী শতাব্দীরও সমাপ্তি হইল। কিছু অত্যুৎসাহীর দল আর একটু ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া একটী সহস্রাব্দের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া দিল।

কিছুর সমাপ্তি মানে কিছুর শুরু। কিছু শুরুর অর্থ কিছুর শেষ। এই শেষ ও শুরুর ক্রান্তিক্ষণ আমাদের হিসাব মিলাইবার সময়—কি হারাইলাম, কি পাইলাম। সেই হিসাবে কেহ হাসে, কেহ কাঁদে। কেহ জিতিয়া লাভবান্ হয়, কেহ বা হারিয়া দেউলিয়া হয়। কেহ চলিয়া যায় ধ্বংসের পথে, কেহ নবীন নেশায় নূতন করিয়া বাঁচিবার স্বপ্ন দেখে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।

প্রকৃতির চোখরাঙ্গানি আর সমুদ্রের শাসানিতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভারতের কিছু অংশের অস্তিত্ব যেন লোপ পাইতে চলিয়াছিল। এখন সেখানে আবার নূতন প্রাণের, নূতন স্বপ্নের জোয়ার আসিতেছে। কে বলিবে মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে সেখানে কি ভয়ঙ্কর প্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে! মহাবিশ্বের সমস্ত প্রান্তে সর্ব্বক্ষেত্রেই এইরূপ বিভিন্ন বিপর্য্যয় ও শান্তির পটপরিবর্ত্তন প্রতিনিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে। এইভাবেই সমস্ত জীব ও জগৎ কালচক্রে বদ্ধ হইয়া সেই অনাদিকাল হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে অজানা অনন্তের পথে।

পরম কারুণিক মঙ্গলময় ভগবান্ জীবের এই দুঃখে বিগলিত হইয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য ধরাধামে করুণায় সপরিকর অবতীর্ণ হন। সমস্ত আশা-হতাশাকে জলাঞ্জলি দিয়া জীব সেই পরমপিতার আবির্ভাব-মুহূর্ত্তে তাঁহার আবির্ভাব-স্থানে তাঁহার আরাধনা করিয়া নিজে ধন্য হয় ও জগৎকে ধন্য করেন।

আমরাও প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও পুরাতনকে সসম্ভ্রমে বিদায় জানাইয়া নূতন বৎসরের দোলযাত্রাকে নূতনভাবে স্বাগত জানাইলাম। বর্ত্তমানে একটী ধারণা প্রচলিত হইয়াছে,—'নূতন কিছু কর, না পার অন্ততঃ যাহা কিছু পুরাতন, তাহা সব ধ্বংস করিয়া দাও।' মনে রাখিতে হইবে, এ উন্মাদনা অপরিণামদর্শী উন্মাদের লক্ষণ। নূতন কোথায়, কাহার উপর, কিভাবে দাঁড়াইবে? পুরাতনের প্রতিষ্ঠিত দৃঢ় ভিত্তির উপরেই নূতনের যে শাখা-প্রশাখা গজাইবে, তাহা সুনিশ্চিতভাবে মঙ্গলদায়ক হইবে। পুরাতনের অভিজ্ঞ সমর্থন ব্যতীত, যাহা কিছু নূতন বলিয়া দাবী করে, তৎসমস্তই উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর—ইহাও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত।

এ বৎসর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য, সাধারণ-সম্পাদক ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মহারাজ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত থাকায়, দেশ-বিদেশ হইতে অত্যুৎসাহী ভক্তগণও অনেক পূর্ব্বেই শ্রীমঠে আসিয়া উপস্থিত হন। স্বাভাবিকভাবেই এ বৎসর তুলনামূলকভাবে যাত্রীসংখ্যাও প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যায়।

বিগত ৩০শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।২০০০), মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে, সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সহৃদয় উপস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক সন্ন্যাসী, মঠবাসী এবং গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীমঠে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এবং পরিক্রমা সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিবার জন্য যোগ্যতানুযায়ী প্রায় সকলেই কিছু কিছু সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এইদিন বিকাল হইতে শ্রীমঠে তিলধারণের জায়গা ছিল না, তবুও জনজোয়ারের বিরাম ছিল না।

পরদিবস ১লা চৈত্র (ইং ১৫।৩।২০০০), বুধবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশচীনন্দনের বিজয়বিগ্রহকে সুসজ্জিত পাল্কীতে আরোহণ করাইয়া সঙ্কীর্ত্তনমুখে বিশাল পরিক্রমামণ্ডলী শ্রীমঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। গঙ্গাদেবীকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমায়াপুরের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণতি করিয়া, শ্রীগোদ্রুম-কাননে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা-লাভোদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রাকৃত জীবন-চরিত ও তাঁহার অতুলনীয় অবদান কীর্ত্তন এবং তাঁহার কৃপাভিক্ষাপূর্ব্বক শ্রীহরিহরক্ষেত্র ও সুবর্ণবিহার পরিক্রমা করিয়া সকলে শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপীঠ শ্রীনৃসিংহপল্লীতে উপস্থিত হন। এই স্থানে শ্রীধাম-মাহাত্ম্য পাঠ, কীর্ত্তন ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের মুখনিঃসৃত শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া সকল ভক্ত অপার্থিব আনন্দলাভ করেন। অবশেষে অগণিত ধামবাসী ও পরিক্রমাকারী ভক্তগণ মহাপ্রসাদ সেবনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ ও বৈষ্ণবগণ ধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য, বিধি-নিষেধ ও ধামতত্ত্ব সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

২রা চৈত্র (ইং ১৬।৩।২০০০), বৃহস্পতিবার শ্রীকোলদ্বীপস্থ সমুদ্রগড়ে রাজা সমুদ্রসেন ও ভীমসেনের উৎকর্ষতা প্রদর্শনে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ কপট বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে নির্ম্মল আনন্দে আপ্লুত করিয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর অপ্রাকৃত কবি শ্রীল জয়দেবের পাদস্পৃষ্ট-ধন্য চাঁপাহাটী পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-গদাধর দর্শন করিয়া যাত্রিগণ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় যথারীতি শ্রীগৌরসুন্দরের অবদান সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা হয়।

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৭ ; ১৪ মে, ২০০০

৩রা চৈত্র (ইং ১৭।৩।২০০০), শুক্রবার শ্রীঋতুদ্বীপান্তর্গত রাধাকুণ্ডতট, শ্রীজহ্নু-দ্বীপান্তর্গত বিদ্যানগরে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্রীপাট, শ্রীজহ্নুমুনির অবলুপ্ত আশ্রম এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট পরিক্রমা করিয়া তথায় খেচরান্ন প্রসাদ সেবা করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

৪ঠা চৈত্র (ইং ১৮।৩।২০০০), শনিবার সীমন্তদ্বীপস্থ প্রৌঢ়ামায়াস্থান—পোড়ামা-তলা, বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিস্থান দর্শন করিয়া নিদয়া ঘাট হইতে রুদ্রদ্বীপের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া চিড়া প্রসাদ পাইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

৫ই চৈত্র (ইং ১৯।৩।২০০০), রবিবার অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রথম মিলনস্থলী—শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীচৈতন্যবাণী-বিগ্রহ জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, বৈরাগ্য-বিগ্রহ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, কংসাংশে অবতীর্ণ শ্রীচাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী দর্শন, হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও সর্ব্বসাধারণে খেচরান্ন মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে বাৎসরিক পরিক্রমা সমাপ্ত হয়।

৬ই চৈত্র (ইং ২০।৩।২০০০), সোমবার শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ সমগ্র দিবসব্যাপী শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। অপরদিকে নিষ্কপটে শুদ্ধভক্তিধারায় অনুপ্রাণিত হরিভজনেচ্ছু ভক্তগণ অধিকারানুযায়ী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই বৎসর এগার জন মঠবাসী বৈষ্ণব তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং দুইজন বাবাজী বেষ গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যায় শুভক্ষণে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীশচীনন্দনের অভিষেক-ক্রিয়া, অর্চ্চন, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সুসম্পন্ন হয়।

৭ই (ইং ২১।৩।২০০০), মঙ্গলবার শ্রীজগন্নাথ বিপ্রের আনন্দোৎসব-উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশ্যে শ্রীমঠের মহাপ্রসাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই মহোৎসবে সর্ব্বসমেত লক্ষাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

গত ৬ই চৈত্র, (ইং ২৩/৩/২০০০), সোমবার শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-বাসরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে এগার জন মঠবাসী বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডি যতিবেষ গ্রহণ করিয়াছেন এবং দুইজন বাবাজী-বেষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে ঃ—

পূর্ব্বনাম	সন্ন্যাস-নাম
১। শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ
২। শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাধু মহারাজ
৩। শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ
৪। শ্রীগোপীকান্ত ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত জনার্দ্দন মহারাজ
৫। শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত তীর্থ মহারাজ
৬। শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাগর মহারাজ
৭। শ্রীরঘুনন্দন ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হৃষীকেশ মহারাজ
৮। শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ
৯। শ্রীজগদীশ ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভারতী মহারাজ
১০। শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বন মহারাজ
১১। শ্রীপ্রেমপ্রয়োজন ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত অরণ্য মহারাজ

বাবাজী-বেষ

১। শ্রীঅপ্রমেয় ব্রজবাসী	শ্রীঅপ্রাকৃতদাস বাবাজী মহারাজ
২। শ্রীবাল্মিকী ব্রজবাসী	শ্রীবৃন্দাবনদাস বাবাজী মহারাজ

—নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই সন্ন্যাসের নামকরণ অভূতপূর্ব্ব। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদের অভিন্ন-স্বরূপে গৌড়ীয়-বেদান্ত-ধারা পৃথিবীতে প্রবলভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন। 'গৌড়ীয়-বেদান্ত'-শব্দের তাৎপর্য্য একমাত্র ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য পারমহংসী-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। অতএব নির্ম্মৎসর সারগ্রাহী অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ ইহাতে পরম গম্ভীর রহস্যই অবগত হইয়া থাকেন।

উপরিউক্ত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্ব হইতেই স্ব-স্ব-স্বভাব-সুলভ দৈন্যে কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া শ্রীশ্রীভগবৎসেবায় চিরতরে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত ত্রিদণ্ডী যতি ও পরম ভাগ্যবান্।

যাঁহারা এই অনিত্য-সংসারে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া ত্যক্তাশ্রমী বৈষ্ণবের বাহ্যিক চেহারায় 'অনূচানমানী'-বিচার অবলম্বনে বাস্তব ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীর কৃপানুগত্যে সন্ন্যাস-

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য এবং সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক-সহ সন্ন্যাসীবৃন্দ (১৪০৬ বঙ্গাব্দ)

ধর্ম্মের প্রতি অসূয়া-পরবশ হইয়া নিজদিগকে 'পাকা বোষ্টম্' অভিমান করেন, তাঁহাদের হৃদয় অনুদার ও ন্যূনাধিক প্রাকৃত অর্থাকাঙ্ক্ষায় ভরপূর ও অত্যন্ত দুর্ব্বল। সুতরাং তাঁহারা পরমহংস মহাভাগবতের প্রদর্শিত অনুরাগ-মার্গের গতি-বিধিতে অসূয়া-মূলে প্রকৃত ভজন-রহস্যে অনবধানতাবশতঃ বাস্তব ত্রিদণ্ডীর আদর্শে বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া ক্ষুদ্র চিত্ত-বৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন ; তাঁহাদের সেই বিচার অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে ত্রিদণ্ডি-যতিগণই জগদুদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী ; সুতরাং তাঁহারাই জগতের মঙ্গলস্বরূপ। ত্রিদণ্ডিপাদগণই হরিভজনের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া নিত্যকালই হরিভজনপরায়ণ ও শ্রীহরিসেবায় সর্ব্বতোভাবে কায়, মন ও বাক্য প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সেবানুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন-তৎপর।

ফাল্গুনী-পূর্ণিমার দিন ভক্তগণ প্রাতঃকাল হইতেই উপবাসমুখে সঙ্কীর্ত্তনসহযোগে শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী-তিথিবরার আরাধনায় মগ্ন ছিলেন। ঐ দিবস অহোরাত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ হইয়াছিল। পরদিবস অর্থাৎ ৭ই চৈত্র, ১৪০৬ (ইং ২১/৩/২০০০), মঙ্গলবার উক্ত বৈষ্ণবগণের সন্ন্যাস-গ্রহণোপলক্ষে বৈষ্ণব-স্মৃতি সংস্কার-দীপিকার বিধানানুযায়ী যজ্ঞ-হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের নিয়ামকত্বে বিপুল সঙ্কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত ও নিনাদিত হয়। সেইকালে সর্ব্বজনসমক্ষে পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-মন্ত্র ও অষ্টোত্তরশত-নামের অন্তর্গত ভক্তিসূচক নাম প্রাপ্ত হইয়া ত্রিদণ্ডি-যতিবেষ ধারণ করেন। পরে তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুমোদনে সন্ন্যাসোচিত ভিক্ষা-বিধানে বহির্গত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় ভিক্ষুকাশ্রমোচিত বৃত্তির মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন।

সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্ম্মসভায় উক্ত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ অসংখ্য তীর্থ-যাত্রিগণের সম্মুখে পৃথক্ পৃথক্ বক্তৃতামুখে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন ও পরে বিপুল জয়ধ্বনিতে সভা মুখরিত করিয়া হর্ষ প্রকাশ করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের

নবনির্ম্মিত নাট্যমন্দির-প্রতিষ্ঠা ও বাৎসরিক-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অপার করুণায় প্রতিষ্ঠিত দুর্গাপুর-শহরস্থ শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠে গত ১৯শে চৈত্র, ১৪০৬ (ইং ২।৪।২০০০), রবিবার নবনির্ম্মিত নাট্যমন্দির (সঙ্কীর্ত্তন-ভবন) প্রতিষ্ঠা ও শ্রীমঠের বাৎসরিক-মহোৎসব

বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীমন্দিরসহ নাট্যমন্দির পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব, পুষ্প ও বিচিত্র রঙ্গিন্ পতাকাদ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীমঠের প্রবেশদ্বারে নির্ম্মিত তোরণটি অত্যন্ত মনাকর্ষী হইয়াছিল।

১৭ই চৈত্র (ইং ৩১।৩।২০০০), শুক্রবার ও ১৮ই চৈত্র (ইং ১।৪।২০০০), শনিবার দিবসদ্বয় বৈকাল ৪ ঘটিকায় এক বর্ণাঢ্য নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দুর্গাপুর শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন। উক্ত শোভাযাত্রার পুরোভাগে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির বিজয়-বিগ্রহ সুসজ্জিত পাল্কীতে চলিতে থাকেন। তৎপশ্চাতে শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতাল-সহযোগে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণের মহামন্ত্রের উচ্চনিনাদে সমগ্র আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে থাকে এবং সমগ্র শহর ও শহরবাসিগণ উচ্ছ্বসিত হইতে থাকেন।

সন্ধ্যায় যথারীতি শ্রীবিগ্রহগণের আরতি ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন বক্তৃবৃন্দ 'সনাতন ধর্ম্ম'-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৯শে চৈত্র (ইং ২।৪।২০০০), রবিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারতি, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে বেলা ৮ ঘটিকায় শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-ভবন-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য শুরু হয়। মহামন্ত্রের উচ্চনিনাদে এবং বৈষ্ণব-পুরোহিতগণের 'স্বাহা স্বাহা' রবে ও মহিলা ভক্তগণের হুলুধ্বনিতে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-ভবন প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। নূতন সঙ্কীর্ত্তন-ভবনটীর নামকরণ করা হয়—শ্রীগৌর-শ্বেতাঙ্গিনী নাট্যমন্দির।

অতঃপর শ্রীবিগ্রহগণের মধ্যাহ্ন ভোগরাগাদি ও আরাত্রিকান্তে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আহূত, অনাহূত ও রবাহূত প্রায় পঞ্চসহস্রাধিক ব্যক্তিকে সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্ম্মসভায় পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমৎ সুবলসখা দাস বাবাজী মহারাজ ও দুর্গাপুর স্টীল্ প্ল্যান্টের Chief personal asstt. শ্রীজগদীশ দণ্ডপাট মহাশয় প্রভৃতি বক্তৃবৃন্দ "সনাতন ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের পরিচালনায় এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবা-সহযোগিতায় সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। যাঁহাদের সেবা-সহযোগিতায় এই বিশাল সঙ্কীর্ত্তন-ভবন নির্ম্মীত হইয়াছে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি সেইসকল সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট কৃতজ্ঞ।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

৩১শে বৈশাখ, ১৪০৭ (ইং ১৪।৫।২০০০)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ১৬ই আষাঢ়, ১৪০৭ (ইং ১।৭।২০০০) শনিবার হইতে ২৬শে আষাঢ়, ১৪০৭ (ইং ১১।৭।২০০০) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট্ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

সেবাপঞ্জী

১। ১৬ই আষাঢ় (ইং ১।৭।২০০০), শনিবার—প্রাতঃ ৫ ঘটিকায় মঙ্গলারতি, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। ১৭ই আষাঢ় (ইং ২।৭।২০০০), রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে** গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে **গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন** এবং মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। ১৮ই আষাঢ় (ইং ৩।৭।২০০০), সোমবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** ; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। ১৯শে আষাঢ় (ইং ৪।৭।২০০০), মঙ্গলবার হইতে ২১শে আষাঢ় (ইং ৬।৭।২০০০), বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। ২২শে আষাঢ় (ইং ৭।৭।২০০০), শুক্রবার—**হেরাপঞ্চমী-দিবসে** শ্রীলক্ষ্মীবিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। ২৩শে আষাঢ় (ইং ৮।৭।২০০০), শনিবার হইতে ২৫শে আষাঢ় (ইং ১০।৭।৯৯), সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। ২৬শে আষাঢ় (ইং ১১।৭।২০০০), মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ-মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য *ঃ— কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে উক্ত সমিতির "সভাপতি-আচার্য্য" অথবা "সাধারণ-সম্পাদক"-এর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।*

❖ "*শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট*" এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান ৮০জি ধারায় আয়কর-মুক্ত।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫২শ বর্ষ } ২৮ ত্রিবিক্রম, কারণোদশায়ী, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ
৩২ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৪০৭, ইং ১৫/৬/২০০০ { ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকম্‌

(শ্রীস্বরূপ-চরিতামৃতম্‌)

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্‌]

স্বরূপ! ভবতো ভবত্বয়মিতি স্মিত-স্নিগ্ধয়া
গিরৈব রঘুনাথমুৎপুলকিগাত্রমুল্লাসয়ন্‌।
রহস্যুপদিশন্নিজ-প্রণয়-গূঢ়-মুদ্রাং স্বয়ং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভু।। ১।।

হে স্বরূপ! 'এই রঘুনাথ তোমার অধিকারে থাকুক'—এইরূপ সহাস্য-মধুর-বাক্যে রঘুনাথ-দাসকে যিনি আহ্লাদিত ও পুলকিত-গাত্র করিয়াছিলেন এবং যিনি স্বয়ংই নির্জ্জনে নিজ প্রণয়-মহিমার গূঢ় প্রণালী তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন।। ১।।

স্বরূপ! মম হৃদ্‌ব্রণং বত! বিবেদ রূপঃ কথং
লিলেখ যদয়ং পঠ ত্বমপি তালপত্রেঽক্ষরম্।
ইতি প্রণয়-বেল্লিতং বিদধদাশু রূপান্তরং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ২।।

হে স্বরূপ! রূপ কি-প্রকারে আমার মনোব্যথা অবগত হইল? যেহেতু এই রূপ আমার মনোগত ভাব লিখিয়াছে, তুমিও তালপত্রে লিখিত ঐ শ্লোক পাঠ কর,—এইপ্রকারে যিনি কখনও প্রেমপ্রকাশ, কখন বা আত্মগোপন করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন।। ২।।

স্বরূপ! পরকীয়-সৎপ্রবর-বস্তু নাশেচ্ছতাং
দধজ্জন ইহ ত্বয়া পরিচিতো নবেতীক্ষয়ন্।
সনাতনমুদিত্য বস্মিতমুখং মহাবিস্মিতং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ৩।।

হে স্বরূপ! এখানে পরকীয়া নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তুনাশে অভিলাষী কোন ব্যক্তি বিরাজ করিতেছে, তুমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছ কি?—এইরূপে যিনি মহাবিস্মিত ও আহ্লাদভরে হাস্যযুক্ত, লজ্জায় অবনত-বদন শ্রীসনাতনকে সমস্ত প্রদর্শন করান, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করুন।। ৩।।

স্বরূপ! হরিনাম যজ্জগদঘোষয়ং তেন কিং
ন বাচয়িতুমপ্যথাশকমিমং শিবানন্দজম্।
ইতি স্বপদ-লেহনৈঃ শিশুমচীকরৎ যং কবিং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ৪।।

হে স্বরূপ! আমি সমগ্র জগদ্বাসীকে হরিনাম উচ্চারণ করাইলাম, কিন্তু ইহাতে আমার কি ফল হইল? কারণ অবশেষে এই শিবানন্দ-পুত্রকে হরিনাম উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না,—এই বলিয়া যিনি আপন চরণ-লেহন করাইয়া সেই শিশুকে কবি-শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন।। ৪।।

স্বরূপ! রসরীতিরম্বুজদৃশাং ব্রজে ভন্যতাং
ঘন-প্রণয়া-মানজা শ্রুতিযুগং মমোৎকণ্ঠতে।
রমা যদিহ মানিনী তদপি লোকয়েতি ব্রুবন্
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ৫।।

হে স্বরূপ! ব্রজে কমলাক্ষিগণের গাঢ়-প্রণয়-মান-জনিতা রস-পরিপাট্য বর্ণনা কর, আমার কর্ণযুগল শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছে। দেখ, এই প্রণয়-মর্য্যাদা লাভ করিতে

না পারিয়া লক্ষ্মী মানিনী হইয়াছেন,—এইরূপে যিনি স্বরূপ-সমীপে মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন।। ৫।।

স্বরূপ! রস-মন্দিরং ভবসি মন্মুদামাস্পদং
ত্বমত্র পুরুষোত্তমে ব্রজভুবীব মে বর্ত্তসে।
ইতি স্বপরিরম্ভণৈঃ পুলকিনং ব্যধাৎ তঞ্চ যো
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ৬।।

হে স্বরূপ! তুমি আমার প্রিয়পাত্র এবং রস-মন্দির-স্বরূপ। তুমি এই শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান করাতে এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রকেও আমার শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া প্রতীতি হইতেছে,—এই বলিয়া সাগ্রহে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে যিনি পুলকিত করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন।। ৬।।

স্বরূপ! কিমপীক্ষিতং ক্ব নু বিভো! নিশি স্বপ্নতঃ
প্রভো! কথয় কিন্নু তন্নবযুবা বরাম্ভোধরঃ।
ব্যধাৎ কিময়মীক্ষতে কিমু ন হীত্যগাৎ তাং দশাং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ৭।।

হে স্বরূপ! আমি কি দেখিলাম? স্বরূপ বলিলেন,—হে প্রভো! কখন দেখিলেন? প্রভু বলিলেন,—রাত্রিতে স্বপ্নযোগে। স্বরূপ বলিলেন,—প্রভো! কি-প্রকার সে? প্রভু বলিলেন,—নবীন-নীরদসদৃশ তরুণ যুবা। স্বরূপ বলিলেন,—তিনি কি করিতেছিলেন? আর কি তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে? প্রভু বলিলেন,—আর দর্শন পাওয়া যাইবে না।—এই বলিয়া যিনি শোকভরে অপূর্ব্ব দশাপ্রাপ্ত হয়েন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র প্রভু আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন।। ৭।।

স্বরূপ! মম নেত্রয়োঃ পুরতো এব কৃষ্ণো হস-
ন্নপৈতি ন করগ্রহং বত! দদাতি হা! কিং সখে!
ইতি স্খলতি ধাবতি শ্বসিতি ঘূর্ণতে যঃ সদা
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।। ৮।।

হে স্বরূপ! আমার নয়ন-সম্মুখে কৃষ্ণ হাস্য করিয়া পলায়ন করিলেন, ধরা দিলেন না। হায় হায় সখে! কি উপায় হইবে? এই বলিয়া যিনি সর্ব্বদা ভূপতিত হয়েন, ইতঃস্ততঃ ধাবিত হন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন, কখনও বা ঘূর্ণিত হন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন।। ৮।।

স্বরূপ-চরিতামৃতং কিল মহাপ্রভোরষ্টকং
রহস্যতমমদ্ভুতং পঠতি যঃ কৃতী প্রত্যহম্।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৭ ; ১৪ মে, ২০০০

স্বরূপ-পরিবারতাং নয়তি তং শচীনন্দনো
ঘন-প্রণয়-মাধুরীং স্বপদয়োঃ সমাস্বাদয়ন্।। ৯।।

যিনি এই অদ্ভুত রহস্যতম স্বরূপ-চরিতামৃত-নামক শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টক পাঠ করিবেন, শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু তাঁহাকে গাঢ় প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া স্বরূপের পরিকররূপে গ্রহণ করিবেন।। ৯।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৭ পৃষ্ঠার পর]

নানাকথা

১। জীবের ক্রমোন্নতির ভিত্তি কি?

"স্বীয়-স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয় এবং অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয়।"

—'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য,' সঃ তোঃ ১০।৬

২। নিজে নাম গ্রহণ ও প্রচার করা ব্যতীত ভক্তিধর্ম্মে অপর জীবের শ্রদ্ধা উদিত করা যায় কি?

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যত সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা সমস্তই তাহাদিগের কর্ণপথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যত ভক্তিধর্ম্ম প্রচার কর না কেন, যত ভক্তিকথা আলোচনা কর না কেন, তাহাদের নিজ-কর্ম্মদোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতায় বা আলোচনায় কিছুই ফল হইবে না। তোমাদের প্রতি আমার আজ্ঞা এই যে, * * * দুর্গতজীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন কর। সেই নাম-মহিমার শ্রবণে তাহাদিগের যে সুকৃতি সমুদিত হইবে—নামের মাহাত্ম্যে যে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে নামের কৃপাক্রমে জন্ম-জন্মান্তরে তাহাদিগের শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মে নিষ্কপট শ্রদ্ধা হইবে।"

—'নববর্ষে আর্ত্তি-নিবেদন', সঃ তোঃ ১৫।১

৩। শ্রী, সুখ-দুঃখ, পণ্ডিত, মূর্খ, পন্থা-উৎপথ, স্বর্গ-নরক, গৃহ, আঢ্য-দরিদ্র, কৃপণ, ঈশ ও অনীশ কাহাকে বলে?

"নৈরপেক্ষ্যাদি গুণসকলের নামই—'শ্রী' ; সুখ-দুঃখ বিনাশের নামই—'সুখ' ; কামসুখাপেক্ষার নামই—'দুঃখ' ; বন্ধমোক্ষবিদ্ ব্যক্তিই—'পণ্ডিত' ; যাঁহার দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি, তিনিই—'মূর্খ' ; কৃষ্ণের নিগম বা আজ্ঞাই—'পন্থা' ; চিত্তবিক্ষেপই—'উৎপথ'; সত্ত্বগুণোদয়ই—'স্বর্গ' ; তমোগুণ বৃদ্ধির নামই—'নরক' ; কৃষ্ণই একমাত্র বন্ধু ও গুরু; মনুষ্য-শরীরই—'গৃহ' ; গুণাঢ্য ব্যক্তিই—'আঢ্য' ; অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই—'দরিদ্র' ;

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই—'কৃপণ' ; যিনি গুণে অর্থাৎ প্রাকৃত গুণসমূহে অনাসক্ত, তিনিই—'ঈশ' ; যিনি প্রাকৃত গুণসঙ্গী, তিনিই—'অনীশ'।"

—'প্রমাণনির্দ্দেশঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১।৪৪-৪৭

৪। শুভাশুভ ফলের জন্য অদৃষ্ট দায়ী কি?

"সময় যতক্ষণ মন্দ থাকে, ততক্ষণ কোন সুবিধা দেখা যায় না ; সময় ভাল হইলে সকল দিক্ প্রসন্ন হয়।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

৫। 'এঁচড়ে পাকা' কাহাকে বলে?

"আজকাল এই একটী রোগ হইয়াছে যে, একটু 'ক' 'খ' লিখিতে পারিলেই অনায়াসে অজাতশ্মশ্রু বালকগণ গুরুর ন্যায় উপদেশ করিতে থাকে,—ইহাদিগকেই 'এঁচড়ে পাকা' বলে।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।৪

৬। নব্যপাণ্ডিত্যের লক্ষণ কিরূপ?

"প্রাচীন মতের প্রতি আক্রমণ করাই আজকাল পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে।"

—'নূতন পত্রিকা', সঃ তোঃ ৪।২

৭। বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যে প্রভেদ কি? যুবকগণ সাধারণতঃ কোন্‌টির পক্ষপাতী?

"বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য—ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। পাশ্চাত্ত্য-পণ্ডিতদিগের যত বাগাড়ম্বর, তত পাণ্ডিত্য নাই ; ভারত-ক্ষেত্রের গ্রন্থকারদিগের বাগাড়ম্বর অল্প, কিন্তু সারবত্তা অধিক। অল্পবয়স্ক যুবকগণ স্বভাবতঃই পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বাগাড়ম্বরের পক্ষপাতী।"

—'সম্প্রদায়-প্রণালী', সঃ তোঃ ৪।৪

৮। কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় কি?

"কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় না। অনেক বৃদ্ধ পুরুষ মনে মনে হামাগুড়ি দিয়া থাকেন। বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, দন্ত নাই, চুল পাকিয়াছে, কিন্তু চুলে কলপ দিয়া এবং রূপার দাঁত বাঁধাইয়া বালকের ন্যায় বিলাসে ব্যস্ত থাকেন। সে-সকল বৃদ্ধের যখন বৈরাগ্য হয় না, তখন বয়সকে বৈরাগ্যের মূল কারণ বলা যায় না।"

—'মর্কট বৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

৯। ধারণা, অনুভূতি ও যুক্তি কাহাকে বলে?

"বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার হইলে ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার হইয়া বিষয়ের প্রতিবিম্ব অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। তথায় কোন একটী অন্তরেন্দ্রিয় ঐ প্রতিবিম্বকে স্থান দান করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখে ; এই বৃত্তিকে 'ধারণা' বলা যায়। পরে ঐ অন্তরেন্দ্রিয়ের কোন দুইটী বৃত্তির দ্বারা ধৃত ভাব-নিচয়ের অনুকল্প ও বিকল্প-সাধনার দ্বারা কল্পিত পদার্থ-সকলের অনুভূতি হয়। সেই অন্তরেন্দ্রিয় ঐ সমস্ত পদার্থের উপর স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করত ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার করিতে থাকে ; ঐ বিচারকে 'যুক্তি' কহা যায়। এই সমুদয় প্রক্রিয়ার বিশেষ বিচার করিলে ইহাকে ইন্দ্রিয়মূলক বলা যায়।"

—তঃ সূঃ, ১৬ সূঃ

১০। শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি কাহাকে বলে?

"যুক্তি দুইপ্রকার অর্থাৎ শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি। শুদ্ধ আত্মার চিদালোচনা-বৃত্তিকে 'শুদ্ধযুক্তি' বলা যায়, তাহা—নির্দ্দোষ ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। জড়বদ্ধ আত্মার উক্ত স্বাভাবিক-বৃত্তির জড়ভাবমিশ্র বিকারকে 'মিশ্রযুক্তি' বলে ; তাহা দুইপ্রকার—অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র ; তাহার অন্যতম নামই 'তর্ক'—ইহাই নিন্দনীয়।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৮

১১। জড় তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের পক্ষে চিত্তত্ত্বের মীমাংসক হওয়ার দাম্ভিকতা পোষণ করা উচিত কি?

"অপক্ক চিকিৎসক যেরূপ অযথা ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিৎ পণ্ডিতাভিমানিগণ জৈব-জীবনের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্তর্গত বিধিসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রমাদজনিত ক্লেশ না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিদ্যার উপর বিশ্বাস করিয় সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।"

—'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান', সঃ তোঃ ৭।৭

১২। কোন্ কারণে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ মর্ম্মোদ্ধারে অসমর্থ হইয়াছেন?

"Men of brilliant thoughts have passed by the work (the *Bhagabat*) in quest of truth and philosophy, but the prejudice which they imbibed from its useless readers and their conduct prevented them from making a candid investigation."

—*The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology*

১৩। কিরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত?

"In fact, most readers are mere repositories of facts and statements made by other people. But this is not study. The student is to read the facts with a view to create, and not with the object of fruitless retention. Students like satellites shold reflect whatever light they receive from authors and not imprison the facts and thoughts just as the Magistrates imprison the convicts in the jail !"

—*The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology*

১৪। মহাজনগণের বাণী রহস্যাবৃত থাকে কেন এবং উহা কখন সহজবোধ্য হয়?

"The expression of all great men are nice but somewhat mysterious—when understood, they bring the truth nearest to the heart, otherwise they remain mere letters

that "kill". The reason of the mystery is that men, advanced in their inward approach to Deity, are in the habit of receiving revelations which are but mysteries to those that are behind them."

—'*To Love God*' (*Journal of Tajpur, 25th Aug. 1871*)

১৫। জড়জগৎ চিজ্জগতের কোন ইঙ্গিত দেয় কি?

"The outward appearance of nature is nothing more than a sure index of its spiritual face. ****Matter is the dictionary of spirit* and *material pictures are* but *the shadows of the spiritual affairs* which our material eye carries back to our spiritual perception."

—*The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology*

১৬। শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মে পণ্ডিত ও মূর্খের সমান অধিকার হইলেও তাহাদের ভজন-প্রণালীতে বৈশিষ্ট্য আছে কি?

"The religion preached by Mahaprabhu is universal and not exclusive. The most learned and the most ignorant are both entitled to embrace it. The larned people will accept it with a knowledge of *Sambandha-tatwa* as explained in the categories. The ignorant have the same privilege by simply uttering the name of the Deity and mixing in the company of pure Vaishnavas."

–*Chaitanya Mahaprabhu ; His Life and Precepts*

১৭। অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য কি কথায় বুঝাইবার বস্তু?

"অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যসমূহ বিচার করিবার বিষয় নয়,—আস্বাদন করিবার বিষয়। যাঁহাদের হৃদয়ে সেই অপূর্ব্ব আস্বাদন উদিত হয় নাই, তাঁহারা কেবল কথায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, তাহা যে কি, তাহা বুঝিতে পারেন না।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

১৮। স্বরূপসিদ্ধ মহাজনগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তবসকল কি নিম্নাধিকারীর বোধগম্য?

"স্বরূপ-সিদ্ধিকালে মহাজনগণ এবং কৃপা-দর্শন-সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ কখনও কখনও দর্শনানুসারে স্তবাদিতে ভগবানের বর্ণন করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যাভাবে তাহা সংক্ষিপ্ত হয় এবং নিম্নাধিকারিগণের পক্ষে অস্ফুটরূপে তাহা প্রকাশ পায়। সে-সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই।" —জৈঃ ধঃ ৪০তম অঃ

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৯ পৃষ্ঠার পর]

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।।"

এজন্য আমি সর্ব্বদা অনেকের সঙ্গে কীর্ত্তন ক'রছি।

'বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্।।'

আমি এগুলি নিজের ইচ্ছার বশে করি নাই। কৃষ্ণনামই আমায় নাচাচ্ছে।

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।"

নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায় রসবিগ্রহ। ভগবন্নামে শুদ্ধতা, পূর্ণত্ব, মুক্তত্ব ও নিত্যত্ব—এই চারিটী ধর্ম্ম বর্ত্তমান। শব্দীতে যে গুণ আছে, শব্দের সহিত সাম্য হওয়ায় তাহাতেও ঐ ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। তা'তেই উন্মাদ এসে আমায় নাচায়। পূর্ণবস্তুর আনন্দ পূর্ণানন্দ। সমুদ্রের জলের সঙ্গে যেমন খাদোতক—ক্ষুদ্রজলের তুলনা, কৃষ্ণানন্দের সহিত সেরূপ ব্রহ্মানন্দের তুলনা। গোষ্পদের জল যে অত্যন্ত বৃহৎ মনে করে, সমুদ্রের জল তার পক্ষে অনেকগুণে বৃহত্তম। মায়াবাদীরা ব্রহ্মানন্দকে অতিবৃহৎ মনে করে, সেইজন্য মহাপ্রভু ঐরূপ তুলনা দিলেন।

প্রভুর ঐ সকল ন্যায়সঙ্গত তেজঃপূর্ণ মিষ্ট বাক্যগুলি শুনে সন্ন্যাসীদের মন বদলাইয়া গেল। তারা ইহার পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের ব্যবহারের যে বিপর্য্যয় লক্ষ্য ক'রেছিল, তা' তখন পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল।

"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।"

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্রতরঙ্গ।।"

বৈষ্ণবই সারগ্রাহী। তিনিই ভাগবতের মূল অর্থ জানেন। অন্য লোকে যতই পাণ্ডিত্য উপার্জ্জন করুক না কেন, তথাপি সারগ্রহণে অক্ষম।

"লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।"

বহুলক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মানবজীবন লাভ। তাড়াতাড়ি নিজের পূর্ণ মঙ্গলের জন্য যত্ন কর্‌তে হ'বে। কবে মরণ আস্‌বে তার ত' স্থিরতা নাই। মানবজীবন ছাড়া ত'

আর পরমার্থ পাবার উপায় নাই। হেলায় হারাণটা কখনও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আবার লক্ষ লক্ষ যোনিভ্রমণ ত' অনিবার্য্য। যা'তে ঐ পাক এড়িয়ে যেতে পারা যায়, তার যত্ন না কর্‌লে মানুষকে বুদ্ধিমান্ বলবে কে?

"কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত না হ'বে তা'তে অনুরক্ত।"

পরকাল বা ইহলোকে ভোগ বা ত্যাগ ইচ্ছা ক'রে ভক্তির ছলনাটা ভক্তিবিদ্বেষ বা মিছাভক্তি। সাধরণলোকে যে-প্রকার নরকে যায়, বৈষ্ণববিদ্বেষীরা তদপেক্ষা ঘোরতর অন্ধতামসাদি নরকে পড়ে। পাপী ও অপরাধীর শাস্তির তফাৎ আছে। ফলভোগদ্বারা পাপীর পাপ কালক্রমে নাশ পায়, কিন্তু অপরাধীকে বিশেষতঃ বৈষ্ণবাপরাধীকে অত্যন্ত অধিক দণ্ড ভোগ কর্‌তে হয়। সেই দুর্গতি মনুষ্যের ভাষায় বর্ণনীয় নহে। অপরাধ কর্‌তে কর্‌তে শেষে তারা ভগবৎকর্ত্তৃক নিহত হয়। অসদ্ব্যক্তিকে, বাস্তবিক কৈতবযুক্ত ব্যক্তিকে বৈষ্ণব মনে কর্‌লে ভক্তির বিদ্বেষ করা হয়। ভগবানের বিদ্বেষী কংস অপরাধী,কিন্তু ভক্তের অপরাধী তদপেক্ষা বিষম নারকী। নামাপরাধী কৃষ্ণেতর কথাকে কৃষ্ণকথা ব'লে চালিয়ে দেয়।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।

কৃষ্ণের সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ লাভ হয়। দুর্ভাগ্য ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের অনুসন্ধান করে। অতি সৌভাগ্যবান্ না হ'লে কৃষ্ণপ্রেমা পায় না। কৃষ্ণে ভক্তি কর্‌লে সকলেই ভালবাসে।

এ সমস্ত বড় ভালকথা শুনে সন্ন্যাসীরা বল্‌লে—তোমার চেহারা দেখে সাক্ষাৎ নারায়ণ ব'লে মনে হয়, আবার তোমার কথা শুন্‌লে আমাদের কাণ তৃপ্ত হ'য়ে যায়। তোমার কি চমৎকার মাধুর্য্য! আমরা সকলে তোমার প্রভাবে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছি। তোমার কোন কথাই অসঙ্গত নয়। তথাপি তোমায় জিজ্ঞাসা করি—"তুমি বেদান্ত পড় না কেন? 'ভাষ্যোঽহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্'। সুতরাং ভাগবত মান্‌লে বেদান্ত মানা উচিত।" মহাপ্রভু বিচার কর্‌লেন—'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।' সেজন্য তিনি তাঁদের কথার উত্তরে বল্‌লেন,—'আমি সত্য বল্‌লে হয়ত' তোমাদের গুরু শঙ্করাচার্য্যের প্রতি দোষারোপ হ'চ্ছে মনে ক'রে তোমরা ক্রোধ কর্‌বে। বেদান্তের সূত্রগুলি স্বয়ং নারায়ণ ব্যাসরূপে ব'লেছেন। তিনি ঈশ্বর, তাঁর বাক্যে মানুষের মত ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—এই চার দোষ নাই। মুখ্যবৃত্তিতে অতিসুন্দর সিদ্ধান্তগুলি তা' হ'তে পাই। আচার্য্য শঙ্করের গুরু ব্যাস। তিনি গুরুর কথা না ধরে গুরুকে ত্যাগ ক'রেছেন। গুরু স্বয়ং যে মুখ্য অর্থ ব'লেছেন, তা'কে ঢেকে তিনি অন্য পথে গৌণ অর্থ ক'রেছেন।'

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।"

[১] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৭ ; ১৪ মে, ২০০০

অতএব গুরুকৃপাতে ভক্তির বীজই পাওয়া যায়। কিন্তু অসদ্ব্যক্তিকে গুরুজ্ঞান কর্‌লে নরকে যেতে হয়।

"অবৈষ্ণবমুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ।।"

দুগ্ধ পুষ্টিকারক হ'লেও বিষযুক্ত হ'লে প্রাণহানি করে। এজন্য শাস্ত্রে ব'লেছেন,—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।।
যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্।।"

কয়েকদিনের জন্য মাত্র মনুষ্যজীবন পে'য়েছি, খুব সাবধানে চল্‌তে হ'বে। নিশ্চিত-শ্রেয়ঃ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তোষণকে বাদ দিয়ে যদি কেউ জগতের সুবিধার জন্য গুরু ক'রে থাকেন, তবে সেই লঘুকে আশ্রয় ক'রে অমঙ্গলকে বরণ করা হয়। **(ক্রমশঃ)**

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯২ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"কৃষ্ণসঙ্গ-বাঞ্ছা দোষজনক নহে, তাহা আমি জানি ; কিন্তু লক্ষ্মীঠাকুরাণী রাসে অধিকার পান নাই কেন? শ্রুতিগণের যেস্থলে তপস্যা-ফলে রাসে অধিকার হইল, সেস্থলে লক্ষ্মীদেবী বঞ্চিত হন কেন!" ভট্ট বলিলেন,—"আমি ক্ষুদ্র জীব, ঈশ্বরের সমুদ্র-গম্ভীর-লীলায় প্রবেশের যোগ্যতা আমার নাই। আপনি স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র, নিজ-লীলার মর্ম্ম নিজেই জানেন। আপনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহারই উহা অবগত হইবার সৌভাগ্য হয়। ভট্টকে শরণাগত দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ব-উপদেশ আরম্ভ করিলেন।—

"প্রভু কহে,—কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্ব চিত্ত করে আকর্ষণ।।
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন।।
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদূখলে বাঁন্ধে।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে।।
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন।।
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন।।

শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরী-সুত ভজে গোপীভাব লঞা।।
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল।।
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী—প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার।।
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপীকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন।।
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব 'নায়ং' শ্লোক কহে বেদব্যাস।।
"নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১২৭-১৩১, ১৩৩-১৩৭, ১৩২)

"ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে 'নন্দনন্দন' বলিয়া জানেন। পরমৈশ্বর্য্যশালী 'পরমেশ্বর' বলিয়া তাঁহার সহিত যে একটী অন্য সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহারা মানেন না। ব্রজবাসিদিগের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি প্রকারের কোন ভাব গ্রহণ করিয়া যিনি পরমতত্ত্বকে ভজন করেন তিনি চরমাবস্থায় ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে শুদ্ধরূপে ব্রজধামে প্রাপ্ত হন।

"শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া যখন সফলকামা হইলেন না এবং কেবল হৃদ্‌গত গোপীভাব লইয়াও যখন প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তখন বাহ্যে গোপীদেহ ও অন্তরে গোপীভাব গ্রহণ করত গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—গোপজাতি, গোপীগণই তাঁহার প্রেয়সী, সুতরাং ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীরূপে, কি অন্য স্ত্রীরূপে কৃষ্ণসঙ্গম পাওয়া যায় না। লক্ষ্মীদেবী নিজ দেব-দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীগণের স্বাভাবিক অনুরাগের অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই। এইজন্যই গোপী হইতে পৃথক্ দেহে রাসবিলাস লাভ করিতে পারেন নাই। এতন্নিবন্ধন ব্যাসদেব 'নায়ং সুখাপো ভগবান্' এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন। (অর্থাৎ যশোদাপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ দেহিদিগের পক্ষে যেরূপ সুলভ, আত্মভূত জ্ঞানিদিগের পক্ষে সেরূপ নন।) ব্যেঙ্কটভট্টের মনে একটী অভিমান ছিল এই যে,—পরব্যোমস্থ নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার ভজনই সর্ব্বোপরিতন উপাসন-স্তরবিশেষ ; সুতরাং শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের ভজনই সর্ব্বোপরি—এই বৃথা গর্ব্ব খণ্ডনের অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু পরিহাস দ্বারা এই বিচারটী উঠাইয়াছিলেন।" (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তিন ভাই-সহ গোপালকে প্রবোধ দিয়া দক্ষিণদেশ ভ্রমণপূর্ব্বক

নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু গোপাল প্রভু-বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হইয়া পাড়েন। কেবল তাঁহার এইমাত্র আশা ছিল যে, প্রভু বিদায়কালে বলিয়া গিয়াছেন,—'গোপাল! শীঘ্রই তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।' এই আশাবদ্ধ হৃদয়ে পোষণ করিয়া গৌরপ্রেমে মত্ত গোপাল গৌর-গুণগাথা কীর্ত্তনে মগ্ন থাকিতেন। মায়াবাদ-খণ্ডনকার্য্যে গোপালের যে স্বতঃসিদ্ধ পাণ্ডিত্য, তাহা দেখিয়া শিষ্ট ব্যক্তিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতেন যে, অল্পবয়সে তাহার এত পাণ্ডিত্য কোথা হইতে আসিল? কেহ কেহ বলিতেন, গোপালের খুল্লতাত শ্রীপ্রবোধানন্দ গোপালকে অধ্যয়ন করাইয়া সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ করিয়াছেন। গোপাল যে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের কৃপাপাত্র, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১ম বিলাসের ২য় শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ।।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপালভট্ট, রঘুনাথ এবং রূপ-সনাতন প্রভুর সন্তোষ বিধান করিয়া হরিভক্তিবিলাস-নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছে।

কিছুকাল পরে গোপালের মাতা-পিতা গোপালকে বৃন্দাবনে যাইবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। গোপালও পরমানন্দে ব্রজে গিয়া রূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন।

এদিকে অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর এ বিষয় অবগত হইয়া ভক্তগণকে কহিয়াছিলেন,—

বহুদিন ব্রজের সংবাদ না পাইয়া।
না জানিয়ে আমার কেমন করে হিয়া।।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ব্রজ হইতে গোপালের বৃন্দাবন-আগমন সংবাদ লইয়া বার্ত্তাবহ আসিয়া উপস্থিত। তখন প্রভু পরমানন্দে গোপালের কথা ভক্তগণের নিকট বর্ণন করেন,—

দক্ষিণ-ভ্রমণে অতি আনন্দ অন্তরে।
চারিমাস রহিনু ব্যেঙ্কটভট্ট-ঘরে।।
গোপালভট্ট ব্যেঙ্কটভট্টের নন্দন।
অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ।।
পাইয়া পিতার আজ্ঞা গোপাল উল্লাসে।
করিল আমার সেবা অশেষ বিশেষে।।
পরম দয়ালু কৃষ্ণ তারে কৃপা কৈলা।
সেই এ গোপালভট্ট বৃন্দাবনে আইলা।।
প্রাণের সমান মোর রূপ-সনাতন।
তাহার গমনমাত্রে লিখনা লিখন।। (ভঃ রঃ ১ম তরঙ্গ)

প্রভু রূপ-সনাতনের গুণে মগ্ন হইয়া উত্তর দিলেন,—

পাইল আনন্দ গোপালের আগমনে।।
নিজ ভ্রাতাসম ভট্ট-গোপালে জানিবে।
মধ্যে মধ্যে শুভ সমাচার পাঠাইবে।।
যে যে গ্রন্থ বর্ণিলা, বর্ণিবা যত আর।
অচিরে সে-সব হ'বে সর্ব্বত্র প্রচার।। (ভঃ রঃ ১ম তরঙ্গ)

শ্রীরূপ-সনাতনের গোপাল-সহ অদ্ভুত প্রণয় হইল। তাঁহার মনে বৈষ্ণবস্মৃতি সঙ্কলন করিবার বাসনা হওয়ায় **শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু গোপালের নামে হরিভক্তিবিলাস প্রকাশ করেন।**

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশের ইচ্ছা হওয়ায় শ্রীরূপের প্রাণধন শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীরূপকে স্বপ্নাদেশ দিয়া শ্রীরাধারমণের সেবা প্রকট করাইলেন। গোপাল শ্রীরাধারমণের সেবায় সতত নিমগ্ন থাকিতেন এবং শ্রীরূপ-সনাতন-সঙ্গে গৌর-গুণগাথা গাহিয়া আনন্দ-পরিপ্লুত হইতেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলা-রচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে শ্রীগোপালভট্ট প্রভু নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার নাম মাত্র উল্লিখিত আছে। অন্য কোন কথা লিখিত হয় নাই। তাঁহার লীলামৃত শ্রীভক্তি-রত্নাকর-গ্রন্থে শ্রীঘনশ্যামদাস-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

কিছুকাল পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীগোপালভট্টের কৃপাপাত্র হইয়া গোস্বামী-দিগের প্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থ-রত্নসকল প্রচার করেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৯ পৃষ্ঠার পর]

নিখিল অবতার—অবতারী হইতে বিলক্ষণ ভগবত্তাচিহ্নসকল শ্রীকৃষ্ণেই বিদ্যমান, পাদ্মে ব্রহ্মার বাক্য—

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পাদয়োশ্চিহ্নলক্ষণম্।
ভগবৎ কৃষ্ণরূপস্য হ্যানন্দৈকঘনস্য চ।।
অবতারা হ্যসংখ্যাতাঃ কথিতাঃ মে তবানঘ।
পরং সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।।
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমৃষীনাঞ্চ তথৈব চ।
আবির্ভূতস্য ভগবান্ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া।।

যৈরেব জ্ঞায়তে দেবো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
তান্যহং বেদ নান্যোঽস্তি সত্যমেতন্ময়োদিতম্।।
ষোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে।
দক্ষিণে অষ্টচিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ।।
ধ্বজা পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব এব চ।
স্বস্তিকশ্চোর্দ্ধরেখা চ অষ্টকোণস্তথৈব চ।।
সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম।
ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকম্।।
অম্বরং মৎস্যচিহ্নঞ্চ গোষ্পদং সপ্তমম্ স্মৃতম্।
অঙ্কান্যেতানি ভো বিদ্বন্ দৃশ্যন্তে তু যদা কদা।।
কৃষ্ণাখ্যস্তু পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ।
দ্বয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারঃ পঞ্চ এব বা।।
দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অবতারে কথঞ্চন।
ষোড়শস্তু তথা চিহ্নং শৃণু দেবর্ষি সত্তম।
জম্বুফল সামাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ।।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নারদ! কেবল আনন্দঘন কৃষ্ণচন্দ্রের চরণযুগলে বিরাজমান যে-সকল চিহ্নদ্বারা ভগবত্তালক্ষণ পরিস্ফুট, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি তোমার নিকট অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়াছি। অতঃপর সম্যক্‌রূপে বলিতেছি—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, দেবতা ও ঋষিগণের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত এবং স্বীয় লীলাবৈচিত্র্যদ্বারা নিজ পরিজনগণের প্রীতি-সাধনোদ্দেশ্যে ভগবান্ আবির্ভূত। যে-সকল লক্ষণে ভক্তবৎসল ভগবানকে জানা যায়, তাহা আমিই জানি, অন্য কেহ জানে না। শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলে ষোড়শসংখ্যক চিহ্ন দর্শন করিয়াছি। দক্ষিণ চরণে অষ্ট চিহ্ন, বামচরণে সপ্ত চিহ্ন বিদ্যমান। অষ্টচিহ্ন যথা—ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা ও অষ্টকোণ। অপর সপ্তলক্ষণ—ইন্দ্রচাপ, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, আকাশ, মৎস্য ও গোষ্পদ। ষোড়শ-সংখ্যক চিহ্ন জম্বুফলাকৃতি। অন্যান্য অবতারগণে কাহারও দুই, চারি বা পাঁচ চিহ্ন দেখা যায়। কাহারও স্বয়ং ভগবত্তা কেবল শ্রীকৃষ্ণেই আছে। উজ্জ্বলনীলমণি-টীকায় ১৯ প্রকার চিহ্ন কথিত। যথা—বামচরণে অঙ্গুষ্ঠমূলে যব, তত্তলে চক্র, তত্তলে ছত্র, তাহার তলে বলয়, অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীসন্ধি হইতে আরম্ভ হইয়া অর্দ্ধচরণ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা, মধ্যমাতলে কমল, তাহার তলে সপতাক ধ্বজ, তত্তলে বল্লী ও পুষ্প, কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, পার্ষ্ণিদেশে (গোড়ালিতে) অর্দ্ধচন্দ্র। দক্ষিণ চরণতলে অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, তত্তলে গদা, কনিষ্ঠাতলে বেদী, তাহার তলে কুণ্ডল, তাহার নীচে শক্তি, তর্জ্জনী আদি অঙ্গুলিমূলে পর্ব্বত। পর্ব্বততলে রথ এবং পার্ষ্ণিতে মৎস্য।

বিষ্ণুপুরাণে ভগবৎ-শব্দের নিরুক্তি—

সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারার্থোদ্বয়ান্বিতঃ।
নেমা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে।।
ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।।
বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু চকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ।।
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাং স্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ।।

'ভগ'-শব্দের উত্তর মতুপ্' (বতুপ্) প্রত্যয়যোগে 'ভগবান্' শব্দ নিষ্পন্ন, ভ, গ, ব এই অক্ষরত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করিতেছেন—ভকারের অর্থ ভর্ত্তা ও সংভর্ত্তা ; গকারের অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা, ভগ-শব্দের এই এক অর্থ। অপর অর্থ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও শ্রী ইহাদের সমষ্টি ভগ। ব-কারের অর্থ সেই সর্ব্বভূতান্তর্যামী, অখিল আত্মাতে সকল প্রাণী বাস করে এবং তিনিও অশেষ ভূতে বাস করেন। সুতরাং তিনি অব্যয়। সংভর্ত্তা নিজ ভক্তগণের পোষক। ভর্ত্তা—ধারক, স্থাপক, নেতা—নিজভক্তিফল প্রেমের প্রাপক। গময়িতা—নিজলোকপ্রাপক। স্রষ্টা—নিজ ভক্তগণে স্বীয় রুচিকর গুণসকলের উদ্‌গমকর্ত্তা। নিজ ভক্তপোষণ শ্রীকৃষ্ণের নিজ কার্য্য, আর জগৎ পোষণাদি কার্য্য পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতারাদি দ্বারা করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্য—সর্ব্ববশীকারিতা, বীর্য্য—মণি-মন্ত্রাদির ন্যায় অচিন্ত্যপ্রভাব, যশ—বাক্য, মন ও শরীরের সদ্‌গুণসমূহের খ্যাতি, শ্রী—সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি, জ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞতা ও বৈরাগ্য—প্রাপঞ্চিক বস্তুতে অনাসক্তি। 'ইঙ্গনা' অর্থে সংজ্ঞা।

শ্রীব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ বেদান্তভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব নির্দ্দিষ্ট। যথা—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।

পরং ধীমহি। পর-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি। সত্যং—এই পদদ্বারা পরম ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। সত্য-শব্দেও শ্রীকৃষ্ণই বাচ্য। যেহেতু দশমে গর্ভস্তবে দেবাদির উক্তি,—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।।

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি সত্যসঙ্কল্প, এজন্য সত্যব্রতং, সত্যই আপনাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া সত্যপর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—ত্রিবিধকালে বর্ত্তমান বলিয়া

ত্রিসত্য। পঞ্চভূতের উৎপত্তি-কারণ আপনি। উৎপত্তির পরও আপনি তাহাতে অন্তর্যামি-রূপে বিরাজমান থাকেন এবং প্রলয়কালেও আপনি একমাত্র বর্ত্তমান থাকেন। আপনি সুসত্যবচন এবং সমদর্শন—উভয়ের প্রবর্ত্তক। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবর্ত্তমান। সুতরাং মায়াবাদীর মতে নিরাকার ব্রহ্ম সত্ত্বগুণোপহিত হইয়া অবতাররূপে প্রকটিত হন, ইহা খণ্ডিত হইল। তাঁহার অবয়ব ও অবয়বীতে ভেদ নাই। "ধাম্না স্বেন"—ইত্যাদি বাক্যে তিনি নিজস্বরূপ হইতে অভিন্ন গোলোকধামে নিত্য বিরাজিত এবং কুহক অর্থাৎ মায়াকার্য্য লক্ষণ কপটতা নিরস্ত করিয়া বিরাজিত। তাঁহার ধাম স্বরূপশক্তি-প্রকটিত বলিয়া সেখানেও মায়ার কার্য্য নাই। 'আদ্যস্য'—শ্রীনন্দনন্দন নিত্যধামে নিত্যবিরাজমান বলিয়া তিনি আদ্য। কোন বিশেষ প্রয়োজনে তিনি জন্মাদি-লীলা প্রকাশ করেন। 'অন্বয়াদিতরশ্চ'—যে-কারণে শ্রীবসুদেবের গৃহে জন্ম, সেই কারণে অন্যত্র শ্রীব্রজরাজ-গৃহে পুত্রভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক আগমন করিয়াছেন। কি জন্য?—তাহা বলিতেছেন—'অর্থেষু অভিজ্ঞঃ অর্থেষু"—কংসবঞ্চনাদি কার্য্যসমূহে অভিজ্ঞ কিম্বা নন্দনন্দনরূপে অবগত—দাস, সখা, মাতাপিতা, প্রেয়সীভাববিশিষ্ট ব্রজবাসিগণের সহিত সর্ব্বজনের আনন্দবর্ষণকারিণী লীলা-সিদ্ধিতে অভিজ্ঞ। অপূর্ব্বলীলারসে অভিজ্ঞতাহেতু তিনি স্বরাট্। গোকুলে ব্রজবাসিগণের প্রেমপরবশ হইয়া তিনি নিত্য বিরাজিত। তিনি আদিকবি ব্রহ্মাকে বিস্মাপিত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্ম অর্থাৎ সত্যজ্ঞানসত্তানন্দৈকরসময় বৈভব বিস্তার করিয়াছিলেন। "মুহ্যন্তি যৎ সুরয়ঃ তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা"—বাক্যসকলে শ্রীকৃষ্ণলীলার চমৎকারিত্ব বর্ণিত। তাদৃশ অলৌকিক লীলার নিমিত্ত তদীয় ভক্তগণ মোহপ্রাপ্ত হন—প্রেমাতিশয্যহেতু বিবশতা প্রাপ্ত হন। তেজ, বারি ও মৃত্তিকার যথাবৎ বিনিময় অর্থাৎ পরস্পরের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখাদির কান্তিদ্বারা চন্দ্রাদি নিস্তেজত্ব (মলিনতা) প্রাপ্ত হয়। আবার নিস্তেজ বস্তুকে নিজ কান্তিতে দ্যুতিমান করেন। দ্রবপদার্থ জল কঠিনতা প্রাপ্ত হয়—মৃৎপাষাণাদি দ্রবীভূত হয়। তাঁহার ত্রিসর্গ—মথুরা, দ্বারকা ও গোকুল অমৃষা—সত্য, সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি। বিশ্ব নিত্য নহে, কিন্তু ভগবদ্ধামে নিত্যতার ব্যভিচার ঘটে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহার শ্লোকেরও তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত,—

কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলজ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা।
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনা চ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যতঃ।
তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি।। (১২।১৩।১৪)

যিনি কল্পারম্ভে অতুল্য জ্ঞানপ্রদীপরূপ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াপরে নারদ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, যোগীন্দ্র শুকদেব ও পরীক্ষিৎকে কৃপা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধ নির্ম্মল শোকরহিত অমৃত পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

মহামন্ত্র যুগপৎ জপ্য ও উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তনীয়

মহামন্ত্র ও মন্ত্র উভয়ের দ্বারা জীবের চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধিফলে সকল ইন্দ্রিয় নশ্বর বিষয়-প্রবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া নিত্যত্ব উপলব্ধি করে, তখন তাহার আর হেয় বা অনুপাদেয় বিচার প্রবল হইতে পারে না। মন্ত্র ও মহামন্ত্র উভয়ের পৃথক্ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান্। মন্ত্রে কালাকালের বিচার আছে, কিন্তু মহামন্ত্রে কালাকালের, যোগ্যাযোগ্যের অথবা স্থানাস্থানের বিচার নাই। তাই বলিয়া কাল্পনিক মন্ত্র-নামাদির জপে কোনপ্রকার সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তাদৃশ পদগুলি অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিজাত। যাহা জীবকে মনন ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করে, তাহাই মন্ত্র। এককথায় জড়ভোগচিন্তা হইতে মনের বিরত হইবার প্রক্রিয়াই 'মন্ত্র'রূপে শাস্ত্রে চিহ্নিত। মনের পরিত্রাণের সকল ক্রিয়াসমূহ সাধন বলিয়া মন্ত্রকেও সাধন বলা হয়। উচ্চারিত মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিষয়াসক্ত মনকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। প্রণব ও বীজ-পুটিত 'নমস্', 'স্বাহা', 'স্বধা'-শব্দাদিযুক্ত ও চতুর্থ্যন্ত ভগবন্নামাত্মক পদকে মন্ত্র বলে। ইহা সাধারণে অপ্রকাশ্য, শ্রৌত-পারম্পর্য্যে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বিনীত শিষ্য কায়মনোবাক্যে সংযত করত ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া মন্ত্রসমূহ জপ করিবেন—ইহাই শাস্ত্রসম্মত বিধি। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ হইতে জানা যায় যে,—"কর্ত্তব্যত্বনোপদেশঃ বিধিরিতি" অর্থাৎ কর্ত্তব্যরূপে শাস্ত্র যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহাই বিধি। 'মন্ত্র' সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (২য় বিলাস ১৭৭ সংখ্যা) "সংখ্যাং বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্র-প্রকাশনম্" শ্লোকে পাওয়া যায়,—"যখনই মন্ত্রের কথা আসিবে তখনই বিধি, সংখ্যা ও জপের নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে এবং ইহা অপরের নিকট প্রকাশ করিবে না।" নারদপঞ্চরাত্র বলিয়াছেন,—"শিষ্য গুরূপদিষ্ট মন্ত্র কখনও কাহাকেও উপদেশ করিবেন না ; জনসমাজে প্রকাশ করিবেন না। শাস্ত্রের গোপনীয় বিষয়সমূহ কাহাকেও উপদেশ করিবেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র অপরের নিকট প্রকাশ করিলে অনন্তকাল নরকভোগ করিতে হয়। অতএব স্বমন্ত্র সর্ব্বদা গোপন রাখিবে ও নিজ শরীরবৎ রক্ষা করিবে।"

'মহামন্ত্র' মন্ত্র হইতে অধিক শক্তিশালী, 'মহৎ' বিশেষণে বিশেষিত। মন্ত্র-শব্দটি মহৎ-শব্দযোগে মহামন্ত্র হওয়ার দরুণ ইহা মন্ত্রও বটে, মহামন্ত্রও বটে। তবে বিচার্য্য এই যে, যখন মন্ত্র বীজ ও প্রণব-পুটিত হইবে, চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত ও নমস্-শব্দ প্রভৃতি যোগ হইবে, তখন ইহা সাধারণে অপ্রকাশ্য এবং যখন ইহা বীজ ও প্রণবরহিত হইবে তখন 'মহৎ' বিশেষণে বিশেষিত হউক বা না হউক অথবা নমস্ প্রভৃতিযোগে চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত হউক বা না হউক, তাহা মহামন্ত্ররূপে আখ্যাত হইলেই সাধারণে প্রকাশ্য, এমনকি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় বা সঙ্কীর্ত্তনীয়। চতুর্থ্যন্ত প্রণবযুক্ত স্বাহা, স্বধা বা নমঃ শব্দ-সমন্বিত মন্ত্রে 'নাম' আছে সত্য, তথাপি তাহার সহিত 'মহামন্ত্রের" নামের ভেদ এই যে, 'মহামন্ত্র' নামভজনে সম্বোধনের পদমাত্র। মহামন্ত্রে সম্বোধন ব্যতীত অন্য কোন বিভক্তি নাই।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৭ ; ১৪ মে, ২০০০

'মহামন্ত্রে' সম্বোধন পদ, 'মন্ত্রে' চতুর্থ্যন্তযুক্ত জড়াহঙ্কার-নিরোধক সম্বন্ধ-জ্ঞান পরিস্ফুট। মহামন্ত্র বা নামের নিকট আত্মসমর্পণ বা অহঙ্কার-নির্ম্মুক্ত ভাব-ব্যঞ্জনই মন্ত্রের উদ্দেশ্য, সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বোধনই যথেষ্ট। যেখানে জীব সাধনরাজ্যে প্রবেশ করেন, তাহার মন্ত্রজপই প্রধান অনুষ্ঠান। মন্ত্র অনর্থযুক্ত জীবকে অনর্থমুক্ত করে, নাম অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে কৃষ্ণপ্রাপ্ত করান।

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে পাবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩)

বীজ-পুটিত চতুর্থ্যন্ত-পদ-প্রযুক্ত মন্ত্র বা প্রণব-পুটিত চতুর্থ্যন্ত মন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে, পরন্তু 'নাম' বা সম্বোধন পদযুক্ত নাম বা বীজ প্রণবরহিত চতুর্থ্যন্ত পদপ্রযুক্ত নমঃ-শব্দযুক্ত মন্ত্র ও সঙ্কীর্ত্তনীয়। যথা "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায়ঃ নমঃ"—এই পদ সঙ্কীর্ত্তনীয়।

আজকাল অনেক ভারবাহী সম্প্রদায়ভুক্ত মনোধর্ম্মী শাস্ত্রানভিজ্ঞ কপট ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কেবল জপ করিবারই আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য নাম বা লীলাকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে কোন বাধা নাই, যেহেতু শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লেখ রহিয়াছে,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।।

যেহেতু জপ-শব্দের উল্লেখ আছে, অতএব জপ করাই শাস্ত্রের বিধি। মহামন্ত্রে কেবল জপপ্রথা প্রচারটী কুপ্রচার ও অসৎসিদ্ধান্তমূলে উদ্ভাবিত বলিয়া সারগ্রাহিগণের কাহারও জানিতে বাকী নাই। বিভিন্ন কুপ্রথা ও সিদ্ধান্তবিরোধ হইতেই মহামন্ত্রকে জপের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নবীন কাল্পনিক ছড়াসমূহের কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ছড়াকীর্ত্তনের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ সম্বন্ধবিহীন নামসমূহ মহাপ্রভুর মত-বিরোধী। ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরের উচৈঃস্বরে কীর্ত্তন বর্জ্জন-ব্যবস্থা কখনই শাস্ত্রীয় যুক্তি ও সিদ্ধান্তসম্মত নহে। শ্রীনামে সেবাপরাধিগণই উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের বিরোধী। বর্ত্তমানে উচৈঃস্বরে কীর্ত্তনের যে রীতি প্রচলিত দেখা যায়, উহা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

মহামন্ত্রই সকল মন্ত্রের অংশীস্বরূপ, অতএব ইহাতে মন্ত্রত্ব নিহিত আছে। সেইজন্য স্বয়ং মহাপ্রভু জপের সময়ে নির্ব্বন্ধ-সহকারে জপের বিধির কথা বলিয়াছেন। জপ ও কীর্ত্তন-শব্দের সংজ্ঞা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ ২।৬৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—"নামরূপগুণলীলাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্। মন্ত্রস্য সুলঘুচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে।।" অর্থাৎ "নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তির নাম কীর্ত্তন এবং মন্ত্রের অতি নিম্নস্বরে আবৃত্তির নাম জপ।" মহামন্ত্রের মানস জপ হইতে পারে, উপাংশু জপ হইতে পারে, আবার কীর্ত্তন হইতে পারে। শ্রীনৃসিংহপুরাণে পাওয়া যায়,—

ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাত্তস্য-ভেদাত্তিবোধত।
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধা মতঃ।
ত্রয়াণাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ স্যাদুত্তরোত্তরঃ।।

জপযজ্ঞ ত্রিবিধ—বাচিক, উপাংশু ও মানস। জপগত বিচারে মানস জপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জপবিচারে উচ্চারিত শব্দ অপরের কর্ণগোচর হইলে জপের সফলতা হয় না। সেইজন্য স্বল্প বা লঘু উচ্চারণযুক্ত উপাংশু জপ অপেক্ষা মানস জপ অর্থাৎ যেখানে উচ্চারণকার্য্য মনে মনে সম্পাদিত হয়, তাহার শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কথিত হয়। এককথায় উপাংশু জপাপেক্ষা মানস জপমন্ত্রসিদ্ধির অধিক সফলতা রহিয়াছে। জপ ও কীর্ত্তনের মধ্যে ভেদ এই যে, জপকারী নিজ স্বার্থপর, কিন্তু কীর্ত্তনে জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেদীপ্যমান। যদি কীর্ত্তন না থাকে, তাহা হইলে জাপক-সম্প্রদায়ের উৎপত্তির অভাব ঘটে। মন্ত্রে আকর্ণন কীর্ত্তনমুখেই হয়, পরেই তাহাই শিষ্যের জপের অবলম্বন হয়। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ উচ্চৈঃস্বরে নামসঙ্কীর্ত্তনের কথা ক্রমসন্দর্ভ ৭ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তন্যাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব" অর্থাৎ "চৌষট্টীপ্রকার সাধনভক্তির অন্যতম অঙ্গ 'জপকার্য্য' কীর্ত্তনযোগেই করিতে হইবে।" উপাংশু বা মানস-জপাদি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিযোগেই কর্ত্তব্য—ইহাই শ্রীগৌর-সুন্দরের অভিমত।

জপ অপেক্ষা কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ-বিষয়ে শাস্ত্রে রহিয়াছে,—

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি।।
শুন, বিপ্র, মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ।।
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন।।
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন।।
দুইতে কে বড়, ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে।।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৮৪-২৮৬, ২৮৯-২৯০)

নারদীয় পুরাণে প্রহ্লাদ-বাক্যে পাওয়া যায়,—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন শ্রোতূন্ পুনাতি চ।।

"যিনি হরিনাম জপ করেন, তাহা হইতে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা সঙ্গতই বটে ; যেহেতু জপকর্ত্তা কেবলমাত্র নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু

উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি নিজকে ও শ্রোতৃগণকে অর্থাৎ সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।"

মহামন্ত্রের বাচিক, মানসিক ও উপাংশু—এই ত্রিবিধ সংখ্যাত জপের কথা পূর্ব্বে আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা অবগত হইয়াছি। এখন প্রশ্ন হইল, "মহামন্ত্রের কীর্ত্তন বা সঙ্কীর্ত্তন অসংখ্যাতভাবে করা যাইতে পারে কি না? শ্রীগৌরসুন্দর কি কোথাও ভক্তগণকে সংখ্যাতভাবে কীর্ত্তন বা সঙ্কীর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন?" এই বিষয়টি আলোচনা করিলেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবতে ভক্তগণকে উপদেশ করিয়াছেন,—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশ।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

* * *

ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।।
দশ পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া।।

'সর্ব্বক্ষণ বল'—এই পদদ্বারা স্বয়ং মহাপ্রভু জপ্যতার নিরাস করিয়া অসংখ্যাত কীর্ত্তনের কথা স্থাপন করিয়াছেন, যেহেতু দশ পাঁচে মিলি হাতে তালি দিয়া কীর্ত্তনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তালের সহিত হাত, মন ও স্বরের সামঞ্জস্য রাখা ব্যতীত হাতে তালি দিয়া কীর্ত্তন করা অসম্ভব। সংখ্যা রাখিয়া দুই হাতে তালি দিয়া কীর্ত্তন করা বিচারসঙ্গত হইতে পারে কি? চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত মন্ত্রও যদি প্রণব ও বীজরহিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ মন্ত্রও যদি উচ্চৈঃস্বরে অসংখ্যাতরূপে কীর্ত্তন করা যাইতে পারে, তবে মহামন্ত্রের আর কি কথা? জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরেই সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয়। উহা আদৌ জপ্য নহেন—এরূপ বিচার কাহারও চিত্তে যাহাতে উদিত না হয়, তজ্জন্য মহামন্ত্র জপ করিবারও উপদেশ লিখিত হইয়াছে। 'নির্ব্বন্ধ'-শব্দে বিধিমতে সংখ্যানাম গ্রহণকেই লক্ষ্য করে। মহামন্ত্র কেবলমাত্র জপ্য নহেন, আবার অজপ্যও নহেন। মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবার উপদেশ থাকায় মহামন্ত্র কেবল অনির্ব্বন্ধ কীর্ত্তনীয় নহেন, আবার নামমন্ত্রে সম্বোধনের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদ প্রয়োগ করিয়া কীর্ত্তন করিবার বিধিও উপেক্ষিত হয় নাই।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের 'কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ' পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভু জনগণকে যে মহামন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা কি সংখ্যাপূর্ব্বক করিয়াছিলেন? অথবা

নির্ব্বন্ধকৃত নামজপের সংখ্যার মধ্য হইতে একবার বিতরণ করিয়াছিলেন? যদি তাহা না হয়, তবে নিশ্চয়ই মহাপ্রভু অসংখ্যাতরূপেই মহামন্ত্রের কথা বলিয়াছিলেন। যদি সংখ্যানির্ব্বন্ধ ব্যতীত মহামন্ত্রের কীর্ত্তন বা সঙ্কীর্ত্তন নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে মহাপ্রভু কেন অসংখ্যাতরূপে তাহা ভক্তগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন? ইহার দ্বারা মহামন্ত্র যে অংখ্যাতরূপে কীর্ত্তনীয় তাহা প্রমাণিত হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্যত্র পাওয়া যায়,—

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র।।

উপরোক্ত পয়ারে খাইতে শুইতে মহামন্ত্র লইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। খাইতে শুইতেও কি-প্রকার সংখ্যাতরূপে মহামন্ত্র করা সম্ভবপর? "সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।" পয়ারে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মহামন্ত্র নির্ব্বন্ধ-সহকারে জপ ও অসংখ্যাতরূপে কীর্ত্তন বা সঙ্কীর্ত্তন উভয়ই করা যাইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তরখণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৫৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভাগবত সূত ঋষিকে যে মহামন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাও অসংখ্যাত।

"হরে কৃষ্ণত্যুচ্চৈঃ" শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু উচ্চৈঃস্বরে বাচিক জপলীলার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বদ্ধজীবসমূহ কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়া নিজেন্দ্রিয় তোষণ করিতে উদ্‌গ্রীব থাকে, সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর এইসকল জীবের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া সহর্ষে শ্রবণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বদা অপতিতভাবে তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। তন্মধ্যে এক লক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে, একলক্ষ নাম অতি নিকটস্থ ব্যক্তি শুনিতে পায় এইরূপভাবে এবং একলক্ষ নাম মানসে জপ করিতেন। সাক্ষাৎ মায়াদেবী তাঁহার উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। লক্ষহীরা বেশ্যা তাঁহার নামকীর্ত্তন শ্রবণপ্রভাবে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইয়াছিলেন। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রকটকালে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠের আদিতে ও অন্তে সর্ব্বত্রই মৃদঙ্গ-করতালাদি সংযোগে কলিতারণ 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করাইতেন। বর্ত্তমানেও তদনুগগণ তৎপ্রবর্ত্তিত ধারানুসারে মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ও প্রচার করিতেছেন। যাহারা মহামন্ত্রে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন বা সঙ্কীর্ত্তন করিতে বাধা প্রদান করেন, তাহারা কলির কবলে কবলিত হতভাগ্য জীব।

লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষা এবং শাস্ত্রীয় বিভিন্নপ্রকার প্রমাণমূলক বিচারদ্বারা ইহাই স্পষ্টীকৃত হয় যে, মহামন্ত্র অপর বিষ্ণুমন্ত্রের ন্যায় কেবলমাত্র জপ্য নহে, তাহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়ও। অতএব ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রে যখন

স্বতঃসিদ্ধভাবে মন্ত্রত্ব নিহিত থাকে, তখন মন্ত্র-নামাত্মকরূপে জপিত হইবার সময় মহামন্ত্রের সংখ্যাত বাচিক, মানসিক ও উপাংশু—এই ত্রিবিধ জপ হইবে এবং মহামন্ত্ররূপে কীর্ত্তিত হইবার সময় মহামন্ত্র মৃদঙ্গ-করতালাদি-সহযোগে অসংখ্যাতভাবে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তনীয় হইবে, ইহাই স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(২) নারদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৩ পৃষ্ঠার পর]

একদিন দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায়, নারদ ভাবিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারকায় রাজ্যপালন করিতেছেন। তিনি নাকি ষোড়শসহস্র মহিষীর পতিরূপে বিরাজ করিতেছেন! রঙ্গ ত' মন্দ নয়! রাজা একজন, রাণী ষোল হাজার! একবার দেখিয়া আসি প্রভুর আমার লীলাটী।" অমনই নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণগান করিতে করিতে চলিলেন। ক্ষণপরেই তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। অমরা-বিনিন্দিত অতি চমৎকার রাজভবন দেখিতে দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তপ্রিয় প্রভুর অন্তঃপুরে ভক্তের অবারিত দ্বার। তথায় ষোল হাজার স্বতন্ত্র ভবনে ষোল হাজার রাণীর আবাস। প্রথম একটী মহাগৃহে ভক্তরাজ নারদ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—অসংখ্য সখীগণে সেবিত হইয়া রুক্মিণীসহ শ্রীকৃষ্ণ একটী রত্নপর্য্যঙ্কে বসিয়া আছেন। নারদকে দেখিয়াই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দিব্যাসনে বসাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তাঁহার পদধৌত করিয়া দিয়া পাদজল গ্রহণ-কর্ত্তব্যতা দেখাইয়া বৈষ্ণবের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। তারপর তাঁহাকে কত আদরে নানা উপচারে পূজা করিয়া কত মধুরালাপে তাঁহাকে কত আনন্দিত করিলেন। শেষে বলিলেন,—"প্রভো! আদেশ করুন, কি করিতে হইবে?" নারদ বাষ্প-গদ্‌গদ কণ্ঠে অতি কষ্টে বলিলেন,—"হে অখিলনাথ,—কি না করিয়াছ? করিতে আর কি হইবে? তোমার যে চরণ এই দর্শন করিতেছি, তাহাই হৃদয়ে যেন সতত থাকে,—দয়া করিয়া এখন ইহাই কর।" অতঃপর নারদ তথা হইতে বিদায় লইয়া আর একটী আলয়ে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন,—সখা উদ্ধবসহ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার সঙ্গে পাশক্রীড়া করিতেছেন। সেখানেও তিনি পূর্ব্ববৎ নারদকে সম্ভাষণাদি করিলেন। যেন পূর্ব্বের কথা কিছুই জানেন না ; ইনি যেন তিনি নহেন। এইরূপে নারদ একে একে ষোড়শসহস্র স্বতন্ত্র নিকেতনের প্রত্যেকটিতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণপ্রভুকে যুগপৎ বিভিন্নরূপে দর্শন করিলেন। সর্ব্বময় শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত যোগমায়া অবলোকন করিয়া শেষে তিনি সহাস্যে কহিলেন,—"প্রভো! কি দুর্ভেদ্য মায়াজাল তোমার! তোমার পদ-সেবার বলেই সে মায়া আমি ভেদ করিতে পারিতেছি। অপার করুণা তোমার! বিদায় দাও এখন, তোমার

নাম, তোমার মহিমা গান করিয়া আমি তোমার ভক্তজন-সমাজে ভ্রমণ করি।" নারদকে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে বিদায় দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে উৎসুক হইয়া নারদ তৎকালে দ্বারকাতেই ভ্রমণ করিতেন। তিনি বসুদেবকেও ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ দিয়া পরম আনন্দ দান করিয়াছিলেন। বসুদেবকেই তিনি এই অমূল্য মহাবাক্যগুলি বলিয়াছিলেন,—

"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ।।"

অর্থাৎ, এই অভয় ভাগবতধর্ম্ম-পথে সাধুগুরুর একান্ত আনুগত্যে কোনও বিঘ্ন-বিপত্তি কাহাকেও বদ্ধ বা নষ্ট করিতে পারে না। এ পথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কেহ পদস্খলিত বা পতিত হন না। অর্থাৎ, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় নির্ভরতা লইয়া সকলে এইপথে স্বচ্ছন্দে অগ্রগামী হইতে পারেন। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন হইতেই তাঁহাদের সকল কৃত্য সম্যক্ কৃত হয় ;—কোনও ব্যবহারিক বিধির অনুষ্ঠান না হইলেও প্রত্যবায়ী হইতে হয় না।

ভাগবত বা ভগবদ্ভক্ত ত্রিবিধ ;—উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত। উত্তম ভক্ত,—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ।।
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি।।" (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭৩-২৭৪)

তাঁহার সর্ব্বভূতে সমদর্শন হইয়াছে। যিনি মধ্যম, তিনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেম, ভক্তে মিত্রতা, অবোধের প্রতি কৃপা এবং দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন ; আর যিনি প্রাকৃত, তিনি লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত শ্রীঅর্চ্চার পূজাদি করিলেও তদীয় জনের প্রতি সেরূপ আসক্ত বা প্রীতিবিশিষ্ট নহেন। কিম্বা অন্য কোথাও তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয় না।

"যাঁহার কোনও বাসনা নাই, শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার একমাত্র অবলম্বন, যিনি প্রাকৃত কোন বিষয়ের প্রতি রাগ বা দ্বেষ পোষণ করেন না, সতত শ্রীকৃষ্ণের সেবায়ই তদ্‌গত চিত্ত, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ।

"জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতির জন্য যাঁহার অহঙ্কার নাই, যিনি সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে হীন জ্ঞান করেন, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়জন।"

হরিবংশে উক্ত হইয়াছে,—শ্রীনারদ নারায়ণ-অংশে অবস্থিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন ঃ—

"তিষ্ঠন্নারায়ণ স্যাংশে নারদঃ সমদৃশ্যত।"

দৈত্যরাজ পৌণ্ড্রক দর্পভরে কৃষ্ণদ্বেষপরায়ণ হইলে শ্রীনারদ কৈলাস-শিখর হইতে তৎসকাশে উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"অচিন্ত্যবৈভব গদাধর শ্রীহরিই সমগ্র জগতে সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনিই তোমার দর্প চূর্ণ করিবেন।"

শ্রীনারদ সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন। দ্বাপরে তিনি ভূলোকে আসিয়াও সদুপদেশে মোহান্ধ মানবের চৈতন্য উৎপাদন করিয়াছেন। নানাপ্রকারে জীবের পরমমঙ্গল সাধন করিয়াছেন। পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দেওয়া হইলে কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালাদি আসুরস্বভাব জনসমূহ মহা অনর্থ উপস্থিত করিল ; তখন সেই বিরাট্ সভামধ্যে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী সর্ব্বলোকবিৎ শ্রীনারদ মেঘগম্ভীর-স্বরে সকলের কর্ণপটহ ভেদ করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে এই মহাবাক্য ধ্বনিত করিয়াছিলেন,—(মঃ ভাঃ সভা ৩৯।৯)

"কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নার্চ্চয়িষ্যন্তি যে নরাঃ।
জীবন্মৃতাস্তু তে জ্ঞেয়া ন সম্ভাষ্যাঃ কদাচন।।"

পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন যে নরাধম না করে, যে তাহাতে বাধা উৎপাদন করে, সে জীবন্তে মৃত ; তাহার মুখদর্শনও করিতে নাই।

কলিসন্তরণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, একসময় দেবর্ষি নারদ বৈরাজ ব্রহ্মার সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"ভগবন্! দ্বাপর অবসান হইল। অতঃপর পাপময় কলির অধিকার। ইহাতে জীব উদ্ধার লাভ করিবে কি উপায়ে?" ব্রহ্মা কহিলেন,—"সর্ব্ব-শ্রুতিতে এই রহস্য অতি গোপনে আছে। আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি। কলিতে আদিপুরুষ শ্রীহরির নাম-উচ্চারণেই জীবচিত্ত মল-নির্ম্মুক্ত হইয়া সাধুগতি লাভ করিবে।" ভুবনমঙ্গল ভক্তবর নারদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে নাম কি? তাহা উচ্চারণের বিধিই বা কি?" ব্রহ্মা বলিলেন,—"সে নাম এই,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।" এই নাম-মহামন্ত্র জপে কোনও বিধি নাই। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদ্‌গুরু-সকাশে দীক্ষিত ব্যক্তি শুচি বা অশুচি যে কোনও অবস্থায় এই নাম উচ্চারণ করিয়া পরাগতি লাভ করিতে পারিবেন। সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও এই নাম গ্রহণেই জীব কৃতকৃত্য হইবেন।"

বিশ্বহিত সাধুশিরোমণি নারদের কৃপাতেই এই কলিকল্মষহর মহামন্ত্র তারকব্রহ্ম-নাম, এই বেদগুহ্য অমূল্যনিধি, এই মায়াব্যাধির অমোঘ মহৌষধি জগৎ লাভ করিয়াছে। শ্রীনারদের পাদপদ্মে আমাদের অনন্ত প্রণতি।

ভ্রম-সংশোধন

সংখ্যা	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
২য়	৪৬	৯	হ'ষয়	হয়ে
২য়	৭৩	২১	ভারহরন্	ভারং হরন্
২য়	৭৩	২৩	শ্রীকৃষ্ণরূপে	শ্রীকৃষ্ণরূপ
২য়	৭৩	২৪	দণ্ডকমণ্ডলুধৃরূপে	দণ্ডকমণ্ডলুধৃগ্‌রূপে
২য়	৭৩	২৭	ত্রিযুগ	ত্রিযুগ-নাম
২য়	৭৯	৫	গাপালভট্ট	গোপালভট্ট
৩য়	১১৪	৫	সীমন্তদ্বীপস্থ প্রৌঢ়ামায়াস্থান	**কোলদ্বীপস্থ** প্রৌঢ়ামায়াস্থান

ছোট হরিদাস

ছোট হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তনে মহাপ্রভু খুবই আনন্দ পাইতেন। তিনি মহাপ্রভুর খুবই প্রিয় ছিলেন। ভগবান্ আচার্য্য নীলাচলে আসিয়া প্রভুর আশ্রয় লাভ করেন। "সখ্য ভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ-অবতার।" তিনি বিষয়বিমুখ বৈরাগী, মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। একদিন ভগবান্ আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি ছোট হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন,—"হরিদাস! শিখি মাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর নিকট যাও। আমার নাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মহাপ্রভুর সেবার জন্য একমান ভাল আতপ চাউল লইয়া আইস।" মাধবীদেবী বৃদ্ধা তপস্বিনী ও পরমা বৈষ্ণবী। তিনি পূর্ব্বে রাধারাণীর দাসী কলাকেলী ছিলেন এবং তাঁহার দাদা শিখি মাহিতি ছিলেন রাগলেখা।

"প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন জন।।
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতি—তিন, তাঁর ভগ্নী অর্দ্ধজন।।"

(চৈঃ চঃ অঃ ২।১০৫-১০৬)

এহেন মাধবীদেবীর নিকট হইতে ভগবান্ আচার্য্যের অনুরোধক্রমে প্রভুর সেবা হইবে ভাবিয়া হরিদাস চাউল মাগিয়া আনিলেন। চাউল দেখিয়া ভগবান্ আচার্য্য খুবই উল্লসিত হইলেন এবং প্রেমভরে রন্ধন করিলেন। মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু ভোজনে বসিয়া সুন্দর অন্ন দেখিয়া আচার্য্যকে বলিলেন,—"বা! এমন সুন্দর অন্ন। এত ভাল চাউল কোথায় পাইলে?" ভগবান্ আচার্য্য বলিলেন,—"মাধবীদেবীর নিকট হইতে চাউল আনা হইয়াছে।" প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে চাউল আনিল?" আচার্য্য ছোট হরিদাস লইয়া আসিয়াছে বলিলেন। মহাপ্রভু অন্নের খুব প্রশংসা করিয়া ভোজন করিলেন ; কিন্তু নিজগৃহে আসিয়া তিনি সেবক গোবিন্দকে কহিলেন,—"গোবিন্দ! ছোট হরিদাসকে আর এখানে আসিতে দিবে না। আজ হইতে তাহার দ্বারমানা—ইহাই আমার আজ্ঞা, অবশ্যই পালন করিবে।" দ্বারমানা হওয়ার জন্য হরিদাস মনে খুব দুঃখ পাইলেন। কেন যে ইহা হইল তাহা কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না। হরিদাস তিনদিন উপবাস করিয়া পড়িয়া রহিলেন। স্বরূপ গোসাঞি প্রভৃতি পার্ষদগণ মহাপ্রভুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! হরিদাস এমন কি অপরাধ করিল যে তাহাকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়া দ্বারমানা করিয়া দিলেন। সে তজ্জন্য উপবাস করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।" মহাপ্রভু কহিলেন,—"বৈরাগী হইয়া যদি কেহ প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, তবে তাহার মুখ দর্শন আমি করি না। কারণ দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় সর্ব্বদাই বিষয় গ্রহণে উন্মুখ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের স্বভাবই হইতেছে ভোগপ্রবণ। এমন কি কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রকৃতি মুনিরও পর্য্যন্ত মন হরণ করিয়া লয়। অতএব বৈরাগী সর্ব্বদা নারীর সম্বন্ধ অবশ্যই ত্যাগ করিবেন।

'মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।।' (ভাঃ ৯।১৯।১৫)

মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখনও থাকিবে না। কেন না বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

ক্ষুদ্রজীব বা অনধিকারী জীব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া ইন্দ্রিয়-চালিত হইয়া প্রকৃতি সম্ভাষণরূপ অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে।"—এই বলিয়া মহাপ্রভু ক্রোধাবেশে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভুর এইপ্রকার আবেশ দেখিয়া আর কেহ কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

অন্য একদিন সমস্ত ভক্ত মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া হরিদাসের জন্য নিবেদন করিয়া বলিলেন,—"প্রভো! হরিদাসকে ক্ষমা করুন, তাহার অপরাধ অল্প। সে ত' নিজের ভোগের জন্য চাউল আনিতে যায় নাই। তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্যও ছিল না। আপনার সেবাসুখ লাভই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। তবে অবশ্যই বৈরাগী হইয়া স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ নিশ্চয়ই অপরাধ। কিন্তু প্রভু আপনার সেবার জন্য ভগবান্ আচার্য্যের আদেশেই সে গিয়াছিল। সুতরাং তাহার এই সামান্য অপরাধ প্রভু এইবারের মত ক্ষমা করুন। তাহার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। এইপ্রকার অপরাধ সে আর কখনও করিবে না। আপনি প্রসন্ন হউন।" তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন,—"দেখ, তোমরা বৃথা কথা ছাড়। তোমরা যে যাহার নিজ কার্য্যে যাও। বৈরাগী প্রকৃতি সম্ভাষণ করিলে তাহার ইহাই দণ্ড। তোমরা যদি পুনরায় অনুরোধ কর, তাহা হইলে আমি আর এখানে থাকিব না, এখান হইতে চলিয়া যাইব। আর আমাকে এখানে তোমরা দেখিতে পাইবে না।" প্রভুর এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই ভয় পাইয়া গেলেন এবং নিজ নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই লীলা কাহারও বোধগম্য নহে।

ভক্তগণ শ্রীপরমানন্দ পুরী গোস্বামীর নিকট আসিয়া কহিলেন,—"ছোট হরিদাসকে প্রভু দ্বারমানা করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য ছোট হরিদাস উপবাস করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আপনি ছাড়া আর কেহই মহাপ্রভুকে প্রসন্ন করিতে পারিবে না। দয়া করিয়া আপনি প্রভুকে প্রসন্ন করুন।" তাঁহাদের অনুরোধে পরমানন্দ পুরী গোসাঞি মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। মহাপ্রভু বিশেষ সম্মান করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন এবং কিজন্য আগমন করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করিয়া তৎপ্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য নিবেদন করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"গোসাঞি! আপনি সমস্ত বৈষ্ণবগণকে লইয়া এখানে থাকুন। আমাকে আজ্ঞা করুন—আমি কেবলমাত্র গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া আলালনাথে চলিয়া যাই।" এই বলিয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া আনিয়া পুরীকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। পুরী গোসাঞি ভীষণ ভয় পাইয়া গেলেন এবং আস্তেব্যস্তে মহাপ্রভুকে ধরিয়া অনেক অনুনয় করিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। তিনি বলিলেন,—

"প্রভো! তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই তুমি কর। তোমার উপর কাহার আর কি বলিবার ক্ষমতা আছে। লোকহিতের জন্যই তোমার সমূহ ব্যবহার। আমাদের আর তোমার হৃদয়ের কথা বুঝিবার ক্ষমতা কোথায়?" এই বলিয়া পরমানন্দ পুরী গোসাঞি নিজস্থানে গমন করিলেন। ভক্তগণ বিফল মনোরথ হইয়া ছোট হরিদাসের নিকট গেলেন এবং স্বরূপ গোসাঞি তাঁহাকে বলিলেন,—"হরিদাস! তুমি বিশ্বাস কর, আমরা সকলেই তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। প্রভু এমনই জিদ্ ধরিয়াছেন যে, কিছুতেই স্বীকার করাইতে পারা যাইতেছে না। তবে তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও অত্যন্ত দয়ালু। তোমার প্রতি কখনও না কখনও কৃপা অবশ্যই হইবে। তুমি আর জিদ্ ধরিয়া থাকিও না। তুমি জিদ্ ধরিয়া রহিলে তাঁহারও জিদ্ বাড়িয়া যাইবে। তুমি স্নান-ভোজন কর। প্রভুর ক্রোধ নিশ্চয়ই প্রশমিত হইবে।" এই বলিয়া হরিদাসকে আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্নান-ভোজন করাইলেন এবং স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছিলেন। ছোট হরিদাস দূর হইতে অপলক নেত্রে আর্ত্তিসহকারে প্রভুকে দর্শন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু দয়ার সাগর ; কিন্তু ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য নিজ ভক্তকে দণ্ডদান করিয়াছেন—ইহা কে-ই বা বুঝিবে। হরিদাসের প্রতি এইপ্রকার দণ্ড দেখিয়া সমস্ত ভক্তগণ স্বপ্নেও স্ত্রী-দর্শন বা সম্ভাষণ ত্যাগ করিলেন।

এইভাবে এক বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইল। তথাপি মহাপ্রভুর করুণা হইল না। ইহা দেখিয়া ছোট হরিদাস একদিন শেষরাত্রে মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রভুর অশোক-অভয়-অমৃত-আধারস্বরূপ শ্রীপাদপদ্ম লাভের সঙ্কল্প গ্রহণপূর্ব্বক প্রয়াগে চলিয়া গেলেন এবং ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তিনি দিব্যদেহে অলক্ষে প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। সেই কীর্ত্তনসেবায় আত্মনিয়োগপূর্ব্বক রাত্রে প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিলেন। অন্য কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হরিদাস কোথায়? তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসুন।" সকলেই অশ্রুসিক্ত-নয়নে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—"প্রভু! আজ এক বৎসর হইল, হরিদাস রাত্রে উঠিয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তা আমরা কেহই জানিনা।" মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলেন এবং মৌন হইয়া গেলেন। মহাপ্রভুর এইপ্রকার ভাব দেখিয়া ভক্তগণ খুবই বিস্মিত হইলেন।

একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সমুদ্রস্নানে গিয়াছেন। সকলেই দূর হইতে ছোট হরিদাসের মধুর কীর্ত্তন শুনিয়া বিস্ি ও চমৎকৃত হইয়া গেলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—সকলে হরিদাসের কীর্ত্তন শুনি কিন্তু তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইতেছেন না। তখন স্বরূপ ব্যতীত গোবিন্দ ও সকলে অনুমান করিলেন—নিশ্চয়ই হরিদাস বিষপান করিয়া আত্মঘাতী হই আত্মহত্যাজনিত পাপে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে দেখা যাইতেছে

তাঁহার কীর্ত্তন শুনা যাইতেছে। স্বরূপ বলিলেন,—"না, না, ইহা তোমাদের মিথ্যা অনুমান। যিনি আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়াছেন, প্রভুর সেবা করিয়াছেন, প্রভুর এতই কৃপাভাজন এবং যাঁহার ক্ষেত্রমরণ হইয়াছে, তাঁহার কোনও দিন কি দুর্গতি হয়। তাঁহার নিশ্চয়ই সদ্‌গতি বা পরমাগতি লাভ হইয়াছে—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা মহাপ্রভুর একপ্রকার করুণা।

একদিন প্রয়াগ হইতে একজন বৈষ্ণব নবদ্বীপে আসিলেন এবং ছোট হরিদাসের ত্রিবেণী-প্রবেশের সংবাদ সকলকে জানাইলে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ খুবই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

পর বৎসর শ্রীশিবানন্দ সেন সমস্ত ভক্তগণকে লইয়া শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে মিলিত হইলেন। শ্রীবাস মহাপ্রভুকে ছোট হরিদাস কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু উত্তর দিলেন,—"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।"—অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করেন। তখন শ্রীবাস হরিদাসের ত্রিবেণী-প্রবেশের সংবাদ মহাপ্রভুকে দিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।"

ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভু যে দণ্ড প্রদান করিলেন, তাহা জগতে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য জানিতে হইবে।

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্যই ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহা বর্জ্জন নয়—ইহাই গ্রহণ। ইহাই হরিদাসের পরম প্রাপ্তি।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রার্থনা

শ্রীগুরু-চরণ করুণা-সিন্ধু।
দীন-হীন-জন জীবন-বন্ধু।। ১।।
শ্রীগুরু-করুণা সকল সার।
শ্রীগুরু-মহিমা সকল-পার।। ২।।
সকল দেবতা হইতে বড়।
সংসার-তরণে তরণি দড়।। ৩।।
ভব-দাব দাহ কামাদি ছয়।
শ্রীগুরু-স্মরণে ক্ষণে বিজয়।। ৪।।

মায়া-কলরবে পূরিত শ্রুতি।
শ্রীগুরু-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি।। ৫।।
মায়া-পাতে ভব সংসার-হাটে।
শ্রীগুরু-কীর্ত্তনে ভাঙ্গে সে নাটে।। ৬।।
শ্রীগুরু-স্মরণে মাতিল মন।
শ্রীগুরু-চরণে সঁপি জীবন।। ৭।।
এ অধম দাসে আপন হারা।
শ্রীগুরু-চরণ নয়ন-তারা।। ৮।।

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭২ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন,—

"বৈষ্ণব ঠাকুর, অপ্রাকৃত সদা, নির্দ্দোষ আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন, জীবেতে দয়ার্দ্র হয়।।"

(প্রার্থনা—লালসাময়ী, কঃ কঃ)

যে ভগবানের নামে সর্ব্ব অমঙ্গল, সর্ব্ব পাপ-তাপ-দোষ বিদূরিত হয় ও অবিদ্যা নাশ হয়ে জীবের শুদ্ধচিত্তে স্বপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, সেই ভগবানে ভ্রম বা অজ্ঞানজনিত দোষ বা কোন দোষই থাকতে পারে না।

"হরিঃ-শব্দে নানার্থ, দুই—মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন।।
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ।।
*　　*　　*
তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্ম, অবিদ্যা নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল 'প্রেমা' করয়ে প্রকাশ।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৫৫-৫৬, ৫৮)

ভগবানের স্বরূপে জড়ধারণার কিছুমাত্র অবকাশ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের অপ্রাকৃত শুদ্ধরূপের কথাই বর্ণিত আছে ;—"তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্" (ভাঃ ১।৩।৩) অর্থাৎ—"সেই ভগবান্ শ্রীহরির রজ-তমোহীন সত্ত্বরূপ, সুতরাং তাহাই নিরতিশয় অপ্রাকৃত শুদ্ধরূপ।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ঐ শ্লোকের টীকায় লিখেছেন,—"বিশুদ্ধং রজ আদ্য মিশ্রং অতএবোর্জ্জিতং শ্রেষ্ঠং অপ্রাকৃতং সচ্চিদানন্দ-ঘনমিত্যর্থঃ"—"বিশুদ্ধ বলতে প্রাকৃত রজঃ আদি গুণের দ্বারা অমিশ্রিত, অতএব নিরতিশয় শ্রেষ্ঠ, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ—এই অর্থ।" প্রাকৃত জগতের সমস্ত

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৭ ; ১৪ মে, ২০০০

বস্তুই সৃষ্ট বস্তু, সমস্ত সৃষ্ট বস্তুরই লয় আছে। সৃষ্টি এবং লয়—প্রাকৃত রজঃ-তমোগুণের কার্য্য। বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে রজঃগুণের কোন প্রভাব নাই, তাই সে-সকল স্থানের কোন বস্তুই সৃষ্ট নয়। আর যেহেতু সেই সেই স্থানে তমোগুণ নাই, সেহেতু কোন বস্তুর প্রলয় বা ধ্বংস নাই। তাই বৈকুণ্ঠধাম ও গোলোকধাম নিত্যকাল আছে ও থাকবে—তাহা সনাতন ধাম। রজঃ এবং তমোগুণ হতে বিক্ষেপ ও লয় অর্থাৎ চঞ্চলতা ও আচ্ছন্নতা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ফলে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষসমূহ ও কাম-লোভাদি অসৎ বৃত্তিগুলি প্রকাশ পায়। কিন্তু ভগবদ্‌স্বরূপে মায়িক সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের সমাবেশ না থাকায় তাহাতে কোন দোষাদি তথা অমঙ্গল নাই। শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ষাটহাজার ঋষিকে সম্বোধন করে বলেছেন,—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ।। (ভাঃ ১।২।২৩)

"সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। সেই গুণত্রয়ের অধীশ্বররূপে এক পরমপুরুষ তুরীয় নারায়ণ এই বিশ্বের উৎপত্তি, পালন ও ধ্বংসের নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। তাঁদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ বাসুদেব হতেই শুভফলের উদয় হয়, কিন্তু ব্রহ্ম, রুদ্র হতে তা হয় না।" (শুদ্ধ বলতে যাতে অপ্রাকৃত সত্ত্বগুণের মিশ্রণ নাই)। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে (১০।২) ভগবান্ বলেছেন,—"অহমাদির্হি দেবানাং"—আমিই সমস্ত দেবতার আদি অর্থাৎ মূল। অতএব ভগবান্ কৃষ্ণই সকলের কারণ ব'লে তিনি সর্ব্বকারণরহিত, অনাদি ও অজ এবং সকলের পরম ঈশ্বর। তিনি বিশেষরূপে শুদ্ধ অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব। সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে শুদ্ধিলাভ করলে নির্গুণ হয়। এমত কারণে ভগবানে ভ্রমাদি দোষ অবস্থান করতে পারে না। যে ভগবান্ কৃষ্ণের অমৃতময় কথা শ্রবণ ও স্মরণ করলে বুদ্ধিবিভ্রম হয় না, সেই ভগবান্ কৃষ্ণের কি বুদ্ধিবিভ্রম হতে পারে?

"নোত্তমঃ শ্লোকবার্ত্তানাং জুষতাং তৎকথামৃতম্।
স্যাৎ সম্ভ্রমোঽস্তকালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্।।" (ভাঃ ১।১৮।৪)

অর্থাৎ—"[শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট হতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করতে করতে মহারাজ পরীক্ষিতের অন্তকালেও শ্রীহরিস্মরণ হয়েছিল] তাঁর এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়, কারণ যে-সকল লোক উত্তমঃশ্লোক ভগবানের বার্ত্তাতেই সর্ব্বদা রত থাকেন, অর্থাৎ যাঁরা নিত্য সেই ভগবৎ কথারূপ অমৃত পান করেন ও তাঁর চরণকমল স্মরণ করেন ; মৃত্যুসময়েও তাঁদের বুদ্ধিবিভ্রম হয় না।" উক্ত শ্লোকের অন্তর্নিহিত অর্থে উপলব্ধি হয় যে, শ্রীহরির কথামৃত শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ব্যক্তির অন্তকালেও হরিস্মৃতি হয়, মায়াকর্ত্তৃক তাঁর বুদ্ধিবিভ্রম হয় না। স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ শ্রবণ-কীর্ত্তনেরই অধীন হওয়ায় মৃত্যুকালে ভগবৎস্মরণের ফল ; যথা—

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।। (ভাঃ ২।৮।৪)

"যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করে থাকেন, ভগবান্ অচিরকালমধ্যেই সেই ভক্তের স্বপ্রযত্ন ব্যতীতও স্বয়ং সেই ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করেন।"

শ্রীগীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলেছেন,—

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্রসংশয়ঃ।।" (গীতা ৮।৫)

"যিনি অন্তিমকালে আমাকেই স্মরণপূর্ব্বক স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করে প্রস্থান করেন, তিনি আমার ভাবই প্রাপ্ত হন—ইহাতে কোনই সংশয় নাই।" অতএব অন্তকালে ভগবৎস্মরণের ফলে নিত্যকাল সিদ্ধদেহে শ্রীভগবানের নিত্যসেবা লাভ হয়। মৃত্যুকালেও ভগবৎস্মরণকারীর অবিদ্যাজনিত ভ্রম হয় না। শ্রীভগবান্ যাবতীয় প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুর প্রাদুর্ভাবের হেতু, তাঁহা হতেই সমস্ত বিষয়ের ও নারদাদি সকলের উৎপত্তি এবং তাঁহা হতেই সকলের বুদ্ধি, জ্ঞান, অজ্ঞান ইত্যাদি সবকিছুই প্রবৃত্ত হয়। তাঁর মহৈশ্বর্য্য-লক্ষণযুক্তা বিভূতির জ্ঞান হতে তাঁর প্রসাদে তদীয় সম্যক্ জ্ঞান ভক্তিযোগের দ্বারা লাভ হয় ; তাই বলছেন,—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।। (গীতা ১০।৮)

অর্থাৎ—আমি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুমাত্রেরই উৎপত্তির কারণ, আমা হতেই সমস্ত কিছুর প্রবর্ত্তন হয়—ইহা অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধাভক্তিসহকারে আমাকে ভজন করেন ; আর যাঁরা ভজন করেন না—তাঁরা অপণ্ডিত।

ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় একটী বই দুইটী নাই। ভগবান্ একজন, তাই তাঁর নিকটে যাবার উপায় বা তাঁকে প্রাপ্তির উপায়ও একটী। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ বুদ্ধিযোগ ভগবানই তাঁর প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারিগণকে প্রদান করেন, কেহ নিজ হতে বা কারও নিকট হতে তাহা লাভ করতে সমর্থ হয় না। তাঁকে প্রাপ্তির উপায় তিনিই জানেন এবং যে-সকল অনন্যভক্ত তাঁকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা তৎপ্রাপ্তির উপায় অবগত আছেন। সেই অনন্যভক্তগণের প্রদর্শিত, তাঁদের কীর্ত্তিত বা তাঁদের অবলম্বিত কৃষ্ণাকর্ষী পথই শুদ্ধভক্তিপথ বা শ্রেয়ঃপথ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর সেবাপথ-পদবাচ্য। ভগবান্ তাঁর প্রতি প্রীতিশীল একান্ত অনুরক্ত ভজনকারিগণকে তৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ অপ্রাকৃত বুদ্ধিবৃত্তি স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করেন। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলেছেন,—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।" (গীতা ১০।১০)

অর্থাৎ—"সততযুক্ত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারিদিগকে আমি সেই প্রকার বুদ্ধিযোগ প্রদান করে থাকি, যদ্দ্বারা তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হন।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও অনুরূপ একটী পয়ার পরিদৃষ্ট হয়,—

"বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তাঁরে, যাতে কৃষ্ণ পায়।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৮৫)

তাৎপর্য্য এই যে,—সদ্বুদ্ধি ও নিত্যানিত্য বিচারপূর্ব্বক সুদৃঢ়ভাবে একান্ত অনুরক্ত হয়ে কৃষ্ণভজনেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত ব্যতীত অন্য কর্ম্মী, জ্ঞানী, মায়াবাদী, যোগী প্রভৃতি কেহই তাঁকে লাভ করবার উপায়স্বরূপ শুদ্ধবুদ্ধি ভগবান্-কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হয় না। 'বুদ্ধি' মায়ার সত্ত্বগুণ হতে জাত, কিন্তু তাহা সত্ত্বগুণ হওয়ায় গুণাতীত ভগবানে স্বতঃপ্রবেশের যোগ্যতা নাই। কিন্তু যে-সকল একান্ত ভক্তগণ ভগবানে তাঁদের বুদ্ধি সর্ব্বদা নিয়োজিত করেন ও ভগবানে মন-প্রাণ সম্যক্ সমর্পণ করেন, ভগবান্ বিশেষ অনুকম্পা করত তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থানপূর্ব্বক অলৌকিক জ্ঞান-দীপদ্বারা তাঁদের জড়সঙ্গবশতঃ অজ্ঞানজাত অন্ধকার নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে সম্পূর্ণরূপে নাশ করেন। ভক্তিযোগের অনুষ্ঠাতৃগণের প্রতি ভগবদনুকম্পা থাকায় তাঁদের অজ্ঞান থাকে না বা থাকতে পারে না।

যে ভগবানের বা ব্রহ্মের কৃপাপ্রভাবে ও অচিন্ত্যশক্তিবলে ক্ষুদ্রজীবের ভগবদ্‌লাভার্থ বুদ্ধি অনায়াসে প্রাপ্তি হয়, সেই ভগবানের বুদ্ধিভ্রমরূপ দোষ থাকা সম্ভব নয়। যদি বলা যায়,—ভগবান্ স্বেচ্ছায় মহামায়া অর্থাৎ বহিরঙ্গা গুণময়ী মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে ভ্রমক্রমে জীব হন, তাহাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ তিনি স্বেচ্ছায় যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত থাকায় তাঁর অজ ও নিত্যস্বরূপকে ত্রিগুণময়ী বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা মোহিত মূঢ় সাধারণ লোকেরা জানতে পারে না। তিনি বলেছেন,—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।" (গীতা ৭।২৫)

বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা লোকে মোহিত হন, ভগবান্ মোহিত হন না। যথা—ব্রহ্মা স্তবমুখে ভগবানকে বলেছেন,—"ন যস্য কশ্চাতিতির্ত্তি মায়াং জনো মুহ্যতি বেদ নার্থম্" (ভাঃ ৮।৫।৩০) অর্থাৎ—"যে মায়াদ্বারা লোকে মোহিত হয় এবং আত্মস্বরূপ জানতে পারে না, যাঁর সেই মায়া লোকে কেহই অতিক্রম করতে সমর্থ হয় না।" ভগবানে প্রপন্ন ব্যক্তিগণই মায়ামুক্ত হয়ে থাকেন ; যথা ভগবদ্বাণী (গীতা ৭।১৪) "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" ভগবান্ স্বয়ং ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা অপহৃত জ্ঞানবিশিষ্ট হয়ে জীব হলে সেই জীব কাঁহাতে প্রপন্ন হবে ও কাঁহার ভজন করে মায়ামুক্ত হবে? শ্রীগীতায় ৭।১৫ শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ং উক্ত প্রশ্নের সমাধান করে বলেছেন,—দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই ত্রিগুণময়ী মহামায়ার দ্বারা বিলুপ্ত জ্ঞানবিশিষ্ট হয়ে থাকে, পরন্তু ভগবান্ সেরূপ হন না ; —"দুষ্কৃতিনঃ ** মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ।" ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত ভগবান্ ত্রিগুণময়ী প্রাকৃত মায়ার দ্বারা অপহৃত জ্ঞান হয়ে গুণময় ভাবসমূহের মধ্যে অবস্থান করবেন কেন? জগতে উদ্ভূত জীবসকল ত্রিবিধ গুণময় ভাব, যথা—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহে মোহিত হয়ে থাকায় ঐ সমস্ত গুণের অতীত অব্যয়স্বরূপ ভগবানকে জানতে পারে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

অশ্রুবারি !

কি শুভ মুহূর্ত্তে প্রভো! আসিলে মরতে।
কৃষ্ণৈকশরণবৃত্তি জীবেরে শিখা'তে।।
আশ্রয় লইলে আসি' শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত।
নাশিলে অবিদ্যাতমঃ কলির কৃতান্ত।।
জননীর স্নেহনীড় প্রিয়-পরিজন।
ছিঁড়িয়া অবাধে সব দুশ্ছেদ্য বন্ধন।।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পদে সঁপি' প্রাণ-মন।
দেখালে আদর্শ জীবে—আত্মনিবেদন।।
গাহিতে গৌরাঙ্গ জয় ভাব-উন্মাদন।
উছলি' উঠিত তব হিয়া অনুক্ষণ।।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরু তাই কত করুণায়।
দিলেন নামটি **"জয় গৌরাঙ্গ"** তোমায়।।
আপনি আচরি' ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
শিখা'লেন গুরুদেব যে মুহূর্ত্তে সার।।
ধরিলে অমনি শুদ্ধ নামের নিশান।
গাহিলে নামের জয়, জগত কল্যাণ।।
শুনি' সে শ্রীনামগান মধুর ঝঙ্কার।
অতীব পাষাণ হিয়া হ'ত চুরমার।।
ক্ষণেকে হইত স্তব্ধ শুষ্ককর্ম্মজ্ঞান।
নিতান্ত বিষয়ী সেও হারাইত প্রাণ।।
মু'খানি অমিয়-মাখা মধুর বচন।
ভজনে উৎসাহ সদা সেবা-নিগমন।।
সবাকার প্রিয় অতি বৈকুণ্ঠ-দর্শন।
আর না হেরিব ওগো সে রাঙ্গা চরণ।।
শুভক্ষণে বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রকট-বাসরে।
নিত্যধামে গেলে চলি', কাঁদায়ে সবারে।।
নিত্যানন্দ-সেবানন্দে হ'লে নিগমন।
নিত্যানন্দ-সেবা লাগি' তোমার জীবন।।

অযোগ্য অধম আমি আজি দিশেহারা।
কি করি নাহিক স্থির পাগলের পারা।।
দুর্ব্বল হৃদয়ে বল করহ সঞ্চার।
শ্রীগৌরাঙ্গ জয় যেন গাহি অনিবার।।
কতই মধুর স্মৃতি পড়ে আজি মনে।
ভাষা নাই বলিতে সে বলিব কেমনে।।
কর কৃপা মোরে প্রভো! কৃষ্ণ-প্রিয়জন!
শ্রীগুরুসেবায় গত হউক্ জীবন।।
অশ্রুবারি বিনা মোর কি আছে সম্বল।
গাহিতে তোমার গান অন্তর বিকল।।
নিত্যধামবাসি! ওগো, নিত্যানন্দজন!
দয়া করি' লহ সঙ্গে—সেবিব চরণ।।
সর্ব্বার্থ-সাধন ওই গৌর-জন-সেবা।
বিনা তাহা তরিবারে পারে মায়া কেবা।।
কর কর কৃপা কর হে গৌর-হৃদয়।
পতিত অধম সদা যাচে পদাশ্রয়।।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসবে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া), তাং—৭।৩।৯৮]

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসবের আজ অধিবাস-দিবস। এই উপলক্ষে বহু দূর দেশ থেকে বহু ভক্তবৃন্দ এখানে সমবেত হয়েছেন। বিদেশ থেকেও অনেক ভক্তবৃন্দ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। সকলেরই একটা ইচ্ছা—শ্রীধাম-দর্শন এবং পরিক্রমায় তাঁরা অংশ গ্রহণ করছেন। আজ আমরা শ্রীধাম-পরিক্রমা-বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করছি। পরম পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ দুইদিন আগে থেকে শ্রীধাম-পরিক্রমা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেছেন।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইজন বিশিষ্ট প্রাজ্ঞ ব্যক্তির—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের হরিকথা থেকে

আলোচনার কিছু Point পেয়েছি। এর মধ্যে আমার ইচ্ছা হচ্ছে এইটাকে সংক্ষেপে Reproduce করি।—

"(গুরু-) বৈষ্ণবের গুণগান,　　করিলে জীবের ত্রাণ,
শুনিয়াছি সাধু-গুরু-মুখে।"

সর্ব্বপ্রথমেই পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা ব্যক্ত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীল নারায়ণ মহারাজ তা সংক্ষিপ্তভাবে এবং সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত করেছেন। যদি শ্রীল গুরুপাদপদ্ম এখানে মঠ-মন্দির স্থাপন না করতেন, তাহলে ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লোক সব এসে এখানে হরিকথা, ভগবৎকথা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের কথা তাঁরা নিশ্চয়ই জানতে পারতেন না। এইটাই সবচেয়ে বড় দান। যত প্রকারের দান আছে পৃথিবীতে তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—ভগবানের নাম দান।

দুইদিকে কথা আছে—সাধন ও কৃপা। আমরা নিজেরা যদি নিজেদের ভুল, দোষ-ত্রুটী সব ছেড়ে দিতে পারি, তাহলে সাধারণক্ষেত্রে সাধক-সাধিকার বাহাদুরি হয়ত' অনেক বেশী থাকে। কিন্তু শাস্ত্রালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই—**সাধনার থেকে কৃপাই বড়**। আমরা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাতে সেটার পরিচয় পাই। মা যশোদা কিছুতেই বাঁধতে পারছিলেন না কৃষ্ণকে। প্রতিবারে দু' আঙ্গুল দড়ি কম পড়ছিল। এই দু' আঙ্গুল সম্বন্ধে আমরা যা ব্যাখ্যা পেয়েছি—এক আঙ্গুল হল সাধন, আর এক আঙ্গুল হল কৃপা—এই দুটো জিনিস। সাধনে সিদ্ধিলাভ হয় না, হবে না, যদি ভগবৎকৃপা না পাওয়া যায়। তজ্জন্য প্রমাণিত হচ্ছে **ভগবৎকৃপাই বড়**। আমাদের যতকিছু প্রচেষ্টা সব প্রচেষ্টা বিফলতায় পরিণত হয়, হবে যদি আমরা গুরু-বৈষ্ণবকৃপা, ভগবৎকৃপা উপলব্ধির মধ্যে না আনতে পারি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাঁর প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিচ্ছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।

সম্পূর্ণই ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ ব্যাপার। কৃষ্ণ নিজেই সে-কথা বলছেন। আরও বলছেন,—

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।

সেখানেও ভগবানের অশেষ করুণা। সে করুণা খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, যেখানে ভগবান্ ভক্তের সব দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছেন। কোন দায়িত্ব রাখছেন না—একজন সমর্পিতাত্মা ব্যক্তি তাঁকে ভগবান্ খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন—সব দায়িত্ব নিচ্ছেন। যোগ এবং ক্ষেম দুটোই বহন করছেন ভগবান্। অলব্ধ বস্তুর লাভ করিয়ে দিচ্ছেন, আবার তৎসংরক্ষণ চেষ্টাও রাখছেন ভগবান্। ভক্তবাৎসল্য, বিশেষ স্নেহ-বাৎসল্য। সকলের

জন্য ভগবান্ বোধ হয় এমনটা করেন না। এর মধ্যেও কিছু Partiality—পক্ষপাতিত্বের মত দেখা যায়, কিন্তু তা নয়। আবার যদি Partiality বলি, তাহলে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ Partiality বলা হবে। শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা এরকম অনেক জিনিষ দেখছি। যেখানে তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভগবানের দয়াটাকে বলা হচ্ছে Causeless Mercy, আর সাধারণের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে Unconditional surrender। এই দুটো যখন যোগযুক্ত হয়, তখন সাধনে সিদ্ধিলাভ হয়। সাধনার ক্ষেত্রে বাহাদুরি ত' কিছু নাই। পুরোপুরি ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করতে হয়। তাহলে সবাই পরীক্ষিৎ মহারাজ হচ্ছেন কি না? সেটাও বিবেচনার বিষয়।

পরীক্ষিৎ মহারাজের পূর্ব্ব জীবনী, তাঁর জন্ম থেকে যে-সব ঘটনা ঘটেছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভক্তির পরীক্ষার পাশ করা লোক। এ অধিকার তাঁর আছে। যাঁকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ একটা চেষ্টা নিলেন। তাঁর ইচ্ছামাত্রে সব কিছু সম্ভব হয়, তা সত্ত্বেও ভগবান্ কিছু বিশেষত্ব দেখিয়েছেন সেখানে। বর্ণনার ভিতরে বোধ হয় আছে—উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। তাঁর ত' ইচ্ছামাত্রেই, সঙ্কল্পমাত্রেই সিদ্ধি এবং সেটা সত্য, বাস্তব। তথাপি এমন একটা ভক্তকে রক্ষার জন্য একটা বৈশিষ্ট্য রেখেছেন ভগবান্। উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করতে ভগবান্ তাঁর ছেলে হয়ে যান নাই, তাঁর ভগবত্তা সংরক্ষিত, সুরক্ষিত। পরীক্ষিৎ মহারাজের অধিকার তাই বলব—তিনি সিদ্ধমহাত্মা আগে থেকেই আছেন।

অনেকে প্রশ্ন করেন আমাদের কাছে—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এসেছেন, তিনি কোন্ কোন্ লোককে উদ্ধার করেছেন?—"পরম দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তারা হইল পতিত-পাবন।" এরা ত' সব ভগবানেরই লোক। বদ্ধজীব, নীরেট মূর্খ, সাধন-ভজনের কোন বল নাই, তাদেরও ত' উদ্ধার করেছেন। ভগবান্ যাঁদেরই উদ্ধার করেছেন সবই তাঁর নিজেরই লোক দেখতে পাচ্ছি। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা যদি মিলাই আমরা, তাহলে দেখতে পাব সবই ত' তাঁর পরিকর। তাহলে নূতন করে উদ্ধার করলেন কাকে?—এ প্রশ্ন অনেকে করেন। আবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলীর মধ্যে দেখতে পাই—যেখানে অনেকে প্রশ্ন করছেন, আপনাদের কি পরিবার? বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন হয়। সেখানে কোন এক জায়গায় গৌর-পরিবারের কথা লেখা আছে। আবার বলছেন,—

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত-আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর।।

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথা। সবগুলোই ত' আমাদের বিচার করতে হচ্ছে। অল্প-স্বল্প বিচার করলে ত' সব উত্তর মিলছে না। সেখানেও দেখান হচ্ছে বিভিন্ন রকমের কথা। নরোত্তম ঠাকুরই এক জায়গায় বলে যাচ্ছেন,—

"যে দিন তোমার ভাবে,　　আমার পরাণ যাবে,
সেই দিনে দিও দরশন।"

কি ব্যাপার? এ আবার কি অধিকারের কথা? এই লাইনগুলো জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ Quote করেছেন। সবরকম জিনিষ ত' এর মধ্যে রয়েছে। কৃপা, সাধন—সবগুলোরই ত' মীমাংসা রয়েছে। ভগবান্ কি তাহলে তাঁর নিজস্ব লোক ছাড়া আর কাকেও উদ্ধার করেন নাই, রক্ষা করেন নাই—এমন কথা হবে কি? তাহলে ত' কখনও লীলার বৈশিষ্ট্য থাকে না। যদি তাঁর নিজস্ব লোক ছাড়া অন্য লোককে কৃপা না করেছেন, দয়া না করেছেন, হার্দ্দিক কৃপা না করেছেন, তাহলে ত' ইতিহাস বিরচিত হয় না। সে ব্যাপারও আছে। তবে সাধারণতঃ জগৎকে শিক্ষা দিতে গেলে ভগবান্ তাঁর নিজস্ব লোককে দিয়ে শিক্ষা দেন—এটাই রীতি। সেখানে ভুল বুঝাবুঝি হয় না। সেইজন্য নিজস্ব লোককে দিয়েই শিক্ষা দিতে হয়। যাকে গেঁয়ো ভাষায় বলে—"ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো।" জিনিষগুলো বুঝানো আছে। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর উদাহরণ যেরকম আছে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরও উদাহরণ আছে। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ রাধাসহ, তিনি ত' চৈতন্যমহাপ্রভু হয়ে এলেন—এটাই ত' ইতিহাস।

শ্রীনবদ্বীপধামে এসেছি আমরা। নবদ্বীপধাম আর বৃন্দাবনধামে কি কিছু প্রভেদ আছে? ঔদার্য্য আর মাধুর্য্য—কেবল এই বলা যাবে।

"য এব রাধিকাকৃষ্ণঃ স এব গৌরবিগ্রহঃ।
যচ্চ বৃন্দাবনং দেবি নববৃন্দাবনঞ্চ তৎ।।"

Identity করছেন, লীলার বৈশিষ্ট্য আছে, সেটুকু জানাচ্ছেন। নবদ্বীপধামের মহিমা সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলছেন কি তিনি?—

"আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে
নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে।
আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরস্তে
নারাধিতো দ্বিজসুতো ন ত্ববেহ কৃষ্ণঃ।।"

যদি ব্রজের ভজন করতে হয়, তাহলে আগেই নবদ্বীপের উপাসনার কথা বলছেন, নবদ্বীপেশ্বরের উপাসনার কথা বলছেন। "আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরস্তে নারাধিতো দ্বিজসুতো ন ত্ববেহ কৃষ্ণঃ।।"—এমন কথাগুলো বলছেন পর পর। আবার বলছেন,—যদি নবদ্বীপে বাসস্থানের জন্য আমার কোন আত্মীয়-স্বজন আমাকে সাহায্য না করে, অনুমোদন না করে, তাহলে তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই আমার। এও ত' আশ্চর্য্য ব্যাপার!

সা মে ন মাতা সা চ মে পিতা ন
স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন।

স মে ন মিত্রং স চ মে গুরুর্ন-
যো মে ন রাধাবন-বাসমিচ্ছেৎ।।

এরকম ধরণের কথাগুলো ত' বলেছেন। ধামতত্ত্ব এইভাবে বর্ণিত হয়েছে। পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ বলেছেন,—'ধাম চিন্ময়।' তা সত্য। আমাদের সাধারণ বিচারে আমরা ধামকে গ্রামবুদ্ধি করি। ধাম দর্শন করতে এসে দশরকমের ধামাপরাধ করে ফেলি। সেবা করতে গেলে অনেক রকমের সেবাপরাধ করে ফেলি, হরিনাম করতে গেলে বহুরকম নামাপরাধ করে ফেলি। গুর্ব্বপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, নামাপরাধ, ধামাপরাধ নিয়ে ত' মুস্কিলের কথা! প্রতি পদে পদে যদি অপরাধ এসে যায়, তাহলে কি করব আমরা? সাবধানতা অবলম্বনের কথা আছে সর্ব্বত্রই। সেটা আমাদের মানতেই হয়।

দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে নয়টা নামাপরাধ যারা শ্রীনাম অভ্যাস করবেন তাদের জন্য, আর একটা অপরাধ আছে যিনি নাম উপদেশ করবেন তাঁর জন্য। কি? অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে নাম দিও না। নাম দিয়েছ, সে যদি হরিনামে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, তাহলে মুস্কিল হল ত'। গীতা আলোচনার শেষে গীতার মাহাত্ম্য পড়বার নিয়ম আছে। কিন্তু একথাও ত' লেখা রয়েছে—

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।।"

নিষেধনামা জারি করা আছে, সকলকে গীতা শুনান যাবে না। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধেও এইরকম বলা আছে,—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।"

সকলকে সব বিচার শুনান যাবে না। সেখানে ভয় দেখানো আছে। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন,—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"—কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞগণের প্রতি 'কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানাভ্যাস কর'—এরূপ উপদেশদ্বারা বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না। তুমি যদি ভক্তির কথা বলতে যাও, ভুল বুঝে বসল ; কর্ম্মজড়কে জ্ঞানকথা যদি বলতে যাও, যোগের কথা যদি বলতে যাও, তা ত' ধরতে পারবে না। কিন্তু ভক্তির কথা বলতে নিষেধ করেন নাই, এতে নিষেধ নাই। ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ সবসময়ই করা যায় অধিকার অনুসারে। কিন্তু সেই কর্ম্মটা কি হবে? 'তস্য দেবস্য সেবা'—সেটা হওয়া চাই।

"একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা।।"

সেই কর্ম্ম করতে নিষেধ নাই। "তৎকর্ম্ম হরিতোষণং যৎ স্যাৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া"—এ ব্যাখ্যাও ত' পাশাপাশি রাখতে হবে। সব জিনিষের সামঞ্জস্য আছে শাস্ত্রে। যত রকমের ন্যায় আছে সব ন্যায় নিয়েই ত' বিচারিত হয়েছে শাস্ত্রবাক্য। আমরা কতটুকু শুনব, কতটুকু শিখব, কতটুকু বলব—সে কথাও ত' বলা আছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, তিনি বলছেন,—যেখানে সমস্ত রকমের অধিকারী ব্যক্তি সভা-সমিতিতে বসে আছেন, সেখানে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য রস পর্য্যন্ত আলোচনা করা চলবে। আবার শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের কাছে যখন শোনা যাচ্ছে, (তিনি একটু কট্টরপন্থী) তখন তিনি বলছেন,—শান্ত, দাস্যরস পর্য্যন্ত বলা যাবে, তারপর আর নয়। তাহলে মহাজনগণের ভিতরে মতভেদ আছে বলা হবে? শাস্ত্র বলছেন,—না, মতভেদ নয়, মতবৈশিষ্ট্য। ভেদ বললে অপরাধ হয়ে যাবে, বৈশিষ্ট্য বলতে হবে। সবরকম ধরণের বিচার দেখানো আছে শাস্ত্রে।

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে-সব বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করেছেন, তাঁর সতীর্থগণ অনেক সময় তার প্রতিবাদ করেছেন তাঁর জীবদ্দশায়, আবার তাঁর দেহরক্ষার পরও—নিত্যধামে চলে যাওয়ার পরও। সে-সব কথাগুলো ত' মনে পড়ে। তাহলে তাঁরা যা বলেছেন সেইটা কি ঠিক, আর আমার গুরুপাদপদ্ম যা করেছেন সেগুলো ভুল—এইটা কি মেনে নেব? তা ত' নয়। আবার "বিরুদ্ধসামান্যং তস্মিন্ ন চিত্রম্"—এই বিচারও ত' শুনছি। সেখানেও ত' সামঞ্জস্য করা হয়েছে। তাহলে কি করব আমরা? সবটার সামঞ্জস্য নিয়ে চলতে হবে আমাদের। এইটুকুই আমরা বুঝব। সব জিনিষের সামঞ্জস্য করে আমরা চলব। সব জিনিষের সামঞ্জস্য যদি না হয়, তাহলে মুস্কিল হল।

বেদান্তের ৫৫০টী সূত্র। তার শেষ সূত্রে নামের মহিমা ব্যক্ত হয়েছে—'অনাবৃত্তি শব্দাৎ অনাবৃত্তি শব্দাৎ'। যদি শব্দব্রহ্মের, নামব্রহ্মের উপাসনা করা যায়, তাহলে কি হয়? তার থেকে অনাবৃত্তি লাভ হয়। গুরুপাদপদ্ম বললেন যে, ভাগবতের শেষ কথা নামব্রহ্মের এবং ভগবৎপ্রেম-প্রীতির কথা। যা শুনতে পাই আমরা সেটার সব ঠিক নয়। এক জায়গায় 'কৈবল্যায় নরকায়তে' বলে দিচ্ছেন শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, আবার আর একজন বলছেন 'কৈবল্যেক প্রয়োজনম্'—মহামুস্কিলের কথা! এটা আপাতঃবিরোধ Contradictory মনে হচ্ছে। এই দুটো কথার সামঞ্জস্য আছে। একজন সম্পূর্ণ উল্টো বলে দিচ্ছেন 'কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে', আর একজন বললেন, 'কৈবল্যেক প্রয়োজনম্'। সবটারই রকমারী ব্যাখ্যা রয়েছে, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে সেই শব্দগুলোই আবার অন্যরকম অর্থ ঘোষণা করছে। শব্দশাস্ত্রে এমন আছে।

বৈকুণ্ঠবাণী, বৈকুণ্ঠশব্দ এখানে তার জন্ম নয়, এখানে তার উৎপত্তি নয়। আমরা শুনছি পাণিনির স্ফোটবাদে রয়েছে এসব। বৈকুণ্ঠবাণী বৈকুণ্ঠ থেকে আসে, আর এখানকার কার্য্য সমাধা করে ফিরে যায়—এ বিচার ত' আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে। এখানকার শব্দের এখানে উৎপত্তি, এখানেই লয়। কাণটা হল সবথেকে বড় জিনিষ—Receiver। কর্ণবেদ-সংস্কারের কথা শ্রীল গুরুপাদপদ্ম বলেছেন। কর্ণবেদ মানে কর্ণশুদ্ধি, শ্রবণশুদ্ধি। বাচ্চা ছেলে জন্মগ্রহণ করার পর তার কাণটাই Effective থাকে বেশী, জোরদার থাকে। কর্ণবেদ-সংস্কারের ব্যাখ্যাও এইরকম দেওয়া আছে। আর শাস্ত্র আলোচনা করতে গেলে শব্দব্রহ্ম, নামব্রহ্ম, নাদব্রহ্মের উপাসনা করতে গেলেও কর্ণই দরকার। চেতনকর্ণ।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।"

তত্ত্বদর্শন, তত্ত্বসিদ্ধান্ত অনুভব—Realisation ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। আমার চেষ্টাদ্বারা ওটা হয় না। 'ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ-গুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ।' নামের মহিমা। নামপ্রভু করতে পারেন এটা। সেখানে আমার বাহাদুরি কোথায়! আমার বাহাদুরি ত' কিছুই নাই, সবই ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ।

আমায় যেন গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃপা করেন, আমার বাস্তব মঙ্গল হয়, অনুভূতি আসে, আমি তাঁদের কাছে সেই প্রার্থনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে পত্রিকা-কার্য্যালয়ে কোনরূপ পত্র অথবা M.O. পাঠাইতে হইলে সর্ব্বদা গ্রাহক-সংখ্যা (Sl. No.) উল্লেখ করিবার জন্য বারে বারে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও বহু গ্রাহক কোনরূপ গ্রাহক-সংখ্যা (Sl. No.) উল্লেখ করেন না। এমনকি, বহু গ্রাহক M.O. কুপনেও নিজেদের নাম-ঠিকানা লেখেন না। ইহাতে আমাদের টাকা জমা করিতে বহু অসুবিধা হইতেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা জমা করিতে না পারিয়া ফেলিয়া রাখিতে হইতেছে।

অতএব সকল গ্রাহকগণের নিকট আমার অনুরোধ—তাঁহারা চিঠি-পত্র অথবা M.O. পাঠাইবার সময় অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা (Sl. No.) উল্লেখ করিবেন। ইতি—

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী
কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

卐 স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥ 卐

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

卐 অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ 卐

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫২শ বর্ষ } ৩০ বামন, বাসুদেব, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ৩১ আষাঢ়, রবিবার, ১৪০৭, ইং ১৬/৭/২০০০ { ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকর্দ্দমঋষি-কৃতং শ্রীশ্রীশুক্লমূর্ত্তি-সত্যযুগাবতার-বিষ্ণুস্তোত্রম্

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশেঽধ্যায়ে—১৩-২১]

শ্রীঋষিরুবাচ,—

জুষ্টং বতাদ্যাখিল-সত্ত্বরাংশে সাংসিদ্ধ্যমক্ষ্ণোস্তব দর্শনান্নঃ ।
যদ্দর্শনং জন্মভিরীড্য সদ্ভিরাশাসতে যোগিনো রূঢ়যোগাঃ ॥১॥

(সত্যযুগে কর্দ্দম-ঋষি সমাধিযুক্তাবস্থায় বরদাতা শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীরূপে তাঁহাকে দর্শনদান করিলে ঋষিবর মস্তকদ্বারা ভূলুণ্ঠিত প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—)

শ্রীকর্দ্দমঋষি হর্ষভরে কহিতে লাগিলেন,—হে পরমপূজ্য দেবতা! উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বহুতর জন্ম ব্যাপিয়া যোগসিদ্ধ ঋষিগণ যে ভগবানের দর্শন প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেই নিখিল সত্ত্বগুণের নিধিস্বরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া অদ্য আমার নয়নযুগল সার্থক হইল ॥ ১ ॥

যে মায়য়া তে হতমেধসস্ত্বৎ-পাদারবিন্দং ভবসিন্ধু-পোতম্ ।
উপাসতে কামলবায় তেষাং রাসীশ কামান্ নিরয়েঽপি যে স্যুঃ ॥২॥

হে ভগবন্! ভবদীয় চরণকমল সংসার-সমুদ্রের একমাত্র ভেলা-স্বরূপ ; যাহাদের বুদ্ধি আপনার বহিরঙ্গা-মায়াদ্বারা নষ্ট হইয়াছে তাহারাই, যে-সকল কাম নরকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল তুচ্ছ কামোপভোগের জন্য আপনার ঐ চরণ ভজন করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু হায়! আপনিও তাহাদিগকে ঐ সকল তুচ্ছ কাম প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

তথাপি চাহং পরিবোঢ়ুকামঃ সমানশীলাং গৃহমেধ-ধেনুম্ ।
উপেয়িবান্ মূলমশেষ-মূলং দুরাশয়ঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপস্য ॥৩॥

হে প্রভো! আমি সকাম ভক্তগণের এরূপ নিন্দা করিয়াও অত্যন্ত দুরাশয়তা-প্রযুক্ত স্বয়ং মদনুরূপ-স্বভাববিশিষ্টা গৃহস্থাশ্রমের কামধেনুরূপিণী ত্রিবর্ণদোগ্ধ্রী ভার্য্যালাভ-মানসে নিখিল পুরুষার্থের মূলকারণ কল্পবৃক্ষস্বরূপ ভবদীয় শ্রীচরণ-প্রান্তে উপনীত হইয়াছি ॥ ৩ ॥

প্রজাপতেস্তে বচসাধীশ তন্ত্র্যা লোকঃ কিলায়ং কামহতোঽনুবদ্ধঃ ।
অহঞ্চ লোকানুগতো বহামি বলিঞ্চ শুক্লানিমিষায় তুভ্যম্ ॥৪॥

হে অধীশ! আপনি প্রজাপতি, আপনার বাক্যরূপ তন্ত্রীদ্বারা এইসকল কামোপহত লোক পশুবৎ আবদ্ধ আছে ; হে ধর্ম্মমূর্ত্তে, আমিও ঐ সকল লোকেরই অনুগামী। অতএব কালাত্মা আপনার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিয়া ভার্য্যা-লাভে অভিলাষী হইতেছি, (হে প্রভো! আমি যে কেবল কামকামী ব্যক্তিদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া পুত্র-কলত্রাদির বাসনায় ভার্য্যা-লাভেচ্ছু হইতেছি তাহা নহে, কিন্তু দেব, ঋষি ও পিতৃ—এই ঋণত্রয়ের অপনোদনার্থেই আমার এতাদৃশ প্রার্থনা) ॥ ৪ ॥

লোকাংশ্চ লোকানুগতান্ পশূংশ্চ হিত্বা শ্রিতাস্তে চরণাতপত্রম্ ।
পরস্পরং ত্বদ্‌গুণবাদসীধু-পীযূষ-নির্যাপিত-দেহধর্ম্মাঃ ॥৫॥

হে ভগবন্! আপনি কালাত্মক, সেজন্য আমরা আপনার ভয়ে ভীত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকি ; কিন্তু আপনার ভক্তগণের তাদৃশ কোন ভয়ই নাই ; কারণ, তাঁহারা (ভবদীয় ভক্তবৃন্দ) সমুদয় কামোপহত লোকদিগকে এবং তদনুগত মাদৃশ কর্ম্মজড় পশুদিগকে অনাদর করিয়া আপনার সুশীতল চরণ-ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তাহাতে পরস্পর আপনার গুণ-কথামৃতপানে তাঁহাদের দেহধর্ম্ম, ক্ষুৎপিপাসাদি নিবারিত হয় ॥ ৫ ॥

ন তেঽজরাক্ষভ্রমিরায়ুরেষাং ত্রয়োদশারং ত্রিশতং ষষ্টিপর্ব্ব ।
ষণ্ণেম্যনন্তচ্ছদি যৎ ত্রিনাভি করালস্রোতো জগদাচ্ছিদ্য ধাবৎ ॥৬॥

প্রভো! আপনার ত্রিনাভিরূপ কালচক্র অত্যদ্ভুত ; উহা অজর ব্রহ্মস্বরূপ

অক্ষোপরি নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে ; অধিমাস বা মলমাসের সহিত ত্রয়োদশ মাস ইহার ত্রয়োদশ অর, তিনশতষষ্টি অহোরাত্ররূপ ইহার তিনশতষষ্টি পর্ব্ব, ষড় ঋতু ইহার ষড় নেমি, অনন্ত ক্ষণলবাদি ইহার পত্রাকার ধারা, তিন চাতুর্ম্মাস্য ইহার নাভি অর্থাৎ আধারভূত বলয় ; ইহার বেগ অতিশয় তীব্র। হে ভগবন্! এই কালচক্র সমগ্র জগৎকে আকর্ষণ করিয়া ধাবমান থাকিলেও ইহা আপনার ভক্তগণের আয়ু হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না ॥ ৬ ॥

একং স্বয়ং সন্ জগতঃ সিসৃক্ষয়া দ্বিতীয়য়াত্মন্নধিযোগমায়য়া ।
সৃজস্যদঃ পাসি পুনর্গ্রসিষ্যসে যথোর্ণনাভির্ভগবন্ স্বশক্তিভিঃ ॥৭॥

হে ভগবন্! আপনি স্বয়ং এক হইয়াও জগৎসৃষ্টি-মানসে আত্মাতে অধিকৃত আপনার ঈক্ষণযোগহেতু যোগযুক্তা দ্বিতীয়া মায়ার প্রভাবে সত্ত্বাদি শক্তিত্রয় বহিরঙ্গারূপে স্বীকার করিয়াছেন ; উক্ত শক্তিত্রয়দ্বারা ঊর্ণনাভির (মাকড়সার) ন্যায় এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় সাধন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

নৈতদ্বতাধীশ পদং তবেপ্সিতং যন্মায়য়া নস্তনুষে ভূতসূক্ষ্মম্ ।
অনুগ্রহায়াস্ত্বপি যর্হি মায়য়া লসত্তুলস্যা ভগবান্ বিলক্ষিতঃ ॥ ৮ ॥

হে পরমেশ্বর! আমাদের ন্যায় আপনার সকাম উপাসকগণের নিমিত্ত আপনি যে শব্দাদি জড়ভোগ্য বিষয়সুখ বিস্তার করিতেছেন, তাহা যদিও আপনার অভিলষিত নহে, তথাপি আমাদের ন্যায় আপনার সকাম উপাসকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা বিধান করুন অর্থাৎ দেব-ঋষি-পিতৃঋণ দূরীকরণান্তর উহা যেন আমাদের মুক্তি বিধান করে ; কেননা, আমরা আপনার যে তুলসী-শোভিত বিগ্রহ দর্শন করিতেছি, তাহা জীবের ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই প্রদান করেন ॥ ৮ ॥

তং ত্বানুভূত্যোপরত-ক্রিয়ার্থং স্বমায়য়াবর্ত্তিত-লোকতন্ত্রম্ ।
নমাম্যভীক্ষ্ণং নমনীয়পাদসরোজমল্পীয়সি কামবর্ষম্ ॥ ৯ ॥

হে ভগবন্! ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে জীবের কর্ম্মফল-ভোগস্পৃহা নিরস্ত হয় ; আপনি স্বীয় মায়াশক্তির প্রেরণাদ্বারা দেব-তির্য্যগাদি লোকসমূহের সুখ-দুঃখ কর্ম্মফলরূপ উপকরণ সর্ব্বদা আবর্ত্তন করিতেছেন। আপনি (অল্পবুদ্ধি ক্ষুদ্রচেতা) সকাম পুরুষেরও কাম প্রদান করিয়া থাকেন। এইজন্য, কি সকাম, কি নিষ্কাম, সকলেই আপনার পাদপদ্মে প্রণত হয়—আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৭ পৃষ্ঠার পর]

১৯। জনসাধারণ অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকের সূক্ষ্ম ভেদ বুঝিতে অসমর্থ কেন?

"অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাহা প্রায়ই লোকে ধরিতে পারেন না ; অপ্রাকৃত বস্তুর জ্ঞানাভাবাই ইহার কারণ।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

২০। ত্রিশূলের স্বরূপ কি?

"জড়ীয় ত্রিগুণ ও ত্রিকালগত পরিচ্ছেদই—'ত্রিশূল'।"

—ব্রঃ সং ৫।৫

২১। চিত্রপট-দর্শন বা বিশ্বকৌশল-দর্শনটি কি?

"শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বকৌশল-দর্শনের নামই—চিত্রপট-দর্শন। মায়িক বিশ্বটি চিদ্বিশ্বের হেয় প্রতিভাত ছবি—ইহা যাঁহার বোধগম্য হইল, তিনি চিত্রপট দর্শন করিয়াছেন, বলা যায়।"

—কৃঃ সং ৯।১৭

২২। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলে কাহার কর্ত্তৃত্ব ও বিলাস-ভাব বিরাজিত?

"জড়-কর্ত্তৃক অথবা শুষ্ক চৈতন্য-কর্ত্তৃক যদি সৃষ্টি হইত, তাহাতে এরূপ বিচিত্রতা দেখা যাইত না। ইন্দ্রিয়-সকলের সহিত বিষয়-সকলের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, শারীরিক অভাবানুযায়ী পদার্থের ব্যবস্থা, জল-স্থল-বিভাগের দ্বারা মানবজাতির বাসস্থানের সমৃদ্ধি, গ্রহ-নক্ষত্র ও তারাগণের কার্য্য বিভাগের দ্বারা সৌরজগতের সৌন্দর্য্য ও কার্য্যোপযোগিতা, ঋতুদিগের নিয়ম-সংস্থাপনের দ্বারা কালাকাল-নিরূপণ এবং মানব-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বদ্ধাবস্থার অভাব-পূরণ প্রভৃতি অপূর্ব্ব কার্য্য-সকল কি শুষ্ক চৈতন্য হইতে উদিত হইতে পারে? পরমেশ্বরের বিলাস-ভাব স্বীকার না করিলে কখনই সন্তোষকর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না?

—তঃ সূঃ ৬সূঃ

২৩। ঈশ্বরবিশ্বাস কি মানবজাতির সাধারণ-ধর্ম্ম নহে?

"ঈশ্বর-বিশ্বাস মানব-জাতির একটী সাধারণ ধর্ম্ম। অসভ্য বন্যজাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশুমাংস-সেবনের দ্বারা কালাতিপাত করেন, তথাপি সূর্য্য ও চন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত-সকল, তথা বড় বড় নদ-নদী এবং প্রকাণ্ড তরু-সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করে।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

২৪। ভক্তি-পোষক ধর্ম্ম-মাত্রে অল্প-বিস্তর বৈষ্ণব-তত্ত্ব লক্ষিত হয় না কি?

"জগতে যতপ্রকার ভক্তিপোষক ধর্ম্ম আছে, সে-সমুদয় ধর্ম্মে কিয়ৎ-পরিমাণে বৈষ্ণব-তত্ত্ব লক্ষিত হইবে।"

—'খৃষ্ট-হৃদয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের উদয়', সঃ তোঃ ২।৬

২৫। বৈষ্ণব ও হিন্দুর মধ্যে পার্থক্য কি?

"চার্ব্বাকাদি অতি পাষণ্ড ব্যক্তিও হিন্দু, কিন্তু বৈষ্ণব নহেন। আমরা বৈষ্ণব হিন্দু, কেবল হিন্দু নই অর্থাৎ আমাদের সমাজ হিন্দু, কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম—বৈষ্ণব; তদ্রূপ হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি পূজনীয় পুরুষগণ 'হিন্দু' নহেন, কিন্তু সর্ব্বলোক-নমস্কৃত 'বৈষ্ণব'। বেদশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য-অনুসারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সর্ব্বজাতিকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অধিকারী বলিয়া উপদেশ করেন।"

—'সোমপ্রকাশ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।১০-১১

২৬। বৈষ্ণবতত্ত্বাবধারণে কিরূপ বুদ্ধি প্রয়োজন?

"বৈষ্ণবতত্ত্বে সূক্ষ্মবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া অখণ্ড বৈষ্ণবতত্ত্বকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা—স্থূলবুদ্ধি।"

—কৃঃ সং ৮।২০

২৭। বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যাঁহারা কেবল বৈধকাণ্ডে আবদ্ধ থাকেন, তাঁহাদের পরিণতি কি হয়?

"বৈষ্ণবধর্ম্ম অনন্ত-উন্নত-গর্ভ থাকায় যাঁহারা বৈধকাণ্ডে আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে যত্ন না পান, তাঁহারা সামান্য কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় জনগণের তুল্য হইয়া পড়েন।"

—কৃঃ সং ৮।২০

২৮। শাস্ত্রোপদিষ্ট উদ্দিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট বিষয় কাহাকে বলে?

"শাস্ত্রসমূহের দুইপ্রকার বিষয়—অর্থাৎ 'উদ্দিষ্ট' বিষয় ও 'নির্দ্দিষ্ট' বিষয়। যে-বিষয়টী যে-শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার 'উদ্দিষ্ট' বিষয় ; (আর) যে বিষয়কে নির্দ্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট-বিষয়কে লক্ষ্য করা হয়, সেই বিষয়ের নাম—'নির্দ্দিষ্ট' বিষয়।"

—গীঃ—রঃ রঃ ভাঃ ২।৪৫

২৯। বৈধ ও রাগানুগ ভক্তের স্ব-স্ব অধিকার লঙ্ঘন করা উচিত কি?

"বৈধ ব্যবস্থাপক যদি রাগানুগের ব্যবস্থা করিতে যায়, তাহা হইলে 'কামারের দই পাতা'র ন্যায় তাঁহার ব্যবস্থা কখনও ভাল হইবে না। কোন রাগানুগ ভক্ত বৈধদিগের অনুষ্ঠেয় কোন বিধির নিন্দা করিলে যেরূপ অবিচার হয়, অনুরাগীর সম্বন্ধে মন্ত্রাচার্য্যের বিধি নির্ম্মাণ করাও সেইরূপ অনধিকার-চর্চ্চা হইয়া উঠে।"

—'শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

৩০। মহাজন-পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণের মহিমা-প্রচারার্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কি উপদেশ ও অনুরোধ ছিল?

"আমরা রবীন্দ্রবাবু ও শ্রীশ বাবুকে অনুনয়পূর্ব্বক অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক বৈষ্ণবকীর্ত্তনের একখানি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানগ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবদিগকে যেন বিশেষ সুখী করেন। ঐ গ্রন্থে সমস্ত রাগ-রাগিণী, তাল-

মান ও কীর্ত্তনের সুর সমস্ত বিচারিত হইবে এবং রেণেটী, গরাণহাটী ও মনোহরসাহী কীর্ত্তনের আচার্য্যদিগের জীবনী এবং তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণের সময় ও বিবরণ যতদূর পারেন, সংগ্রহ করিবেন।"

—'পদরত্নাবলী', সঃ তোঃ ২।৯

৩১। শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-সমাজের ভবিষ্যৎ অন্তরায় বা তিনটী দোষ কি কি?

"স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠাশা ও কপটতা হইতে বিশেষ সতর্ক না হইলে এই সমাজ (শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ) স্থির থাকিবে না। এই বঙ্গভূমিতে যে-সকল বৃহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, সে-সকলই অল্পদিনের মধ্যে উক্ত তিনটী দোষে দূষিত হইয়া নষ্ট হইয়া পড়ে।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

৩২। মিথ্যার আশ্রয়ে সত্যের প্রতিরোধ সহজসাধ্য কি? মিথ্যাশ্রিতজনগণের উদ্যমেরও ভাল দিক্ আছে কি?

"সত্যের প্রতিরোধ করা সহজ নয়। যাঁহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয়ে থাকিয়াও অতি শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যার আশ্রয়—নিতান্ত মিথ্যা। এই জগৎ প্রপঞ্চময় ; এই জগতে যতদূর সত্যস্বরূপ ভগবত্তত্ত্বের জয় হয়, ততদূরই মায়াজনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। আবার, ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যেখানে সত্যের উন্নতির যত্ন হইতে থাকে, মিথ্যা আসিয়া সেখানে অগ্রসর হয় এবং সত্যের প্রতিরোধে নানাপ্রকার দুষ্ট আচরণ করিয়া থাকে,—ইহাও ভগবানের ইচ্ছা ; কেন না, বিপরীত বস্তুর ক্রিয়ার উদয় না হইলে যথার্থ তত্ত্ববল লাভ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার না আসিলে আলোকের আদর জানা যায় না, তদ্রূপ মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের উদ্যম না হইলে সত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের জয় ও সুখলাভ হয় না।"

—'বিগত বর্ষের আলোচনা', স-সঙ্গিণী সঃ তোঃ ৮।১

৩৩। ভারতীয় আর্য্য-সন্তানগণের পক্ষে যে-কোনপ্রকারেই মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করা উচিত নয়, তাহার পক্ষে যুক্তি কি?

"আজকাল কতকগুলি লোকের এমত একটী বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছে যে, মৎস্য-মাংস ভোজন না করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত নর-শরীরের বল বা ইন্দ্রিয়-শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তারদিগের পরামর্শ, মৎস্য-মাংসভোজীদিগের প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদেশিক কুসংস্কার হইতে ঐ বিশ্বাসটি জন্মলাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভোগলালসা-প্রযুক্ত ঐ মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অস্মদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের মৎস্য-মাংস-ভোজনের প্রবৃত্তিকে উত্তেজন করেন। তাহাতে ফল হইতেছে এই যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্য-সন্তানগণ পৈতৃক-খাদ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় দ্রব্যসকল আহার করত ক্রমশঃ হীনবল ও বিগত-বীর্য্য হইতেছেন।".

—'মৎস্য-মাংস-ভোজন', সঃ তোঃ ২।৮

৩৪। স্বার্থই কি স্বাভাবিক নহে?

"যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ ; যেহেতু 'স্বভাব'-শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই—স্বভাব ; নিঃস্বার্থ—নিতান্ত অস্বাভাবিক।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ৯।১২

৩৫। বিষয়ত্যাগের পরামর্শ কেবল কাল্পনিক নহে কি?

"বিষয়ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহত্যাগ হয়, সুতরাং বিষয়ত্যাগ—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূপই হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

৩৬। গুরুজনের অন্যায় উপদেশ স্থগিত করিতে হইলে তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

"গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে, এরূপ নয় ; কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমানসূচক বাক্যের দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশও করিবে না। মিষ্টবচন, নম্রতা ও উপযুক্ত-সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচারের দ্বারা তাঁহাদিগের অন্যায়াচরণের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ২।২

৩৭। স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি চিরকাল থাকিতে পারে কি?

"স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ দৈহিক। দেহের নাশ হইলে পরস্পরের প্রেম আর কোথা থাকিবে? এক আত্মা স্ত্রী এবং অপর আত্মা পুরুষ—এরূপ নিত্যভাব আছে, এমত বোধও হয় না, যেহেতু স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত ভেদমাত্র, আত্মগত নয়। সেস্থলে মরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষের প্রেম থাকিতে পারে। যদি বৈদান্তিকদিগের ন্যায় জন্মান্তরবাদ ও স্বর্গবাদ স্বীকার করা যায় এবং সেই অবস্থায় ঐ অকৃত্রিম প্রেমের চরিতার্থতা লাভ হয়, এরূপ বিশ্বাস করাও যায়, তথাপি সম্পূর্ণ মোক্ষাবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের প্রেম অবস্থিতি করিতে পারে না।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৯ম প্রঃ

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০ পৃষ্ঠার পর]

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।"
ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্যের সহায়।।

সেই সর্ব্ববেদের অভিধেয় নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্‌গম।।

ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—সাধন, ভাব ও প্রেম। এটী অভিধেয়-পর্য্যায়ে। এ বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হ'য়েছে।

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তা'র নাহি রহে রাগ।।

কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ হ'লে তদ্ব্যতীত অন্য বস্তুতে আকৃষ্ট হয় না।

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন।।

প্রেমের ব্যাখ্যা কর্‌তে গিয়ে ব'লছেন—কৃষ্ণ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করান। ঈশ্বরের প্রতি বশ্যের যে দর্শন, তা'তে ঐশ্বর্য্যরস। ভগবানের ভগবত্তায় ঐশ্বর্য্য থাক্‌লে তাঁর শক্তির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মাধুর্য্যে তাঁ'র নিজ মধুরিমা। ঈশ্বরের ঈশ্বরতা সরিয়ে নিলে ব্রহ্ম হ'য়ে যান, তা'তে মধুরিমা নাই। মধুরিমা নিজের নিজত্ব বজায় রাখে। তাঁ'র নিজ-প্রয়োজনে যে রস উহা মাধুর্য্যরস। ঐশ্বর্য্য কোন বস্তুর সংযোগফলে, যেখানে শক্তি-পরিচয়ে শক্তিমানের পরিচয়।

প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবাসুখরস।।

কৃষ্ণ প্রীতিলাভ কর্‌লে ভক্তের বশীভূত হন। তিনি প্রীত হ'লে সেবাসুখ-আস্বাদনকারক যাঁরা, তাঁদেরও তদ্বিষয় লাভ ঘটে।

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন না।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্র পর্য্যবসান।।

সাধনভক্তির প্রথমাবস্থা শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থনিবৃত্তি। প্রয়োজন-বাধা থেমে গেলে বস্তুলাভের একটা সুযোগ হয়। গুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'য়ে ভজন কর্‌তে কর্‌তে যাহা ভগবান্ নহে তার নিবৃত্তি হয়।

নিষ্ঠার ত্রিবিধ অবস্থা—সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠ ও নৈর্গুণ্য। নৈর্গুণ্য চিদ্‌গুণভূষিত, তা'তে নৈরন্তর্য্য-লাভ ; ভগবানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, আগ্রহান্বিত হওয়া—তদভাবে বিভাবিত থাকা।

অনর্থ-নিবৃত্তি হ'লে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির পরে ভাব। তা'তে নয়টী অবস্থা দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে।।

সাধনভক্তি অতিক্রম ক'রে মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থায়ী ভাবরতিতে সামগ্রীর সম্মেলন হয়। আগন্তুক বিভাবাদি দেখা দেয়। বিষয়াশ্রয় উদ্দীপনা-জন্য অনুভাবাদি লক্ষিত হয়। সাত্ত্বিক সঞ্চারী বিচার আগন্তুক হ'য়ে আসে ও চ'লে যায়।

ক্ষান্তি হ'লে প্রাকৃত ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হয় না, ক্ষমা—ক্ষমতা থাক্‌তে সংযম। অব্যর্থকালত্ব—কাল বৃথা যায় না, কৃষ্ণেতর কথায় কাটে না। বিষয়াশ্রয়-বিবেক হ'লে তাঁর সেবা করা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য থাকে না।

বিরক্তি—কৃষ্ণেতর বিষয়ে অনুরাগরাহিত্য। মানশূন্যতা—স্বরূপজ্ঞান প্রবল হ'লে জড়াভিমান থাকে না। আশাবন্ধ—পূর্ণ আশা হৃদয়ে পোষণ করা যে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই গ্রহণ কর্‌বেন।

সমুৎকণ্ঠা—সম্যক্ উৎকণ্ঠা, আগ্রহাতিশয্য। কৃষ্ণনামগানে সর্ব্বদা রুচি। নামগান সর্ব্বদাই হওয়া উচিত। নামগান ক'রে আমিই শুন্‌ব। আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে—ভগবানের গুণ বল্‌বার প্রবল চেষ্টা। চিদ্‌গুণ বর্ণন, অচিৎ নহে। চেতনময় গুণ আমাদের আকর্ষণ করে।

কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি—কোন্ বসতিস্থলে? নামে, ধামে, মহিমায়, কিরণে, তাঁর আশ্রয়ে প্রীতি।

ভাবাঙ্কুর জন্মালে এই সব দেখা যায়।

ভগবানের বিদ্বেষ কর্‌লে তিনি সংহার করেন, কিন্তু ভক্তকে আক্রমণ কর্‌লে তিনি নিজে কিছুই বলেন না। অপর ভক্তের তা'তে ক্রোধ হয়। তাঁরা তার প্রতিকার ক'রে থাকেন। **গুরু প্রসন্ন থাক্‌লে ভগবান্ রুষ্ট হ'লেও কিছু হ'বে না। কিন্তু গুরু রুষ্ট হ'লে সর্ব্বনাশ।**

জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি যখন অগ্রসর হন, তখন তাঁর বিচার-প্রণালী—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—চার প্রকার রতি হ'লে বিভাবাদির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে রস হয়। সেখানে মান, প্রণয়, অনুরাগ, রাগ, ভাব, মহাভাব প্রভৃতি অবস্থা। ভাব ও মহাভাব ভেদাংশ জীবের চিন্ত্যতীত। মোহন মাদন অধিরূঢ় মহাভাবও তাই। স্বাংশ ও কায়ব্যূহে তাহা আবদ্ধ।

রাসস্থলী হ'তে কৃষ্ণ চলে এলে গোপীগণ অধিরূঢ় ভাবের বিচারে প্রমত্ত হ'লেন।

তা'তে তন্ময়তা এরূপ যে নিজেকে কৃষ্ণ-বোধ। শ্রীগুরুপাদপদ্মে এ সকল লক্ষ্য হ'বে, কিন্তু সাধক জীবের নিজেদের উহা লক্ষ্য কর্‌লে অহংগ্রহোপাসনা হ'য়ে যাবে।

প্রেমিক, ভাবুক, রসিক প্রভৃতি শব্দ সব্যলীক হ'য়ে আলোচনা না করাই ভাল।

এই মত সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া।।
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈলুঁ নিন্দন।।
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম সদা করয়ে গ্রহণ।।

মনটা যখন চঞ্চল থাক্‌ল না, তখন তাঁরা কৃষ্ণনাম কর্‌তে লাগলেন।

এই মতে তাঁ সবার ক্ষমি' অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ।।

সকলকে কৃষ্ণনাম প্রসাদ দিলেন। গুরুর উচ্ছিষ্ট নাম-প্রসাদ। নিজে মূলগায়ন হ'য়ে কীর্ত্তন করেন, অন্য সকলে দোহার।

তবে সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সবে, মধ্যে বসাইয়া।।

সন্ন্যাসীর মধ্যে মাধুকর-ভৈক্ষ্যাদি পাঁচ প্রকার ভিক্ষার ব্যবস্থা আছে, এখানে স্থূলভিক্ষা গ্রহণ কর্‌লেন।

চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র আর সনাতন।
শুনি' দেখি' আনন্দিত সবাকার মন।।

গৌরসুন্দর সন্ন্যাসীদের কৃপা কর্‌লেন—এটা কৃষ্ণপ্রসাদজ কৃপা।

প্রভুকে দেখিতে আইসে, সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী।।
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য।।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে।।
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে।।
বাহু তুলি' প্রভু বলে,—"বল হরি হরি।"
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ, মর্ত্ত্য ভরি'।।
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইল শ্রীসনাতন।।

রাত্রি দিবসে লোকের হৈল কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি' প্রভু আইলা নীলাচল।।
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইঁহা প্রসঙ্গ পাইয়া।।
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য।।
মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ।।
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ বিশেষে।।
আপনে দক্ষিণ দেশ করিল ভ্রমণ।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ।।
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।।

রূপ-সনাতনকে সেনাপতিরূপে পাঠালেন মূঢ়তা ও অনাচারসহ যুদ্ধ করার জন্য। পশ্চিম দেশ কর্ম্মী। কর্ম্মীরা অসদাচারী হ'য়েছিল। নিজে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন। ব্যেঙ্কটভট্টের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। শ্রীরঙ্গমে তাঁ'রা বাস কর্‌তে গিয়েছিলেন। তিরুমল ব্যেঙ্কট তেলেগু-শব্দ। 'তিরু' অর্থে শ্রী, শোভা, আর ব্যেঙ্কট 'বৈকুণ্ঠ' হ'তে।

জগৎ অভক্ত ছিল, ভক্তের কথা ছিল না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখেছেন,—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ।।

সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণদ্বারা যতটা অগ্রসর হওয়া যায় ততটা প্রচার কর্‌লেন। এখন যাতায়াতের সুবিধা। সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার হওয়া দরকার।

কন্যাকুমারীকে রামানুজীয়গণ বলেন, অনূঢ়া লক্ষ্মী, শাক্তগণ দুর্গা, আর আমরা বলি অনূঢ়া গোপী।

এই ত' করিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব-জ্ঞান।।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ।।

সবাকার পাদপদ্মে কোটী নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্যবিহার।।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলেরই পালনীয়। এই ব্রত বৈধী-ভক্তির অন্তর্গত। শাস্ত্রে ভক্তির বিধি শত-সহস্র প্রকার থাকিলেও চৌষট্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গই শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদরণীয়। সাধন-ভক্তি বাদ দিয়া হঠাৎ ইহার উল্লঙ্ঘন করিলে উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রকাশ পাইবে। যদিও উক্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-উদ্‌যাপন উক্ত চৌষট্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালন শিক্ষা দিবার জন্য পুরী ও দক্ষিণদেশ-প্রভৃতিস্থানে অবস্থানকালে নিজে স্বয়ং ইহা পালন করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং এই ব্রত পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত কেবল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণেরই কৃত্য এমন নহে, ইহা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি যাবতীয় স্মার্ত্ত-বিধানানুগামী সকলেরই পালনীয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ অনুরোধ পাঠক-পাঠিকাবর্গ সকলেই বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই ব্রত পালনে কৃতসঙ্কল্প হইবেন।

বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে সাধক-জীবন রক্ষিত হয় না। বৈধ-ভক্তি অপেক্ষা রাগানুগা-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বশাস্ত্রেই পরিগীত হইয়া থাকে। তজ্জন্য রাগের ভাণ দেখাইয়া 'আমাদের বিধির আবশ্যকতা নাই, আমরা উন্নতমার্গে পহুছিয়া পরমহংস হইয়াছি'—এইরূপ অকাল-পক্কতা লাভ করিলে সমূহ অমঙ্গল জানিতে হইবে। 'সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ"—শাস্ত্রের এই বাক্য পরমহংস মহাভাগবতগণের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ করিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িব। রাগমার্গে প্রবেশ করিতে হইলে বিধি উল্লঙ্ঘন করা চলিবে না। "বিধিমার্গ-রত জনে, স্বাধীনতা-রত্ন দানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ।"—মহাজনগণের এই বাক্য সর্ব্বদা হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিতে হইবে। সুতরাং অনুরাগের সহিত বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের যাবতীয় বিধিসমূহ পালন করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।" (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬০)

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্যাদি যাপন করে,

সে মূর্খ এবং জীবিত অবস্থায়ই মৃততুল্য। সুতরাং বিনা নিয়মে জীবন-যাপনকারীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে শাস্ত্রকারগণ মঙ্গলের পথ বলিয়া অনুমোদন করেন নাই।

কেহ কেহ ক্রমপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া অনধিকার-চর্চ্চার মেয়েলী ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। আজকাল উচ্ছৃঙ্খল-সমাজ স্ত্রী-জাতির পূজায় আত্মনিয়োগ করিতে গিয়া যে অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছেন, তাহার ফল সকলেই অনুভব করিতেছেন ও করিবেন। অধোক্ষজ ভক্তির উল্লঙ্ঘন করিয়া কাহারও অপ্রাকৃত হইবার বাসনাকে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতা-স্ত্রৈণবুদ্ধি বলিয়া মনে করি। শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে অপ্রাকৃত-তত্ত্বের অনধিকারী বিচার করিয়াছেন। অপ্রাকৃত বস্তুই অধোক্ষজ। আবার অধোক্ষজ বস্তুই অপ্রাকৃত। সুতরাং আমারা সকলেই কার্ষ্ণ হইলেও বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব-সংজ্ঞাই আমাদিগকে মাধুর্য্যের উন্নততম স্থানে স্থাপন করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা বৈষ্ণব নহি—এইরূপ বিচার মেয়েলী বিচার। জীবমাত্রই স্বরূপতঃ প্রকৃতি হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঔদার্য্যলীলায় আমরা তাহা হইতে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। রূপানুগ-ধারায় যাঁহারা স্নাত, তাঁহারা বিষ্ণুপ্রিয়া অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রিয়ারই আদর করিয়া থাকেন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্রবরের সেবিত 'অধোক্ষজ' বস্তুর সেবকসূত্রে আমরা বলিতে চাহি,—

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া,　　কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।

সুতরাং আমরা গুরুপাদপদ্ম-শুদ্ধা-সরস্বতী-স্বরূপিনী কৃষ্ণপ্রিয়ারই আনুগত্য করিব। বিষ্ণুপ্রিয়া আমাদের মস্তকে থাকেন থাকুন।

শুদ্ধা-সরস্বতীর নির্দ্দেশমত আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাদি পালন করিব। অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবেশ করিব না। শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে আমিষ (মাষকলাই) ভোজন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ।। (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬১)

এতদ্ব্যতীত চারি মাসের জন্য শিম, পটল, পুঁইশাক, কলমীশাক, লাউ, বেগুন, বরবটী প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। গৃহস্থগণের পক্ষে ব্রতের চারিমাসকাল ক্ষৌর-কর্ম্মাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে ত্যাগী সন্ন্যাসিগণের পক্ষে ভাদ্র-পূর্ণিমায় বিশ্বরূপ-ক্ষৌর অবলম্বন করা চলিতে পারে। এই ব্রত পালনকালে যাবতীয় বিলাস-সম্ভার সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আষাঢ়, ১৪০৭ ; ১৬ জুলাই, ২০০০

ভারত ও বহির্ভারতীয় সমাজব্যবস্থা

সঙ্গপ্রভাবে জীবের উন্নতি ও অবনতি ঘটিয়া থাকে। যে যে-প্রকার সঙ্গে বাস করে, সে সে-প্রকার গুণ-দোষের অধিকারী অবশ্যই হইয়া থাকে। এই কারণে এই সঙ্গের ফলই উন্নতি বা অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত এবং এই সঙ্গ যাহাতে উত্তম হয়, তাহার ব্যবস্থাই সামাজিক মঙ্গলজনক ব্যবস্থা। মনুষ্যেতর প্রাণীরাও সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। তাহাদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি আসক্তি ও কর্ত্তব্য করিতে চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। একটী কাককে কেহ যদি ধরিয়া রাখে, দেখা যায়, বহু সংখ্যক কাক সমবেত হইয়া ধৃত কাকটীর মুক্তির জন্য 'কা কা' চিৎকার করিতে থাকে। শুধু পক্ষী নহে, সকল প্রাণীর মধ্যেও অনুরূপ চেষ্টা বর্ত্তমান। কিন্তু এই সামাজিক চেষ্টার সর্ব্বোত্তমতা বা সার্থকতা কি, তাহা মনুষ্য ব্যতীত মনুষ্যেতর প্রাণীর অজ্ঞাত। এমন কি, মনুষ্যমধ্যে যে-স্থানে তাহার প্রকাশ বিচারের আদর নাই, তাহা মানবিকতা না বলিয়া পাশবিকতা বলিয়া নিন্দিত। যথা,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মনুষ্যগণ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং সমবেত চেষ্টাদ্বারা দুঃখনাশ ও সুখলাভ করিতে প্রয়াসী। এজন্য তাহারা পরিবার, পল্লী, দেশ ও রাষ্ট্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমাজ প্রস্তুত করে। এই ব্যবস্থায় তাহারা কর্ম্মকেই প্রধান উপায় বিচার করত সমবেতভাবে কর্ম্ম করে। মনুষ্যেতর প্রাণিগণও অনুরূপ কর্ম্মী। কিন্তু এই উপায়দ্বারা তাহারা সফলতা লাভ কখনও করিতে সক্ষম হইবে না, তাহা বুঝিতে অক্ষম। তাহাদের বিচার—"কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর", কর্ম্ম ব্যতীত কখনও দুঃখনাশ ও সুখলাভ সম্ভব নহে। কিন্তু এই পথ বা বিচার যে ভ্রান্ত তাহা বুঝাইলেও বুঝিতে সক্ষম হয় না। কর্ম্মিগণ শাস্ত্রের গর্হণবাক্যকেও নিজ পক্ষের অনুকূলে যোজনা করিতে চেষ্টা করে। "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ" বাক্যটীকেও তাহারা তাহাদের সমর্থন-বাক্য মনে করে।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও ভগবান্ কর্ম্মের নিন্দা করত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—

"কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্।। (ভাঃ ১১।৩।১৮)

শ্রীপ্রবুদ্ধ বলিলেন,—হে রাজন্! জগতে মানবগণ দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তির জন্য মিলিত হইয়া কার্য্যসমূহে প্রবৃত্ত হইলেও ফল সর্ব্বদাই বিপরীতভাবে ঘটিয়া থাকে, ইহা নিপুণভাবে বিচার করিবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।

অর্থাৎ যজ্ঞ বা ভগবান্ বিষ্ণুর জন্য কর্ম্ম ব্যতীত সর্ব্বত্র কর্ম্ম সংসারে আবদ্ধ করিয়া থাকে, তাহা হইতে মুক্তিদান করিতে সক্ষম নহে। তজ্জন্য নিজসুখস্পৃহাশূন্য হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সেবার জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণু ব্যতীত অন্য সকলের সুখজন্য কর্ম্মদ্বারা বন্ধন ঘটিবে।

কর্ম্মদ্বারা প্রচুর পরিমাণে অর্থ, বিত্ত, গৃহাদি, স্ত্রী-পুত্র, যানবাহনাদি লাভ করিলে দুঃখনাশ ও সুখলাভ হইবে না, পরন্তু দুঃখবৃদ্ধি ঘটিবে বলিয়া শাস্ত্রের উপদেশ। অর্থবিত্তাদি ও স্ত্রী-পুত্র—ক্লেশপ্রদ ও ধ্বংসশীল বলিয়া তাহাদের প্রতি আসক্তি ক্লেশ ও ভীতি প্রদান করে। যথা—

নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা ।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ।। (ভাঃ ১১।৩।১৯)

পরন্তু কর্ম্মী মনুষ্যগণ এই উপদেশকে অনাদর করিয়া অর্থবিত্তলাভের চেষ্টায় দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম অতিবাহিত করিয়াও ফলস্বরূপে জ্বালা ও ভীতিলাভ করিতেছে। পক্ষান্তরে সুবুদ্ধি মনুষ্যগণ এই সমস্ত বস্তুর তুচ্ছত্ব এবং দুঃখদায়কত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়া এই বস্তুগুলিকে সংগ্রহ না করিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ করত দুঃখনিবৃত্তির জন্য সচেষ্ট।

ঋষি-অধ্যুষিত ও ঋষি-পরিচালিত ভারতে তজ্জন্যই ভোগবর্জ্জন ও ত্যাগপ্রধান সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ হইয়াও রাজ্যসুখকে মলবৎ পরিত্যাগ করত পরমার্থলাভের আশায় বনবাসী হইয়া সাধুসঙ্গে ভগবদ্ভজনকে জীবনের সার্থকতা বিচার করিতেন। কালপ্রভাবে এবং দুঃসঙ্গরূপ ভোগীদেশের সঙ্গফলে সেই সমাজব্যবস্থা বর্ত্তমানে ভোগপ্রধান অবস্থায় পরিণত হইয়া বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই ভারতের প্রকৃত পরিচয়। যেখানে বর্ণাশ্রম বিচার অনাদৃত তাহা প্রকৃত ভারত হইতে পারে না। সকল মনুষ্য গুণবিচারে সমান নহে। তজ্জন্য উন্নতিকামী মনুষ্য হীনগুণব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া উন্নত গুণশালী ব্যক্তির সঙ্গ করিবেন। সৎসঙ্গ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক জানিতে হইবে। নচেৎ সৎসঙ্গের ফলোদয় ঘটে না। গুণ ও কর্ম্মানুসারেই ভারতবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপে বিভক্ত বা পরিচিত। ব্রাহ্মণ—সত্ত্বগুণবান্, ক্ষত্রিয়—সত্ত্ব ও রজঃ-গুণ প্রধান, বৈশ্য—রজঃ ও তমোগুণে যুক্ত এবং শূদ্র—কেবল তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকায় সর্ব্বাপেক্ষা পতিত জানিতে হইবে। এই গুণ ও কর্ম্মগত বিভাগকে অনাদর বা অবমাননা করত উদারতা প্রদর্শন করিতে গিয়া বর্ত্তমানকালে উচ্চ বর্ণগুলি নিজ উচ্চগুণ হইতে বিচ্যুত হইয়া শূদ্রগুণসম্পন্ন ও শূদ্রপ্রায় হইয়াছে। নীচবর্ণকে সমাদর করিতে গিয়া উচ্চবর্ণের শূদ্রত্ব লাভ ঘটিয়াছে। এজন্য বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজ অধঃপতিত।

সত্ত্বগুণ ব্যতীত ভগবদ্ভজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় না। যাহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য নাই, তাহারা ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তিহীন। তাহাদের মধ্যে রজস্তমঃ গুণ প্রধান থাকায় ভোগপ্রবণতা ও নিদ্রালস্যতাদি ক্রিয়া প্রধানরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।।
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।। (গীতা ১৪।১২-১৩)

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! লোভ, কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা, হর্ষ ও অনুরাগাদির অনিবৃত্তি এবং বিষয়ভোগের স্পৃহা—এইসকল রজোগুণের বৃদ্ধিকালে উৎপন্ন হয়। হে কুরুনন্দন! কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেকের অভাব, অনুদ্যম, কর্ত্তব্যে অবহেলা ও মূঢ়তা প্রভৃতি লক্ষণ তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে জন্মে।

সুতরাং সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি না ঘটিলে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে না—ইহা সুসত্য। এই সত্ত্বগুণবৃদ্ধির জন্য আহারশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ।"—ইহা শাস্ত্রবাক্য।

জড় বিজ্ঞানে ভিটামিনের গুণাগুণ ও ব্যবস্থার বিধান দৃষ্ট হয়, কিন্তু গুণত্রয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির বিচার অলোচিত হয় নাই। ঋষিগণের ব্যবস্থায় খাদ্যে গুণত্রয়ের বিচার ও ব্যবস্থা প্রধানরূপে বিহিত। ভগবদ্ভজনেচ্ছু মানব তজ্জন্য অবশ্যই সত্ত্বগুণপ্রধান দ্রব্যাদি ভোজন করিতে বাধ্য। দুগ্ধ ও মাংস উভয়েই মাটির বিকার বলিয়া মৎস্য-মাংস এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সন্দেশ ভক্ষণে একই ফল হয় বলিয়া শাস্ত্রে কোন বিচার নাই। ইহা শাস্ত্রজ্ঞানহীন ধূর্ত্তের বাক্য হইতে পারে ; পরন্তু তাহা কখনই ভগবদ্ভজনের অনুকূল হইবে না। মৎস্য-মাংসাদি তামসিক বস্তুকে বর্জ্জনের উপদেশই শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। যথা—"মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদঃ তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।" (মনুসংহিতা)। অধিকন্তু যাহারা হিংসাজাত তামসিক দ্রব্য আহার করে, তাহার অধর্ম্মপ্রবল কলিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকেন। তাহাদের ভগবদ্ভজন সুদূরপরাহত। পরীক্ষিৎ মহারাজ হিংসা-জাত মৎস্য-মাংসাদি ভোজনকারীকে কলিকে প্রদান করিয়াছেন। মুক্তিকামী ব্যক্তির কখনই মৎস্য-মাংসাদি তামসিক দ্রব্য আহার করা উচিত নহে বলিয়া শাস্ত্রে নিষেধ। যথা—"অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ। বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ।।" বিশেষভাবে ধর্ম্মশীল, গুরু এবং সমাজের নেতাব্যক্তি এই কলিকে প্রদত্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবে না বলিয়া শাস্ত্রের নিষেধ বর্ত্তমান দেখা যায়।

অনাথ এবং বিধবাদিগের দুঃখ যে ভগবান্ দূর করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মানিতে পারি না—প্রভৃতি বাক্য রাস্তায় লিখিয়া প্রচার করিবার স্পর্দ্ধা ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তিদিগের কোথা হইতে আসিল তাহা ভাবিবার বিষয়। তাহারা নাকি বর্ত্তমান ভারতের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য!

বিধবা ও অনাথ বালকদিগের দুঃখ ভগবান্ দূর করিতে অক্ষম, না তিনিই একমাত্র সম্যক্‌রূপে সক্ষম—ইহা বিচারের যোগ্যতা রজস্তমোগুণাক্রান্ত সমাজের বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহারা সক্ষম বলিয়া দাবী করিতেছেন—তাহাদের ব্যবস্থায় উহাদের দুঃখ এখনও পর্য্যন্ত দূরীভূত কেন হইতেছে না? বিদ্যাসাগর মহাশয় ত' উচ্চবর্ণমধ্যেও বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিয়াছেন ; দরিদ্র-নারায়ণ সেবায় দেশ ত' পাগল হইয়া গিয়াছে! তথাপি কেন বিধবার ও অনাথদিগের দুঃখমোচন ঘটিতেছে না? গ্রাসাচ্ছাদনের প্রাচুর্য্য বিহিত হইলেই কি বিধবা বা অনাথদিগের দুঃখ বিদূরিত হইবে? ইহা কোন্ পথে সম্ভব, তাহা শাস্ত্রে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীসনাতন গোস্বামী কৃপাপূর্ব্বক এই প্রশ্নটী উপস্থিত করিয়াছিলেন,—

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়।।

প্রত্যুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখবাক্য—"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।। *** সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়।।" রজস্তমোগুণাভিভূত মনুষ্যের এই সত্যবাক্য রুচিকর না হইলেও ইহা একমাত্র পথ—তাহা সুনিশ্চিত। শ্রীকৃষ্ণও গীতাতে ইহাকে নিঃসন্দেহে সত্যবাক্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।। (গীতা ১২।৮)
মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।। (গীতা ১০।৯)

মন ও বুদ্ধি শ্রীভগবানের সহিত সংযুক্ত হইলেই সর্ব্বোত্তম অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। তৎফলে পরম সন্তোষ ও ভগবানের সহিত লীলায় অধিকার লাভ হয়। গ্রাসাচ্ছাদনের প্রাচুর্য্যে তাহা কদাপি সম্ভব নহে। বিধবার পুনরায় বিবাহ ও প্রচুর পরিমাণে অন্ন-বস্ত্রাদির ব্যবস্থা করিলেও পুনরায় পতিবিয়োগ এবং ক্ষুৎপিপাসার পুনরাক্রমণ বন্ধ হইবে কি? দুঃখ নিবৃত্তিই সম্ভব হয় না, পরাশান্তি ত' কখনই নহে। পরাশান্তি বা পরমার্থ ভগবৎসেবাতেই সম্ভব। যাহারা ভগবানের সেবায় বিমুখ, তাহারাই শাস্তিভোগ বা দুঃখ লাভ করে—ইহা নবযোগেন্দ্র-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে। ঋষভদেবের পুত্র নবযোগেন্দ্রের নিকট বিদেহরাজ প্রশ্ন করিলেন,—

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ।
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাহবিজিতাত্মনাম্।।। (ভাঃ ১১।৫।১)

প্রশ্নটি আত্মতত্ত্ববিষয়ক, অনাত্ম বা জড়বিষয়ক নহে। ইহার উত্তর জড়বিজ্ঞানী দিতে সক্ষম নহে। আপনারা কিন্তু আত্মবিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই কারণ আমি

আপনাদিগকে এই প্রশ্ন করিতেছি।—মানবগণের অনেকেই ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করে না ; সেই সকল অজিতেন্দ্রিয় ও কামপরবশ পুরুষগণের কিরূপ গতি হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনা করুন।

মনুষ্যেতর প্রাণিগণ ভগবানকে ভজনা করে না। তাহাদের বিষয় আলোচ্য নহে। যেহেতু ঐ সমস্ত ইতর জন্মে ভগবদ্ভজনের যোগ্য ইন্দ্রিয় ও বিবেকবুদ্ধি সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাদের প্রদান করেন না। সুতরাং তাহাদের ভগবদ্ভজন না করা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু মনুষ্যগণকে 'ইন্দ্রিয়বান্' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা ভজনোপযোগী ইন্দ্রিয়সমূহ লাভ করিয়াছে ; তথাপি কেন তাহারা ভগবদ্ভজন করে না? তজ্জন্য বলিলেন,—"অবিজিতাত্মনাম্ অশান্তকামানাম্।" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জয় না হইলে কামনা শান্ত হয় না। ভোগ করিলে সাময়িক নিস্তেজতা বা অক্ষমতা প্রকৃত শান্তভাব নহে। যেহেতু কিছুক্ষণ পরেই ভোগপ্রবৃত্তি পুনরায় প্রবল হইতে দেখা যায়। বরং ভোগের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পিপাসা প্রকাশ পায়। ইহাই যযাতি মহারাজ উপদেশ দিয়াছেন,—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।।" অর্থাৎ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভোগদ্বারা ভোগপ্রবৃত্তি শান্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়া থাকে। অজিতেন্দ্রিয় বলিয়া অশান্তকাম ব্যক্তিগণ যে ভগবদ্ভজন করে না, তাহাদের কি গতি লাভ হইয়া থাকে, তাহা বর্ণন করুন। এক্ষেত্রে বিতর্ক—অনেকে গীতা ২।৫৯ শ্লোক উদ্ধার করত প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, চেষ্টাদ্বারা ইন্দ্রিয় দমন হয় না। তাহা 'রসবর্জ্জং' অর্থাৎ আসক্তি তাহাতে দূরীভূত হয় না। ভগবানের সাক্ষাৎকার ব্যতীত দমনচেষ্টা বৃথা হয়। কিন্তু এ বিচার সম্পূর্ণ গ্রাহ্য নহে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।।" (গীতা ৬।৩৫)

অর্থাৎ ভোগপ্রবৃত্তি কষায়রূপে বর্ত্তমান থাকিলেও, বৈরাগ্য ও নিগ্রহের দ্বারা মঙ্গলজনকভাবে নিগৃহীত হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। এরূপ নিগ্রহের কোনই প্রয়োজন নাই—এরূপ ধারণা সঙ্গত নহে। নিগ্রহজনিত যে প্রবৃত্তিহীনতা লাভ হয় তাহা সাধনক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন এবং তাহা সাধকের নিজচেষ্টাদ্বারা সম্ভবপর জানিতে হইবে। ইহাতে উদাসীনতায় মঙ্গললাভ অবশ্যই পরাহত হইবে। ছোট হরিদাস ও কালা কৃষ্ণদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ উপেক্ষণীয় নহে।

যাহা হউক, বিদেহরাজের প্রশ্নোত্তরে চমস ঋষি বলিলেন,—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।।"

আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর মুখ হইতে সত্ত্বগুণসহ ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে সত্ত্ব ও

রজোগুণে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে রজঃ ও তমোগুণে বৈশ্য এবং পদ হইতে তমোগুণে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয় তাহাদের সহিত উদ্ভূত হইয়াছে।

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।"

এই চতুর্ব্বর্ণস্থিত যে-সকল পুরুষ নিজের উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ ঈশ্বরকে অজ্ঞানতঃ আরাধনা না করে অথবা তাঁহার কথা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া থাকে।

অন্যত্র ভাগবতে—"তানানথধ্বম্ অসতো বিমুখান্" বাক্যে এইরূপ শাস্তি ও অধঃপতন হইয়া থাকে বলিয়াছেন।

বেদাদি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে এবম্প্রকার বিচার বর্ণিত থাকিলেও পৃথিবীর অধিকাংশস্থলে এই বিচার আদৃত হয় না। ঐ সমস্ত দেশে মনুষ্যগণ ভোগসুখকেই জীবনের সার্থকতা বলিয়া বিচার করে। এই সুখ উত্তমরূপে ভোগ করিয়া তাহার বিষময় ফল নানাবিধ জ্বালা-যন্ত্রণা লাভ করিয়াও তাহা হইতে নিষ্কৃতি কেমন করিয়া সম্ভব, তাহার সম্যক্ চেষ্টা করিতে তাহারা অপরাগ। এই জ্বালা-যন্ত্রণার মূল কারণ কি, তাহাও উপলব্ধি করিতে তাহাদের ক্ষমতা নাই। আপাতঃ কারণ ও তাহা দূরীকরণ-ব্যাপারে তাহারা বহুলভাবে উন্নতি করিতে সক্ষম হইলেও তাহা হইতে চিরতরে মুক্তির বিষয় চিন্তা করিবার যোগ্যতা তাহারা রাখে না। তত্তদ্দেশে পারিপার্শ্বিকতা বা সঙ্গ এরূপ হীন বলিয়াই জানিতে হইবে। Eat drink and be merry—ইহা ভিন্ন করণীয় আরও যে আছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। ভগবান্ বা তাঁহার প্রিয়ভক্ত কেহই ঐ সমস্ত দেশে জন্মগ্রহণ করেন না বা পরম মঙ্গল বা পরমার্থ যে কি, তাহা শিক্ষা দিতে তথায় গমন করেন না। পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই ভগবান্ ও তাঁহার প্রিয়ভক্তগণের অবতরণ হইয়া থাকে। ভারতের মধ্যেই তজ্জন্য পরমার্থচেষ্টা বর্ত্তমান। ভারতীয় ধর্ম্ম তজ্জন্য পরমার্থমূলক। কিন্তু এই ভারত বর্ত্তমানে অধঃপতিত। ইহা পরিবর্ত্তন বটে, কিন্তু অধোদিকে পরিবর্ত্তন। দেশান্তর গমনাগমনের সুযোগ ও প্রচলন যতই বর্দ্ধিত হইতেছে ততই ভারত পরমার্থ-বিচ্যুত ও ভোগী হইতেছে। পতিত দেশগুলির প্রভাবে অভিভূত হইয়া ভারত বর্ত্তমানে পরমার্থহীন হইয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষাবিভাগ পরমার্থশূন্য দেশগুলিকে আদর্শ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করে। এমন কি, যে সংস্কৃত ভাষায় পরমার্থ আলোচিত, সেই সংস্কৃত ভাষাকে বর্ত্তমানে ভারত Dead Language বলিতেছে। কবে যে ভারতের এই মোহ অপনোদিত হইবে তাহার আশায় সুধীগণ অপেক্ষমান আছেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীল শঙ্করাচার্য্য-কৃত মোহমুদ্‌গরের পদ্যানুবাদ

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু তনু-বুদ্ধি-মনঃসু বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্।। ১।।

ওরে মূঢ়! জড় বিষয় সবই অনিত্য।
তাহা ভোগ-তরে কেন হও তার ভৃত্য??
মন-বুদ্ধি দেহাদি করি' আসক্তি-রহিত।
নিজ শ্রমলব্ধ ধনে হও পরিতৃপ্ত।। ১।।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।। ২।।

অতীব বিচিত্র ভাই এই সংসারে।
কারে তুমি কান্তা বল, পুত্র বল কারে??
তুমিই বা কেবা ভাই, চিন্ত ইহা মনে।
কোথা হৈতে আসিয়াছ, জান এই জ্ঞানে।। ২।।

মা কুরু ধন-জন-যৌবনগর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।। ৩।।

অনিত্য ধন-জন আর যে যৌবন।
নিমেষেতে কাল তাহা করয়ে হরণ।।
'বিশ্ব হয় মায়াময়'—করি এই জ্ঞান।
গর্ব্ব ত্যজি' ব্রহ্মপদে লওহে শরণ।। ৩।।

নলিনী দলগতজলমতি তরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।। ৪।।

কমলপত্রের জল সদা টলমল।
তা'রি ন্যায় মানবের জীবন চঞ্চল।।
ভবসিন্ধু অনন্ত, বিশাল ও অপার।
সাধুসঙ্গ তরণী যে ভব-পারাবার।। ৪।।

যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।। ৫।।

জনম হইলে ভবে মৃত্যু অনিবার্য্য।
জননী-জঠরে শয়ন পুনঃ আছে ধার্য্য।।
হে মানব! সংসারে সুখ তব কোথা?
সন্তোষের লেশমাত্র নাহি কোন হেথা।। ৫।।

দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।। ৬।।

বসন্ত, প্রভাত, শিশির, সন্ধ্যা, দিবা, রাতি।
ভ্রমিছে যে চক্রাকারে নাহিক বিরতি।।
কাল ক্রীড়াচ্ছলে হরে মানবের আয়ু।
তথাপি না হ'ল দূর তব আশাবায়ু।। ৬।।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিত-শোভিতদণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্।। ৭।।

অঙ্গের মাংস শ্লথ হৈল, পক্ক হৈল কেশ।
কম্পিত করে যষ্টি তুমি ধরিয়াছ বেশ।।
দন্তবিহীন বদনেও আশারূপ ভাণ্ড।
ত্যাগ নাহি কর কেন, এ কি তোমার কাণ্ড?? ৭।।

সুরবর-মন্দির-তরুতল-বাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগ ত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ।। ৮।।

মৃগচর্ম্মপরি' মন্দির বা তরুতলে।
শয়ন করহ ভাই সদা ধরাতলে।।
সর্ব্বভোগত্যাগে যে বৈরাগ্যের উদয়।
তার ন্যায় সুখ বল সংসারে কোথায়?? ৮।।

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং, বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্।। ৯।।

শত্রু, মিত্র, পুত্র, বন্ধু, যুদ্ধ বা সন্ধি।
ইহাতে না কভু ভাই করিহ আসক্তি।।
বাঞ্ছা যদি থাকে তব বিষ্ণুর চরণে।
(সর্ব্ব) পদার্থে ও সর্ব্বজীবে কর সমজ্ঞানে।। ৯।।

অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ, ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ।। ১০।।

সপ্তসিন্ধু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অষ্টকুলাচল—
সহ সূর্য্য, রুদ্রাদিরে নাশ করে কাল।।
তুমি-আমি চিরদিন নাহি রব হেথা।
কার তরে শোক তুমি করিতেছ বৃথা??১০।।

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যত্বন্যাত্মানং, সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্।। ১১।।

তোমা-আমা সর্ব্বজীবে বিষ্ণু সর্ব্বব্যপী।
নিজোপরি প্রকাশও কেন ক্রোধ ঝাঁপি??
সর্ব্বজীবে আত্মরূপে বিষ্ণু বিরাজমান।
ইহা ভাই ধৈর্য্য ধরি' চিন্ত অনুক্ষণ। ১১।।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।। ১২।।

বাল্যকাল গেল তব বৃথা ক্রীড়ারঙ্গে।
যৌবন চলিয়া গেল যুবতীর সঙ্গে।।
বৃদ্ধকালে নানা চিন্তায় হৈলে জর্জ্জরিত।
ব্রহ্মপদে কবে ভাই লাগাইবে চিত?? ১২।।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ।। ১৩।।

সদা ভাই জান তুমি 'অর্থই অনর্থ'।
সুখলেশ এতে নাহি এ চিরসত্য।।
অর্থ লাগি' চিরশত্রু হয় নিজপুত্র।
নীতিবাক্য প্রচলিত আছয়ে সর্ব্বত্র।। ১৩।।

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে, বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে।। ১৪।।

যতদিন সমর্থ তুমি অর্থোপার্জ্জনে।
ততদিন অনুগত স্ত্রী-পুত্রাদিজনে।।
বৃদ্ধকালে যবে তোমা জরায় ঘেরিবে।
তখন তোমার খবর কে বল ল'বে?? ১৪।।

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরক নিগূঢ়াঃ।। ১৫।।

কোন স্পৃহা নাহি যার আত্মজ্ঞান লাভে।
নিরয়েতে পচে সেই এই মহাপাপে।।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি রিপু করি' জয়।
প্রকৃত 'আমি কে' তত্ত্বে কর ভবক্ষয়।। ১৫।।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

গয়াক্ষেত্র

গয়াসুর নামে এক দুরন্ত অসুর ছিলেন। তাঁহারই স্থাপিত যে ক্ষেত্র, তাহাই 'গয়াক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ।

একদিন যুধিষ্ঠির মহারাজ পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অসুরের সৃজিত ক্ষেত্র হইল গয়াক্ষেত্র। কিন্তু এই ক্ষেত্র কি-প্রকারে পূজ্য হইল বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার সংশয় ছেদন করুন।" যুধিষ্ঠিরের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম কহিলেন,—"ধর্ম্মনন্দন! তোমার অভিপ্রায় অনুসারে আমি এই ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ত্রিপুর নামে একজন প্রবল পরাক্রমশালী তমোগুণসম্পন্ন দৈত্য ছিল। সে ত্রিভুবনের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। সে দেব-দ্বিজে হিংসাপরায়ণ ও খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। দেবতাগণ তাহার অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অনেক স্তুতিপূর্ব্বক ত্রিপুরের অত্যাচার-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে পশুপতি ত্রিপুরকে বিনাশ করেন। ত্রিপুর অসুরকে মারিয়াছিলেন বলিয়া শিবের একটী নাম 'ত্রিপুরারি'।

ত্রিপুরাসুরের পত্নীর নাম ছিল প্রভাবতী। তিনি শুক-নামক দৈত্যের কন্যা ছিলেন। তিনি অনুপম রূপবতী ও অশেষ গুণবতী ছিলেন। যে-সময় শিবের সহিত ত্রিপুরাসুর যুদ্ধের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সেইসময় তাঁহার পত্নী প্রভাবতী গর্ভবতী ছিলেন। হঠাৎ নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ ত্রিপুর দৈত্যকে কহিলেন,—"হে অসুরবর্য্য! তোমার সতী-সাধ্বী স্ত্রী সম্প্রতি গর্ভবতী। তাঁহার গর্ভে তোমার পুত্র রহিয়াছে। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছি, তোমার ঐ পুত্র মহান ও অদ্ভুতকর্ম্মা হইবে। সে এই ত্রিভুবনের একচ্ছত্র অধিপতি মহারাজাধিরাজ হইবে এবং সে এক শ্রেষ্ঠ মহা পুণ্যক্ষেত্র সৃজন করিবে। সুতরাং শীঘ্রই তুমি তোমার পত্নীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আইস এবং পরে শিবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"—এই বলিয়া তপোধন নারদ অন্তর্দ্ধান করিলেন।

ত্রিপুরের সঙ্গে শিবের প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং শিবের বাণের আঘাতে ত্রিপুর দৈত্য প্রাণত্যাগ করিল।

এদিকে পিতৃগৃহে ত্রিপুর-পত্নী প্রভাবতী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার নাম রাখিলেন গয়াসুর। সেই গয়াসুর সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাবীর হইয়া উঠিলেন। তিনি এমনই যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন ছিলেন যে তাঁহার ভয়ে দেবতাগণ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন। একদিন গয়াসুর নির্জ্জনে তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাগো! আমি যখন গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের নিকট পড়িতে যাই, তখন সকলেই আমাকে পিতৃহীন বলিয়া বলে। উহা শুনিয়া অন্তরে আমি খুব বেদনা অনুভব করি। বুকটা ব্যথায় ভরিয়া যায়। আমাকে বিধি কেন পিতৃহীন করিলেন, তাহা তোমাকে বলিতে হইবে। আমার কোন্ বংশে জন্ম, আমার পিতার নাম কি, তা আমি কিছুই জানি না। পিতৃহীন নন্দনের

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আষাঢ়, ১৪০৭ ; ১৬ জুলাই, ২০০০

জীবনে কোন সুখ নাই। আমার অন্তর সর্ব্বদাই দুঃখে ভরা। জলহীন নদীর যেমন কোন মূল্য নাই, চন্দ্রহীন রাত্রি যেমন সুখকর হয় না, পদ্মহীন সরোবর যেমন অসার, তদ্রূপ পিতৃহীন পুত্রের জীবনই বৃথা।

পুত্রের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতা প্রভাবতী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি বারম্বার পুত্রের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন এবং অশ্রুসিক্ত-নয়নে পুত্রমুখ অবলোকনপূর্ব্বক আবেগকম্পিত বচনে বলিতে লাগিলেন,—"বাপু! তুমি পিতৃহীন। বড় অভাগিয়া। বিখ্যাত ধন্দ অসুরের বংশে তোমার জন্ম। তোমার পিতা ভুবনবিখ্যাত ত্রিপুর। তুমি যখন আমার গর্ভে ছিলে তখন যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণশীল দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তোমার পিতাকে বলিয়াছিলেন,—"ত্রিপুর! তোমার সহিত অনতিবিলম্বে শিবের ঘোরতর যুদ্ধ হইবে। তজ্জন্য আমি তোমার নিকট আসিলাম। তোমার পত্নী সম্প্রতি গর্ভবতী। তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান বীর চূড়ামণি হইবে। প্রভাবতীকে তুমি তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আইস। ইহা শুনিয়া তোমার পিতা আমাকে এখানে আনিয়া রাখিয়া গিয়া মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। দেবতাগণ কপটতা করিয়া শিবের হাতে তোমার পিতার নিধন ঘটাইয়াছে। এমন কি দৈত্যগণের সমস্ত ভাই বন্ধু সকলকেই দেবগণ নিধন করিয়াছে। ত্রিপুরের বংশে একমাত্র তুমি বংশধর রহিয়াছ।" এই বলিয়া গয়াসুর-জননী প্রভাবতী অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

মায়ের নিকট এই কথা শুনিয়া গয়াসুর ভয়ানক ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বিনীতভাবে তাঁহার নিকট নিজের পরিচয় জ্ঞাত করাইলেন। সমূহ বিবরণ শ্রবণ করিয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে অনেক আশ্বাস বাক্য বলিলেন এবং খুব যত্নসহকারে অস্ত্রশস্ত্র নানা বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। গুরু শুক্রাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া গয়াসুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং জননীকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলে জননী তাঁহাকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিলেন। অবশেষে গয়াসুর জগতে যত দৈত্য ছিল সকলকে আহ্বান করায় সকলেই তাঁহার নিকট আসিয়া মিলিত হইল। মহা কোপভরে বীর গয়াসুর সসৈন্যে সুমেরু শিখরে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাকে বাহুবলে পরাজিত করিলেন। একে একে সমস্ত দেবতা পরাভূত হইলে গয়াসুর ত্রিভুবনের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন।

এদিকে দেবতাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্ষীরোদসাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন এবং অনাদির আদি সনাতন জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ করযোড়ে আর্ত্তিসহকারে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

"জয় জয় জনার্দ্দন জগতের পতি।
ত্রিভুবন চরাচর তোমার বিভূতি।।
তুমি সৃজ, তুমি পাল, করহ সংহার।
এ মহা বিপদে দেব করহ নিস্তার।।

তোমার স্থাপিত নাথ যত দেবগণ।
আপনি স্থাপিয়া কর আপনি নিধন।।"

এইরূপে দেবগণ স্তুতি করিতে থাকিলে সেইক্ষণে নবঘনশ্যামতনু গরুড়বাহন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কিরীট-ভূষণধারী পীতবসন পরিহিত বিপদভঞ্জন মদুসূদন তথায় প্রত্যক্ষ হইলেন এবং দেবগণকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন,—"দেবগণ! তোমরা নিজ নিজ স্থানে গমন কর। আমি অদ্যই গয়াসুরকে সংহার করিব।" শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাগণ গললগ্নীকৃতবাসে অশোক-অভয়-অমৃত-আধারস্বরূপ পরম কারুণিক শ্রীভগবানের পাদপদ্মে দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন এবং আশ্বস্ত হইয়া যে যাঁর ভবনে গমন করিলেন।

এদিকে ভগবান্ শ্রীহরি সত্বর গয়াসুরের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে গয়াসুর বাহির হইলেন এবং গোবিন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"প্রভো! তুমি জগতের নাথ। তুমি ত' সবই জান। আমি ত্রিপুরের পুত্র। দেবতাগণ আমার পিতা ত্রিপুরকে সংহার করিয়াছেন। সেইহেতু দেবগণ আমার পরম শত্রু। পিতৃহন্তা দেবগণকে বধ না করিয়া আমার শান্তি নাই এবং উহাই আমার ধর্ম্ম বলিয়া আমি মনে করি। তুমি যখন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিলে আমার কীর্ত্তি বাড়িবে—সন্দেহ নাই। এই বলিয়া দিব্য অস্ত্র ধারণ করিলে শ্রীহরি হাসিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। গয়াসুর ও শ্রীহরির মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইল। এমন যুদ্ধ হইল যে যেন অস্ত্রবৃষ্টি হইতেছে। শেল, শূল, শক্তি, জাঠি, মুষল, মুদ্গর, পরশু-ভুশুণ্ডি-গদা প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা উভয়ে উভয়কে প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে একশত বৎসর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিতেছেন না। যেন উভয়েই সমযোদ্ধা। গয়াসুর অনেক ভাবিয়া দেখিলেন এবং শ্রীহরিকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমার সংগ্রামে আমি খুবই তুষ্ট হইলাম। তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।" ইহা শুনিয়া শ্রীহরি হাসিয়া কহিলেন,—"'দৈত্যেশ্বর! তুমি যদি আমাকে বর দিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই বর দাও যে, তুমি দেবতাদের অথবা মনুষ্যের কখনও হিংসা করিবে না এবং এইস্থানে পাষাণ শরীর হইয়া শয়ন করিয়া থাক।" গয়াসুর পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রাক্তন স্মরণ করিয়া গোবিন্দের বাক্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন। ভগবান্ শ্রীহরি গয়াসুরকে তাঁহার নিকট মোক্ষবর মাগিয়া লইবার জন্য বলিলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—"ত্রিভুবনে তোমার কীর্ত্তি চিরকাল থাকিবে।" ইহা শুনিয়া দৈত্যবর হৃদয়মাঝে গোবিন্দের ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং গোবিন্দকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"হে জগদীশ্বর! তুমি যদি আমার প্রতি এতই কৃপা করিলে তবে তোমার ভক্তজনবাক্য তুমি পালন কর। পূর্ব্বে নারদ যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, হে হৃষীকেশ! তুমি আমাকে সেই বর দান কর। এই ক্ষেত্রেই যেন আমার প্রাণ যায় এবং যতদিন পর্য্যন্ত ধরণীর অবস্থান

রহিবে ততদিন যেন আমি এখানে শিলারূপ হইয়া থাকি। আমার মস্তকে তুমি তোমার শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন কর এবং আমার নামে এই ক্ষেত্রের সৃষ্টি হউক অর্থাৎ এই ক্ষেত্রের নাম 'গয়াক্ষেত্র' নামে বিখ্যাত হউক।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জগতের যত লোক আছে সকলেই আমার উপরেই তর্পণ করিবেন এবং যিনি পিতৃলোকে পিণ্ডদান করিবেন—তাঁহার পিতৃগণ সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া উদ্ধার হইয়া যাইবেন। এই গয়াক্ষেত্র যেন চিরকাল অমর-নগর হইয়া বিদ্যমান থাকে। হে দামোদর! কৃপা করিয়া আমাকে তুমি এই বর প্রদান কর। একটী কথা নিবেদন করিয়া রাখি—যেদিন এখানে পিণ্ডদান করিলে পিতৃপুরুষ মুক্ত হইবেন না, সেইদিন আমি উঠিব এবং এই সংসার নাশ করিয়া দিব। ভগবান্ গদাধর শ্রীহরি 'তথাস্তু' বলিয়া বর প্রদান করিলেন এবং যেই গয়াসুরের মস্তকে পদার্পণ করিলেন সেইক্ষণেই তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

সেই সময় হইতেই শিলারূপে গয়াসুর ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া চিরকাল অবস্থান করিতেছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,—ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। কেবলমাত্র তাঁহার আরাধনাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি হৃদয়গত ভ্রম অন্ধকার বিহিত বিধানে নির্ম্মূল করিয়া থাকেন এবং হৃদয়ে সত্যের মন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

গীতায় আমরা দেখিতে পাই—ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।।" (গীতা ৯।২৫)

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন,—"দেবযাজিগণ দেবলোকে গমন করেন, পিতৃকার্য্য নিরতগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, ভূতপূজকগণ ভূত সমীপে যান। আর আমার পূজকগণ আমাকেই লাভ করেন।"

অন্যান্য দেবতাকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তু ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য দেবতার অনিত্যত্বকে লাভ করে। যাহারা পিত্যলোকের উপাসক তাহারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে এবং যাহারা ভূতোপাসক তাহারা অনিত্য ভূতলোকই লাভ করে। কিন্তু যাহারা নিত্য চিৎতত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের উপাসনা করেন—তাঁহারা ভগবানকেই লাভ করেন। অতএব ফলদান সম্বন্ধে ভগবানের কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। তাঁহার অটল নিয়মই নিরপেক্ষরূপে জীবের কর্ম্মফল বিধান করে।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই স্বয়ং ভগবান্। ইন্দ্রশত্রু অসুরগণ-কর্ত্তৃক লোকসকল বিদ্রাবিত হইলে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া থাকেন। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্ব্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।"

এই সংসারে সকলই ব্যথা। সকলই অসার। কেবল সেই সনাতন শ্রীহরিই একমাত্র সত্য ও সার। তাঁহার সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাঁহার শ্রীচরণ লাভই একমাত্র গতি। আমাদের চিত্ত যদি ভগবদ্‌গত হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুগ্রহেই সমস্ত দুস্তর সংসার-দুঃখকে অনায়াসে আমরা অতিক্রম করিতে পারিব—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শরণাগতিতে বলিয়াছেন,—

"দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ'—বিশ্বাস পালন।।
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার।।
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।।"

সুতরাং একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরির শরণাগত হইতে পারিলেই আমরা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিব।

শ্রীভগবান্ গদাধর প্রসন্ন হউন। সেই গদাধরের পাদপদ্মে যেন নিত্যকাল অহৈতুকী ভক্তি থাকে—ইহাই আমাদের প্রার্থনার বিষয় হউক্।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।"

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া), তাং ৮।৩।৯৮]

এতক্ষণ আমরা যে বিষয়বস্তু শ্রবণ করেছি, সর্ব্বপ্রথমে আলোচ্য বিষয় ছিল—আমরা বদ্ধজীব। আমাদের নিজেদের চেষ্টায় কিছু হওয়ার উপায় নেই। যারা এই বিশ্বে খুব শিক্ষিত, বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তারাও শেষ পর্য্যন্ত কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন। আমাদের শ্রীল সনাতন গোস্বামীর দিয়ে সেই কথার অবতারণা। যিনি অনেক কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে চলেন, মন্ত্রিত্ব চালানোর অভিজ্ঞতা আছে যাঁর, তিনি শেষকালে একটা ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করে বসলেন,—"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়।।" নিশ্চয়ই তিনি কিছু নিগূঢ় রহস্য জানবার জন্য মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আষাঢ়, ১৪০৭ ; ১৬ জুলাই, ২০০০

শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখছি আমরা, তত্ত্ববস্তু লাভে বড়ই কষ্ট, বড়ই অসুবিধা। তাই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দিলেন। তথাপি আমাদের ভ্রান্তি দূরীভূত হয় কি না বা আমাদের তত্ত্বদর্শন লাভের সুযোগ হচ্ছে কি না? আছে ত' সবই। সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করে আমরা দেখছি সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন—এই তিনটে জিনিষই বিশেষ আলোচ্য বিষয়, Common factor আলোচনার মধ্যে। যদি কোন সাধু-মহাত্মা আলোচনা করতে যান তত্ত্ববিষয়, তাহলেও এই তিনটে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হয়। আবার এর সঙ্গে সঙ্গে উপাস্য, উপাসনা, উপাসক—এ বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনাত্মক আলোচনা সর্ব্বক্ষেত্রে যে কোন শাস্ত্র আলোচনার মধ্যে এই তিনটে বিষয়বস্তু থাকবেই থাকবে। আধার অনুসারে, গ্রহণ-যন্ত্র অনুসারে অনেকটাই নির্ভর করে।

স্বয়ং কৃষ্ণের সখা নিশ্চয়ই তারা ভগবানের মহিমা বিশেষভাবে জানেন। বহুবার দেখেছেন, দেখবার সুযোগ হয়েছে সখাগণের শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিকত্ব। তথাপি তারা কোনক্ষেত্রে যেন কিছু ভুল করে বসলেন। সখাগণ কৃষ্ণের বহু অলৌকিকত্ব দর্শন করেছেন, তথাপি এমন একটা ঘটনা ঘটল যে-সময় তারা কৃষ্ণের পারতম্য স্বীকার করছেন না। তাঁকে না জিজ্ঞাসা করে নিজেরাই বাহাদুরি করে গো, গোবৎস ইত্যাদিকে অনুসন্ধান করতে বেরিয়ে চললেন। অন্য সময় হলে কখনও কখনও কৃষ্ণ নিজেই গো, গোবৎস ফিরিয়ে আনতেন। একদিন ভাণ্ডীরবনে এমন প্রসঙ্গ এসেছে যেখানে কৃষ্ণ-বলদেবকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় নাই, তারা নিজেরাই গাভী, গোবৎস খুঁজতে বেরিয়েছেন। কিন্তু বিফল মনোরথ হয়েছেন। গিয়ে পড়ে গেলেন দাবাগ্নির মধ্যে। দাবাগ্নি কেন? যেখানে দাবাগ্নির কথা বলা হয়েছে, সেখানে দাবাগ্নি উৎপন্ন হওয়ার কোন বিষয়বস্তু ছিল না। বনাঞ্চলে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে ঘর্ষণে ঘর্ষণে যে আগুন তৈরী হয় তার নাম দাবাগ্নি। যেখানে দাবাগ্নির দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়েছেন, সেখানে ঐরকম বৃক্ষ ছিল না। বর্ণনা আছে সেখানে মুঞ্জাটবী ছিল। মুঞ্জাটবী মানে বেনার জঙ্গল। সেখানে নিশ্চয় দাবাগ্নি তৈরী হয় নি। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা অন্য একটা বিষয়, দাবাগ্নির মত একটা কিছু। যাই হোক, তার মধ্যে সখাগণ পড়ে গেলেন। গাভী, গোবৎস তারই মধ্যে পড়ে গেল। চিৎকার করে কান্নাকাটি আরম্ভ হয়েছে—'হে কৃষ্ণ! হে বলদেব! আমাদের রক্ষা কর।'

ভগবানেরও ক্ষেত্রবিশেষে, অবস্থাবিশেষে অল্প-স্বল্প মান-অভিমান হতে পারে, হয়, প্রমাণ আছে। কেন? এটা ত' লীলা। তিনি এগোচ্ছেন না, বলদেবও এগোচ্ছেন না। তারা ডাকেন নি। গাভী, গোবৎস খুঁজে বের করার সময়ে কৃষ্ণ-বলদেবকে অনুরোধ করেন নি সখাগণ। কিন্তু কৃষ্ণ-বলদেব গিয়ে হাজির হয়েছেন তাদের অজ্ঞাতসারেই। দাবাগ্নি ক্রমশঃ তাদের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। এখনই পুড়ে মরবে। আর কোন উপায় নেই। কাতর চিৎকার করছেন সখাগণ। কৃষ্ণ এগিয়ে আসছেন না। বহু যুক্তি দেখাচ্ছেন

সখাগণ। এই ত' আমাদের বন্ধু, সখা। সখা যদি বিপদে পড়ে তাহলে সখা সখাকে ত' রক্ষা করে। 'সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।' এক প্রাণ এক আত্মা। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করছ না বলে মনে হচ্ছে। আমাদের কি শেষকালে এই দাবাগ্নিতে পুড়ে মরতে হবে? কৃষ্ণ এগোচ্ছেন না। কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে। আর বাঁচব না, এখনই পুড়ে মরব। কৃষ্ণ এগিয়ে গেছেন যখন চিৎকার করে কান্নাকাটি আরম্ভ হয়েছে। শরণাগত তখন। সখ্যভাব বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্য সরে গেছে, দাস্যভাব এসে গেছে। হাতজোড় করছেন তারা। সখা সখার কাছে নিশ্চয় হাতজোড় করে না। বিশেষ করে কৃষ্ণসখা। কিন্তু এক্ষেত্রে হাতজোড় আরম্ভ হয়েছে। কৃষ্ণ এগিয়ে এলেন। তুমি কি আমাদের রক্ষা করবে না? তোমার কি ইচ্ছা? আমরা কি কোন অধর্ম্ম করেছি? আমরা কি কোন অন্যায় করেছি? অন্যায় নিশ্চয় করেছে। অন্য সময় কৃষ্ণকেই সব জানিয়ে দেয় সখারা, কিন্তু এবারে জানায়নি, এটাই অন্যায় হয়েছে।

সংসার-দাবাগ্নিতে আমরা চিরকাল সন্তপ্ত। বদ্ধাবস্থা যতদিন আছে আমাদের, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞান লাভ হয়নি, তত্ত্বদর্শন লাভ হয়নি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা নিশ্চয়ই বদ্ধ—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণ এসেছেন, সব ভয় চলে গেল। বলছেন কি সখাদের? আমি যা বলব তা শুনতে হবে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও তোমরা আমার প্রতি আনুগত্য পরিত্যাগ করেছ। এখন যা বলছি তা শোন। সব চোখ বন্ধ কর। চোখ বুজে রইলেন সখারা কৃষ্ণের কথানুসারে কোন বাক্য ব্যয় না করে। এর মধ্যে কৃষ্ণ তাঁর কাজ সেরে ফেললেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—আকাশ, বাতাস, অগ্নি, জল, মাটি এগুলো সব সমানভাবে ব্যবহার করতে পারে না মানুষ। ক্ষিতি—মাটি, মাটির বিকার যত দ্রব্যাদি তারা তা গ্রহণ করেন, অপ্—জল তারা পান করেন, তেজ—আগুন তারা ঠিক নিতে পারেন না, মরুৎ—বায়ু তারা সেবন করেন। দশপ্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় ইত্যাদি দশপ্রাণের কথা বর্ণনা আছে। ব্যোম—আকাশ আছে সকলের মধ্যে। আগুন কেউ খেতে পারছেন না। কৃষ্ণ দাবাগ্নি পান করে তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না এটা। বেঁচে গেলেন সখারা, কিন্তু সখাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে তাদের কিছু গর্ব্ব, অহঙ্কার হয়েছে। তাই সেখানে তারা বলছেন পরস্পর—

কৃষ্ণস্য যোগবীর্য্যং তদ্‌যোগমায়ানুভাবিতম্।
দাবাগ্নেরাত্মন ক্ষেমং বীক্ষ্য তে মেনিরেঽমরম্।।

কৃষ্ণেরই অলৌকিক শক্তি, ক্ষমতা সখাগণ দেখেছেন বহুবার, এক্ষেত্রেও আবার দেখলেন, কৃষ্ণ দেখালেন। সখারা বলছেন কি? আমরা মরিনি কেন জান? আমরা ত' অমর কৃষ্ণের সখা, আমাদের ত' মরবার কথা নয়। তাই আমরা মরিনি। এই যে অঙ্ক কষছেন সখারা এতে কি কোন ভ্রান্তি আছে? এতে কি কোন তত্ত্ববিরোধ আছে?—

নেই। অন্ততঃ শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করছেন, না তাদের ভুল বুঝাবুঝি কিছুই নেই। ভগবান্ কৃষ্ণ তিনি অমর। আমরা ত' তাঁর সখা, অতএব আমরাও অমর। এই অঙ্ক কষেছেন। সেখানে কোন জড়বুদ্ধি, প্রাকৃতবুদ্ধি এসেছে কি? তাঁকে অবহেলার ক্ষেত্র এসেছে কি?—আসেনি তা। তথাপি এখানে কি ব্যাপার? এখানে ভুল বুঝাবুঝি হয়নি কিছু সখাদের? গ্রন্থকর্ত্তা বলছেন, শুকদেব গোস্বামী বলছেন,—না, কোন ভুল হয়নি। সেইটাই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

যিনি পূজা করতে যান মন্দিরে, তাঁকে কিছু বিশেষ বিশেষ আইন জেনে রাখতে হয়। বলা আছে পূজা-অর্চ্চনের মধ্যে ভূতশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধির ক্ষেত্রে ভক্ত যদি মনে করেন যে, আমি ত' ভগবানেরই, আমি ত' তাঁরই আশীর্ব্বাদপুষ্ট, তাঁর কৃপাতেই ত' আমি বেঁচে আছি, তাঁর প্রীতিকামনাই ত' আমার জীবনের সফলতা, সেইজন্যই ত' আমি বেঁচে থাকব—এই বিচারটা ওর মধ্যে আছে। কিন্তু আমি স্বয়ং ভগবান্—এটা নয় ; তবে আমি ভগবানের—এ বিচারটা দেখানো হয়েছে। প্রকৃত ভূতশুদ্ধি সেই জিনিষ। সেখানে ভগবান্ হয়ে যাওয়া নয়, ভগবানের কৃপালাভ করা—সেইকথাই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যদি আমি ব্রহ্ম হয়ে যাই, তাহলে কার সেবা করব? সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব হয়ে যাবে ত'। ভগবান্ যদি সর্ব্বারাধ্য তত্ত্ব, কে তাঁর সেবা করবেন? জীব, জীবাত্মা যদি ব্রহ্ম হয়ে যায়, কে কার সেবা করবে তাহলে। সে দর্শন ত' থাকে না, কিন্তু সত্য দর্শন, বাস্তব দর্শন পরমোপাস্য ভগবান্। ভক্ত, জীবাত্মা, ভক্তিবৃত্তি—এই তিনটেকে একীভূত করে দেওয়া যায় না। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ; উপাস্য, উপাসক, উপাসনা—এগুলোকে একীভূত করে দেওয়া যায় না। সব সমান, সব এক, সব ব্রহ্ম—বাজে কথা হয়ে যায়। সেব্য-সেবক সম্পর্কের অভাব হয়। জীব যদি কখনও ব্রহ্ম হয়ে গেল, তাহলে ত' জীবস্বরূপ অস্বীকার করা হয়, তার নিত্যত্ব অস্বীকার করা হয়। ভগবান্ কখনও জীব হয়ে যান—একথা যদি বলা হয়, তাহলে তা অযৌক্তিক কথা। আবার জীব কখনও সদাশিব হয়ে যাচ্ছে—'পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ, পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ' তাহলে কি করা হবে? "পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।।" বহু কথাই ত' বাজারে আছে, কিন্তু সৎসিদ্ধান্ত কি, তত্ত্বদর্শন কি, তত্ত্বসিদ্ধান্ত কি—সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

ওখানে সখাগণের জড় অহঙ্কার হয়নি। জড় অহঙ্কার আর বাস্তব ও অপ্রাকৃত অহঙ্কার নিশ্চয়ই দুটো এক নয়। আমি, আমরা নিত্য কৃষ্ণদাস—এটাই হল বাস্তব পরিচয়, শুদ্ধ অহঙ্কার বলা হয় একে। আর জড় অহঙ্কার হল—"পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়। মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়।।" মানুষটা কথা বলছে বটে, কিন্তু তাকে যে ভূত, প্রেত আশ্রয় করেছে, সেই কথাগুলো বলছে। এখানে সখাগণের সেরকম ভ্রান্তি হয়নি।

ভগবান্ নিত্যশুদ্ধ সনাতন বস্তু, জীবাত্মাও নিত্যশুদ্ধ সনাতন বস্তু। সেটাই ত'

শুদ্ধ চেতন জীবাত্মার স্বরূপের পরিচয়। এটাই ত' প্রকৃত ভূতশুদ্ধি। শ্রুতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি,—'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।' অদেব যে—দৈবীভাব লাভ করেনি যে, সে নিশ্চয়ই শ্রীবিগ্রহকে, শ্রীমূর্ত্তিকে পূজা-অর্চ্চন করবার অধিকারী নন। আবার বলছেন,—'দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ।' দৈবীভাব লাভ করে তুমি তাঁর পূজার্চ্চন কর, সেবা কর। অধিকারের কথা। সে অধিকার আমার পরে নির্ভর করছে না। সবটাই নির্ভর করছে গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা এবং ভগবৎকৃপার পরে। তা না হলে সে অধিকার পাওয়া যাচ্ছে না। ভগবান্ কৃপাময়, দয়াময়, ভক্তবৎসল—সব বিশেষণ তাঁর আছে। তিনি ইচ্ছা করলে সব করতে পারেন। সর্ব্বসমর্থ তিনি। কিন্তু তাঁর ভিতরেও মনে হয় যেন কিছু Partiality—পক্ষপাতিত্ব আছে। থাকতে পারে, যদি সেটা স্বীকার করা হয় তাহলে সেটা তাঁর বিশেষ কৃপা, বিশেষ দয়া—এটা মানতেই হবে। এটাকে অস্বীকার করা চলবে না। সেই কৃপা সকলের প্রতি সমানভাবে যে বর্ষিত হয় বা হবে, এমন কোন কথা নয়। বিশেষ ক্ষেত্র তাঁর আছে।

তিনি স্বাধীন, স্বরাট্, লীলাপুরুষোত্তম। তাঁকে বলা হয়েছে Supreme Autocrat, Autocracy ত' তাঁর আছে, কিন্তু জীবাত্মার সেই Autocracy নেই, তাকে আনুগত্যে চলতে হচ্ছে। তাকে ভগবানের আনুগত্যে চলতে হচ্ছে, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে চলতে হচ্ছে, বিষয়-বিগ্রহের আনুগত্যে চলতে হচ্ছে। আনুগত্য ত' তার থেকেই যাচ্ছে সবসময়। সেই আনুগত্য বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার চলবার কোন ক্ষমতা নেই—শাস্ত্রে এটা বুঝানো হয়েছে। সব বিষয়ে এ সব চিন্তাগুলো আমাদের নিশ্চয়ই রাখতে হবে। যখনই আমরা মনে করি, আমরা গুরু-বৈষ্ণব ছাড়া, ভগবান্ ছাড়া নিজেরা কিছু করতে পারি, নিশ্চয়ই সে-সময় ভুল-ভ্রান্তি এসে উপস্থিত হয়, হয়ে থাকে, হবে, স্বাভাবিকতা রয়েছে। সুতরাং সবসময়েই বদ্ধ হউন আর মুক্তই হউন, আনুগত্যের ত' অভাব হচ্ছে না। বদ্ধাবস্থায় একরকম, আর মুক্তাবস্থায় আর একরকম। আনুগত্য তার থেকেই যাচ্ছে। যদি মনে করা যায় আমরা মুক্তি লাভ করলাম, আমরা মুক্ত হলাম, সুতরাং আর সব দায়দায়িত্ব সরে গেল, চলে গেল, তাহলে ভুল হল। তখনও আনুগত্য ছাড়া নয়, আনুগত্যবিহীন অবস্থা নয়। হয়ত' সেইজন্যই 'উদ্ধবসংহিতা'র বচন স্মরণ করতে হচ্ছে,—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" যদি কেউ মনে করেন, মুক্তদশা লাভ করলেই আমাদের সব হয়ে গেল, আর কোন কষ্ট করতে হবে না, তা নয়। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দেখা যায়, আরও শত-সহস্রগুণ দায়িত্ব বৃদ্ধি হয়—সেইকথাই ত' লেখা আছে। কোন অবস্থায়ই সাধনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নেই। আমি নিজে চলতে পারি না, আনুগত্য রাখতেই হবে। বদ্ধাবস্থায় ত' নিশ্চয়ই, মুক্তাবস্থাতে আরও সুন্দররূপে, শুদ্ধরূপে সেই আনুগত্য থেকে যাবে। ভগবানের কাছে যদি আমরা পৌঁছাতে পারি, তাহলে আমাদের হয়ে গেল সব? শাস্ত্র বলছেন না, তখনও সব হল না, আরও কিছু বাকী থাকে। সেবার পরিপাটী শিক্ষা

গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে সেখানে। আনুগত্য নিশ্চয় আছে সেখানে, তা না হলে সেবা করব কি করে সেখানে? এ সব তত্ত্বদর্শনগুলো ত' শাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে অধিকারী অনুসারে।

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ।।

ব্যাখ্যা রয়েছে তার। সে অধিকার কার কতটুকু লাভ হয়েছে, সেটা ত' একটা প্রশ্নের ব্যাপার। যদি কারও কিছু হয়েছে, তিনি ত' বলবেন না। যদি কারও কিছু হয়নি, তিনি যদি বলেন আমার কিছু লাভ হয়নি, সত্য কথা। যদি কারও হয়েছে তিনি কি কিছু বলতে যাবেন? এমন বোকামি করবেন তিনি? নিশ্চয় নয়। বহু সম্পত্তির অধিকারী। কেউ যদি বলেন আমার বহু টাকা আছে, অসুবিধা আছে। সুতরাং তিনিও ওটা চেপে রাখবেন, লুকিয়ে রাখবেন। সাধন-সম্পত্তি যদি কারও লাভ হয়েছে, তিনি নিশ্চয়ই ওটা প্রকাশ করবেন না। অসুবিধা আছে। আবার স্বভাবই হল না বলা। আর যদি সত্যি কারও লাভ হয়নি, তিনি যদি বলেন, না আমি লাভ করতে পারিনি, সেটাও সত্য কথা, বাস্তব ঘটনা। একটার মধ্যে সরলতা আছে, আর একটা সরলতা থাকলেও সেটা সকলকে বলা যাচ্ছে না। সেইজন্যই গোপন রাখতে হচ্ছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলছেন, সাধন-ভজনের যে গূঢ়ত্ব আছে, তা সকলের কাছে বলা চলে না, বলা যাবে না। এখানে এটাও বিচারের কথা। "আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা।" কেন নিষেধনামা জারি করেছেন? নিশ্চয় কিছু বাধা-বিঘ্ন আছে বলে নিষেধনামা জারি করেছেন। বুঝ্‌দার যদি কেউ থাকেন, সমঝ্‌দার যদি কেউ থাকেন, তাহলে হয়ত' বলা চলবে ; কিন্তু সকলকে নয়, সমানভাবে নয়। সেখানেও কিছু বিচারের ক্ষেত্র আছে। সর্ব্বোপরি বদ্ধজীব আমরা, বদ্ধত্বের সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের নিশ্চয়ই সাংসারিক প্রাকৃত বিষয় নিয়ে Dealings নেই। কিন্তু যাঁরা শিক্ষক, উপদেশক, মহোপদেশক, মহামহোপদেশক, নিশ্চয়ই তাঁরা শিক্ষকের স্থানে রয়েছেন, তাঁদের বলতেই হবে। জিজ্ঞাসিত হয়ে না বলে উপায় নেই। জিজ্ঞাসিত হয়ে, অধিকারী হয়ে যদি কেউ কিছু না বলেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই জ্ঞানাপরাধী। ভক্ত জ্ঞানখল হবেন? নিশ্চয় না, তাঁরা উদার, মহোদয়, পরমোদার, সে-সব কথা ত' শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের বলা হয়েছে,—'ভূরিদ' 'ভূরিদ'। তাঁদের মত দাতা নেই। জগতে বহুরকমের দাতার কথা আমরা শুনতে পাই, শাস্ত্রে পড়তে পাই, কিন্তু সবথেকে বড় দাতা কে? লোকের অভাব-অনটন দূর করা? সে কিছু লোক বসে আছেন। আজ খাওয়া পেলে কাল আবার খিদে লাগে, পরশু আবার খিদে লাগে, এতে অভাব ঠিক দূরীভূত হয় না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে দান করেছেন, যে দানের কথা বলেছেন, সে দানের সঙ্গে জগতের কোন দানের তুলনা হবে না।

হেলোদ্ধুলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।

বিভিন্ন দয়ার ব্যাখ্যা করেছেন স্বরূপ দামোদর প্রভু। চৈতন্যমহাপ্রভুর যে করুণা সে করুণার কথা জানিয়েছেন—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।।

তত্ত্বসিদ্ধান্ত আমাদের নিশ্চয়ই জানতে হবে, শুনতে হবে, বুঝতে হবে। কিন্তু শুধু জেনে রাখাটা বড় কথা নয়, সে-সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা থাকা চাই, সেই শিক্ষা বাস্তবায়িত হওয়া চাই হৃদয়ে—সেই কথাই ত' বলা আছে শাস্ত্রে। আনুগত্য বাদ দিয়ে নয়। সেখানেও আনুগত্য। বদ্ধাবস্থায় আনুগত্য, মুক্তাবস্থায়ও আনুগত্য। অত্যন্ত উপরে উঠলেও সেখানে ত' আনুগত্যের অভাব হয়নি। আনুগত্য ছাড়াই তত্ত্বদর্শন কখনও চলে না। সাধন-ভজনক্ষেত্রে ত' নয়ই, পার্থিব জগতে, ব্যবহারিক, লৌকিক জগতে হয়ত' এর কিছু উল্টোপাল্টা দেখা যায়, কিন্তু পরমার্থ-জগতে ত' হতে পারে না আনুগত্য বাদ দিয়ে কিছু।

বৈষ্ণবধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম যা বলা যাক একই ব্যাপার। সনাতন ধর্ম্ম বাদ দিয়ে যা কিছু সবই তাৎকালিক ধর্ম্ম, তাৎকালিক ব্যাপার। আমরা তাৎকালিক জিনিষ নিয়ে পড়ে থাকব দুনিয়ায়? তার থেকে ভাল জিনিষ যদি পাই, শ্রেষ্ঠ জিনিষ যদি আমরা পাই, নিশ্চয় সেটা আমরা Pick up করব, হৃদয়ে ধারণ করব। পাণ্ডিত্য অনেক থাকতে পারে। বহু শ্লোক মুখস্থ থাকতে পারে, অনেকের অনেক বিষয় জানা থাকতে পারে, কিন্তু "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—একথা হাজার বার সত্য। এখানে কারও কোন অহঙ্কার নেই। মহাপ্রভু বলছেন,—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।" ('তরোরপি'ও বলা আছে কোথাও কোথাও)। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এর পদ্যানুবরাদ করেছেন,—

"দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন।।"

দৈন্য বলতে যাকে শুধু হাতকজ্‌লানো দৈন্য বলা হয়, সে দৈন্যের কথা বলেন নি। সেটা অন্তরের বৃত্তি, হৃদয়ের বৃত্তি। স্বাভাবিকভাবে যেটা আসে, চেষ্টা করে আনতে হবে না।

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।।"

দৈন্যভাব ত' স্বাভাবিকতা লাভ করে, কষ্ট করে আনতে হয় না। দয়া—দয়া

নিয়ে ত' সমাজে খুব গণ্ডগোল। একদল তারা বলছেন—'জীবে দয়া'। এটা খুব অহঙ্কারব্যঞ্জক কথা। শাস্ত্রে সব জায়গায় ত' জীবে দয়ার কথা লেখা আছে। সে দয়া কে করবেন? সে দয়ার ত' আবার Category ভাগ আছে অনেক। সব দয়া কি একরকম? যাঁদের 'ভূরিদ' বলছেন, তাঁদের দয়ার ত' তুলনা নেই। সমস্ত দয়া থেকে শ্রেষ্ঠ যে দান, সেই দান তাঁরা করেন। সুতরাং দান ত' একপ্রকার নয়। অমানী মানদধর্ম্ম। আমি মান চাই না, কিন্তু যাঁর যে মান-সম্মান আছে, সেটা তাঁকে দিতে হবে। আমি যদি ভগবৎকথা কীর্ত্তন করতে চাই, তাহলে নিশ্চয় আমাকে এ বিচার রাখতে হবে।

'অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে অধিকার দিবে তুমি।"—কথাটা আছে। আমি যদি মানদ, অমানী হতে না পারি, তাহলে কৃষ্ণকীর্ত্তন করবার যোগ্যতা নেই, ক্ষমতা নেই, অধিকার নেই আমার। সর্ব্বাগ্রে গুরু-বৈষ্ণবের কাছে, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই আমাদের করতে হবে—সেই শক্তি দাও তুমি। গুরু-বৈষ্ণবের কাছে প্রার্থনা কেন? তাঁরা Recommend করেন। ভগবানের কাছে Recommend করেন। সেইটাই ত' আমার সম্বল। ওটা ছাড়া ত' আমি চলতে পারি না।

বৈষ্ণব ঠাকুরের কাছে, গুরু-বৈষ্ণবের কাছে প্রার্থনা রাখছি কি?—'হে বৈষ্ণব ঠাকুর! তুমি তোমার প্রিয় পরমোপাস্য কৃষ্ণকে বলে দিও, তিনি যেন আমাকে দয়া করেন। আবার যখন কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছি আমরা, ঠিক ঐ রকম ধরণের প্রার্থনা আছে—হে কৃষ্ণ! "তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার, আমারে করুন দয়া। তবে মোর গতি, হ'বে তব প্রতি, পা'ব তব পদছায়া।।" আমি কাকে ছাড়ব, কাকে রাখব? ভগবানকেও চাই, গুরু-বৈষ্ণবকেও চাই, ভক্তিবৃত্তিও চাই, আন্তরিক সরলতাও চাই, তা না হলে ত' কিছু হচ্ছে না। মুখে একরকম বললাম, আর কাজে আর একরকম করলাম, তাহলে ত' খাপছাড়া হয়ে যায়। ভগবান্ কি কপটের কথা শুনবেন? আন্তরিক জন যে তার আকুল ক্রন্দন কি ভগবানের কাছে পৌঁছায় না? নিশ্চয় পৌঁছায়। বিশ্বাস করতে হবে। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।'—এ বিশ্বাস মেকি বিশ্বাস নয়। খাঁটি খাঁটি বিশ্বাস। বিশ্বাস-শব্দে—কৃষ্ণই আমার আরাধ্য বস্তু—এই বিশ্বাস। 'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।'—এই বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসটা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারি না। তত্ত্ববস্তুকে চিনি না, জানি না, কিন্তু এই বিশ্বাস যখন আসে তখন কিছুটা এগোলাম আমি। সব জিনিসের ব্যাখ্যা ত' রয়েছে এইরকম।

শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করতে যাওয়া হচ্ছে, নিষেধনামা জারি করা আছে কতকগুলো ব্যাপারে। সকলের পক্ষে নয়, অধিকারীর পক্ষে নয়, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে। তার জন্য ত' নিশ্চয় Bindings—নিষেধনামা জারি করা হয়েছে।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।

এই নিষেধনামা কার জন্য? নিশ্চয়ই আমার ন্যায় হতভাগার জন্য এই নিষেধনামা জারি করা আছে। আমি ওটা পালন করব, মানব। যাদের অধিকার আছে তাদের Special case, তাদের জন্য বলা হয়নি। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কেন ব্যাখ্যা করলেন এই শ্লোকের বা এই শ্লোকের অবতারণা করলেন কেন?

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।

এই শ্লোকের অবতারণা করে তিনি ব্যাখ্যা দিতে গেলেন কেন? 'শ্রদ্ধান্বিতঃ'-শব্দের উপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। আমাদের সেটাও বুঝতে হবে। সব ব্যাখ্যাটা নিতে হবে আমাদের। একটু নেব, একটু নেব না—এমন কথা নয়। সাধন-ভজনের ক্ষেত্রটা এইরকম। আমি কিছুটা নিলাম, কিছুটা ছেড়ে দিলাম, তা হবে না। আমার পক্ষে যতটুকু বিচার এল, আমি ততটুকু গ্রহণ করব, বাকীটা গ্রহণ করব না, হবে না তা। দুটো দিক্‌ই নিতে হবে—Positive, Negative। দুটো দিক্‌ই আলোচনা করতে হবে। আমি অযোগ্য, আমি অনধিকারী—এই চিন্তা করেই আমাকে ব্যবস্থাটা নিতে হবে। আমি যোগ্য, ক্ষমতাসম্পন্ন, নিশ্চয়ই একথা বলা চলবে না। আমাকে কৃপাপ্রার্থী হতে হবে গুরু-বৈষ্ণবের, ভগবানের। অধিকার পাওয়ার জন্য বসে থাকতে হবে, অনন্তকালও অপেক্ষা করতে হতে পারে।

গাইয়ে মুকুন্দকে মহাপ্রভু বের করে দিলেন শ্রীবাস-অঙ্গনের সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী থেকে। তিনি ত' বাইরে এসে মহাপ্রভুর কৃপা চিন্তা করে ধেই ধেই করে নাচছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু দেখতে এলেন—দেখি, কি করছে মুকুন্দ। দেখেন মুকুন্দ নাচছে। এই তোকে না সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী থেকে বের করে দিলাম, আর তুই এখানে লাফালাফি করছিস্ কেন? তখন মুকুন্দ বললেন,—কেন, তুমি ত' বললে কোটি জন্ম তোকে কৃপা করব না। তাহলে কোটি জন্ম পরে আমাকে কৃপা করবেন, তা আমি জেনে নিয়েছি। আর এটা ত' তোমার নিজের মুখের কথা, সেজন্য আমি আনন্দে নৃত্য করছি। এমন ধৈর্য্য যদি থাকে, এমন উৎসাহ যদি থাকে, তাহলে আমাদের কিছু হতে পারে। 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি'—হয় না, হবে না।

"যোগিগণ যাঁ'রে ধ্যানে নাহি পায়।
সে হরি বঞ্চিত হ'লে কি হ'বে উপায়।।"

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।"

অতএব সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে আমাদের গুরু-বৈষ্ণবগণের অনুগ্রহ চাই, অধিকার চাই।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচার

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ পরিকর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অনুগৃহীত অস্মদীয় শিক্ষা-গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ তাঁহার নবমবার বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে প্রবল উৎসাহের সহিত ২৪।৪।২০০০—২৬।৪।২০০০ পর্য্যন্ত এবং মালয়েশিয়ায় ২৯।৪।২০০০ তারিখে প্রচার করেন। দিল্লী ও মালয়েশিয়া প্রচারের প্রধান বৈশিষ্ট্য শ্রীগৌড়ীয় গুরুবর্গের ন্যায় সাধ্যতত্ত্ব স্থির করিয়া তাহা পাইবার উপায়স্বরূপ সাধন ব্যাখ্যা করেন।

দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের পিতাঠাকুর শ্রীবসুদেব মহারাজ যজ্ঞ করিতেছেন। যজ্ঞের সাধারণ নিয়মানুযায়ী পূর্ণাহুতি না হওয়া পর্য্যন্ত যজ্ঞ বন্ধ করিতে নাই অর্থাৎ অসমাপ্ত অবস্থায় যজ্ঞ বন্ধ করিতে নাই। কিন্তু শ্রীবসুদের মহারাজ বেদবিহিত নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিতেছেন মাঝপথে যজ্ঞ বন্ধ করাইয়া। কেন তাঁর এই প্রচেষ্টা? তিনি কি অজ্ঞ ছিলেন? যজ্ঞের নিয়ম কি তাঁর অজানা? তিনি কি চিন্তা করেন নাই আজ আমি যাহা করিব, পরবর্ত্তিকালে লোক ইহাকে নিয়ম বলিয়া পালন করিবে? কেন না, শাস্ত্রে দেখা যায়,—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।।"

শ্রীকৃষ্ণের পিতা কখনই অজ্ঞ হইতে পারেন না। তিনি আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ নন, তিনি দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পিতা ; অজ্ঞতা তাঁহাকে স্বপ্নেও স্পর্শ করিতে পারিবে না। কোন বিধি-নিষেধ তাঁহার অজানা নয়, তাঁহার সর্ব্বপ্রচেষ্টাই বেদ-সমর্থিত। তাঁহার কার্য্যকলাপ সমর্থন করিলেই বিধির বিধিত্ব, না করিলে বিধির বিধিত্ব থাকিতে পারে না। তবে আপাত দৃষ্টিতে এইরূপ মনে হইতেছে কেন যে বসুদেব মহারাজ অবিধির ন্যায় কার্য্য করিতেছেন?

বসুদেব মহারাজ অন্য কাহারও জন্য যজ্ঞ মাঝপথে বন্ধ করেন নাই, তিনি যজ্ঞ বন্ধ করিয়াছেন দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া। যজ্ঞের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? 'যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ।' নারদ বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়পার্ষদ। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্।।

বসুদেব মহারাজ যজ্ঞ বন্ধ করত শ্রীনারদ ঋষিকে স্বাগত করিলেন, বৈদিক রীতি অনুসারে তাঁহার পূজার্চ্চন করিয়া সবংশে চরণামৃত পান করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিলেন কিভাবে গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে হয়। নারদ ঋষির ন্যায় বৈষ্ণব বা তাঁহার পরম্পরায় শুদ্ধ গুরু-বৈষ্ণব আসিলেও তাঁহাদের অনুরূপ সেবা করিতে হয়। বৈদিক রীতি অনুযায়ী শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করিতে করিতে অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন কার্য্য করিতে নাই। কিন্তু কোন উত্তম বৈষ্ণব বা বিশেষতঃ পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেবের আগমন হইলে অর্চ্চন ছাড়িয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় অর্চ্চনে যাইতে হয়। ইহাতে কোন অপরাধ হয় না, পরন্তু ইহার অন্যথায় প্রত্যবায় হয়। বৈষ্ণবসেবার এই সকল গূঢ় রহস্য জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য বসুদেব মহারাজ স্বয়ং আচরণ করিলেন। "আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।" তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা না দিলে জগজ্জীব বৈষ্ণবসেবার পরিপাটী কখনই শিখিতে পারিত না।

বসুদেব মহারাজ শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতে বা করাইতেছিলেন। কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং কি বলিয়াছেন,—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।।

কোন সাধক বা সাধিকা ভগবানের পূজা করিতে চাহিলে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—প্রথমে তুমি তোমার শ্রীগুরুদেবের পূজা কর, তদনন্তর আমার পূজা কর। এই পদ্ধতি অনুসারে চলিলে তুমি সহজেই সিদ্ধিলাভ করিবে এবং বিপরীত করিলে তোমার সবকিছুই নিষ্ফল হইয়া যাইবে। দেবর্ষি নারদ জগদ্‌গুরু, সুতরাং তাঁহার পূজা ত' সর্ব্বাগ্রেই করিতে হইবে। মাঝপথে যজ্ঞ বন্ধ করাইয়া বসুদেব মহারাজ ভগবদাজ্ঞাই পালন করিয়াছেন, কোনপ্রকার বেদবিগর্হিত কর্ম্ম করেন নাই।

নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদ প্রসঙ্গে ভাগবত ধর্ম্মের স্বরূপ, ভাগবত ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা, ভাগবত ধর্ম্মের অপর নামই প্রেমধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই ধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীতে যতপ্রকার ধর্ম্মের প্রচলন দেখা যায় তন্মধ্যে কোনটী অনিত্য ধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, কোনটী আবার মনোধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, শরীরধর্ম্ম। নিত্যধর্ম্মকে ছাড়িয়া জীব অনিত্য ধর্ম্মের প্রতি আসক্ত হওয়ায় জীবের এই দুর্দ্দশা বা সংসার-দশা উপস্থিত হয়—ইহা

শ্রীল মহারাজ 'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য' শ্লোক আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দেন। এই অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভের উপায় সম্বন্ধে উক্ত শ্লোকেরই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—শ্রীগুরুদেবকে ভগবদভিন্ন প্রভু এবং পরমপ্রেষ্ঠ জানিয়া ঐকান্তিকভাবে অনন্যভক্তি-সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজন করিতে হইবে।

মালয়েশিয়াতে শ্রীহৃষীকেশ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন,—

প্রশ্ন ঃ—মহারাজজী! শ্রীগৌড়ীয় বিচারধারায় উন্নত ভজনের জন্য সর্ব্বত্রই লোভের কথা দেখা যায়। এই লোভকে কিভাবে Cultivate করা যাইতে পারে?

উত্তর ঃ—লোভকে Cultivate করা যায় না, কোন বস্তু সম্বন্ধে শুনিয়া বা দেখিয়া লোভ হয়, ইহা স্বাভাবিকী।

প্রশ্ন ঃ—একটী উদাহরণদ্বারা বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে সুবিধা হয়।

উত্তর ঃ—দেখুন, একটী সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া একটী যুবক তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া গেল এবং তাহাকে পাইবার জন্য লোভ হইল। এই লোভকে কষ্ট করিয়া যুবকটীকে Cultivate করিতে হইল না। ইহা স্বাভাবিকী।

মাধব মহারাজ ঃ—এ ত' জড়ীয় উদাহরণ হইল। ভগবদ্বিষয়ে এরূপ কোন উদাহরণ আছে কি?

শ্রীল মহারাজজী ঃ—হ্যাঁ প্রচুর রহিয়াছে।

মাধব মহারাজ ঃ—কৃপাপূর্ব্বক একটী উদাহরণ দিলে বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে।

শ্রীল মহারাজজী ঃ—দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ইত্যাদি শ্রবণ করিয়া ছোট কিশোরী রুক্মিনীর শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়াও তাঁহার প্রতি লোভ হইয়া গেল। মনে মনে স্থির করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কাহাকেও তিনি বিবাহ করিবেন না। তদ্রূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দরের প্রতি ব্রজবাসিগণের ভাব, চেষ্টা শ্রবণ করিয়া বা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের লীলাচরিত শ্রবণ করিয়া কোন কোন সাধক-সাধিকার লোভ হইয়া যায়।

মালয়েশিয়া প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ সদলবলে ২৯।৪।২০০০ তারিখে অষ্ট্রেলিয়াস্থ সিডনী-শহরে পৌঁছান। ৩০।৪।২০০০ হইতে ৩।৫।২০০০ পর্য্যন্ত সিডনীস্থ Hurstville Council Complex এর Auditorium এ চারদিনব্যাপী ধর্ম্মসভায় শুদ্ধভক্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের উদাহরণ দিয়া আলোচনা করেন। বিভিন্ন অধিকারীর ভগবচ্চরণে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনা, যথা—(১) কনিষ্ঠাধিকারীর প্রার্থনা—"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটি-রুদ্ধঃ। হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।।" "সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকরৈঃ কবলী-কৃতস্য। দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য গৌরাঙ্গপীঠ! মম দেহি কৃপাবলম্বনম্।।"

(২) মধ্যমাধিকারী—"মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন। পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম।।" (৩) উত্তমাধিকারী—"হা দেবি! কাকুভর-গদ্‌গদায়াদ্য বাচা যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ। অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা গান্ধর্ব্বিকে নিজগণে গণানাং বিধেহি।।" নাম-মহিমা ব্যাখ্যায় অজামিল উপাখ্যান, দামবন্ধন-লীলা, ধেনুকাসুর-বধ লীলা, ব্রহ্মমোহন-লীলা রহস্য প্রভৃতি বর্ণন করেন।

শ্রীল মহারাজ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"—যখন যখন ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তখন তখন সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। অপরদিকে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে বিশেষ করিয়া অর্জ্জুনকে মহাভারতের যুদ্ধে প্ররোচনা দিয়া ১৮ অক্ষৌহিণী সেনার সংহার করাইলেন। এটী কি ধরণের ধর্ম্মস্থাপন? বাহ্যিকদৃষ্টিতে কৃষ্ণের কাজে এবং কথায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কি তাহলে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন? তাহাও ত' সম্ভব নহে, শ্রীকৃষ্ণ যদি মিথ্যা বলেন, তবে জগতে সত্য বলিবার আর কে আছে? দেবতাগণকর্ত্তৃক গর্ভস্তুতিতে দেখা যায়,—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রত সত্য, তিনি সত্যপর, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—তিনকালে তিনিই সত্য, সমস্ত সত্যের উদ্‌গমস্থল শ্রীকৃষ্ণ হইতেই, এমন কি সমস্ত সত্য তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হয়। মহাভারতের যুদ্ধে কেবল ১৮ অক্ষৌহিণী সৈন্যই নিহত হইয়াছে তাহা নহে, কত যে বালক অনাথ হইয়াছে, কত যে সধবা বিধবা হইয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে। এটী শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কি ধরণের ধর্ম্মসংস্থাপন? তিনিই ত' ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানাইয়াছেন।

উত্তরপক্ষে শ্রীল মহারাজ বলেন,—পূর্ব্বে যে-সকল অসুরগণ মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবদবতারগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল, তাহারাই পরবর্ত্তিকালে দ্বাপরযুগে রাজা ও রাজার অনুচররূপে আসিয়া পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়াছিল। যেমন—দুর্য্যোধন, শকুনি সাক্ষাৎ কলির অবতার। এই সমস্ত রাজন্যবর্গের দৌরাত্ম্যে ভগবৎকথা প্রচার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সাধুগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিতেন না। এমন কি, ধর্ম্মরাজের অবতার শ্রীবিদুর মহারাজের বিশেষ কোন আদর, সম্মান দুর্য্যোধনের সভায় ছিল না বলিলেই হয়। মহাভারতের যুদ্ধের পর আবার সাধু-মহাত্মাগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন, ভগবৎকথা প্রচার করিতে আর কোন বাধা থাকিল না। মহাভারত-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ যে গীতারূপী Platform নির্ম্মাণ করিলেন, উক্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই শ্রীল

শুকদেব গোস্বামী আসিয়া শ্রীমদ্ভাগবতরূপ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন এবং সাতদিন পর্য্যন্ত প্রচার করিলেন। তখন হইতেই আরম্ভ হইল শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহ। পরবর্ত্তিকালে জ্ঞান-বৈরাগ্য বৃদ্ধ হইলে ভক্তিদেবীর অনুরোধে দেবর্ষি নারদের উদ্যোগে চারকুমার সাতদিন শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শুনাইয়াছিলেন। গোকর্ণ ধুন্ধুকারীকেও সাতদিন ভাগবত কথা শুনাইয়াছিলেন। অদ্যাবধি পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই ভাগবত-সপ্তাহ চলিতেছে। কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনের পক্ষপাতী, কেবলমাত্র সপ্তাহ-ব্যাপী নহে। এই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ব্রজবাসিগণের মহিমাই অধিক দেখা যায়। ব্রজবাসিগণের মধ্যেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আরাধ্যা শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণীর মহিমাই অধিক। যাহার প্রমাণ উদ্ধবের প্রার্থনায় সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।—

আসামহো চরণরেণু-জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।।

অষ্ট্রেলিয়া প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজজী আমেরিকাস্থ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে প্রচারে ব্যস্ত আছেন। দিল্লীতে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী (খুরানা), শ্রীপ্রাণবল্লভ দাসাধিকারী ও শ্রীরামচন্দ্র দাসাধিকারী শ্রীসমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মালয়েশিয়া-প্রচারে সহায়তা করিয়া শ্রীহৃষীকেশ মহারাজ ও সপরিবার শ্রীবালকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও অষ্ট্রেলিয়া-প্রচারে সহায়তা করিয়া সপরিবার শ্রীরঘুনাথ দাসাধিকারী শ্রীসমিতির কৃপাভাজন হইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রবন্ধাবলী
আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥ নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫২শ বর্ষ } ২ হৃষীকেশ, কারণোদশায়ী, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ
৩২ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৪০৭, ইং ১৭/৮/২০০০ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকর্দ্দমঋষি-কৃতং সেশ্বর-শ্রীশ্রীকপিলদেব-স্তুতিঃ

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্বিংশেঽধ্যায়ে—২৭-৩৪]

শ্রীকর্দ্দম উবাচ,—

অহো পাপচ্যমানানাং নিরয়ে স্বৈরমঙ্গলৈঃ।
কালেন ভূয়সা নূনং প্রসীদন্তীহ দেবতাঃ।। ১।।

(মহর্ষি কর্দ্দম সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ, মুনি-সিদ্ধেশ্বর, সাংখ্যাচার্য্যগণ-সম্পূজিত ভগবান্ বিষ্ণুকে কপিলরূপে তদালয়ে অবতীর্ণ জানিয়া নির্জ্জনে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রণতি-পুরঃসর কহিতে লাগিলেন,—)

শ্রীকর্দ্দম-ঋষি বলিতে লাগিলেন,—অহো! ইহ সংসারে স্ব-স্ব-পাপাগ্নিতে অতিশয় দহ্যমান জীবগণের প্রতি দেবতাগণ বহুকাল পরে প্রসন্ন হইয়া থাকেন।।১।।

বহুজন্ম-বিপক্কেন সম্যগ্‌যোগ-সমাধিনা।
দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্।। ২।।

স এব ভগবানদ্য হেলনং ন গণয্য নঃ।
গৃহেষু জাতো গ্রাম্যাণাং যঃ স্বানাং পক্ষপোষণঃ।। ৩।।

বিরক্ত যতিগণ নির্জ্জন-স্থানে বহুজন্মাবধি ভক্তিযোগাবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তের ঐকান্তিকতা সুসিদ্ধ করিয়া যাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিতে যত্ন করিয়া থাকেন, অদ্য সেই ভগবান্ আমাদের লঘুতা গণ্য না করিয়া, আমরা অতি নীচ হইলেও, আমাদের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন ; হে ভগবন্! ইহা আপনার পক্ষে উচিতই বটে, কারণ আপনি স্বীয় ভক্তগণেরই পক্ষ পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন।। ২-৩।।

স্বীয়ং বাক্যমৃতং কর্ত্তুমবতীর্ণোঽসি মে গৃহে।
চিকীর্ষুর্ভগবান্ জ্ঞানং ভক্তানাং মানবর্দ্ধনঃ।। ৪।।

হে ভগবন্! আপনি 'তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব' আপনার এই বাক্যের সত্য-সংরক্ষণ এবং জ্ঞান-সাধন সাংখ্য-শাস্ত্র উপদেশ করিবার জন্যই আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; আপনি ভক্তদিগের মান-বর্দ্ধনকারী।। ৪।।

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ।। ৫।।

হে ভগবন্! যদিও আপনি প্রাকৃত রূপ-রহিত, তথাপি আপনার যে-সকল অলৌকিক চতুর্ভুজাদিরূপ এবং যে যে-রূপ আপনার ভক্তজনের প্রীতিপদ, সে-সমস্ত রূপই আপনার উপযুক্ত।। ৫।।

ত্বাং সূরিভিস্তত্ত্ববুভুৎসয়াদ্ধা সদাভিবাদার্হণ-পাদপীঠম্।
ঐশ্বর্য্য-বৈরাগ্য-যশোঽববোধ-বীর্য্যশ্রিয়াং পূর্ত্তমহং প্রপদ্যে।। ৬।।

হে দেব! পণ্ডিতগণ অনায়াসে আত্মতত্ত্বজ্ঞান-লাভেচ্ছু হইয়া সর্ব্বদা আপনারই আরাধনা করিয়া থাকেন ; আপনার পাদপদ্মই অভিবাদন-যোগ্য। ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, যশঃ, জ্ঞান, বীর্য্য এবং শ্রী—এই ষড়্বিধ এশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ আপনাতে আমি প্রপন্ন হইলাম।। ৬।।

পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং কালং কবিং ত্রিবৃতং লোকপালম্।
আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চং স্বচ্ছন্দ-শক্তিং কপিলং প্রপদ্যে।। ৭।।

হে প্রভো! আপনিই স্বতন্ত্র শক্তিমান্ পরমেশ্বর ; প্রধান বা প্রকৃতি এবং তদধিষ্ঠাতা জীব-পুরুষ,—আপনারই বহিরঙ্গ ও তটাঙ্গ ; আপনিই মহত্তত্ত্বরূপ, আপনিই মহাকাল-রূপী সকলের ক্ষোভক, আপনিই সূত্রতত্ত্ব-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ কবি (অর্থাৎ প্রধানাদির আবির্ভাব ও তিরোভাবের সাক্ষিস্বরূপ), আপনিই অহঙ্কারস্বরূপ এবং তৎপ্রতিপালক-রূপে ইন্দ্রাদি লোকপাল ; আপনি স্বীয় চিচ্ছক্তি-বলে এই প্রপঞ্চে বহিঃস্থিত হইয়াও অনুপ্রবিষ্টরূপে অবস্থান করিতেছেন ; অধুনা কপিলরূপী আপনাতে আমি শরণাপন্ন হইলাম।। ৭।।

আ স্মাভিপৃচ্ছেঽদ্য পতিং প্রজানাং ত্বয়াবতীর্ণর্ণ উতাপ্তকামঃ।
পরিব্রজৎ-পদবীমাস্থিতোঽহং চরিষ্যে ত্বা হৃদি যুঞ্জন্ বিশোকঃ।। ৮।।

হে প্রভো! আপনি জগৎপালক ; আপনি আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হওয়ায় আমি দেব, ঋষি ও পিতৃ—এই ঋণত্রয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছি বটে, তথাপি সম্প্রতি আপনার নিকট আমার কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাস্য আছে,—আমি তুর্য্যাশ্রমীর পদবী অবলম্বন করত আপনাকে হৃদয়মধ্যে স্মরণ করিতে করিতে বিগত-শোক হইয়া জগতে বিচরণ করিব।। ৮।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৭ পৃষ্ঠার পর]

৩৮। নীতিশাস্ত্রের মূল ও উদ্দেশ্য কি? পার্থিব নীতি কত প্রকার?

"সুখ-দুঃখের মূল যে মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ চিত্তের অনুকূল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, তাহায় নৈতিক জ্ঞানের বিষয়, যেহেতু সেই সমুদয় ঘটনা লইয়া একটী নীতিশাস্ত্র যুক্তিদ্বারা কল্পিত হয়। প্রীতির উন্নতি ও দ্বেষ খর্ব্ব করিবার বিধানও তাহাতে আবশ্যক হইয়া পড়ে। নীতি অনেকপ্রকার যথা, রাজনীতি (Politics), দণ্ডনীতি (Penal code), বণিক্-নীতি (Law of trade), প্রয়োজনবিজ্ঞান (Utilitarianism), শ্রমবিভাগ (Division of labour), শারীর-নীতি (Rules of health), সংসার-নীতি (Socialism), জীবন-নীতি (Rule of life), ভাবসাধন (Training and development of feelings) ইত্যাদি। কেবল নৈতিক জ্ঞানে পরলোক-জ্ঞান বা ঈশ-জ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিক জ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া ইহাকে Positivism বা নিশ্চয়-জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু মানব-প্রকৃতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি থাকায় কেবল নৈতিক জ্ঞানদ্বারা মানবের সন্তুষ্টি হয় না। নৈতিক জ্ঞানে নাম-মাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য আছে ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে, কিন্তু মানবের মরণান্তে তাহার নিজের পক্ষে যশঃ বা অযশঃ ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই এবং আশাও নাই।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৩৯। স্বীয় আচার্য্যের মত স্থাপন করিতে গিয়া বিদেশে বিবাদ সৃষ্টি করা উচিত কি?

"নিজ দেশের আচার্য্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদেশের আচার্য্যের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—নিষ্ঠালাভের জন্য এরূপ বিশ্বাস করিলেও, অন্যান্য দেশে সেইরূপ বিবাদজনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নয় ; তাহাতে কিছুমাত্র জগতের মঙ্গল হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৪০। গৌতমাশ্রম কোথায়? ঐ স্থানের উন্নতিকল্পে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি করিয়াছিলেন?

"গোদনা গৌতমাশ্রম। তথায় অহল্যা পাষাণ হইয়াছিলেন। গৌতমের আশ্রম হইলে (তাহা) কাজে কাজেই ন্যায় শাস্ত্রের জন্মস্থান। সেই স্থানটী উন্নত হয় এবং তথায় একটী ন্যায়শাস্ত্রের টোল হয়,—এই মানসে ছাপরায় একটী সভা করিয়া 'গৌতম স্পিচ্' বলিয়া একটী বক্তৃতা করিলাম।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪১। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে কিরূপ আনন্দ অনুভব করেন?

"বৃন্দাবনে রাজা রাধাকান্তের সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি আমাকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। তখন তিনি গর্গ-সংহিতা পড়িতেছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি দেখিয়া আমার মনস্তুষ্টি হইল।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪২। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পুরী-যাত্রা-বৃত্তান্ত কিরূপ?

"আমি পুরীতে যাইতে বাসনা প্রকাশ করিলাম *** এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া পুরী যাইবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় গেলাম। *** চারিদিনে পুরী পৌঁছিলাম। ভদ্রকে একরাত্র, বালেশ্বরে একরাত্র ও কটকে একরাত্র ছিলাম।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৩। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরিতে কি কি দর্শন করিলেন?

"আমি ভুবনেশ্বরে গেলাম। সেখানে আমার পণ্ডিত গোপীনাথ মিশ্র ও আর কয়েকজন পণ্ডিত পুরী হইতে আসিয়া জুটিলেন। অপরাহ্ণে খণ্ডগিরি দেখিলাম। খণ্ডগিরি বৌদ্ধদিগের বিহার ভূমি। পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে গৃহশ্রেণী অতি সুন্দর।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৪। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখন ব্রজমণ্ডলে গমন করেন? তথায় কোন্ কোন্ স্থান ও মহাত্মার দর্শন এবং কি কি কার্য্য করেন?

"১৮৮১ সালে শ্রাবণ মাসে তীর্থ ভ্রমণে গেলাম। *** রাধামোহন বাবু কালাকুঞ্জে লইয়া গেলেন। *** আমি কয়েকদিন ব্রজে সাধুসঙ্গ লাভ করিলাম। লালাবাবুর কুঞ্জ হইতে অনেক ভাল প্রসাদ আসিল। গোবিন্দজী, গোপীনাথ, মদনমোহন দর্শন হইল। গোপীনাথের বাটীতে ভেট লইয়া বিবাদ হইল। রূপদাস বাবাজীর কুঞ্জে প্রসাদ সেবন। তথায় নিম্বাদিত্যের দশশ্লোকী পাইলাম। অলক্ষ্যে নীলমণি গোস্বামীর পাঠ শ্রবণ হইয়া গেল। শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজীকে তথায় প্রথম দেখিলাম। পাল্কী করিয়া রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন দর্শন করিলাম। তথায় কঞ্চড়ের দৌরাত্ম্য অনুভব করিলাম, তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বৃন্দাবনে আসিয়া পুনরায়

দর্শনাদি করিলাম। *** বৃন্দাবন হইতে মথুরা দিয়া লক্ষ্ণৌ গেলাম। রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাসায় থাকিয়া সহর ভ্রমণ হইল। তথা হইতে ফৈজাবাদ হইয়া অযোধ্যা গমন হইল। পাণ্ডার দৌরাত্ম্য-ভয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফৈজাবাদ আসিয়া বাঙ্গালী একটী বাবুর বাসায় অবস্থান করিলাম। পরদিন গোপ্রতার ঘাটে স্নানাদি হইল। সেই দিবসেই কাশী গমন হইল। কাশীতে তিনুবাবুর বাটীতে অবস্থান হইল।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৫। শ্রীল ঠাকুর কখন শ্রীরামপুর, মেমারি, কুলীন-গ্রাম ও সপ্তগ্রাম দর্শন করেন?

"আমি শ্রীরামপুরে থাকি। রাধিকা, কমল ও বিমল শ্রীরামপুরে পড়ে। ১৮৮৫ সালেই আমি রাধিকা, কমল, বিমল এবং প্রভু মেমারি ও কুলীনগ্রামে যাই। তাহার পর সপ্তগ্রাম দর্শন হয়।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৬। শ্রীল ঠাকুর কখন বাঘ্‌নাপাড়া, কাল্‌না, জান্নগর, প্যারিগঞ্জ, দেনুড়, ইন্দ্রার্কপুর, কক্ষশালী, পূর্ব্বস্থলী, কুলিয়া নবদ্বীপ, আম্‌লাজোড়া প্রভৃতি স্থানে গমন করেন?

"১৮৯০, ২৬শে মার্চ্চ শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় গিয়া তাম্বুতে থাকি। তথায় স্কুল পরিদর্শন ও কাছারির কার্য্য করি। শ্রীবলদেব দর্শন ও প্রসাদ-সেবন। ৩০শে মার্চ্চ কালনায় ফিরিয়া গেলাম। ৩১শে মার্চ্চ জান্নগর হইতে পারুল গ্রাম গিয়াছিলাম। *** ৯ এপ্রিল প্যারিগঞ্জের নকুল ব্রহ্মচারীর পাট দর্শন করিলাম। *** ২৩শে এপ্রিল কাইগ্রাম গমন। ২৫শে দেনুড়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট দর্শন করি। *** ১৮ই মে গোদ্রুম গেলাম, কমলের সঙ্গে পদব্রজে ইন্দ্রার্কপুরে গঙ্গাপার হইয়া কক্ষশালী ও চুপি দিয়া পূর্ব্বস্থলী থানায় গিয়া আহারাদি করি। পরদিন পদব্রজে নবদ্বীপ কুলিয়ায় গিয়া জগন্নাথদাস বাবাজীকে ভজনকুটীতে দর্শন করি। *** ১৭ই জুন পুনরায় বর্দ্ধমান যাই। ১৮ই অক্টোবর অপরাহ্ণে আমলাযোড়ায় গমন। গোপালপুরে ও আমলাযোড়ায় বক্তৃতা।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৭। শ্রীভক্তিবিনোদ বৃন্দাবনের কোন্ কোন্ বনাদি দর্শন করেন?

"১৮৯২ সালের ২৭শে ফাল্গুন তারিখে ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়কে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করি। সেইদিন আমলাযোড়া। মহেন্দ্রবাবুকে বড় যত্নে পাল্কী করিয়া ক্ষেত্রবাবুদের বাড়ীতে লইলাম। শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত হরিবাসর। পরদিন তথাকার প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ২৯শে ফাল্গুন গিধৌড়। ৩০শে বকসর। ১লা চৈত্র এলাহাবাদ উমানাথের বাটীতে। ৬ই চৈত্র এলাহাবাদ হইতে এটওয়া। ৮ই চৈত্র হট্রাস। তথায় পকেট হইতে টাকার সহিত মনিব্যাগ খোয়া গেল। ৯ই চৈত্র শ্রীবৃন্দাবনে।

১১ই চৈত্র বিল্ববন হইয়া ভাণ্ডীরবন দেখিয়া মাঠগ্রামে অবস্থিতি। ১২ই চৈত্র মান-সরোবর। ১৩ই, ১৪ই শ্রীবৃন্দাবন। ১৫ই মথুরা। ১৬ই গোকুল দর্শন। ১৭ই মধুবন, মুহলী গ্রাম, কৃষ্ণকুণ্ড, তালবন, বলদেবকুণ্ড, কুমুদবন, (ভোজন) শান্তনুকুণ্ড, বহুলাবন গমন। ১৮ই রাধাকুণ্ড হইয়া গিরি-গোবর্দ্ধন। ২০শে এক্কায় শ্রীবৃন্দাবন।

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৮। বিভু-চৈতন্য ও অণু-চৈতন্যে পরস্পর প্রীতির লক্ষণ কিরূপ?

"আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষণম্।।"

—দঃ কৌঃ

আশীর্ব্বচন

১। শ্রীভক্তিবিনোদ নববর্ষে কি কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়াছেন?

"নববর্ষ তুমি জয়যুক্ত হও, শ্রীশ্রীমায়াপুরের বিশেষ উন্নতি কর, ভগবদ্ভক্তি-গ্রন্থসকল প্রকাশ কর, জগৎকে শ্রীহরিনামে পরিতৃপ্ত কর, জীবসকলকে এরূপ প্রবৃত্তি দেও যে, তাঁহারা যেন শুদ্ধভক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধনামপরায়ণ হন।"

—'নববর্ষ', সঃ তোঃ ৬।১

২। শ্রীভক্তিবিনোদ জ্ঞানিগণকে কিরূপ অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন?

"ভাই! অগ্রসর হও, চিন্মাত্র-প্রতিভা ভেদ করিয়া চিদ্ধামে প্রবেশ কর, তথায় পরব্রহ্ম ও তদীয় চিদ্বিলাস দেখিতে পাইবে। তখন অখণ্ডব্রহ্মরস কি বস্তু, তাহার আস্বাদন পাইবে, শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় আত্মার অপগতি আর করিবে না।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৩

৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদের সর্ব্বজীবের প্রতি আদেশ কি?

"হে ভ্রাতৃবর্গ! নিরপেক্ষতা বিষয়-সম্বন্ধেই থাকুক, ভগবৎসম্বন্ধে উহাকে চিত্ত হইতে দূর কর। ভগবানের নিত্যলীলা অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিত্যস্বরূপ লাভ কর। সাধনভক্তিদ্বারা ভাবভক্তি ও তদ্দ্বারা নির্গুণ প্রেমভক্তি লাভ কর ; ঈশ্বর বা পরমাত্মাদি সাম্বন্ধিক স্বরূপ অতিক্রম করত নিত্যস্বরূপ ভগবানকে প্রীতিসূত্রে লাভ কর।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

(ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রোতৃবর্গের রুচিপোষণের প্রয়োজনে তাহাদের বিচারের অনুকূলে কথা বলিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু তাহাতে শ্রোতৃবর্গের উপকার হয় না। অপ্রিয় সত্যবাক্য মঙ্গলের জন্য কথিত হইলেও মঙ্গল উৎপাদন করে। প্রেয়ঃ বা শ্রেয়ের কোন্‌টী সন্ন্যাসীদের উদ্দিষ্ট বিষয়, তাহা বিবেচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্‌তে ইচ্ছা কর্‌লেন না। সন্ন্যাসীরা তাঁহার উপদেশ শুনে বল্‌লেন,—আপনার বাক্যে আমাদের কোন অসন্তোষের কারণ হ'তে পারে না। আমরা সজাতীয়াশয়, স্নিগ্ধ, আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ কর্‌লে মঙ্গল পাব, সুতরাং আপনার কথায় দুঃখের কোনপ্রকার সম্ভাবনা নাই।

কৃষ্ণচৈতন্যের লীলার আলোচকগণ জানেন, তাঁহার সকল সময়ের ক্রিয়াগুলি আদর্শস্থানীয়। তাঁহার মহাবদান্যতা ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানলীলা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণলীলার দর্শনে আমাদের অসমঞ্জসা বিচার হয়। কিন্তু ভক্তভাবে ভগবদ্ভজনের সৌখ্য আস্বাদনার্থে যে লীলাগুলি প্রদর্শন ক'রেছেন, তাহাই আদর্শ প্রয়োজনীয় বিষয়। চৈতন্যদেবের কথা উৎক্রান্তদশায় পরমোপাদেয়। ঐকান্তিক কৃষ্ণপরায়ণগণ প্রত্যহ অপরাহ্ণে চৈতন্যলীলার অনুশীলন করিতেন। তাঁহার লীলা ভজনের সুষ্ঠু উপযোগী। যাবতীয় ভক্তির অনুকূল ব্যাপার তিনি দেখিয়েছেন। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের সহিত চৈতন্যদেবের কথাবার্ত্তার সময়ক্ষেপ প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া অনেকে মনে করেন না। কিন্তু কৃষ্ণের ঔদার্য্যলীলার অনুভূতি ব্যতীত মাধুর্য্যলীলায় প্রবেশাধিকার নাই। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা নহে। কারণ, তা'তে সেবাবিরোধী বিষয়গুলি উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রপঞ্চাতীত সেবাভূমিকায় উপস্থিতিকালে তথাকার বিচিত্রতার সহিত ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহিত্যে সেবার আনুকূল্য হয়। ভোগময় জগতে আমাদের ইন্দ্রিয়-পরিচালনা যাবতীয় অমঙ্গলের আকর। বহিরঙ্গাশক্তি-প্রকাশিত জগতে সেবার অনুকূল বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু সেবোন্মুখের নিকট মায়ার আবরণী শক্তি উন্মোচিত হয়। শ্রীচৈতন্যলীলা ইন্দ্রিয়দ্বারা মাপিবার যোগ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণলীলার সন্দিগ্ধ বিষয়গুলির মীমাংসার জন্য কৃষ্ণ জীবের চৈতন্য উৎপাদনার্থ চৈতন্যরূপে জগতে এসেছিলেন, তা' না কর্‌লে মানুষ অসৎ সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থেকে নারকী দশা লাভ কর্‌বে।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—তিনি মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা। তিনি আকর্ষণ করেন, আর আকৃষ্টগণ পরম কৃতার্থ হন। কিন্তু আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের আকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হ'লে আত্মবিনাশই বরণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব জড়াভিমান পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণের বংশীর আকর্ষণে চল্‌তে শিক্ষা দিয়েছেন। গৌরলীলার সহিত কৃষ্ণলীলার আলোচনা ব্যতীত বিচারভ্রষ্ট হ'তে হয়। বংশীবদন দর্শনের পরিবর্ত্তে কাশীর সন্ন্যাসীরা কৃষ্ণের গোপীবিলাসত্ব বুঝ্‌তে পারে নাই। 'সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ শ্রাবণ, ১৪০৭ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০০

—ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের কথা। তদীয় লীলা ত্যাগ ক'রে মায়িক চিন্তাস্রোতে বিশ্বের আপেক্ষিকতার প্রলোভন প্রভৃতিদ্বারা লোকে অমঙ্গল বরণ করে। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকের চৈতন্যলীলার সহিত কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করা আবশ্যক। প্রয়োজন-বিচারে "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" সূত্রটী চৈতন্যদেব প্রতিপাদন ক'রেছেন। ভক্তিহীন হ'লে বেদান্তের শ্রবণ হয় না। মিছাভক্তেরা বলেন,—'কেবল গৌড়ীয় মঠই কি ভাগবত পাঠ ও মন্দির শ্রীবিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, আর কি কাহারও হ'চ্ছে না?' প্রকৃত কথাই তাই। কপটতা কখনও হরিভজন কর্‌তে দেয় না। হরি আর মায়া পৃথক্ জিনিষ।

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।"

ভগবদ্বস্তু সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব। আপেক্ষিকধর্ম্মের ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত চৈতন্যের বাক্যে ভ্রান্তিশূন্যতা বুঝ্‌তে পারে না। অগৌড়ীয় কামাদি বশীভূত হ'য়ে ভাগবত বিচার কর্‌তে গিয়ে ত' বিপরীত ফল দেখাচ্ছে। গৌড়ীয় মঠ মাটি দিয়ে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করান না। তাঁ'দের মন্দির চিন্ময়। বৈষ্ণবনামধারীদের মধ্যে অবিচার প্রবেশ ক'রেছে। তা' হ'তে মুক্ত কর্‌বার জন্য গৌড়ীয় মঠ যদি সত্য সত্যই শ্রৌতপথ প্রচার করেন, তা'তে মৎসরতা কেন? প্রকৃত-ভক্ত ও মিছাভক্তের পার্থক্য ত' থাক্‌বেই।

রাধিকা-মাধবের আশা, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, গোষ্ঠবাটী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য, মন্ত্র পাইব যদি এরূপ মনে থাকে, তবে সমজাতীয় বিষয়ে স্নিগ্ধ বৈষ্ণবের ভৃত্যত্বের অগ্রেই আবশ্যকতা। বৈষ্ণবের আচার্য্যাভিমান নাই। বিষ্ণুভক্তি জীবহৃদয়েই আছে, বৈষ্ণবের সেবা কর্‌লেই তাহা উদ্বুদ্ধ হয়। বৈষ্ণবই গুরু। কিন্তু প্রাকৃতগণ—যাঁরা বৈষ্ণব নির্ম্মাণ কর্‌তে পারেন, তাঁদের বৈষ্ণবতা কিরূপ? "প্রভু কহে, বেদান্তসূত্র ঈশ্বর-বচন। ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ।। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব।।" কাশীবাসী বৈদান্তিকদিগকে চৈতন্যদেব বল্‌লেন,—ঈশ্বর অধীন বস্তুর আশ্রয়স্থল। ব্যাস ঈশ্বরের অবতার। বেদান্তসূত্র ভক্তির বিরোধী নহে। 'চৈতন্যদেবের বেদান্তে অধিকার নাই' বলায় কেবল জীবের নিকট ঐ প্রকার প্রতিরূপ দেখিয়ে তা'দের বুদ্ধির বাহাদুরিটা প্রদর্শন কর্‌বার জন্য ঐ প্রকার লীলা।

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।"

জীব ত্রিগুণের অতীত হ'লেও মায়ার দ্বারা মোহিত হ'য়ে আপনাদিগকে ত্রিগুণান্তর্গত মনে করে এবং তার নির্ম্মিত সমস্ত অনর্থগুলি তা'কে পেয়ে বসে। ব্যাস নারায়ণের অবতার। উপনিষদের বাক্যগুলির মধ্যে সাধারণ লোকে নানাপ্রকার ভেদ দেখ্‌তে পায়।

"অসতো সদজায়ত সদসদ্ভ্যামহং পরম্।"

ভগবান্ সৎ ও অসতের অতীত। সাধারণ মানব ভোগী ও জড়াভিনিবিষ্ট। তা'দের সঙ্গ কর্‌লে আমাদের দুর্দ্দৈব উপস্থিত হ'বে। স্বরূপজ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তিরা অভক্তকে ভক্ত ব'লে জ্ঞান করে, ভগবান্‌কে ভৃত্যজ্ঞান করে। গৌড়ীয় মঠের বিরোধী পক্ষ সকলেই অভক্ত। তাঁদের অনুকূলগণই একমাত্র ভক্ত।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।।"

সুতরাং অবাস্তব বস্তুর উপাসক পঞ্চোপাসকেরা অভক্ত। ভগবান্ ব্যাসরূপে বেদান্ত-দর্শন নির্ম্মাণ ক'রে কৃষ্ণানুশীলনের সুষ্ঠু পন্থা প্রদর্শন কর্‌লেন। উপনিষদ্‌গুলির পরস্পর বিবদমানরূপে আপাততঃ প্রতীত বাক্যগুলির সামঞ্জস্য বেদান্ত শাস্ত্রেই রক্ষিত হ'য়েছে। ঈশ্বরবাক্য বেদান্তে এমন কোন কথাই নাই যা'তে ভক্তিপথে প্রবেশ কর্‌বার অন্তরায় হ'তে পারে। ভ্রম—একবস্তুকে অন্যবস্তু বলিয়া ধারণা, প্রমাদ বা অনবধানতা—এককথা অন্যপ্রকারে উপলব্ধি বা শ্রবণ করা বা বলা, আমি নিজের বুদ্ধিতে বুঝে নিয়েছি এরূপ জ্ঞান ; বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনা কর্‌বার ইচ্ছা ; করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, যথা—চক্ষুর দূরদর্শনরাহিত্য, ক্ষুদ্র বস্তু দর্শনে অক্ষমতা, রোগহেতু রূপজ্ঞানের বিপর্য্যয় ইত্যাদি। ঈশ্বরের বাক্যে কখনও এই চারিটী দোষ থাকে না।

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্নঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।।"

তাঁর কথায় হৃদয়ের সমস্ত দোষ যখন নষ্ট হ'য়ে যায়, তখন তাঁর বাক্যে দোষ কল্পনা করা ঈশ্বরবিরোধ, নাস্তিকতা। ঈশ্বর গোস্বামী।

"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।"

গোস্বামীর দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। সুতরাং তাঁহার করণাপাটব নাই। উপনিষদের বাণীগুলির সহিত বেদান্তসূত্রের বাক্যগুলি মুখ্য বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে একই অর্থ প্রতিপাদন ক'রছে। অবান্তর উদ্দেশ্য থাক্‌লে গৌণবৃত্তির কল্পনা কর্‌তে হয়। পূজক মহাশয় শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারসেবার ছলনায় অলঙ্কার অপহরণের লোভ সামলাতে নাও পারেন। সেখানে মুখ্যবৃত্তি অপহরণ কার্য্য এবং গৌণবৃত্তি সেবার ছলনা। মুখ্য—প্রধান উদ্দিষ্টবিষয়,

গৌণবৃত্তি—অপ্রধান উদ্দিষ্টবিষয়। বেদান্তের মুখ্য-বৃত্তিকে ভাষ্য ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যলীলা।

গৌণবৃত্তিতে মায়াবাদ শাঙ্করমত। শঙ্কর নিজের বোধ অনুসারে গুরুকে বাঁচাতে গিয়ে ভগবানের নিত্য রূপ, গুণ, ক্রিয়াদি অস্বীকার ক'রে ব্রহ্মের পারতম্য, বিশ্বের অসত্যতা ইত্যাদি বিচার ক'রেছেন। তাঁহার মতে সাধন—কর্ম্ম ও জ্ঞান, সাধ্য—ভুক্তি ও মুক্তি। ঐ প্রকার বিচারমুগ্ধ বৈদান্তিকগণ প্রকৃত বৌদ্ধ। শঙ্কর 'উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে' ব্যূহতত্ত্ব বাসুদেবাদিকে অত্যন্ত গর্হণ ক'রেছেন। এ সমস্ত আচার্য্য শঙ্কর ব্রাহ্মণ-বেশে ভগবৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হ'য়ে অসুরবুদ্ধি মোহনের জন্য শিক্ষা দিলেন।

"অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।"

শঙ্কর সংহারক, সুতরাং তাঁর প্রতি আদেশ হ'ল প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন কর্‌তে। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ব্রহ্ম অচেতন নহেন, সমস্ত চেতনের চেতন।

'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।'

তিনি কদাপি ক্লীব, শক্তিহীন নহেন। তিনিই একমাত্র পুরুষোত্তম। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের অন্তিমে ব'লেছেন,—

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত।।"

বেদ ও বেদানুগ সমস্ত শাস্ত্রেই ব্রহ্মবস্তুকে পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত ক'রেছেন। তাঁ'কে ক্লীব বল্‌তে যাওয়া মূর্খতা ও ভগবদ্বিদ্বেষ বই আর কি হ'তে পারে? এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ ব'লেছেন,—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক।।"

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

আমাদের মধ্যে অনেকেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া কেবলমাত্র কার্ত্তিক-ব্রত বা দামোদর-ব্রত পালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—শ্রীল রূপগোস্বামী ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'ঊর্জ্জাদর'-ভিন্ন চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া কেবলমাত্র ঊর্জ্জব্রত বা দামোদর-ব্রতের আদর করিব। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শ্রীল রূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—"ঊর্জ্জাদরো **বিশেষেণ** যাত্রা-জন্মাদিনাদিষু" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ১।২।২৩)। এস্থলে

'বিশেষণ'-পদের প্রতি আমি ব্রতাচারি বন্ধুবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিশেষভাবে কার্ত্তিক-ব্রত বা দামোদর-ব্রতের পালন বলিলে—চাতুর্ম্মাস্য পালন অবশ্যই করিতে হইবে, তন্মধ্যে কার্ত্তিক-ব্রত বা দামোদর-ব্রত বিশেষভাবে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে হইবে—ইহাই বুঝাইতেছে। কার্ত্তিক-ব্রত চাতুর্ম্মাস্যের শেষ আনুষ্ঠানিক ব্রত। ব্রত মাত্রেরই শেষ রক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়।

এই সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামীও হরিভক্তিবিলাসে কোন্ মাসে কিরূপ সদাচার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এমন কি, যিনি চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিবেন না, তিনি অতি মূর্খ এবং জীবিতাবস্থায়ও মৃত।—

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।"

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬০ সংখ্যাধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বচন)

কেহ যদি বলেন, আমরা রূপানুগ, সনাতনানুগ নহি। আমরা ঐরূপ বিচারপরায়ণ ব্যক্তিকে রূপানুগ বলিয়া ত' স্বীকার করিবই না, বরং কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহাকে ভণ্ড বলিব। কারণ "একে মানে, আরে না মানে, এই মত ভণ্ড" (চৈঃ চঃ)। শ্রীল রূপপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামীরই শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিবেন না, ক্লেশ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাতের জন্য উক্তপ্রকার কূট-তর্ক-যুক্তির আবাহন করিবেন, তাঁহারা শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে নিতান্ত মূর্খ ও মৃত ব্যক্তির ন্যায় সাধক-ভক্তগণের অস্পৃশ্য।

শ্রীল রূপগোস্বামী "বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্"—বাক্যের দ্বারা বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা এবং সাধু-বর্ত্মের অনুবর্ত্তন, এই দুইটী ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং সাধুগণ যে ব্রত-তপস্যাদি অবলম্বন করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা না করিলে মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যাইবে না। তাই আমরা এস্থলে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আচরণ ও শিক্ষা সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য সমাপন করিব।

চাতুর্ম্মাস্য-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদ

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিয়া তাঁহার অনুগত জনগণকে এবং ধর্ম্মপিপাসু বিশ্ববাসী সকলকেই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার প্রচ্ছদপটে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতোদ্‌যাপনকারী জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি মুদ্রিত করিয়াছি। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের চারিমাস কাল ক্ষৌরকার্য্য নিষিদ্ধ। শ্রীল প্রভুপাদ 'চাতুর্ম্মাস্য'-নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—*"একদণ্ডী জ্ঞানিগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ধারণ করেন।* শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের ব্যবস্থা আছে। *শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে*

কাবেরীতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস কাল নীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন করিতেন ও তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। *চারিপ্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।* কষ্টসাধ্য বলিয়া ঐ সকল প্রাচীন রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামী কর্ম্মিগণ অথবা নিষ্কাম ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান হিন্দুমাত্রই সকলেই করিয়া থাকেন। *ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে।* ভোগ-ত্যাগ-বিধান—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সমাজেই সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐ সকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিতেছেন।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত মহোপদেশপূর্ণ বাক্য হইতে জানা যায়, শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছিলেন এবং গৌরভক্তগণ নীলাচলে প্রতিবৎসরই শ্রীশ্রীগৌরপাদপদ্মে চারিমাস কাল অবস্থান করিয়া চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকবর্গ ইহা সর্ব্বতোভাবে অবগত আছেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কালনির্ণয়

চাতুর্ম্মাস্যের কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে বরাহ-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে।।

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বাদশী-তিথি হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা-দ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস এই ব্রত পালন করিবে, অথবা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা-তিথি হইতে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস কাল এই ব্রতের নিয়ম, অথবা কর্কট-সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক শেষ পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালনের নিয়ম।

চাতুর্ম্মাস্যের নিয়ম

চাতুর্ম্মাস্যের নিয়ম সম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাসে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী স্কন্দপুরাণের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া নিম্ন বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—

"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ।। (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬১)

অর্থাৎ—চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাস শ্রাবণে সর্ব্বপ্রকার শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকমাসে আমিষ বর্জ্জন করিবে। ভারতের পশ্চিম বিভাগে 'শাক' বলিতে

যে-কোন পক্ক ব্যঞ্জনকে বুঝাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লাউ, বেগুন, পুঁই, কলমীশাক, শিম, বরবটী, পটল, কলাই, ক্ষৌরকার্য্য চারিমাস কাল অবশ্য বর্জ্জনীয়।

আমিষ কাহাকে বলে?

কার্ত্তিকমাসে 'আমিষ'-ভোজন-নিষেধের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা আমিষভোজী স্মার্ত্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে; যেহেতু বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃই নিরামিষাশী। তাঁহাদের পক্ষে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন সময়েই আমিষ বা অমেধ্য গ্রহণের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন বলিলে, বৈষ্ণবপক্ষে মাসকলাই প্রভৃতিকেই বুঝাইবে। ইহা বৈষ্ণবগণ কার্ত্তিকমাসে কখনই গ্রহণ করিবেন না। মাষকলাই হইতে বড়া, বড়ি, পাঁপড়, মিষ্টদ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, তাহাও কার্ত্তিকে বর্জ্জনীয়। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে আমিষ বলিতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাও নিম্নে উল্লিখিত হইল। ইহা সর্ব্বসময়েই সকলেরই বর্জ্জনীয়। যথা—

"প্রাণ্যঙ্গমামিষং চূর্ণং ফলে জম্বীরমামিষম্।
ধান্যে মসুরিকা প্রোক্তা অন্নং পর্য্যুসিতং তথা।
অজা-গো-মহিষী-দুগ্ধাদন্য-দুগ্ধাদি চামিষম্।
দ্বিজ-ক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে লবণং ভূমিজং তথা।।
তাম্রপাত্রস্থিতং গব্যং জলং চর্ম্মণি সংস্থিতম্।
আত্মার্থং পাচিতং চান্নমামিষং তদ্বুধৈঃ স্মৃতম্।।"

অর্থাৎ—জন্তুর অঙ্গোদ্ভূত চূর্ণ—আমিষ, ও ফলের মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোড়ানেবু—আমিষ। ধান্যের (শস্যের) মধ্যে মসুরিকা ও পর্য্যুসিত (বাসি, পান্তা, পকাল) অন্ন—আমিষ। অজা, গো, মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধ (অর্থাৎ মেষ বা ভেড়া, উট, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতির দুগ্ধ)—আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্ব্বপ্রকার লবণ ও *ভূমি-জাত লবণ*, তাম্র-পাত্রস্থিত গব্য, চর্ম্মস্থিত (ভিস্তির) জল ও *নিজের জন্য পাচিত অন্য*—আমিষ-মধ্যে গণিত।"

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কৃত 'পুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)

অতএব কার্ত্তিক মাসে আমিষ-ত্যাগ বলিলে এই সমস্ত আমিষ পরিত্যাগ বুঝাইবে। ভক্তি-সাধকগণ ইহা হইতে সাবধান থাকিবেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

অভিমান

কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাইবার ফলেই মায়াবদ্ধ জীবের চরম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। মায়ার কবলে কবলিত হইয়া 'আমি' 'আমার' এই মিথ্যা অভিমানে চৌরাশীলক্ষ যোনি ক্রমে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ যন্ত্রণা ভোগ করত জীব কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে, কখনও মর্ত্ত্যে, কখনও দেব, কখনও মানব, কখনও দানব, কখনও কীট, কখনও পতঙ্গ, কখনও জলজন্তু, কখনও বা পশুজন্ম লাভ করিতে বাধ্য হইতেছে। শুদ্ধাবস্থায় 'আমি কৃষ্ণদাস' জীবের এইরূপ আমিত্বের অভিমান ছিল, পরে সংসারে প্রবেশপূর্ব্বক এক নব আমিত্ব বরণ করিয়াছে। এখন জীব নিজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, পুরুষ, স্ত্রী প্রভৃতি অভিমান করিতেছে। আবার দেহের পরিবর্ত্তন বা অবস্থাভেদে আপনাকে বালক, যুবক, বৃদ্ধ বলিয়া মনে করিতেছে। এই দেহকে 'আমি' ভোগে আমি ভারতবাসী, আমি বাঙ্গালী, আমি আমেরিকান্, আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রীষ্টান্, আমি পাঞ্জাবী, আমি বিহারী, আমি মারোয়াড়ী প্রভৃতি অভিমান করিতেছে। আবার আশ্রমীর অভিমানে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিতেছে। সকলেই 'কৃষ্ণের নিত্য সেবক'—এই চিরসত্য কথাটী ভুলিয়া গিয়া গৃহের কর্ত্তা, পাড়ার মালিক, গ্রামের মোড়ল, দেশের প্রভু হইবার বাসনা অত্যন্ত দুর্দ্দৈবের লক্ষণ। কর্ত্তা-অভিমান বা প্রভু-অভিমানে যে স্বাধীনতার অভিনয়, তাহা মহাদুঃখকর এবং মায়ার দাস্য বা মায়ার অধীনতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরাৎপর বস্তু শ্রীহরির দাস্যই বা অধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা—সুখকরী অধীনতা।

অভিমান দুইপ্রকার—সেব্যাভিমান ও সেবকাভিমান। সেব্যাভিমানেরই অপর নাম ভোক্তাভিমান বা প্রভু অভিমান ; আর সেবকাভিমানের নামান্তরই ভোগ্যাভিমান বা ভৃত্যাভিমান। সকলের একমাত্র প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, সুতরাং প্রভু অভিমান করা তাঁহারই একমাত্র অধিকার। ভোক্তাভিমানে বা সেব্যাভিমানে সকলের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই আছে, অন্য কাহারও নহে। শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।।

কৃষ্ণ ব্যতীত সকলেই কৃষ্ণদাসাভিমানী, ইহাই কৃষ্ণ ব্যতীত অপর বস্তুর পরিচয়। যেখানে কৃষ্ণদাসাভিমানের অভাব, সেখানে ভোক্তাভিমান বা প্রভুত্বাভিমান প্রবল। কিন্তু ইহা সেবকের ধর্ম্ম না হওয়ায় কষ্টপ্রদ ও অশান্তিজনক। কৃষ্ণ একমাত্র ভোক্তা, আর আমরা সকলেই কৃষ্ণের সেবক—এই অভিমান না হইলে কি করিয়া আমাদের মঙ্গল হইবে? ভগবৎসেবা-বঞ্চিত হইলে জীবের আপনাকে 'ভোক্তা' বলিয়া অভিমান হয়। ভোগবাসনার উদয়ে পুরুষগণ নিজদিগকে স্ত্রীগণের ভোক্তা, রমণ, রতিপ্রদ, বিত্তপ্রদ

প্রভৃতি অভিমান করে এবং স্ত্রীগণও আপনাদিগকে পুরুষদিগের ভোগ্যা, রমণী, বিত্তভোগিনী প্রভৃতি অভিমানে মত্ত হয়। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন আপনার পরিচয় ভুলিয়া গিয়া অখাদ্যকে খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করে ; তদ্রূপ অবিদ্যা-ভূতাবিষ্ট জীব প্রকৃত খাদ্য যে হরিগুণগান তাহা গ্রহণ না করিয়া প্রাকৃত রূপ-রসাদি অখাদ্য গ্রহণ করে। মারাত্মক কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেবক-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোনকালে ভগবৎসেবা হইবে না। কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক যাবতীয় চেষ্টা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলেই সকলপ্রকার সুবিধা লাভ হইবে।

কৃষ্ণভোগ্য জীবের ভোক্তা-অভিমানই পতনের কারণ

যখনই জীবের ভোক্তাভিমান হয়, তখনই সে মায়াতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অচেতন রাজ্যে মায়ার প্রভু হইতে গিয়া মায়ার দাসত্বই তাহাকে বরণ করিতে হয়। ভোক্তা কর্ত্তৃত্বাভিমানে ব্যস্ত। কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিলে ভগবদ্দর্শন না হইয়া মায়ার দর্শনই হয়। কর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি সততই কর্ম্মমার্গে বিচরণশীল। কর্ম্ম অমঙ্গলের রাস্তা, তাহাতে মঙ্গল বা ভক্তির কোন কথা নাই। কর্ম্মই আমাদের নিকট বড় বলিয়া মনে হয়। তাই সংসারের কর্ম্ম যথাসাধ্য করিয়া আমরা আত্মীয়-স্বজনের প্রীতি আকর্ষণের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত হইতেছি ; আবার সৎকর্ম্ম করিয়া সকলের প্রিয় হইতে যাইতেছি। কিন্তু ইহাতে আমাদের মঙ্গল বা শান্তি হইবে না, সংসার হইতে কোনকালে নিষ্কৃতি পাইব না। সকল বস্তুতে ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন না করিলে কর্ত্তৃত্বাভিমানে জীব বিপথগামী হয়। তখন সে কর্ত্তা সাজিয়া জড়ের সেবা অর্থাৎ মায়ার সেবা করিতে গিয়া অশেষ দুঃখ লাভ করে। পরমেশ্বরের সেবা ভুলিয়া অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া আমরা যে প্রকৃতির ভোক্তা বা কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করি, তাহা প্রাকৃত। যখন আমাদের চেতনবৃত্তি বহির্জগতের বিষয় ভোগ করিতে প্রমত্ত থাকে, তখন ঐ বৃত্তিকে মন বলে। এই মন আত্মস্বরূপের বিরূপাবস্থা—জড়ের ভোক্তা, আত্মার সুপ্তাবস্থায় জাগ্রত থাকিয়া গোমস্তাস্বরূপে কর্ত্তৃত্বাভিমানে বিষয় ভোগ করে। মায়াতে মোহিত হইয়া মায়া হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গশরীরে যে আত্মাভিমান, তাহারই বন্ধন ; জীবের বন্ধন সত্য নহে।

ভোক্তাভিমানী বদ্ধ জীবের প্রভুত্ব ব্যতীত এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্য কোন চিন্তা থাকে না। ভগবৎসেবা-বিমুখতার কারণে সংসারে ভোগই আমাদের বৃত্তি হইয়া দাঁড়ায়, এমতাবস্থায় নিরন্তর ভগবৎসেবারূপ কৈবল্য আমাদের প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয় না। তাই অণুচিৎ জীব আমরা পুরুষোত্তমের অবৈধ অনুসরণক্রমে বিকৃত ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষাভিমানে বদ্ধ ভূমিকায় বিচরণের দুর্ভাগ্য লাভ করি। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পঞ্চঋণে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। পঞ্চঋণ যথা—দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, ভূত-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও নৃ-ঋণ। এই দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া স্বীয় নিত্য ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়া আপনাকে অযথা ভোক্তৃতত্ত্বে আরোপ করিয়া 'অহং' কর্ত্তৃত্বাভিমানপূর্ব্বক আমরা ঐরূপ ঋণদায়গ্রস্ত হই। কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকাকাল পর্য্যন্ত

ঐ সকল ঋণ পরিশোধ আমাদের আবশ্যিক কর্ত্তব্যের অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। যাহাদের 'আমি ভোক্তা' অভিমান থাকে, তাহাদের ভগবৎ-শরণাপত্তির সম্যক্ স্ফুরণ হয় না। "হিংসা তদভিমানেন" (ভাঃ ৭।১।২৪) শ্লোকে এই শরীরের অভিমান থাকায় জীবগণের 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ বৈষম্য হয় এবং এই বৈষম্যবশতঃই পীড়ন, তাড়ন, হিংসা ও নিন্দা হইয়া থাকে। কুটীনাটীগ্রস্ত ব্যক্তির বর্ণাভিমান ও সৌন্দর্য্যাভিমান থাকায় মহাপ্রসাদে, ভক্তপদধূলিতে ও ভক্তপদজলে তাহার দৃঢ়বিশ্বাস হয় না। তিনি সর্ব্বদা বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে দোষী, অতএব তাঁহার মুখে হরিনাম উচ্চারিত হওয়া কঠিন। যাহাদের দিব্যজ্ঞান নাই, তাহারাই নিজে প্রভু হইবার জন্য ব্যস্ত হয়।

"আমি গুরু-কৃষ্ণের দাস"—এই অপ্রাকৃত অভিমানই তৃণাদপি সুনীচতা

যিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তিনি কখনও প্রাকৃত বা জড়-অভিমানে প্রমত্ত থাকেন না। আমরা সকলেই ভগবানের দাস, এই জগতের কোন বস্তু নই। দেহে আত্মবুদ্ধি ভাবই ভ্রান্তি। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস-অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান।।

প্রাকৃত 'অহংমম' ব্যক্তির জিহ্বায় হরিনাম উচ্চারিত হয় না। 'আমি কৃষ্ণের আশ্রিত'—এই অভিমান না হইলে ভগবানে শরণাগতি হয় না, তৎফলে 'কর্ত্তা' অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। তৃণাদপি সুনীচ হইলে অর্থাৎ নিজকে ভগবৎসেবক বলিয়া জানিলে কর্ত্তৃত্বাভিমান আদৌ থাকিতে পারে না। জীব কর্ত্তা বা ভোক্তা নয় সত্য, কিন্তু জীবের কৃষ্ণস্মৃতির অভাবে অহঙ্কারধর্ম্ম প্রবল হইয়া 'আমি কর্ত্তা' এই বুদ্ধি হয়। 'আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা'—এই জড় অভিমান হ্রাস হইলেই সেবাপ্রবৃত্তির উদয় হয়। ভক্ত বিষয়ে অনাসক্ত থাকিয়া যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক সেবকাভিমানে সতত ভগবৎসেবাই করেন, তাহার সেবক অভিমান প্রবল ; কিন্তু অভক্ত জড়ের সেবা করিয়া প্রভু সাজিয়া উদ্বেগই পায়। জাগতিক অভিমান, অবিচার, কুবিচার প্রভৃতি ভগবানের সেবাপ্রভাবেই অপসারিত হয়। যতক্ষণ ভগবৎসেবক অভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হই, যতক্ষণ বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা না আসে, ততক্ষণই জগৎকে আমরা আমাদের ভোগ্যরূপে দর্শন করি।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ উপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—"কর্ত্তৃত্বাভিমানে সংসারে যাহা করা যায়, তাহা কর্ম্ম। আর গুরু-কৃষ্ণদাস অভিমানে ভগবৎকর্ত্তৃক চালিত হইয়া ভগবানের কার্য্যবোধে যাহা করা যায় তাহা ভক্তি।" **সেবক অভিমান না হইলে সেবা হয় না। সেব্য ও সেবকের সহিত যোগসূত্র হইল ভক্তি বা সেবা।** 'আমি অপরের সেব্য'—এই অভিমানে সেবা হয় না। সেবা করাই ত' সেবকের কার্য্য। ভক্তের কোন দুষ্প্রবৃত্তি নাই, তাঁহারা সেবাপ্রভাবে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত—সেবক-অভিমানে প্রমত্ত। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপ-জ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জৈবধর্ম্মের ৭ম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—"মুক্ত-অবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' অভিমান সমস্তই চিন্ময় ও নির্দ্দোষ।" **'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি পালক'—এই সমস্ত জড় অভিমান পরিত্যাগের নামই নমস্কার।** যে-কাল পর্য্যন্ত আনন্দধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, ততদিনই তাহার বদ্ধজীব অভিমান বা কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে। অপ্রাকৃত অভিমান হইলে জীবে জড়াভিমান থাকা আর সম্ভবপর নহে। এমন কি, ক্ষুদ্রাভিমানী মায়াবাদীর সঙ্গ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। নিজকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করা অত্যন্ত দূষণীয়।

আমি ত' বৈষ্ণব,　　এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি',　　হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী।।

সাধুসঙ্গে হরিভজনের প্রভাবেই জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমান দূরীকৃত হয়

যাঁহার কৃপায় কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর হয়, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম। গুরুসেবা না করিলে জীব দাম্ভিক হইয়া যায়, তৃণাদপি সুনীচ হইতে পারে না—কৃষ্ণদাস অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গুরু-কৃষ্ণের সেবাফলে ভোক্তা-অভিমান বিদূরিত হইলে তখনই কৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন হয়—'আমি ভোক্তা' এই কুবিচার তখন আর থাকে না। 'কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা', আর আমরা সকলেই কৃষ্ণের সেবক—এই জ্ঞান সুষ্ঠু হইলেই আমাদের মঙ্গল লাভ হয়। সাধুসঙ্গ না হইলে আমাদের কামনা-বাসনা, প্রভু-অভিমান, ভোগ করিবার প্রবৃত্তি কিছুতেই যাইবে না, ভগবৎসেবক অভিমান জাগরিত হইবে না।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়।।
সাধুসঙ্গ-কৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায়।।

গৃহস্থ ভক্তগণ যদি সাধুসঙ্গ ও ভজনপ্রভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও গৃহাসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎসেবক অভিমানে গৃহে বাস করিতে পারেন, গৃহের অধিবাসিগণকে নিজ ভোগোপকরণ না জানিয়া কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া জানিতে পারেন, তবেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। সর্ব্বক্ষণ সাধুগণের সঙ্গ করিতে হইবে। সাধুসঙ্গফলেই বাস্তবদেহের সন্ধান পাওয়া যাইবে—স্ব-স্বরূপের প্রকাশ হইবে। তখন আর দেহে আত্মবুদ্ধি বা প্রাকৃত অভিমান থাকিবে না—সর্ব্বনাশকর স্বসুখবাসনা চিরতরে বিদূরিত হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ শ্রাবণ, ১৪০৭ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০০

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৩) শম্ভু

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা।।" (১২।১৩।১৬) *

শ্রীশম্ভু—বৈষ্ণবগণের শিরোমণি। তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার-মধ্যে গণ্য। কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে শ্রীবিষ্ণুর ললাট হইতে তাঁহার উদ্ভব হয়। কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নিরূপে তাঁহার অভ্যুদয় হইয়া থাকে। তিনি দ্বিবিধভাবে লীলাপর। প্রথম—স্বাংশে ঈশ্বর-কোটি ; দ্বিতীয়—বিভিন্নাংশে জীব-কোটি। প্রথমরূপে তিনি বৈকুণ্ঠে শিবলোকে শ্রীভগবানের নিত্য সেবকরূপে সদা বর্ত্তমান; তিনি সদাশিব নামে খ্যাত। আর দ্বিতীয়রূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে আপ্রলয়কাল কৈলাসে ও কাশীধামে বিরাজ করেন। তিনি তমোগুণে সংহারকর্ত্তা শিব বলিয়া বিখ্যাত। এইরূপে তিনিও জীব। তাঁহার এই রূপ মহাপ্রলয়ে তিরোহিত হয়। সুদর্শন-তাপিত দুর্ব্বাসা ঋষিকে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"এই ব্রহ্মাণ্ড এবং এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড কালক্রমে পরম কারণ শ্রীবিষ্ণু হইতে উৎপন্ন ও শেষে তাঁহাতেই লীন হইতেছে।" ব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—"আমি, ভব, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি সমস্ত প্রজেশ, ভূতেশ ও সুরেশ, তাঁহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাঁহারই আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত এইস্থলে তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছি। কাল পূর্ণ হইলে তাঁহার ভ্রুভঙ্গমাত্রেই এই স্থান সহিত আমাদিগকে তিরোহিত হইতে হইবে।" (ভাঃ)

মায়াধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডে কৈতব-কুহকমুগ্ধ জীবগণ কখনও ধর্ম্মার্থকাম, কখনও বা আত্মবিনাশরূপ মোক্ষকামনায় নিজদিগকে শিবোপাসক বলিয়া পরিচয় দেন। তিনিও তাঁহাদিগকে ভগবদ্বিমুখতার দণ্ডস্বরূপ ঐ সকল অশুভগতি প্রদান করিয়া বঞ্চিত করেন। কেবল যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত নিত্যস্বরূপের নিকট নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী, তাঁহাদিগকেই পরমার্থ কৃষ্ণভক্তি দিয়া পরাগতির পথ প্রদর্শন করেন। প্রচেতাগণকে তিনি এইরূপ কৃপা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুভাববর্জ্জিত বিষয়ী তাঁহার আরাধনা করিয়া কদাচিৎ কাম্যফল লাভ করিলেও, তাঁহার প্রীতিভাজন হইতে পারে না ; কাল-কবল হইতেও নিস্তার পায় না। কালযবন, রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক, ক্রৌঞ্চ, অন্ধকাদি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার অসুর-বিমোহনকারী, মায়াবাদাদি অসচ্ছাস্ত্র-প্রচারকারী জীবের যোগ্যতানুযায়ী আত্মবৃত্তি ধ্বংসকারী রুদ্রস্বরূপের নিকট যাঁহারা আত্মবিনাশগতি লাভের জন্য উপস্থিত

---

* নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং ন চ কৃষ্ণাৎ পরঃ স্মৃতঃ। ন শঙ্করাদ্বৈষ্ণবশ্চ ন সহিষ্ণুর্ধরাপরা।।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্ম, ১১শ অঃ ১৬)।

হন, তাঁহারাও স্থাবর দেহাদির ন্যায় অচিদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই সকলই ভগবদ্বিমুখতার দণ্ড।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্ত্বিকপুরাণে শিববাক্যে অমূল্য কৃষ্ণকথা সর্ব্বত্র অজস্র অমিয়প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে। তবে অপর পুরাণে যে-সকল কৃষ্ণভক্তির বাধক বিপরীত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাহা ভগবদিচ্ছাক্রমেই অসুর-মোহনের জন্য দুর্জ্জয় মায়াজাল মাত্র। পদ্মপুরাণে পরমবৈষ্ণব শিবই নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ।।"

এইসকল শাস্ত্র তমোগুণের সহায় তামস শাস্ত্র। তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যে মূঢ় বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শঙ্করের বৈষ্ণবতা অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া কল্পনা বা ধারণা করেন, সে কখনও শিবকৃপা বা সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে না। অধিকন্তু, শিবাপরাধেই তাহার দারুণ দুর্গতি ঘটে।

বৈষ্ণবচূড়ামণি মহেশ বিষ্ণু-সেবায় যেমন তুষ্ট হন, তাঁহার নিজ-সেবায় তাহার শতাংশের একাংশ সন্তোষও লাভ করিতে পারেন না। তিনি হরিপ্রেমেই পাগল ; হরিনাম গুণগানেই বিভোর। শ্রীহরির মহিমা-প্রচারেই পঞ্চমুখ। হরিভক্তের সকাশেই তাঁহার নিত্যনিবাস। হরিভক্তই তাঁহার একান্ত আত্মজন। হরিভক্ত হইতে তাঁহার প্রিয়পাত্র আর কেহ নাই। তিনি পরমভক্ত প্রচেতাগণের প্রতি স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে।।"

—যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, গুহ্যাদপি গুহ্যস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের চরণে অনন্যভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়। শ্রীরুদ্র ভগবানকে স্তব করিয়া আরও বলিয়াছেন,—

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ।।

তিনি এই পরম সত্যও জগতে ঘোষণা করিয়াছেন ; বলিয়াছেন,—"যে ভক্ত-যোগীরা পরম শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ শ্যামসুন্দর মদনমোহন মূর্ত্তির ভজনা করেন ; তাঁহাদিগকেই বেদে ও তন্ত্রে তত্ত্ববিৎ বলা হইয়াছে।" (ভাঃ ৪।২৪।৬২)। এই কথাই স্বয়ং প্রভু শ্রীমুখেও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। (গীতা ১২।২)।

পদ্মপুরাণে শিবমুখের সুবিস্তৃত কৃষ্ণকথা একটী পরমানন্দময় পরমনিধি।

হরের হরি, সুতরাং হরির হর এত প্রিয় যে উভয়কে অভেদাত্ম বলা হয়। "ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।" (শ্রীগীতা ৯।২৯)। হরিকে যে দ্বেষ করে, সে যেমন হরের, তেমন হরকে যে দ্বেষ করে সে তেমনই হরির বিরাগভাজন হয়। ভক্তপ্রিয় ভগবান্ আপন ভক্তকে (তিনি না লইলেও) আপনারও উপর আসন দিয়া আনন্দিত হন। ইহা

হইতেই— শ্রীভগবানের এই অত্যধিক ভক্তপ্রিয়তা হইতেই "রামের গুরু শিব"— এই কথাটির জন্ম হইয়াছে। আত্যন্তিক প্রেমে প্রেমিক তাঁহার প্রেমপাত্রকে গুরুর গৌরব দিয়াই পরিতৃপ্ত হন। প্রেমময় প্রভু আমাদের এইভাবেই অনেককে "আমার গুরু" বলিয়া গৌরবের আসন দিয়াছেন। তাহাতে মোহিত হইয়া মূলে ভুল হইলেই **সর্ব্বনাশ**!

ভাগবতোত্তম শিব বিষয়বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাতে তমোগুণ বা তদুচিত কোন চিহ্ন থাকিতে পারে না। তিনি তমোগুণকে পরিচালিত করেন মাত্র। মূঢ়জনেরা মনোমত ভাবে তাঁহাকে গড়িয়া লয়, সজ্জিত করে ; তাঁহার স্বভাব, তাঁহার স্বরূপ জানে না। তাহারা বহির্ম্মুখিনী বুদ্ধিবশে তাঁহাতে নানারূপ উদ্ভট বিষয় সংযোগ সংঘটন করিয়া আপনাদেরই অসৎ প্রবৃত্তির পরিচয় দান করে এবং অপরাধে উৎসন্ন হয়।

হরের প্রিয়তম বস্তু হরি ; সুতরাং হরিপ্রিয় বস্তুই তাঁহারও প্রিয়বস্তু। হরিপ্রিয় হরিপ্রসাদিত উপচারেই তাঁহার পূজা বা প্রীতিসাধন। তদিতর বস্তুতে তিনি কখনই প্রীত হন না। হরিই তাঁহার প্রাণ ; হরিই তাঁহার জ্ঞান ; হরিই তাঁহার ধ্যান ; তাঁহার শ্রীমুখের, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সদাভূষণ 'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম!

শম্ভু শুদ্ধ জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি। দক্ষের ন্যায় প্রজাসৃষ্টি-কার্য্যে নিপুণ অর্থাৎ প্রবৃত্তব্যক্তিগণই বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর সহিত বিরোধ করিতে উদ্যত হন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দক্ষ শম্ভুর প্রতি ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া যে-সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শিবের প্রতি দক্ষের ঐ সকল চেষ্টা গৃহমেধি-প্রবৃত্তব্যক্তিগণের নিবৃত্ত বৈষ্ণবগণের প্রতি মৎসরতাই নিদর্শন প্রচার করিতেছে।

"শম্ভু সতত বাসুদেবের চরণে প্রণত, তিনি মহাভাগবত, সুতরাং বাহ্য অক্ষজদৃষ্টিতে লোকে তাঁহার চরিত্র বুঝিতে পারেন না। তিনি উহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজে মে মনসা বিধীয়তে।।

(ভাঃ ৪।৩।২৩)

শ্রীশম্ভু বলিতেছেন,—"অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই 'বাসুদেব'-শব্দের দ্বারা অভিহিত। আবরণশূন্য পুরুষ সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহার নাম 'বাসুদেব'। তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত পুরুষ। বাসুদেব সেবোন্মুখচিত্তে নিত্য-প্রকাশমান। আমি সেই ভগবান্‌কে সতত বিশেষরূপে নমস্কার বিধান করি।" বাসুদেব-প্রিয়তম মহাভাগবত শম্ভুর মুখে এইরূপ উক্তিই স্বাভাবিক।

ভগবান্ কপিলদেব একটী শ্লোকে ভগবান্ বিষ্ণুর ও তৎপ্রিয়তম শিবের স্বরূপ বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—

"'যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎ প্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।" (ভাঃ ৩।২৮।২২)

—যে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণধৌত জল হইতে বিনিঃসৃতা সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার সংসারতাপনাশক পবিত্র সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন।

সুতরাং শম্ভু যে পরমবৈষ্ণব এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তিনি স্বতন্ত্র ভগবান্ নহেন ; কিন্তু তিনি ভগবৎ প্রিয়তম তদভিন্ন বিগ্রহ। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শম্ভুকে এইরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন এবং ইহাই শম্ভুর প্রকৃত নিত্য স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে রুদ্রশিষ্য প্রচেতাগণ শম্ভুকে এইরূপভাবেই বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত শিবভক্ত তাঁহারাও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রচেতাগণের সিদ্ধান্তেরই অনুকরণ করেন। অপরাপর সিদ্ধান্ত ভাগবতবিরোধী, শুদ্ধভক্তিবিরোধী মনোধর্ম্মমাত্র জানিতে হইবে। প্রচেতাগণ ভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃস্ম।।

—হে ভগবন্! আমরা ভবদীয় প্রিয়তম শম্ভুর ক্ষণকালমাত্র সঙ্গপ্রভাবে সুদুশ্চিকিৎস্য সংসার ও জন্ম-মৃত্যুরূপ রোগের সদ্বৈদ্যস্বরূপ আপনাকে অদ্য আমাদের পরম আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন,—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎ প্রিয়তমত্বেনৈব মন্যতে।" (ভঃ সঃ ২১৪)

—শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদদৃষ্টি ভগবৎ-প্রিয়তমস্বরূপেই জানেন।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ বৈষ্ণবরাজ বিষ্ণুপ্রিয়তম শ্রীরুদ্রকেই আদি গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন—"শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রঃ।"

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ ও তদনুগ শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বি-বৈষ্ণবাচার্য্যগণও শ্রীশম্ভুকে ভগবৎ প্রিয়তম অভিন্নবিগ্রহরূপে দর্শন করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদী শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালী হইতে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালী পৃথক্। আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগগণ শুদ্ধবৈষ্ণব। তাঁহারা কখনও তত্ত্ববিরোধ করিয়া শ্রীরুদ্রকে স্বতন্ত্র ভগবদ্রূপে বিচার ও নির্ব্বিশেষোপলব্ধিই চরমে প্রাপ্য—এইরূপ পঞ্চোপাসকের মায়াবাদীয় মায়াময় মতের আবাহন করেন না। তাই, শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার মঙ্গলাচরণ শ্লোকে সর্ব্বপ্রথমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম, তৎপরে আচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর পরমোপাস্য তথা সর্ব্ব শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেবের প্রণাম করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, তাহা—"শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ"—এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তৎপরে শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তির বাস্তবসত্য প্রচারকগণের বিঘ্নবিনাশরূপ

সরস্বতীপতি শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি ও তদালিঙ্গিতবিগ্রহ উমাপতি শম্ভুর প্রণাম করিয়া বলিতেছেন,—

মাধবো মাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ।
বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পর-নতিপ্রিয়ৌ।।

অর্থাৎ বাগ্‌দেবী সরস্বতীপতি ও বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীপতি মাধব বা বিষ্ণুভক্তির বিঘ্নবিনাশনরূপ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীনৃসিংহদেব এবং তৎপ্রিয়তম শম্ভু উভয়েই ঈশ্বরতত্ত্ব। একজন ঈশ্বরেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর, আর একজন বৈষ্ণবরাজ ঈশ্বর বা প্রভু। অর্থাৎ গুরু ও কৃষ্ণ উভয়েই বিষয় ও আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শ্রীরুদ্রই শ্রীগুরুদেব বা আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ এবং শ্রীনৃসিংহদেবই বিষয়জাতীয় উপাস্য বস্তু। সুতরাং গুরু ও কৃষ্ণ উভয়েই পরস্পর একাত্মা বা আলিঙ্গিত-বিগ্রহ। গুরু ও কৃষ্ণের স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। এইজন্যই মঙ্গলাচরণে স্বামিপাদ গুরু ও ভগবানের স্মরণ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও এই কথাই বলেন,—

"গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—তিনের স্মরণ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ১ম)

উমাধব ও মাধবকে শ্রীধরস্বামী "পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ' অর্থাৎ উভয়ে পরস্পর প্রণতিপ্রিয়।—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন বলিয়া অতাত্ত্বিক অভক্ত-সম্প্রদায় মনে করেন যে, ইহার দ্বারা স্বামিপাদ, উমাপতি শম্ভুকেও স্বতন্ত্র ভগবান্ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্তু কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়কারিপুরুষমাত্রই জানেন যে, গুরু ও কৃষ্ণ নিত্যকাল এইরূপ বিশ্রম্ভ প্রণয়ে আবদ্ধ। শ্রীগুরুদেব নিত্যকাল কৃষ্ণালিঙ্গিত-বিগ্রহ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিত্যকাল গৌরালিঙ্গিত-বিগ্রহ। বিষয়জাতীয় পরমেশ্বর ও আশ্রয়জাতীয় প্রভুতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবের মধ্যে এইরূপ বিশ্রম্ভভাব নিত্য বর্ত্তমান। যাঁহারা অনর্থমুক্ত হইয়া স্বরূপ-সিদ্ধাবস্থায় শ্রীরাধাগোবিন্দের নিগূঢ়ভজনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা গুরুরূপ নিজজন ও শ্রীগোপীজনবল্লভের মধ্যে কিরূপ বিশ্রম্ভভাব বর্ত্তমান উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহারাই স্বামিপাদের "পরস্পরাত্মানৌ", "পরস্পর-নতিপ্রিয়ৌ" শব্দগুলির সুষ্ঠুতাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। মনোধর্ম্মী সমন্বয়বাদী দুষ্কৃতিফলে শ্রীভগবান্ ও গুরুতত্ত্ব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশম্ভুর মধ্যে কিরূপ শুদ্ধভাব বিরাজিত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষ্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্।।

—অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরমেশ্বর নারায়ণের ন্যায় ব্রহ্ম-রুদ্রাদি তদধীন দেবতা-বৃন্দকেও স্বতন্ত্র ভগবান্ মনে করেন, অর্থাৎ এক পরমেশ্বরই নামভেদে কখনও শিব, কখনও শক্তি, কখনও ব্রহ্মা, কখনও বিষ্ণু ইত্যাদি এইরূপ মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই

পাষণ্ডগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা রুদ্রাদি দেবতাকে ভগবৎ-সেবককে দর্শন করেন, তাঁহারাই পরমোত্তমাগতি লাভ করেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রচেতাগণের চরিত্রে ও আদর্শে ইহা দেখিতে পাই।

কেহ কেহ মনে করেন, ভাগবতে কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্, শিবপুরাণে শিবকে ভগবান্,—এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে যখন ভিন্ন ভিন্ন দেবতারই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, তখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতা একজনেরই নামান্তর আভিধানিক প্রতিশব্দের ন্যায় নাম মাত্র। সুতরাং শম্ভুও স্বতন্ত্র ভগবান্।

শ্রীমদ্ভাগবত সাত্ত্বিক পুরাণ। আবার কেবল সাত্ত্বিক নহেন, সাত্ত্বিক পুরাণগণের মধ্যে অমল পুরাণ। এই অমল পুরাণে প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্ম বা বাস্তবসত্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্ববিধি হইতে যেরূপ পরবিধিই বলবান্, তদ্রূপ শ্রীব্যাসদেব বিমুখ-মোহনের জন্য কিম্বা অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের জন্য পূর্ব্বে যে-সকল কথা বলিয়াছেন এবং যে কথা কীর্ত্তন করিয়া তিনি স্বয়ংও পরম শান্তি অনুভব করিতে পারেন নাই বলিয়া লোকশিক্ষাকল্পে অভিনয় করিয়াছেন—যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নারদ-ব্যাস-সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে—সেই সকল পূর্ব্ববিধি হইতে পরবিধি ব্যাসদেবের অন্যান্য পুরাণ হইতে প্রোজ্ঝিত-কৈতব অমলপুরাণের প্রমাণই অধিক বলবান্‌রূপে গৃহীত হইবে। কেবল তাহাই নহে শ্রীমদ্ভাগবতের অপর নাম—পারমহংস্য সংহিতা। শুকদেবাদি পরমহংসগণ যে সিদ্ধান্তের বহুমানন করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তৃতীয়তঃ অন্যান্য পুরাণকে শ্রীব্যাসদেব তাঁহার স্বরচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে কীর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার নিজগ্রন্থেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার স্বরচিত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতির সহিত বিরোধ হইলে যেরূপ শ্রুতিই গরীয়সী, তদ্রূপ অন্যান্য পুরাণের সহিত বিরোধ ঘটিলে শ্রুতির নির্ম্মলসারার্থপ্রতিপাদক বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণই গরীয়ান্। এই শ্রীমদ্ভাগবত শম্ভুকে ভগবানের প্রিয়তম আলিঙ্গিত-বিগ্রহ বৈষ্ণবাগ্রগণ্যরূপেই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-রচয়িতা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

"হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার।।
শিরশ্ছেদে শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি' পাইলেন সবংশে মরণ।।
সর্ব্বদেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কিঙ্কর।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ শ্রাবণ, ১৪০৭ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০০

প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহারে।।
তোমা না মানিয়া যে শিবাদি দেব ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে।।"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯শ

"শুন শিব তুমি মোর নিজ দেহ মন।
যে তোমার প্রিয় সে মোহার প্রিয়তম।।
* * * *
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বদা আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার।।"

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৩য়

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"কন্যাগণে কহে আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা, দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ১৪শ

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিঁহো সর্ব্ব অবতংস।।
তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস।।
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর।।
এক কৃষ্ণ সর্ব্ব সেব্য জগত ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁ'র সেবকানুচর।।
কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।
যে না মানে তা'র হয় সেই পাপে নাশ।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ৬ষ্ঠ

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন,—

"মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা।
সেই ভাবে যেই জন করে তাঁ'র পূজা।।
তাঁহার হস্তে শিব করেন ভোজন।
সে প্রসাদ পাইলে হয় বন্ধবিমোচন।।" —চৈঃ মঃ মধ্য খণ্ড

অতএব আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবতানুগ ভক্ত-ভাগবত আচার্য্য বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রীল ব্যাসদেবের ভাগবতীয় ভাষায় উপসংহার করিয়া বলিতেছি,—

"অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কোনাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ।।"

—ভাঃ ১।১৮।২১

—অর্থাৎ যাঁহার পদনখর-নিঃসৃত সলিল ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অর্ঘ্যস্বরূপে প্রদত্ত হইয়া মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, ইহজগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য আর কেই বা ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন? অতএব আমরা বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর চরণে কোটি কোটি প্রণতি করিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিতেছি।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

মানবের মাঝে করুণ হৃদয়,
জগতের কাজে মহা-মহোদয়,
কত জন আসে, কত চ'লে যায়,
সাময়িক কাজ সেরে।
দিয়ে মানবেরে দৈহিক আরাম,
ক্ষুধা-পিপাসার ক্ষণিক বিরাম,
করে বহু দাতা এসে ধরাধাম,
ধন্যাদি প্রদান ক'রে।। ১।।

দেহ ও মনের দাস নরকুল,
জড়ধনে ভাবে অতি অনুকূল,
দান করে যেই ধনাদি বহুল,
তায় বলে মহাজন।
জগতের যত কুধন-ভিখারী,
যে-জন সংসার-পোষণে কাণ্ডারী,
তায় মনে করে অতি উপকারী,
চির আপনার জন।। ২।।

সংসারী সে-সবে করিতে শোধন,
সংসার-নাশক যেই সাধুজন,
ক্ষয়োন্মুখ করে সংসার-ভীষণ,
(হায়) অরি মনে করে তায়।

সংসার পাতায়ে সুখের স্বপন,
দেখিবারে চাহে সেই মূঢ়গণ,
সাধুজনে পাছে ভাঙ্গে সে স্বপন,
করে সদা সেই ভয়।। ৩।।

সুতরাং যত মনো-দেহারামী,
এ ভব-কারার প্রধান আসামী,
কারাবাসকাল যেই ধনস্বামী,
ধন দিয়ে করে দীর্ঘ।
ধন-কামী যত কারাবাসিগণে,
তাহারেই বলে দাতা মহাজন,
মহামানবাদি দিয়ে বিশেষণ,
ঢালে পায় প্রীতি অর্ঘ্য।। ৪।।

আজি ভক্তগণ সুখদ-কুঞ্জেতে,
ভক্তিফুলে যাঁ'রে মিলেছে পূজিতে,
এঁর দয়া নহে সেইরূপ ভূতে,
শোন তাঁর দান-গীতি।
"ভারত-ভূমিতে জনম যাহার,
জনম সার্থক করি' আপনার,
অবিচারে কর পর-উপকার",
এই তাঁর দান-রীতি।। ৫।।

মন্দোদয়া দয়া করি' জড় ধনী,
করে মানবেরে যমদণ্ডে ঋণী,
মূঢ় নরে পেয়ে কনক-কামিনী,
দু'দিনে হারায় পুনঃ।
এঁর দেয় ধন বহুভাগ্যফলে,
পাবে না মানব ত্রিলোক খুঁজিলে,
দু'দিনে যে ধন যাবে নাক চলে,
প্রেমধন দিল হেন।। ৬।।

শ্রীপ্রসাদ পথ্যসহ জীবগণে,
শ্রীনাম-ঔষধি সদা বিতরণে,

অভক্তি-প্লাবিত তমোময় স্থানে,
ভক্তি-কুঠী নিরমিয়া।
নরকুলে পর-কৃপা-পরবশে,
নাস্তিক্য-ভূকম্প-প্রপীড়িত দেশে,
সুসিদ্ধান্ত-বীথি ত্বরা পরকাশে,
এ দাতা সদয় হৈয়া।। ৭।।
হেন দয়াময় করুণ-হৃদয়,
ভক্তি-মন্দাকিনী আনিয়া ধরায়,
সগর-বংশ—সংসারী নৃচয়,
করিলেক পরিত্রাণ।
তাঁহারই বিরহে আজি সমারোহে,
ভক্তগণ হেথা ভক্তি-গীতি গাহে,
(তাই) সুখদ শুভদ ভক্তিদ-বিরহে;
নাই কোন বিলাপন।। ৮।।
প্রকৃত আনন্দ যেথা হ'তে মিলে,
প্রকৃত সুখের রুদ্ধ দ্বার খুলে,
স্বানন্দ-সুখদ হেন কুঞ্জতলে,
(আজি) ভক্তকুল মাতোয়ারা।
আমি রে অভাগা, জড়ে মস্‌গুল,
সাগরের পারে কাঁদিয়া আকুল,
ভক্তিবিনোদ-পদে ভক্তিফুল,
দানিতে সুযোগ হারা।। ৯।।
মায়াবাদ-মসি সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া,
ব্রহ্মদেশে আছি আঁধারে ডুবিয়া,
শ্রীভক্তিবিনোদ-চরণ পূজিয়া,
না মাগি ভকতি-বিন্দু।
ভকতি-সিন্ধু ভকতি-বিনোদ,
তাঁর পদ পূজি' না লভি প্রমোদ,
ভবসিন্ধু হ'তে ভকতি-বিরোধ,
জুটে লই মোহ-বন্ধু।। ১০।।

করুণা মাগে এ ভক্তিধনে দীন,
হে ভক্তিবিনোদ, ভক্তিদ, প্রবীণ,
ভক্তিদানে কর সেবাসুখে লীন,
অভক্ত বঞ্চিত মূঢ়ে।
ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণসেবানন্দ-পাশে,
খাতোদক-সম জানাও এ দাসে,
(যেন) মায়াবাদে মজি' শুষ্ক ব্রহ্মদেশে,
আর নাহি মরি পু'ড়ে।। ১১।।
বিনাশি' ভকতি-বিরোধী প্রতীপে,
কীর্ত্তনপিতার কীর্ত্তনাখ্য-দ্বীপে,
ভকতিসিদ্ধান্ত-পদে প্রাণ সঁপে,
তন্নাম-গুণ-কীর্ত্তনে।
থাকি চিররত—এই অভিলাষী,
(ওহে) স্বানন্দসুখদ শ্রীকুঞ্জনিবাসি!
তবোদ্দেশে আজি অশ্রুনীরে ভাসি',
মাগি তব শ্রীচরণে।। ১২।।

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীল রূপ গোস্বামীর বৈষ্ণবাপরাধ (!)

শ্রীল রূপ গোস্বামী সম্বন্ধে অজ্ঞাতে এক বৈষ্ণবাপরাধে যুক্ত হইয়া পড়িবার ঘটনা কিংবদন্তিরূপে প্রচলিত আছে। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি—এই কাহিনীর কোন প্রামাণিকতা নাই, কেবল জনশ্রুতির আধারে তাহা অবস্থিত মাত্র। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইপ্রকার,—

একদিন শ্রীল রূপ গোস্বামী (মতান্তরে শ্রীসনাতন গোস্বামী) বৃন্দাবনে কোন এক স্থানে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার মানসপটে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এক অতীব মনোহর লীলা প্রকাশিত হইতে লাগিল। বৃন্দাবনেশ্বরী পুষ্প সংগ্রহের জন্য কাননে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন—এমন সময় তাঁহার দৃষ্টি একটী বৃক্ষের উচ্চশাখায় নিবদ্ধ হইল। সেস্থানে এমন একটী বিশেষ ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, যাহার দ্বারা তাঁহার কোন এক বিশেষ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে, সুতরাং ফুলটি তাঁহার চাই। কিন্তু বহু যত্ন করিলেও সেই ফুলটি কোনপ্রকারেই তাঁহার হস্তগত হইল না। ইতিমধ্যে

ব্রজরাজ ঈশ্বরীর অলক্ষ্যেই সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সেই শাখাকে তাঁহার চরণদ্বারা বল প্রয়োগ করত ধীরে ধীরে নত করাইতে লাগিলেন। বনেশ্বরী তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে চলিতেছে দেখিয়া পরমানন্দে আর শাখাটীর হঠাৎ নত হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলেন না। তিনি দৃঢ়ভাবে শাখাটী ধরিলেন, যাহাতে তাহা হস্তচ্যুত না হইয়া যায়। অম্নি দুষ্ট শিরোমণি সেই শাখা হইতে তাঁহার চরণখানি উঠাইয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে শাখাটী ঈশ্বরীকে লইয়াই পুনরায় উন্নতশির হইয়া গেল। আর ঈশ্বরী ভয়চকিত হইয়া দৃঢ়তরভাবে সেই শাখাকে ধরিয়া শূন্যে ঝুলিতে লাগিলেন। আর শ্রীল রূপ গোস্বামীও তাহা দর্শন করিয়া হাসিয়া উঠিলেন (কিন্তু বিচার করিলে মনে হয়, অন্তরে ঈশ্বরীর পাল্যদাসী শ্রীরূপমঞ্জরী-রূপে ভাবনারত হইয়া তিনি ঈশ্বরীর ঐ প্রকার আর্ত্ত-চীৎকার শ্রবণ করিয়া হাসিয়া উঠিবার পরিবর্ত্তে পরম উদ্বিগ্ন হওয়ার লক্ষণই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশিত হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল)।

এমন সময় 'খঞ্জকৃষ্ণ'-নামে এক বিপ্র শ্রীরূপ গোস্বামীর দর্শনার্থে তাঁহার নিকট আসিতেছিলেন (মতান্তরে ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন)। শ্রীরূপগোস্বামীকে সেইকালে হাসিয়া উঠিতে দেখিয়া তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন, ভাবিলেন—'আমি খঞ্জ (খোঁড়া) বলিয়াই তিনি আমাকে দেখিয়া ঐভাবে হাসিয়াছেন ; শুনিয়াছিলাম, তিনি এক মহান্ বৈষ্ণব, অথচ তাঁহার একি ব্যবহার!' ক্ষুব্ধচিত্তে বিপ্র স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। আর এদিকে শ্রীরূপগোস্বামীর মানসপট হইতে সেই লীলা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল—লীলাটীর সম্পূর্ণ দর্শন আর কিছুতেই সম্ভব হইয়া উঠিল না। গোস্বামিপাদ দুঃখিতচিত্তে ইহার বহু কারণ অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না।

অবশেষে তিনি তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীর চরণে সমস্ত কিছু নিবেদন করিলেন। তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন,—'রূপে'র অজ্ঞাতে এক বৈষ্ণবাপরাধ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, যে-কারণে সে-লীলাটি ঐ প্রকারে অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহা হউক্ অপরাধ-মোচনের একটী উপায় মনে মনে স্থির করিয়া তিনি শ্রীরূপকে জানাইলেন। সেই অনুসারে তিনি একটী বৈষ্ণবসেবার আয়োজন করিয়া বৃন্দাবনের সকল বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলেই পরমানন্দে তাহা স্বীকার করিলেন। কেবল খঞ্জকৃষ্ণ ক্ষোভিতচিত্তে তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। শ্রীরূপ তখন তাঁহার নিকট প্রণত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, খঞ্জকৃষ্ণ তাঁহার ক্ষোভের কারণ অকপটে প্রকাশ করিলেন। শ্রীরূপ তখন তাঁহার সেই হাস্যের রহস্য জ্ঞাপন করিলে খঞ্জকৃষ্ণ বিশেষ দুঃখিত হইয়া নিজকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ংই নিজকে বরং অপরাধী জ্ঞান করিয়া শ্রীরূপের নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কাহিনীটি এইস্থানেই শেষ হইল। ইহা হইতে শিক্ষা এই যে,—সাধকগণ বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন, যাহাতে উহা অজ্ঞাতেও সংঘটিত না

হইয়া পড়ে। শ্রীরূপগোস্বামী নিত্যসিদ্ধ হইয়াও তাঁহার এই লীলাভিনয়ের দ্বারা তিনি সকল সাধকগণকে তাহা জানাইলেন।

ভাল, কিন্তু শ্রীরূপগোস্বামীর কেবল লীলাবশেও উক্ত অপরাধে অভিযুক্ত হওয়া কতখানি সমীচীন, তাহা বিচার করিলে বোধ হয় অপরাধী হইতে হইবে না। কারণ, শাস্ত্রে বিভিন্ন উপদেশ হইতে আমরা বিচারপর হইবার শিক্ষাই লাভ করি। যেমন—**"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার", "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।"** (চৈতন্যচরিতামৃত) ইত্যাদি। আবার দেখা যায়,—**"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন-বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।।"** অর্থাৎ, কেবল শাস্ত্রবাক্য অবলম্বন করিয়া কোন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা উচিত নয় (কারণ, শাস্ত্রের সকল উপদেশ সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে)—যুক্তিহীন বিচারের দ্বারা বরং ধর্ম্মহানিই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যই যেস্থলে এরূপে বিচারণীয়, সেস্থলে এক জনশ্রুতিপর কাহিনী সম্বন্ধে আর কি কথা? আবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও একইভাবে বিচারযুক্ত হইতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—**"বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস-আস্বাদনে, মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ।"** সর্ব্বোপরি **"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্তবিরোধ। সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ।।"**—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত এই সাবধানবাণী স্মরণ করিলে কোনক্রমেই আর বিচার না করিয়া চলা উচিত হয় না।

সুতরাং আমরা সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের **"বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস-আস্বাদনে, মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ"**—এই কথা-অনুসারে পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতকেই মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে প্রয়াস পাইব।

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম-কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।"
(ভাঃ ১১।২।৪০)

অর্থাৎ—এইপ্রকারে নিজ প্রিয়তম শ্রীহরির নামকীর্ত্তন-ব্রতপর হইয়া জাতানুরাগ-ব্যক্তি বিগলিত-চিত্তে উন্মাদের ন্যায় উচ্চহাস্য, রোদন, চীৎকার এবং নৃত্য-গীত করিতে থাকেন—তাঁহার লোকের হাস্য-প্রশংসাদির বিষয়ে কোন অবধান থাকে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার 'মাধুর্য্য-কাদম্বিনী'-গ্রন্থে এই শ্লোকটীকে 'প্রেমে'র অনুভাব-বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই 'প্রেম'-আস্বাদনরত ভক্তগণের নিজ-পর বলিয়া কোন বোধ থাকে না—**"ন জানে আপন দেহ, অন্য জন কিসে।"** (চৈতন্য-ভাগবত) ; **"দেহ-স্মৃতি নাহি যাঁ'র, সংসার কূপ কাঁহা তাঁ'র"** (চৈতন্যচরিতামৃত) ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতে এই অবস্থাটীকে মদিরা-পানোন্মত্ত ব্যক্তির সহিত তুলনা করা হইয়াছে—"বাসো যথা পরিকৃতং মদিরা-মদান্ধঃ" (ভাঃ ১১।১৩।৩৬)—মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত ব্যক্তি যেমন নিজ বসন স্খলিত হইলেও দেখিতে পায় না, অথবা পুনরায়

কাহারও দ্বারা সেই বসন তাহার শরীরে সংলগ্ন হইলেও বুঝিতে পারে না, তেমনই সিদ্ধপুরুষেরও স্বরূপজ্ঞান লাভ হওয়ায় তিনি এই নশ্বর দেহে অবস্থিত আছেন কি না, তাহা তিনি জানেন না। ভাবিতে কষ্ট হয় যে, এইপ্রকার অবস্থায় আরূঢ় মহাত্মাকে কেহ অজ্ঞানতাবশে ভুল বুঝিলে সেই মহাত্মা অজ্ঞাতে স্বয়ংই 'বৈষ্ণবাপরাধের' কর্ত্তা হইয়া পড়েন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে তাঁহার নিত্য আস্বাদিত ভগবল্লীলা হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হয়। সেক্ষেত্রে তাঁহার এই প্রেমাবস্থা অটুট রাখিতে তাঁহাকে অবশ্যই এক নির্জ্জন-ঘরে সর্ব্বদাই কালাতিপাত করিতে হয়। কারণ, ভগবল্লীলা-স্ফূর্ত্তির কোন কালাকাল এবং স্থানাস্থান নাই এবং বলা যায় না তখন কে কোনপ্রকারে ভুল বুঝিয়া ফেলিলে তাঁহার নিজেরই অপরাধ হইয়া যাইবে। সকল অপরাধের মধ্যে যখন বৈষ্ণবাপরাধই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ, তখন এই বৈষ্ণবাপরাধের দুশ্চিন্তায় নিশ্চয়ই লোকাপেক্ষারহিত হইয়া চলিতে পারা যায় না। তাহা হইলে **"হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।"** (ভাঃ ১১।২।৪০) অথবা **"সলিঙ্গান্ আশ্রমান্ ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ"** (ভাঃ ১১।১৮।২৮)—প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য ভজন-রাজ্যের কোন পর্য্যায়ে পুনরায় প্রযুক্ত হওয়া সম্ভব?

আবার দেখা যায়, কৃষ্ণপাদপদ্মের স্মৃতি নিরন্তর ঘটিয়া থাকিলে স্মরণকারীর সমস্তপ্রকার অভদ্র ক্ষয় হইয়া যায়, তখন সকল মঙ্গল তাঁহার বিস্তারিত হইতে থাকে— **"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।"** (ভাঃ ১২।২২।৫৫)। কৃষ্ণপাদপদ্ম-স্মরণেরই যেস্থলে এইপ্রকার ফল, কৃষ্ণপাদপদ্ম-দর্শনের ফল সেস্থলে নিশ্চয়ই তাহা অপেক্ষা অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে ভগবল্লীলা-দর্শনরত অবস্থায়ও কাহারও কোন অমঙ্গলদ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কি? **"কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহার নাহি মায়ার অধিকার।।"** কৃষ্ণসূর্য্যের আলোকে যিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বাত্মস্নাত, তিনি বহিরাগত এক অপরাধ-অন্ধকারদ্বারা কিরূপে আচ্ছাদিত হইতে পারেন? ইহা কি শঙ্করাচার্য্যের 'ব্রহ্মের মায়াদ্বারা আবদ্ধ' হওয়া মতবাদের ন্যায়ই হইয়া পড়িল না? **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠ, বৈদ্যবাটী (হুগলী), তাং ৫।৩।২০০০]

শিব-তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে তাঁর পরিচয় শাস্ত্র যা দিয়েছেন এবং তিনি নিজে যা দিয়েছেন তাতে তিনি সেবক-তত্ত্ব বলে নিজেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ভগবানের প্রদত্ত যে সেবাভার, সেটা তিনি পালন করে চলেন। শিব-শিবানী দুজনেই ভগবৎপ্রদত্ত যে সেবাভার তা পালন করে চলেন, আর নিজেরা সবসময় হরিনাম করেন। হরিনাম করতেও ত' সময় লাগে, তাহলে এসব দায়িত্ব পালন কখন করেন? হতে পারে প্রশ্ন। যিনি এত দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন তিনি বা তাঁরা তাহলে আবার হরিনাম করেন কখন? তিনি বা তাঁরা দুজন সবসময় হরিনাম করেন। এটাই তাঁদের তপস্যা, এটাই তাঁদের জীবন, এটাই তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান, এটাই তাঁদের ব্রত—সবকিছু। আর এই শিব যখন প্রলয় ঘটিয়ে দেন—সেই Portfolio ভগবান্ তাঁর হাতে দিয়েছেন, তখন সব শেষ, তখন সব জগৎ ধ্বংস। জগৎ ধ্বংস করে তিনি সেবা করেন?—হ্যাঁ, ভগবদাদেশ পালন করেন। যাঁর পরে যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব ত' পালন করতে হবে। শিবঠাকুর তা করেন। জগৎ ধ্বংস হয়ে গেল, তিনি সেবা করলেন! বললেন, হ্যাঁ, ভগবদাদেশ পালন করা সেবা। এটা কিভাবে বুঝা যায়? শিব-শিবানী দুজনেই ত' সবসময় নাম করেন। "পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি।" শিবঠাকুর ও শিবানী দুজনেই সবসময় হরিনাম জপ করেন। সমস্ত জগতের লোককে ভগবদারাধনায় উদ্বুদ্ধ করেন। হরিনাম দেন শিবঠাকুর সকলকে। সেইজন্য তাঁর নাম জগদ্‌গুরু শিব। তোমরা সবাই হরিনাম কর, তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে—এই উপদেশ দেন।

এখন আমরা যেভাবে আমাদের নিজেদের বিচারে শিব-শিবানীকে দেখি, সেটা জড়ীয় চিন্তা। শিবতত্ত্ব ঠিক তা নয়। ব্রহ্মাজীকে দায়িত্ব দেওয়া আছে, তা তিনি যথাযথ পালন করেন। ব্রহ্মাজী আর শিবঠাকুর দুজনেই জগদ্‌গুরু তত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব। দুজনেই ত' তাঁদের দায়িত্ব সব পালন করছেন, দুজনেই ত' ভগবানের নাম করছেন, আর সবাইকে নামভজনের উপদেশ দিচ্ছেন। দুজনেরই ত' একই দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা জগতে কর্ম্মজড়বদ্ধ জীববিশেষ হয়ে যেমনভাবে চলি, তার অনেক বিচারই ওই শিব-ব্রহ্মার উপরেই চাপিয়ে দেই। নেশাখোর লোক যে সে সবসময় ভাবে আমি শিবঠাকুরের খুব বড় ভক্ত। কি করে? গাঁজা খেতে খুব ভালবাসেন তিনি, সেজন্য তিনি মনে করেন আমি শিবঠাকুরের খুব বড় ভক্ত। শিবঠাকুর কি গাঁজা খান নাকি? একটা গান আছে যে,—"শান্তিরাম তুই বগল বাজা, গোলোকে তোর ভিজল গাঁজা।" এসব গানগুলো ত' আপনারাও শুনেছেন, আমিও একটু একটু শুনেছি। পাঁড় মাতাল যারা, তারা সবসময়েই গাঁজা, ভাং, ধুতুরা পানীয়ভাবে ও শুষ্কভাবে ব্যবহার করে। তা মানুষ

যে যেমন সে তেমন কথা বলে। একটা গালাগালি আছে সংসারে—"যে যেমন সে পরকে দেখে তেমন।" আমরা শিব-ব্রহ্মাদিকে আমাদের নিজের মত করে একটা কিছু চিন্তা করি। অতি সহজেই এদের কাছে গেলে পরে কার্য্যোদ্ধার করা যায় ; সরল, সাদাসিধে ব্যক্তি ত'। যাঁরা সবসময় ভগবানকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তাঁরা সাদাসিধে, সরল। দস্যু, শয়তান, বদমায়েস তাঁদের কাছে গিয়ে কিছু কার্য্যোদ্ধার করে আসে—এইটা হল নিয়ম এবং সেই হিসাবে তারা মনে করে।

ব্রহ্মা-শিব দুজনেই বলছেন,— তোমরা হরিভজন কর, কৃষ্ণ উপাসনা কর, কৃষ্ণের আরাধনা কর, সাধন-ভজন কর। বুঝি না আমরা। সস্তায় কাজ সারতে চাই। স্বভাবতঃই সুবিধাবাদী যারা তারা যেখানে সস্তায়, কম পরিশ্রমে কার্য্য আদায় করা যায়, সেখানেই দৌড়াদৌড়ি করে। এইজন্য তারা শিবাদির উপাসনা করতে অগ্রসর হয়। সস্তায় কিস্তিমাৎ করা যাবে—এটাই হল তাদের বুদ্ধি। তিনি বা তাঁরা যেটা বলছেন, সেটা শুনছে না। তাঁরা বলছেন—কৃষ্ণভজন কর, হরিভজন কর, হরিনাম কর। তাঁদের আচরণের মধ্যে রয়েছে—"পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি।" সবসময় ভগবানের নাম নিয়ে আছেন ত' তাঁরা।

রাজা প্রাচীনবর্হি আমাদের দেশের মধ্যে ধার্ম্মিক রাজা। তাঁর দশটা ছেলে। তাদের নাম দশভাই প্রচেতা। তিনি যখন মারা যাচ্ছিলেন, তার আগে নারদঋষির দর্শন পেয়েছিলেন। নারদঋষি বসে আছেন সভায়, রাজা প্রাচীনবর্হি অনেক তত্ত্বসিদ্ধান্ত শুনছেন, হঠাৎ দেখলেন কয়েক হাজার ছাগ তারা সব অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? নারদঋষি বললেন,—তুমি যাদের প্রাণ সংহার করেছ তারা। কেন, আমি ত' দেবীর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য করেছিলাম। নারদঋষি বললেন,—দেবী কি তোমাকে বলেছিলেন করতে ওটা? না, তাহলে তুমি করলে কেন? তারাই দাঁড়িয়ে আছে। কিজন্য দাঁড়িয়ে আছে? তোমার বদলা নেবে বলে। আমার বদলা নেবে? হ্যাঁ। ইহসংসারে এই ত' বদলা নেওয়ার ব্যাপার। "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, মশা মারতে গালে চড়।"—একটা লৌকিক কথা আছে। কর্ম্মটা যেমন করব ফলটা ত' তেমন আসবে। Every action has its reaction. হবেই ওটা। তুমি দেবীপূজা করতে গিয়ে এই করে ফেলেছিলে। রেহাই ত' কারও নেই। হিংসার বদলে হিংসা, ওর শেষ নেই। সব জিনিষগুলো এইরকমই।

আমি ত' রাজ্যশাসন করতে গিয়ে বহুরকমের মধ্যে পড়ে গিয়েছি। অনেক ভাল কাজও করেছি, আবার উল্টোপাল্টাও কিছু হয়ে গেছে। নারদঋষির কাছে হরিকথা শুনছেন যিনি তিনি হলেন রাজা প্রাচীনবর্হি। তিনি তাঁর দশ ছেলেকে বলছেন—তোমরা হরিভজন কর, তোমরা আমার মত সংসারী হয়ো না। শাস্ত্রীয় তত্ত্বদর্শন, শাস্ত্রকথা সব শোন জগদ্‌গুরু শিবঠাকুরের কাছে। তাঁরা—দশভাই প্রচেতা গেছেন কৈলাসে। অনেক কষ্ট করে গেছেন তাঁরা, তাঁদের কেউ বাধা দেন নি, কোন জায়গায়

তাঁরা বাধা পান নি কৈলাসে। পৌঁছে দিয়েছেন তাঁদের কৈলাসে শিব-শিবানীর অন্দরমহলে। দণ্ডবৎ-প্রণাম করে তাঁরা বসেছেন, দেখছেন শিব-শিবানী দুজনেই ধ্যানস্থ। ধ্যান যখন ভঙ্গ হল, তখন শিবঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন,—বাবা! তোমাদের কি চাই? দশভাই প্রচেতা বললেন,—আমাদের পিতাঠাকুর আপনার কাছে উপদেশ-নির্দ্দেশ নিতে এবং সাধন-ভজন করতে বলে গেছেন, তাই আপনার কাছে এসেছি। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন তাঁরা। শিবঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমাদের যা যা জানবার বিষয় আছে (বহু প্রশ্ন নিয়ে এসেছ তোমরা), তার কোনও একটা প্রশ্নের কি মীমাংসা হয়েছে এর মধ্যে? তাঁরা বললেন,—হ্যা, একটা প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে। কি বল? আমরা ত' জানতাম আপনি সকলের উপরওয়ালা, কিন্তু এখানে এসে দেখছি আপনাদেরও উপরওয়ালা কেউ একজন আছেন। আপনারা সব ধ্যান করছিলেন? শিবঠাকুর বললেন, হ্যাঁ। আমরা আমাদের উপরওয়ালার ধ্যান করছিলাম। আমরা একান্তভাবে শরণাগত কৃষ্ণের, তাঁর ধ্যান করছিলাম। তাহলে একটা প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে তোমাদের। তখন দশভাই প্রচেতা বললেন,—আমরা কিছু জানি না, বুঝি না, কেমন করে হরিনাম করব, সাধন-ভজন করব? শিবঠাকুর তখন ওদের মহামন্ত্র দান করলেন। মহামন্ত্র মানে কি? মহামন্ত্র মানে যোলনাম বত্রিশ অক্ষর। মহামন্ত্র মানে কি? তারকব্রহ্মনাম, পারকব্রহ্মনাম। তারকব্রহ্ম নাম মানে কি?—যার দ্বারা মুক্তি লাভ হবে। আর 'পারকব্রহ্মনাম' মানে যার দ্বারা প্রেমভক্তি লাভ হবে। উপদেশ করলেন, কৃষ্ণমন্ত্র দান করলেন, নামই প্রধান ব্যাপার বলে বহু উপদেশ করলেন। আবার নামে যাতে সিদ্ধি আসে সেজন্য কৃষ্ণমন্ত্রও দিলেন। সেইসব উপদেশ নিয়ে এসে তাঁরা সাধন-ভজন করলেন। আছে ইতিহাস ভাগবতে, অনেক বিস্তৃত আখ্যান-উপাখ্যান।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিবঠাকুর ভক্তি উপদেশ করছেন। 'ভক্তিরস্য ভজনম্'—ভগবদ্ভজন, হরিভজনই হল ভক্তি। সেই উপদেশই করছেন তিনি। এত বড় দয়া, এত বড় কৃপা ত' সাধারণ কেউ করে না। উনি ত' করছেন। আবার ব্রহ্মাও করছেন। ব্রহ্মা জগদ্‌গুরু, শিবঠাকুরও জগদ্‌গুরু। কথাগুলো লাইন ধরে ধরে বলা হয় যখন সন্ধ্যারতি হয় ঠাকুরের। আরতি-কীর্ত্তনের শেষের দিকে কি আছে? "শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ।" গুরু-পরম্পরায় যেমন আছে, কোন একটা বাদ দিয়ে মাঝখানে পরেরটা বলা হল, আবার কখনও কোনটা পর পর বলা হল, শেষেরটা বাদ গেল—এইরকম ভাবে বলা আছে। রাধারাণীর মহিমা-গানের মধ্যে কি আছে?—"উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিনী। রাধা-অবতার সবে আম্নায়-বাণী।" ঐরকম বিভিন্ন প্রকারের আছে, কিন্তু পরম্পরাটা ঠিক আছে। সব জায়গায় সব শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু লাইনটা ঠিক আছে পরপর। কৃষ্ণ হচ্ছেন উপরওয়ালা, সর্ব্বোপরি Gardian। তিনি বিষয়-বিগ্রহ, সেব্য ভগবান্, তাঁকে প্রথমে ধরা হয়েছে। গুরু-পরম্পরায় প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে ধরা হয়েছে। তারপরে ব্রহ্মা, তারপরে নারদ। "শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।"

তারপরে বাদরায়ণ অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, তারপরে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য। এই রকম পর পর বলা আছে। এঁরা সবাই ত' জগদ্‌গুরু। এখানকার মধ্যে জড়জগতে আমাদের যাদের চিন্তাটা বেশী হয়, তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা, শিব একটু জোরদার। জগদ্‌গুরুর দায়িত্ব, কর্ত্তব্য সব পালন করছেন এঁরা। পারমার্থিক জ্ঞানে উদ্ভাসিত এঁরা এবং সকলকে পারমার্থিক জ্ঞানে উদ্ভাসিত করাবার জন্য বসে আছেন এঁরা। উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু বোকা হতভাগা আমরা, তাঁদের উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝে উঠতে পারি না। সেইজন্য মনে করি খুব জোরদার ঠাকুর এই দুজন। কৃষ্ণ যে সকলের উপরওয়ালা, সেটা বুঝতে পারি না। মাঝখানে যাঁরা আছেন, তাঁদেরই মনে করছি এঁরা খুব জোরদার। বহু বহু উপরওয়ালা Guardian চুপ করে বসে আছেন। বেশী কথা বলেন না। কিন্তু দারোগাবাবুর ফড়্‌ফড়ানি আর চট্‌পটানি সে কে হিসাব করবে? সাধারণ গ্রাম্যলোকের ভয় খুব, ভাবে এই দারোগাবাবু বোধ হয় সবথেকে বড়। ভুল বুঝাবুঝি হয় সংসারে। অনেকেরই ভিতরে ভুল আছে—বোধ হয় এই শিবাদি দেবতা বোধ হয় সর্ব্বোপরি Guardian। তা নয়। এঁদের নিজেদের মধ্যে যে অহঙ্কার, সেটা হল আমরা ভগবৎসেবক। এই বিচার ওঁদের। আর তত্ত্বতঃ তাই। এই জিনিষটা বুঝাবার জন্য—আমাদের মধ্যে যে ভুল ধারণাটা আছে, সেগুলোকে বুঝাবার জন্য একটা শ্লোক এল।

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজনোঽপি শৈবঃ স্বয়ম্
তথা সদৃশমস্তু বা বিধি-হরাদি-মূর্ত্তিত্রয়ম্।
বিলোক্য ভব-বেধসঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমম্
প্রণম্য শিরসাপি তান্ বয়মুপেন্দ্রদাসাঃ স্মৃতাঃ।।

শ্লোক নিয়ে আলোচনা খুব কমই হয়, তথাপি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে শ্লোকটার খুব আদর আছে। "শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ"—আমাদের ধারণানুসারে শ্লোকটা এসে গেছে। কিরকম? ধরে নেওয়া হোক, শিবঠাকুর পরম বৈষ্ণব। 'কিমজনোঽপি শৈবঃ স্বয়ম্'—ধরে নেওয়া হোক পদ্মযোনি ব্রহ্মা তিনি শিব হয়ে গেলেন। বিচারটা কি করব আমরা? বিচারের ক্ষেত্রটা ঠিক আসেনি এখনও। 'শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ' একজন বলছেন, আর একজন বলছেন,—'কিমজনোঽপি শৈবঃ স্বয়ম্।' ধরে নেওয়া হল পদ্মযোনি ব্রহ্মা শিব হয়ে গেলেন, আবার কেউ একজন এসে বলছেন, না না ওটা ঠিক নয়, 'তথা সদৃশমস্তু বা বিধি-হরাদি-মূর্ত্তিত্রয়ম্।" মূর্ত্তিত্রয় আবার কোথায় পেলেন? শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু—তিনজন হয়ে গেলেন। এরা তিনজনেই সমান—This three are of equal quality. বিচারটা এখানে দেখাচ্ছেন। আমরা কি করব? এই তিনজনকে কি বলে মানব? এঁরা তিনজনেই সমান—এ কথা যদি বলা যায়, তাহলে তত্ত্বসিদ্ধান্তে ভুল হয়ে যায়। এর মধ্যে শিব, ব্রহ্মা দুজন হলেন সেবক, ভক্ত, উপাসক। আর বিষ্ণু যিনি আছেন, তিনি হলেন উপরওয়ালা, বিষয়-বিগ্রহ, মালিক। এঁরা তিনজনই একই রকমের অধিকারী—একথা বললে তত্ত্ববিভ্রম, তত্ত্ব ভুল হয়। 'বিলোক্য ভব-

বেধসঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমম্।" এই তিনজনের মধ্যে 'ভববেধসঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং শিবঠাকুর হচ্ছেন ভক্ত, বৈষ্ণব। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, Enlisted বৈষ্ণব। ভাগবতে যে তালিকা দেওয়া আছে বৈষ্ণবের, তার মধ্যে এঁদের নাম দেওয়া আছে। আর আমাদের পরিচয় কি? 'প্রণম্য শিরসাপি তান্'। আমরাও বৈষ্ণবের পদাবলেহী, আমরা এঁদের প্রণাম জানাই। আমাদের পরিচয় কি? 'বয়মুপেন্দ্রদাসাঃ স্মৃতাঃ'—আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমরা সব ভগবানেরই ভৃত্য। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব এঁদের দুজনকে প্রণাম জানাচ্ছে। এখন তত্ত্বদর্শনটা আবার পরিষ্কার করে বলছেন,—

"প্রহ্লাদ-রাবণানুজ-বলি-ব্যাসাম্বরীষাদয়ো
বিষ্ণুপাসনায়ৈব তেঽপি চ ভবাদীনাং প্রিয়া জজ্ঞিরে।"

কি মানে হল? প্রহ্লাদ, রাবণানুজ অর্থাৎ বিভীষণ, বলিরাজ, ব্যাস, অম্বরীষ মহারাজ ইত্যাদি। এঁরা সব বিষ্ণুভক্ত, ভগবদ্ভক্ত। সেইজন্য এঁদের কি বলা হল? এঁরা সব বৈষ্ণব। 'বিষ্ণুদাস-হরিগোত্রাণি বৈষ্ণবাঃ' হরিনামামৃত ব্যাকরণে সূত্র আছে। যেহেতু এঁরা বৈষ্ণব সেহেতু আর এক বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ নেই, এঁরা সব বিষ্ণুভক্ত। সুতরাং শিব-ব্রহ্মাদিরও এঁরা প্রিয়। এখন উল্টোপাল্টা যারা—অবৈষ্ণব-পর্য্যায়ে যারা তাদের তালিকা আসছে এবার।

"যেন্যে রাবণ-বাণ-বৃক-পৌণ্ড্রকান্ধকাদি-জনাঃ
তদ্ভৃত্যা ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ।।"

রাবণ রাজা, বাণ রাজা, বৃকাসুর, পৌণ্ড্রক, অন্ধক এদের সব নাম বলে যাচ্ছেন। 'তদ্ভৃত্যা ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ।' এরা সবই শিব-শিবানীর ভক্ত। ভক্ত হলে কি হবে, এরা সব শিব-শিবানীর আরাধনা করতে পারেন নি, সেবা করতে পারেন নি, ভক্ত হতে পারেন নি ঠিক ঠিক। 'ন চ হরেঃ' এঁদের প্রিয় হতে পারলেন না শিব-শিবানী, ব্রহ্ম-ব্রহ্মানী। ভগবান্ শ্রীহরিরও সন্তুষ্টি বিধান করতে পারেন নি এরা। 'তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ'—সুতরাং এরা জগতের শত্রু। 'দেববিশ্বদ্রুহোঽপি'—এরা দেবদ্রোহী, বিশ্বদ্রোহী। একটু ব্যাখ্যা করলে ভাল হয়।

শিব-শিবানীর ভক্ত হতে গেছে বৃকাসুর। খুব কঠোর তপস্যা লাগিয়ে দিয়েছে। গা থেকে মাংস কেটে কেটে যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছে—'ওঁ শিবায় স্বাহা, ওঁ শিবায় স্বাহা' বলে। মাংস আর গায়ে নেই, শুধু হাড়গুলো আছে। শেষকালে অস্ত্র নিয়েছে নিজের গলাটা কাটবে বলে। সেইসময় শিবঠাকুর যজ্ঞাগ্নি থেকে উঠে এলেন। থাম, মরতে হবে না তোমার, কি চাও বল? তখন বলছে সেই বৃকাসুর, আমি বর চাই তোমার কাছে। কি বর চাও বল? আগে থেকে প্রস্তুত হয়েছিল কি বর চাইবে। যেই বলেছেন শিবঠাকুর কি বর চাও বল, সঙ্গে সঙ্গে বলছে—'আমি যার মাথায় হাত দেব, সে ভস্ম হয়ে যাক্।' এ ত' আচ্ছা শয়তান, বদমায়েস্! ঠিক আছে, আমি যখন বর দেব বলেছি, আমি সত্যবাদী, তথাস্তু। যেই বলেছেন শিবঠাকুর তথাস্তু, অমনই সঙ্গে সঙ্গে

শিবঠাকুরের মাথায় হাত দেওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করেছে। ভোলানাথ, আশুতোষ অল্পেতে সন্তুষ্ট, একটু জল আর বেলপাতা পেলে হল। ব্যাস, এখন নাও ঠেলা, দৌড়াদৌড়ি। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে দৌড়াদৌড়ি চলছে। ভগবান্ দেখলেন, পাগলা শিবকে নিয়ে ত' মহামুস্কিল্। এঁরা ত' সবসময় আমার নাম নিয়ে পাগল, তা এখন আমাকেই বাঁচাতে হবে, আমি উপরওয়ালা, আমাকেই ব্যবস্থা নিতে হয়। তুমি আমার কাছে চলে এস। ভগবান্ তাঁকে ডেকে নিলেন। ঐ অসুরটাও হাত বাড়িয়ে দৌড়াচ্ছে। শিবঠাকুরকে কখনও ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাবে ঐ হারামজাদা? পারল না। যেই ভগবানের কাছে গিয়েছেন শিবঠাকুর, তখন ভগবান্ বললেন,—তুমি লুকিয়ে পড়। ভিতরে চলে যাও। অসুরটা একটু পিছনে পড়েছে, তাই দেরীতে পৌঁছেছে। কি ব্যাপার! এত ঠেলাঠেলি কেন? এত দৌড়াদৌড়ি কেন? আমি ত' প্রথমে বুঝেছিলাম তুমি খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু তোমার এই অবস্থা দেখে আমি বুঝে নিয়েছি তোমার মত বোকা, আহাম্মক খুব কমই আছে।

বৃকাসুর বললেন,—আমাকে শিবঠাকুর বর দেবেন বলেছেন, আশীর্ব্বাদ করেছেন। তুমি সেই বর পরীক্ষা করছ? হ্যাঁ। পাগল লোক, কখন কাকে কি বলে ঠিক নেই। মাথাটা গণ্ডগোল আছে। কিন্তু অল্পেতে সন্তুষ্ট, এটা মানতেই হবে। জল আর বেলপাতা দিলেই হল। ওঁর একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমরা। ভগবান্ ওখানে ব্রহ্মচারী-বেষ ধারণ করে দণ্ড-কমণ্ডলু, মালা ইত্যাদি নিয়ে বসে আছেন। আমরা বিশ্বাস করি না শিবঠাকুরকে। তুমি একটা বোকা লোক বলে ওই শিবঠাকুরের কথায় বিশ্বাস করছ। কি বলেছে? বলেছে আমি যার মাথায় হাত দেব, সে ভস্ম হয়ে যাবে। বোকা কোথাকার! অত পরীক্ষার কি দরকার আছে? তুমি তোমার নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখ না। ভগবানের মায়া! বৃকাসুর যেই নিজের মাথায় হাত দিয়ে দিয়েছে অমনই ভস্ম হয়ে গেল। তখন আর তার নাম বৃকাসুর থাকল না, ভস্মাসুর।

যখন বৃকাসুর ভস্ম হয়ে গেল তখন ভগবান্ ডেকেছেন শিবঠাকুরকে—ও শিবঠাকুর, তুমি এদিকে এস, কাজ শেষ। শিবঠাকুর এসেছেন। আচ্ছা এই যে অসুরটা মারা গেল, আর তুমিও বেঁচে গেলে, অসুরটাকে কে মারল? অসুরটা ওর নিজের কর্ম্মফলে মারা গেল। তত্ত্বদর্শী ত' শিবঠাকুর। তুমি যখন আছ সর্ব্বোপরি মালিক আমার তখন আর চিন্তা কি? ভগবান্ বলছেন,—না, না, তুমি পরম ভক্ত আমার। আমারই তত্ত্বদর্শন তুমি জগতে প্রচার কর। এহেন জগদ্‌গুরু শিব তুমি। তোমার প্রতি যে বিদ্বেষ আচরণ করে, তাকে আমি কখনও সহ্য করি না। ওর পাপের ফলে ও মরেছে। ভগবান্ বললেন,—তুমি জগদ্‌গুরু শিব, তোমার অবমাননার জন্য ওর এই গতি হয়েছে। শিবঠাকুরের প্রশংসা করে যাচ্ছেন পরে। তত্ত্বদর্শনগুলো ত' এইরকম আছে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ শ্রাবণ, ১৪০৭ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০০

যারা শিবঠাকুর, শিবানীকে উপাসনা করতে যাচ্ছে, তারা কার্য্যোদ্ধার করবার জন্য যাচ্ছে। তাঁকে ভালবেসে তাঁর ব্যবস্থাপত্র মেনে নেওয়া, তা নয় ; তাঁর ব্যবস্থানুসারে নামভজন করবে, তা নয়, নিজের সুবিধা সংগ্রহ করবার জন্য যাচ্ছে। তাদের ওইরকম সাজা হয়ে যায়। "তোর শীল তোর নোড়া, তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া"—একটা কথা আছে ত'। এই সংসারে কিছু সুবিধাবাদী লোক বসে আছে। তারা শুধু নিজের সুবিধাটা কি করে হয়, সেইটাই নিয়ে ব্যস্ত তারা। সাধন-ভজন কখনও তারা বোঝে না, বুঝার চেষ্টা করেও না।

আবার এই শিবঠাকুর যখন ভগবানের বিভিন্ন নির্দ্দেশ পালন করছেন, সেখানে বিভিন্নরকম কাজ করতে হচ্ছে তাঁকে। বিভিন্ন রকমের অসম্ভবও সম্ভব করতে হচ্ছে তাঁকে। যাঁরা সবসময় ভগবানের নামেতে বিভোর আছেন, তাঁদের আবার কি করতে হয়? তিনি যখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন সেই মূর্ত্তির নাম হল 'মহাকাল' মূর্ত্তি। মহাকালমূর্ত্তিতে জগৎ ধ্বংস হয়। ঐ 'মহাকাল'-শব্দই আবার স্ত্রীলিঙ্গে কি হল? মহাকালী, রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি। হরিভজন করার যে মূর্ত্তি বৈষ্ণবগণ সেই মূর্ত্তিরই উপাসনা করেন, সেই পরম বৈষ্ণব যে শম্ভু তাঁর উপাসনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উদাহরণ দিচ্ছেন, সেখানে বলছেন,—

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা।।"

শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা-মাহাত্ম্য বলতে গিয়েই বলছেন এটা। 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু'। বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?—শম্ভু শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। 'দেবানামচ্যুতো যথা'—সমস্ত দেবতাগণের উপরওয়ালা হচ্ছেন অচ্যুত ভগবান্ কৃষ্ণ। সকলের উপরওয়ালা—Supreme Authority । 'নিম্নগানাং যথা গঙ্গা'—স্রোতস্বিনীর মধ্যে গঙ্গাদেবী এবং 'পুরাণানামিদং তথা'—পুরাণগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ বললেন। তাহলে কেবলমাত্র শিবঠাকুরের কথা এল? তা ত' নয়। দ্বাদশজন মহাভাগবতের তালিকা আছে শ্রীমদ্ভাগবতে।—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্।।

এই দ্বাদশজন বৈষ্ণব-মহাজন। এছাড়া আরও তালিকা আছে। দালভ্য ইত্যাদির বর্ণনা আছে অন্যত্র। তাহলে এঁরা কে, তা ত' জানতে হবে আমাদের। এঁরা সবই বৈষ্ণব-মহাজন, জগদ্‌গুরু-তত্ত্ব। সেই দায়িত্ব দেওয়া আছে এঁদের পরে। মানুষ যে সংসারে পচে, খসে, গলে মরছে, জন্মের পর জন্ম ঘুরছে ঘূর্ণিপাকে, এঁরা তাদের আত্মকল্যাণ চিন্তার জন্য দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে
সাদর আহ্বান

☎২৩৬৯১

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ—তুরা, পিন্ - ৭৯৪০০১
জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও উক্ত মঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে আগামী ২৫শে শ্রাবণ, ১৪০৭ (ইং ১০।৮।২০০০), বৃহস্পতিবার হইতে ৩০শে শ্রাবণ (ইং ১৫।৮।২০০০) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ষষ্ঠ দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও ৬ই ভাদ্র (ইং ২৩।৮।২০০০), বুধবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উক্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, ধর্ম্মসভা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্র এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন তথা বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ এবং শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

৩১শে আষাঢ়, ১৪০৭

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সেবকবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ শ্রাবণ, ১৪০৭ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০০

শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী

৫ই ভাদ্র (ইং ২২।৮।২০০০), মঙ্গলবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।
পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
অপরাহ্নে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।
গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও গীতি-কীর্ত্তন।
রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

৬ই ভাদ্র (ইং ২৩।৮।২০০০), বুধবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।
নগর-সঙ্কীর্ত্তন—মঙ্গলারতি অন্তে প্রাতঃ হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা পর্য্যন্ত নগর-পরিক্রমা।
পূর্ব্বাহ্নে—৮-৩০ টার পর সম্পূর্ণ দিবস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রসঙ্গ পারায়ণ।
সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।
রাত্রি—৮টা হইতে ধর্ম্মসভা, রামমঙ্গল ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

৭ই ভাদ্র (ইং ২৪।৮।২০০০), বৃহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।
পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।
সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভা, পরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

---

* "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট"-এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান (৮০জি ধারা) আয়কর-মুক্ত।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

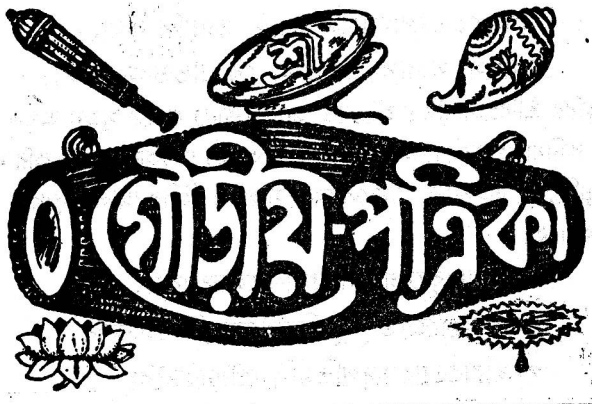

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥ নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫২শ বর্ষ } ৪ পদ্মনাভ, বাসুদেব, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ৩১ ভাদ্র, রবিবার, ১৪০৭, ইং ১৭/৯/২০০০ { ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীস্বনিয়ম-দশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর-শচীগর্ভজ-পদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বাসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ।। ১।।

শ্রীগুরুদেবে, ইষ্টমন্ত্রে, শ্রীহরিনামে. প্রভুবর শ্রীশচীনন্দনের শ্রীপাদপদ্মে, সগণ শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভু, শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু ও শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতন-গোস্বামি-প্রভুতে, গিরিবর শ্রীগোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, শ্রীমথুরা-ধামে, শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীগোষ্ঠে, শুদ্ধভক্তে ও শ্রীগোষ্ঠবাসি-জনে আমার নিরতিশয় রতি হউক।। ১।।

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনুসনাথেঽপি সুজনাদ্
রসাস্বাদং প্রেম্না দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভি তত্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্।। ২।।

শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহাধিষ্ঠিত হইলেও অন্য (কোন) ক্ষেত্রে সুজন অর্থাৎ বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করিয়া প্রেমভরে রসাস্বাদনপূর্ব্বক (আমি) ক্ষণকালও বাস করি না ; কিন্তু, এই ব্রজভূমিতেই এইসকল গ্রাম্যলোকের সহিতও বিবিধ আলাপপূর্ব্বক প্রতিজন্মে বাস করিব।। ২।।

সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল-খেলাস্থলযুজং
ব্রজং সদ্যজ্যৈতদ্-যুগবিরহিতোঽপি ক্রুটিমপি।
পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি ন হি চলামীক্ষিতুমপি।। ৩।।

আমি যুগের (অতি দীর্ঘকালের) বিরহী হইলেও সর্ব্বদা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উচ্ছ্বসিত অতুলনীয় লীলার স্থান-সম্বলিত এই শ্রীব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ ঐশ্বর্য্যে দীপ্তিমান্ শ্রীযদুপতিকেও তাঁহার কথায় দর্শন করিবার আশায় অত্যল্পকালের জন্যও শ্রীদ্বারকায় আর যাইবই না।। ৩।।

গতোন্মাদৈ রাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্টহৃদয়া
স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতিতটে।
তদাহং তত্রৈবোদ্ধতমতি পতামি ব্রজপুরাৎ
সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্রাদপি জবাৎ।। ৪।।

শ্রীরাধা চিত্তের উন্মাদনায় দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত-হৃদয়ে নিশ্চয়ই বিরাজ করিতেছেন,—ইহা যদি কর্ণে শ্রবণ করি, তখন আমি মন হইতেও অধিকবেগে, শ্রীগরুড় হইতেও দ্রুতবেগে শ্রীবৃন্দাবন হইতে উড়িয়া গিয়া তথায়ই—শ্রীদ্বারকাতেই গর্ব্বিত-হৃদয়ে পতিত হইব।। ৪।।

অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতিমৃদুর্ব্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎকারুণ্যঃ প্রগুণকরুণাহীন ইতি বা।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং সূনুর্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ।। ৫।।

আদি-রহিত বা আদিসহিত, কঠিন বা অতিকোমল, পদে পদে প্রকটিত কৃপাবিশিষ্ট অথবা নিতান্ত দয়া-রহিত—এইরূপ, পরব্যোমেশ্বর শ্রীনারায়ণ অপেক্ষাও অধিক

উৎকর্ষযুক্ত অথবা সামান্য নরমাত্র হউন,—এই গোষ্ঠে ব্রজরাজের এই পুত্র প্রতিজন্মে আমার প্রভুবর হউন।। ৫।।

অনাদৃত্যোদ্‌গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্।। ৬।।

শ্রীনারদাদি মুনিগণ-কর্ত্তৃকও এবং সমস্ত বেদাদিশাস্ত্র-কর্ত্তৃকও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রধানা প্রিয়তমা বলিয়া উদ্ঘোষিত (সেই) শ্রীরাধাকে অনাদরপূর্ব্বক যে কপটী ব্যক্তি দম্ভভরে একল শ্রীগোবিন্দকে ভজন করে, আমি তাহার শুষ্ক-সান্নিধ্যে মুহূর্ত্তকালের জন্যও গমন করি না,—ইহা (আমার) ব্রত।। ৬।।

অজাণ্ডে রাধেতি-স্ফুরদভিধয়া সিক্তজনয়া-
হনয়া সাকং কৃষ্ণ ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্।। ৭।।

এই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে যিনি 'শ্রীরাধা'—এই মুখ্য বা উজ্জ্বল নামদ্বারা সকল মানবকে প্রেমাপ্লুতকারিণী ইঁহার (শ্রীরাধার) সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমভরে প্রণত হইয়া ভজনা করেন, আহা! প্রত্যহ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া সেই চরণামৃত (আমি) অতীব আনন্দের সহিত নিত্যকাল পান করিয়া মস্তকে ধারণ করি।। ৭।।

পরিত্যক্তঃ প্রেয়োজন-সমুদয়ৈর্বাঢ়মসুধী-
র্দুরন্ধো নীরন্ধ্রং কদনভরবার্দ্ধৌ নিপতিতঃ।
তৃণং দন্তৈর্দষ্ট্বা চটুভিরভিযাচেঽদ্য কৃপয়া
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদনলিনান্তং নয়তু মাম্।। ৮।।

শ্রীরূপ-সনাতনাদি প্রিয়তম জনগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, সত্য-সত্যই অজ্ঞান, অতিশয় অন্ধ, নানা যাতনাপূর্ণ সমুদ্রে উপায়হীনরূপে নিপতিত (আমি) অদ্য দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক কাকুতির সহিত প্রার্থনা করিতেছি,—স্বয়ং শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করুন।। ৮।।

ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি-পুরতঃ।। ৯।।

আমি ব্রজধামোৎপন্ন দুগ্ধাদি ভোজ্য, বস্ত্র ও পাত্রাদি দ্রব্যসমূহদ্বারা দম্ভহীনভাবে

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া নিয়মসহকারে শ্রীরাধাকুণ্ডে ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনেই বাস করিব এবং সময় হইলে প্রিয়তম সরোবরেই (শ্রীরাধাকুণ্ডেই) শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভৃতির সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।। ৯।।

স্ফুরল্লক্ষ্মী-লক্ষ্মী-ব্রজবিজয়িলক্ষ্মীভর-লসদ্-
বপুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বা-স্মরনিকর-দীব্যদ্-গিরিভৃতোঃ।
বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধবরিবস্যাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীরূপাখ্যপ্রিয়তমজনস্যৈব পরমঃ।। ১০।।

(আমি) 'শ্রীরূপ'-নামক প্রিয়তমজনের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াই কুঞ্জাদিতে নির্জ্জনে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রকাশমান রূপরাশির পরাভবকারী রূপভরে শোভমানদেহা শ্রীরাধিকা ও কন্দর্পসমুদয়ের ন্যায় দেদীপ্যমান শ্রীগিরিধারীর বিবিধসেবা সানন্দে সম্পাদন করিব।। ১০।।

কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজ-নিয়মশংসি-স্তবমিমং
পঠেদ্ যো বিস্রব্ধঃ প্রিয়যুগলরূপেঽর্পিতমনাঃ।
দৃঢ়ং গোষ্ঠে হৃষ্টো বসতি-বসতিং প্রাপ্য সময়ে
মুদা রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি স হি তেনৈব সহিতঃ।। ১১।।

কোনও অকিঞ্চনের বিরচিত নিজের নিয়ম-সূচক এই স্তবটী যিনি শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীরূপে (অথবা প্রেম-পরায়ণ শ্রীরূপ-প্রভুতে) চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক বিশ্বাসের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি সময়ে ব্রজধামে নিশ্চয়ই স্থান লাভ করিয়া সানন্দে বাস করিবেন এবং তাঁহারই (শ্রীরূপপ্রভুরই) সহিত আনন্দে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন।। ১১।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৬ পৃষ্ঠার পর]

প্রয়োজনতত্ত্ব

১। 'প্রয়োজন' কাহাকে বলে?

" 'আমি কে? এই জড়ব্রহ্মাণ্ডই বা কি? ভগবদ্বস্তুই বা কি? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি?'—এই চারিটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' হয়। সম্বন্ধজ্ঞান-প্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি? ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পর যে-রকম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম—'প্রয়োজন'।" —অঃ প্রঃ ভাঃ অ ৭।১৪৬

২। প্রকৃত প্রয়োজন কি?

"সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহ-সুখ বা বাসনা-সুখ যথার্থ নিত্য-সুখ নয়। চিৎসুখই সুখ। তাহাই প্রয়োজন। অত্যন্ত মোক্ষে অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি বই কোনপ্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যসুখরূপ প্রয়োজন-জ্ঞানদ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয়-আচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয়।"

—'প্রয়োজন-বিচারঃ', শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।২

৩। একমাত্র মঙ্গলময় প্রয়োজন কি?

"তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্য মানবগণ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। প্রীতিই মধু। প্রীতি কৃষ্ণবিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর-বিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয়। সুতরাং পূর্ত্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্ম্মের, অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেয়শ্চেষ্টার চরমফলরূপে ভগবৎপ্রীতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাই জীবের শাস্ত্রাভিধেয় পালনের একান্ত মঙ্গলময় ফল।"

—'প্রয়োজন-বিচারঃ', শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।১১

৪। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা কিরূপ?

" 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই বুদ্ধির অনুগত যে-সমস্ত বাঞ্ছা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হইতে পারে। 'আমি ফলভোক্তা'—এই বুদ্ধি হইতে যে-সমস্ত বাঞ্ছার উদয়, সে-সমস্তই কামবাঞ্ছা।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ আ ৪।১৬৫-১৬৮

৫। জীবাত্মার স্বাভাবিক ভজন কি?

"জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৪।১৯৭

৬। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত জনের ভজন-চাতুর্য্য কি?

"অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করত বাহ্যে নিরন্তর নাম-আশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজন-চাতুরী।"

—পীঃ পঃ বৃঃ ১১, সঃ তোঃ ৯।১১

চতুর্ব্বর্গ

১। স্বর্গাদি-সুখেচ্ছায় উপবাস-ব্রতাদি পালনের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয় কি?

"ওরে মন, কর্ম্মের কুহরে গেল কাল।
স্বর্গাদি সুখের আশে, পড়িলাম কর্ম্মফাঁসে,
ঊর্ণনাভ-সম কর্ম্মজাল।।

উপবাস-ব্রত ধরি', নানা কায়ঃক্লেশ করি',
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার।
মরিলাম নিজ-দোষে, জরা-মরণের ফাঁসে,
হইবারে নারিনু উদ্ধার।।"

—'অনুতাপ-লক্ষণ-উপলব্ধি', ৩, কঃ কঃ

২। 'কাম' ও 'প্রেম' কি স্বরূপতঃ এক?

"কামে-প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়।।"

—'উপদেশ', ১৮, কঃ কঃ

৩। কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য জীবের সর্ব্বনাশকর কেন?

"কেবল বৈরাগ্য করি', তাহা না পাইতে পারি,
কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই।
বৈরাগ্য-জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন গলে,
জীবের কৈবল্য হয় ভাই।।
কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ব্বনাশ বলি তাই,
কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার।
এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল,
কৈবল্যের করহ বিচার।।"

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৪। সাযুজ্যমুক্তি নিরর্থক কেন?

"ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানুসন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্যরূপ দোষ-বিশেষ; যেহেতু তাহাতে কিছু মাত্র আনন্দ নাই; জীবেরও কোন লাভ নাই এবং ব্রহ্মেরও কোনপ্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না।"

—কৃঃ সং ৮।২৩

৫। সাযুজ্যমুক্তি শ্লাঘ্যা নহে কেন?

"যে-সকল দৈত্যকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায়?"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

৬। ব্রহ্মসাযুজ্য হইতেও ঈশ্বরসাযুজ্য অধিকতর ঘৃণার্হ কেন?

"সাযুজ্য দুইপ্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতে,

জীবের চরম ফল—ব্রহ্মসাযুজ্য ; পাতঞ্জল-মতে, কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বর-সাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্মসাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানদ্বারা নির্ব্বিশেষ-গতি-লাভ ; কিন্তু সবিশেষ-ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনাদোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। 'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষঃ ঈশ্বরঃ।' 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ।' এতদ্দ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে 'পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি'—এই সূত্রদ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অন্য পুরুষ ঈশ্বরের অবস্থানাভাব। সবিশেষ-তত্ত্বাশ্রয়চ্ছলে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাৎপর্য্য এই যে, (যোগ-পন্থায়) সবিশেষ-তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ ফল না হইয়া অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তী ধিক্কারযোগ্য ফল হইল।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।২৬৯

৭। সাযুজ্য-মুক্তি-সুখ হইতে ভক্তি-সুখের অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠত্ব কেন?

"সাযুজ্য-মুক্তিসুখ সর্ব্বদাই কেবল অস্ফুট, সুতরাং ক্ষুদ্র ও একাকার। ভক্তিসুখ একরূপ হইয়াও অদ্ভুতরূপে বহুরূপ। শ্রীহরির মহাভক্তিবিলাস—মাধুরীভর, সুতরাং তদুভয়প্রকার সুখই সর্ব্বদা পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ প্রতিযোগী। ভক্তিসুখ যাঁহারা আস্বাদন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে তাহা অবিতর্ক্য।"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

চাতুর্ম্মাস্য

সর্ব্বশাস্ত্রেই চাতুর্ম্মাস্যের উল্লেখ

বেদ-শাস্ত্রে অনেকস্থলে চাতুর্ম্মাস্য-যাজির কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্ব উল্লিখিত আছে। **ধর্ম্মশাস্ত্রেও** সৎকর্ম্মীর চাতুর্ম্মাস্য-ব্যবস্থার অভাব নাই। **পুরাণের** মধ্যেও নানাস্থলে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক স্মৃতিনিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য-বিধান, পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। **পরমার্থ-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস** অথবা রঘুনন্দনের **কৃত্য-তত্ত্বেও** আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কর্ম্মী, জ্ঞানী—একদণ্ডী ও ভক্ত—ত্রিদণ্ডী সকলের জন্যই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুর্ম্মাস্য-যাজির ফল কথিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কাঠক গৃহ্যসূত্রেও আমরা যতিধর্ম্ম নিরূপণে পাঠ করি যে,—

"একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্।
বর্ষাভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ।।"

একদণ্ডী জ্ঞানীগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের চাতুর্ম্মাস্য

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস কাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরেই গমন করিতেন ও তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

চারি আশ্রমের হিন্দুমাত্রেরই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চারিপ্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্টসাধ্য বলিয়া ঐ সকল প্রাচীন রীতি ক্রমশঃ সমাজবক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামী কর্ম্মিগণে অথবা নিষ্কাম ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান হিন্দুমাত্রেই সকলেই করিয়া থাকেন।

চাতুর্ম্মাস্যে ভোগ-পরিত্যাগের আদর্শ

ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভোগ-ত্যাগ-বিধান—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সমাজেই সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বি-আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিতেছেন।

গৃহস্থের ভোগ,—ত্যাগেরই উদ্দেশ্যে

আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ-ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার মধ্যে মধ্যে অধিকার পান, তাঁহারাও বৎসরের বর্ষাকাল বা চারিমাস ভোগ-ত্যাগ-বিধি পালন করিয়া **অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ ত্যক্তভোগ হইয়া বাস করেন।**

অসমর্থ-পক্ষে কার্ত্তিক অর্থাৎ ঊর্জ্জা-বিধি পালন কর্ত্তব্য

যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারও কেবল ঊর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে নিয়মসেবা পালন করাই বিধি। **ভক্তগণ কেহ কেহ**

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য-বিধানের আবশ্যকতা নাই। উহা অসমর্থের অনুকল্প বিধিমাত্র। চারিমাস কাল নিয়মাধীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের ধর্ম্মে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল নিরূপণ

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহ-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে।।
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ।।"

আষাঢ় মাসে শুক্লা-দ্বাদশী-তিথি হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা-দ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস কাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট-সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস-কাল উপরিলিখিত তিন প্রকার বিচার অবলম্বনে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে অসমর্থ, তাঁহারা নিয়মসেবা পালনপর হইয়া কার্ত্তিক মাসে স্বীয় মন্ত্র-জপাদিদ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। **উর্জ্জব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য, ইহা চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম** বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিক শুক্লা-দ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশদিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন।

হরি-শয়নে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের অকরণে প্রত্যবায়

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাসকাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্রে বলেন,—

ইত্যাশ্বাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্ণীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে।। (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৫৯)

অর্থাৎ—ব্রতী ব্যক্তি "হে জগন্নাথ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয় এবং আপনার জাগরণে জগৎ জাগরিত হয়। হে অচ্যুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্"—এইরূপ আশ্বাস করিয়া প্রভুর অগ্রে কৃষ্ণভক্তি-বৃদ্ধির নিমিত্ত চারিমাসে কর্ত্তব্য-কার্য্যের নিয়ম গ্রহণ করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৭ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০০

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।"

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬০ সংখ্যা-ধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্যাদি যাপন করে, সে মূর্খ এবং জীবিত অবস্থায় মৃততুল্য।

ব্রতে গ্রহণীয় ও বর্জ্জনীয়

ব্রতের গ্রহণীয় বিধিতে—ভগবানের নিয়ম, সেবা ও জপ-সঙ্কীর্ত্তনাদি। স্কন্দপুরাণ ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে,—

জপ-হোমাদ্যনুষ্ঠানং নাম-সঙ্কীর্ত্তনস্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ।। (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬৫)

অর্থাৎ নিয়মধারী পণ্ডিত ব্যক্তি জপ, হোমাদির অনুষ্ঠান এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তন স্বীকার করিয়া ভগবানের নিকট "হে দেব! আপনার অগ্রে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, হে কেশব! আপনার অনুগ্রহে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউক"—এইরূপ প্রার্থনা করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের বর্জ্জনীয়-বিচারে লিখিয়াছেন,—

"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬১সংখ্যা-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন)

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ, কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ক ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগত্যাগ করিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

"রুচ্যং তত্তৎকাল-লভ্যং ফল-মূলাদি বর্জ্জয়েৎ।"

কালোচিত ফলমূল যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয় ; সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন করিয়া সংযত হইয়া হরি-কীর্ত্তন করিবে।

হরি-শয়নে নিষ্পাব বা সিম, রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুন এবং পর্য্যুষিত বা বাসি দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা বেগুন বা সাহেব-বেগুন অশুদ্ধ, তাহাই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। সমর্থপক্ষে পটোল, বেগুন প্রভৃতি সুখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

অসমর্থ-পক্ষে রুচির অনুকূল বিষয়-সঙ্কোচনই হরিসেবায় উৎসাহ-বর্দ্ধক

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে ; তজ্জন্য সমর্থপক্ষে যতগুলি ত্যাগ

করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মিগণ ভোগপর, তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর, ত্যাগদ্বারা অভিনিবেশ শ্লথ হইলে ভগবদুন্মুখতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্ম ও নিত্য হরিসেবন-ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারে যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

সমর্থ-পক্ষে ব্রত-পালনের বিধিসমূহ

চাতুর্ম্মাস্য কালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবারমাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরিশয়ন-কালে বিলাস-শয্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগই প্রশস্ত, যেহেতু উহাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ—মনের অনিত্য-বৃত্তি এবং কর্ম্মযোগ বা হঠযোগ—দেহ ও কিঞ্চিন্মানস বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চারিমাস কাল মৌন-ব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরি-কীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্র-রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবনোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়। ভজনের সুষ্ঠুতায় ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জ্ঞানে ভক্তের চাতুর্ম্মাস্য-বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরিশয়ন-কালে নিয়মে অবস্থান করা—বিধিশাস্ত্রের আদেশ।

তস্মিন্ কালে চ মদ্ভক্তো যো মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠমানবঃ।। (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৭৩)

হে পাণ্ডব! ঐকালে (শ্রীভগবানের চারিমাস কাল শয়ন-সময়ে) আমার যে ভক্ত বহু বহু ব্রত-নিয়মদ্বারা বা উক্ত চারিমাস কাল ক্ষেপণ করেন, তাঁহারাই মানবশ্রেষ্ঠ।

এতদ্ব্যতীত নক্তভোজন, পঞ্চগব্যাশন, তীর্থস্নান, অযাচিত ভোজন, হরিমন্দিরে গীতবাদ্য, শাস্ত্রামোদদ্বারা লোক-প্রমোদন, অতৈলস্নান প্রভৃতিও চাতুর্ম্মাস্যে নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সমর্থবান্-পক্ষে ব্রত-পালনের নিষেধসমূহ

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্পোপভোগ ত্যাগ করিবেন। সকল রস—কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কাষায় বর্জ্জন করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বূল-সেবা করা অবিধেয়। সমর্থবান্ পক্কদ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধি, দুগ্ধ, তক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালীপাক বর্জ্জন চাতুর্ম্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থবান্ একদিবস অন্তর একদিবস উপবাস করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৭ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০০

নখ-লোমাদির ক্ষৌরকার্য্য হরিশয়নে করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যই চাতুর্ম্মাস্যের ফল

ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য ; জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তি-ফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষবাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা-তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল লাভ হয়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

মায়াবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান

ব্রহ্ম অজ্ঞেয় (?)

মায়াবাদী বলেন, ব্রহ্ম একমাত্র সত্য। ভাল, এখন কথা হইতেছে এই যে, ব্রহ্ম সত্য বা মিথ্যা হউন, তাহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে স্বভাবতঃই জানিতে ইচ্ছা হয়, ঐ ব্রহ্ম কি বস্তু? কারণ, যে বস্তু অজ্ঞাত, তাহা সত্য কি মিথ্যা, ইহা লইয়া বিচার করা চলে না, কিন্তু অদ্বৈতবাদী সে-সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রথমেই নিরাশ করিয়াছেন। তাঁহারা 'আকাশকুসুম'-রূপ ব্রহ্মের সত্যতা নির্ণয়ে ব্যস্ত, তাঁহাদেরই মতে তাঁহা অজ্ঞেয়, অগুণ, অরূপ এবং অক্রিয়। তাঁহার অনুভবশক্তি , ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি নাই। এমন কোন প্রমাণ বা জ্ঞান নাই যাহাদ্বারা ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে। তিনি শব্দবেদ্য বা জ্ঞানবেদ্য নহেন, তিনি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। ব্রহ্মকে যে গুণী বা জ্ঞানী বলিয়া বিবর্ত্ত হয়, অর্থাৎ মায়াকর্ত্তৃক ব্রহ্মে যে উপাধি আরোপিত হয়, 'নেতি' 'নেতি' বিচারমুখে ব্রহ্মে সেই গুণ নিষেধেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। নচেৎ শাস্ত্র কখনও অজ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান দান করিতে পারে না। যাহা কিছু জ্ঞেয়, তাহা জানা যায়, অনুভব করা যায় ; এবং যাহা জানা যায় অর্থাৎ জানিলাম বলিয়া অনুভব করা যায়, তাহা অসত্য। জড়বস্তুকেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায়, সেইজন্য তাহাকে জানা যায় এবং সেই কারণে তাহা অসত্য ; কিন্তু ব্রহ্ম চেতনবস্তু, তাহাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায় না, সেইজন্য তাঁহাকে জানা যায় না ; (অতএব) তিনি অজ্ঞেয় ও সত্য বস্তু। (এইপ্রকারে) অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের বাহিরে এবং কেহই জানে না বা জানিতে পারে না ব্রহ্ম কি বস্তু ; এমনকি তাহার আভাস পর্য্যন্ত পাইতে পারে না। ধন্য মায়া তোমার মহিমা! তুমি মায়াবাদীকে একেবারে পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়াছ!

প্রাকৃত মায়া ও মনদ্বারা ব্রহ্ম অব্যক্ত

অবশ্য বেদ বা উপনিষদের কোথাও কোথাও কয়েকটী মন্ত্র আছে, যাহার অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি অপরাধী পাষণ্ডী মায়াবাদীর বুদ্ধিকে মোহাবৃত করিয়াছে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এবং এই জাতীয় আরও দুই একটী শ্রুতিমাত্র মায়াবাদী ব্রহ্মাস্ত্ররূপে ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণে উৎফুল্ল মায়াবাদী চিন্তা করিতে পারে নাই যে, (সেই) অস্ত্র প্রতিবাদীর প্রতিবাদ ছেদনের জন্যই ধারণ হইয়াছে। শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থপাদ তাঁহার বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশপূর্ব্বক সেই অস্ত্রদ্বারাই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ বা মায়াবাদ সমূলে ধ্বংস করিবেন।

ব্রহ্ম যদি প্রাকৃত বস্তু হইতেন, তাহা হইলে প্রাকৃত জ্ঞানদ্বারাই তাঁহাকে জানা যাইতে পারিত। সুতরাং তাহার জন্য স্বতন্ত্র বেদবাক্যের উপদেশের প্রয়োজন হইত না। আর যদি ব্রহ্ম অজ্ঞেয় হইতেন, তাহার জন্যও বেদ-উপদেশের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হইত না, কারণ, তাহা প্রত্যক্ষ এবং অনুভবসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু ব্রহ্ম প্রাকৃত বস্তু নহেন এবং অজ্ঞেয় বস্তুও নহেন। তিনি অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় বস্তু এবং অপ্রাকৃত-জ্ঞানবেদ্য। এই অপ্রাকৃত জ্ঞানগম্য অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তুর উপদেশেই শাস্ত্রের সার্থকতা দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত বাক্য ও মন তাহার অক্ষজ চেষ্টায় ব্রহ্মবস্তুকে শব্দদ্বারা ব্যক্ত বা মনন করিতে পারে না এবং সেইজন্যই "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" শ্রুতির প্রবৃত্তি। "ব্রহ্ম সত্য অথচ কোনপ্রকারেই জ্ঞানগম্য নহেন" একথা বলা আর 'ব্রহ্ম মিথ্যা' একথা বলা একই হইতেছে। মায়াবাদী যে ব্রহ্মকে সত্য বলিতেছেন, তাহা কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া? যদি কোন প্রমাণই ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সত্যই বা বলা যায় কি-প্রকারে? আর যদি ব্রহ্মের সত্যত্ব অনুভবসিদ্ধ ব্যাপার হয়, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানগম্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

'অব্যক্ত'-অর্থে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তযোগ্য নহেন

মায়াবাদী-শব্দের স্ফোট-শক্তি-বিজ্ঞানে দারিদ্রতা নিবন্ধন অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-দ্বারা প্রতারিত হইয়া উক্ত শ্রুতিমন্ত্রের যে অর্থ করেন, তাহাতে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, উক্ত শ্রুতিমাত্রই ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় বলেন নাই, পরন্তু তিনি বিভুচিৎ বস্তু বলিয়া কেহই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে বা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে পারে না। ব্রহ্ম অধোক্ষজ বস্তু ; একমাত্র বৈকুণ্ঠ-শব্দ বা বেদই তাঁহার কথা কীর্ত্তন করিতে পারেন। ভেকের কোলাহল যে-প্রকার সর্পকে আকর্ষণ করিয়া আনে এবং সেই সর্পকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া আত্মবিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মায়াবাদীর তর্ক-কোলাহল তাহার ত্রিপুটী-বিনাশরূপ আত্মবিনাশেরই কারণ হইয়া থাকে। মায়াবাদীর ব্রহ্ম অজ্ঞেয় বলিয়া উৎক্রান্ত-

দশায় কৃপণ হইয়া দেহত্যাগ করে, বস্তুতঃ মুক্তি লাভ হয় না। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্‌গণ উৎক্রান্ত-দশায় এমন কি জীবদ্দশায়ও পরব্রহ্মকে জানিয়া পরম মুক্ত বা জীবন্মুক্ত হন। তখন তিনি অদ্বয়জ্ঞান-পরব্রহ্মের চিদ্বিলাসের বিলাসোপকরণ-রূপে আত্মসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করত ধন্য হয়েন।

জীবস্বরূপের অণুত্ব-নিবন্ধন সে অনন্তপরব্রহ্মকে সাকল্যে জানিতে পারে না এবং বাক্যও সেই নিখিল-কল্যাণ-গুণাকর পরব্রহ্মের অনন্তগুণ সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে পারে না ; সেইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" প্রাকৃত উদাহরণদ্বারাও জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি সমুদ্র দর্শন করিলেও যেমন সম্পূর্ণরূপে তাহাকে দেখিতে পায় না অর্থাৎ তাহার দৃষ্টিশক্তির সামর্থ্যানুরূপই সে দেখে আবার সামর্থ্যানুরূপই বর্ণন করিতে পারে। ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও সেইপ্রকার অর্থাৎ মুক্তজীব পরব্রহ্মকে দর্শন করেন এবং বৈকুণ্ঠ-শব্দসাহায্যে তাঁহাকে বর্ণনও করেন। বেদব্রহ্মে ও বেদবাক্যে বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৪) কুমার

স্বয়ম্ভু শ্রীহরির মুখে সৃষ্টির আদেশ পাইয়া তাঁহাকে হৃদ্‌পদ্মে ধ্যান করিতে করিতে দেখিলেন,—সেই ধ্যানপূতচিত্ত হইতে বালার্কসদৃশ তেজঃপুঞ্জ-মূর্ত্তি চারিটী কুমার উৎপন্ন হইলেন। তাঁহাদের নাম হইল,—সনৎকুমার, সনক, সনন্দ ও সনাতন। তাঁহার শ্রীহরির শক্ত্যাবেশ-অবতার। শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তির প্রচার জন্য জগতে অবতীর্ণ। তাঁহারা আজন্ম সিদ্ধ, সর্ব্ববিৎ এবং সদা কৃষ্ণনামরত ; তাঁহাদের মূর্ত্তি তপ্তকাঞ্চন-কান্তি জ্যোতির্ম্ময় পঞ্চবর্ষীয় বালকের মত। তাঁহারা চিরদিনই এইরূপ। সনৎকুমার তাঁহাদের প্রধান।

এই কৃষ্ণগতপ্রাণ পরমবিরক্ত পুত্রগণকে ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টির আদেশ করিলে তাঁহারা সে পিতৃবাক্য পালন করিলে না। যাঁহাদের সমগ্র মনঃপ্রাণ ও শরীর শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে, তাঁহার সাক্ষাৎ সেবাতেই সদারত, তাঁহারা বিষয়ে মনোযোগ দিবেন কেমনে? তাঁহারা পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চিরদিন ঊর্দ্ধরেতা, নিষ্ক্রিয়, কৃষ্ণনামরত হইয়া অখিল জগতে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের গতি ও শক্তি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। তাঁহারা মহাভাগবত বলিয়া আখ্যাত।

হরিবংশে, হরিবংশপর্ব্বে সপ্তদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—মার্কণ্ডেয়মুনি-সকাশে সনৎকুমার আত্মপরিচয় দিয়া বলিতেছেন,—

"বিদ্ধি মাং ব্রহ্মণঃ পুত্রং মানসং পূর্ব্বজং বিভোঃ।
তপোবীর্য্য-সমুৎপন্নং নারায়ণ-গুণাত্মকম্।।
সনৎকুমার ইতি যঃ শ্রুতো দেবেষু বৈ পুরা।
সোঽস্মি * * * ।।"
"যথোৎপন্ন স্তথৈবাহং কুমার ইতি বিদ্ধি মাম্।
তস্মাৎ সনৎকুমারেতি নামৈতন্মে প্রতিষ্ঠিতম্।।"

অর্থাৎ---বেদে যে সনৎকুমারের নাম শুনিয়াছি, আমি সেই। আমি ব্রহ্মার তপোবীর্য্য-সমুৎপন্ন, নারায়ণ-গুণাত্মক, পূর্ব্বজ মানস-পুত্র। আমি জন্মকালে যেমন ছিলাম, চিরদিনই সেইরূপ আছি। তাই আমাকে কুমার বলে ; আমি সনৎকুমার বলিয়া খ্যাত।

তিনি মার্কণ্ডেয় মুনির প্রার্থনামত তাঁহাকে অনেক কর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে একটী বিশেষ কথা আছে, তিনি বলিয়াছিলেন,—পুরাকালে ধর্ম্মপীড়ন-(অর্থাৎ সনাতন ভাগবতধর্ম্ম-লঙ্ঘন) পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া সাতজন ব্রাহ্মণের অধোগতি হইয়াছিল। তাঁহারা গুরুর অজ্ঞাতসারে শ্রাদ্ধান্নে পিতৃগণকে (ভগবন্নিবেদিত পবিত্র ভোজ্য না দিয়া) আমিষ নিবেদন এবং আপনারা তাহা ভক্ষণ করিয়া প্রাণীহিংসক লুব্ধকের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে পশু-যোনি প্রাপ্ত হন।

সনৎকুমার সতত অপর তিন সহজ ভ্রাতার সঙ্গেই মিলিত হইয়া অনন্তকল্পকাল অবাধে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভ্রমণ করেন।

"কৃষ্ণেতি মন্ত্রং জপতি যস্য নারায়ণো গুরুঃ।
অনন্তকল্পকালঞ্চ ভ্রাতৃভিশ্চ ত্রিভিঃ সহ।।"

(ব্রঃ বৈঃ শ্রীকৃষ্ণ ১৩০।২৮)

সনৎকুমারাদি মহর্ষিচতুষ্টয়ের অভিশাপে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল দর্পিত জয়-বিজয়ের অধঃপতন হইয়াছিল। তাঁহারা একদিন শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম দর্শন-পিপাসায় একান্ত ব্যগ্র হইয়া সর্ব্বলোকপূজ্য শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। তথায় অপ্রাকৃত অতি মনোহর দৃশ্যসকল দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা ছয়টী দ্বার অতিক্রম করিয়া সপ্তম দ্বারে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কিরীট-কুণ্ডলাদি শোভিত চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দুইজন দ্বারপাল তাঁহাদিগকে রোধ করিলেন। তাঁহারা সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালকবৎ দিগম্বর ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া পরিহাসপূর্ব্বক বেত্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাদের যথেচ্ছগমনে বাধা দিলেন। সেই সদাপ্রশান্ত শুদ্ধসত্ত্ব মুনিগণ কাম-ক্রোধাদির সম্পূর্ণ অতীত হইলেও তাঁহাদের সদা আকাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণ-সেবায় সহসা এইরূপ অভাবনীয় উৎপাত উপস্থিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের নয়নসকল অতিশয় ক্ষুভিত হইয়া অগ্নিময়-মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাঁহাদের প্রতি তখন অগ্রণী সনৎকুমার কহিলেন,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৭ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০০

"তোমরা না শ্রীহরির স্বধামস্থিত সেবক? তোমরা না তাঁহার সহধর্ম্মী পার্ষদ? তোমাদের এমন মতি কেন হইল? বৈকুণ্ঠেও বৈষ্ণববদ্বেষীর স্থান আছে না কি? আমাদি'কে শ্রীনাথের পাদপদ্মদর্শনে তোমরা বাধা দিলে কেন? তাঁহার দ্বার-রক্ষায় তোমাদের এত সাবধানতাই বা কি জন্য? তাঁহার কি কেহ শত্রু আছে? তাঁহাকে কি কেহ মারিতে আসিবে, না তাঁহার এক পদরজঃ বা পাদশোভিতা তুলসী ভিন্ন অন্য কোনও সম্পত্তি কেহ লুঠ করিবে,—তোমাদের দ্বার-রক্ষার উদ্দেশ্য কি? আর এখানে তাঁহার একান্ত ভক্তজন ব্যতীত অপর কেহ কি আসিতে সমর্থ যে, তোমাদিগকে এইরূপ আচরণ করিতে হইবে? ভক্ত যাইবে তাহার আত্মজন শ্রীভগবানের কাছে—তাহাতে আবার বাধা কি? তাঁহার ভবনে তদীয় ভক্তগণের ত' অবারিত দ্বার! তোমরা ত' তোমাদের প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী নহ! তাহা হইলে তোমাদের এমন অসচ্চেষ্টা কখনই হইত না। এমন উত্তমা গতি লাভ করিয়াও তোমাদের এত ভেদবুদ্ধি! তোমাদের অন্তরে এখনও এত মালিন্য! তোমাদের সংশোধন আবশ্যক। আমরা তাহাই চিন্তা করিতেছি। এই বৈকুণ্ঠবাসের যোগ্যতা তোমাদের এখনও জন্মে নাই। যাও,—তোমরা স্থানচ্যুত হইয়া যাহাতে কাম, ক্রোধ ও লোভ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, সেই পাপীয়সী যোনিতে জন্মগ্রহণ কর!"

সর্ব্বনাশ! সহস্র বজ্র হইতেও ভীষণ সেই ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশাপ শ্রবণমাত্র দ্বারপাল-দ্বয়ের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল ; মোহের ঘোর, অভিমান-মদিরার বিহ্বলতা কাটিয়া গেল ; চৈতন্যের উদয় হইল ;—অমনি তাঁহারা দণ্ডবৎ সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পাদমূলে লুঠাইয়া পড়িলেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরিও লক্ষ্মীসহ পদব্রজে আগমন করিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। রমাসহ সেই সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শ্রীমূর্ত্তি সম্মুখে বিরাজমান দেখিয়া তাঁহারই চরণ-দর্শন-লোলুপ মুনিগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে পরমানন্দে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কমল-নয়নের সপ্রেম স্নিগ্ধ দৃষ্টি সকলেরই সন্তাপ ও সংক্ষোভ হরণ করিল। তাঁহার চন্দনাক্ত চরণতুলসীর মকরন্দবায়ু প্রণতঃ মুনিগণের নাসারন্ধ্রে অন্তরস্থ হইয়া তাঁহাদের চিত্তে প্রভূত হর্ষ এবং অঙ্গে উজ্জ্বল রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিল।

সনৎকুমার-প্রমুখ ব্রহ্মাত্মজ মুনিগণ সেই রূপ দর্শন করিতে করিতে একবার মুখপদ্ম আর একবার পাদপদ্মে প্রেমমধু পান করিতে করিতে সেই তন্ময় অবস্থাতেই শ্রীভগবানকে বলিতে লাগিলেন,—"হরি হে! তোমার দেখা পায় কে? তুমি কোথা নাই? তুমি সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে রহিয়াছ ; অন্তরে আছ, বাহিরে আছ ;—তথাপি বহির্ম্মুখ মূঢ়জনেরা দুষ্টবুদ্ধির বশে অপরে মনোনিবেশ করিয়া তোমার দর্শন পায় না। তাহাদের নিকট তুমি তোমার এই নিত্যস্বরূপ লুকাইয়া রাখ। কিন্তু তোমার শরণাগত তদেকচিত্ত ভক্তের কাছে তুমি লুকাইতে পার না। দেখা দাও ; ধরা দাও ; তাই,

আমাদিগকেও আজ এইরূপে যুগলে আসিয়া দেখা দিলে। আমাদের দঃসহ দর্শন-পিপাসা পূর্ণ করিলে। গুরুরূপে আমাদের পিতা ব্রহ্মা যখনই আমাদের কর্ণে তোমার নাম-গুণ-মহিমা উপদেশ দিয়াছেন, তখনই তুমি আমাদের অন্তরে বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছ ; সে রূপ তুমি আর লুকাইবে কেমনে? আমরা বেশ জানি, তুমিই নিখিল লোকের একমাত্র সেব্য—পরমতত্ত্ব। তোমার এই অচিন্ত্যবৈভব আনন্দবিগ্রহই ভক্ত-গণের সর্ব্বস্ব। এইরূপেই তুমি তাঁহাদের নিত্য আনন্দ বর্দ্ধন কর। তাঁহারা অখিল জগতে সকল সুখৈশ্বর্য্যই, এমন কি মোক্ষপদও তৃণ-তুচ্ছ-জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া তোমারই সেবাসাধনায় সদানন্দে বিরাজ করেন। কিন্তু, প্রভো, আজ আমরা বড় অপরাধ করিলাম; তোমার দর্শন-পিপাসায় অধৈর্য্য হইয়া তোমার ভক্তদিগকে অভিশাপ দিলাম! আমাদের এই আত্মকৃত অপরাধ হইতে নরকবাস হইবে। তা' হউক ; হরি হে, আমরা নরকেও যাইতে কাতর নহি ; তবে তোমার ঐ পাদপদ্মে প্রার্থনা করি,—যেন, আমাদের বাক্য ও মন আত্ম গুণ না ভাবিয়া তোমার ঐ চরণতুলসীর মত তোমারই চরণসম্বন্ধে সর্ব্বত্র শোভা পায়। বাক্যে তোমার নাম, গুণ, মহিমা-কীর্ত্তন, আর মনে তোমার শ্রীচরণ-স্মরণ যেন অবিচ্ছেদে, অবাধে সর্ব্বত্র সুসম্পন্ন হয়। তোমার ঐ পরম দুর্ল্লভ শ্রীপদপল্লব দর্শন করিয়া আজ আমরা পরমানন্দ লাভ করিলাম। তোমার চরণে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।" (ক্রমশঃ)

দেবকীনন্দন ও যশোদানন্দন

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব-প্রসঙ্গে আমরা শাস্ত্রে দুইটী বিচার দেখিতে পাই—একটী ঐশ্বর্য্যপর বিচার এবং অপরটী মাধুর্য্যপর বিচার।

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া ফিরিতেছেন। কংস মহানন্দে প্রীতিপরবশ হইয়া ভগিনীর প্রতি অপার স্নেহ প্রদর্শনকল্পে স্বয়ং রথ চালাইয়া চলিয়াছেন। পথিমধ্যে অকাশবাণী হইল—"কংস! এত আনন্দমনে যাহাকে রথে লইয়া যাইতেছ, সেই দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তোমার প্রাণ-হন্তারক হইবে।"

এই আকাশবাণী শুনিবামাত্রই কংসের ভগিনীপ্রীতি, স্নেহ, মমতা কোথায় চলিয়া গেল। তিনি তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া দেবকীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য উদ্যত হইলেন। কারণ দেবকীকে মারিয়া ফেলিলে আর তাঁহার সন্তানও হইবে না এবং তিনিও মরিবেন না। বসুদেব দেবকীকে মারিতে নিষেধ করিয়া অনেক নীতিবাক্য বলিলেন এবং বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও যখন কংস নিবৃত্ত হইলেন না, তখন তিনি কংসকে বলিলেন,—"ভাই! দেবকী হইতে ত' তোমার কোনও ভয় নাই। আকাশবাণী হইয়াছে—ইহার

অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তোমার প্রাণ হন্তারক হইবে। আমি কথা দিতেছি—দেবকীর পুত্র জন্ম হওয়ামাত্রই তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।" ইহাতে কংস প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। প্রতিশ্রুতিমত বসুদেব তাঁহার পর পর ছয়টী পুত্রকেই কংসের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

দেবকীর যখন অষ্টম গর্ভ হইয়াছিল, অর্থাৎ কৃষ্ণ যখন দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন দেবতাগণ তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন,—

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।।"

(ভাঃ ১০।২।২৬)

দেবতাগণ বলিলেন,—"হে ভগবন্! আপনি সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহার সত্যতা সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি সত্যব্রত। সত্য আপনাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া আপনি সত্যপর। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এই ত্রিবিধকালে আপনি সমানভাবে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া আপনি ত্রিসত্য। আপনি পঞ্চভূতের উৎপত্তি-কারণ। আবার পঞ্চভূতের উৎপত্তির পরও আপনি তাহাতে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান এবং ভূতনাশে অর্থাৎ প্রলয়কালে আপনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। আপনি ঋত অর্থাৎ সুসত্যবচন এবং সত্য অর্থাৎ সমদর্শন—এই উভয়েরই প্রবর্ত্তক। আমরা সত্যাত্মক আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।

"যখন কৃষ্ণ জন্ম নিলেন দেবকী-উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।।"

এখানে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। দেবকী প্রথম জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃশ্নি ও বসুদেব সুতপা-নামে প্রজাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় জন্মে দেবকী অদিতি ও বসুদেব কশ্যপ ছিলেন। তৃতীয় জন্মে তাঁহারা যথাক্রমে দেবকী ও বসুদেব হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভগবানকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। ভগবান্ তাঁহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। তিনি কংসের কারাগারে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

"যস্ত্বেতল্লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যত্ত্যবতীশ্বরঃ।
স হি জাতঃ স্বসেতূনাং গোপীথায় যদুষ্বজঃ।।" (ভাঃ ১০।৬০।২)

যে জগদীশ্বর লীলায় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য সাধন করেন, সেই ভগবান্ স্বয়ং জন্মরহিত হইয়াও স্বকৃত ধর্ম্মসমূহের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যদুকুলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

ভগবানের জন্মের অলৌকিকতা সম্বন্ধে গীতায় দেখা যায়,—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।" (গীতা ৪।৬)

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"আমি জন্মহীন হইয়াও, সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয়া বিশুদ্ধা প্রকৃতিকে আশ্রয়পূর্ব্বক অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির দ্বারা সম্ভূত হইয়া থাকি।" অর্থাৎ ভগবানের জন্ম প্রাকৃত মনুষ্যের তুল্য নহে। আবার বলিয়াছেন,—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।" (গীতা ৯।১১)

"সর্ব্বপ্রাণীর মহেশ্বররূপ আমার পরমভাব জানিতে না পারিয়া মূর্খ ব্যক্তিগণ মানবদেহ আশ্রয়কারী আমাকে অবজ্ঞা করে।" অর্থাৎ সংসারের উদ্ধারের নিমিত্ত মনুষ্যরূপে বিচরণকারী ভগবানকে লোকে সাধারণ মনুষ্য বিবেচনা করে। জগতে ইহা জানাইবার জন্য অর্থাৎ তাঁহার আবির্ভাব যে সাধারণ মনুষ্যের মত নয়, তিনি যে কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ নহেন—তাহা জানাইবার জন্য চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেন। বসুদেব-দেবকী ঐরূপ দর্শন করিয়া ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন,—"লোকে বলিবে দেবকী একটী চারহাতওয়ালা সন্তান প্রসব করিয়াছে। সুতরাং আপনি এই রূপ সম্বরণ করুন।" তাঁহাদের প্রার্থনায় ভগবান্ সাধারণ শিশুর ন্যায় হইয়া গেলেন।

"ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সম্পশ্যতো সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ।।"
(ভাঃ ১০।৩।৪৬)

"ভগবান্ হরি মৌনভাব ধারণ করিলেন এবং তাঁহার সমক্ষেই নিজ মায়াশক্তিবলে তৎক্ষণাৎ প্রাকৃত শিশুর মত হইলেন।" অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ নিজরূপ ধারণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে গোকুলে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। বসুদেব বাসুদেব-কৃষ্ণকে লইয়া যখন গোকুলে গিয়াছিলেন, তখন মা যশোদা দুইটী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন; অর্থাৎ সে-সময় তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছিল। যশোদাদেবীর জ্ঞান ছিল না। বসুদেব যখন সেই পুত্রটীর নিকট দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে রাখিলেন, তখন তিনি যশোদানন্দন কৃষ্ণের সহিত মিলিয়া গেলেন। যশোদার যে কন্যাটী হইয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন যোগমায়া। সেই যোগমায়াকে লইয়া বসুদেব কংসের কারাগারে ফিরিয়া আসিলেন। সুতরাং অষ্টমী-তিথিতে একই সময়ে কৃষ্ণ কংসের কারাগারে ও নন্দালয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা।।" (হরিবংশে বি ৪।১১)

এখানে 'স্ত্রিয়ৌ'—এই শব্দটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'স্ত্রিয়ৌ'-শব্দটী দ্বিবচন অর্থাৎ দুইজন স্ত্রীলোক। তাঁহারা হইতেছেন,—দেবকী ও যশোদা।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৭ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০০

অনেকের ধারণা—কৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র বা দেবকীর পুত্র। তিনি নন্দালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। মা যশোদা কৃষ্ণকে লালন-পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নহে। কৃষ্ণ মা-যশোদার নিত্য পুত্র। তিনি একই সময়ে দুই জায়গায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আটমাসে উভয়স্থানেই অর্থাৎ কংস-কারাগারে এবং নন্দালয়ে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

দেবকীনন্দন বসুদেব কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যপর বিগ্রহ। সেখানে সম্ভ্রম, ভয়-ভীতি। কিন্তু যশোদানন্দন কৃষ্ণ যেহেতু মাধুর্য্যমণ্ডিত রসময় বিগ্রহ, সেইহেতু সেখানে সম্ভ্রম, ভয়-ভীতির লেশমাত্র নাই। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ তাঁহার পিতাকে আদেশ করিলেন এবং পিতা-পুত্রের আদেশমত কার্য্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু যশোদানন্দন কৃষ্ণকে তাঁহার পিতা আদেশ করিতেছেন এবং কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অবনত মস্তকে সেই আদেশ পালন করিতেছেন। সেখানে সম্ভ্রম আর এখানে বিশুদ্ধ বাৎসল্য রস। কৃষ্ণ নন্দমহারাজের পাদুকা মাথায় করিয়া লইয়া আসিতেছেন। গর্গমুনি নন্দমহারাজকে বলিয়াছিলেন,—"মহারাজ! আপনার পুত্র যে সে নয়, তিনি স্বয়ং ভগবান্।" নন্দমহারাজ দ্বিধাহীন চিত্তে বলিলেন,—"যেই হউক না কেন, কৃষ্ণ এখন আমার পুত্র। আমি পিতা। আমি যদি শাসন না করি, শিক্ষা না দিই, তবে কি করিয়া চলিবে?" নন্দ-যশোদা কৃষ্ণকে নিজ-গৃহে বাঁধিয়া রাখিতেন।

উদ্ধব নন্দমহারাজের নিকট শ্রীকৃষ্ণকে 'নারায়ণ' বলিয়া বলিলেও নন্দমহারাজের কৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি জন্মে নাই। পুত্রভাবই অবিচলিত ছিল। এখানে ভগবানের ভগবত্তা পরাভূত। এখানে কেবল স্নেহ, মমতা, প্রীতি ও ভালবাসা।

মা-যশোদা কি কৃষ্ণের অলৌকিক ব্যাপার দেখেন নাই? তিনি পুতনা-বধ, শকট-ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত-বধ, মুখবিবরে ব্রহ্মাণ্ড-দর্শন প্রভৃতি কত কত ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে মাধুর্য্যের অবমাননা আমরা সেখানে দেখিতে পাই নাই। গোপাল মাখন চুরি করিতেছেন, এমন সময় মা যশোদা আসিয়া পড়িয়াছেন। অমনি মাকে দেখিয়া ভয়ে উদুখলের উপর হইতে লাফ দিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিতেছেন। মাও তাঁহাকে ধরিবার জন্য হাতে ছড়ি লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। মায়ের হাতে ছড়ি দেখিয়া গোপাল যেন কত ভয় পাইয়া গিয়াছেন। যখন ধরা পড়িয়াছেন, তখন তিনি দুইহাতে চোখ রগড়াইতে লাগিলেন এবং আতঙ্কিত হইয়া ঘন ঘন শ্বাস ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"মাগো! মারিও না। আর কখনও দুষ্টামি করিব না।"

শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, মধুমঙ্গল প্রভৃতি সখাগণ কানাইকে গোচারণে লইয়া যাইবার জন্য মায়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত। তখন মা-যশোদা কানাইকে ক্রোড়ে

বসাইয়া নানা আভরণে সুসজ্জিত করিলেন এবং যাহাতে কোন বিঘ্ন না হয় তজ্জন্য মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন—"এ দু'খানি রাঙ্গা পায়, ব্রহ্মা রাখিবেন তায়, জানু রক্ষা করুন দেবগণ।" ইত্যাদি বলিয়া শিরে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সখাগণ মনের আনন্দে কানাইকে লইয়া গোচারণের জন্য বনে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় বনমধ্যে ফলের গাছ দেখিয়া কানাই ফল খাইবেন জিদ্ ধরিলেন। সখাগণ ভাবিলেন,—এত উঁচুতে ফল রহিয়াছে, কি করিয়া পাড়া যাইবে? তখন কানাই নীচে বসিলেন এবং সখাগণকে তাঁহার কাঁধের উপর চড়িয়া ফল পাড়িতে বলায় সখাগণ কাঁধের উপরে ক্রমে ক্রমে চড়িয়া ফল পাড়িলেন। কিন্তু ফলটী যেই কানাইকে দিতে যাইবেন, তখন তাঁহারা ভাবিলেন,—মা যশোদাকে অনেক কষ্টে বুঝাইয়া কানাইকে আনিয়াছি। যদি বনের ফল খাইয়া কানাই অসুস্থ হইয়া পড়ে তবে মহাবিপদ। তাই সখাগণ ফলটী ভাল কিনা পরীক্ষার জন্য একে একে খাইতে লাগিলেন এবং শেষে যখন উচ্ছিষ্ট ফল কানাইকে দিলেন তখন তাহা কানাই বিনা দ্বিধায় মহানন্দে খাইতে লাগিলেন। সখাগণের ভাব এইরূপ ছিল,—"তুমি কোন্ বড়লোক, তুমি আমি সম।" এখানে গোপত্বে সখ্যময় মিত্রভাবের প্রাচুর্য্য। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া অথবা তাঁহাকে উচ্ছিষ্টাদি প্রদান করিয়া প্রীতিসেবার প্রগাঢ় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এইপ্রকার বাল্যলীলার দ্বারা যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোকুলবাসিগণকে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। তিনি পরমেশ্বর হইয়াও তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব এখানে গুপ্ত।

সুতরাং আমরা এখানে দেখিতে পাইলাম,—বসুদেব-দেবকী পুত্রকে জগদীশ্বর জ্ঞান করিয়াছিলেন, নন্দ-যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্যভাব ছিল।

পুতনা বধের পর গোপীগণ নিজ অঙ্গে, করে ও শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে বীজন্যাস করিয়াছিলেন। মা-যশোদা লালন, শিরোঘ্রাণ, আশীর্ব্বাদ, হিতোপদেশ দান এবং তর্জ্জনাদিও করিয়াছিলেন।

যে-সময় দেবকী নিজ পুত্রকে চতুর্ভুজরূপ সংবরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেইকালে ভগবান্ চতুর্ভুজরূপ আচ্ছাদন করিয়া যশোদার হৃদয়স্থ দ্বিভুজরূপে প্রকাশিত হন। পরাৎপর তত্ত্বের ঐশ্বর্য্যগন্ধলেশহীন পুত্রত্বের বিচার একমাত্র যশোদানন্দনেই সমন্বিত। দেবকীনন্দনে তাহা নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণে পরমেশ্বর বলিয়া দৃষ্টি বা পরমেশ্বর বলিয়া অনুভব করিলে সেইপ্রকার প্রেম কখনও লাভ করা যায় না; পরমেশ্বর বলিয়া অনুভব করিলে ভয় গৌরবের সঞ্চার হইয়া থাকে।

দেবকীনন্দনের ঐশ্বর্য্যপর বিচারে আবির্ভাব বলা হইয়াছে; কিন্তু যশোদানন্দনের জন্ম হইল। সেইজন্য কথাটী জন্মাষ্টমী। এখানে বাৎসল্যরসের ছড়াছড়ি। মাধুর্য্যরসময় বিগ্রহের প্রকাশ। কৃষ্ণের হামাগুড়ি, খেলাধূলা ও অন্যান্য লীলা—সবই রসময়। মা-

যশোদা যখন তাঁহার পুত্র কানাইয়ের স্মরণ করিতেন, তখন স্মরণমাত্রেই অসময়েও তাঁহার স্তনযুগল হইতে দুগ্ধধারা ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িত।

কৃষ্ণ নন্দালয়ে মা যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হরিবংশে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দেখা যায়,—

ব্রজেন্দ্রকুল—দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ—তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি' কৈলা জগৎ উজোর।
কান্তামৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জিয়ে,
ব্রজ-জনের নয়ন-চকোর।।" (চৈঃ চঃ অঃ ১৯।৩৬)

নন্দের কুল ক্ষীরসমুদ্রসদৃশ। তাহাতে পূর্ণচন্দ্ররূপী কৃষ্ণ উৎপন্ন হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন। যে ব্রজজনের নয়নচকোর প্রাপ্য কৃষ্ণকান্তিরূপ অমৃত নিরন্তর পান করে, সেই জীবিত থাকে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"যশোদা-দুলাল, গোবিন্দ-গোপাল,
বৃন্দাবন-পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়-জন, রাধিকা-রমণ,
ভুবন-সুন্দরবর।।
যশোদা-নন্দন, কংস-নিসূদন,
নিকুঞ্জরাস-বিলাসী।
কদম্ব-কানন, রাসপরায়ণ,
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী।।"

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো হইতেছে যে, শ্রীপত্রিকার আজীবন সদস্য গ্রহণ করা হইতেছে। যাঁহারা আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১০০১৲ (এক হাজার এক) টাকা এককালীন অথবা এক বৎসরে চারিটী সমান কিস্তিতে দিয়া সদস্য হইতে পারেন। এ ব্যাপারে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন।

বিনীত নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ,
—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

"কৃপা-অবতার"

(কেন) নীরবে সহিব বেদনা।
কৃপা-অবতার গোরা যে আমার
যাচে অযাচিতে করুণা।
আমি কীটাদপি কীট দীন।
ব্যথা বেদনায় মোর কত হায়
বিগত হ'য়েছে দিন।
মণি লভি' যথা ফণিনী সুদীন
তথা এ সুদিনে নীরব সুদীন
বহুদিন পরে লভিয়া সুদিন
বরিব করুণা-কণ।
আমি জগতের হেয় জন
হেয়তার কোলে কলি-কোলাহলে
কেলি ছিল সার মম।
ভুবনপাবন-অবতার-কালে
আশ্বপচ প্রেমে মাতিল সকলে
পড়ুয়া পণ্ডিত কলির কবলে
আমি সেদলে পড়িব না।।

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীল রূপ গোস্বামীর বৈষ্ণবাপরাধ (!)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩১ পৃষ্ঠার পর]

এক্ষণে শাস্ত্রীয়-বিচারের আলোক খঞ্জ কৃষ্ণের উপর বিস্তার করা যাউক্। শ্রীমদ্ভাগবতে **'প্রাকৃত ভক্ত'** বলিয়া একটী পরিভাষার উল্লেখ দেখা যায়—যেখানে 'প্রাকৃতত্ব' এবং 'ভক্তত্বে'র সমানাধিকরণ হইয়াছে। বিষ্ণুবিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট বলিয়া 'ভক্তত্ব', কিন্তু বিষ্ণুজন বৈষ্ণবের প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধার অভাবে একাধারে তাহার 'প্রাকৃতত্ব'। বস্তুতঃ ভক্তত্বে প্রাকৃতত্ব নহে, প্রাকৃতত্বে ভক্তত্বের উদয় হওয়ায় 'প্রাকৃত ভক্ত' পরিভাষার উৎপত্তি এবং তাঁহার এই ভক্তত্বের দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাহাকে অপর ভাষায় **'কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব'** বলিয়াও বলা হয়। এই অবস্থায় তাহার জড়ীয় দৃষ্টিতে বৈষ্ণবগণকে মাপিতে গিয়া মুহুর্মুহু ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা। **মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব** বিষ্ণু ও অবৈষ্ণবতত্ত্বে অভিজ্ঞ বলিয়া তিনি সর্ব্বদা বিচারপরায়ণ হইতে পারেন—

তজ্জন্য তিনি কৃষ্ণে প্রেম, উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের প্রতি শুশ্রূষা, ভজনবিজ্ঞ ভক্তের প্রতিও সেবনবুদ্ধি, ভজনরত জনের প্রতি প্রণতি এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির প্রতি মানসিক আদরবিশিষ্ট ; বদ্ধজীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট এবং কৃষ্ণদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ। **উত্তমাধিকারী বৈষ্ণব** নামভজনে স্বরূপসিদ্ধ, মানসসেবাদ্বারা অষ্টকালীয় ভজনে নিযুক্ত এবং কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত ইতর দর্শন তাঁহার না হওয়ায় তিনি সর্ব্বত্র নিন্দাদিভাব-রহিত।

খঞ্জকৃষ্ণ শ্রীরূপগোস্বামীকে 'মহান্ বৈষ্ণব' বলিয়া জানিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার 'হাস্য' দর্শন করিয়া তিনি যথাযথ বিচারপরায়ণ হইতে পারেন নাই। তিনি 'মহান্ বৈষ্ণব' কথাটী শুনিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার স্বরূপলক্ষণ, তটস্থ-লক্ষণ কিছুই তাহার জানা নাই। বরং তিনি নিজ বপুগত দোষের চিন্তায়ই আবিষ্ট হওয়ায় বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্বে প্রাকৃতত্ব আরোপ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহাকে তাহার 'তত্ত্বানভিজ্ঞতা' না বলিলে ন্যায় বিচার বলিয়া কিছু থাকে না। যাঁহার কোন শত্রু-মিত্র নাই, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি, সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন—সেই মহাভাগবতোত্তমের দর্শন লাভ করিয়াও তিনি কৃতার্থ হইতে পারেন নাই। ইহা নিঃসন্দেহে তাহার উত্তমাধিকারীর প্রতি শুশ্রূষার অভাব বলিতে হইবে। বস্তুতঃ ইহাই প্রাকৃতত্বের লক্ষণ। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে খঞ্জকৃষ্ণকে 'প্রাকৃত ভক্ত' অপেক্ষা অধিক কিছু বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। একজন প্রাকৃত ভক্তের নিকট বা একজন মধ্যমাধিকারীর প্রতি সর্ব্বলোকাপেক্ষা-শূন্য, সর্ব্বদা কৃষ্ণদর্শনরত উত্তমাধিকারীর অপরাধ সংঘটিত হওয়া নিতান্তই শাস্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ, আর সেক্ষেত্রে সেই অপরাধ-জন্য তাঁহার ভগবল্লীলা দর্শন বন্ধ হইয়া যাওয়া কেবল অপরাধময় কষ্টকল্পনাতেই সম্ভব।

এখন দেখা যাউক, 'খঞ্জকৃষ্ণ' শ্রীল রূপগোস্বামীর প্রতি ঐ প্রকার অন্যায় ভাবনা করায় তাহার কোন অপরাধ হইয়াছিল কিনা? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এ সম্বন্ধে পরিষ্কার নির্দ্দেশ দিয়াছেন,—"**অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।**" অর্থাৎ 'আমার অনন্যভজনকারীর মধ্যে যদি কোন সুদুরাচারও দেখা যায়, তথাপি তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিতে হইবে।' ভগবানের এই বাক্যে বিশেষ এক রহস্য আছে, জানিতে হইবে। অনন্যভজনকারীর মধ্যে তত্ত্বতঃ কোনই পাপাচার থাকিতে পারে না। তবে তাঁহাদের ক্রিয়ামুদ্রা অনেকক্ষেত্রে দুর্ব্বোধ্য হইয়া বাহ্যদৃষ্টিতে দুরাচার এমনকি সুদুরাচার বলিয়াও প্রতিভাত হইতে পারে। সেইক্ষেত্রে সেই দ্রষ্টৃগণের প্রতি ভগবানের সাবধান-বাণী—"সাধুরেব স মন্তব্যঃ'—তিনি সাধু বলিয়াই মান্য। অর্থাৎ তাঁহার এই নির্দ্দেশের কোন অবমাননা হইলে বিশেষ বিঘ্ন হইবে—এইপ্রকার ভাব। [তবে ইহা লক্ষিতব্য যে, এই শ্লোকটী অনন্যভজনকারীর বিষয়েই বলা হইয়াছে—অনন্যভজনের নামে সুদুরাচারীর বিষয়ে নহে। এ সম্বন্ধে জগদ্গুরু পরমহংসকুলারাধ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

বলিয়াছেন,—"ভক্তিমার্গের কিঞ্চিৎ অনুসরণকারী ব্যক্তি আপনাকে ভক্তাভিমান করিয়া প্রাকৃত দুরাচারসম্পন্ন হইলে উপশাখার আশ্রয়ে ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন।" শ্রীউপদেশামৃত, ৬ষ্ঠ শ্লোক, 'অনুবৃত্তি')]

গীতার উক্ত ভগবন্নির্দ্দেশের বিশেষ তাৎপর্য্য শ্রীল রূপগোস্বামীর 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'-গ্রন্থে অত্যন্ত স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।—

"জনে চেজ্জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্য্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্ব্বথৈব সঃ।।
ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা।।"

(অর্থাৎ) 'ভাব'-লব্ধ ভক্তের যদি বৈগুণ্যের মত কিছু দেখাও যায়, তথাপি তাঁহার প্রতি কোন অসূয়া (অর্থাৎ অন্যায় দোষারোপ, নিন্দা, ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ, স্পর্দ্ধা প্রভৃতি) করা যাইবে না। কারণ, তিনি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ। যাঁহাদের চিত্তে এই নবপ্রেম উন্মীলিত হন, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদের ক্রিয়ামুদ্রা শাস্ত্রবিদ্‌গণের পক্ষেও অতিশয় দুর্গম। সুতরাং এ বিষয়ে আর সন্দেহ করা যাইতে পারে না যে, জাতরতি ভক্তের বাহ্যতঃ কোন আচরণ দুরাচার বলিয়া মনে হইলেও, তাঁহার প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞাভাব পোষণ না করিয়া বরং তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সাধুরূপেই বিচার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই অবজ্ঞা-ভাব পোষণ করিলে কি হয়, সেই বিষয়ে নিশ্চিত হইতে আসুন আমরা ধৈর্য্যসহকারে শ্রীল রূপ গোস্বামি-বিরচিত উপদেশামৃতের ৬ষ্ঠ শ্লোকের প্রভুপাদ-কৃত 'অনুবৃত্তি' আলোচনা করি।—

"* * * ভজনবিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন। তজ্জন্য প্রাকৃত-দৃষ্টির পরিমাণ-মতে ভক্তকে দর্শন করিতে নিষেধ। তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান—অনন্যভক্তির বিনাশকারক নহে ; অল্পবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। **যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত-দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্য-ভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন।** যে-সকল ভক্তিপথাশ্রিত বৈষ্ণব * * * ভক্তির অলৌকিক চেষ্টাসমূহ বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতকে খর্ব্বদৃষ্টিতে মধ্যমভাগবতের অধীন করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে। **শৌক্রজাতি মদোন্মত্ত হইয়া ও সিদ্ধভক্তের আচার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিলে ভক্তি থাকিতে পারে না। জাতরুচি সিদ্ধ-মহাত্মাগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়।** যেহেতু সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণবগুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। ***"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায়,—

"বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তা'রে, থাকে সদা মৌন ধরি'।।"

সুতরাং সমস্ত প্রকার দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করিলে ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, খঞ্জকৃষ্ণেরই শ্রীল রূপগোস্বামীর শ্রীচরণে কেবল অপরাধ নয়, গুরুতর অপরাধ হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজ-আচরণের দ্বারা তাঁহার অনুগতগণকে 'খঞ্জকৃষ্ণের' ন্যায় বৈষ্ণব-চরিত্র-নিন্দাকারী বৈষ্ণবাপরাধীর সহিত কোনরূপ সম্ভাষণ করিতে নিষেধ করিতেছেন। অথচ এ যাবৎ "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' করিয়া তাহা অন্যপ্রকারেই কথিত হইয়া আসিতেছে। এইপ্রকারে অজ্ঞপরম্পরায় যে চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কেবল অপরাধই আবাহন করা হয় কিনা, সুধী পাঠকগণই তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। তথাপি গল্পটীর (প্রামাণিকতা না থাকিলেও) কেবল জনশ্রুতির বাহুল্যের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া অনেকেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন,—"তবে কি ইহা মিথ্যা?" ইহার সমাধান দুইপ্রকারে হইতে পারে।—

ইহার সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু সমাধান এই যে,—হ্যাঁ, ইহা মিথ্যা। কারণ পারমার্থিক রাজ্যে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কিছু সংঘটিত হইতে পারে না। ইহার উপর বলপূর্ব্বক কোন কষ্টকল্পনা করিলে বরং অপরাধই আবাহন করা হইয়া থাকে। অজ্ঞাতে বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিয়া যায় সত্য ; কিন্তু তাহা সাধন-ভূমিকাতেই প্রযোজ্য—সিদ্ধ-ভূমিকায় নহে। একজন সাধক জ্ঞাত-অজ্ঞাত সর্ব্বাবস্থায়ই অনর্থগ্রস্ত ও দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত। কিন্তু একজন সিদ্ধমহাত্মা তাঁহার বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও অন্তর্দশা অবস্থা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—সর্ব্বক্ষেত্রেই তিনি অনর্থ ও দোষ-চতুষ্টয় পরিমুক্ত। তিনি নিখিল অবস্থাতেই কায়-মন-বাক্যে শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত হওয়ায় 'জীবন্মুক্ত'। সুতরাং সাধকের পক্ষে জ্ঞাত-অবস্থায় যে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ সংঘটিত হওয়া সম্ভব, তাহা একজন সিদ্ধ-মহাত্মার ক্ষেত্রে অজ্ঞাতে অসম্ভব। বস্তুতঃ সিদ্ধ-মহাভাগবতের যে 'অজ্ঞাত' অবস্থা, তাহা তাঁহার 'অন্তর্দশা' বা 'অর্দ্ধবাহ্যদশা'—ইহা কখনই বদ্ধজীবের অজ্ঞাত-অবস্থার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। অতএব অজ্ঞাতেও বৈষ্ণবাপরাধ না করিবার উপদেশ কেবল সাধকভক্তগণের জন্য, সিদ্ধ মহাভাগবতগণের জন্য নহে। এ সম্বন্ধে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত 'অনুবৃত্তি'র শেষাংশ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব,—"প্রাকৃত-দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তকে কেবল বদ্ধ, প্রাকৃত জীবজ্ঞানে শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজাতরতি সাধক ও সিদ্ধভক্তে ভেদ জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। **গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না। শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না**, ইহাই বিবেচ্য।" সুতরাং অজ্ঞাতেও কৃত বৈষ্ণবাপরাধের যে ভয়াবহতা, তাহা বুঝাইতে সিদ্ধ মহাভাগবতগণকে অপরাধী কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা কোন দৃষ্টান্ত দেওয়া অত্যন্ত অনুচিতই হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৮ পৃষ্ঠার পর]

আমরা তাঁদের প্রতি কিরকম ব্যবহার করব, তাঁদের প্রতি কেমন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব—সেটা ঠিক জানি না। মা কালীর গলায় মালা আছে। মালাগুলো ফুলের মালা নয়। মা আমার মুণ্ডমালিনী। কাদের মুণ্ড। মুণ্ডমালিনীর গলায় যে মুণ্ডগুলো আছে, মাথাগুলো দেখবেন আপনারা Third class ওয়ালা। তিনটে দাগ সবগুলো। সেই মুণ্ডগুলো নিয়ে তিনি মালা করেছেন। আর তাদের হাতগুলো কেটে কেটে দিগ্বসনা মা আমার তিনি লজ্জা নিবারণ করছেন। কি ব্যাপার! কাদের মুণ্ডগুলো কাটলেন তিনি? যারা তাঁর ভজন করবে বলে এগিয়েছে, কিন্তু শেষে ভজন-সাধন সব চুলোয় গেছে, শেষে তাঁকেই মারবার জন্য সব চেষ্টা চলছে। ভাগবতে রয়েছে,—

"ইত্যুক্তঃ সোঽসুরো নূনং গৌরীহরণলালসঃ।"

চিন্তা করুন, মাকে বামা করতে চাইছে! সেগুলো হল সব অসুর, রাক্ষস, শয়তান, বদমায়েস। সেইগুলোকে মা মেরেছেন নিজহাতে। ঐ শ্লোকে তাই বলা হল,—

"যেন্যে রাবণ-বাণ-বৃক-পৌণ্ড্রকান্ধকাদি-জনাঃ
তদ্ভূত্যা ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ।।"

'ত্বদ্ভূত্যা ন চ তৎপ্রিয়া'—তাঁর প্রিয়ত্ব লাভ করতে পারেনি এরা, 'ন চ হরেঃ'—ভগবান শ্রীহরিকেও সন্তুষ্ট করতে পারেনি, 'তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ"—সুতরাং তারা জগতের শত্রু হয়েছে, পৃথিবীর শত্রু হয়েছে।

যাঁরা ভক্ত, বৈষ্ণব, তাঁদের প্রতি যে ব্যবহারের কথা বলা আছে, সেরকম ত' করতে হবে ; কিন্তু ওরা ত' তা পারছে না, পারল না। সেজন্য উল্টো ফল ফলেছে ওদের ক্ষেত্রে। তাহলে তিনি কাকেও সত্যই কৃপা করছেন ; তাদের কৃষ্ণনাম দান করলেন, কৃষ্ণমন্ত্র দান করলেন—যাও, এই নিয়ে সাধন-ভজন কর। এটা ভগবানেরও যেমন আছে, তেমন তাঁর একান্ত অনুগত বৈষ্ণবগণেরও আছে। ভগবান্‌ও কি কম পরীক্ষা করেন! যারা তাঁর সাধন-ভজন করতে যায়, তাদের জন্য বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া।।"

আবার যদি তিনি কৃপা করেন—বড় কান্নাকাটি করছে, এর কোন উপায় নেই, তখন ব্যবস্থা নেন তার।

"আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব।
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব।।"

—এই হল কৃষ্ণের নিষ্কপট করুণা। যাকে অকপট করুণা করবেন, নিষ্কপট করুণা করবেন তিনি, তার পক্ষে এই ব্যবস্থা নিয়ে নেন তিনি। একথা ত' গীতা-

ভাগবতের সব জায়গায় বলে রেখেছেন ভগবান্। আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না, আমরা সাধারণ মানুষের কথা বলে মনে করছি, সেইজন্য অসুবিধাগুলো এসে যাচ্ছে। যখনই তাঁর কথায় বিশ্বাস আসবে, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের বাক্যে বিশ্বাস আসবে, তখনই তার হয়ে গেল, তখন তিনি তত্ত্বদর্শন পেয়ে গেলেন, তখন আর তার কোন ভয় নেই।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।

ভগবান্ দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছেন। যে আমার শরণাগত হচ্ছে একান্তভাবে, কান্নাকাটি করছে, তার ব্যবস্থা ত' আমি নিয়ে থাকি অর্জ্জুন। "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।" সেই ভগবান্ই ত' আবার বলছেন,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।"

অনন্যচিত্ত যে—আমি ছাড়া আর কেউ আছে তার বলে জানে না, তার সব দায়িত্ব আমার। আমি তার সব দায়িত্ব নিয়ে নেই। সব দায়িত্ব নিয়েছেন, এমন প্রমাণ আছে কোথাও? হাজার হাজার প্রমাণ আছে। তিনি না নিলে বলতেন না ওটা। অন্যের ভরসা নেই কিন্তু ভগবানের পরেই সব নির্ভরতা, সব ভরসা। পূর্ণ শরণাগতি—Full submission। একটু এগোই, একটু পিছোই—এমন নয় ; সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তারই জন্য সব ব্যবস্থা—ভগবান্ নিজেই বলছেন। 'তেষাং নিত্যাভি-যুক্তানাম্'—আমার প্রতি নিত্যকাল নির্ভরশীল, আমি ছাড়া তার কোন গতি নেই—এমন চিন্তা। বহু আত্মীয়-স্বজন জগতে থাকলেও তাদের বলা হয়েছে—স্বজনাখ্য দস্যু। বড় কড়া কড়া কথা বলা আছে শাস্ত্রে। শাস্ত্র মানে ত' শাসনবাণী। সুতরাং একটু কড়া ত' হবেই। একটু মিঠে কড়া। শাসন আছে, আবার পিছনে স্নেহ-মমতাও আছে।

আমি সেই ভক্তের সব ব্যবস্থা নেই—কৃষ্ণ বলে দিলেন অর্জ্জুনকে। তার সব দায়িত্ব নেন? বললেন, হ্যাঁ। ভগবান্ আমাদের খাওয়ান, পরান। অনেকে ভাবেন—আমরা দৌড়াদৌড়ি করছি, চাকরি-বাকরি করছি, তবে ত' খাচ্ছি। কত অহঙ্কার! দুবার পাতলা পায়খানা হলেই জিভ উল্টে চোখ-টোখ বেরিয়ে যায়। বাহাদুরি কত! আমরা করে খাচ্ছি, ভগবানের চোদ্দপুরুষ আমাদের কি করছে? কিচ্ছু করে না। বড় বড় চানূর-মুষ্টিকের দল সব, তাদের হবে না কিছু।

যেখানে বিশ্বাস আছে, নির্ভরতা আছে মনে-প্রাণে, সেখানে কথাটা এসেছে—"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। 'যোগ' মানে—অলব্ধ বস্তুর লাভ। ভক্তের নেই ওটা ; ভগবান্ তা দিয়ে দিলেন ভক্তকে। দিয়ে দিলে কি হবে? রাখবে কে? দেখাশুনা

করবে কে? তিনি ত' সবসময় 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' 'হা রাধে হা রাধে' করছেন বসে বসে। ভগবানেরই দায়িত্ব নিতে হল। সর্ব্বনাশ! আবার 'ক্ষেম' মানে হল তৎসংরক্ষণচেষ্টা। তাকে সম্পত্তি দিয়েও রেহাই নেই ভগবানের। তা রক্ষাও করছেন তিনি। যে ভগবান্ এইরকম দয়ালু, এত কৃপালু, এত স্নেহবৎসল, সেই ভগবানের ভজন করব না ত' কার ভজন করব?—এই ত' ভক্তের বিচার। একান্ত অনুগতজনের এই ত' বিচার। তাঁরা ত' ভগবানের কৃপা নিয়েই বেঁচে আছেন। কিন্তু আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ভগবানকে পড়া ঠিকমত বুঝাতে না পারছি ততক্ষণ আমাদের কিছু হচ্ছে না। অন্তর্যামী ভগবান্ ত' তিনি, তিনি সবই বোঝেন। কোন্ ছেলেটা কেমন হাঁ করলে কি মানে হয়—সব বুঝে বসে আছেন। একটা শয়তান-বদমায়েস, সে বাইরে খুব কাঁদছে, ভিতরে কিচ্ছু না, তার ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। বদমায়েস কোথাকার, শয়তানি করছিস্ আমার সঙ্গে? আবার সত্যই অন্তর থেকে কাঁদছেন যিনি, তার ব্যবস্থা নিয়ে নিচ্ছেন। অন্তর্যামী তিনি, অন্তরদেবতা তিনি। কাঁদবার সময় ভাষা ঠিকমত বের হচ্ছে না, কিন্তু ভগবান্ তার ব্যবস্থা নিয়ে নিচ্ছেন। আর একজন খুব কাঁদছে—চোখে জল নেই, চোখ রগ্‌ড়ে জোর করে জল বের করছে, কিন্তু শয়তান, তার ব্যবস্থা নিচ্ছেন না ভগবান্।

একজন খুব পণ্ডিত লোক, শুদ্ধ সংস্কৃতে স্তব-স্তুতি ইত্যাদি করে যাচ্ছে, খুব ভাল উচ্চারণ করে যাচ্ছে ; কিন্তু ভক্তি নেই, ভগবান্ বললেন—এটা শয়তান। আর একটা ছেলে-মেয়ে খুব কান্নাকাটি করছে, সংস্কৃত বেশী জানে না, মোটেই জানে না হয়ত', 'বিষ্ণবে নমঃ' বলতে গিয়ে 'বিষ্ণায়ঃ নমঃ' বলে ফেলল। ভগবান্ বললেন,—ওরই ব্যবস্থা নাও। যে ভগবান্ এইরকম দয়ালু, কৃপালু, সেই ভগবানকে ছেড়ে আর কার ভজন করব আমরা? "না চাইতেও নামের গুণে ওসব ফল পাইরে।" কথাটার মানে কি? নামের গুণ এটা, নামের স্বভাব এটা। নাম স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ হয়ে সাক্ষাদ্ভাবে তাঁর স্বরূপ প্রদর্শন করছেন ভক্তকে। আমরা কীর্ত্তন করি, সেই কীর্ত্তনের মধ্যে বলা আছে,—

"কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।

*　　*　　*　　*

ঈষৎ বিকশি' পুনঃ,　　দেখায় নিজ রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ।।"

এই হল সেই নামের প্রভাব। সেই নাম কৃপা করে তাঁর স্বরূপ প্রদর্শন করেন, তাঁকে কৃপা করেন, প্রেমানন্দ দান করেন। এমনই দয়ালু, কৃপালু সেই ভগবান্, তাঁর ভজন করব না ত' কার ভজন করব?

শিব-তত্ত্ব মানে হল ভক্ততত্ত্ব, সেবকতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব। এখন একটা প্রশ্ন আসতে

পারে—শিবঠাকুরের কোন্ অবস্থায় বিষ্ণুত্ব আসে? সেই উত্তর দিতে গেলে আবার একটা প্রসঙ্গ। সেটা হল—আমরা যাঁকে মনে করি ইনি সাধন-ভজনের চরম বিচার নিয়ে বসে আছেন, তাঁর নাম হল গোপীশ্বর মহাদেব বা গোপেশ্বর মহাদেব। কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তাঁর যা Judgement, Verdict তার মধ্যে তিনি নিজেকেই সেবক বলে বলেছেন, বৈষ্ণব বলেই বলেছেন। এখন শিব কোন্ অবস্থায় বিষ্ণুতা প্রাপ্ত হয়েছেন বা তাঁর Status, standerd টা কি, তা নিয়েও আলোচনা আছে। সেখানে সদাশিব-তত্ত্ব নিয়ে ব্যাখ্যা করা আছে। সদাশিব-শব্দটার মানে সমস্ত শিবতত্ত্বের উপরওয়ালা মালিক যিনি—তিনি হলেন বিষ্ণুতত্ত্ব। সেইখানে তাঁর নামকরণ করা আছে—সদাশিব। তাঁর রাজ্যটা রয়েছে। আবার সেই রাজ্য ছাড়াও তাঁর নিচের যাঁরা রয়েছেন, যেমন বৈকুণ্ঠে অন্যান্য দেবতারাও আছেন। এখানকার—ইহজগতের যে-সব দেবদেবী তাঁদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু সেখানে আবার শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আছেন, দেবীগণ আছেন ; তাঁরা সব বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী। সেই তত্ত্বের সঙ্গে একেবারে Properly adjusted হয়ে তাঁরা নিজ নিজ সেবা নিয়ে আছেন। এ বর্ণনা আছে, আপনারা শুনেছেন কি? বৈকুণ্ঠ-পীঠাবরণ দেবতারূপে তাঁরা সকলে আছেন। তাঁরা সেখানে তাঁদের স্বরূপের পরিচয়ে পরিচিত এবং সাক্ষাৎ সেবা নিয়ে সব আছেন সেখানে। জগতের যে শিব, এখানে যাঁরা দেখাশোনা করছেন, আমাদের বিচার-অনুসারে তাঁরা আমাদের কাছে তথ্য বা তত্ত্ব প্রকাশ করেন। গীতায় কৃষ্ণ বলছেন,—যে আমাকে যেমন ভজন করে, আমি তাকে সেইরকম ধরণের বস্তু প্রদান করি। অনেক ক্ষমতা আছে তাঁদের কিন্তু সেটা জানে না তারা, বোঝে না , সুতরাং চাইতেও পারে না, পায়ও না। এঁরাও (এই জগতের দেবতাগণও) এঁদের যে স্বরূপ আছে এবং সেই স্বরূপে যে সেবা, সেই সেবা সকলে চায়ও না, সুতরাং পায়ও না। এ ব্যাপারগুলোও আছে, বিচারের কথা।

সমস্ত ব্রহ্মা-তত্ত্বের মালিক যিনি তিনি কিন্তু বৈষ্ণব নন, তিনি বিষ্ণু। তাঁর নাম কি? তাঁর নাম হিরণ্যগর্ভ। এই হিরণ্যগর্ভ মানে হল বিষ্ণু। সমস্ত শিবতত্ত্বের উপরওয়ালা যিনি তাঁর নাম হল বিষ্ণু, তিনি হলেন সদাশিব। তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন। এ সব বিচারগুলোও দেখানো আছে। সুতরাং আমাদের তত্ত্বদর্শনটা জানতে হবে—কে কোন্ Portfolio নিয়ে আছেন। কে সেবকতত্ত্ব, কে বৈষ্ণবতত্ত্ব, কে বা সেব্যতত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব? সেবক কিছু বিষ্ণু হয়ে যাচ্ছেন না, আবার বিষ্ণু ভগবান্ তিনি সেবক হয়ে যাচ্ছেন না। এটা কিরকম উদাহরণ? হ্যাঁ, এটার উদাহরণ আছে। অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। বিভিন্ন Officer দরকার। কত Officer দরকার বলুন ত'? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড থেকে বেছে বের করে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয় সেই Postএ। তিনি সেই কাজ সেরে ফেললেন, তার একটা সময় আছে। তারপর তিনি Released হলেন।

আবার এমনও বর্ণনা আছে—কোন ব্রহ্মাণ্ডে, কোন অফিসে কর্ম্মচারী কম পড়েছে, শিব ঠাকুর কম পড়েছেন বা ব্রহ্মাজী কম পড়েছেন, তখন ভগবানেরই আর এক মূর্ত্তি গিয়ে সেখানে বসে সেই কাজ সেরে দেন। এইরকম আছে নাকি? বললেন,—হ্যাঁ, এও আছে। যেখানে স্বয়ং ভগবান্, সেখানে বিষ্ণুতত্ত্ব। সেখানে যাঁরা শিবঠাকুরের কাজ করছেন, ব্রহ্মাজীর কাজ করছেন, তাঁরা বৈষ্ণব নন, তাঁরা বিষ্ণু, ভগবান্। কি করে বুঝা যাবে? যখনই দেখবেন চার হাতওয়ালা, তখনই বুঝতে হবে বিষ্ণুতত্ত্ব। এইরকম নিয়ম নাকি? হ্যাঁ, সাধারণ নিয়ম এটা। আবার দুহাতওয়ালা বিষ্ণুও ত' আছেন। দ্বিভুজ বাসুদেব—চতুর্ভুজও তিনি। চতুর্ভুজ যেখানে, সেখানে বুঝতে কোন কষ্ট নেই। কিন্তু দ্বিভুজের মধ্যে আবার বাসুদেব, এ সবসময় বুঝা যায় না, সেটা আবার কৃপাসাপেক্ষ। কাকে কে কৃপা করবেন? ভগবান্ রাসস্থলী পরিত্যাগ করে চলে গেছেন। গিয়ে আবার চারহাত বের করে নারায়ণ হয়ে বসে আছেন। সব গোপীগণ তাঁর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন 'নমো নারায়ণায়' 'নমো নারায়ণায়' বলে বলে। কিন্তু রাধা ঠাকুরাণী যখন এসেছেন তখন দুইহাত লুকিয়ে গেছে আপনা থেকেই। দুহাতই রয়েছে তখন, তাঁর কাছে আর চালকি-চাতুরী চলবে না। ভগবান্ তাঁর কাছে আর ছলচাতুরী করতে পারছেন না। ওদের ত' ঠকিয়ে দিলেন চারহাত বের করে। তত্ত্বদর্শনটা এইরকম। কোন ভুল বুঝাবুঝি নেই। আর সে স্বরূপের কাছে কোন চালাকি নেই। নিজস্ব ব্যাপার ত'। ভগবান্ যদি ইচ্ছা করেন সবই সম্ভব।

লীলাময় তিনি, লীলাপুরুষোত্তম তিনি। তাঁর কৃপা কে বুঝবেন? যিনি বুঝবেন, তিনি বুঝবেন—যাঁরা বুঝবেন তাঁরা বুঝবেন। সকলের ত' অধিকার নেই। সব জিনিসগুলো হল কৃপা। "কৃপা বিনা ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে।" আমার অনেক ক্ষমতা আছে, অনেক বুদ্ধি আছে, অনেক পাণ্ডিত্য আছে, অনেক বংশ-গৌরব আছে, কিন্তু কোন কিছু চলবে না সেখানে, সব অচল।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো'—আমি খুব ভাল প্রবচন দিতে জানি, খুব ভাল বক্তা, তা দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'—Fertile brain, খুব মনে আছে, মনে থাকে, হবে না ওতে। ভগবানের কাছে পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে সব বৃথা। আগে ত' গুরু-বৈষ্ণবের কাছে পরীক্ষা, তারপর ত' ভগবানের কাছে। তাঁরা যদি Recommend—আবেদন করেন কাকেও, তবে ত' ভগবান্ তাকে গ্রহণ করবেন। সব জিনিসটাই ত' আছে পাশাপাশি, আমাদের ত' বুঝতে হবে। 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি'—হবে না তা।

'হরে কৃষ্ণ' বলে কখনও মানে করা হয়—মানে আপনি একটু হরিকথা বলতে পারেন ; আবার 'হরে কৃষ্ণ' মানে আপনি একটু বিরতি দিতে পারেন ; আবার 'হরে কৃষ্ণ' মানে আপনি এখন মুখ বন্ধ করতে পারেন। তাহলে 'হরে কৃষ্ণ' মানে আরম্ভ,

বিরতি, শেষ তিনটে হল। কিন্তু ভগবানের নাম আদিতে করতে হবে, মধ্যে করতে হবে, অন্তেও করতে হবে। এই হরিনামটা কখন কি রকম করব? প্রথম নাম একরকম করব, আর শেষের নাম কি উল্টোরকমের কিছু করা হবে? মানুষ যখন বেঁচে আছে, তখন ত' একরকম নাম হয়—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলে। মানুষ যখন মরে যায়, তখন কি উল্টো করে বলা হয়? হ্যাঁ, কখনও কখনও দেখা যায় উল্টো করেই ত' বলে—'বোল হরি বোল হরি হরি হরি বোল', কীর্ত্তন হয়। আর যখন শেষ হয়ে যায় সব, তখন কি হয়? 'বোল হরি হরি বোল'। তখন সব উল্টে যায়। গণেশ উল্টে গেল। ব্যবসা ফেঁদেছিলাম একটা, সে ব্যবসা ভাল চলল না। লাল বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ। হবে না তা। ভগবানের বেলায় এরকম চলবে না, অন্য লোকের বেলায় চলতে পারে। ভগবানের বেলায় Very carefull and very cautious।

ভগবান্ যে পরীক্ষক, ওঁর কাছে পাশ করা খুব মুস্কিল ; কিন্তু যাকে পাশ করাবেন তিনি, তার কি পরম সৌভাগ্য—এটা বুঝতে হবে। পরীক্ষা ত' আমরা দেব সবসময়, পরীক্ষা দেওয়ার জন্যই ত' আমরা বসে আছি, এ জগৎটা হল পরীক্ষার স্থল, পরীক্ষার হল। পরীক্ষার্থী, পরীক্ষার্থিনী আমরা। সবাই নিশ্চয়ই পরীক্ষা দেব। পাশও করব। যেমন তেমনভাবে পরীক্ষায় পাশ করব না। First class first হব। এইরকম ধরণের চেষ্টা নিয়ে আমাদের সাধন ভজন করতে হবে ভগবানের। ভগবানে ঐরকম নিষ্ঠা থাকবে, ভক্তিতে নিষ্ঠা থাকবে। আর যা কিছু দরকার সব নিয়ে ওরকম চলব। খানিকটা খানিকটা করব, হবে না তা। ভগবান্ ভীষণ চালাক। একটু একটু করলে হবে না। সম্পূর্ণটা তাঁকে দিতে হবে। তাহলে অন্য দিকে কি একটুও এদিক ওদিক করা যাবে না? না। এদিকে দেবদেবীও ভজি, আবার ওদিকে কেষ্ট-বিষ্টুও করি—হবে না তা। একদিকে, একমনা হতে হবে। বুঝতে হবে কে আমার উপরওয়ালা। 'কি দেবেন, কি পাব'—তাতে দরকার কি আমার? দরকার আমার ভগবৎপ্রেম, প্রীতি। দরকার আমার ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা। সেটা করতে গেলে কার কাছে যাব আমি? ঘেঁটু, মাকাল করলে হবে না। যে যা করছে সব একজায়গায় পৌঁছে যাবে? হয় না তা, হবে না কোনদিন। বিভিন্ন জায়গার টিকিট নিয়ে বসে আছি আমরা, বিভিন্ন জায়গায় যাব বলে। মনে মনে ভাবলে কি হবে যে আমি হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাব? বিভিন্ন স্টেশনের টিকিট, কি করে হবে? বিভিন্ন ঠিকানায় চিঠিগুলো দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন ঠিকানায়ই যাবে ত', সব একই জায়গায় যাবে কি করে? জমার ঘরটা ওরকম করা চাই। উল্টোপাল্টা বললে ত' হবে না। যার জমার ঘর যেমন, সে থেকে যাবে সেইরকম সেখানে। যার জমার ঘর স্বর্গ পর্য্যন্ত, সে স্বর্গ পর্য্যন্ত গিয়ে ঠেকে যাবে ; আবার যার একটু বেশী আছে, সে আরও একটু উপরে উঠবে। যার আরও একটু বেশী আছে,

তিনি সত্যলোক পর্য্যন্ত গেলেন। তারপরে আর হল না। যার আবার সেইরকম ধরণের জমার ঘর আছে, তিনি বিরজা পার হবেন, ব্রহ্মলোকে যাবেন। তারপর "বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়।" সবগুলো জমার ঘরের পরে নির্ভর করছে ত'।

কি করে জমার ঘর করতে হয় তা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ ত' সব বলে দিচ্ছেন। সাধারণ জমার ঘর নিয়ে কতদূর বা যাব আমি, কতদিন বসে বসে খাব বা আমি? তাই ত', আর থাকা যাবে না, সামান্য টাকা আছে, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। এইত' অবস্থা! হরিনাম না করলে জমার ঘর ত' হবে না। শুদ্ধ নাম হওয়া চাই, যেমন তেমন নাম হলে হবে না। ভক্তিগ্রন্থ আলোচনা করা চাই, ঠাকুরের সেবা করা চাই, হরিকথা শ্রবণ করা চাই। কোন্‌টাকে বাদ দেব আমি? সব নিয়েই ত' চলতে হচ্ছে। থাকা-খাওয়া বাদ দেব, তাহলে দুদিনের মধ্যেই ত' অক্কা, তখন কে কার ভজন-সাধন করবে? শরীরটাও দরকার। সুতরাং ডাক্তার-বৈদ্যকেও দেখাতে হবে। ডাক্তার-বৈদ্যও দুরকম। ইহসংসারে সকলের চিকিৎসা করেন এক বৈদ্য, আর একরকমের বৈদ্য আছেন, তাঁরা ভক্তির লাইনের চিকিৎসা করেন। দুরকমের চিকিৎসা ত' আছে। "ইহরোগ, ভবরোগ দুই যায় ক্ষয়।"—এমন চিকিৎসাটাও শিখতে হবে। সকলে ত' সবটা জানি না আমরা। কেউ বা এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করি, কেউ বা হোমিওপ্যাথি, কেউ বা কবিরাজী চিকিৎসা করি। কেউ বা আবার হাইড্রোপ্যাথি ইত্যাদি অনেক কিছু করি। সে সম্বন্ধে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞান থাকা চাই, সাধনপথে অগ্রসর হওয়া চাই। যেটা যেমন নিয়ম আছে, সেই অনুসারে আমাদের চলতে হবে। সর্ব্বোপরি কোথায় যেতে হবে আমাদের, কোথায় যাব আমরা? বৃন্দাবন যাব আমরা—এইটা হল সবথেকে বড় কথা। তাহলে সঞ্চয়টা, জমার ঘরটা—Fixed deposit ওইরকম ধরণের থাকা দরকার। তাহলে আমরা ভগবানের কাছে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ সেবা-অধিকার নিশ্চয়ই পাব, নিশ্চয়ই পাব, নিশ্চয়ই পাব।

পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল মহারাজজী আমেরিকাস্থ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ৪।৫।২০০০ হইতে ২৮।৫।২০০০ পর্য্যন্ত প্রচার করেন। সাধকজীবনে একাদশীর প্রয়োজনীয়তা, একাদশীর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী উপলক্ষে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা বিশদভাবে বর্ণন করেন। দূরদর্শনের এক প্রশ্নোত্তরপর্ব্বে শ্রীল মহারাজ বলেন,—ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতির দিকে তাকাইলে দেখা যায়, ভারত গরীব নহে। পৃথিবীর যে-সকল ভৌতিক, আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহার মূলে

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৭ : ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০০

ভারতবর্ষের অস্তিত্ব বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। ভারতের সহায়তা ব্যতীত বিশ্বশান্তির অন্য কোন উপায় নাই। তজ্জন্য এক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মন্তব্য করিয়াছেন,—"India guided by God can lead the world back to sanity." ভগবানের ভজন করিলে কেহই কখনও দরিদ্র হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ, শ্রীধ্রুব মহারাজ প্রভৃতি বহু উদাহরণ দেখা যায়। তবে খোলাবেচা শ্রীধর বা সুদামা বিপ্রের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া শ্রীল মহারাজ বলেন, এঁরা গরীব ছিলেন না, অকিঞ্চন বা নিষ্কিঞ্চিন বৈষ্ণব ছিলেন। নিষ্কিঞ্চন বা অকিঞ্চন-শব্দের অর্থ 'নাস্তি কিঞ্চন (ধন) যস্য' নহে ; 'কৃষ্ণ এব কিঞ্চন (ধন) যস্য সঃ।'

এক ইষ্টগোষ্ঠীতে শ্রীল মহারাজ ভক্তগণের প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—

জনৈক শ্রোতা—মহারাজজী! ভক্তিপথে থাকিয়া ভজন করিতে করিতে সাধক চ্যুত হয় কেন?

শ্রীল মহারাজ—সাধুসঙ্গের অভাবে বৈষ্ণবগণের সম্মান না করিয়া নিরন্তর বিরোধিতা করিবার জন্য।

শ্রীল বলদেব প্রভুর রোমহর্ষণ-বধ-লীলার রহস্য ও শিক্ষা আলোচনা প্রসঙ্গে দশবিধ নামাপরাধ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তন্মধ্যে সাধকজীবনে 'সতাং নিন্দা' ও গুর্ব্ববজ্ঞার পরিণাম যে কি ভয়াবহ হইতে পারে, তাহা বিভিন্ন উদাহরণদ্বারা বুঝাইয়া দেন। ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি একাদশজনকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করিয়া সারা বিশ্বে এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। কোন এক অজ্ঞাতনামা ভক্ত Internet-এ এই সংবাদ পরিবেশন করায় মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ এবং মদীয় শিক্ষাগুরুদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের নাম সমস্ত বিশ্ববাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। এক ধর্ম্মসভাতে শ্রীল মহারাজজী শ্রোতাগণের প্রশ্নের উত্তরে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একদণ্ড-সন্ন্যাস, কলিকালে তাহার অপ্রয়োজনীয়তা, নরোত্তম-সন্ন্যাসের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী ও শ্রীরূপমনোহর দাসাধিকারী শ্রীসমিতির বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন।

২৯।৫।২০০০ হইতে ২৭।৬।২০০০ পর্য্যন্ত শ্রীল মহারাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস্ এঞ্জেলস্, হুস্টন্, আলাচুয়া, ব্যাজার, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি প্রভৃতি স্থানে বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রচার করেন। প্রায় সর্ব্বত্রই স্থানীয় দূরদর্শনে, সংবাদপত্রে শ্রীল মহারাজের প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। Internet-এর মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ব্যাপক প্রচার হইতেছে। নিয়মিতভাবে প্রচার-

সংবাদ এর মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ায় চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তগণ শ্রীল মহারাজের হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছেন। কেহই কোন বিশেষ গোষ্ঠীর অপপ্রচারে কর্ণপাত না করিয়া দলে দলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষের প্রচার দেখিয়া মনে হয়, অনতিবিলম্বে সমগ্র বিশ্ব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ছত্রছায়ায় আশ্রয় লইবে।

আমেরিকার প্রধান আলোচ্য বিষয়—(১) ভক্তগণের তারতম্যে জ্ঞানীভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত অম্বরীষ মহারাজ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা প্রেমীভক্ত হনুমান, তদপেক্ষা প্রেমপর ভক্ত পঞ্চপাণ্ডব এবং পাণ্ডবগণ অপেক্ষা প্রেমাতুর ভক্ত উদ্ধব কেন শ্রেষ্ঠ তাহা সবিস্তারে বর্ণন করেন। (২) ভক্তির ফল—"ভক্তি পরেশানুভব" শ্লোকের ব্যাখ্যাদ্বারা বুঝাইয়া দেন। (৩) প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা, (৪) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার, (৫) শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থল তিনটী—শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীধাম জগন্নাথ পুরী ও শ্রীরামানন্দ প্রভুর মিলন স্থান গোদাবরী নদীর তটের মধ্যে অভিন্ন বৃন্দাবন নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ কেন তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত নরবৎ মাধুর্য্যলীলা হইয়াছে। নবদ্বীপবাসী সকলেই জানেন নিমাই পণ্ডিত শচীমায়ের ছেলে। তাঁহার সহপাঠী জগদানন্দ পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ মিত্রবৎ জ্ঞান করিতেন যেমন বৃন্দাবনে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্যবহার করিতেন। মা যশোদা যেমন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজপুত্র অপেক্ষা অধিক কিছু জানিতেন না, দুইবার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও তাঁহার বাৎসল্য-সমুদ্রে কখনও ভাটা পড়ে নাই, ঠিক তদ্রূপ শচীমায়ের ক্ষেত্রেও হইয়াছে। নিমাইয়ের বাল্যলীলাতে বিশেষ করিয়া তৈর্থিক বিপ্রের ঘটনাদি দেখিয়াও তাঁহার বাৎসল্য-সমুদ্রে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন আসে নাই।

(৬) শ্রীরূপ-শিক্ষা, শ্রীরূপ গোস্বামীর জীবন-চরিত। শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রধান শিক্ষা আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ "তন্নাম রূপ-চরিতাদি" শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—এই শ্লোকে তিনবার 'অনু'-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, কেবলমাত্র দৃঢ়তার জন্যই নহে। ভগবানের নাম-রূপ-চরিত (লীলা) সুকীর্ত্তন অর্থাৎ সুষ্ঠুরূপে সুন্দরভাবে কীর্ত্তন করিতে হইবে। প্রথমে সুষ্ঠু শ্রবণ না হইলে সুকীর্ত্তন হইতে পারে না। অতএব 'আদৌ শ্রীগুরুমুখাৎ শ্রবণম্'—সর্ব্বপ্রথম শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ, তারপর কীর্ত্তন হইলে তবেই সুকীর্ত্তন হইবে, অন্যথা নহে। সুকীর্ত্তনানু—সুকীর্ত্তন + অনু। সুকীর্ত্তন 'অনু' অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে করিতে হইবে এবং নিরন্তর করিতে হইবে। 'তদনুরাগী জনানুগামী'—এখানেও তদ্ (শ্রীকৃষ্ণ) অনুরাগীজনের আনুগত্যে নিরন্তর ব্রজে বাস করিয়া তাঁহাদের অনুগামী হইয়া নিরন্তর তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের

নাম-রূপ-চরিতাদি কীর্ত্তন করিয়া ক্রমে ক্রমে রসনা, মনকে নিয়োজিত করিয়া সময় অতিবাহিত করিলেই জীবনের সার্থকতা এবং ইহাই চরম উপদেশ।

(৭) শ্রীসনাতন শিক্ষার প্রাথমিক অংশ এবং তাঁহার জীবন-চরিত আলোচনা করিয়া তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেন। সকল বিষয় অবগত হইয়াও আমাদের ন্যায় কলিহত জীবের জন্য কিভাবে তিনি অজ্ঞবৎ প্রশ্ন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে তত্ত্বদর্শন বলাইয়াছেন। ইহা তাঁহার পরদুঃখদুঃখী এবং কৃপাসমুদ্রের পরিচায়ক। এইজন্যই শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীল সনাতন গোস্বামীর জন্য "বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্। কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।।" শ্লোকে 'পরদুঃখদুঃখী' এবং 'কৃপাম্বুধিঃ'-শব্দের অবতারণা করিয়াছেন। (৮) হুষ্টনে 'ইন্ডিয়ান্ কমিউনিটি'তে সপ্তাহব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করেন এবং শ্রোতাগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

২৮।৬।২০০০ হইতে ১২।৭।২০০০ পর্য্যন্ত ইউরোপের ইংল্যাণ্ড এবং হল্যাণ্ডে সফল প্রচার করিয়া ১৮।৭।২০০০ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এই বৎসর প্রচারের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে,—ইউরোপ এবং আমেরিকার সর্ব্বত্রই বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশ হইতে ভক্তগণ এবং শ্রদ্ধালু জনগণ সমবেত হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের Aberystwyth cityর Walles Universityতে সপ্তদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ড এবং হল্যাণ্ডের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল,—(১) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবন-চরিত, দশমূল-শিক্ষা, বৈষ্ণব-জগতে তাঁহার অবদান এবং তাঁহাকে 'সপ্তম গোস্বামী' বলা হয় কেন? (২) শ্রীগৌরশক্তি গদাধরের জীবন-চরিত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার প্রীতির বৈশিষ্ট্য, (৩) গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনের রহস্য ও সাধক-জীবনে তাহার প্রভাব, (৪) শ্রীরথযাত্রা প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বের রথযাত্রা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়কালীন রথযাত্রার তুলনামূলক আলোচনা, (৫) হেরাপঞ্চমী এবং (৬) পুনর্যাত্রার তাৎপর্য্য।

ইংল্যাণ্ডে ধর্ম্মসভায় শ্রোতাগণের প্রশ্নোত্তরে শ্রীল মহারাজ বলেন,—

জনৈক শ্রোতা—শ্রীল মহারাজজী! যদি কেহ বৈষ্ণবনিন্দা না করে এবং সদ্‌গুরু হইতে হরিনাম-দীক্ষাদি ব্যতিরেকে হরিনাম করে তবে তাহার ফল কি?

শ্রীল মহারাজ—পরজন্মে বৈষ্ণবগৃহে জন্ম হইবে এবং সদ্‌গুরু-চরণ আশ্রয় করিয়া ভজন করিবে।

শ্রোতা—স্বামিজী! শ্রীকৃষ্ণনাম অত্যন্ত শক্তিশালী—দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যার অপেক্ষা রাখে না। ভজনের জন্য গুরুকরণ কি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়? এই বিষয়ে আপনার কি বিচার?

শ্রীল মহারাজ—আমার নিজস্ব কোন পৃথক্ বিচার নাই। মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখ হইতে, বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাঁহাদের বিচার, গুরুপরম্পরার অভিমত এবং শাস্ত্রের যাহা বিচার আমারও সেই বিচার। শ্রীকৃষ্ণনাম শক্তিশালী, দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যার অপেক্ষা নাই—ইহা সত্য ; কিন্তু সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় ব্যতীত কোন জন্মে প্রেম প্রকট হইবে না। গুরুকরণ না হইলে ভজন কিভাবে সম্ভব? ভগবান্ ত' নিজমুখেই বলিয়াছেন,—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।।

শ্রীগুরুকরণ না হইলে গুরুপূজা কিভাবে সম্ভব এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই বা কিভাবে সম্ভব? অতএব গুরুকরণ অনস্বীকার্য্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রোতা—গুরুজী! ভজনের ক্রম কি?

শ্রীল মহারাজ—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজন-ক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি ও আসক্তি—এই পর্য্যন্ত সাধন-ভক্তি ; তাহা হইতে ক্রমশঃ ভাব, অবশেষে প্রেম উদিত হয়।

শ্রোতা—মহারাজজী! বৈষ্ণবগণের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত?

শ্রীল মহারাজ—"অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।।"

শ্রোতা—গুরুদেব! সর্ব্বপ্রথম পাপ, অপরাধ, অনর্থ দূর হইবে, তারপর ভজনক্রিয়া শুরু হইবে এবং পরে প্রেম হইবে?

শ্রীল মহারাজজী—না, এই বিচার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে ভজনক্রমে গুরুকরণের পর ভজনক্রিয়া, তাহার পর অনর্থনিবৃত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যত পরিমাণে ভজন হইবে, তত পরিমাণে অনর্থ দূর হইবে। ইহা 'ভক্তি পরেশানুভব' শ্লোকের দ্বারা বুঝাইয়া দেন। প্রেম প্রকট অনেক দূরের কথা। প্রেম প্রকট পর্য্যন্ত অনর্থ বিদ্যমান থাকে—যাহা শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মাধুর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থে একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকীর ব্যাখ্যাতে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীল মহারাজের প্রচারসঙ্গীরূপে থাকিয়া শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ, শ্রীভক্তিবেদান্ত বন মহারাজ, শ্রীভক্তিবেদান্ত অরণ্য মহারাজ, শ্রীপুণ্ডরীক ব্রহ্মচারী এবং শ্রীব্রজনাথ দাসাধিকারী শ্রীসমিতির বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন।

হনলুলু, নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে সাংবাদিকগণ শ্রীল মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,—এ বৎসর ভারত Miss universe প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়াছে। সুশ্রী লারা দত্ত তাহার অন্তিম চরণের প্রতিযোগিতায় India has women's voice বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

তদুত্তরে শ্রীল মহারাজ জানান যে, লারা দত্ত যথার্থই উত্তর দিয়াছে। ভারতবর্ষে Women's voice সকল যুগেই ছিল, আছে ও থাকিবে। ত্রেতাযুগে Miss Universe ছিলেন সীতাদেবী। তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গ, দেবতা, দানব প্রভৃতি বেষ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছিলেন ; কিন্তু সকলেই ব্যর্থ মনোরথ হন। তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য মর্য্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে আসিতে হইয়াছিল। দ্বাপরযুগে Miss Universe ছিলেন দ্রৌপদী। তাঁহার লক্ষ্যভেদের কথা ত' মহাভারত হইতে সকলেই জানেন। অনন্ত Universeএর Miss Universe ছিলেন গৌড়ীয়গণের আরাধ্যা শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—"ন পারয়েঽহং" এবং "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্, দেহি পদপল্লবমুদারম্।।" বিশ্বের কোন দেশে কোন সাহিত্যে ভারতবর্ষ ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। বৈষ্ণবজগতেও Women's voice দেখা যায়, যেমন—শ্রীনিত্যানন্দশক্তি জাহ্নবাদেবী, হেমলতা ঠাকুরাণী, গঙ্গামাতা গোস্বামিনী প্রভৃতি। ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রেও এর উদাহরণ দেখা যায়। ভারতের স্বর্গীয়া প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। আমেরিকা Women's voice, women's voice বলিয়া চিৎকার করে কেবলমাত্র লোক প্রতারণার জন্য। তাহারা ভাঁওতাবাজ, শঠ, প্রতারক। কেননা আমেরিকার ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত ৩২ জনেরও অধিক রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, কিন্তু একজনও তাহার মধ্যে মহিলা রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন নাই আজ পর্য্যন্ত। Women's voice একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব।

শ্রীল মহারাজ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরবাণী প্রচারের জন্য পুনরায় গত ২৭।৭।২০০০ তারিখে রাশিয়ার মস্কো রওনা হইয়াছেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৩২শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

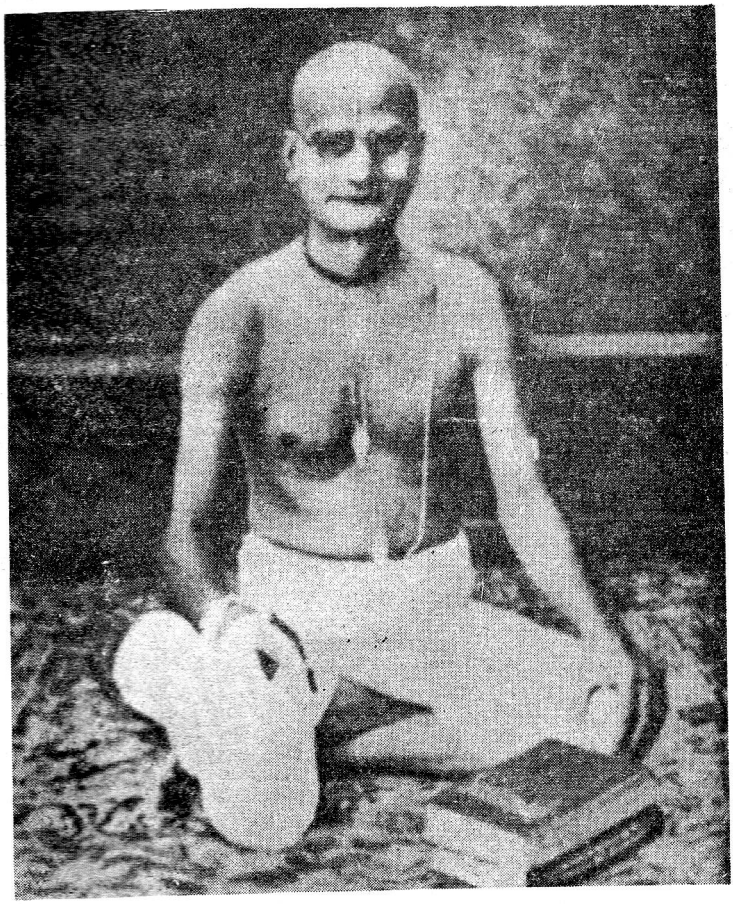

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিনে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে।।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।
৪ পদ্মনাভ, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ২৬শে আশ্বিন, ১৪০৭ (ইং ১৩।১০।২০০০) শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ৩২শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

৩১শে ভাদ্র, ১৪০৭

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

সেবা-সূচী

২৬শে আশ্বিন (ইং১৩।১০।২০০০), শুক্রবার—
প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের
অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।
মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।
অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে "**সাধারণ-সম্পাদক**"-এঁর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া (পঃ বঃ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥

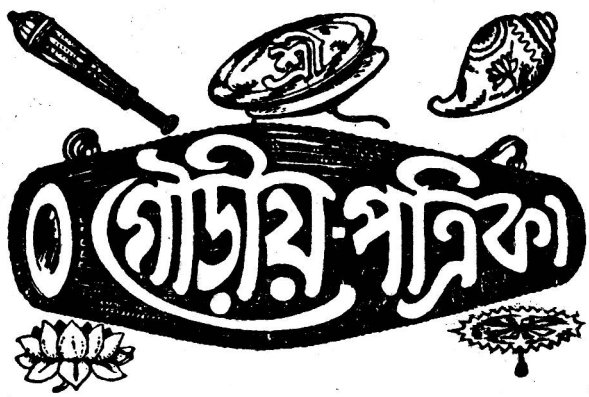

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫২শ বর্ষ } ৪ দামোদর, প্রদ্যুম্ন, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ
৩০, আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৪০৭, ইং ১৭/১০/২০০০ { ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

মাতৃগর্ভস্থ-জীবস্য শ্রীশ্রীভগবৎ-স্তুতিঃ

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশেঽধ্যায়ে—১২-২১]

জীব উবাচ,—

তস্যোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছয়াত্ত-
নানাতনোর্ভুবি চলচ্চরণারবিন্দম্।
সোঽহং ব্রজামি শরণং হ্যকুতোভয়ং মে
যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যসতোঽনুরূপা।। ১।।

(সপ্তম মাসে পদার্পণকারী মাতৃগর্ভস্থ দেহাত্মদর্শী জীব পুনরায় গর্ভবাস-যন্ত্রণা-ভয়ে ভীত হইয়া সপ্তধাতু-বেষ্টিত অবস্থাতেই কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক ব্যাকুলচিত্তে তাহাকে মাতৃগর্ভে প্রেরণকারী পরমেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করে,—)

তখন জীব বলিতে থাকে,—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া

যিনি নানাবিধ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন এবং যে ভগবান্ আমার ন্যায় অসৎ ব্যক্তির অনুরূপা এই গতি বিধান করিয়াছেন, আমি তাঁহার ভূতল-সঞ্চারী অভয়-পদারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিলাম।। ১।।

যস্ত্বত্র বদ্ধ ইব কর্ম্মভিরাবৃতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াম্।
আস্তে বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধ-
মাতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতং নমামি।। ২।।

(জীব ও ভগবানে বিশেষ আছে। জীব সেবক, ভগবান্ সেব্য ; জীব শরণাগত, ভগবান্ শরণ্য।) যে 'আমি' জননী-জঠরে দেহাকার-পরিণতা মায়াকে আশ্রয়পূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা আবৃত-স্বরূপ হইয়া বদ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতেছি এবং ভগবান্, যিনি অন্তর্যামিরূপে আমার সহিত এই স্থানে বাস করিতেছেন—সেই 'আমাতে' ও ভগবানে বিশেষ ভেদ আছে। ভগবান্ স্থূল ও লিঙ্গ উপাধিরহিত অর্থাৎ তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই ; তিনি অখণ্ড জ্ঞান-স্বরূপ। আমার সন্তপ্ত-হৃদয়ে তাঁহার ঐ রূপ প্রতিভাত হইতেছে। তিনিই আমার শরণ্য, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি।। ২।।

যঃ পঞ্চভূতরচিতে রহিতঃ শরীরে
চ্ছন্নো যথেন্দ্রিয়গুণার্থ-চিদাত্মকোঽহম্।
তেনাবিকুণ্ঠ-মহিমানমৃষিং তমেনং
বন্দে পরং প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ পুমাংসম্।। ৩।।

আমি পঞ্চভূত-রচিত এই দেহমধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছি বলিয়া যেরূপ আমার বোধ হইতেছে কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, কারণ আমার নিত্যস্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত অসম্পৃক্ত ; সুতরাং ইন্দ্রিয়, গুণ, বিষয় ও চিদাভাসাত্মক হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু ভগবানের মহিমা এই শরীর-যোগেও কুণ্ঠিত হয় না অর্থাৎ তিনি ব্যষ্টি-জীব-হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করাতে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপের কোন বিকার বা মায়া সংস্পর্শত্ব লাভ করে না ; কিম্বা মায়িক জীবের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ-দেহীতে কখনও ভেদ হয় না ; কারণ তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বজ্ঞ ; আমি সেই আদি-পুরুষকে বন্দনা করি।। ৩।।

যন্মায়য়োরু-গুরু-কর্ম্ম-নিবন্ধনেঽস্মিন্
সাংসারিকে পথি চরংস্তদতিশ্রমেণ।
নষ্টস্মৃতিঃ পুনরয়ং প্রবৃণীত লোকং
যুক্ত্যা কয়া মহদনুগ্রহমন্তরেণ।। ৪।।

যাঁহার মায়ার দ্বারা জীব জ্ঞানশূন্য হইয়া ও পূর্ব্বস্মৃতি হারাইয়া বিস্তৃত গুণ-

কর্ম্ম-নিমিত্ত এই সংসার-পথে শ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, সেই পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে জীব পুনর্ব্বার স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না।। ৪।।

জ্ঞানং যদেতদদধাৎ কতমঃ স দেব-
স্ত্রৈকালিকং স্থির-চরেষ্বনুবর্ত্তিতাংশম্।
তং জীব-কর্ম্ম-পদবীমনুবর্ত্তমানা-
স্তাপত্রয়োপশমনায় বয়ং ভজেম।। ৫।।

পরমেশ্বর ব্যতীত আমাকে ত্রৈকালিক জ্ঞান দান করিতে আর কেই বা সমর্থ হইবে? পরমেশ্বরের অংশ অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে চরাচর নিখিল পদার্থে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব কর্ম্মফলস্বরূপ বদ্ধজীবরূপা পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমরা ত্রিতাপজ্বালা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে ভজনা করি।। ৫।।

দেহ্যন্যদেহ-বিবরে জঠরাগ্নিনাসৃগ্-
বিণ্মূত্র-কূপপতিতো ভৃশ-তপ্তদেহঃ।
ইচ্ছন্বিতো বিবসিতুং গণয়ন্ স্বমাসান্
নির্ব্বাস্যতে কৃপণধীর্ভগবন্ কদা নু।। ৬।।

হে ভগবন্! আমি রক্ত, মল ও মূত্রপূর্ণ কূপস্বরূপ মাতৃগর্ভে পতিত হইয়া তাঁহার জঠরানলদ্বারা সন্তপ্ত হইতেছি। এই স্থান হইতে নির্গত হইবার জন্য আমি আমার পরিমিত মাস গণনা করিতেছি ; ভাবিতেছি, ভগবান্ কবে আমায় এইস্থান হইতে নিষ্কৃতি দিবেন?।।৬।।

যেনেদৃশীং গতিমসৌ দশমাস্য ঈশ
সংগ্রাহিতঃ পুরুদয়েন ভবাদৃশেন।
স্বেনৈব তুষ্যতু কৃতেন স দীননাথঃ
কো নাম তৎপ্রতি বিনাঞ্জলিমস্য কুর্য্যাৎ।। ৭।।

হে ঈশ! ভবৎসদৃশ অসীম কৃপাময় যে পুরুষ দশমাসমাত্র বয়স্ক জীবকে এইরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, সেই দীননাথ আপন কার্য্যদ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হউন্। কেবল অঞ্জলি রচনা ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি ভগবানের কৃতোপকারের যথোচিত প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইবেন?।। ৭।।

পশ্যত্যয়ং ধিষণয়া ননু সপ্তবধ্রিঃ
শারীরকে দমশরীর্য্যপরঃ স্বদেহে।
যৎসৃষ্টয়া স তমহং পুরুষং পুরাণং
পশ্যে বহির্হৃদি চ চৈত্যমিব প্রতীতম্।। ৭।।

হে ভগবন্! সপ্তধাতুরূপ বন্ধনে বদ্ধ পশ্বাদি অপরাপর জন্তুসকল কেবল স্ব-স্ব-দেহে শরীরোৎপন্ন সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যাঁহার প্রদত্ত বিবেক-জ্ঞানবলে শম-দমাদিযুক্ত হইয়াছি, সেই ভোক্তাস্বরূপ অপরোক্ষরূপে প্রতীয়মান অনাদি পূর্ণপুরুষকে অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করিতেছি।। ৮।।

সোঽহং বসন্নপি বিভো বহুদুঃখবাসং
গর্ভান্ন নির্জিগমিষে বহিরন্ধকূপে।
যত্রোপযাতমুপসর্পতি দেবমায়া
মিথ্যামতির্যদনু সংসৃতি-চক্রমেতৎ।। ৯।।

হে প্রভো! আমি বহুবিধ দুঃখের নিলয় এই গর্ভমধ্যে বাস করিয়াও এইস্থান হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করি না ; কেননা, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও ঘোর অন্ধকারময় সংসার-কূপ বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে গমন করে, আপনার মায়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জীব পশ্চাতে দেহাদিতে 'অহং'-বুদ্ধি করিয়া পুত্র-কলত্রাদি সম্বন্ধ-নিমিত্ত এই সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করে।। ৯।।

তস্মাদহং বিগত-বিক্লব উদ্ধরিষ্যে
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেক-রন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিত-বিষ্ণুপাদঃ।। ১০।।

অতএব আমি এইস্থানেই অবস্থানপূর্ব্বক বিষ্ণুপাদযুগল হৃদয়ে ধারণ করত সারথীরূপিণী বুদ্ধির সাহায্যে সংসার হইতে আত্মাকে অতি শীঘ্র উদ্ধার করিব। হে ভগবন্! যেন পুনর্ব্বার আমার নানা গর্ভবাসরূপ দুঃখে পতিত হইতে না হয়।। ১০।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৭ পৃষ্ঠার পর]

স্থায়িভাব-রতি

১। 'স্থায়িভাব' কি?

"অন্য সকল ভাবকে নিজ বশে রাখিয়া যে ভাব কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাই স্থায়িভাব। জাত-ভাব-পুরুষের যে রতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই কৃষ্ণে অনন্য-মমতাসংযুক্ত ও কিয়ৎপরিমাণে গাঢ় হইতে হইতেই রসোপযোগী স্থায়ী ভাব হইতে পারে। যদিও ঐ রতি স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ অবিমিশ্র একভাবত্ব অতিক্রম করিয়া প্রেমপ্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছে, তথাপি তাহাকে রতিই বলা যাইবে ; যেহেতু প্রেম অসীমত্ব-প্রযুক্ত

সর্ব্বাবস্থায় রতিত্ব-দশায় পরিচিত হয় না। কোন অবস্থায় প্রেম রসের পরাকাষ্ঠাকে আত্মসাৎ করিয়া পরিচিত হয়, অতএব স্থায়িভাব বলিতে রতিই অগ্রসর হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২। 'রতি' কাহাকে বলে? তাহা কয় প্রকার?

"রতিই প্রেমের প্রথমাবস্থা এবং প্রেমই রতির গাঢ়াবস্থা। প্রেম—সূর্য্যস্বরূপ এবং রতি বা ভাব—তাহার কিরণস্বরূপ। রতি উদিত হইলে অল্প-অল্প সাত্ত্বিকাদি ভাব উদিত হয়। রতি বদ্ধজীবের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়াও স্বয়ং চিদ্ব্যাপার, অতএব স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রকাশ্য-তত্ত্বের ন্যায় প্রতীত হন এবং মনোবৃত্তিরূপে লক্ষিত হইতে থাকেন। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ ও সাধনাভিনিবেশ হইতে জগতে এইরূপ দুইপ্রকারে রতির উদয় হয়। জগতে **সাধনাভিনিবেশজ** রতিই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। **প্রসাদজ** রতি বিরলোদয়। সাধনাভিনিবেশজ রতি আবার বৈধ-সাধনজ ও রাগানুগা-সাধনজ-ভেদে দ্বিবিধ।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৩। অনিত্য ও নিত্য-রতি কি?

"জড়দেহে যে রতি আছে, সে রতি চিতানলে দগ্ধ হয়, আত্মার সহিত নিত্যরূপে থাকে না। পৃথিবীতে যে স্ত্রী-পুরুষ ব্যবহার আছে, তাহা অতি তুচ্ছ; কেন না, দেহের সুখ দেহের সহিত শেষ হয়। জীব যিনি, তিনি আত্মা, তাঁহার একটী নিত্য-দেহ আছে। সেই নিত্য-দেহে সকল-জীবই স্ত্রী এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ। জড়-দেহের চেষ্টা-সকলকে ক্রমশঃ খর্ব্ব করিয়া নিত্য-দেহের চেষ্টাকে বৃদ্ধি কর। যেমত জড়ীয় স্ত্রী-দেহের রতি উৎকটভাবে পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ নিত্য-স্ত্রী-দেহের অপ্রাকৃত-রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত কর। বিষয়ের প্রতি চিত্তের যে লালসা, তাহাকেই 'রতি' বলি। **অপ্রাকৃত সিদ্ধ-দেহের যে স্বাভাবিকী কৃষ্ণলালসা,** তাহাই জীবের **নিত্য-রতি।**"

—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

৪। রসবিচারশূন্য ব্যক্তিগণের যে ভাবের উদ্দীপনা, তাহার মূল কোথায়?

"রসবিচারশূন্য হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে যে রসের আলোচনা করেন, তত্ত্বজ্ঞানাভাবে তাহাকেই চিদ্‌গত ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, সমাধি, এবাদৎ, পূজা, প্রার্থনা (Prayer) ইত্যাদি নাম দিয়া থাকেন। যে-সময়ে উপাসক পূজা, প্রার্থনা (Prayer) বা এবাদৎ প্রভৃতি ক্রিয়াতে আবিষ্ট হন, তখন বিদ্যুৎগতির ন্যায় একটী ভাব তাঁহার অন্তরাত্মা হইতে উঠিয়া মনকে কম্পিত করে এবং দেহে রোমাঞ্চ প্রভৃতি কিছু কিছু ব্যাপ্তি উদ্ভাবন করে। তখন মনে হয়, ঐ ভাবটী যদি আমাতে স্থায়িরূপে থাকে, তাহা হইলে আর আমার কষ্ট থাকে না। ভাই, সেই ভাবটী কি? তাহা কি

জড়ের ধর্ম্ম,—না চিন্তার ধর্ম্ম,—না জড়-বিপরীত ধর্ম্ম? সমস্ত জগৎ অন্বেষণ কর, জড়ে কাথাও সেরূপ ভাব দেখিবে না। তড়িৎ-পদার্থ (Electricity) বা চুম্বক (Magnetism) যাহারা জড়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাদের মধ্যে সে অবস্থা নাই। চিন্তাকে যদি বিচার করিয়া দেখ, তাহাতেও সে-ভাব নাই। জড়-বিপরীত চিন্তাতে ত' কিছুই নাই। তবে তাহা কোথা হইতে আসিল? তোমরা গম্ভীররূপে বিচার করিয়া দেখ, জড়-আচ্ছাদিত জীবের সিদ্ধসত্তা হইতেই সেই ভাব উচ্ছলিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

৫। রতি কি হৈতুক-মনোবৃত্তি-বিশেষ?

"রতি একটী স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহার হেতু নাই, বিষয় দেখিলেই উত্তেজিত হয়। * * রতি প্রেমের বীজ ; শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত কর।"

—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

৬। জাতরতি পুরুষের লক্ষণ কি?

"অপ্রস্ফুট-প্রীতি প্রথমাবস্থায় কেবল উল্লাসময়ী। তখন তাহার নাম—রতি। সেই রতি শান্তরসে অনুমিত হয়। রতি জন্মিলে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান হয়।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৭। স্থায়িভাব-রতি ও রসোদয়ের ক্রম কি?

"যতই অনর্থ বিগত হয়, ততই উন্নত সোপান অতিক্রম করিতে করিতে নিষ্ঠা রুচিরূপে, রুচি আসক্তিরূপে এবং আসক্তি ভাবরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ভাব স্থায়ী হইয়া রতিরূপে সামগ্রীযোগে রস হয়।"

—'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

৮। ভাবাপন-দশায় সাধকের কি অভিমান?

"ভাবাপন-দশায় জড়দেহের অভিমান দূর হইয়া সিদ্ধদেহের অভিমান প্রবল হইয়া পড়ে।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৯। আত্মরতিই কি অভয়দায়িনী নহে?

"যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য—সকলি অভয়।
বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয়।।"

—'অভিধেয়-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি' ১, কঃ কঃ

১০। ইহজন্মে সাধন-ব্যতীত শুদ্ধ-রতির উদয় হইলে কি বুঝিতে হইবে?

"কোন ব্যক্তিতে সাধন দেখা গেল না, কিন্তু শুদ্ধ রতির উদয় হইতে দেখা যায়। সে-সকল স্থলে বুঝিতে হইবে যে, প্রাগ্‌ভবীয় সুসাধন কোন কারণে স্থগিত ছিল। সেই বিঘ্ন বিনষ্ট হওয়ায় ফলোদয় হইল, মনে করিতে হইবে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১১। জাতরতি-পুরুষে যদি আচার-ব্যবহারের বৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, তবে কি তাঁহাকে অসূয়া করিতে হইবে?

"জাতরতি-পুরুষের আচার-ব্যবহার যদি বৈগুণ্যের ন্যায় লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি কৃতার্থ ; তাঁহাতে কেহ অসূয়া করিবেন না। বস্তুতঃ জাতরতি ব্যক্তির চরিত্র নির্দ্দোষ। কোন কোন সামান্য ক্রিয়া সাধারণ বৈধাচারের বিরুদ্ধ বলিয়া দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে দুষণীয় নয় ; বিধি-প্রসক্ত নিম্নাধিকারী চক্ষে তাহা বৈগুণ্যের ন্যায় বোধ হয় মাত্র।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীরূপশিক্ষা

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।
এই মত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া।।

যে-সকল পদার্থ বিশ্বে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তা'র সংবাদ অনেকে রাখি। কিন্তু যে-সকল পদার্থ ভক্তের আরাধ্য বা ভক্ত যেরূপ দর্শন করেন, তা ভক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারা যায় না।

ভগবান্ নিত্য, অন্যান্য বস্তু অনিত্য, অজ্ঞানমিশ্র ভাবযুক্ত। তা'তে বাস্তবসত্য ধর্ম্ম নাই, সেগুলি আপেক্ষিক ধর্ম্মযুক্ত। সেজন্য ভক্তের দর্শন কি-প্রকার, তাহা মহাপ্রভু শ্রীরূপকে শিক্ষা দিচ্ছেন। দর্শনভেদে বিচার, ক্রিয়া ও প্রাপ্তির ভেদ।

ভগবান্ হরিসেবাবিমুখকে যে শক্তি দিয়েছেন, তা'তে তাঁ'কে সেবা করা যায় না। এখানে যে জিনিষ দেখতে হ'বে তা এখানে না থাক্‌লে চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কাণ দিয়ে শুনা যায় না, নাক দিয়ে তার ঘ্রাণ লওয়া যায় না, জিহ্বা দিয়ে আস্বাদন করা যায় না বা ত্বক্ দিয়ে স্পর্শ করা যায় না। মানবজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞানজ ব্যাপারসমূহের দর্শনকার্য্য কর্‌তে পারে। তা' নানাপ্রকার অসম্পূর্ণতা-ধর্ম্মে অবস্থিত।

শ্রীরূপের পরিচয় আপনারা জানেন যে, তিনি বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁ'র নাম দিলেন শ্রীরূপ। তিনি কিভাবে বিশ্বদর্শন কর্‌তে হ'বে, জান্‌বার জন্য জিজ্ঞাসু হ'য়েছিলেন।

বদ্ধজীব যেভাবে বিশ্বদর্শন করে, তদ্রূপ বদ্ধানুভূতি মুক্তের সঙ্গে এক নয়। তাঁ'রা

জরা-মরণ-ধর্ম্মে অবস্থিত নন, তাঁ'রা ভগবানের সঙ্গে থাকেন। ভগবান্ নিত্যকাল আছেন।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।

ভগবান্ অচিৎশক্তিদ্বারা জীবকে জগৎ ভোগ করান। এই শক্তিপ্রভাবে জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক'রে দিয়েছেন। আবরণী শক্তি জীবজ্ঞানকে আবরণ করে। বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি বাস্তবশক্তি হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে 'আমি বৈষ্ণব' একথা বুঝ্তে দেয় না। যা' Atheist, Pantheist বা Agnostic স্কুলের বিচার। ইহজগৎই যাঁ'দের প্রয়োজনীয় হয়, তাঁ'দের মঙ্গলের জন্য ভক্তিপথ। তাহা গ্রহণ না কর্লে অভক্তিপথের ধারণা কৃষ্ণেতর-বিষয়ে আচ্ছন্ন রেখে আমাদের দর্শনকে নানাপ্রকারে বাধা প্রদান করে। বহির্জগতের চিন্তাস্রোত থেকে বাস্তবসত্যের বিচারে আসা দরকার। সেটী দেখাবার জন্য শ্রীরূপগোস্বামী যাচমান হ'লে ভগবান্ তাঁকে সে-বিষয় বুঝ্বার জন্য শক্তি সঞ্চার কর্লেন, যা' লাভ কর্লে mental speculation থাকে না। শক্তি দুইপ্রকার—অচিৎ ও চিৎ। চেতনের শক্তি না পে'লে জীব আপেক্ষিকতা-ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ভক্তগণ তা'তে আবদ্ধ নন। Pseudo, false বৈষ্ণবগণ তা'তে আবদ্ধ। অন্য লোকের সেবা গ্রহণ ক'রে আমি আনন্দ পা'ব—এটা অভক্তি। আর আমি ভগবানের সেবা কর্ব—এর নাম ভক্তি। ভোগ্যবিচার থাকাকাল পর্য্যন্ত অমুক্ত।

প্রভু কহে শুন রূপ, ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তারি' না যায় বর্ণন।।
পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমায় চাখাইতে তা'র কহি এক বিন্দু।।
এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশীলক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ।।

বহির্জগতের বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দর্শন—ভোগময় দর্শন। আপনারা এরূপে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন কর্বেন না, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-চক্ষে তাঁ'কে দর্শন করুন। তাঁ'কে এরূপ দর্শন কর্বেন না যে, তিনি বাইরের বাধিত কোন জিনিষ। Transcendental figure should not be considered as mundane figure. যে-সকল বস্তু ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত তা ঈশ্বর নয়। নিরাকার পদার্থকে যিনি ঈশ্বর বলেন তিনি ভ্রান্ত। বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র ইহা স্বীকার করেন না। "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে"—অধোক্ষজ পদার্থের সেবা কর্লে অনর্থের হাত হ'তে মুক্ত হওয়া যায়।

বহির্জগতের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জ্ঞান, তা সামান্য। বাস্তবসত্যের জ্ঞানলাভে যোগ্যতা হওয়া দরকার।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যোঽধীতমুত্তমম্।।

বাস্তবিকই যিনি এ সকল আলোচনা ক'রেছেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। ঈশ্বর-দর্শন হ'লে,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।।"

তা'তে আপাতপ্রতীতি বদলে গিয়ে সেবা-যোগ্যতা লাভ করে। দীক্ষাকালে শক্তি অর্পিত হয়।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়।।

ভজন অপ্রাকৃতদেহে। প্রাকৃত সহজিয়া ভোগচিন্তায় চালিত হ'য়ে ব্যভিচার-প্রমত্ত হয় ; তারা অবৈষ্ণব। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ-চেষ্টা সমাজবিপ্লবী। জড়ের সাকার ও নিরাকার গ্রহণ ক'রে ভগবদ্বস্তু নিরূপণ কর্‌তে গেলে ভ্রান্ত হ'তে হয়।

"পারাপারশূন্য গভীর ভক্তিরসসিন্ধু" ভক্তিরাজ্যের অপরপারে যাওয়া ও অভক্তিরাজ্যে থাকার মধ্যে বিরজা নদী। কারণবারির একপার্শ্বে অভক্ত, অপরপারে বৈষ্ণবগণ। তাঁরা জগতে আসেন। কিন্তু আধ্যক্ষিকতাদ্বারা তাঁদের মাপ্‌তে হ'বে না। কারণ সমুদ্রের পারে ব্রহ্মলোকের পর সবিশেষ-ধাম পরব্যোম। ইতরব্যোম ভূতাকাশ। যেখানে Sensuous reciprocity আছে। আমাদের ইন্দ্রিয়সকল বাহিরের বস্তুতে আকৃষ্ট হ'লে মেপে নেওয়া ধর্ম্ম আসে। ইন্দ্রিয়সকল যে ব্যাপার গ্রহণ কর্‌ছে, তা Finite, উহা ছেড়ে দিলেই Infinity acceptable হবে না। নিরাকারবাদের প্রচারে সুবিধা হ'বে না। উহা ন্যূনাধিক ব্যুৎপরস্ত। Iconographer and Iconoclast should be rejected.

সেজন্য বল্‌ছেন মধ্যপথে ভক্তিরস থাক্‌লে ভক্ত ভজনীয় বস্তু লাভ কর্‌বে। ভক্তিরস-সাগর পারাপারশূন্য, আধ্যক্ষিক বিষয়ভোগ পরিহার কর্‌লেই বাস্তবসত্যের জ্ঞান হ'বে না। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি", "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" বিচার হওয়া দরকার। অভক্তিতে মুক্তি হবে না। কেবল জন্ম-জন্মান্তর লাভ মাত্র। বাসনার অতৃপ্তিতে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ। কৃষ্ণভক্তের সেবা কর্‌লে মঙ্গল। হরিকথা আলোচনা হওয়া দরকার, তদ্ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

২ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৭ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০০

"সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লাবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারস-নিষেবণমন্তরেণ পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য।।"

সংসারে ত্রিতাপদগ্ধ জীব পদে পদে ক্লেশ লাভ কর্‌ছে। তা'হতে ত্রাণ দরকার হ'লে লীলা-কথারস শ্রবণ কর্‌তে হ'বে। আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে হ'লে প্রাকৃত সহজিয়া হ'বে। ডাঁসা জিনিষ ভাল, কিন্তু পেকে পচে গেলে খারাপ। Anti-vaishnavism খুব চল্‌ছে। বিরুদ্ধ কথা গ্রহণ ক'রে জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি কর্‌ছে। উহা চিন্তাধর্ম্ম নহে। বাস্তব সত্যকে Approch করা দরকার। নচেৎ মনুষ্যজীবনই বৃথা। সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌লে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

মায়াবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৪ পৃষ্ঠার পর]

ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব হেতু মনের প্রবৃত্তি

ব্রহ্ম যদি একান্তই অজ্ঞেয় বস্তুই হন, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মানুসন্ধানে বাক্য ও মনের প্রবৃত্তিই জন্মিতে পারে না ; কিন্তু "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" শ্রুতি-মন্ত্রে জানিতে পারি যে, সেই 'জ্ঞেয়' পরব্রহ্মকে জানিবার জন্যই বাক্য ও মন প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাঁহাকে সম্যক্ না জানিয়া ফিরিয়া আসে। সম্যক্ না জানিবার হেতু এই যে, ব্রহ্ম বিভুবস্তু।

ব্রহ্ম—'শব্দ'-বেদ্য

বেদ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীগীতা—যাহাদিগকে প্রস্থানত্রয় বলা হয়, যাঁহার উপর সমগ্র হিন্দু দর্শন প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা সকলেই পরব্রহ্ম-বস্তুকে জ্ঞেয় বলিয়াছেন। "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো দ্রষ্টব্যোঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" বেদমন্ত্রই ইহার প্রমাণ। বেদান্ত দর্শনের প্রারম্ভিক সূত্র হইতেছে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। যদি ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় হইতেন, তাহা হইলে তদ্রূপ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসারই বা কি প্রয়োজন এবং তৎসম্বন্ধে প্রায় ৫৫০ সংখ্যক্ সূত্রেরই বা আবশ্যকতা কি ছিল?

এখন কথা হইতেছে যে, ব্রহ্মবস্তুকে জানিবার উপায় কি? এইরূপ সন্দেহ প্রাপ্তিতে সূত্রকার সূত্র বলিতেছেন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"। 'শাস্ত্র'-অর্থে শব্দ ; এ শব্দ কুণ্ঠ-জগতের বায়বীয় ঘাত-প্রতিঘাতোত্থ প্রাকৃত শব্দ নহে, ইহা চিদ্‌বোমের অনাহত স্বয়ং প্রকাশ শব্দ। বৈকুণ্ঠ-শব্দ—এই শব্দ এবং ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই—নাদব্রহ্মে (প্রণবে) এবং ব্রহ্মে কোন ব্যবধান নাই অর্থাৎ প্রণবই ব্রহ্মের স্বরূপ হওয়ায় ব্রহ্মের শব্দ-বেদ্যত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—"**বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য।**" বেদান্ত সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতও তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন—"**বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্।**" চরমমঙ্গলপ্রদ নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য পরব্রহ্ম বস্তুই বেদ্য ; সুতরাং মায়াবাদী যে পরব্রহ্মকে অজ্ঞেয় এবং শব্দদ্বারা অবাচ্য বলেন, তাহা নিতান্তই ভেক-কোলাহল মাত্র। নিখিলকল্যাণ-গুণাকর, শব্দাশ্রিত, জনবেদ্য, অচিন্ত্যশক্তি পরব্রহ্ম-বস্তুকে মায়াবাদী তর্কের দ্বারা নিয়মিত করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া সজ্জনসমাজে উপহাস্যাস্পদ হইয়াছেন মাত্র।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ

তাই শ্রীপদ্মপুরাণ মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ বলিয়াছেন। মায়াবাদী অপেক্ষা বরং বৌদ্ধ কিছু সরল। কারণ, তাহারা সোজাসুজি সর্ব্বপ্রকারের সত্ত্বাভাবকেই 'তত্ত্ব' বলিয়াছে অর্থাৎ শূন্যই তত্ত্ব। ইহা বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। আর মায়াবাদী কপটতাপূর্ব্বক বেদ অঙ্গীকার করিবার ছলনা করিয়াও বেদবেদ্য ব্রহ্মকে 'অজ্ঞেয়' এবং শব্দাবেদ্য বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বৌদ্ধ যেমন 'সর্ব্বশূন্য' বলিয়া আবার শূন্যকে 'তত্ত্ব' বলিতেছে, তদ্রূপ। মায়াবাদী পরব্রহ্মকে 'অজ্ঞেয়' বলিয়া আবার কপটতাপূর্ব্বক 'সত্য' বলিতেছে। কোন বস্তু সত্য কি মিথ্যা, তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ, কিন্তু মায়াবাদী ব্রহ্মের কোন প্রমাণ দিতে পারে না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক।।
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।।
'পরিণাম-বাদ'—ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত।।
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার।।
ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া।।
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়।।
'প্রণব' সে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদে, জগতে উৎপত্তি।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৮-১৭৪)

ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এক তাৎপর্য্যপর

মায়াবাদী-সম্প্রদায় অদ্বয়জ্ঞান পরব্রহ্মের দ্বিবিধ স্বরূপ কল্পনা করেন। সগুণ অর্থাৎ

উপাধিযুক্ত এবং নির্গুণ অর্থাৎ উপাধিবিমুক্ত—ব্রহ্মের এই দুইপ্রকার রূপ। (তাঁহাদের মতে) জীব হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্তই উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম ; জীব ও ঈশ্বর উপাধিমুক্ত হইলেই নিরুপাধিক ব্রহ্ম হইলেন। বেদশাস্ত্রে যে ব্রহ্মবস্তুর কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং যাহাকে জ্ঞানবেদ্য বলা হইয়াছে, তাহা এই সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে নহে।

কিন্তু সমস্ত বেদশাস্ত্রে এরূপ কথা কোথাও পাওয়া যায় না যে, উপাধিভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ। অবশ্য বেদশাস্ত্রে একই অদ্বয়জ্ঞান পরব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ বলা হইয়াছে। অপ্রাকৃত অদ্বয়জ্ঞান পরব্রহ্ম-বস্তুতে পাছে মনুষ্য প্রাকৃত সাহজিক বিচারাবলম্বনে প্রাকৃত গুণ আরোপ করে, তাহাই নিবারণকল্পে শাস্ত্র তাঁহাকে প্রাকৃত গুণরহিত বা নির্গুণ পরব্রহ্ম বলিয়াছেন এবং তাঁহার অপ্রাকৃত কল্যাণ গুণরাশিকে লক্ষ্য করিয়াই বেদশাস্ত্র তাঁহাকে সগুণ পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীঅর্জ্জুনকে উপদেশস্থলে ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।" (গীঃ ১৩।১৩)

এই বাক্যে স্পষ্টভাবেই ব্রহ্মবস্তুকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে। যে ব্রহ্মবস্তুকে জানিলে জীবের অমৃতত্ব লাভ হয়, সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তু বর্ণনপ্রসঙ্গে কোথাও তাঁহার সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে দ্বিবিধ স্বরূপের কথা বলা হয় নাই। গীতাশাস্ত্রে ব্রহ্মের একই স্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম অনাদি এবং নির্গুণ হইয়াও ত্রিগুণাতীত 'ভগ'-শব্দবাচ্য ষড়্‌গুণাস্বাদক। তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয় এবং তিনি জ্ঞানগম্য। পরম তত্ত্ব কি, এই কথা বলিতে গিয়া অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন,—

"পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্।। (গীঃ ১০।১২)

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং নির্গুণ পরব্রহ্ম

মায়াবাদিগণ যে পরমেশ্বর বস্তুকে সগুণ ব্রহ্ম এবং পরমেশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্বই নির্গুণ বলিয়া কল্পনা করে, তাহা বেদ-বেদান্ত ও গীতাশাস্ত্র-বিরোধী স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ মাত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন **"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"** বলিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ হইতে যদি শ্রেষ্ঠ নির্গুণ পরব্রহ্ম অপর কেহ থাকেন, তাহা হইলে আমরা কেনই বা কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হইব? শ্রীকৃষ্ণের কথা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব আর কিছু নাই—**"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"**

সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই পরব্রহ্ম। মায়াবাদী নিজের দেহ সম্বন্ধে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করায় মনে করে, তাহার মত শ্রীভগবানের দেহসম্পর্ক থাকিলে তিনিও

বুঝি তাহারই ন্যায় অসুবিধায় পড়িবেন। কিন্তু মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বয়-কর্ত্তৃক হরিপাদপদ্ম হইতে বিক্ষিপ্ত এবং মায়াগ্রস্ত মায়াবাদী জানে না যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাহার ন্যায় কখনই উপাধি-সংশ্লিষ্ট হয়েন না, তিনি সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ পরতত্ত্ব। মায়াবাদী পরতত্ত্বকে মুখে এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া আবার পরব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের ভেদ কল্পনা করিতেছে। পরব্রহ্মে এই দ্বৈতত্ব কল্পনার মূলে বৌদ্ধপ্রভাবই দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম—পরব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ—একই অদ্বয় বস্তু। বেদান্ত-দর্শনেও সেই একই ব্রহ্মের জিজ্ঞাসার কথা বলিয়াছেন—যে পরব্রহ্ম হইতে জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ সাধিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ মায়াবাদীর কথিত সগুণ-ব্রহ্ম নহেন

সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া যে ব্রহ্মকে বলা হইয়া থাকে, তাহা সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান-ভেদে জ্ঞানের দ্বিবিধত্ব স্বীকার করিয়া নহে ; কারণ, "গতি সামান্যাৎ" বেদান্ত-দর্শনের এই সূত্রেই তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। তাহাতে বলা যায় যে, ব্রহ্ম জ্ঞানোৎপত্তিতে বেদই মুক্তি প্রদান করে, এবং সেই বেদই প্রমাণ। ঐ বেদসকল নিখিল হেয়গুণ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণ বিবর্জ্জিত, অতএব নির্গুণ এবং অখিল-কল্যাণগুণবিশিষ্ট ; সুতরাং 'সগুণ' একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম-বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকে। ছান্দোগ্য শ্রুতি পরব্রহ্মকে এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়াছেন। ব্রহ্মের কোন অবস্থান্তর প্রাপ্তির কথা কোন শ্রুতিই কীর্ত্তন করেন না, অথচ মায়াবাদী কল্পনাপূর্ব্বক ব্রহ্মের উপাধি-যুক্তাবস্থার নাম ঈশ্বর তথা সগুণ-ব্রহ্ম এবং উপাধি-নির্ম্মুক্তাবস্থাই নির্গুণ-ব্রহ্ম বলেন। কিন্তু মায়াবাদীর জানা উচিত যে ব্রহ্মের ঐ প্রকার বিবিধ স্বরূপ থাকিলে ছান্দোগ্যের **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'** প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় না ; কারণ, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব যখন নিত্য, তখন ঈশ্বরত্ব ভঙ্গক্রমে ঈশ্বরের নির্গুণত্ব লাভের কোন সম্ভাবনা হইতেছে না। সুতরাং সগুণ-ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্ম এই দুই ব্রহ্মের নিত্য অস্তিত্ব রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহাতে শ্রুতি-প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হয় না। অতএব সিদ্ধান্তিত হইতেছে—পরব্রহ্ম একই এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। একই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত গুণাভাব লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে নির্গুণ এবং নিখিল অপ্রাকৃত কল্যাণ গুণগণকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে সগুণ বলিয়াছেন। কিন্তু মায়াবাদীর কল্পিত সগুণ-নির্গুণ-ভেদে ঈশ্বর এবং ব্রহ্মের দ্বিবিধত্বের কথা শ্রুতি কখনই কীর্ত্তন করেন নাই। সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বাবস্থায়ই পরব্রহ্মের একই স্বরূপের কথা বলিয়াছেন।

—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৭ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০০

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—১০)

শ্রীবলদেব-তত্ত্ব

স্বয়ং ভগবান্ যেরূপ, তাঁহার পরিকরগণও তদ্রূপ হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার আংশিক স্বরূপের সহিত আংশিক পরিকরগণ এবং অংশীর সহিত অংশী পরিকরগণ বিরাজ করেন। অতএব অংশী ভগবৎস্বরূপের পরিকর শ্রীবলরাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রকাশ। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাহার দৃষ্টান্ত,—

তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ, ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দ্দমেষু।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং, মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ।।

(ভাঃ ১০।৮।২২)

শ্রীরাম-কৃষ্ণ উভয়ে স্ব-স্ব-চরণযুগল আকর্ষণ করিতে করিতে হামাগুড়ি দিয়া কুটিল গতিতে কটি ও চরণভূষণের কিঙ্কিণীনিনাদে রুচিররূপে বারম্বার গমন করিতেন। সেই কিঙ্কিণী-ধ্বনিতে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইত। কখনও বা ইতস্ততঃ গমনকারী লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন চারিপদ গিয়া মুগ্ধ ও ভীতবৎ জননীদের নিকট ফিরিয়া আসিতেন।

দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।
পীতনীলাম্বরধরৌ শারদম্বুরুহেক্ষণৌ।। (ভাঃ ১০।৩৮।২৮)

শ্রীঅক্রূর ব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—শ্রীরাম-কৃষ্ণ উভয়ে ব্রজমধ্যে গোদোহন-স্থানে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিধানে নীল ও পীতবস্ত্র, নয়ন শারদীয় কমলতুল্য শোভাশালী। কংসরঙ্গগত উভয়ের বর্ণন,—

তৌ রেজতু রঙ্গগতৌ মহাভুজৌ বিচিত্রবেষাভরণস্রগম্বরৌ।
যথা নটাবুত্তমবেশধারিণৌ মনঃ ক্ষিপন্তৌ প্রভয়া নিরীক্ষতাম্।।

(ভাঃ ১০।৪৩।১৯)

বিচিত্র বেশভূষা-মাল্যবসনভূষিত মহাভুজদ্বয় (শ্রীরামকৃষ্ণ) মনোহর-বেশধারী নটের ন্যায় নির্ভয়ে রঙ্গমধ্যগত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরীর-প্রভায় দর্শকমাত্রেরই চিত্তবিক্ষেপ জন্মিয়াছিল।

এই সকল শ্লোকে উভয়ের একসঙ্গে সমভাবে বিহার বর্ণিত। তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের মহাবাসুদেবত্বের ন্যায় শ্রীবলদেবের মহাসঙ্কর্ষণত্ব প্রমাণিত। নিম্নলিখিত শ্লোকে কৃষ্ণ-বলরামের শ্রীকৃষ্ণাংশ ভগবল্লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়,—

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজম্।
শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ।। (ভাঃ ১০।৩৮।৩০)

ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, কমল-চিহ্নিত চরণদ্বারা মহাত্মাদ্বয় ব্রজভূমি শোভিত

করিতেছেন। উভয়ের নয়ন অনুকম্পাযুক্ত এবং ঈষৎসুশোভিত। নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীবলদেবের আদিকরণত্ব প্রকাশিত—

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ।। (ভাঃ ১০।১৫।৩৫)

বস্ত্র যেমন তন্তুসকলে ওতপ্রোত, সেইরূপ এই জগৎ অনন্ত জগদীশ্বরে সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত আছে। সুতরাং সেই ভগবান্ বলদেবের এই কার্য্য বিচিত্র নহে। (ধেনুকাসুর বধান্তে উক্তি)

সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ।। (ভাঃ ১০।২।৫)

যাঁহাকে বৈষ্ণবধাম 'অনন্ত' বলা হয়, তিনি দেবকীর হর্ষশোকবিবর্দ্ধন সপ্তম গর্ভ হইলেন। সপ্তমগর্ভ হইয়াছিলেন, গর্ভে হন নাই। এস্থলে সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত পদ না হওয়ায় তাঁহার সাক্ষাৎ অবতারত্ব সূচিত হইয়াছে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে দেবকীর গর্ভে যাঁহার অবির্ভাব হইল, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র শ্রীবলদেবের সত্তার প্রতীতি হইত অর্থাৎ যিনি বলদেব, তিনি লীলার্থ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত এই অর্থ বুঝাইত। কিন্তু (গর্ভ-পদ) প্রথমা বিভক্তি থাকায়—যিনি দেবকীর সপ্তমগর্ভ, তিনি বলদেব, এই অর্থ প্রকাশিত। যোগমায়া সেই গর্ভকে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব বলদেব সাক্ষাৎ অবতারত্বহেতু নিম্নলিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যা এইপ্রকার হওয়া উচিত,—

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।। (ভাঃ ১০।১।২৪)

শ্রীবসুদেবনন্দন বাসুদেবের কলা প্রথম অংশ শ্রীসঙ্কর্ষণ। অবতার বলিয়া তিনি সঙ্কর্ষণ নহেন, এজন্য বলিলেন—'স্বরাট্'। যিনি নিজ প্রভাবে বিরাজিত তিনিই স্বরাট্। অতএব স্বরাট্ বলিয়া তিনি অনন্ত—দেশ-কালনিমিত্ত-পরিচ্ছেদ-রহিত। অতএব পূর্ণ স্বরূপের বাস্তবিক আকর্ষণ অসম্ভব বলিয়া যোগমায়াকর্ত্তৃক গর্ভসময়ে আকর্ষণ হইয়াছে। অপরিস্থিত বস্তুর আকর্ষণ সম্ভব নহে। স্বরূপে অপরিচ্ছিন্ন হইলেও অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে পরিচ্ছিন্ন গর্ভে আবির্ভূত বলিয়া পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীত। এজন্য গর্ভে অবস্থিতিকালে যোগমায়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে সম্ভব হইয়াছিল। যোগমায়া যে সেই ইচ্ছাদ্বারা আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে—"যাঁহাকর্ত্তৃক জগৎ মোহিত, সেই বিষ্ণুমায়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবকীর গর্ভাকর্ষণ ও যশোদাসম্মোহনার্থ সম্ভূতা হইবেন।"

দেবকীর গর্ভাকর্ষণ ও যশোদামোহন যোগমায়ার কার্য্য—ইহা মহামায়ার সাধ্যাতীত। তবে যোগমায়া তাঁহার ছায়াস্বরূপা মহামায়াকে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য-সাধনে অনেক সময় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সহস্রবদন স্বরাট্-শব্দের ব্যাখ্যা—যিনি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৭ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০০

শ্রীকৃষ্ণগুণগানের দ্বারা 'শেষ'-নামক সহস্রবদন হইয়াছেন, তিনিই সঙ্কর্ষণ। তিনি দেব—নানারূপে ক্রীড়া করেন। শ্রীযমুনাদেবীর বাক্যে ইহা স্পষ্টীকৃত—

রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্।
যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে।। (ভাঃ ১০।৬৫।২৮)

হে রাম, হে রাম, হে মহাবাহো, হে জগৎপতে, হে মহাভুজ, যাঁহার একাংশদ্বারা জগৎ বিধৃত সেই আপনার বিক্রম আমি জানি না। একাংশ অর্থে 'শেষ' নামক অংশ (স্বামিটীকা) শ্রীল স্বামিপাদ সম্বন্ধবোধক যস্য-পদের অর্থসঙ্গতি রাখিয়া একাংশেন পদের অর্থ করিয়াছেন, সুতরাং জগদ্ধারণ কর্ত্তা শ্রীবলরাম।

শ্রীবলদেব যে শেষের অবতার নহেন, তাঁহার অংশী, তাহা ইন্দ্রবাক্যে পাওয়া যায়,—

লক্ষ্মণোত্তিষ্ঠ শীঘ্রং ত্বমারোহস্ব স্বকং পদম্।
দেবকার্য্যং কৃতং বীর ত্বয়া রিপুনিসূদন।।
বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি স্বং সনাতনম্।
ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতা শেষোঽপি বিলসৎফণঃ।।

(স্কন্দপুরাণ অযোধ্যা-মাহাত্ম্য)

শেষসহ একাত্মতাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণকে দেবরাজ কহিলেন,—হে লক্ষণ! উত্থিত হও। তুমি সত্বর নিজপদে আরোহণ কর। হে বীর! হে রিপুনিসূদন! তোমাকর্ত্তৃক দেবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তোমার বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় যে নিত্য সর্ব্বোত্তম স্থান, তাহা প্রাপ্ত হও। তোমার মূর্ত্তিবিশেষ ফণাসমূহে শোভমান 'শেষ' তোমাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

এই বলিয়া দেবরাজ ভূভারধারণকারী শেষকে পাতালে প্রেরণ করিয়া আদরপূর্ব্বক শ্রীলক্ষ্মণকে যানে আরোহণ করত স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অতএব শ্রীবলদেবের অংশ লক্ষ্মণের ও শেষ হইতে পরমস্বরূপত্ব জানা যায়।

নারায়ণধর্ম্মে শ্রীবলদেবের শেষ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্ত্যতিশয়ত্ব দৃষ্ট হয়,—

যজ্ঞশ্চ লোকাদবতাৎ কৃতান্তাৎ বলোগণাৎ ক্রোধবশাদহীন্দ্রঃ।

অর্থাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ লোক হইতে, বলদেব কৃতান্ত হইতে এবং সর্পরাজ শেষদেব সর্পগণ হইতে রক্ষা করুন। বলদেব যম অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন, শেষ কেবল সর্প হইতে রক্ষা করিতে পারেন। শ্রীবলদেব যে মূল-সঙ্কর্ষণ তাহা বসুদেবের বাক্যে দেখা যায়,—

যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ।
ভূভার-ক্ষত্র-ক্ষপণে অবতীর্ণৌ তথাত্থ হ।। (ভাঃ ১০।৮৫।১৮)

তোমরা বস্তুতঃ আমাদের পুত্র নহ, সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর। পৃথিবীর ভারস্বরূপ ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশের জন্য আবির্ভূত হইয়াছ, ইহা জন্মসময়ে বলিয়াছ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

---

(৪) কুমার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৭ পৃষ্ঠার পর]

ভক্তবৎসল প্রভু আমার তখন কত আহ্লাদে, কত কত আদরমাখা মধুর বাক্যে সেই মুনিদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। বলিলেন,—ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ভাগবত মহাজন) আমার শরীর, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ভক্তগণের মুখেই আমি আহার করি, আমি আমা হইতেও ভক্তের মান বাড়াইবার জন্য ব্রহ্মবিদ্ ভাগবত মহাজনের পূজার শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের পদরজঃ কিরীটসহ শিরে ধরি। সেই ভুবন-পূজ্য মদ্‌গতচিত্ত ভক্তের অপমান, অহো সে যে আমার সাক্ষাৎ অপমান হইতেও শতগুণ অধিক! সেই অপমানকারী আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ লোকপাল হইলেও তাহাকে আমি সংহার করি। সে কখনও আমার প্রিয় হইতে পারে না। ইহাঁদের উপযুক্ত দণ্ডই বিহিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-দ্বেষী জয়বিজয় এখনই অধঃপতিত হউক্!"

শ্রীভগবানের মুখে তাঁহারই যোগ্য এইরূপ বাক্য শুনিয়া সনৎকুমারাদি মুনিগণ গদগদ কণ্ঠে করজোড়ে আবার বলিলেন,—"হরি হে, কৃষ্ণৈকশরণ, কৃষ্ণপাদপদ্মে উৎসর্গিতজীবন, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুসজ্জন এমনিই বটে ; কিন্তু তাহা কিরূপে? কাহার পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া, কাহার কৃপালবে কৃতার্থ হইয়া কাহার সর্ব্বজয়ী নাম-মহামন্ত্র অনুক্ষণ মুখে লইয়া ব্রাহ্মণ এতবড় হইয়াছেন? অখিল বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী তুমি, তোমারও কাছে এত প্রশ্রয় পাইয়াছেন? কৃষ্ণ হে,—তুমিই যে তাঁহাদের সদা সেব্য, সদা স্মরণীয় পরমাত্ম পরমদেবতা! তোমারই সম্বন্ধে, তোমারই গুণে ত' তাঁহারা বড়! তাঁহাদের প্রতি, তোমার এই নিত্যদাস ব্রাহ্মণের প্রতি, তোমার—অনির্ব্বচনীয় তুমি—অনন্তকোটি লোকের অদ্বিতীয় প্রভু তুমি—তোমার এই যে আদর, এই যে সম্মান, এই যে আচরণ, ইহা কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত! কোথায় তুমি,—আর কোথায় আমরা? তবু, তোমারই গুণে, তোমারই অপার মহিমায় তুমি কত আপন কত আয়ত্ত আমাদের!

"তোমা হইতেই সনাতন ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারই রক্ষার জন্য তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হও। তুমিই ঐ ধর্ম্মের পরম গুহ্য ফলস্বরূপ। তোমারই কৃপায়, তোমারই সেবায় মর্ত্ত্য জীব মৃত্যুকে জয় করে। যে লক্ষ্মীর কৃপালাভের জন্য অখিল লোক লালায়িত, সেই লক্ষ্মী তোমার সতত সেবা করিতেছেন ; তুলসীর সহ তোমার শ্রীচরণ পাইবার জন্য উন্মুখী হইয়া আছেন। তুমি সমগ্র জগতে সকলের অধিপতি ও পালনকর্ত্তা। তোমার সদাসেবক ব্রাহ্মণের প্রতি তোমার এইরূপ ব্যবহার তোমারই উপযুক্ত। ইহাতে তোমার মাহাত্ম্য ক্ষীণ হয় না। ইহা তোমার লীলামাত্র। হে হরে,—এখন আমাদের এই নিবেদন,—তুমি ইহাঁদের প্রতি অথবা আমাদের প্রতি যথা ইচ্ছা মুক্তি বা দণ্ডবিধান কর।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৭ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০০

মুনিগণের বাক্যে শ্রীভগবান্ আবার বলিলেন,—"মুনিগণ, কেন তোমরা অনুশোচনা করিতেছ? এই দণ্ড ইহাদের উপযুক্তই হইয়াছে। তোমাদের প্রদত্ত এই অভিশাপ আমারই সৃষ্ট। ইহারা এখনই অসুরযোনি প্রাপ্ত হউক।"

সনৎকুমারাদি ব্রাহ্মণগণ তখন পরমানন্দে তাঁহাদের প্রাণপতি পরমেশ প্রভুকে বারম্বার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভক্তপ্রাণ প্রভুও আমার তাঁহার সেই প্রিয়তম ভক্তগণকে পরম আদরে বিদায় দান করিয়া অবিলম্বে সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ভৃত্যদ্বয়কেও তথা হইতে বিদায় দিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ স্থানচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইলেন। মুনিগণও উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যথেচ্ছপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

একদা মহাভাগবত মহারাজ পৃথুর রাজসভায় শুভাগমন করিয়া এই সনৎকুমার-প্রমুখ মুনিগণ তাঁহাকে যে-সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন, এই দুঃখময় সংসারে নিশ্চয় মঙ্গল লাভের যে অমোঘ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ দ্বাবিংশ অধ্যায়ে চিরোজ্জ্বল হইয়া জীবহিত সাধন করিতেছে। তথায় সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি মহর্ষি সনৎকুমারের শ্রীমুখে সর্ব্বশেষে আবার যে দুইটী অতি মধুর মহাবাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা মহার্হ মণিমালায় মহীয়স মধ্যমণির ন্যায় চিরদিন জ্বলজ্বল করিতেছে।—

"যৎপাদপঙ্কজ-পলাশ-বিলাস ভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্।।
কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং
ষড়্বর্গক্রমসুখেন তিতীরষন্তি।
তৎ তং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
কৃত্বোডুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্।।"

(ভাঃ ৪।২২।৩৯-৪০)

অর্থাৎ, ভক্তিপথে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-অঙ্গুলিদলের আনন্দরূপ অন্তরে ধ্যান করিয়া ভক্তগণ যত অনায়াসে হৃদয়ের কর্ম্মগ্রন্থি ছেদন করিতে পারেন ; যোগমার্গে যতিগণ ইন্দ্রিয় জয় ও বিষয় বর্জ্জন করিয়াও তত সহজে তাহা পারেন না। অতএব, ভক্তিমার্গে সেই শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দই ভজনা কর।

"কামক্রোধাদি হাঙ্গর, কুম্ভীরপূর্ণ ভীষণ ভবার্ণবে ঐ যতিগণ মহাক্লেশে উত্তীর্ণ হইতে প্রয়াসী হন মাত্র ; কিন্তু ভক্তগণ তাঁহাদের ভজনীয় শ্রীহরির চরণরূপ ভেলায়

অবহেলায় ঐ দুস্তর ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হন। তুমিও ঐ শ্রীচরণাশ্রয়েই এই ব্যসনবারিধি অতিক্রম কর।"

একবার বিশ্রবা-নন্দন রাক্ষসরাজ রাবণও পরম সৌভাগ্যক্রমে সনৎকুমারের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ইহা সত্যযুগের শেষ সময়ের কথা। ঐ সময় শাপভ্রষ্ট দুষ্টাত্মা রাবণ বলদর্পে দর্পিত হইয়া আপন প্রতিদ্বন্দ্বী বলীর অনুসন্ধিৎসাবশে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে মুনিবর! এই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ কে? মুনি, ঋষি ও দেবতারা সকলেই যাঁহার আশ্রিত এবং যাঁহাকে পূজা করেন, তিনি কেমন?"

উত্তরে সনৎকুমার বলিয়াছিলেন,—"বৎস! শ্রীহরিই সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সকলের ঈশ্বর। সমগ্র বিশ্বসংসারের সনাতন বীজ তিনিই। তিনি যেমন তাঁহার শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করেন, তেমনই তদ্বিমুখ ব্যক্তিদিগকে সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। তিনি সকলের শাস্তা ও নিয়ন্তা। তিনি নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ ; পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় পীতবসনে ও সুন্দর বনমালাদি ভূষণে ভুবনমনোহর। তাঁহার বক্ষে শ্রীবৎস-লাঞ্ছন, চন্দ্রমণ্ডলে শশচিহ্নের মত শোভমান। বিজয়লক্ষ্মী সতত তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সেবা করিতেছেন। তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না। যজ্ঞ, তপস্যা, সংযম, দানাদি কোনও সাধনাদ্বারাই কেহ কদাচ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না। তাঁহার কৃপায় তদ্‌গতপ্রাণমনঃ তৎপরায়ণ ভক্তগণই কেবল নির্ম্মল হইয়া তাঁহার এই সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।" যথা,—

"ন হি যজ্ঞ-ফলৈস্তাত ন তপোভিস্তু সংযমৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং ন দানেন ন চেজ্যয়া।।
তদ্ভক্তৈস্তদ্‌গতপ্রাণৈস্তচ্চিত্তৈস্তৎপরায়ণৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং জ্ঞাননির্দ্দগ্ধকিল্বিষৈঃ।।"*

(বাঃ রামায়ণঃ উঃ ৪৪।১৫-১৬)

তারপর তিনি আরও বলিলেন,—"'সত্য অবসান হইতে চলিয়াছে। অচিরেই ত্রেতাযুগ প্রবেশ হইবে। ত্রেতার প্রথমেই জগতের মঙ্গলের জন্য সেই সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীহরি রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন।"

এইরূপে সনৎকুমার হইতেই তাঁহাদের অভিশাপে পাপ-যোনিপ্রাপ্ত রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রীরাম-চিন্তায় প্রেরিত হইয়া দ্বেষভাবে তাঁহাতেই চিত্তযোগ লাভ করিলেন। কৃষ্ণ-হৃদয় মহাত্মাদের স্বভাব এই রূপই ; তাঁহারা সমভাবে সকলেরই কল্যাণ-পথ মুক্ত করিয়া দেন।

---

* *শ্রুতিতেও সুস্পষ্ট ইহাই উক্ত হইয়াছে,—*
"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যো স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।"
(কঠ ২য় বল্লী ২৩)

দ্বাপের শ্রীভগবান্ নূতন দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া পুর-প্রবেশের দিন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মুনি, ঋষি ও দেবতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন সনৎকুমারও তিনকোটি শিষ্যসহ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যথা,—

"সনৎকুমারো ভগবান্ জ্ঞানিনঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
শিষ্যস্ত্রিকোটিভিঃ সার্দ্ধং পঞ্চবর্ষো দিগম্বরঃ।।"

(ব্রঃ বৈঃ শ্রীকৃঃ ১০৪।৩১)

তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের অনন্ত প্রণতি।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর বৈষ্ণবাপরাধ (!)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৬ পৃষ্ঠার পর]

এইপ্রকার বেশ কিছু কাহিনী লোকমুখে এমনকি দুঃখজনকভাবে কিছু বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বীর মুখেও শুনা যায়। তন্মধ্যে সংক্ষেপে ২/১টী উদ্ধৃত করিলে বোধ করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট কোন এক ব্যক্তি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ লইয়া আসেন। গ্রন্থটী বঙ্গভাষায় রচিত দেখিয়া উহার প্রতি তিনি প্রথমদর্শনেই বিশেষ আদরবিশিষ্ট হইতে পারেন নাই। পরে কোন 'যদ্বা তদ্বা' কবির রচিত মনে করিয়া তিনি গ্রন্থটীকে তাঁহার অন্যান্য সকল গ্রন্থের নীচে স্থান দান করেন। পরদিবস প্রাতে ঐ গ্রন্থটীকে সকল গ্রন্থের শিরোভাগে দেখিয়া কোনপ্রকার বিচার না করিয়াই পূর্ব্ববৎ গ্রন্থটীকে সর্ব্বনিম্নে রাখেন। পরদিবস পুনরায় গ্রন্থটীকে সকল গ্রন্থের শীর্ষে যেন জ্বলজ্বল করিতেছে দেখিয়া গ্রন্থটী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেন—তখন তিনি অতিশয় চমৎকৃত হইয়া গ্রন্থটীর উপর একটী টীকা করিতে যত্নশীল হইলেন।

গল্পটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিশেষ মহিমাই প্রকাশিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু গল্পটীতে কোনপ্রকার সামঞ্জস্য দেখা যায় না। কারণ বঙ্গদেশে আবির্ভূত ও লালিত-পালিত শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বঙ্গভাষার প্রতি ঐপ্রকার উদাসীনতা এবং সর্ব্বোপরি উক্ত গ্রন্থের সুবিদিত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা তাঁহার ন্যায় পরমসিদ্ধ ও গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্বে কখনই আশা করা যায় না। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে, তিনি তাঁহারই পরমপরাৎপর গুরুদেব শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের রচিত বিভিন্ন কীর্ত্তন বা শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা নিত্য আস্বাদন করিতেন, সেই চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির কীর্ত্তনসকল সংস্কৃতেতর বঙ্গভাষায় রচিত বলিয়া উহারা কিছু গ্রাম্যকথা বিশেষ মনে করিয়া অনাদর করিতেন? এবং সর্ব্বোপরি তিনি কি জানিতেন না যে, তাঁহারই নিজ গুরুপরম্পরাগত শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম স্বয়ংই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং তাঁহার

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন—"কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত-মাঝ, যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত। গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা, তাহাতে না হৈল মোর চিত।।"? ইহার পর নিশ্চয়ই গল্পটীর অসামঞ্জস্য প্রকট হইতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। পাঠকগণ তাহা বুঝিয়া লইবেন।

অপর একটী গল্প—সুবিখ্যাতা ভক্তিসাধিকা শ্রীমতী মীরাবাঈ কোনসময় বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীজীব গোস্বামী নামক সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা এবং মহাভাগবতোত্তম বৈষ্ণবের কথা শ্রবণ করিলেন। তদবধি তিনি গোস্বামিপাদের দর্শন-অভিলাষী হইয়া একদিন তাঁহার ভজনকুটীরে উপস্থিত হইলেন। লোকশিক্ষার জন্য গোস্বামিপাদ প্রথমে 'প্রকৃতি-দর্শন' করিবেন না বলিয়া সেবকের মাধ্যমে বাঈজীকে জানাইলেন। তদুত্তরে তিনি (নাকি) বলিলেন,—"বৃন্দাবনে পুরুষ একজনই বলিয়া জানিতাম, পুনরায় দ্বিতীয় পুরুষ কোথা হইতে আসিলেন?" এইপ্রকার উত্তর শ্রবণ করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহাকে দর্শনদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

মীরাবাঈ শ্রীজীবগোস্বামীর সমসাময়িক ছিলেন কিনা অথবা সত্য-সত্যই তিনি তাঁহার দর্শনার্থী হইয়াছিলেন কিনা—ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা করিতে ইচ্ছা করি না। কেবল এই এক প্রশ্ন উদিত হইয়া বড় ক্লেশ প্রদান করে যে,—শ্রীজীব গোস্বামীকে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও মহাভাগবতোত্তম জানিয়া এবং জীবনে প্রথম তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া ঐ প্রকার শ্লেষপূর্ণ বাক্য ব্যবহার কি বাঈজীর পক্ষে সত্যই সম্ভব ছিল? বৈষ্ণব-জগতে বলপূর্ব্বক বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দর্শন-চেষ্টা বা অদর্শনে শ্লেষাত্মক বাক্য-প্রয়োগ নিতান্তই অসমীচীন বলিয়াই মনে হয়। বরং সেই দর্শনলাভের জন্য দৈন্য-সহকারে নানা ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য্য-অবলম্বন, ক্রন্দন, এমনকি অনশন প্রভৃতিই স্বাভাবিক বলিয়া দেখা যায়। "দ্বিতীয় পুরুষ কোথা হইতে আসিলেন?" এইপ্রকার বাক্য অত্যন্ত পরিচিত ও বিশেষ সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তির প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে। মীরাবাঈজী আর যাহা হউক্ ঐ প্রকার বাক্য প্রয়োগদ্বারা একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ও মহাভাগবতোত্তমের দর্শনাভিলাষী হইয়া পুনরায় তাঁহাকেই পক্ষান্তরে অতাত্ত্বিক প্রতিপন্ন করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে পারেন না। তিনি গোস্বামিপাদের সহিত কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গমন করেন নাই যে, তাঁহাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিতে ঐ প্রকার বাক্যপ্রয়োগ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা বাঈজীকে এক মহতী বৈষ্ণবী বলিয়াই জানি। তাঁহার পরম পবিত্র চরিতের অন্যান্য দিক্ আলোচনা করিলে এইপ্রকার শ্লেষোক্তি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়—বরং তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বৈষ্ণবোচিত দৈন্যসহকারে বহু আর্ত্তি প্রকাশ করিয়াই গোস্বামিপাদের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, বলা যায়।

এইপ্রকার অনেক অসিদ্ধান্তপূর্ণ গল্প লোকমুখে বিরাজ করিতেছে। সে-সকল গল্প-বিষয়ে একটু সুস্থির হইলেই গল্পগুলির পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্যতা বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু অনেকেই 'পাছে অপরাধী হইতে হয়'—এই বুদ্ধিতে বা 'আর্ষ-প্রয়োগ' মনে করিয়া নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে ভীত হন। কিন্তু কালপ্রবাহে "সাত নকলে আসল খাস্তা" হইবার ন্যায় এই গল্পগুলিরও যে বিকৃতি হয় নাই, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? বিশেষতঃ কাহিনীগুলির নানা সিদ্ধান্তবিরোধিতা এবং পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করিলে বরং সেইপ্রকার ধারণা দৃঢ় হইয়া থাকে। আর যাহা হউক্, আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর **"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্তবিরোধ। সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ।।"**—এই সতর্কবাণী বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারি না।

প্রবন্ধের মূল প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছি,—তর্কের খাতিরে যদি ঘটনাটি সত্য বলিয়াও ধরিয়া লওয়া হয়, তবে এইরূপে একটী সামঞ্জস্য হয়ত' কোনরকমে হইতে পারে।—শ্রীল রূপ গোস্বামী অন্তর্যামিসূত্রে খঞ্জকৃষ্ণের ভীষণতম বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারই দর্শনাভিলাষী হইয়া অথচ অজ্ঞনতাবশতঃ ঐপ্রকার অপরাধে নিমগ্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া গোস্বামিপাদের হৃদয় খঞ্জকৃষ্ণের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। পশ্চাৎ তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া খঞ্জকৃষ্ণকে সেই ভীষণতম অপরাধ হইতে মুক্ত করিতে ঐ প্রকার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন—ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্যও প্রকাশিত থাকিয়া গেল, অপরদিকে খঞ্জকৃষ্ণ নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া গোস্বামিপাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। কিন্তু প্রবন্ধের প্রথমভাগে যেরূপে কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ সাধারণভাবে তাহা যেরূপ জনশ্রুত হইয়া থাকে, সেইরূপেই বর্ণনা করা হইলে উক্ত খঞ্জকৃষ্ণের মতই বৈষ্ণবাপরাধের আবাহন হয় বলিলে নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হয় না। খঞ্জকৃষ্ণ না হয় সেই যাত্রা শ্রীল গোস্বামিপাদের অহৈতুকী কৃপায় রক্ষা পাইলেন ; কিন্তু গোস্বামিপাদকেই স্বয়ং অপরাধী সাজাইয়া উক্ত কাহিনী বর্ণনকারী মহোদয় সেক্ষেত্রে কিরূপে রক্ষা পাইবেন?

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্ত্তমানে শ্রীপত্রিকার কাগজ ও মুদ্রণ-ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা আগামী ৫৩শ বর্ষ হইতে শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ৪০'০০ টাকা এবং ষাণ্মাষিক ভিক্ষা ২২'০০ টাকা ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম। গ্রাহকগণ আগামী বর্ষের ভিক্ষা তদনুসারেই প্রেরণ করিলে বিশেষ বাধিত থাকিব। এ বিষয়ে আপনাদের একান্ত সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করি।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণা

পতিত নগণ্য আমি, বিপথেরে সত্য পথ ব'লে,
গড্ডলিপ্রবাহ সাথে যেতেছিনু নিরয়েতে চলে।
পূজি' শাখা, উপশাখা, তেয়াগিয়া সর্ব্বসেবামূল ;
অন্ধমোহে, অন্ধকারে আলো বলি' করেছিনু ভুল।
হরি-সেবাহীন ঘৃণ্য জীবন—মৃত্যু নামান্তর,
সে ছার জীবন বহিয়া বহিয়া গর্ব্ব নিরন্তর।
সেবা-বিমুখতা হ'য়েছে আমার পথের পাথেয় ধন ;
সে-ধন রক্ষণে নিয়ত আমার সঙ্গী অনেক জন।
(আমি) মৃত্যুর দেশে মরণ আহ্বে গাহিয়া মরণ-গীতি,
মৃত্যুপথের বান্ধবগণে দিয়েছিনু যত প্রীতি।
কি এক মাদকে রহিয়া বিভোর মায়ার গোলামী করি।
জ্বলিয়া বিষের বিষম জ্বালায় আবার তা'রেই বরি।।
মায়া-বিমোহিত মায়া-মৃগ হ'য়ে মরুভূমে খুঁজি জল,
মরু পিপাসায় বুক ফেটে যায় অসহ তৃষ্ণানল।।
করুণার কথা কেহ নাহি কহে, সবে মহা নির্দ্দয়,
(তা'রা) মনকে আমার কুপথ দেখায়ে দেয় পরিচয়।
আমারি মতন কোটি কোটি জন, মরমে বেদনা ভার,
মায়ার পীড়নে সতত ফেলিত তপ্ত নয়নধার।
আর্ত্ত জীবের উচ্চ হাহাকারে ভুবন গেছিল ভরি',
তাই ত' এসেছ হে কৃপা-নিধান, আচার্য্যমূরতি ধরি'।
কৃষ্ণ-বিমুখতা, ক্লেশের নিদান—ঘুচাইতে ভবরোগ ;
করুণা করিয়া শিখাইছ দেব! বিমল ভকতিযোগ।
কৃপায় তোমার জীবহৃদয়ের ঘুচায় তিমির রাত,
শ্রীনাম-তপনের অমল কিরণে প্রসন্ন সুপ্রভাত।

প্রভো!

গোলোকের প্রেমে পূর্ণ পসরা আনিয়া ধরার দ্বারে।
পাঠায়ে দিয়েছ আহ্বানলিপি,—যে র'য়েছে কারাগারে।।
(তব) নিজ জনগণ তোমারি আদেশে ভ্রমিয়া সকল স্থান।
আমার মতন অধম জনারে জানাইছে আহ্বান।।
কে কোথা র'য়েছে পতিত-পীড়িত তাদেরই অন্বেষণে,
নিরাস জনের দুয়ারে কৃপা-গাথা প্রচারণ,

পরোপকারক মিত্র তাঁদের, কৃত্য প'ড়েছে আজ,—
সবারে জাগা'বে মোহঘোর হ'তে, ঘুচাবে জাড্য লাজ।।
আবাহন-গানে জাগ্রত প্রাণ কৃপাকর্ষণে ছুটিয়া আসি।
জগদ্বন্দ্য চরণ-ছায়ায় লভিছে অতুল রতনরাশি।।
(মোর) জাগিল না প্রাণ, বৃথা অভিমান, রহিনু বঞ্চিত হায়!
দিবসের পর কাটিছে দিবস, আয়ুঃ যে অস্ত যায়।।
বহির্ম্মুখ হ'য়ে মায়ারে ভজিয়া লভিয়াছি সংসার।
কারাকর্ত্রীর শৃঙ্খলাপাশে জড়া'তেছি অনিবার।।
বাণীতে তোমার নব-চেতনায় কবে বা জাগিব আমি।
শয়নে, স্বপনে, জীবনে, মরণে গাহিব তোমার বাণী।।
নানা প্রয়োজনে ঘুরিতেছি দেব, মূল প্রয়োজনে ভুল—
জড়ের নেশায় মায়ার সেবায় রহিয়াছি মস্‌গুল।
কৃপা কর প্রভো, তোমার চরণে যাচি হে ভকতিধন,
অধনের তরে আর যেন কভু না ধায় আমার মন।
মাটিয়া জ্ঞানের অন্ধ কারায় কতকাল আর রহিব প'ড়ে?
এই ধরণীর তিক্ত অভিজ্ঞতা, নিব কি তারেই সঙ্গী ক'রে?
না ভজিয়া তোমা, দিন বৃথা যায়, এ বেদনা কবে তীব্র হ'বে?
সকল কর্ম্মে সকল ভাবনে, চরণে আর্ত্তি জানাব কবে?
দেব! অসীম তোমার করুণার ধার, তাহারো নিকটে যায়।
সেবাহীন যা'র ব্যর্থ জীবন সতত কুপথে ধায়।।
(তব) করুণা-প্রবাহ সুদৃঢ় করে কারাবন্দীর শিকল কেটে।
সেবা-যজ্ঞের অমৃত চরু করুণায় তারে দেয় গো বেটে।।
প্রাচী প্রতীচীর সারা বিশ্বের যতেক সুজন সুধী।
বাণীতে তোমার লভিয়া জীবন বরিছে শ্রীনামনিধি।।
দেশে দেশে যাঁরা ছিলে বিভিন্ন—না ছিল মিলন-আশা।
তব পদতলে মিলিত তাঁ'দের কণ্ঠে সেবার ভাষা।।
কৃপাশীষে তব বিমুখ বিশ্ব সেবা উৎসবে উঠেছে সেজে।
গোকুলনাথের নামযজ্ঞেতে চৌদিকে মধুর 'বাজনা' বাজে।
অবিদ্যাপীড়িত মোদের লাগিয়া এনেছ গোকুল-ধন।
মৃতসঞ্জীবন কৃষ্ণনামসুধা করিতেছ বিতরণ।।
নাহি আর শোক, দূরে ভবরোগ, এসেছ বৈদ্যরাজ।
ভবব্যাধি নাশি' দিবে অমৃত ঐ তব কৃত্য আজ।।

শুদ্ধ সুনির্ম্মল ভক্তিভাগীরথী বহালে মরুতে আনি।
চির অচেতনে জাগাবার লাভি' এনেছ চেতনবাণী।।
উন্মুখ বিশ্বে পড়ে গেছে সাড়া—আনন্দ-কোলাহল।
শ্রীনাম-প্রভায়, সেবা-আয়তনে, কেবল সুমঙ্গল।।
গাহিব তোমার করুণা ভারতী, এমন শকতি নাই।
চরণকমলে অকপটে সদা, কেবল করুণা চাই।।
করুণা তোমার, মানসে আমার স্ফুরাবে তোমারি কথা।
কবে নিশিদিন আপনা ভুলিয়া, গাহিব হে কৃপা গাথা??
আমার মতন পতিত অধম, জানিনা কোথায় রয়।
তারেও এনেছ রাধাকুণ্ডতীরে, জয় জয় কৃপাময়!!
অপ্রাকৃত ধাম, শ্রীরাধা-সরসী, তুমিই জানা'বে মর্ম্ম তাঁর।
রাধা-নিজজন! তব কৃপা বিনা, মোদের কেবলি কল্পনা সার।।
শ্রীকুণ্ড-মহিমা কি বুঝিব আমি, উপলব্ধি নাহি হয়।
হে কৃপা-নিধান! জ্ঞান-শলাকায় খুলে দাও আঁখিদ্বয়।।
দৃশ্য হইয়া, দ্রষ্টার সাজে আমি, করিতেছি ছোটাছুটি।
মেপে নিতে চায়, সব কিছু হায়, ভোগের নয়ন দুটী।।
বিশ্ববিপণির মোহকরী রূপে, যে নেত্র মজিয়া রহে।
সে-নয়ন হেরে ব্রজপুর-শোভা,—এ কভু সম্ভব নহে।।
চেতন-বাণীর মন্দাকিনী ধারা, কর্ণাঞ্জলিতে করিলে পান।
ধামদর্শনের সুযোগ্যতা ধন, কৃপা ক'রে তুমি করিবে দান।।
চেতনের কাণ হবে নিরমাণ, সুপ্ত পরাণ জাগিবে তবে।
উন্মুখপ্রাণ হবে আগুয়ান, ব্রজে বাস তাঁর আরম্ভ হবে।।
বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা নগরী অনেক শ্রেষ্ঠতর।
তদপেক্ষা প্রীতি ব্রজদুলালের বৃন্দারণ্যে নিরন্তর।।
বৃন্দাবন-মাঝে নিত্য বিরাজিত, গোবর্দ্ধন গিরিরাজ।
যার দ্বারা হরি বিধান করেন গোষ্ঠরক্ষণ-কাজ।।
গোবর্দ্ধন নিয়ে শ্রীরাধা-সরসী, অপূর্ব্ব শোভার সার।
শ্রীকৃষ্ণবল্লভা শ্রীমতীর সম নিরন্তর সেবা তাঁর।।
ব্রজগোপী-মধ্যে রাধা-ঠাকুরাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা।
তাঁহার সমান নাহি কেহ আর শ্রীহরির প্রীতিবিধায়িকা।।
শ্রীকুণ্ড জয়শ্রী সমা, মাধবের সন্তোষসাধিনী।
নানাভাবে সেবা করি', সেবানন্দে বিহ্বলা আপনি।।

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৭ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০০

হেন স্থানে,—কুণ্ডতীরে, আশ্রয় দিয়েছ কৃপাময়।
তন মন, জানে না স্তবন, শুধু গাহি "জয় জয়"।।

—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

শ্রীকৃষ্ণে করি প্রেম নিবেদন

জীবমাত্রেই ভালবাসা আছে। অন্যকে ভালবাসার সহজাত প্রবৃত্তি সকলের অন্তরেই রয়েছে। ভালবাসা আগন্তুক কিছু নয়, এটী জীবের স্বভাব-জাত। একে অপরকে ভালবাসে, প্রেম নিবেদন করে—ভাল না বেসে কেহ থাকতে পারে না। ভালবাসা অন্তরের জিনিষ হলেও তা অন্তরে গুপ্ত রাখা যায় না। বাইরে তার প্রকাশ হয়ে পড়ে। কেউ বলতে পারে না,—আমি কাউকে ভালবাসি না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—তুমি যখন কাউকে না কাউকে ভালবাসছই, কাউকে না কাউকে তোমাকে প্রেম নিবেদন করতে হচ্ছে, তাহলে শ্রীকৃষ্ণকেই ভালবাস, শ্রীকৃষ্ণকেই প্রেম নিবেদন কর। কারণ কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে কোন ভালবাসা হতে পারে না। কৃষ্ণ হলেন সমস্ত ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু। কৃষ্ণকে ভালবাসলে সকলকে ভালবাসা যায়। কৃষ্ণপ্রেমই প্রকৃত প্রেম। কৃষ্ণকে ভালবাসাই হল প্রভৃত ভালবাসা। কেহ যদি কাহাকেও বলে,—"আমি তোমাকে ভালবাসি", এতে কোন অপরাধ নেই, অন্যায় নেই। কেন? এটাই আমাদের প্রকৃতি। আমরা কাউকে না কাউকে ভালবাসতে চাই, ভালবাসি। কারণ, ভালবাসাই হল আমাদের স্বভাব।

তবে এ জগতে একে অপরকে ভালবাসলেও তাদের সেই ভালবাসা বিফলে যায়, বিপথগামী হয়ে পড়ে। কেন? সাধারণ লোক জানে না—কোথায়, কাকে, কিভাবে ভালবাসতে হয়, প্রেম নিবেদন করতে হয়। তারা প্রেমের নামে কামকে গ্রহণ করে ভুল পথে চলছে, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। কাহাকেও ভালবাসার আগে তার জানা উচিত—কাকে ভালবাসলে আমার ভালবাসা সার্থক হতে পারে, কাকে ভালবাসা নিবেদন করলে আমরা সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারি।

এই জগতে প্রথমে একজন ভালবাসেন নিজের শরীরকে, তারপর সেই ভালবাসা মা-বাবার প্রতি, সমাজের প্রতি, অবশেষে সমগ্র দেশ বা জাতির প্রতি প্রসারিত হয়ে বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়। কিন্তু যতক্ষণ না কেহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভাল না বাসছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনার প্রেম নিবেদন না করছেন, ততক্ষণ সেই প্রেম-ভালবাসা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে, তিনি পরম আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছেন। সত্যি যদি কেহ দেশকে-দশকে ভালবাসতে চান, তাহলে প্রথমেই তাঁর শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম-ভালবাসা জানানো উচিত। কেননা ভালবাসব বললেই মানুষকে ভালবাসা যায় না।

তার জন্য সব থেকে আগে চাই ভগবানকে ভালবাসতে শেখা। কামের মলিনতা হৃদয়ে বিরাজ করলে প্রেমের অমলপ্রভা প্রতিফলিত হতে পারে না। অন্তরে ভগবৎপ্রেম না জাগলে হৃদয়ে জীবের প্রতি যথার্থ ভালবাসা উদয় হতে পারে না।

জীবের হৃদয়ে যে ভালবাসা আছে, সেই ভালবাসার স্বাভাবিক গতি শ্রীকৃষ্ণে। কিন্তু যতদিন কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ না হচ্ছে, ততদিন তা'র ভালবাসা আশ্রয়শূন্য হয়ে নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, তাতে তার ভালবাসা প্রকৃতপক্ষে সার্থক হতে পারে না।

জগতে দেখা যায় যে, জলের স্বাভাবিক গতি সমুদ্রের দিকে। জল যেখানেই পতিত হোক না কেন, সে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু সমুদ্র না পেলে জল যেমন কোন গর্ত্তাদিতে গিয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে সূর্য্যতাপে শুষ্ক হয়ে যায়, জীবের ভালবাসাও ঠিক সেইরূপ। ভালবাসার সহজগতি কৃষ্ণের দিকেই সদা ধাবিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণরূপ প্রেমসমুদ্রে পৌঁছাতে না পেরে অগত্যা কোন দেহাদি কিছু কূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নানাবিধ শোক-মোহাদির তাপে অকালে শুকিয়ে যায়।

ভালবাসা জীবের হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি। তাই ভালবাসা কাউকে শেখাতে হয় না। শুধু মানুষ কেন, কোন জীবজন্তু, পশু-পক্ষীকেও ভালবাসা শেখাতে হয় না। এমনকি, একটা গাভীকেও শেখাতে হয় না কেমন করে তার বাচ্চাকে ভালবাসতে হয়। গাভী তার বাচ্চাকে স্বাভাবিকভাবে ভালবাসে। কারণ ভালবাসা জীবের প্রকৃতিগত স্বভাব। স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, মা-বাবা সন্তানকে ভালবাসে—এমনি কত শত ভালবাসা এ জগতে রয়েছে। তবে ঐ ধরণের ভালবাসা কাহাকেও আত্মতৃপ্তি এনে দিতে পারে না। এ সব ভালবাসা পরিণামে হতাশাব্যঞ্জকই হয়ে থাকে। কারণ সে-সব ভালবাসা কেবল ইন্দ্রিয়গত, অনিত্য, অস্থায়ী এবং অশুদ্ধ। কামই ভালবাসার নামে জীবকে প্রতারিত করছে, ভুল পথে পরিচালিত করছে। তাই এ জগতের ভালবাসায় অবশেষে সকলে হতাশ হয়ে পড়ছেন, বিভ্রান্ত হচ্ছেন। কেহ যদি বাস্তবিক ভালবাসতে চান, তাহলে শ্রীকৃষ্ণকেই তিনি আপনার প্রেম-ভালবাসা নিবেদন করতে চেষ্টা করুন। কৃষ্ণকে ভালবেসে কেহ দেউলিয়া হন না, হতাশ হন না—কারণ, কৃষ্ণ হলেন সমস্ত প্রেম-ভালবাসার উৎস। কৃষ্ণপ্রেম স্বয়ংই সম্পূর্ণ। কৃষ্ণকে ভালবাসলে জীবের জীবন সার্থক হয়ে উঠে।

কারও মনে জিজ্ঞাসার উদয় হতে পারে,—'আমি ত' শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছি না, তাঁর বিগ্রহ আমার সাথে কথা বলছে না, তবে কিভাবে তাঁকে ভালবাসতে পারি? শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তার উত্তরে বলেছেন,—শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে চান ত' শুধুমাত্র ব্রজবাসীদের ভালবাসা অনুসরণ কর। কারণ ব্রজবাসীদের কৃষ্ণপ্রেম হল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শুদ্ধ ভগবৎপ্রেম দেখা যায় একমাত্র ব্রজবাসিগণের মধ্যে। তাঁরা কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসেছিলেন?—চাতক পাখীর ন্যায়। চাতক পাখীর স্বভাব ত' সকলেই জানেন। সে বর্ষার জলছাড়া অন্য কোন জলই গ্রহণ করে না। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সুখ ব্যতীত ব্রজবাসিগণ অন্য কিছু কামনা করেন না, নিজেদের সুখের প্রতি তাঁদের বিন্দুমাত্র অনুসন্ধান নেই। ব্রজগোপীগণ যে নিজের দেহ-মার্জ্জন, বসন-ভূষণে সজ্জিত করেন, তাও শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য। কেননা তাঁদের দেহ শ্রীকৃষ্ণের সুখের সাধন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের ভালবাসা এমনই মধুর, এমনই অকৃত্রিম যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তা স্বীকার করে বলেছেন,—"তোমাদের ভালবাসার প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তোমাদের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।"

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আধিক্য, আত্মীয়তা এবং দেহ-দৈহিক প্রভৃতি সম্বন্ধে ভালবাসা হয়ে থাকে। তার মধ্যে দেহ-দৈহিক সম্বন্ধটীই ভালবাসার বিশেষ কারণ। সেইজন্য দেখা যায়, নিজপুত্র গুণহীন হলেও তার প্রতি যেরূপ ভালবাসা হয়, অপরের পুত্র গুণবান্ হলেও কদাপি তার প্রতি সেরূপ ভালবাসা হয় না। কিন্তু বাৎসল্যময়ী ব্রজগোপীগণের কি আশ্চর্য্য প্রেম-ব্যবহার যে, তাঁরা নিজপুত্র অপেক্ষা যশোদানন্দনকে অধিকতর ভালবাসেন। কেন ভালবাসেন? তাঁরা যদি কৃষ্ণকে ভগবান্ বলে ধারণা করতে পারতেন, তাহলে আমরা মনে করতাম যে, তাঁদের এই ভগবদ্বুদ্ধি তাঁদের এইপ্রকার অসীম ভালবাসার হেতু। কিন্তু গোপীদিগের বাৎসল্যপ্রেম-বিভাবিত হৃদয়ে কখনও কৃষ্ণের ভগবত্তা স্থান পায় না। যশোদার পুত্র ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনপ্রকার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তাঁদের প্রিয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র যশোদানন্দন-স্বরূপই তাঁদের ভালবাসার পাত্র।

তাই আমরা ভাগবতে দেখতে পাই, কৃষ্ণ যখন কেবলমাত্র যশোদানন্দনরূপে লীলা করেছেন, তখন বাৎসল্যবতী গোপীগণ নিজ পুত্রকে উপেক্ষা করে কৃষ্ণকেই কোলে করছেন, আদর করছেন, কৃষ্ণকে নিয়েই আনন্দে মত্ত হয়েছেন। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, কৃষ্ণই একমাত্র তাঁদের প্রেমাস্পদ প্রিয়তম। কৃষ্ণ যখন যেরূপেই তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়েছেন, তখন সেইরূপেই তিনি তাঁদের ভালবাসা পেয়েছেন।

এখন দেখতে হবে, কৃষ্ণের মধ্যে কি এমন বিশেষত্ব আছে যে, তাঁকে পেলে ব্রজবাসিগণ আর কিছু চায় না। তাঁর ন্যায় ভালবাসার পাত্র ব্রজবাসিগণের আর কেহ নেই। এখন যদি প্রশ্ন হয়, কেন ব্রজবাসিগণ যশোদানন্দন কৃষ্ণকে নিজপুত্র অপেক্ষা অধিকতর ভালবাসেন? কৃষ্ণ হচ্ছেন আত্মার আত্মা! সুতরাং কৃষ্ণকে ছাড়া তাঁরা আর কাকে ভালবাসবেন? ভালবাসার স্বভাব হল, চিরকাল প্রিয়বস্তুকে অন্বেষণ করা। যাঁদের আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তাঁদের যেমন দেহ-গেহ জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ যাঁদের কৃষ্ণপ্রীতি লাভ হয়, তাঁদের আত্মপ্রীতি আর থাকে না। যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়েছে, তাঁরা দৈহিকাদি

সম্বন্ধ ভুলে সর্ব্বদাই আত্মজ্ঞানেই রত থাকেন ; আর যাঁদের কৃষ্ণপ্রেম হয়েছে, তাঁরা সর্ব্বদা আত্মহারা হয়ে কৃষ্ণসেবায়ই মত্ত থাকেন।

ব্রজের গোপীগণ আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণের সাথে বাৎসল্যাদি প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং তাঁদের কিছুতেই পুত্র-বিত্তাদিতে প্রীতির লেশমাত্র থাকতে পারে না। তাদের দেহ-গেহ, পুত্র-বিত্ত, আত্মা-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যা কিছু আছে, সমস্তই কৃষ্ণের সুখের জন্যই ব্যবহৃত ও আদৃত হয়ে থাকে। ব্রজের সমস্ত গোপ-গোপীগণ সর্ব্বত্যাগ করে কৃষ্ণকেই ভালবাসেন বলে আশ্চর্য্য হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ শ্রীকৃষ্ণই ভালবাসার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। কৃষ্ণের সাথে যাদের সম্বন্ধ নেই, কৃষ্ণকে যারা ভালবাসে না, তাদের ভালবাসা লক্ষ্যহীন। তাদের ভালবাসাই বিফলে যায়।

—শ্রীনিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[ধুবড়ী হরিসভা, ধুবড়ী (আসাম), তাং—৪/৪/১৯৯০]

সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কয়েকজনই দিয়েছেন। সনাতন-শব্দের অর্থ নিত্য, শাশ্বত। আর কয়েকজন বলেছেন, সনাতন ধর্ম্ম একেশ্বরবাদ। সেই একেশ্বরবাদ প্রমাণ করেছেন অনেকেই যে, তিনি এক বটে, কিন্তু সেই এক নিরাকার নন, সেই এক নির্ব্বিশেষ নন, সেই এক নির্গুণ নন, সেই এক নিঃশক্তিক নন। অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত সাকার, অপ্রাকৃত সগুণ, অপ্রাকৃত সশক্তিক—শাস্ত্রে সেই কথাই বুঝানো হয়েছে।

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।

নির্ব্বিশেষ চিন্তা যেখানে রয়েছে, তার পাশাপাশি সবিশেষ চিন্তা রয়েছে। ভগবান্ যে সবিশেষ তার একটা বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সৎ-চিৎ-আনন্দময় বস্তু তিনি। সুতরাং সেই বিগ্রহে যুগপৎ নিরাকারত্ব এবং সাকারত্ব দুই তত্ত্বের সমাবেশ। যদি একটাকে অস্বীকার করা যায়, তাহলে তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি, সুতরাং সাকার-নিরাকার উভয়ই তিনি। নিরাকার শব্দের অর্থ, নির্গুণ-শব্দের অর্থ শুধু একদেশিক বিচার যদি আমরা করি, তাহলে ভুল হবে। শাস্ত্র সেখানে বিচার করেছেন, এই 'নিঃ'-শব্দের দ্বারা Negative idea বুঝানো হয়েছে বটে, কিন্তু এতে নিরাস করা হয়েছে প্রাকৃত বস্তুকে। ভগবান্ প্রাকৃত আকারবিশিষ্ট নন, প্রাকৃত গুণবিশিষ্ট নন, প্রাকৃত শক্তিবিশিষ্ট নন। তাঁর সবটাই অপ্রাকৃত—সেইকথাই বুঝানো হয়েছে। এটাও শাস্ত্রে প্রমাণিত হয়েছে,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৭ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০০

সেই ভগবানের সাধারণ হাত-পা নেই, কিন্তু অপ্রাকৃত হস্ত-পদবিশিষ্ট তিনি। তিনি ভক্তের উপাহৃত দ্রব্য গ্রহণ করেন, তিনি ভক্তের জন্য কষ্ট করে হাজার মাইল রাস্তা অতিক্রম করেন পায়ে হেঁটে। 'পশ্যত্যচক্ষুঃ'—তাঁর সাধারণ চোখ নেই, কিন্তু অপ্রাকৃত দৃষ্টিসম্পন্ন তিনি। সমগ্র জগৎকে সবসময় তাঁর নজরে রেখেছেন। 'স বেত্তি বেদ্যম্'—জগতের সব খবর তিনি সবসময় রাখছেন, 'ন চ তস্যাস্তি বেত্তা'—আমরা জেনে উঠতে পারছি না, বুঝে উঠতে পারছি না সেই অতিন্দ্রিয় তত্ত্বকে—যিনি আমাদের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির অগোচর। শাস্ত্রে বলা হচ্ছে "অবাঙ্মনসগোচরঃ"—বাক্য-মনের অতীত বস্তু তিনি। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের বাক্য যে বস্তুকে না পেয়ে প্রত্যারিত হয়ে ফিরে আসে, সেই তত্ত্ববস্তু হচ্ছেন ভগবান্। অধোক্ষজ বস্তু, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু, সেইকথাই শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বুঝানো হয়েছে। খুব সংক্ষিপ্তভাবে যদি আলোচনা করা হয় সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে, তাহলে সেখানে প্রথমে বলা হয়েছে—সনাতন ধর্ম্ম গুরুবাদী ধর্ম্ম, দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে—সনাতন ধর্ম্ম বেদনিষ্ঠ ধর্ম্ম। বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ্ বা ব্রহ্মসূত্র, বেদান্ত-দর্শনকে বলা হচ্ছে 'নিগম'। বর্ত্তমান নিগম-শব্দের অর্থ আমরা যেন ব্যবহার না করি। বর্ত্তমানে নিগম-শব্দ ব্যবহার হয়েছে Corporation অর্থে। আমরা সেই অর্থ ধরব না। নিগম মানে বেদ এবং বেদেরই ব্যাখ্যা-গ্রন্থ উপনিষদ্, বেদান্ত-দর্শন ইত্যাদি।

আর একটা শব্দ আছে 'আগম'। এই আগম-শব্দটা শিব-শিবানীকে কেন্দ্র করে এসেছে। "আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাসুতো।" একে বলা হয়েছে আগম। নিখিল শাস্ত্র সেখানে জানাচ্ছেন যে, ভগবান্ শ্রীহরি পরমারাধ্য বস্তু। "আম্নায় প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমম্।" আম্নায় বেদবাণী, আম্নায় গুরু-পরম্পরা। ব্রহ্মবিদ্যা যে পরম্পরাক্রমে এসেছে সেটাকে মেনে নিতে হয়েছে। আমার পূর্ব্বে একজন বক্তা বলেছেন গীতার শ্লোকটী—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।"

এটা হল আম্নায়ের কথা, পরম্পরার কথা। যেভাবে সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব এ জগতে প্রচারিত হয়েছে, তারই ইতিহাস গীতার মধ্যে রয়েছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে যে সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করেছি, এই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব পূর্ব্বে আমি বিবস্বান্—সূর্য্যদেবকে বলেছিলাম, বিবস্বান্ মনুকে বলেছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকু রাজাকে বলেছিলেন। এইভাবে এই সনাতন ধর্ম্ম জগতে প্রকাশিত, প্রচারিত হয়েছে। ঠিক সেইকথাই শাস্ত্রে বুঝানো আছে,—

"আম্নায় শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তা বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ।।"

গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত এই কথাগুলো এইভাবে জগতে এসেছে। শাস্ত্রের যত কথা সেগুলো সব বাস্তব সত্য, এগুলোকে Universal Truth বলা হয়েছে, Axiomatic Truth বলা হয়েছে। একে অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই। শাস্ত্রবাক্য সবটাই প্রমাণিত।

শাস্ত্রে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, সে শব্দগুলো শব্দসামান্য নয়। এখানকার বায়ুবিলোড়নে যে শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে এবং এখানেই লয় হচ্ছে, এই শব্দকে বলছে শব্দসামান্য। আর বৈকুণ্ঠবাণী, বৈকুণ্ঠশব্দ চিজ্জগৎ থেকে এ জগতে অবতরণ করছে, এখানকার কার্য্য সমাধা করে পুনরায় চিজ্জগতে প্রত্যারিত হচ্ছে। একে বলছে শব্দব্রহ্ম—Absolute Sound। পাণিনি স্ফোটবাদে এসব কথাগুলো আলোচনা করেছেন। সুতরাং ভগবানের মুখের বাণী, সাক্ষাদ্বাণী—ভগবান্ সাক্ষাদ্ভাবে উপদেশ করছেন তত্ত্বদর্শন তাঁর একান্ত ভক্ত সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে, কি শ্রীমদ্ভাগবতে সখা উদ্ধবকে লক্ষ্য করে যে সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, এ সবটার মধ্যে একটা বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া আছে। বেদকে বলা হচ্ছে—অপৌরুষেয়, বেদকে বলা হচ্ছে ভগবানের নিঃশেষিত বাণী, বেদকে বলা হচ্ছে Indirect speech। "পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।" ভাগবত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন—বেদ পরোক্ষবাদ। প্রত্যক্ষবাদ—Direct speech হচ্ছে গীতা-ভাগবত। ভগবান্ সাক্ষাদ্ভাবে উপদেশ করছেন এবং সেখানে বিশেষ শক্তি তার ভিতরে রাখা আছে, দেওয়া আছে। শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাদের আমরা দেব-দেবী বলছি, এঁরা সব হলেন কর্ম্মচারী-কর্ম্মচারিণী। কিন্তু এঁরা কেউই আমাদের অবজ্ঞার পাত্র নন। বহু ব্যক্তির ধারণা আছে, কোন বৈষ্ণব তাঁরা হয়ত' দেবদেবীকে মানেন না, তাঁরা কোন দেবদেবীকে হয়ত' উপেক্ষা করেন ; কিন্তু জিনিসটা সত্য নয়। শাস্ত্রীয় বিচার যে আমরা দেখতে পাই, সেখানে রয়েছে,—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।।

এইটাই ত' শাস্ত্রীয় বিচার এবং প্রকৃত ভক্ত যাঁরা, বৈষ্ণব যাঁরা তাঁরা ত' এ Theory সবসময় মেনে বসে আছেন। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয়ের কয়েকজন বলেছেন,—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।

ঠিক এইকথা শুধু ভাগবতে নয়, সব শাস্ত্রে বলা আছে।

"যৎপূজনেন বিবুধাঃ পিতরোঽর্চ্চিতাশ্চ
তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূতসলোকপালাঃ।

সর্ব্বে গ্রহাস্তরণিসোমকুজাদিমুখ্যা
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।।"

ব্রহ্মা কথাটা বলছেন,—'যৎপূজনেন বিবুধাঃ পিতরোঽর্চ্চিতাশ্চ'—যাঁর পূজা হলে সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন, তাঁদের পূজা হয়ে যায়, পিতৃপুরুষগণ সন্তুষ্ট হন, 'তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূতসলোকপালাঃ'—যাঁর পূজা করলে ঋষিগণ সন্তুষ্ট হন, লোকপালগণ সন্তুষ্ট হন, 'সর্ব্বে গ্রহাঃ'—পৃথক্ করে আর নবগ্রহ-শান্তির প্রয়োজন হয় না, পৃথক্ করে নবগ্রহের পূজা করতে হয় না, সেই আদিদেব গোবিন্দ তোমার শরণাপন্ন হই, তোমার আরাধনা করি, তোমায় পূজা করি। এগুলো শাস্ত্রে সব বুঝানো আছে। ভুল বুঝবার কোন কারণ নেই।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সাধারণ ব্যক্তি নন। 'ব্যাস' একটা উপাধি। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভগবান্ স্বয়ং। "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্"—তিনি স্বয়ং নারায়ণ ভগবান্ বেদবিভাগ করেছেন। শাস্ত্রে ২৮ জন ব্রাসের উল্লেখ আছে। তার ভিতরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস "ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্"। তাঁর বাহাদুরি বেশী। তিনি যে তত্ত্বদর্শন দিয়েছেন জগৎকে, তাকে ত' অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—ত্রিবিধ অধিকারীর জন্য তিনি ত্রিবিধ শাস্ত্র প্রণয়ণ করেছেন, কিন্তু প্রত্যেক শাস্ত্রেরই শেষে তিনি মূল বক্তব্য রেখেছেন। তামসিক ভাব থেকে রাজসিক ভাব শ্রেষ্ঠ, রাজসিক ভাব থেকে সাত্ত্বিক ভাব শ্রেষ্ঠ। যদি ভগবানের বিশেষণ দেওয়া যায়, এইভাব নিয়ে শাস্ত্র সেখানে বললেন অসম্পূর্ণ হবে। কেন? এই যে তিনটে ভাব, তিনটে গুণ এটা মায়িক গুণ।

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।।"
"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।।"

এটা প্রকৃতির গুণ। কথাগুলো বুঝানো আছে। ভগবানকে যদি আমরা কোন গুণের মধ্যে রেখে বিশেষণ দেই, তাহলে সেখানে বলা হয়েছে 'নির্গুণ'। কেন? 'নির্গুণ' মানে কোন গুণ নেই তাঁর? সর্ব্বগুণে গুণান্বিত তত্ত্ব, কিন্তু অপ্রাকৃত গুণবান্ তিনি—সেইকথা এখানে বুঝানো হয়েছে। অপ্রাকৃত রূপবান্ তিনি, অপ্রাকৃত লীলাপরায়ণ তিনি, অপ্রাকৃত শক্তিমান্ তিনি। সুতরাং কোন দেবদেবীকে অবজ্ঞা করার কথা কোন শাস্ত্রে ত' লেখা নেই। যার যে Portfolio আছে, তাকে সেইভাবে সম্মান করবার জন্য শাস্ত্রের নির্দ্দেশ রয়েছে এবং সেই অনুসারেই একজন কট্টরপন্থী ভক্ত তিনিও সকল দেবদেবীকে সম্মান দিয়ে যাচ্ছেন। "যোঽসি সোঽসি নমস্তুতে" বলে যাচ্ছেন। শিক্ষা রয়েছে ত' এইভাবে। এই যে দেবদেবী রয়েছেন, এঁরা কারা? এঁরা হলেন

আধিকারিক দেবদেবী—Demy God and Goddess। সেইকথা বুঝানো আছে। কিন্তু মূল মালিক—Supreme Lord, Supreme Authority ত' একজন আছেন। তিনি কে? তিনি সর্ব্বশক্তিসমন্বিত তত্ত্ব ভগবান্। তিনি Omnipotent Lord, Omniscient Lord, Omnipresent Lord। তাঁকে বলা হচ্ছে সর্ব্বারাধ্য। জগতে যে শ্রেষ্ঠ ভাব আছে, এখানে নিকৃষ্ট ভাব আছে, এখানে মধ্যম ভাব আছে, তর-তম ভাব এখানে আছে ; কিন্তু সমস্ত শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ যে তত্ত্ববস্তু, তাঁকে ভগবান্ বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। এটাও আমরা বেদে-উপনিষদের মধ্যে পাচ্ছি।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।।

কি বলছেন এখানে? "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্"—দেবতাগোষ্ঠীগণকে যদি বলা হয় ঈশ্বর-ঈশ্বরী, তাহলে ভগবান্ কে? 'মহেশ্বর'-শব্দে যদি শিবঠাকুরকে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে ভগবানের বিশেষণ কি?—পরম মহেশ্বর, মহা মহেশ্বর। 'তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্'। আধিকারিক দেবদেবীগণের উপরওয়ালা কে? সেখানে বলছেন,—'পরমঞ্চ দৈবতম্'—পরম দেবতা, সেই বিশেষণ দেওয়া হল। 'পতিং পতীনাম্'—এই জগতে পতি-পত্নী সম্পর্ক আছে ; কিন্তু সমস্ত পতিরও পতি বিশ্বপতি, জগৎপতি, জগন্নাথ। বিশেষণ রয়েছে। এ জগতে শ্রেষ্ঠ যাকে বলা হচ্ছে তার থেকেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনি অর্থাৎ Superlative এর Superlative degree ব্যবহার করা হয়েছে। শাস্ত্রে তত্ত্বদর্শনটা ত' এইভাবে বুঝানো হয়েছে।

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।"—কথাটা ঠিক। মালিক একজন, আর সবাই তাঁর সেবক-সেবিকা, দাস-দাসী। একথা স্বয়ং শিবঠাকুর মানছেন, স্বয়ং ব্রহ্মাজী মানছেন, সব দেবদেবী মানছেন। তাঁদের উক্তির মধ্যেই রয়েছে। ব্রহ্মাজী বলছেন,—"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽয়ং হরো হরতি তদ্বশঃ।"—আমি সেই ভগবানের নির্দ্দেশক্রমে এই গৌণ সৃষ্টি চালিয়ে যাচ্ছি, হর—শিবও তিনি প্রলয় ঘটিয়ে যাচ্ছেন। সমস্ত কথার ভিতরেই ত' রয়েছে।

"সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ।" সেই শ্রেষ্ঠ আরাধ্যবস্তু মুকুন্দ ছাড়া আবার 'ভগবৎ'-পদবাচ্য কে আছে এ সংসারে? শাস্ত্রে সুন্দরভাবে দিগ্‌দর্শন করেছেন। জীবকে ভগবান্ বলা হচ্ছে না, জীব জীবই। কেন একথা? পূর্ণ চৈতন্য, অংশ চৈতন্য, শাস্ত্রে বিচার করেছেন। অংশকে কখনও পূর্ণ বলে মেনে নেওয়া হবে না। The part equal to the whole which is absurd. অংশকে অংশ বলেই মানতে হবে। পূর্ণকে পূর্ণ বলেই মানব। পূর্ণের অংশ যেখানে, সেখানে পূর্ণ, সে ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৭ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০০

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

এটা পূর্ণত্বের ব্যাখ্যা এখানে রয়েছে। পূর্ণের যদি একটা অংশ, সেটাও পূর্ণ, সুতরাং সেখানে Counterpart আর Counterwhole বিচারটা এসে যাবে। সাধারণ বিচারটা এর ভিতরে আসবে না, বিশেষ বিচারটা আসবে। ভগবান্‌কে যদি চার টুকরো করা হয়, তাহলে তাঁর প্রত্যেকটা টুকরো হল সমান। তাঁর প্রত্যেকটা টুকরোই হল সমধর্ম্মী, পূর্ণ—সেই বিচার করা হয়েছে। সমস্ত জিনিসটা ত' দার্শনিক বিচারে মধ্যে রয়েছে। সুতরাং ভগবানকে যদি আমরা ভালবাসি, ভালবাসতে যাই, তাঁর তত্ত্বদর্শনটা আমাদের ঠিক ঠিকভাবে বুঝতে হবে। রাজসিক, তামসিক শাস্ত্র থেকেও সাত্ত্বিক শাস্ত্রোপযোগী বাক্য গ্রহণ করতে হবে। এটাও ত' কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরই নির্দ্দেশ। তিনি ত' বলেছেন,—

"শৈব-ব্রাহ্মেষু তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগী যৎ।
পরমো বিষ্ণুরেকৈকং তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষসাধকম্।
অন্যথা মোহনায় হি বর্জ্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ।।"

তাহলে মোক্ষজনক বাক্য আমাদের নিতে হবে, Pick up করতে হবে। সেটা কি? ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তিনি পরমারাধ্য, সর্ব্বারাধ্য বস্তু। তাঁর সাধন-ভজন করলে পরে মুক্তি লাভ হবে। কেন? মুক্তিদাতা ভগবান্ মুকুন্দ, মুক্তিদাতা শ্রীহরি। "হরতি হৃদয়গ্রন্থিং বাসনারূপমিতি হরিঃ"—যিনি জীবের বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি হরণ করেন, যিনি জীবকে প্রেমানন্দ দান করেন। মুক্তিদান, একটু কমা কথা বলেছেন। ভক্তকে চাররকমের মুক্তি দিতে চাচ্ছেন ভগবান্। ভক্ত বলছেন,— না, না, লাগবে না, আমি নেব না। কেন নেব না? আমি তোমায় ভুলে যাব। সেইজন্যই আমি মুক্তি চাই না। আমি তোমার দাসত্ব চাই, তোমার সেবালাভ করতে চাই। সুতরাং ভগবানের সঙ্গে মিশে যাওয়ার বুদ্ধি, ভগবান্ হয়ে যাওয়ার বুদ্ধি খুব খারাপ জিনিস। ভাল জিনিস সেব্য-সেবক সম্পর্ক। সেব্য-সেবক-সেবা, জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, উপাস্য-উপাসক-উপাসনা—একই লাইনে আছে। কিন্তু ত্রিপুটী বিনাশ সেখানে হয় নি, এ তিনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়নি। এ তিনটী সমান অবস্থা নিয়ে বসে আছে। ভগবানের সঙ্গে যারা মিশে যেতে চাচ্ছেন, যারা ভগবান্ হয়ে যেতে চাচ্ছেন, তারা ত' Anarchist। সেই Anarchistদের একটা স্থান আছে, সেটা নির্ণয় করেছেন শাস্ত্রে, আপনারা পড়ে থাকবেন পুরাণের মধ্যে বলা আছে ক্ষেত্রটা।—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ।।

ভগবানের হাতে নিহত অসুরদের যেখানে গতি হয়, ব্রহ্মবাদী যারা, নির্ব্বিশেষবাদী

যারা, একত্বকামী—ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব, ভগবান্ হয়ে যাব—এই ভাব যাদের, তাদের গতি হয় সেখানে। এদের Punishment—শাস্তিটা হচ্ছে সিদ্ধলোকে, Intern করে রাখা হয় সেখানে। এর থেকে এদের উন্নতি কিছু নেই অর্থাৎ Chloroform করা রোগী, অজ্ঞানতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এ অবস্থাটা কি ভাল? মদ খেয়ে যারা মাতলামি করছে, অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে ড্রেনে গড়াগড়ি যাচ্ছে, এ অবস্থাটা কি ভাল? ভাল নয় ত'। আমার চেতনতা লোপ করে দিয়ে আমি আনন্দ পেতে চাচ্ছি—এই হল মাতালদের বুদ্ধি। শাস্ত্র বলছেন, ওটা কোন শুভবুদ্ধি নয়। আমি ভগবানের সেবা করব, আমি সেবক বা সেবিকা। সেবার দ্বারাই সেই ভগবান্ আমাকে সেবা দান করেন, তা থেকে আমি ভগবৎপ্রেম-প্রীতি লাভ করতে পারি—যেটা জীবাত্মার স্বরূপ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জীব দুরকম শাস্ত্রে বলেছেন—বদ্ধজীব ও মুক্তজীব। বদ্ধত্ব লাভ করেছি আমরা, আমাদের মুক্তির প্রয়োজন আছে। কিভাবে সেই মুক্তি আসবে? মুক্তি কাকে বলে? শাস্ত্র সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন। যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আগে মুক্তি মুক্তি করে চিৎকার করছিলেন, তিনি যখন তত্ত্বদর্শন জেনেছেন, বুঝেছেন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নিকট থেকে, তখন তিনি মুক্তি-শব্দটা উচ্চারণ করতে চাচ্ছেন না। "ভক্তিপদে স দায়ভাক্" বলে ফেলছেন। মহাপ্রভু বললেন,—তুমি মুক্তি শব্দটা কি খারাপ মনে করছ? মুক্তি শব্দটা ত' খারাপ নয়। তিনি ব্যাখ্যা দিলেন,—

"মোক্ষং বিষ্ণুঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণম্।"

ভগবানের সাক্ষাৎ সেবালাভকেই মুক্তি বলা হয়েছে। সুতরাং তুমি ভুল বুঝ না। মুক্তি-শব্দের ত' সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। আমাদের সবটার সামঞ্জস্য করে চলতে হবে। তত্ত্বসিদ্ধান্ত, তত্ত্বদর্শনটা আমরা যখন জানব, তখন আমাদের আর কোন অসুবিধা নেই। আর যতদিন তত্ত্বসিদ্ধান্তটা না বুঝব, Axiomatic Truth ধরতে না পারব, Universal Truth মেনে নিতে না পারব, ততদিন পর্য্যন্ত গণ্ডগোল থেকেই যাবে। সুতরাং আমাদের সবটার সামঞ্জস্য করতে হবে। শাস্ত্র সে সামঞ্জস্য করে রেখেছেন, আমাদের বুঝতে হবে সেটা। কে বুঝাবেন? সেইকথাই বলছেন, সেখানে সদ্গুরুর কথা এসেছে, সদ্গুরু পদাশ্রয়ের কথা এসেছে।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।।

ভাগবতে এটা সুন্দরভাবে বুঝানো আছে। সেই সদ্গুরুর কাছে প্রপত্তি স্বীকার করবে কে? 'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্'—যিনি শব্দশাস্ত্রে পারঙ্গত, যিনি পরব্রহ্মে নিষ্ণাত। শব্দশাস্ত্রে পারঙ্গতি অনেকের হতে পারে। "Devil can qoute scriptures"—শয়তানও শাস্ত্রের বুলি আওড়াতে পারে। সুতরাং এটা কোন মুখ্য লক্ষণ নয়। মুখ্য

লক্ষণ কি? 'পরে চ নিষ্ণাতম্'—পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, ভগবানে তার অটুট বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। এই জিনিসটা সাধারণ মানুষের থাকে না। এই জিনিসটা থাকবে সদ্‌গুরুর।

"কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।।"

এ বিচারটা তাঁর থাকবে। শাস্ত্রদর্শী তিনি। যিনি শাস্ত্র মানেন, তিনি ভগবানকে নিশ্চয়ই মানেন। অনেকে বলছেন, আমার গুরু এমন কথা সব বলেন, যা শাস্ত্রে কোনদিন আমরা পাইনি! বাজে কথা ওটা। "সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, এ তিনে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা।" সাধু যা বলবেন, শাস্ত্র তাই বলে রেখেছেন ; গুরু যা বলছেন, শাস্ত্র সেটা বলে রেখেছেন। সুতরাং গুরু বা সাধু তিনি যেকথা বলবেন তা অবশ্যই শাস্ত্রের, শাস্ত্রের বাইরে কিছু বলতে পারেন না। শাস্ত্র নিয়েই ত' তাঁকে Deal করতে হবে সবকিছু। শাস্ত্রকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে, শাস্ত্রের বাইরে আমরা যেতে পারি না। তাহলে সবটাই বৃথা হয়ে যায়। শাস্ত্রের কথা শুনবার জন্য, আলোচনা শুনবার জন্য আপনারা এখানে হাজির হয়েছেন। কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা নিশ্চয় শুনতে আসেন নি। তবে সেই ব্যাখ্যাদাতা যাঁরা আছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বা তাঁদের ভাষার লালিত্য প্রভৃতি কিছু পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। কিন্তু মূল কথা ত' শাস্ত্রীয় কথা। সেই শাস্ত্রীয় কথার নামই হল Axiomatic Truth, Universal Truth—বাস্তব সত্য।

"আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।"

আদি-মধ্যে-অন্তে সব জায়গায় ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে সবকিছু। ভক্ত ছাড়া ভগবান্ নন, ভগবান্ ছাড়া ভক্ত নন। ভগবান্ বলছেন,—আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তার সেবা কর, তাহলে আমি খুশী হব। আবার ভক্ত বলছেন,—ভগবান্ আমার পরমারাধ্য, তাঁর সেবা কর, তাঁর সেবা করলে আমি খুশী হব। এখন কার কথা শুনব? কার কথা মানব? ভক্ত ছাড়া ভগবান্ নন, ভগবান্ ছাড়া ভক্ত নন। তথাপি আরাধ্যতত্ত্ব ভগবান্, তাঁকে ত' মেনে নিতেই হচ্ছে। ভক্তের মাধ্যমে যেতে হচ্ছে। সেই ভক্ত কে? শাস্ত্র বলছেন,—তিনি হলেন Transparent medium—যিনি জগৎকে তত্ত্বদর্শনটা জানাচ্ছেন, বুঝাচ্ছেন, ভগবানকে কি করে পেতে হবে, ভগবানকে কি করে পেতে পারি আমরা। আমরা ত' সব কষ্টের মধ্যে রয়েছি। মহামায়া দুর্গাদেবীর কারাগারে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত হচ্ছি আমরা। তার থেকে উদ্ধারের উপায় শাস্ত্র বলেছেন। (ক্রমশঃ)

মশক ও মধুকর

গুঞ্জরে মধুরে মহা-বঞ্চক মশক।
মানব-সমাজে যথা শঠ-প্রতারক।।
মোহিত লোহিত-লোভে হইয়া ধাবিত।
হেরি' পথে মধুকরে কহে সে গর্ব্বিত।।
"কোথা হে ত্বরিতগতি কোথা যাও উড়ি'।
পেয়েছ সন্ধান বুঝি কোন মধুপুরী।।
কি মধুমাধুরী ছাই কর তুমি পান।
পাও কি তাহাতে সুখ আমার সমান।।
পর-পরিতোষে শুধু প্রয়াস তোমার।
উদর পূরণ মোর মহাব্রত সার।।
কেন ব'য়ে মর ভার, এস মোর সনে।
করি রক্ত-পান নক্ত-তমসাবরণে।।"
মশক-বচনে মহাশয় মধুকর।
কহিছে ডাকিয়া তারে—"আরে স্বার্থপর।।
উদর-সর্ব্বস্ব সদা আত্ম-সুখ-রত।
গুঞ্জনে মধুর কর বঞ্চনা সতত।।
অন্ধকারে নিজ পথ কর অন্বেষণ।
কুস্থানে তোমার প্রিয় ভ্রমণ ভবন।।
আমার জীবন-ব্রত তা'ত কভু নয়।
সারগ্রাহী সর্ব্বস্থলে আমি রে অভয়।।
সরল সুপথে মুক্ত আলোকে দিবার।
পরার্থে কেবল মোর অবাধ সঞ্চার।।
বহি শুদ্ধ মধুভাব ভুবন-মঙ্গলে।
রচি মধু-চক্র আমি নিজ দল-বলে।।
পাইয়া কুশলে তা'র তত্ত্ব ভাগ্যবান্।
হয় পূর্ণানন্দ সেই মধু করি' পান।।
যাও তুমি নিজ স্থান, দাও মোরে পথ।
পূর্ণ করি প্রাণ দিয়া জীবনের ব্রত।।"

গেল চলি' মধুব্রত, উড়িল মশক।
পরহিতব্রত সাধু, বিষয়ী বঞ্চক।।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা একের মঙ্গল।
ইন্দ্রিয়-তর্পণতৃষ্ণা অন্যের কেবল।।
বুঝিয়া সকল সত্য সুজন-ইঙ্গিতে।
কহে "কৃষ্ণামৃত" সবে সতর্ক হইতে।।

রাশিয়ায় শ্রীগৌরবাণী-প্রচার

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুকম্পিত শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ বিশেষ সাফল্যের সহিত রাশিয়ার রাজধানী Moscow, Podolok এবং Kurilovo তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করেন। মস্কো রওনা হইবার পূর্ব্বে ২৬।৭।২০০০ তারিখে দিল্লীস্থ মুখার্জ্জী নগরে এবং রাশিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৭।৮।২০০০ ও ৮।৮।২০০০ তারিখে দিল্লীস্থ করোলবাগ এবং দক্ষিণ দিল্লীস্থ সন্ত নগরে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৭।৭।২০০০ হইতে ৬।৮।২০০০ তারিখ পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী রাশিয়াতে প্রধানতঃ যে যে বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন তাহা হইল,—(১) শুদ্ধ গুরু-পরম্পরা এবং ব্যষ্টিগুরু। প্রত্যেক ব্যষ্টিগুরুই গুরুপরম্পরারূপী মালার এক একটী ফুলবিশেষ। মালা হইতে কোন একটী ফুলকে ছিঁড়িয়া লইলে মালার যেমন সৌন্দর্য্য ও মহত্ব নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীগুরুপরম্পরাকে অস্বীকার করিয়া কোন ব্যষ্টিগুরুকে সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ মানিলে উক্ত ব্যষ্টিগুরুর মহিমা খর্ব্ব হইবে। (২) 'সুখ পাইবার উপায়'—বর্ত্তমান জগতে সকলেই সুখলাভ করিতে চাহে, কেহই দুঃখ পাইতে চাহে না। সুখ পাইবার জন্য যে পদ্ধতি জগত অঙ্গীকার করিতেছে, তাহাতে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের আবাহন করা হইতেছে মাত্র। বর্ত্তমান জগৎ দেহে আত্মবুদ্ধি করায় প্রকৃত সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এই রাশিয়া সুখী এবং সমৃদ্ধ হইবার জন্য 'জার'কে (রাশিয়ার রাজা) পদচ্যুত করিয়া একের পর এক লেলিন, স্টালিন সাম্যবাদের বন্যা লইয়া দেশে উপস্থিত হয়। তাহারা প্রতিজ্ঞা করেন, আমরা সকলকে সমান করিয়া দিব। দেবীধামে সাম্যবাদ সম্ভব হইতে পারে না। একজন স্বাস্থ্যবান্, অপরজন রোগা ; একজন অত্যন্ত মেধাবী, অপরজন অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ; একজন অত্যন্ত সুন্দর, অন্যজন অত্যন্ত কুৎসিত ; কেহ অত্যধিক লম্বা, কেহ অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি ; কেহ চক্ষুষ্মান, কেহ অন্ধ ; একজন

শাসক, অপরজন শাসিত। এই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মসম্পন্ন ব্যক্তিকে কিভাবে সমান করা যাইবে? এই জগতেই নেপোলিয়ন, মুসোলিনী, হিট্‌লার, রাবণ, কংস, শিশুপাল, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি বহু ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি আসিয়াছে, কিন্তু কেহই তথাকথিত সুখ দান করিতে পারে নাই। প্রকৃত সুখ এবং বিশুদ্ধ সাম্যবাদ লাভ করিতে হইলে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর রাধাভাবদ্যুতি অঙ্গীকার করিয়া জগতে যে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন, তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। এই সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম অঙ্গীকার করিলেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি জীব লাভ করিতে পারিবে।

(৩) মায়ামোহে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গের উপায়—আমারা সকলেই মায়াতে শয়ন করিয়া রহিয়াছি। কোন নিদ্রিত ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গাইতে হইলে শব্দের প্রয়োজন। এই শব্দই হইল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। সাধারণ মানুষ বা সাধক জীবের পক্ষে শ্রীহরিনাম স্বয়ং ভগবান্ নামী হইতে অধিক কৃপালু। স্বয়ং ভগবান্ সবসময় আসিয়া দর্শন দিবেন না বা সাহায্য করিবেন না। ভগবানের দর্শন করিতে হইলে নামপ্রভুর সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। নামপ্রভুই অনন্তকাল হইতে পতিত জীবকে উদ্ধার করিয়া নামী প্রভুর সেবায় নিযুক্ত করিতেছেন এবং সেবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন।

(৪) দীক্ষা—দীক্ষার তাৎপর্য্য, দিব্যজ্ঞান কাহাকে বলে, দিব্যজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, সাধক-জীবনে দিব্যজ্ঞানের প্রভাব। পাপ কি বস্তু, পাপের প্রতীক, পাপ হইতে উদ্ধারলাভের উপায়। দীক্ষাকালে মস্তক মুণ্ডনের প্রয়োজনীয়তা।

(৫) উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিবার কারণ এবং প্রয়োজনীয়তা কি?

মস্কোস্থিত সাপ্তাহিক হিন্দী সংবাদপত্র "ভারতীয় দর্পণ" এবং রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক শ্রীঅগ্রবাল মহোদয় উক্ত প্রশ্নটী করেন। তিনি আরও প্রশ্ন করেন যে, উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা? শ্রীল মহারাজ সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—এই প্রশ্নটী পূর্ব্বে আমাকে আমেরিকাস্থ নিউ জার্সিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি তাহাই পুনরায় বলিতেছি। প্রথমে আমি বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথাই বলিতেছি।—

দেখুন, একটী পুষ্করিণীতে একটী পাথর ছুঁড়িলে গোলাকাররূপে ঢেউ উঠিয়া পুষ্করিণীর সমস্ত তীরকে স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে শান্ত হইবে। তদ্রূপ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিলে বায়ুর তরঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তকে হরিনামধ্বনি স্পর্শ করিবে। এই বায়ুতরঙ্গের জন্যই বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতি মাধ্যমগুলি কার্য্যকরী হইয়াছে। পৃথিবীতে যতপ্রকার ধ্বনি আছে, প্রায় সমস্ত ধ্বনিই প্রদূষণ সৃষ্টি করে, কিন্তু একমাত্র হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি কোনপ্রকার প্রদূষণ সৃষ্টি করে না, পরন্তু অন্য ধ্বনির প্রদূষণকে দূরীভূত করে। এজন্য বর্ত্তমান পৃথিবীতে দূরদর্শন ও কম্পিউটারের যুগে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এক্ষণে শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা বর্ণন করিতেছি,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪০৭ ; ১৭ অক্টোবর, ২০০০

নাম জপ তিন প্রকার—মানসিক, উপাংশু ও উচ্চসঙ্কীর্ত্তন। মানসিক—মনে মনে নাম উচ্চারণকে মানসিক জপ বলে। ইহাতে জিহ্বার স্পন্দন পর্য্যন্ত হয় না। উপাংশু—ইহাতে জিহ্বার স্পন্দন অত্যন্ত ধীরে ধীরে হইয়া থাকে, কেবলমাত্র জপকারীই উক্ত নাম শ্রবণ করিতে পারেন। উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন—"ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনং ভবতি।" নামজপকারীর নামজপকালে ওষ্ঠস্পন্দন হইলে তাহাকে কীর্ত্তন বলা হয়। অনেক ব্যক্তি মিলিয়া যে কীর্ত্তন তাহাকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করা হইলে তাহাকে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন বলা হয়। মানসিক জপ অপেক্ষা উপাংশু, উপাংশু অপেক্ষা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ। উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবর্ষি নারদ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজকে বলিয়াছেন,—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতূন্ পুনাতি চ।।

হরিনাম জপকারী ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চস্বরে হরিনামকারী শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ জপকারী ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজকেই পবিত্র করেন ; কিন্তু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকারী আপনাকে এবং তৎসহ শ্রোতৃগণকে পবিত্র করেন।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে।।
জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ- সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে।।
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।।

(৬) গুরুতত্ত্ব, সদ্‌গুরু কে? অসদ্‌গুরুর লক্ষণ কি? অসদ্‌গুরু পরিত্যজ্য কেন?—প্রভৃতি বিষয়ে সারগ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন।

রাশিয়াতে প্রথমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার আরম্ভ হইলেও প্রচার অত্যন্ত সফল হইয়াছে। শ্রীল মহারাজের সহিত রাশিয়াতে প্রচারে সহায়তা করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ, শ্রীভক্তিবেদান্ত অরণ্য মহারাজ, শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজনাথ দাসাধিকারী, শ্রীউরুক্রম ব্রজবাসী সমিতির বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন। রাশিয়ায় প্রথম সূচনা বর্ষের প্রচার-সাফল্য দেখিয়া ভবিষ্যতে তথায় যে শ্রীসমিতির বিপুল প্রচার হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫২শ বর্ষ } ৫ কেশব, কারণোদশায়ী, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৪০৭, ইং ১৬/১১/২০০০ { ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

দেবহূতি-কৃতং সেশ্বর-শ্রীশ্রীকপিলদেব-স্তুতিঃ

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাত্রিংশেঽধ্যায়ে—২-৮]

শ্রীদেবহূতিরুবাচ,—

অথাপ্যজোঽন্তঃসলিলে শয়ানং
ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্মময়ং বপুস্তে ।
গুণপ্রবাহং সদশেষবীজং
দধ্যৌ স্বয়ং যজ্জঠরাব্জজাতঃ ।। ১ ।।

(শ্রীকপিলদেবের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার মাতা কর্দ্দম-পত্নী দেবহূতির মোহাবরণ দূরীভূত হইলে তিনি কপিলদেবকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন,—)

শ্রীদেবহূতি কহিলেন,—হে দেব! আপনার এই ব্যক্ত বপু ভূত ইন্দ্রিয়, শব্দ,

আত্মা এবং মন—এই সকলের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, এই অশেষ কার্য্যকারণের বীজস্বরূপ এবং ইহাতে সর্ব্ববিধ গুণের প্রবাহ বর্ত্তমান। ব্রহ্মা আপনার নাভিকমল হইতে উদ্ভূত হইয়া কারণ-বারিতে শয়ান আপনার ঐ তনুকেই চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দর্শন করিতে পারেন নাই।। ১।।

স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে
গুণ-প্রবাহেণ বিভক্ত-বীর্য্যঃ।
স্বর্গাদ্যনীহোঽবিতথাভিসন্ধি-
রাত্মেশ্বরোঽতর্ক্য-সহস্রশক্তিঃ।। ২।।

আপনি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও গুণপ্রবাহরূপে আপনার শক্তি বিভাগ করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ-সাধনরূপে কার্য্যত্রয় সম্পাদন করিতেছেন ; আপনি জীবসমূহের ঈশ্বর (ভোক্তা) ; আপনার অনন্তশক্তি তর্কের অগম্য।। ২।।

স ত্বং ভৃতো মে জঠরেণ নাথ
কথং নু যস্যোদয় এতদাসীৎ।
বিশ্বং যুগান্তে বটপত্র একঃ
শেতে স্ম মায়া-শিশুরঙ্ঘ্রিপানঃ।। ৩।।

হে প্রভো! প্রলয়কালে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব আপনার উদরেই অবস্থিত ছিল। অহো, আমি আপনাকে কিরূপে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম! আপনি প্রলয়কালেও আপনার স্বরূপশক্তি-প্রভাবে শিশুরূপ ধারণ করিয়া পদাঙ্গুঠ চুষিতে চুষিতে একাকী বটপত্রে শয়ন করিয়াছিলেন।। ৩।।

ত্বং দেহতন্ত্রঃ প্রশমায় পাপ্মানাং
নিদেশভাজাঞ্চ বিভো বিভূতয়ে।
যথাবতারাস্তব শূকরাদয়-
স্তথায়মপ্যাত্মপথোপলব্ধয়ে।। ৪।।

হে বিভো! আপনি পাপাত্মদিগের দমন ও আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী ভক্তগণের সমৃদ্ধি এবং শুদ্ধজ্ঞানমার্গ-প্রদর্শনের জন্য বরাহ প্রভৃতি অন্যান্য অবতারের ন্যায় কৃপাপূর্ব্বক এই চিদানন্দ তনু স্বীকার করিয়াছিলেন।। ৪।।

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ।। ৫।।

হে ভগবন্! কুক্কুরভোজী অন্ত্যজ-কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম শ্রবণ,

শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন ; আর যাঁহারা আপনার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? ।। ৫।।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপতে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।। ৬।।

(অথবা সোমযাগাধিকারী ব্রাহ্মণ হইতেও যে কোনও কুলোৎপন্ন শ্রীনামোচ্চারণ-কারী পুরুষ অধিকতর শ্রেষ্ঠ)। অহো! নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? যাঁহার জিহ্বার এক প্রান্তে ভবদীয় নাম একটী বারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম ; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই রহিয়াছে ; কারণ তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মেই ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য,—যথা, সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব বেদাধ্যয়ন ও সদাচার—সমাপনপূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন।। ৬।।

ত্বং ত্বামহং ব্রহ্ম পরং পুমাংসং
প্রত্যক্স্রোতস্যাত্মনি সংবিভাব্যম্।
স্বতেজসা ধ্বস্ত-গুণ-প্রবাহং
বন্দে বিষ্ণুং কপিলং দেবগর্ভম্।। ৭।।

(হে প্রভো!) আপনি পরব্রহ্ম পরম-পুরুষ ; একমাত্র বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত-চিত্তেই আপনার সম্যক্ ধ্যান সম্ভব ; আপনি স্বীয় প্রভাবদ্বারাই গুণপ্রবাহকে ক্ষোভরহিত করেন ; প্রলয়কালে আপনারই উদরমধ্যে বেদ অবস্থিত ছিল। অতএব কপিলরূপে অবতীর্ণ বিষ্ণুর আবেশাবতার-স্বরূপ আপনাকে আমি বন্দনা করিতেছি।। ৭।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৭ পৃষ্ঠার পর]

১২। মুক্তিকামী ও ভুক্তিকামী ব্যক্তিতে কি রতির উদয় সম্ভব হয়?

"রতি অতি দুর্ল্লভ পদার্থ। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তি-সমূহে যে-সমস্ত রতি-লক্ষণ দেখা যায়, সে-সমস্তই রত্যাভাস। তাহা দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। সেই সকল লক্ষণ দেখিয়া অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই সেই রত্যাভাসকেই 'রতি' বলিয়া থাকে!"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১৩। মায়াবাদী ও চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর বাহ্য বিকারাদি কি অপ্রাকৃত-ভাবোত্থ সাত্ত্বিক বিকার?

"*** বাবাজীর যদি নিরপেক্ষত্ব সত্ত্বেও ভাব হয়, তবে তিনি ধন্য। কিন্তু বিচারপূর্ব্বক যদি ভাব-লক্ষণ-সকল স্বীকার করেন, তাহা হইলে বুঝিবেন—সে ভাবসমূহ যথার্থ ভাব নয়, সে-সকল কেবল ভাবাভাসমাত্র। 'ভাব'-সম্বন্ধে বিশুদ্ধপ্রেমাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী এইরূপ বলিয়াছেন,—

কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্ন বীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধ্যোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।
প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া-রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ।।

রত্যাভাস দুইপ্রকার—প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। রত্যাভাসমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার রতি-লক্ষণ হয়। তাহাতে নির্ব্বোধ লোকেরা চমৎকৃত হইয়া পড়ে ; কিন্তু যথার্থ রতির আস্বাদকগণ তাহা চিনিতে পারেন।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

১৪। সাধন-ভক্তির ভাবাবস্থা প্রাপ্তিতে কি ফলোদয় হয়?

"সাধন-ভক্তি যখন 'ভাবাবস্থা' প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণ-কৃপাবলে প্রেমরূপ অঞ্জন সেই ভাব-ভক্তের চক্ষে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলেই সাক্ষাদ্ দর্শন হয়।"

—ব্রঃ সঃ ৫।৩৮

১৫। শান্তিরতি কিরূপে প্রকটিতা হয়?

"জীবের শুদ্ধা রতি অনেকদিন আশ্রয়ের সহিত জড়কুণ্ঠতা ও বিস্মৃতি ভোগ করিয়া, অনর্থোপশম হইলে, আহা! কি ভয়ঙ্কর আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম বলিয়া স্বীয় শুদ্ধাবস্থায় বিশ্রাম লাভ করে। সে-সময় শান্তিরূপ একটী আশ্রয়গত ভাব তাহাকে স্পর্শ করিলে, রতি তখন শান্তি-রতি হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৬। শান্তরতির বিষয় ও আশ্রয় কি?

"উপাস্য-বস্তু নির্ব্বিশেষ (Undistinguishable) নয়। কিন্তু সবিশেষ (Personal), এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধি-বুদ্ধিকে 'শম' বলা যায়। শম যে উপাসকের হৃদয়ে আসীন হইয়াছে, সে উপাসক যখন উৎপন্ন-রতি হন, তখন তাঁহার রতিকে 'শান্তি রতি' বলি। শান্ত জীবই শান্তিরতির আশ্রয়। সবিশেষ (Personal God) ভগবান্ই সেই রতির বিষয়। শান্ত জীব ভগবত্তত্ত্বে জড়-বুদ্ধি-পরিশূন্য। চিৎসুখ-প্রাপ্তির যোগ তাঁহার উপাসনা-লিঙ্গ। বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজানন্দে তিনি স্থিত হন। অতএব কৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে পরমাত্মা বা কিঞ্চিৎ সবিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া তাঁহার রতির বিষয় হন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।২

১৭। 'দাস্য-রতি কোন্ সময় উদিত হয়?

"রতিতে অনন্য মমতা সংযুক্ত হইলে দাস্য বা প্রীত-রতি হয়। তখন ভগবান্‌কে প্রভু বোধ করত জীব আপনাকে তাঁহার 'নিত্যদাস' বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপনা করেন। দাস্যরতি দুইপ্রকার—সম্ভ্রমগত ও গৌরবগত। সম্ভ্রমগত দাস্যে জীব আপনাকে অনুগৃহীত মনে করেন, গৌরবগত-দাস্যে আপনাকে লাল্য বলিয়া মনে করেন। কিঙ্করসকল—সম্ভ্রমগত দাস্যের আশ্রয়। পুত্রসকল—গৌরবগত দাস্যের আশ্রয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৮। দাস্যরতির স্বরূপ কি?

"দাস্যগত রসে স্থায়িভাব অর্থাৎ রতি মমতার দ্বারা পুষ্ট হইয়া 'প্রেম' হইয়া থাকে। অতএব দাস্যে রতি ও প্রেমরূপ লক্ষণদ্বয়যুক্ত স্থায়িভাব আছে। তাহাতে স্নেহ ও রাগ কিছু কিছু থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৯। 'সম্ভ্রম-প্রীতি' কি?

"কৃষ্ণে দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের ব্রজেন্দ্রনন্দনে সম্ভ্রমবিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হয়। তাহাই পুষ্ট হইয়া 'সম্ভ্রম-প্রীত' সংজ্ঞা লাভ করে। এই রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসগণ আলম্বন।"

—জৈঃ ধঃ ২৯শ অঃ

২০। সখ্যরসে স্থায়িভাব কি?

"সখ্য বা প্রেমভক্তিরসে স্থায়িভাব প্রণয়। রতি ও প্রেম তাহাতে নিহিত আছে। দাস্যে যে সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল, তাহা পরিপাক হইয়া সখ্যে বিশ্রম্ভ বা অটল বিশ্বাস হইয়া যায়। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয়, বলবান, স্নেহ, রাগ কিছু কিছু থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২১। সখ্য হইতে বাৎসল্য-রতির উৎকর্ষ কি?

"বৎসল-রসে বিশ্রম্ভ পরিপাক-অবস্থায় অনুকম্পা হইয়া পড়ে। তাহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ পর্য্যন্ত প্রবল। রাগও থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২২। শৃঙ্গারের স্থায়িভাব কি পর্য্যন্ত পুষ্ট হয়?

"শৃঙ্গার বা মধুর ভক্তিরসে কমনীয়ত্ব প্রবল হইয়া সম্ভ্রম, গৌরব, বিশ্রম্ভ ও অনুকম্পাকে স্বসত্তায় পর্য্যবসিত করিয়া ফেলে। ইহাতে স্থায়িভাব যে প্রিয়তা নামা রতি, তাহা প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত ভাবে পুষ্ট হয়। ভাব ও মহাভাব ইহাতে উদিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২৩। মুক্তিকামিগণের পুলকাশ্রু প্রভৃতি বিকার কোথা হইতে জাত?

"যে-সকল লোক মুক্তির জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহাদের যে পুলকাশ্রু, তাহা *রত্যাভাস* হইতে হয়। যাহাদের হৃদয় শ্লথ, তাহাদের হৃদয়ে অকারণ আহ্লাদ ও বিস্ময়াদির আভাস উদিত হয়। সে আভাস হইতে যে-সকল বিকার হয়, সে-সমুদায় সত্ত্বাভাস-জনিত।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীরূপশিক্ষা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯০ পৃষ্ঠার পর]

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।।

বিষয়ী রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-সেবনকারী ব্যক্তি ঈশ্বরবিমুখ। "যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি।"—যে-সকল লোক হরিসেবাবিমুখ তাদের শোচ্য অবস্থা আলোচ্য। কাকিণীর লোভে মুগ্ধ হ'য়ে মাঠে মারা যায়।

"লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।

আপনারা সাক্ষাৎ গোবিন্দ দর্শন করুন (শ্রীবিগ্রহের দিকে দেখাইয়া)। আমি দেখ্‌তে এসেছি ইন্‌স্পেক্টর, তা' নয় ; তিনি observer।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।।"

তিনি সকল কারণের কারণ, নারায়ণাদিরও কারণ। বিরোধিচক্ষে দর্শন হ'বে না, ভক্তিচক্ষে গ্রহণীয়।

অভক্তিরাজ্যে কে আছে?—বদ্ধজীবসকল।

যঃ ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।

সেই দেবতাকে কোথায় পাব, যিনি ব্রহ্মাদিরও স্তবনীয়? শাক্যসিংহের Cessation of perception and conception বা জগতের চিন্তাস্রোত অথবা তদ্‌বিনাশের চিন্তাস্রোতে উহা পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে আমাদের চোখ 3rd dimensionএ অবস্থিত। Geometrical line বুঝ্‌তে পারে। Cube বুঝ্‌তে পারে। বাকী জিনিষকে Infinity ব'লে Mathematics ended। বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে যা'রা প্রমত্ত, তা'রা ভক্তি উপলব্ধি কর্‌তে পারে না, চার পাঁচ এর dimension এর কথা বুঝ্‌তে পারে না।

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণসহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।।

Impersonalism is the 4th dimension. যমুনার পারে 5th 6th dimension। তা' মনুষ্যের comprehensionএর জিনিষ নয়। ভোগ্য-ধারণাযুক্ত মস্তিষ্কে উহা প্রবেশ কর্‌বে না। তবে মনুষ্যের আলোচনা করা দরকার, কোথায় যেতে হ'বে। 'ব্রহ্মাস্মি'-বিচারে কপটতা ক'রে এক non-designated face কল্পনা ঠিক নয়।

ভক্তিপর্য্যায়ে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এ সকল বিচার আছে। "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্", "যথা মহান্তি ভূতানি" প্রভৃতি বিচারসকল ভক্তিরাজ্যে অবস্থিত। চিন্ত্য বিচার ত্যাগ কর্‌লে অচিন্ত্য শব্দ প্রয়োজন হয়। বল্লভাচার্য্যের অনুভাষ্যে চিন্তা-বিচার গৃহীত, রামানুজের ও নিয়মানন্দের বিচারেও তা' গৃহীত হ'য়েছে। কিন্তু চৈতন্যদেব তা' বলেন নাই। তিনি সাক্ষাৎ গোবিন্দ। তিনি বেদান্ত পড়িয়ে নিজেকে জানিয়েছেন। আর বাদবাকী সব বুরা।

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি'।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি।।
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ।।

বিশ্বদর্শনে দুইপ্রকার জিনিষ—জঙ্গম ও স্থাবর। স্থাবরের initiative স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মের ব্যবহার নাই। এখানে matter and motionএর কথা হ'চ্ছে না। চেতন ও অচেতনে ভেদ আছে, এক নয়। বুদ্ধিমান্ ও মূর্খে ভেদ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা মূর্খ—স্থাবর। জঙ্গমের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—বৈষ্ণব, যিনি কৃষ্ণদর্শন কর্‌তে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৭ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০০

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।।
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।"

হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা কর্‌তে হ'বে। নিজে ভোগ কর্‌তে হ'বে না। দৃশ্য হ'তে হ'বে, দ্রষ্টা হ'লে হ'বে না। যখন নিজেকে যোগ্য ক'রে যেতে পারি, তখন হয়।

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে! ত্বদালোকমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো! করুণৈকসিন্ধোঃ! হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি।।

—বিচার এলে জান্‌তে পারব। তখন বল্‌ব,—

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনো নয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়।।

তখন সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শন হ'বে।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণি শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।।
'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।'

এ সকল কথা আলোচনা না ক'রে ঠাকুর দেখ্‌তে নাই। অন্ততঃ শ্রীভাষ্য আলোচনা না ক'রে ঠাকুরদর্শন কর্‌তে নাই। তা' হ'লে প্রাকৃত সহজিয়া হ'য়ে যাব। কুচিন্তা ও কুদর্শনে আচ্ছন্ন কর্‌বে। দীক্ষাগুরু দিব্যজ্ঞান দান করেন।

আমরা বাস্তবসত্য জান্‌তে প্রস্তুত হ'ব। কেবল ইন্দ্রিয়তোষণ কর্‌লে নিত্য ইন্দ্রিয় তুষ্ট হ'বে কি ক'রে? ইন্দ্রিয়পতির ইন্দ্রিয়তোষণ হওয়া দরকার। আমরা জড়ের সেবা করি ভৃত্যসূত্রে। যদি এটা ভগবানের জন্য করা হয় বা ভগবানের Proxy গুরুর জন্য করা হয়, তবেই মঙ্গল।

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।।

নিষ্কিঞ্চনের বিচারপ্রণালী—দর্শনসৌভাগ্য এখান থেকে হ'তে পারে। কিন্তু নিজে জাল বিস্তার ক'রে বিরোধ কর্‌লে হ'বে না। (ক্রমশঃ)

❋ ❋ ❋

বস্তু-বিচারে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব

বস্তু বা তত্ত্ব-সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়া ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ প্রভৃতি শব্দসমূহ শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। কোথাও বা তাঁহাকে প্রাণস্বরূপ বা প্রাণময়, কোথাও কোথাও বা মনোময়, কোথাও বা রসস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ বা আনন্দমনোস্বরূপ, কোথাও বা সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্রস্বরূপ, কোথাও বা অন্নস্বরূপ বা অন্নময়স্বরূপ, শূন্য বা আকাশস্বরূপ প্রভৃতি বহু পরিভাষা পরিলক্ষিত হয়। কোথাও বা বিষ্ণু, কৃষ্ণ, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নারায়ণ, বাসুদেব প্রভৃতি সংজ্ঞাও পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্রে বস্তুবিচারে বিবিধ আখ্যান লইয়া ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণের ভিতরে বিবিধ মতভেদ লক্ষিত হয়। উক্ত মতভেদসমূহের মধ্যে সংক্ষেপতঃ দুইটী শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে। একশ্রেণীর আচার্য্যগণ—তাঁহার নিজ নিজ স্বরূপকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন, আর অন্য শ্রেণীর আচার্য্যগণ নিজদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করায় অবৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন। উক্ত বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেকেরই বিভিন্ন শাখা বর্ত্তমান।।

বৈষ্ণব-বিভাগে বিভিন্ন শাখা বর্ত্তমান থাকিলেও মূলতঃ সকল মতেই উপাস্য-উপাসকের নিত্যভেদ ও উপাসনার নিত্যত্ব ও জগতের সত্যতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিবর্গ সকলেই উক্ত তত্ত্বত্রয়ের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া পরমবৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়াছেন। উক্ত আচার্য্যবর্গের বিচার-নৈপুণ্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের মাধুর্য্য এই যে, তাঁহাদের মধ্যে সমস্ত বিরোধ ও অবিরোধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চমৎকারিতাপূর্ণ সঙ্গতি থাকায় এবং একমাত্র ভক্তিকেই উপায়স্বরূপ অঙ্গীকার করায় পরস্পরের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদ লক্ষিত হয় না, পরন্তু বৈশিষ্ট্যই লক্ষিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে বিচার-বৈশিষ্ট্য থাকায় তারতম্য-বিচারে বিবিধ উজ্জ্বলরসের উৎপত্তি হইয়াছে।

অবৈষ্ণব-বিভাগে প্রায় সকলেরই বিচারে উপাস্য-উপাসকের নিত্য অভেদ ও উপাসনার ব্যবহারিকতা হেতু অনিত্যত্ব ও জগৎ মিথ্যা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এইজন্য শাক্যসিংহ বুদ্ধ, মহাবীর, স্বামী, কপিল, পতঞ্জলি, শঙ্কর ও তদনুগ সমন্বয়বাদী পঞ্চোপাসকগণ সকলেই অবৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। উক্ত আচার্য্যবর্গের মধ্যে বিচারের ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিশেষ নৈপুণ্য লক্ষিত না হওয়ায় পারমার্থিক হউক বা ব্যবহারিক হউক, কোন বস্তুবিচারেই সঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু উহাদের প্রত্যেকেরই বিচারের মধ্যে বহুপ্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। প্রাকৃত বিচারের অনুগত সম্প্রদায়ের মধ্যে এইপ্রকার ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। উহাদের মধ্যে বস্তুপ্রাপ্তির আশায় কেহ বা বাহ্য-বিজ্ঞানকে,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৭ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০০

কেহ বা কেবল জ্ঞানকে, কেহ বা যোগকে, কেহ বা কর্ম্মকে, কেহ বা নানাপ্রকার দেবদেবীর পূজাকে উপায়-স্বরূপ অঙ্গীকার করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিষম ভেদ ও বিবাদ স্থাপন করিয়া মহা অশান্তি ও জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভেদ-জগতে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া পরস্পর মতবাদিগণের ভিতরে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনকল্পে আচার্য্য শঙ্কর জগতের এক নূতন ধারায় মিথ্যাত্বের কল্পনা করিলেন। যে ভেদ হইতে নানাপ্রকার মতভেদ ও জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি হইতেছে, সেই ভেদের (তন্মতে) মূলীভূত কারণ, জগৎকে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিলে ভেদের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়। এইরূপ চিন্তা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর সমস্ত ভেদের সঙ্গতি করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর শুধু ভেদমিথ্যাত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহার ব্যবহারিকতা প্রদর্শনের জন্যও বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। ব্যবহারিকতা নিরাকৃত হইলে পারমার্থিকতা প্রকাশ পায়। এই পারমার্থিকতার স্বরূপবর্ণনে তিনি সেই বস্তু-তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাহা নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও স্ত্রী-পুরুষ হইতে ভিন্ন ক্লীবব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তুকে রূপবান্ বিশেষযুক্ত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলে, বস্তুতে ভেদধর্ম্মের ত্যাগ আশঙ্কা করিয়া শঙ্কর তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিতে অভিলাষ করিতেছেন। শাঙ্করগণের এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত স্থাপনের কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, শাস্ত্র-বিচারে সঙ্গতিজ্ঞানের অভাবই তাঁহাদের মধ্যে পরিস্ফুট। বিরুদ্ধ বস্তুর সামঞ্জস্য স্থাপন করা কেবলমাত্র বস্তুগতপ্রাণ ব্যক্তিদিগের মধ্যেই সম্ভবপর এবং বস্তুতে বিরুদ্ধধর্ম্মের যুগপৎ সমাবেশই বস্তুর ঐশ্বর্য্য। তাই আচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"বিরুদ্ধধর্ম্মং তস্মিন্ ন চিত্রম্।" (তত্ত্বসূত্র)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

✡✡✡

শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টকম্

কলিকালসমুদ্ভব-দোষহরং
পুরুষার্থচতুষ্টয়-তুচ্ছকরম্।
নব-ভক্তিবিধায়ক-শাস্ত্রবরং
শৃণু কৃষ্ণময়ং বদ ভাগবতম্।। ১।।
সকলাঘহরং মুনি মোহহরং
জন-মঙ্গলদং সুখ-বৃদ্ধি-করম্।

অজ-শঙ্কর-নারদ-পূজ্যতমং
শৃণু কৃষ্ণময়ং বদ ভাগবতম্।। ২।।
শুকদেব-মহামুনি-চিত্তহরং
হৃত-পার্থ-সুতাত্মজ-ভীতিচয়ম্।।
শতব্রহ্ম-সুখাম্বুধি-সর্ব্বহরং
শৃণু কৃষ্ণময়ং বদ ভাগবতম্।। ৩।।
শতজন্ম-সুদুর্ল্লভ-সাধন-যে
হৃদি যস্য পদং নহি সংলভতে।
যদি বাঞ্ছসি তং খলু দেববরং
শৃণু কৃষ্ণময়ং বদ ভাগবতম্।। ৪।।
সুখদং শিবদং মুনি-মৌনহরং
রিপু-কামহরং মদনাশকরম্।
হরি-সেবক ভাব-সুদাতৃবরং
শৃণু কৃষ্ণময়ং বদ ভাগবতম্।। ৫।।
যদি ভৌমসুখং সুখ-যোগফলং
হৃদি বাঞ্ছসি বা সহযোগপদম্।
পরিহৃত্য-পরং ভব যত্নপরং
শৃণু কৃষ্ণময়ং বদ ভাগবতম্।। ৬।।
পরতত্ত্ব-শিরোমণি-কৃষ্ণপরং
বৃষভানুসুতাশ্রিত ভাবধরম্।
মধুরং মধুরং পরমং মধুরং
শৃণু কৃষ্ণময়ং বদ ভাগবতম্।। ৭।।
অতি তুচ্ছ-সুখং-ধনমানগৃহং
পরিহৃত্য সদা হরি প্রেমময়ম্।
শ্রুতিসারধরং ভব রোগহরং
শৃণু কৃষ্ণময়ং বদ ভাগবতম্।। ৮।।
যোঽষ্টকমেতৎ সুললিত-কণ্ঠে
গায়তি নিত্যং পরিজনসঙ্গে।
তস্য হি চিত্তং হরিচরণান্তং
গচ্ছতি তূর্ণং রটতি হি শাস্ত্রম্।। ৯।।

শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টকের পদ্যানুবাদ

কলিকালে উদ্ভূত সর্ব্বদোষহারী।
যার আগে ধর্ম্ম-মোক্ষ তুচ্ছ মনে করি।।
শ্রবণাদি নব ভক্তি যিনি দানকারী।
কৃষ্ণরূপী ভাগবত শুন, ভক্তি করি'।। ১।।

মুনিমনমোহ যেবা নাশিবারে পারে।
জীবের মঙ্গলদাতা সুখ বৃদ্ধি করে।।
অজ-ভব-নারদের যিনি পূজ্যতম।
শুন কৃষ্ণরূপ ভাগবত অনুপম।। ২।।

মহামুনি শুকদেবের যেবা চিত্ত হরে।
অভিমন্যু-নন্দনের ভীতি নাশ করে।।
শত শত ব্রহ্মসুখ সর্ব্ব তুচ্ছ হয়।
হেনরূপ ভাগবত শুন কৃষ্ণময়।। ৩।।

শত জন্ম সুদুর্ল্লভ সাধন করিয়া।
যাঁহার সন্ধান কভু নাহি পায় হিয়া।।
তাঁহাকে বাঁধিতে হৃদে যদি স্থির কর।
শুন সেই ভাগবত কৃষ্ণ-কলেবর।। ৪।।

সুখ-শান্তি দিয়া সদা মুনি মৌন হরে।
কামরিপু অচিরাৎ নাশিবারে পারে।।
হরিভক্তি ভাব দিতে নাহি যার সম।
শুন, বল কৃষ্ণরূপী এই ভাগবত।। ৫।।

ভৌমসুখ যোগফল অথবা যে মুক্তি।
যদি বাঞ্ছা থাকে তব পেতে তার সিদ্ধি।।
পরিহার করি তবে অন্য চেষ্টা যত।
শুন, বল কৃষ্ণরূপী এই ভাগবত।। ৬।।

পরতত্ত্ব শিরোমণি কৃষ্ণপর ইহা।
শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমের দেখাইল সীমা।।
মধুর হইতে সুমধুর নিত্য নব।
শুন, বল ভাগবত ছাড়ি' অন্য সব।। ৭।।

নিত্যসুখময় এই শ্রীগ্রন্থ প্রধানে।
রতি কর, মজিও না ধন-কুল-মানে।।
কলিভয় নিস্তারিতে নাহি যার সম।
সাধুসঙ্গে শুন, বল ভাগবতোত্তম।। ৮।।

শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টক সুললিত-স্বরে।
সাধুসঙ্গে যেবা গায় বিনম্র অন্তরে।।
হরিপদে শীঘ্র তার হয় রতি-মতি।
ঘুচয়ে অনাদিকালের অনন্ত দুর্গতি।। ৯।।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

পতিতপাবনী গঙ্গা

গঙ্গা, তুলসী, বিষ্ণু, বিষ্ণুভক্ত ও ধর্ম্ম—ইঁহাদিগের প্রতি ভক্তি মনুষ্যের অত্যন্ত দুর্ল্লভ। কিন্তু যদি ঘটে, তাহা হইলে অবিলম্বে হরিপদ লাভ হইয়া থাকে। গঙ্গার পরম নাম পাপকাননের দাবাগ্নি। "গঙ্গায়া পরমং নাম পাপারণ্যদাবানলঃ।" গায়ত্রী যেমন বেদমাতা, গঙ্গা তেমনই এই লোকের জননী। ইঁহারা উভয়েই নিখিল পাপনাশের কারণ। গঙ্গা—ভবরোগহারিণী। পুরাণে সপ্তপুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গারই পাবনী শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায় ভক্তসমাজে তিনি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। গঙ্গা—কলি-কলুষনাশিনী। কলিযুগেই গঙ্গাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। গঙ্গার জল সর্ব্বদা পবিত্র। এতৎপ্রসঙ্গে মহাভারত বনপর্ব্ব ৮৬।৯০ শ্লোকে রহিয়াছে,—

সর্ব্বং কৃতে যুগে পুণ্যং ত্রেতায়াং পুষ্করঃ স্মৃতম্।
দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং গঙ্গা কলিযুগে স্মৃতা।
ন গঙ্গা সদৃশং তীর্থং ন দেব কেশবাৎ পরঃ।।

নীতিপরায়ণ ধার্ম্মিকগণ মনে করেন যে, পাপিষ্ঠের ছায়াস্পর্শ হইলেও সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করা বিধেয়। সেই গঙ্গার ভাগীরথী, জাহ্নবী, মন্দাকিনী, ভোগবতী প্রভৃতি বহু নাম রহিয়াছে। ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সাক্ষাৎ ভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা বলিয়া 'বিষ্ণুপদী'-নামে কীর্ত্তিতা হইতেন, জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি ভিন্ন সংজ্ঞা ছিল না। 'গো' অর্থে পৃথিবী, 'গো'-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে গাম্। গম্ ধাতুর + ড (কর্ত্তৃবাচ্যে) + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ প্রত্যয়যোগে 'গঙ্গা'-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গমনার্থে গম্ ধাতু অর্থাৎ যিনি বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, তিনিই গঙ্গা, ইহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। শাস্ত্রে রহিয়াছে,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৭ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০০

পূর্ব্বে ভাগীরথ করি' গঙ্গা-আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার-কারণ।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ২।৬৪)

ভগীরথের নামানুসারে গঙ্গার অপর নাম 'ভাগীরথী'। জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিয়া তাঁহার যজ্ঞদ্রব্য ভাসাইয়া লইয়া যাওয়ায় মুনিবর সমস্ত গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া জানু বিদারণপূর্ব্বক (মতান্তরে কর্ণপথ দিয়া) ইহাকে বাহির করেন। তদবধি গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যাস্থানীয়া হইয়া জাহ্নবী-নামে খ্যাত হন। গঙ্গার পূত সলিলস্পর্শে সগর-সন্তানগণের মুক্তি লাভ হয়। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—"ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোত সামস্মি জাহ্নবী" অর্থাৎ "জলচরগণের মধ্যে আমি মকর এবং স্রোতস্বিনীগণের মধ্যে আমি জাহ্নবী বা গঙ্গা।" মকর আবার গঙ্গার বাহন। জলচর প্রাণিগণের মধ্যে মকর সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী। ষড়্রিপুর মধ্যে কামশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। মকর কামশক্তির প্রতীক। গঙ্গাদেবী কামশক্তিকে পরিশোধন করেন। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে গঙ্গা মর্ত্ত্যে মহারাজ শান্তনুর পত্নীত্ব স্বীকার করেন। গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের কথা কাহারও ত' অজানা থাকিবার কথা নহে। মহদপরাধে বর্দ্ধমান নিজশরীরগত অগ্নিদ্বারাই ভস্মীভূত সগরপুত্রগণ কেবল দেহভস্মের দ্বারা যে গঙ্গার জল স্পর্শমাত্রে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবা করিলে কি হয়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

গঙ্গাদেবী নিরন্তর স্থিরযৌবনা, নারায়ণের প্রিয়তমা, অত্যন্ত সুন্দরী, অযুত চন্দ্রের ন্যায় শোভাযুক্তা, চামরের ন্যায় বীজ্যমানা, শান্তস্বভাবা ও সৌভাগ্যশালিনী, রত্নময় ভূষণে ভূষিতা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, রত্নময় কুম্ভ ও শ্বেতপদ্মধারিণী, বর ও অভয়প্রদানকারিণী, পাপনাশিনী, সুপ্রসন্না, করুণার্দ্রচিত্তা, অমৃতোপম জলরাশিদ্বারা ভূপৃষ্ঠ পরিপ্লাবনকারিণী, গন্ধদ্রব্যদ্বারা চর্চ্চিতা, ত্রৈলোক্য নমিতা ও শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে উদ্ভূতা বলিয়া কৃষ্ণতুল্যা।

ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে মঙ্গলময়ী গঙ্গার উৎপত্তি

গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপাদপদ্ম প্রদান করেন ও স্বয়ং বিষ্ণুপাদোদ্ভবা। "গঙ্গা পুণ্যনদী জ্ঞেয়া যতো বিষ্ণুপাদোদ্ভবা" (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৬ অধ্যায়ে উল্লেখ রহিয়াছে,—

ধ্রুবাধারাং জগদযোনেঃ পদং নারায়ণস্য যৎ।
ততঃ প্রবৃত্তা যা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।।

"ভগবান্ নারায়ণের ধ্রুবাধার যে পদ আছে, তাহা হইতে ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবী উৎপন্ন হইয়াছেন।" শ্রীভাগবতে (৯।৯।১৪) শ্লোকে অনন্তদেবের পাদপদ্ম হইতে বিনির্গতা গঙ্গা সংসারনাশিনী বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। "অনন্ত চরণাম্ভোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ।" এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়,—

শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা স্পৃষ্টা পীতাবগাহিতা।
যা পাবয়তি ভূতানি কীর্ত্তিতা চ দিনে দিনে।।
গঙ্গা গঙ্গেতি যৈর্নাম যোজনানাং শতেষ্বপি।
স্থিতৈরুচ্চরিতং হন্তি পাপং জন্মত্রয়ার্জ্জিতম্।।
যতঃ সা পাবনায়ালং ত্রয়াণাং জগতামপি।
সমুদ্ভূতা পরং তত্ত্ব তৃতীয়ং ভগবৎপদম্।।

"যাঁহার নাম শ্রবণে, যাঁহার অভিলাষে, দর্শনে, স্পর্শনে, পানে, অবগাহনে বা কীর্ত্তনে প্রাণিগণ পবিত্র হয়, প্রাণিগণ শতযোজন দূরে থাকিয়া 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' এই নাম উচ্চারণ করিলে তিনজন্মের অর্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সেই গঙ্গা যাঁহা হইতে ত্রিলোকপাবনের জন্য উৎপত্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাই ভগবান্ বিষ্ণুর তৃতীয় পদ।"

ভগবৎপাদস্পর্শে পবিত্রীভূতা বলিয়াই শিব ভগীরথের অনুরোধে জলময়ী গঙ্গাদেবীকে একাগ্রচিত্তে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।

তথেতি বা জ্ঞাভিহিতং সর্ব্বলোকহিতঃ শিবঃ।
দধারা বহিতো গঙ্গাং পাদভূতা জলাং হরেঃ।। (ভাঃ ৯।৯।৯)

শাস্ত্রে অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

আরূঢ়া হরমূর্দ্ধানং যৎ পাদস্পর্শ গৌরবাৎ।
ত্রৈলোক্যঞ্চাপুনাদ্‌গঙ্গা কিন্তস্য মহিমোচ্যতে।।
(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ১।১৪)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্যে রহিয়াছে,—"গঙ্গোদক—সাক্ষাৎ শ্রীহরি-চরণামৃত। সেই গঙ্গার উপর দিয়া যে সমীরণ প্রবাহিত হয়, তাহা যাঁহারই গাত্রে সংস্পৃষ্ট হয়, তিনিই হরিকীর্ত্তন করিতে যোগ্যতা লাভ করেন।" এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

প্রভু বলে,—"গঙ্গা কতদূর এথা হইতে।"
সবে বলিলেন,—"এক-প্রহরের পথে।।"
প্রভু বলে,—"এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের প্রচার।।
গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা।
অতএব শুনিলাঙ হরি-গুণগাথা।।"

দ্রবরূপা গঙ্গা বৈকুণ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি ভক্তি-মুক্তিপ্রদায়িণী। স্নান-পানাদি আচরণে তিনি ভুবন পবিত্র করেন ও করান, তখন মানবে তাঁহার সেবা কেন না করিবে?

পতিতপাবনী গঙ্গার অনন্ত মহিমা

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—"ভারতভূমে কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপরাশি গঙ্গাস্পর্শে

ও তাঁহার পবিত্র বাতস্পর্শে বিনষ্ট হয়. গঙ্গাদেবীর দর্শন ও স্পর্শনে পুণ্যচয় দশগুণ বর্দ্ধিত হয়।" বিষ্ণুপুরাণে পরাশর ঋষি মৈত্রেয় ঋষিকে বলিয়াছেন,—"হে মৈত্রেয়! গঙ্গার সলিলে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং অপূর্ব্ব পুণ্য হইয়া থাকে।" গঙ্গাস্মৃতিমাত্রেই অখিল পাপ, উপদ্রব ও যাতনা নষ্ট করেন। গঙ্গাবাসীর কথা দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি অযুত যোজন দূরে থাকিয়া মনে মনে গঙ্গাস্নান করেন, তিনিও পাপমুক্ত হইয়া থাকেন। গঙ্গার নাম যাঁহারা জপ করেন, তাঁহাদিগকে স্বয়ং সনাতন পুরুষ নারায়ণ মনোভীষ্ট ফল প্রদান করেন। 'কবে গঙ্গায় যাইব ও তাঁহাকে দর্শন করিব'—এইকথা নিত্য যিনি ভাবেন ও অনুতাপ করেন, তিনি বিষ্ণুপদ লাভ করেন।

কদা যাস্যাম্যহং গঙ্গাং কদা পশ্যামি তামহম্।
অনুতাপীতি যো নিত্যং স বিষ্ণুপদমশ্নুতে।। (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রহিয়াছে,—"গঙ্গার সলিলে স্নান করিলে যে পুণ্যরাশি উৎপন্ন হয়, বেদও তাহা বলিতে সক্ষম হয় না। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে ও পূর্ণিমাতে স্নান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয় এবং অক্ষয়-তৃতীয়াতে স্নান করিলে অতুল্য ফল লাভ হয়।" 'গঙ্গা'-নাম উচ্চারণ করা মাত্রই পাপী পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

পাতকী তারয়ে যার নাম মাত্র ধরি'।

* * * *

দূরে থেকে বলে যদি 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' বাণী।
দুরিত হরয়ে গঙ্গা—ভব-বিমোচনী।।
জনমিল 'ঋতুপর্ণ' তনয় তাহার।
'সৌদাস' তাহার পুত্র বিদিত সংসার।।
বশিষ্ঠের শাপে তা'র রাক্ষসত্ব হৈল।
গঙ্গাজল পরশনে পরিত্রাণ পাইল।।

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী)

গঙ্গোদক পান করিলে যে পরমমঙ্গল লাভ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একবার মাত্র 'গঙ্গা'-শব্দ শুনিলেই বা গঙ্গাকে দর্শন করিলে জীবের সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়।

ত্বদ্রোধসি ত্রিপথগে বসতিং বিধায়
পীত্বাচ বারি তব পাতকনাশকারি।
স্মৃত্বা চ নাম তব বীচিয়েঞ্চ দৃষ্ট্বা
সংসারবন্ধন হরে মম যাতু জন্ম।।

(পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ৪র্থ অঃ)

গঙ্গোদক—কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত তরল বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমরসস্বরূপ, ভগবৎসেবক রুদ্র

সেই প্রেমরস স্বীয় শিরে ধারণ করেন। গঙ্গাতীরবাসী হিংস্র পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদিও ভাগ্যবন্ত। গঙ্গাহীন দেশের অধিবাসী নানা সম্পদ্‌শালী ব্যক্তিগণেরও সেই সৌভাগ্য নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক গঙ্গাদেবীর স্তবে পাওয়া যায়,—

"প্রেম-রসস্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল।।
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তা'র বিষ্ণু-ভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ।।
তোমার প্রসাদে সে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন।।
কীট, পক্ষী, কুক্কুর, শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়।।
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা।।
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর।।"

শত শত গঙ্গাস্নানেও ভক্তবিদ্বেষীর সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয় না

যিনি চিৎস্বরূপ উপাধিশূন্য দেব জনার্দ্দন, তিনিই দ্রবরূপে গঙ্গাজল, এ বিষয়ে সংশয় নাই। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে রহিয়াছে,—

যোঽসৌনিরঞ্জনো দেবশ্চিৎ স্বরূপীজনার্দ্দনঃ।
স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গাম্ভোনাত্র সংশয়ঃ।। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৬৮)

চিৎস্বরূপ গঙ্গা বামনদেবের শ্রীচরণ হইতে নিঃসৃত হইয়া অনুক্ষণ সেবার (স্নান, পান, পূজাদির) অভ্যাসদ্বারাই জীবকে শোধন করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র দর্শনদ্বারা শোধন করেন না। কিন্তু ভক্তকে দর্শনমাত্রেই জীব পবিত্র হইয়া থাকেন।

গঙ্গা ভগীরথকে বলিয়াছেন,—"হে ভগীরথ! আমি কিন্তু পৃথিবীতে যাইতে ইচ্ছা করি না, কেননা মনুষ্যসকল আমাতে পাপ প্রক্ষালন করিবে। সেই পাপ আমি কোথায় প্রক্ষালন করিব, তাহা বিশেষভাবে চিন্তা কর।" ভগীরথ তদুত্তরে বলিয়াছেন,—" জগৎপবিত্রকারী সদাচারসম্পন্ন সাধুগণ আপনার জলে স্নান করিয়া আপনার পাপ হরণ করিবেন। সাধুদিগের হৃদয়ে পাপনাশন শ্রীহরি সদা বিরাজমান।" সাধারণতঃ নরগণ গঙ্গায় নিমজ্জিত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবগণ এমন কি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পরম পবিত্রা গঙ্গাও মহাভাগবত পরমহংস বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে স্পর্শ করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা করেন।

হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৪২)

যে-সকল দাম্ভিক ভক্তবিদ্বেষী আপনাকে গঙ্গাস্নানে রত এবং হরিনামকারী মনে করিয়া ভক্ত নিন্দা করে, কোটিবার গঙ্গোদকে অবগাহন করিয়াও তাহারা নিষ্কৃতি লাভ করে না।

কোটি গঙ্গাস্নানে তা'র নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা-হরি-নামে তা'রে করিব সংহার।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৩০)

নিত্যানন্দের নিন্দাকারীকে দেখিয়া পাপহারিণী গঙ্গা পলায়ন করেন।

নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি' করে পলায়ন।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ১১।৯৫)

উপরিউক্ত পয়ারের গৌড়ীয় ভাষ্যে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"অনাদি কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ জীব নিত্যসত্য ভগবদ্বস্তু নিত্যানন্দের স্বরূপ-বোধে অসমর্থ হইয়া নিন্দা করিয়া বসে। কিন্তু তাহাতে নিন্দকের যে অপরাধ হয়, তাদৃশ অপরাধীকে দেখিয়া পাপহারিণী গঙ্গা তাহার পাপ হরণ করা দূরে থাকুক, স্বয়ং পলায়ন করেন।"

গঙ্গাজলে কৃষ্ণার্চ্চন প্রশস্ত

গঙ্গার জল কৃষ্ণচরণামৃত বলিয়া অনেকে কৃষ্ণার্চ্চনে গঙ্গাজন ব্যবহারের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেন। শাস্ত্র আলোচনা করিলেই এই সংশয় দূরীভূত হয়। সাধারণ অশুদ্ধ জলে কখনও গোবিন্দের পূজা হয় না। গঙ্গাদি তীর্থের জলেই গোবিন্দের পূজা করা বিধি। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত "অর্চ্চন-দীপিকা"য় পাওয়া যায়,—"গঙ্গাজল অভাবে সাধারণ শুদ্ধ জল পঞ্চপাত্রে পূর্ণ করিয়া উহাতে তুলসী দিয়া জলস্পর্শপূর্ব্বক গঙ্গাদিকে স্মরণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তীর্থসমূহকে আবাহন করিবে।

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।"

মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গঙ্গোদকদ্বারাই কৃষ্ণের অর্চ্চন করিতেন।

তুলসী মঞ্জরী-সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহা-কুতূহলে।।
(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৮১)

কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া।। (চৈঃ চঃ আঃ ১৩।৭০)

তুলসীদল ও গণ্ডুষমাত্র গঙ্গাজল ভগবান্ কৃষ্ণকে ভক্তি পূর্ব্বক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো-ভক্তবৎসলঃ।।
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১১০ শ্লোক-ধৃত গৌতমীয় তন্ত্রবচন)

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"গঙ্গার জল—কৃষ্ণচরণামৃত ও কৃষ্ণসেবোপযোগী উপকরণ-বিশেষ। কৃষ্ণপূজার্থ নৈবেদ্যসমূহ কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসী-মঞ্জরীযোগে লোকপাবনী গঙ্গাতোয়-সহ সমর্পিত হয়।" গঙ্গাজলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করিলে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রীতি হয়।

সর্ব্বশেষে গঙ্গাদেবীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি,—

গঙ্গে দেবী জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি।
পরিত্রাহি নমস্তুভ্যং রক্ষ মাং সেবকং স্বকম্।। (পদ্মপুরাণ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

ভয়!

দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আজ সর্ব্বত্র ভয়! সকলেরই বিষণ্ণ বদন, চকিত নয়ন, সতর্ক পথানুসরণ। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কোনও গৃহস্থই গৃহত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতেছেন না। অনেক পথ, ঘাট, বাজার প্রায় জনশূন্য ; সদা কোলাহলপূর্ণ স্থানও শ্মশান-সদৃশ নির্জ্জনতায় নীরব, নিস্তব্ধ। সকল স্থলেই একটা অভাবনীয় ভীতির অখণ্ড রাজত্ব। যে-স্থলে দুই চারিজন বন্ধুবান্ধব মিলিত হইতেছে, অথবা পরিচিত জনের সহিত পথিকের সাক্ষাৎকার হইতেছে, সেই স্থলেই ভয়াবহ সংবাদের আদান-প্রদান হইতেছে। কেহ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"হা ভাই, তুমি কি কিছু দেখিয়া আসিলে, ও-পথে যাইব কি?" তাহার উত্তরে অপরজন ভয়ের কথাই বলিতেছে। ভরসার কথা কদাচিৎ কাহারও মুখে শুনা যাইতেছে। ওখানে আততায়ীর শাণিত ছুরিকাঘাতে কে হত হইল! এখানে দুর্জ্জনের দারুণ দণ্ডাঘাতে কাহার মস্তক বিদীর্ণ অথবা পঞ্জরাস্থি চূর্ণ হইল! এইরূপ লোমহর্ষণ সংবাদই সকলের মুখে ও সংবাদপত্রে সর্ব্বস্থলে ঘোষিত হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের হৃদয়েই একটা মহাভয় জাগাইয়া তুলিতেছে। আমরা এই সময়ে নিভৃতে এই ভয়ের কথাই একটু আজ ভাবিয়া দেখিব।

'ভয়' কি? হানি জন্য আশঙ্কা। এই আশঙ্কার স্থল প্রধানতঃ তিনটী—ধন, জন ও জীবন। এই জীবনের আশঙ্কা বা প্রাণভয়ই সর্ব্বপ্রধান। এই প্রাণহানি হইতেও যে আর একটী হানি, আর একটী অনিষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর, তাহা কেহ অনুধাবন করিতে পারে না। তাহা কি? তাহা আত্মার হানি, আত্মার অধোগতি। শ্রীগীতায়

"নাত্মানমবসাদয়েৎ" (৬।৫)—এই বাক্যে জীবকে ভগবান্ এই বিষয়েই সাবধান হইতে আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সে ভয় কয়জনের আছে যে তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে, তজ্জন্য যোগ্য আশ্রয় ও উপায় অবলম্বন করিবে? হায়, অবোধ জীব,—তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্, সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়, সর্ব্বপ্রযত্নে পালনীয়, অতুলনীয় বস্তুকেই অজ্ঞানে অনাদরে সর্ব্বনাশী দস্যুতস্করের করে সঁপিয়া দিয়া, অথবা তাহাকে তাহাদের অনায়াস-লভ্য-রূপে অরক্ষিত রাখিয়া, কি ছাইভস্ম রক্ষার জন্যই না সারাজীবন কেবল ভয়েই মরিতেছে? তা'ত হইবেই! শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃস্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ।।"

পদ্মালয় ব্রহ্মা প্রাণপতি শ্রীভগবানকে বলিতেছেন,—হরি হে! যদবধি জীব তোমার অভয়চরণে একান্ত শরণ গ্রহণ করিতে না পারে, তদবধিই সে (জীব) ধন,জীবন ও আত্মীয়-স্বজনের হানি-চিন্তায় ভয়, হানি-জনিত শোক, ইন্দ্রিয়সুখ-বিষয় লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও অত্যন্ত লোভ, আশাভঙ্গ বেদনা এবং অনিত্য বিষয়ে 'ইহা আমার' এইরূপ অসুখ-পরিণাম অসৎ আগ্রহ হইতে তাপ ভোগ করে। অর্থাৎ তোমার অভয়চরণে একান্ত আত্মোৎসর্গ ও শরণাগতি ব্যতীত মায়ামুগ্ধ জীব এই ভয়াদি-জনিত সন্তাপ হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারে না।

একবার চারিদিকে চাহিয়া সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ কর,—এই যে ভয় আজ ভীষণভাবে সকলকে আক্রমণ করিয়া একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, আর তাহার পশ্চাতে যে শত শত অনর্থ বদন ব্যাদন করিয়া বিশ্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ঐ আত্মোৎসর্গ, ঐ শরণাগতির একান্ত অসদ্ভাব! তীব্র মোহ-মদিরায় মত্ত মানব ভুলিয়াছে আজ,—কে তাহার অভয় আশ্রয়, কোথায় তাহার সত্য শ্রেয়ঃ, কোন্ পথ তাহার সেই শ্রেয়ঃ লাভের সম্পূর্ণ অনুকূল, আর কে সে আপনি। এই বিষম ভুল হইতে তাহার এই মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হইতেছে। নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে সহস্র বিভীষিকা ঐ মৃত্যুকে ভীষণতর করিয়া তড়িদ্‌বেগে সন্নিহিত করিতেছে। তাহার প্রতিকারে, বিহ্বল অবস্থায় অনুকূল ভাবিয়া যে পথ যে উপায় আজ সে অবলম্বন করিতেছে, তাহাই হিতে বিপরীত হইতেছে। সে অপরকে নষ্ট করিতে নিজ অস্ত্রে আত্মঘাতী হইতেছে ; এক শত্রু সংহার করিতে সহস্র শত্রুর বলাধান করিয়া স্বহস্তে সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত করিতেছে।

উপায় কি? এই মহাভয়ে, বিষম দুর্দ্দিনে, এই দুঃস্থ বিপর্য্যস্ত জীবের রক্ষার উপায় কি? জড় বিদ্যা ও বুদ্ধিতে ইহার বিভিন্ন উপায় ত' চিরদিনই উদ্ভাবিত হইয়া

আসিতেছে। কিন্তু, তাহার ফল ত' কোনও দিনই স্থায়ী হইল না! সুতরাং সে-রূপ একটা আপাতঃশুভকর উপায়ের চিন্তায় অযথা কালক্ষেপ করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। আমরা নূতন কিছু উদ্ভাবনার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেও প্রয়াসী নহি। আমরা চাহি কেবল, সহস্র অনর্থের মূলচ্ছেদকারী, সহস্র বিসংবাদের একান্ত নিরসনকারী মহামঙ্গলের সেই মহাজন-সেবিত সনাতন সুদপায় বা সাধুপন্থার পরম-স্মৃতি আবার এই মোহমুগ্ধ মানব-হৃদয়ে নবভাবে জাগাইয়া তুলিতে।

স্মরণ কর, শ্রীমদ্ভাগবতে—একাদশ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে মহাত্মা বসুদেবকে কি অমূল্য উপদেশ, সভয় সংসারে সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত ও অভয় হইবার কি অনন্য-সম্ভব অপূর্ব্ব উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"মন্যেঽকুতোশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্ম ভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ।।"

(ভাঃ১১।২।৩৩)

এই অনর্থবহুল অসুখ সংসারে শ্রীহরির চরণকমল সেবাই (অর্থাৎ তাঁহার সেবাবুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই) জীবের সর্ব্বথা অভয় স্থল। অনিত্য দেহাদি বিষয়ে 'আমি আমার' বোধ লইয়া সতত সহস্র আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন-চিত্ত জীবগণ ঐ অভয়-পদসেবা হইতেই সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হইয়া থাকে।

তারপর বলিতেছেন,—জীব এই সহস্র শঙ্কাপূর্ণ সংসারে সেই সর্ব্বানর্থহর হরি-পাদপদ্মে কৃতাশ্রয় হইলে আপন পথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কদাপি পদস্খলিত বা পতিত হয় না। কোনও বিঘ্ন বা ভয় তাহার গন্তব্যে বাধা জন্মাইতে বা তাহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। পারিবে কেন? সে যে তাহার সকল কর্ম্ম কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বাপদের অতীত হইয়াছে। সে যে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য আর কিছু চাহে না, আর কিছু জানে না, আর কোন চিন্তাকেই হৃদয়ে স্থান দেয় না ; তাহার অন্তর-বাহির যে কৃষ্ণময়! আহা, কৃষ্ণগত-জীবন জনের আবার ভয় কি?—ভাবনা কি? যত ভয়, যত ভাবনা, যত দুঃখ তাহারই, যে দৈবাহত জন আপন স্বরূপ ভুলিয়া, তাহার জীবন-জীবন কৃষ্ণকে ভুলিয়া, তদেতর বিষয়েই আসক্ত হইয়াছে। (ভাঃ ১১।২।৩৭)

"ভয়ং দ্বিতীয়ভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।"

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ত' ভয়। 'দ্বিতীয়াভিনিবেশ' কি? আমি কৃষ্ণদাস, আমার যাহা কিছু তৎসমস্তই কৃষ্ণসেবার জন্য, কৃষ্ণই আমার একমাত্র সেব্য প্রাণপতি, তিনিই আমার রক্ষক, পালক ও প্রিয়জন,—এইরূপ অভিনিবেশের অন্যথা। ভগবদ্বিমুখ আত্মবিস্মৃত অভাজনেরাই দুরত্যয়া মায়ার বশে এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মহাভয়ের

কাল-কবলে অনন্ত ক্লেশ ভোগ। কিন্তু, সাধু-গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত আত্মতত্ত্ববিৎ ভাগ্যবান্ জনেরা, পরমশ্রেষ্ঠ ভগবৎস্বরূপ শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ে একান্ত ভক্তিসহকারে তাঁহারই ভজনা করিয়া সমস্ত ভয় ও দুঃখের অতীত হন।

এই পরম ভাগবত মহাত্মাদের আবার ভয়ের কারণ কি থাকিবে? তাঁহাদের প্রাণপতি যে তিনি, একমাত্র যিনিই জীবের একান্ত অভয়পদ, বিবশে যাঁহার নামগ্রহণ করিলেও বিপন্ন জন সদ্য বিপন্মুক্ত হয়, স্বয়ং ভয়ও যাঁহাকে ভয় করে। (ভাঃ ১।১।১৪)

"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নামো বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্।।"

মনে নাই কি,—সেই মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষি দুর্ব্বাসার যোগবল-জাতা জলদগ্নিরূপা অসিহস্তা কৃত্যা যখন কালানলের ন্যায় মহাত্মা অম্বরীষের প্রতি ধাবিতা হইল, যখন সমগ্র পৃথিবী থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তখন সেই কৃষ্ণ-হৃদয় নরপতি কি করিলেন?—"ন চচাল পদান্নৃপঃ!" স্বীয় স্থান হইতে পদমাত্রও টলিলেন না! অটল-অচল শৃঙ্গের ন্যায় স্বস্থানেই স্থির রহিলেন।

তারপর, সে দিন সেই প্রবল-পরাক্রান্ত যবন সম্রাটের রাজসভায়, উদ্যত-অসি শতাধিক রক্ষিগণের মধ্যে আমাদের নামাচার্য্য সেই মহামহিম হরিদাস যখন হরিনাম ত্যাগ করিতে, কিম্বা উলঙ্গ অসির মুখে প্রাণ দিতে আদিষ্ট হইলেন, তখন তিনিও তেমনই মহামহীধরের ন্যায় দৃঢ়পদে স্থির থাকিয়া বীরগর্ব্বে উত্তর করিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ-প্রাণ।
তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম।।" (চৈঃ ভাঃ ১।১১)

কাহার কথা বলিব? বলিবই বা কেমনে? এমন শত সহস্র ইতিহাস অনাদিকাল অমর ভাষায় এই অপূর্ব্ব অভয় সংবাদ শতদিকে ঘোষণা করিতেছেন। জগদ্‌গুরু শিব স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।।" (ভাঃ ৬।১৭।২৮)

নারায়ণ-পরায়ণ জন কাহাকেও ভয় করেন না। অখিল জগতে তাঁহারাই—কেবল তাঁহারাই নির্ভয়। কারণ, কেবল তাঁহাদেরই আশ্রয় একমাত্র অভয়স্থল, অকালবিপ্লুত অনুত্তম পদ ; তাঁহাদের পতিই প্রকৃত পতিপদবাচ্য। (ভাঃ ৫।১৮।২০)

"স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ং স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্।।"

শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিতেছেন,—যিনি স্বয়ং নির্ভয় অর্থাৎ কালের অতীত ও স্বয়ং

সকলের কাল-স্বরূপ ; যিনি সর্ব্বত্র কালভীত জনসমূহের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ; যিনি আপনাতেই আপনি পূর্ণ, স্বতন্ত্র ; যাঁহা হইতে বা যাঁহার সুখৈশ্বর্য্য হইতে অধিক কিছু নাই ; তিনিই সকলের পতি হইবার যোগ্য। তিনি সর্ব্বপ্রাণপতি পরমেশ শ্রীহরি।

হায়রে মূঢ়মতি,—সেই অভয় পতিকে ভুলিয়া অন্যাসক্ত হইয়াই আজ তোমার এই মহাভীতি, মহাদুর্গতি! চারিদিকে তোমার কেবল কালের বিভীষিকা! প্রতিক্ষণে অকারণে-কারণে, স্বপ্নে-জাগরণে তুমি কেবল ভয়! ভয়! করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছ ; জীবন্মৃত হইয়া আছ। নানা রাগ-দ্বেষে মজিয়া, সুধাবোধে বিষ ভোজনে জ্বলিয়া মরিতেছ। অহো! এই দুঃসহ সন্তাপ আর কত ভোগ করিবে? এস, এস,—যদি সকল দুঃখ, সকল ভ্রান্তি, সকল ভীতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবে, সেই অব্যয় অভয় পদে অবিচ্ছেদ সেবানন্দলাভে কৃতকৃত্য হইবে, তবে এস ভাই, এস,—আজ আমরা এই দারুণ দুর্দ্দিনে ভক্তমহারাজ প্রহ্লাদের বাক্যে সেই প্রাণ-প্রভুর পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া প্রার্থনা করি,—যুক্তকরে ঊর্দ্ধনেত্রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলি,—

"তস্মাদমুস্তনুভৃতামহমাশিষোঽজ্ঞ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্।।"

(ভাঃ ৭।৯।২৪)

জানিহে কেশব,　　কি বল বৈভব,
ভবে সবে সাধ করে।
নহে নিরাপদ,　　ব্রহ্মারও সম্পদ্,
হয় ধ্বংস কাল করে।।
তুমি কাল-কাল,　　এ বিশ্ব বিশাল,
কটাক্ষে কর হে ক্ষয়।
তোমার চরণ,　　যে লয় শরণ,
সে-ই সবে করে জয়।।
অভয় কেবল,　　সে-ই সর্ব্বস্থল,
তদ পদবল ধরি।
কিছু নাহি চাই,　　যাচি শুধু তাই,
রাখ পদে দাস করি।।

—শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

✡✡✡

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৭ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০০

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫২ পৃষ্ঠার পর]

ভগবানের স্বকীয় উক্তি,—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
যস্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।।" (গীতা ৭।১২)

যাবতীয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবগুলি আমার বহিরঙ্গা প্রকৃতির গুণকার্য্য বলে আমা হতেই জাত হয়েছে। কিন্তু সেইসব গুণে আমি বিদ্যমান্ নই অর্থাৎ জীবের ন্যায় আমি সেইসব গুণের অধীন নই বা অধীন হই না। কিন্তু তারা আমার শক্তির অধীনে থেকেই বিদ্যমান্। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করলে ইহাই প্রকাশ পায় যে, মায়িক ত্রিগুণের অতীত অবিনাশী ভগবান্ (ব্রহ্ম) ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন ভাবেই ত্রিগুণময়ী বহিরঙ্গা মায়ার অধীনতা স্বীকার করেন না অথবা তিনি মায়িক ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ হন না। ভ্রমাদি দোষসমূহ মায়িক সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের মধ্য হতে উদ্ভূত হয়। ত্রিগুণাতীত অভ্রান্ত সত্যস্বরূপ ভগবান্ বা ব্রহ্ম নির্দ্দোষ অর্থাৎ তাঁহাতে কোন দোষের আদৌ চিহ্ন মাত্র নাই ; যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৫।১৯)-প্রমাণ,—"নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"—ব্রহ্ম সম এবং নির্দ্দোষ। এমতাবস্থায় ব্রহ্ম (ভগবান্) নির্দ্দোষ হওয়ায় তাঁহাতে ভ্রমাদি দোষসমূহের বিদ্যমানতা নাই বা থাকে না। সুতরাং ব্রহ্মের বা ভগবানের ভ্রমবশতঃ মায়িক গুণসমূহের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে জীবত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে মায়াবাদিগণের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক ও শাস্ত্রসম্মত হয় না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের মত উল্লেখ করে তাঁর জৈবধর্ম্ম-গ্রন্থে লিখেছেন,—"ব্রহ্মের চিৎখণ্ড মায়া-পরিবেষ্টিত হয়ে জীব হয়েছে। আকাশ যেরূপ সর্ব্বদা মহাকাশ, কিন্তু আবৃত হলে ঘটাকাশ হয়, জীবও সেইরূপ স্বভাবতঃ ব্রহ্ম, মায়াদ্বারা আবৃত হয়ে জীব হয়েছে। জীব বস্তুতঃ কিছুই নয়, ভ্রমবশতঃ জীব-বুদ্ধি হয়েছে ; ভ্রম দূর হলে একমাত্র অখণ্ড-ব্রহ্মই থাকেন।"

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের উক্ত মতবাদ খণ্ডন করে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাঁর উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন,—"এ কথাটা মায়াবাদমাত্র। ব্রহ্ম-বস্তুকে মায়া কিরূপে স্পর্শ করতে পারে? ব্রহ্মকে যদি লুপ্ত-শক্তি বল, তবেই বা মায়া-সান্নিধ্য কিরূপে হয়? মায়া-শক্তিই যেখানে লুপ্ত, সেখানে মায়ার ক্রিয়া কিরূপে সম্ভব হয়? মায়ার আবরণে ব্রহ্মের দুর্দ্দশা কখনই সম্ভব হয় না। যদি ব্রহ্মের পরাশক্তিকে জাগরিত রাখ, তবে মায়া তুচ্ছ শক্তি, সে কিরূপে চিচ্ছক্তিকে পরাজয় করে ব্রহ্ম হতে জীব সৃষ্টি করবে? ব্রহ্ম অপরিমেয় ; তাঁকেই বা কিরূপে ঘটাকাশের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করা যায়? ব্রহ্মের উপর মায়ার ক্রিয়া স্বীকার করা যায় না। জীব-সৃষ্টিতে মায়ার অধিকার নাই—জীব অণু হলেও মায়ার পরতত্ত্ব।

*　　*　　*　　*　　*

'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছাঃ ৬।২।১)—এই বেদ-বাক্যে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কি পাওয়া যায়? ব্রহ্ম ব্যতীত আর যদি কিছুই নাই তবে ভ্রম কোথা হতে এল? কারই বা ভ্রম? যদি বল, ব্রহ্মের ভ্রম, তবে তুমি ব্রহ্মকে অকিঞ্চিৎকর করে ব্রহ্ম রাখলে না। 'ভ্রম' বলে যদি একটা পৃথক্ তত্ত্ব মানা যায়, তবে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের ব্যাঘাত হয়।"

শ্রীশঙ্করাচার্য্য-কথিত উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপই জীব বা ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব—এরূপ বিচার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁর 'সিদ্ধান্তরত্নম্' (গোবিন্দভাষ্য-পীঠকম্)-গ্রন্থে খণ্ডন করেছেন ;—

"ন চোপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপমেব সঃ, অনুপহিতব্রহ্মব্যপদেশাসিদ্ধো, 'য আত্মনি তিষ্ঠন্' ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধাচ্চ।"

"নাপি ব্রহ্মাধিষ্ঠানমুপাধিরেব সঃ, মুক্তৌ জীবনাশাপত্তেঃ।।"

"ন চ ভ্রান্তং ব্রহ্মৈব সঃ, সার্ব্বজ্ঞ্যদেশিকশ্রুতিব্যাকোপাৎ।।" (সিঃ রঃ ৮।৮-১০)

অর্থাৎ,—"উপাধি-সংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপই জীব, এরূপও বলা যায় না ; কারণ তৎসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশই অসম্ভব। 'যিনি আত্মাতে থাকিয়া'—ইত্যাদি শ্রুতিরও বিরুদ্ধতা দোষ ঘটে।"

"ব্রহ্মাধিষ্ঠানভূত অন্তঃকরণরূপ উপাধির নামই জীব, একথাও বলা যায় না ; কারণ তাহলে মুক্তিতে জীবের নাশের আপত্তি হয়।"

"ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব, এরূপও বলা যায় না ; যেহেতু তাতে সার্ব্বজ্ঞ্যাদি শ্রুতির ব্যাঘাত ঘটে।"

শ্রীমদ্ বাদিরাজ স্বামিপাদ-বিরচিত "যুক্তিমল্লিকা—প্রথমং গুণসৌরভম্"-গ্রন্থে কথিত হয়,—

সর্ব্বজ্ঞেশপ্রমা নৃণাং গুণশ্চেৎ ক্ব ভ্রমো ভবেৎ।
গুণে সতি প্রমাবশ্যং ভাবাদ্দোষবিরোধিনি।।

*　　*　　*　　*

দোষে সত্যপ্রমা সর্ব্বা দোষাভাবেন সা ক্বচিৎ।
তৎ স্বতস্ত্বং ন তত্তত্ত্বমিতি তত্ত্ববিদাং মতম্।।
সাদৃশ্যং সদৃশান্যার্থজ্ঞাপনায় স্বয়ং পটু।
তদেকত্বজ্ঞাপনায় দোষাশ্লেষমপেক্ষতে।।
অতোন্যস্যান্যতাবোধে দোষোপ্যন্বিষ্যতে বুধৈঃ।
অত্যন্তমসতোর্থস্য সত্তাধীঃ কথমন্যথা।।

(যুঃ মঃ ১।১৮৩, ১৮৫-১৮৭)

"সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রমা জীব জ্ঞানের প্রতি গুণ হলে উহা (ঈশ্বর প্রমা) সর্ব্বত্র

নিত্য বলে কোথাও ভ্রম হতে পারে না। অতএব, দোষ থাকলেই ভ্রম হয় না এবং দোষাভাবে ভ্রম হয় না এইরূপ নিয়মহেতু—অপ্রামাণ্য স্বতঃই হয়ে থাকে, ইহা তত্ত্ববাদিসম্মত নয়।

সাদৃশ্যধর্ম্ম স্বয়ংই সদৃশ অন্য বস্তুর জ্ঞানজননে সমর্থ, পরন্তু একত্ব ভ্রম উৎপাদনে দোষের সাহচর্য্য অপেক্ষা করে।

অতএব একবস্তুতে অন্যবস্তু জ্ঞান-বিষয়ে পণ্ডিতগণ তথায় কারণরূপে দোষের সন্ধান করেন। অন্যথা যাহাতে (শুক্তি প্রভৃতিতে) যে বস্তুর (রজতত্ব প্রভৃতির) একান্তই সত্তা নাই, তাহাতে তার জ্ঞান কিরূপে হতে পারে।"

শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।১ শ্লোকে শ্রীল ব্যাসদেব নিজ অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানরূপ মঙ্গলাচরণে লিখেছেন,—"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"—"যাতে কোন সময়েই কপটতার অধিষ্ঠান নাই, সেই সত্যস্বরূপ-লক্ষণময় পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।" তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই পরদেব ও সত্যাত্মক ; 'স্বেন ধাম্না'—মথুরাখ্য নিজধামের দ্বারা ও সর্ব্বস্থানে তৎকালে স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক দর্শিত শ্রীবিগ্রহের দ্বারা জীবগণের অবিদ্যা (কুহক) নিরস্ত হয়েছে—ইহাই প্রতীয়মান হয়। যাহা অভ্রান্ত তাহাই সত্য। প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত সত্যস্বরূপ ও মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ (ব্রহ্ম) কি ভ্রান্তিযুক্ত বা অসত্য হতে পারেন? শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।২ শ্লোক "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্"—পরমসুখদ পরমার্থ-সম্বন্ধীয় বাস্তব বস্তুই জ্ঞাতব্য"-অর্থে বাস্তব বস্তু একমাত্র ভগবান্ ইহাই নির্ণীত হয়েছে। সেই বাস্তব বস্তুতে কপটতা নাই, ভ্রান্তি নাই ; তাই সেই বাস্তব বস্তু একমাত্র নিষ্কপট নির্ম্মৎসর মুক্ত পুরুষগণেরই বেদ্য হন। প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান 'শিবদ' নয় ; অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা নির্গুণ ভক্তিই 'শিবদ'। মায়িক বস্তুগুলি চিরকাল নিজত্ব রক্ষা করতে পারে না বলে তাহা অবস্তু। নিত্য অধোক্ষজ বস্তুর ধ্বংস বা পরিবর্ত্তন নাই ও তাহা জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না। অধোক্ষজ বস্তুর কৃপাতেই বস্তুর স্বরূপ, বস্তুর জ্ঞান, বস্তুর রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি শুদ্ধভক্তিদ্বারা লভ্য হয়। সত্যস্বরূপ ভগবানের (ব্রহ্মের) ভ্রান্তি হলে তাঁকে 'সত্যং পরং ধীমহি' বলে প্রমাণ করা যায় কি? ব্রহ্ম ভ্রান্তিবশতঃ মায়ার আবরণে মায়াগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন জীবরূপে প্রকটিত হওয়া সম্বন্ধে মায়াবাদের অপসিদ্ধান্তমূলক বিচার যুক্তিগ্রাহ্য হয় না ও শাস্ত্রানুমোদিত নয়।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীল ব্যাসদেবকেই ভ্রান্ত বলেছেন। ব্যাসদেবকে শাস্ত্রে শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা,—

বিচিত্রবীর্য্যশ্চাবরজো নাম্না চিত্রাঙ্গদো হতঃ।
যস্যাং পরাশরাৎ সাক্ষাদবতীর্ণো হরেঃ কলা।। (ভাঃ ৯।২২।২১)

"চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য। চিত্রাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদ-নামধারী জনৈক গন্ধর্ব্ব-

কর্ত্তৃক নিহত হন। উক্ত দাসকন্যা সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে ভগবদংশ-সম্ভূত বেদ-প্রবর্ত্তক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সংজ্ঞক বেদব্যাস আবির্ভূত হন।"

নমস্তস্মৈ ভগবতে ব্যাসায়মিততেজসে।
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবম্।। (ভাঃ ২।৪।২৪)

অর্থাৎ—"ভগবান্ বাসুদেবের শক্ত্যাবেশ-অবতার অতুলবিক্রম ভক্তি-যোগৈশ্বর্য্যশালী বেদব্যাসকে প্রণাম। ভক্তগণ তাঁর মুখপদ্মের জ্ঞানময় মকরন্দ পান করেছিলেন।" **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৬ পৃষ্ঠার পর]

আচার্য্য শঙ্করপাদের কথার মধ্যেও ত' এসেছে—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়ম্ অতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়তস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।।"

এরই ত' পদ্যানুবাদ করেছেন মহাজন,—

"কে তুমি কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে।
কিবা কাজ ক'রে গেলে, যাবে কোথা শরীর-পতনে।।"

কথাগুলো আমাদের আলোচনার বিষয়। কে আমি? আমি কেন এসেছি এ সংসারে? এখানে কি কর্ত্তব্য আমার আছে? যদি কিছু কর্ত্তব্য ছিল, তাহলে সেই কর্ত্তব্য আমি কেন করতে পারছি না? যে সংযোগ ছিল আমার ভগবানের সঙ্গে, সেই একই জায়গায় যদি আমি ছিলাম, তাহলে আমি এখানে অধঃপতিত হয়েছি কেন? যদি কিছু সম্পর্ক সংযোগের ব্যবস্থা আছে, উপায় আছে, তাহলে সে সংযোগের উপায় কি? এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে গীতা-ভাগবতের মধ্যে। গীতায় সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। আমাদের যতগুলো প্রশ্ন, সংশয় আছে, সব প্রশ্নের উত্তর গীতাই দিয়ে দিয়েছেন। ভাগবত পর্য্যন্ত এগোনোর কোন প্রয়োজন নেই।

এইজন্য সুধী সমাজ—যাঁরা বিপশ্চিৎ তত্ত্বদর্শী, তাঁরা বলছেন,—গীতার বিচার যেখানে শেষ হয়েছে, ভাগবতের বিচার সেখানে আরম্ভ হয়েছে। গীতার বিচার কোথায় শেষ হল? পূর্ণ আত্মসমর্পণ-শিক্ষায়।—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৭ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০০

'মামেকং শরণং ব্রজ'—কথাটা খুব ভালভাবে বুঝতে হবে। গীতার মধ্যে বুঝানো আছে।—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।।"

তাহলে ঐ 'একম্' কথাটা এসেছে। কৃষ্ণ বলছেন,—'মামেকং শরণং ব্রজ'। এটা কৃষ্ণ ভুল কথা শিখান নি। আমরা ত' বিভ্রান্ত পথিক, বুঝতে পারছি না 'মামেকম্' এর অর্থ। 'মামেকম্' এর অর্থ ঐ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—He is second to none. তিনি all inclusive one. সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত তিনি, সেইরকম এক তিনি। সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্যাখ্যা করা হয়েছে শাস্ত্রে সকলকে নিয়ে। Unity in diversity and diversity in Unity—এই দুটোই পাশাপাশি রেখে বিচার করেছেন শাস্ত্র। এ তত্ত্বদর্শন আমাদের বুঝ্তে হবে।

গীতার বিচার শেষ হল কোথায়?—আত্মসমর্পণে। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিয়ে জগৎকে জানিয়ে দিচ্ছেন,—দেখ, আত্মসমর্পণ দরকার আছে, তুমি বাহাদুরি করো না, তুমি নিজের চেষ্টায় কিছু জানতে পার না।

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।।
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে।।"

সাধক-সাধিকার ক্ষেত্র রয়েছে, সাধনার ক্ষেত্র রয়েছে, আর ভগবৎকরুণা, কৃপা। সাধন বড় না কৃপা বড়? তুলনামূলক আলোচনা করলে আমরা দেখব, ভগবানের কৃপাই বড়। ভগবৎকৃপা যদি লাভ না করি, তাহলে সব বৃথা হয়ে যায়, বিফল হয়ে যায় আমাদের। জিনিসটা ত' এইভাবে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। গীতার বিচার শেষ হল আত্মসমর্পণ-শিক্ষায়। যেখানে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়ে নিচ্ছেন,—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।। "

অর্জ্জুন বলতে বাধ্য হচ্ছেন,—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।"

—এটা হল আত্মসমর্পণ। একেই বলে Self surrender। এখানেই শেষ হয়েছে। ভাগবতের বিচার আরম্ভ হল কোথা থেকে?

"গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ।
হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা।
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ।।"

অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকসমন্বিত যে গ্রন্থ, তার নাম ভাগবত। ভাগবত আরম্ভ হয়েছে গায়ত্রী দিয়ে। 'ধীমহি'—এই দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। কি শিক্ষা দিচ্ছেন? সেই প্রেমময় ভগবানকে কিভাবে আরাধনা করা যাবে, কিভাবে সন্তুষ্ট করা যাবে—সেইকথা বলতে চেয়েছেন ভাগবত। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পূর্ণ পঞ্চরস এবং সপ্ত গৌণরস—হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, বীভৎস, ভয়—এই পূর্ণ দ্বাদশ রসের অধিদেবতা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ঠিক সেইভাবেই আমাদের তত্ত্বদর্শনটা নিতে হবে।

যখন জীবের কথা এসেছে, তখনই বলা হচ্ছে অংশ, অণুচৈতন্য। সেখানে Universal good qualities এর বিন্দু বিন্দুমাত্রায় ৫০টী গুণ আছে জীবের মধ্যে, জীবাত্মার মধ্যে। Catagory ত' এইখানে ভাগ করছেন। দেবতা কারা? ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতার Catagory ভাগ করছেন সেখানে, বলছেন এদের কিছু বেশী অংশ ৫৫টী গুণ আছে। এঁদের বলা হল ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতা। তারপরে পূর্ণদর্শনের অঙ্ক কষছেন, সেখানে বলছেন নারায়ণ বা বিষ্ণু। ৬০টী গুণযুক্ত যে তত্ত্ব তাঁকে বলছেন নারায়ণ বা বিষ্ণু। এই পূর্ণদর্শন এখান থেকে আরম্ভ হল। পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম শব্দগুলো শাস্ত্রে ব্যবহার হয়েছে। সমস্ত ভগবদ্বস্তুর ব্যাখ্যা করছেন একটা জায়গায়,—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে।।"

প্রথমে ব্রহ্ম-শব্দ এসেছে। ব্রহ্ম কে? স্বয়ং ব্রহ্মাজী তিনি গোবিন্দ-স্তবের মধ্যে বলছেন,—

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটীষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

'যস্য প্রভা','যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" তাকে বলছেন ব্রহ্ম। ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ। আমি জ্যোতিকে মানি ; কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়কে যদি না মানি Theory ভুল হবে। সেইজন্য সেখানে পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে পরমাত্মা-শব্দ এসেছে, তত্ত্ববস্তুর আর একটা প্রকাশ—Aspect। পরমাত্মা কে? ভগবানের অংশ—যিনি ব্যষ্টি, সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী। পরমাত্মার কথা এসেছে। আত্মা, পরমাত্মা। আত্মা কাকে ভালবাসবে?—পরমাত্মাকে ভালবাসবে। ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভাগবতে,—"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মানাম্।" জীবাত্মা পরমাত্মাকে ভালবাসবে, তবে ভালবাসাবাসির সার্থকতা। সেই কথা বুঝাচ্ছেন। যদি ভগবানকে ভালবাসা শিখি আমরা, তাহলে এ জগতে, সংসারে ভালবাসাবাসি সব ঠিক আছে। একথা উপনিষদের মধ্যেও বুঝানো হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁর দুই স্ত্রীকে দিয়ে বুঝিয়েছেন জিনিষটা। সেখানেও বুঝাতে

চেয়েছেন, আত্মার জন্যই সব প্রিয় এ সংসারে। যদি আত্মা না থাকে, তাহলে কেউ প্রিয় নয়। সেখানে বলছেন,—

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে।।

তত্ত্বদর্শনটা ত' বুঝানো হয়েছে। জীবাত্মা আছেন বলেই সকলের সম্মান, সেখানে স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা পরস্পরের ভিতরে আদান-প্রদান সবকিছু। জীবাত্মাকে কেন্দ্র করেই সবকিছু। তাহলে জীবাত্মা কাকে ভালবাসবে? পরমাত্মা ভগবান্‌কে ভালবাসবে।

তারপরে শেষের কথা এসেছে Superlative degreeতে, ভগবান্ সব। "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে।" এই ভগবান্-শব্দটা Superlative degree—চরম। এর সঙ্গে আর কিছু উপসর্গ যোগ করা যাচ্ছে না। আপনারা নিশ্চয় শোনেননি উপ-ভগবান্, মহা-ভগবান্ শব্দ। ভগবান্-শব্দ হল পূর্ণ, Superlative degree। কে ভগবান্?—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।"

ষড়ৈশ্বর্য্যশালী যে তত্ত্ববস্তু, তিনি হলেন ভগবান্। তাঁর ত' কোন অভাব নেই। তিনি সকলের অভাব ঘুচিয়ে দিচ্ছেন। স্বীয়লাভে সন্তুষ্ট, আপ্তকাম যদুপতি ভগবান্। সেই যে প্রেমময় ভগবান্ তাঁর আরাধনার কথা বলছেন। আরাধনার ক্ষেত্র ত' রয়েছে। আবার এর ভিতরে দ্বারকেশ, মথুরেশ, ব্রজেশকৃষ্ণ—তাঁদেরও বৈশিষ্ট্য শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।"

মধুর রসের কথা বলেছেন, শ্রেষ্ঠ আরাধনার তরিকা—Prossess, procedure। ভগবানকে পাওয়ার Means—উপায় ভক্তি। "শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্"—অমল শব্দপ্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের থেকে শ্রেষ্ঠ কথা কেউ বলতে পারেনি। জগতে যত কথা বলা আছে, সমস্ত নিখিল শাস্ত্র—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি সমস্ত জায়গায় যেখানে যা কথা বলা আছে—তত্ত্বদর্শন, তার সার নিষ্কর্ষ হল ভাগবত। সেইজন্য বলছেন,—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।।"

যদি গায়ত্রীর অর্থ জানতে হয়, ভাগবত আলোচনা করতে হবে। মহাভারতের তাৎপর্য্য যদি জানতে হয়, ভাগবত আলোচনা করতে হবে ; যদি বেদান্ত দর্শন আলোচনা

করতে হয়, তাহলে ভাগবত আলোচনা করতে হবে। অন্যথায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে না, আলোচনা হবে না। "সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।" তত্ত্বদর্শনগুলো ত' এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অনন্ত শক্তিমান্ ভগবান্, এঁর ভিতরে মূলা প্রকৃতি যিনি, তাঁর নাম হল রাধাশক্তি, তাঁর নাম হল স্বরূপশক্তি, তাঁর নাম হল অন্তরঙ্গাশক্তি, তাঁর নাম হল পরাশক্তি, তাঁর নাম হল হ্লাদিনী শক্তি। তাঁর থেকেই আসছেন যোগমায়া শক্তি। এই যোগমায়া, মহামায়া নিয়ে আজকাল ঠেলাঠেলি হচ্ছে। কিন্তু শাস্ত্রে ত' সবকিছু বুঝানো আছে। যোগমায়া কে?—

"জানাত্যেকাপরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমাশক্তির্মহাবিষ্ণু-স্বরূপিণী।।"

কে তিনি? গোকুলেশ্বরী তাঁকে বলা হল, অর্থাৎ রাধারাণী। "অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদি দেবোঽখিলেশ্বরঃ।" গোকুলেশ্বরী আর অখিলেশ্বরী—দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সম্মোহন-তন্ত্রে। তাঁর কি Portfolio? মহামায়াশক্তি। "যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ।" সুন্দরভাবে বুঝানো আছে। আমাদের মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের মধ্যেও আপনারা সবাই শুনতে পান, সেখানে বলছেন,—

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব-পারাবারে।।
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী।।
শুনেছি আগমে-বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখে বাঁধি' করাও সংসার।।
শ্রীকৃষ্ণ-সাম্মুখ্য যা'র ভাগ্যক্রমে হয়।
তারে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয়।।
এ দাসে জননি! করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ স্থান তুমি যোগমায়া।।
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায়।।
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগত-জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণ-চিন্তামণি।।
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস বৃদ্ধি হ'ক প্রতিক্ষণে।।
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার।।

তত্ত্বদর্শন ত' বুঝানো আছে। সেই যোগমায়া শক্তি হচ্ছেন অন্তরঙ্গা শক্তি, তিনি হচ্ছেন ভগবানের লীলাবিস্তারিণী শক্তি। তাঁকে বলা হচ্ছে যোগমায়া। খাসকামরার শক্তি। আর মহামায়া—"যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ।" মায়া-শব্দের ব্যাখ্যা ত' দিয়েছেন, ঐ ব্রহ্মাজী বলছেন গোবিন্দ-স্তবের মধ্যে,—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য স চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

ছায়া শক্তি বা মায়াশক্তি, তিনি হলেন দুর্গা। "ইচ্ছানুরূপমপি যস্য স চেষ্টতে সা।" ভগবানের আজ্ঞা তিনি পালন করছেন, কিন্তু অপাশ্রিতা হয়ে ভগবানের পিছনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে আছেন তিনি। দুঃখ-কষ্ট তাঁর কি? আমি ভগবানের খাসকামরার সেবা পাইনি। আমাকে এমন কতকগুলো কাজ দিয়েছেন ভগবান্—এই দুষ্ট শয়তান বদমায়েসগুলোকে শাসন করবার দায়িত্ব দিয়েছেন ভগবান্ আমাকে। চোদ্দটা ব্রহ্মাণ্ডের জেলখানার কর্ত্রী—কারারক্ষয়িত্রী তিনি। তত্ত্বদর্শন ত' শাস্ত্রে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে ভুল বুঝাবুঝির কোন কারণ নেই। শাস্ত্র যদি আমরা ঠিক ঠিকভাবে আলোচনা করি, তাহলে দেখব সর্ব্বশেষ কথা, চরম কথা—"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।"—যে কোন উপায়ে আমাদের ভগবদ্ভজন করতে হবে, কৃষ্ণভজন করতে হবে—এই কথাই শিক্ষা দেওয়া আছে। এটাই সব শাস্ত্রের চরম বাক্য। রাজসিক, তামসিক শাস্ত্রও সেই কথা বলেছেন।

"শৈব-ব্রাহ্মেষু তদ্‌গ্রাহ্যম্"—সেই বাক্য নিতে হবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বলেছেন। রাজসিক শাস্ত্র স্কন্দপুরাণের শেষে এই কথা বলা আছে। কি বাক্য নেব? 'ভগবচ্ছাস্ত্রযোগী যৎ'—ভগবৎ-শাস্ত্রযোগী যে বাক্য সেই বিচার তোমরা নেবে। কি বাক্য সেটা? 'পরমো বিষ্ণুরেবৈকং তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষসাধকম্।"—ভগবান্ বিষ্ণুই পরম, তিনিই সর্ব্বারাধ্য, পরমারাধ্য তত্ত্ব। এইটাই হল মোক্ষসাধক জ্ঞান। এছাড়া আর যা কিছু আছে, তা সব মোহকর বাক্য। "অন্যথা মোহনায় হি বর্জ্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ।"—তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি, তত্ত্বসিদ্ধান্তবিৎ ব্যক্তি অন্য বাক্যকে গৌণ বাক্য বলে ছেড়ে দেবেন ; কিন্তু মুখ্য বাক্য হচ্ছে—ভগবদারাধনা, ভগবৎসেবা। যাঁরা কর্ম্মচারী, কর্ম্মচারিণী আছেন, এঁদের অস্বীকার করবার কথা শাস্ত্রে কোথাও বলা হয়নি। একজন প্রকৃত ভক্ত তিনি যাঁর যে সম্মান আছে তাঁকে সেই সম্মান দিয়ে চলছেন। একেই বলে বৈষ্ণবত্ব, ভক্তত্ব।

বহু কথা আলোচনার আছে। ভগবৎকথার ত' শেষ নেই ; কিন্তু রাত অধিক হয়ে গিয়েছে। অতএব আজ আমি এখানে রাখছি।—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

শুক্লাম্বরের সৌভাগ্য

জয় জয় শুক্লাম্বর দ্বিজকুল-মণি।
করিলে পবিত্র পদ-পরশে অবনী।।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তুমি, ল'য়ে ভিক্ষা ঝুলি।
অসঙ্গ গৌরাঙ্গ-প্রেমে আভিজাত্য ভুলি'।।
'হা গৌরাঙ্গ' বলি', নদীয়ার পথে পথে।।
মুষ্টিভিক্ষা করি' জয় করিলে জগতে।।
কোন্ রাজ-অধিরাজ ত্রিলোকের পতি।
বিকাইল তব প্রেমে দীনভাবে অতি।।
অখিল বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মী ভিক্ষা করে যাঁর।
পাদপদ্ম-প্রেম-মধু-বিন্দু অনিবার।।
ব্রজবনিতার নবনীত-সুকোমল।
শ্রীকরে নবনী যাঁর সুভোজ্য কেবল।।
কমল-কোমল কান্ত সেই প্রাণধন।
শচী মা'র, নদীয়ার জীবন-জীবন।।
লইয়া তণ্ডুল শুষ্ক ঝুলি হ'তে তব।
করিলা ভোজন ভুলি' অখিল বৈভব।।
হায়, হায়, হরি, হরি,—কি ভাগ্য তোমার!
শুনি সাধু-শাস্ত্রে সেই সখা তুমি তাঁর।।
কাঙ্গাল সুদামা বিপ্র, দ্বারকা-ভবনে।
খুদ কেড়ে খাইলেন তিনি যাঁর সনে।।
সেই তুমি,—সেই তুমি,—কি ভাগ্য তোমার!
প্রভুর কীর্ত্তন-সঙ্গী হইলে এবার।।
নিত্য-সহচর তাঁর তোমরা সকলে।
তুলিতে পতিত জনে এস নানা ছলে।।
চরণ-কমলে রাখ করি' দাস-দাস।
কাঙ্গালে এ 'কৃষ্ণামৃত' করে অভিলাষ।।

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৫) কপিল

"দেবহূত্যাং কর্দ্দমতঃ প্রাদুর্ভাবমসৌ গতঃ।
প্রোক্তঃ কপিলবর্ণত্বাৎ কপিলাখ্যো বিরিঞ্চিনা।।"

(শ্রীলঘুঃ ভাঃ)

কপিল—পিতা কর্দ্দম, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ছায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

"ছায়ায়াঃ কর্দ্দমো জজ্ঞে দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ।।"

(ভাঃ ৩।১২।২৭)

ব্রহ্মা কর্দ্দমকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, তিনি সরস্বতী-তীরবর্ত্তী বিজন প্রদেশে গমন করিয়া সুদীর্ঘকাল ভক্তিযোগে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীহরির আরাধনা করিয়া সময়ে তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন। গরুড়-বাহনে লক্ষ্মীসহ নারায়ণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়া তাঁহার দিব্য চক্ষের গোচর হইলেন। কৃতার্থ কর্দ্দম পরমানন্দে তাঁহাদের পাদবন্দনা এবং স্তবস্তুতি করিয়া কহিলেন,—"প্রভো! আমি সকাম ; পিতার প্রজাসৃষ্টির আদেশ পালনে সুযোগলাভ-কামনা করিয়াই তোমার শরণ লইয়াছি। সকাম উপাসনা নিন্দনীয় হইলেও, আমি তোমারই সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি। জানি আমি, সকাম বা নিষ্কাম যে কোনও ভাবে তোমার চরণ আশ্রয় করিলেই, তুমি আশ্রিতজনের সকল গ্লানি দূর করিয়া তাহাকে শ্রীপাদ সেবাই দাও।"

শ্রীহরি কর্দ্দমের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া স্মিতমুখে কহিলেন,—"বৎস! আমার কাছে কিছুই প্রার্থনা করিতে হয় না আমি আপনিই আমার প্রাণধিক ভক্তগণের যোগ ক্ষেম বহন করি। তোমারও যাহা আবশ্যক, তাহা আমি পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। প্রজাপতি-প্রধান মনু ও তৎপত্নী শতরূপা শীঘ্রই তাঁহাদের পরমা সুন্দরী কন্যা দেবহূতিসহ তোমার আশ্রমে উপস্থিত হইবেন। ঐ সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিবে। তাহা হইতেই তুমি পিতৃ-বাক্য পালন করিয়া পূর্ণকাম হইতে পারিবে। আর, আমার এক বিশেষাংশ তোমাকে অবলম্বন করিয়া ঐ দেবহূতি-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া তত্ত্বসংহিতা প্রণয়ন করিবেন। তুমি আদেশ পালন করিয়া আমাতে সর্ব্বকর্ম্মফল সমর্পণ কর। তাহা হইলেই কল্মষমুক্ত হইয়া সময়ে আমাকে পাইবে।" শ্রীহরি লক্ষ্মীসহ অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর মনু ও শতরূপা কন্যা দেবহূতিসহ উপস্থিত হইয়া সর্ব্বগুণান্বিত সুপাত্র কর্দ্দম-ঋষিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কর্দ্দম-ঋষি সেই দিব্যরূপা পত্নীসহ মিলিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। সাধ্বী দেবহূতি অনেকগুলি কন্যা এবং একটী পুত্রের জননী হইলেন। পুত্রটী জন্মগ্রহণ করিলে অলক্ষ্যে অমরবৃন্দের দিব্যবাদ্যধ্বনি

ও গন্ধর্ব্বগণের গীত শ্রুতি-গোচর হইল। মরীচি-আদি ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা তথায় আগমন করিলেন। তিনি সানন্দে স্বীয় পুত্র কর্দ্দমকে কহিলেন,—"বৎস! তুমি আমার আদেশ পালন করিয়া আমার সম্যক্ পূজা ও সম্মান রক্ষা করিয়াছ। পিতার প্রতি পুত্রের ইহাই কর্ত্তব্য। তোমার সুন্দরী কন্যাগণ যোগ্য পতি লাভ করিয়া পতিব্রতা হইবে। আর তোমার এই পুত্রটী ভগবদংশে অবতীর্ণ। জীবকে তত্ত্বজ্ঞান দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহার নাম হইবে কপিল।" তারপর তিনি দেবহূতিকে কহিলেন,—"মা, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই ; তুমি কৈটভারি হরির জননী হইয়াছ। এই পুত্র হইতেই তুমি কৃতার্থা হইবে।"

ব্রহ্মা স্বজনসহ প্রস্থান করিলেন। প্রজাপতি কর্দ্দম যথাসময়ে কন্যাদিগকে সুপাত্রে সমর্পণ করিয়া সংসার-কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে দেখিয়া আবার পূর্ব্ববৎ বিজন বনবাসে গিয়া হরিসাধনায় জীবন সফল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া পতিব্রতা দেবহূতি করযোড়ে সকাতরে কহিলেন,—"ব্রহ্মন্! আপনি ত' হরিসাধনায় চলিলেন। কিন্তু, আমার গতি কি হইবে?"

কর্দ্দম কহিলেন,—"রাজতনয়ে, তুমি কেন দুঃখিতা হইতেছ? স্বয়ং গতি-পতি তোমাকে মা বলিয়া গৃহে আসিয়াছেন ; তোমার আর দুঃখ কি? তুমি ভক্তিভাবে তাঁহাকেই আশ্রয় কর। তিনিই তোমাকে তত্ত্বোপদেশ দিয়া সংসার-পাশ হইতে মুক্ত করিবেন।"

মহাভাগ কর্দ্দম মহাসত্ত্ব কপিল-সমীপে গমন করিলেন এবং সেই স্বতঃসিদ্ধ পুরুষবরের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া কহিলেন,—"ভগবন্! বহুজন্ম ভক্তিযোগে তোমার আরাধনা করিয়া ভক্তগণ তোমার পরমস্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। তুমি স্বীয় ভক্তগণেরই সদা শ্রীবৃদ্ধিসাধন কর। সেই ভক্তগণের সম্যক্ সমৃদ্ধিসাধন-জন্যই তোমার শুভাগমন। তুমি ভক্তদের মান বৃদ্ধি কর ; তাই নিজ বাক্য রক্ষা করিয়া আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করাই তোমার আগমনের উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমি তোমার সর্ব্বসম্পন্ময় শ্রীপদে শরণ লইলাম, তুমি আমার হিতার্থ কিঞ্চিৎ উপদেশ দাও। গৃহমেধীয় যজ্ঞে আর আমার প্রবৃত্তি নাই।"

তখন ভগবান্ কপিল কহিলেন,—"লোকে আমার বাক্যই সত্য এবং সকলে তাহাই প্রমাণরূপে গ্রহণ করে ; তাই আমি আমার অঙ্গীকারমত তোমার গৃহে আসিয়াছি। আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিবার জন্যই আমার আগমন। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের যে অতি গূঢ় মহাপথ, কালপ্রভাবে আসুরভাবের আবর্জ্জনায় রুদ্ধপ্রায় হয়, তাহাই পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে আমি এইরূপে আগমন করি। যেখানেই থাক, সতত আমার (অর্থাৎ শ্রীহরির) ভজনা কর। তাহা হইতেই জীব কালের অধিকার অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দের অধিকারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। অন্তরে স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া অশোক অভয়পদ

প্রাপ্ত হয়। আমি মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া কালভয়-নিবারণ অমোঘ ঔষধস্বরূপ পরাবিদ্যা কাল-কবলিত জীবগণকে বিতরণ করিব। তাহাতেই আমার জননীও অকাল-বিপ্লুত অভয়পদ লাভ করিয়া কৃতকৃত্যা হইবেন।"

কর্দ্দম-ঋষি পুত্র-রূপী শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তাঁহারই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া অরণ্য-যাত্রা করিলেন। পুত্র কপিলসহ দেবহূতি সেই বিন্দুসরোবরতীরস্থ আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। একদা দেবহূতি ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া পুত্র-সকাশে গিয়া কহিলেন,—" হে প্রভো! আমার বিষয়াসক্ত মন ও ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ যোগাইয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি; তথাপি আমার বিষয়-তৃষ্ণার অন্ত নাই। তাহাই আমাকে দুঃখের ঘোর অন্ধকারে লইয়া যাইতেছে। ত্রাণ পাইতে পরম সৌভাগ্য তোমাকেই এখন অবলম্বনরূপে পাইয়াছি। এবার যে রক্ষা পাইব, তাহাতে আমি দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছি। তুমি আদ্য ভগবান্, সকলের ঈশ্বর; তুমি অজ্ঞান-অন্ধকারমগ্ন লোকসমূহের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়াছ। আমি তোমারই মায়ায় আত্মহারা হইয়া মোহকূপে মজিতেছি। তুমি রক্ষা কর আমাকে; আত্মজ্ঞান দিয়া মোহ দূর কর আমার। আমি তোমার চরণে প্রণত, শরণাগত।"

মাতার অদোষ—অকপট বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কপিলদেব প্রফুল্লমুখে পরম সুখে কহিতে লাগিলেন,—"মাতঃ! চিত্তই জীবের বন্ধন ও মোচনের হেতু। চিত্ত বিষয়ে মগ্ন হইলেই জীব বদ্ধ হয়; তাহার গতি-পথ রুদ্ধ হইয়া যায়; আর সেই চিত্ত শ্রীভগবানে রত হইলেই জীব মোহমুক্ত হইয়া পরম-পদে প্রবেশ পথ প্রাপ্ত হয়। গুণময়ী প্রকৃতি জীবকে নানারঙ্গে নাচায়; বিষয়ে লইয়া যায়। ভক্তিযোগে সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিক্রমে শ্রীহরির সেবা হইতেই জীবের সকল শুভযোগ উপস্থিত হয়; প্রবলা প্রকৃতিও হীনবলা হয়। স্বয়ং শ্রীভগবানে এই অনন্য ভক্তিযোগ ব্যতীত জীবের পরম মঙ্গলজনক পথ আর দ্বিতীয় নাই।

"হরিপরায়ণ সাধুদিগের মহিমা অসীম। যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি অপরের অক্ষয়-পাশ-স্বরূপ, সেই প্রসঙ্গ হরিজনে নিযুক্ত হইলে পরাগতি লাভের কারণ হয়। সাধুগণ আমার সুখ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া সকল কার্য্য করেন। আমার সেবার প্রতিকূল হইলে তাঁহারা দুস্ত্যাজ্য আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবকেও পরিত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহারা আমার প্রসঙ্গেই অবিচ্ছেদে কাল হরণ করেন। আমার নাম, আমার কথা আলোচনা করিয়াই পরমানন্দে থাকেন। ত্রিতাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না। এইরূপ সাধুসঙ্গই অসাধু-জনের যাবতীয় কুসঙ্গদোষ নষ্ট করিয়া তাহাকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হয়। কারণ, সাধুসমাগমে সতত হৃৎকর্ণরসায়ন হরিকথাই হয়; শ্রীহরির মহিমাই সহস্র প্রকারে অভিব্যক্ত হয়; তাহাতে চিত্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাতেই রত হইয়া থাকে। এইরূপ অভ্যাস অব্যাহত হইলেই অচিরে অতি বহির্ম্মুখ চিত্তও

ভক্তি-রসসিক্ত হইয়া মলমুক্ত ও পবিত্র হয়। তখন এই অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি ভক্তি-প্রবাহিণী ক্রমশঃ প্রবলা হইয়া কৃষ্ণচরণ স্পর্শ করে। সেই প্রবল বেগেই সদাযুক্ত জীব আমাকে তাহার এই জন্মেই প্রাপ্ত হয়।"

দেবহূতি বলিলেন,—"আমি স্ত্রীজাতি ; আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণা নহে। আমি যাহাতে বেশ বুঝিতে পারি, আয়ত্ত করিতে পারি, এমন সরলভাবে আমাকে এই ভক্তিযোগ বল। আমার কর্ত্তব্য কি, তাহাও উপদেশ দাও।" (ক্রমশঃ)

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১১)

শ্রীপ্রদ্যুম্ন তৃতীয় ব্যূহ। শিবনেত্রদগ্ধ কামদেব প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া যাহা শোনা যায়, তাহা প্রদ্যুম্নের একদেশ অর্থাৎ আংশিক বর্ণনা। কারণ তিনি নিত্য শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ অন্তঃপাতী। যথা শ্রীগোপালতাপনী,—

যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ।
রামানিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্নৈরুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ।।

অর্থাৎ রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এবং শক্তি রুক্মিণী-সহিত সম্যক্ লীলা-সৌষ্ঠব-সম্বলিত হইয়া যেখানে বিভু শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন। সুতরাং শিবনেত্রদগ্ধ কামদেবের পক্ষে প্রদ্যুম্ন হওয়া অসম্ভব। তিনি সাধারণ দেবতা—ইন্দ্রভৃত্য জীববিশেষ। ব্রাহ্মণকুল-প্রসূত অবেদজ্ঞেরও ব্রাহ্মণত্ব—লোকাচার-বিশেষ ; কিন্তু বেদজ্ঞই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এস্থলে যেমন বেদজ্ঞেরই মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব, তদ্রূপ—

কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্রুদ্যমণ্যুনা।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত।।

এস্থলে বাসুদেবাংশই মুখ্য কাম। 'তু'-শব্দ ভিন্নোপক্রমে প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত কাম হইতে বাসুদেবাংশ কামকে পৃথক্ করিতেছে। তাহাতে বাসুদেবাংশই কাম—এই অন্বয় করিলে তাঁহারই মুখ্য কামত্ব প্রতীত হয়। তজ্জন্য মীমাংসা এই—হর-কোপানলে দগ্ধ কাম অনঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিজশক্তিতে তাঁহার পুনরায় দেহ-প্রাপ্তির যোগ্যতা ছিল না। দেহ-প্রাপ্তির জন্য তিনি বাসুদেবাংশ মুখ্য কামদেবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্লোকোক্ত 'ভূয়ঃ'-শব্দদ্বারা পূর্ব্বেও প্রদ্যুম্ন হইতে কামদেবের উৎপত্তি হইয়াছিল—ইহা বুঝাইতেছে। কিম্বা বাসুদেবাংশ অদগ্ধ যে কাম পূর্ব্বে রুদ্রকোপে দগ্ধ হয় নাই, তিনি পুনরায় দেহোৎপত্তির জন্য বাসুদেবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দগ্ধ না হইবার কারণ হর-কোপানলে প্রাকৃত কামকেই দগ্ধ করিয়াছিল, ঈশ্বরতত্ত্বকে দগ্ধ করিতে পারে না। বাসুদেবাংশ কামের বিষয় নাই,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৭ ; ১৬ নভেম্বর, ২০০০

স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্য্য-সমুদ্ভবঃ।
প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বতোঽনবমঃ পিতুঃ।। (ভাঃ ১০।৫৫।২)

যিনি কৃষ্ণবীর্য্যে সমুদ্ভূত হন, তিনি প্রদ্যুম্ন-নামে খ্যাত এবং সর্ব্বতোভাবে পিতা হইতে অন্যূন। যিনি কৃষ্ণবীর্য্য-সমুদ্ভূত, কৃষ্ণাংশে আবির্ভূত, তিনিই প্রদ্যুম্ন—প্রকট-লীলাবাসরে রুক্মিণীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিকল্পে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রকটসময়ে রুক্মিণীনন্দনরূপে আবির্ভূত হন। অপ্রকট-প্রকাশেও রুক্মিণীনন্দনরূপে দ্বারকায় লীলা করেন। "কামস্তু বাসুদেবাংশঃ"—এই শ্লোকে প্রাকৃত কামের প্রদ্যুম্নরূপে প্রকট অসম্ভব। দগ্ধ কামের প্রদ্যুম্নে প্রবেশহেতু তদীয় জন্মলীলা ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। অতএব নারদকর্ত্তৃক রতিকে প্রদ্যুম্নকে পতিরূপে বরণ করার উপদেশ হইয়াছিল। প্রদ্যুম্নে রতিপতির প্রবেশহেতু প্রদ্যুম্নকে পতিরূপে বরণ করায় রতির কোন দোষের কার্য্য হয় নাই। নারদ প্রদ্যুম্নে দগ্ধকামের প্রবেশের কথা অবগত ছিলেন বলিয়াই রতিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। নচেৎ পরম-ভাগবত দেবর্ষি রতিকে অন্য পতি-সংসর্গে প্রবর্ত্তিত করিতেন না।

সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নের ন্যায় ***অনিরুদ্ধের চতুর্ব্যূহত্ব*** ভাগবতে ৩য় স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ৩৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। তাঁহারই নিশ্বাস হইতে বেদসমূহের অভিব্যক্তি বলিয়া তিনি শব্দযোনি। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন অন্তঃকরণের এই চতুর্ব্বিধ স্থানের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ যদি ভগবান্ হন, তবে বাণ-কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন কেন? তদুত্তর,—তিনি বাস্তবিক বন্দী হন নাই, তাহা বন্ধানুকরণলীলা মাত্র। শ্রীরামচন্দ্র যেমন মহীরাবণ-কর্ত্তৃক পাতালে নীত ও বন্দী হইয়াছিলেন, তাহা যেমন বাস্তব নহে, নরলীলা-বশে তাহা অনুকরণ মাত্র, শ্রীঅনিরুদ্ধ সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

পদ্মপুরাণে শ্রীঅনিরুদ্ধ-মহিমা এইভাবে বর্ণিত,—

অনিরুদ্ধো বৃহদ্ব্রহ্ম প্রাদ্যুম্নির্বিশ্বমোহনঃ।
চতুরাত্মা চতুর্বর্ণশ্চতুর্যুগবিধায়কম্।
চতুর্ভেদৈকবিশ্বাত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্টাংশকোটিশূঃ।।

অর্থাৎ অনিরুদ্ধ বৃহদ্ব্রহ্ম, প্রদ্যুম্ন-পুত্র, বিশ্বমোহন চতুর্যুগে চারিবর্ণে যুগাবতাররূপে চতুরাত্মা হইয়া চতুর্যুগবিধায়ক। তিনিই নিখিল বিশ্বের অন্তরাত্মা, আর সর্ব্বোৎকৃষ্টাংশ প্রসবকারী (সৃষ্টিকারী) আশ্রয়াত্মা। প্রলয়সলিলে বিহারকারী বটপত্রশায়ী ভগবান্ ইঁহারই প্রকাশ-বিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা দুইপ্রকার—প্রকট ও অপ্রকট। লোকলোচনের গোচরীভূত লীলা প্রকট, আর কেবল পরিকরগণের দর্শনযোগ্যা লীলা অপ্রকট-লীলা। লীলা-প্রকট-সময়ে অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করেন, আর তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ধামে প্রেরণ করিয়া সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ মথুরা, দ্বারকা ও বৃন্দাবনধামে অপ্রকট-লীলায় বিরাজ করেন।

জীবের মুক্তিধাম-গমনের রীতি ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—হৃদয়ে একশত-একটী নাড়ী সংযুক্ত, তন্মধ্যে একটী নাড়ী মস্তক হইতে অভিনিঃসৃত, ইহার নাম সুষুম্না। এই নাড়ীদ্বারা উৎক্রমণ হইলে অর্থাৎ প্রাণবায়ু নির্গত হইলে মোক্ষ, আর অন্যান্য নাড়ীদ্বারা সংসার-গতি লাভ হয়। বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞানী) ব্যক্তি এই নাড়ীদ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া রবিরশ্মিদ্বারা ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন ; ঐ উপনিষদেই বর্ণিত আছে—ব্রহ্মোপাসকগণের মৃত্যু হইলে পুত্র-শিষ্যাদি শব-সংস্কার না করিলেও তাঁহারা অর্চ্চিরাদি মার্গে হরির নিকট গমন করেন। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে,—ঐরূপ মৃত ব্যক্তি দেবযান-পথে আসিয়া প্রথমে অগ্নিলোক, পরে বায়ুলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক, পরিশেষে ব্রহ্মলোকে উপনীত হন। বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে—হরিধ্যানকারী ব্যক্তি যখন ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তখন প্রথমে বায়ুলোকে গমন করেন, তারপরে রথচক্রের ছিদ্রের মত অবকাশ দিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন। কোন স্থানে সূর্য্যদ্বারে বিরজাধামে গমন করার কথা শোনা যায়। এস্থলে সংশয় হইতেছে যে, উক্ত পথগুলি কি ভিন্ন ভিন্ন? তদুত্তরে বেদান্ত ৪।৩।১ সূত্রে বলিতেছেন,—"অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ" অর্থাৎ সকল বিদ্বান্ ব্যক্তিই অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ছান্দোগ্যে ৫।১০।১ মন্ত্রে উক্ত আছে—'তদ্ য ইত্থং বিদুর্য্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিষমিতি' অর্থাৎ যে-সকল গৃহস্থ এই পঞ্চাগ্নির স্বরূপ উক্তপ্রকারে বিদিত হন এবং যে-সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাসহকারে তপানুষ্ঠান করেন তাঁহারা উভয়েই মৃত্যুর পর অর্চ্চিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন।

এস্থলে যেমন ক্রমমুক্তিমার্গে অর্চ্চিরাদিমার্গ ব্রহ্মলোকগমনের মুখ্যপথ, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ মুখ্য, আর উপেন্দ্রাদি অবতারগণের শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশপূর্ব্বক অবতরণ গৌণ। লীলা-অপ্রকটকালে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ধামে প্রেরণ করিয়া নিজ নিত্যলীলায় বৃন্দাবনাদি ধামে অপ্রকটভাবে বিহার করেন, ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে উদ্ধবের উক্তি,—

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতে পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ।। (ভাঃ ১১।১১।২৮)

তুমি ব্রহ্ম, পরম ব্যোম, প্রকৃতির অতীত ভগবান্। নিজের ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ বপুসকল আত্মসাৎ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। সাক্ষাৎ ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারই বৈভব ব্রহ্ম ও পরম ব্যোম বৈকুণ্ঠ। তিনি কি-প্রকারে অবতীর্ণ? স্বেচ্ছাক্রমে নিজ নিজ ধাম হইতে পৃথক্ বপু অর্থাৎ নিজাবির্ভাব উপেন্দ্রাদিকে আকর্ষণ করিয়া অবতীর্ণ।

তৃতীয়স্কন্ধ ২।১৫ শ্লোকে উদ্ধবের বিদুরের প্রতি উক্তিতেও দেখা যায়,—

স্বশাস্তরূপেম্বিতবেতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ।।

স্বীয় শান্তরূপ ভক্তসকল অশান্ত মূঢ় ব্যক্তিগণের দ্বারা উপদ্রুত হইলে ভক্তানুগ্রহ-কারক পরাবরেশ অজ ভগবান্ মহদংশযুক্ত হইয়া কাষ্ঠস্থিত অগ্নির ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন। এস্থলে মহৎ অংশ "মহান্ নিজ অংশ" যুক্ত হইয়া। ভাগবত ১০।২।৯ শ্লোকেও ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে,—

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি।।

আমি অংশসকলের ভাগ = ভজন (প্রবেশ) যাহাতে তাদৃশ পরিপূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব, তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে আবির্ভূত হইও।

শ্রীকৃষ্ণে নিখিল অবতারের প্রবেশহেতু তাঁহার অবতারকালে তিনিই যুগাবতার হইয়া থাকেন। শ্রীব্রজরাজের প্রতি গর্গের উক্তি,—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।

তোমার এই পুত্র প্রতিযুগে শরীর পরিগ্রহ করেন। শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণ হইয়াছিল, অধুনা কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রতি যুগে তনুপ্রকটকারী তোমার পুত্রের যদিও অন্য শুক্লাদিবর্ণ রহিয়াছে, তথাপি ইদানীং ইঁহার প্রাদুর্ভাববিশিষ্ট দ্বাপরে অন্য যুগাবতারগণ কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ইঁহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা স্বরূপতঃ কৃষ্ণবর্ণ নহেন, তাঁহাদিগকেও কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছেন। ***কৃষ্ণের সর্ব্বাকর্ষকত্বহেতু 'কৃষ্ণ' এই নাম।***

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

ভ্রম-সংশোধন

সংখ্যা	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৪র্থ	১২৬	২৮	shold	should
,,	১৫৬	১০	পরীক্ষার	পরীক্ষায়
,,	১৫৭	২৫	ত্ববেহ	তবেহ
,,	,,	৩২	সা চ মে	স চ মে
,,	১৫৯	১৬	অনাবৃত্তি	অনাবৃত্তিঃ
,,	,,	১৭	অনাবৃত্তি	অনাবৃত্তিঃ
,,	,,	২০	কৈবল্যায়	কৈবল্যং
,,	,,	৩০	কর্ণবেদ	কর্ণবেধ
,,	,,	৩২	কর্ণবেদ	কর্ণবেধ
,,	,,	৩৪	চেতনকর্ণ	অবশ্য চেতনকর্ণ
,,	১৬০	৭	আমার বাস্তব	আমার যাতে বাস্তব
৮ম	৩০৫	২	লাভি'	লাগি'

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫২শ বর্ষ } ৫ নারায়ণ, ক্ষীরোদশায়ী, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৪০৭, ইং ১৬/১২/২০০০ { ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপৃথ্বীদেবী-কৃতং শ্রীশ্রীপৃথু-স্তবাষ্টকম্

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশেঽধ্যায়ে—২৯-৩৬]

শ্রীপৃথিব্যুবাচ,—

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় মায়য়া
বিন্যস্ত-নানাতনবে গুণাত্মনে।
নমঃ স্বরূপানুভবেন নির্দ্ধূত-
দ্রব্যক্রিয়াকারক-বিভ্রমোর্ম্ময়ে।। ১।।

(প্রজাবৎসল পৃথু-মহারাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া "পৃথ্বী-কর্ত্তৃক ওষধীবীজ-গ্রাসই দুর্ভিক্ষের কারণ" নির্ণয় করিয়া গোরূপ-ধারিণী ধরিত্রীর দোহনোদ্দেশ্যে তদুপরি শরসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ভীতা বসুন্ধরা দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি-সহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—)

শ্রীপৃথিবী কহিলেন,—যিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা নানাপ্রকার তনু প্রকটিত করিয়া প্রাকৃত প্রতীতিতে প্রতীয়মান হন, কিন্তু বস্তুতঃ যাথাত্ম্যজ্ঞানহেতু দ্রব্যক্রিয়াকারকে অর্থাৎ অধিভূত, অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবাদিতে যে অহঙ্কার ও তন্নিমিত্ত রাগ-দ্বেষাদি তাহা হইতে নির্ল্লিপ্ত, তাদৃশ পরমপুরুষ আপনাকে আমি নমস্কার করি।। ১।।

যেনাহমাত্মায়তনং বিনির্ম্মিতা
ধাত্রা যতোঽয়ং গুণসর্গ-সংগ্রহঃ।
স এব মাং হন্তুমুদ্যতায়ুধঃ স্বরা-
ড়ুপস্থিতোঽন্যং শরণং কমাশ্রয়ে।। ২।।

যে বিধাতা আমাকে প্রাণিগণের আবাসস্থলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি আমাতে জরায়ুজ (মনুষ্য, পশ্বাদি), অণ্ডজ (পক্ষী, সরীসৃপাদি), স্বেদজ (কৃমি, মৎকুণাদি) এবং উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষাদি)-ভেদে চতুর্ব্বিধ গুণময়-দেহধারী ভূতগ্রাম ধারণ করিয়াছেন, সেই স্বরাট্ পুরুষই যখন স্বয়ং উদ্যতাস্ত্র হইয়া হনন করিতে উপস্থিত, তখন আমি আর কাহার শরণাগত হইব? ২।।

য এতদাদাবসৃজচ্চরাচরং
স্ব-মায়য়াত্মাশ্রয়য়াবিতর্ক্যয়া।
তয়ৈব সোঽয়ং কিল গোপ্তুমুদ্যতঃ
কথং নু মাং ধর্ম্মপরো জিঘাংসতি।। ৩।।

যে ভগবান্ সৃষ্টির আদিতে জীববিষয়িণী স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা এই চরাচর জৈব-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে ভগবান্ই আবার স্বীয় পালনী-শক্তিদ্বারা পৃথুরূপে ইহার রক্ষণোদ্যত, সেই ধর্ম্মপালক পুরুষ আবার কি-প্রকারে আমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ৩।।

নূনং বতেশস্য সমীহিতং জনৈ-
স্তন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়াকৃতাত্মভিঃ।
ন লক্ষ্যতে যস্ত্বকরোদকারয়দ্
যোঽনেক একঃ পরতশ্চ ঈশ্বরঃ।। ৪।।

ভগবানের দুর্জ্জয়া মায়াদ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের পক্ষে সমর্থশালী পুরুষের আচরণ দুরধিগম্য। ঈশ্বর স্বতন্ত্র হইয়াও ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি করান ; তিনি স্বয়ং এক হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা অনেক হইয়া থাকেন।। ৪।।

সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভি-
র্দ্রব্যক্রিয়া কারকঃ চেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধ-বিরুদ্ধ-শক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে।। ৫।।

যে ভগবান্ স্বীয় শক্তিস্বরূপ মহাভূত, ইন্দ্রিয় দেবতা, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ করিতেছেন, যাঁহার শক্তিসকল প্রবল এবং পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবসম্পন্ন, সেই অচিন্ত্যশক্তিশালী পরম পুরুষ বিধাতাকে আমি নমস্কার করি।। ৫।।

স বৈ ভবানাত্ম-বিনির্ম্মিতং জগদ্-
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাত্মকং বিভো।
সংস্থাপয়িষ্যন্নজ মাং রসাতলা-
দভ্যুজ্জহারাম্ভস আদিশূকরঃ।। ৬।।

হে বিভো! হে অজ! যিনি স্বীয় মায়াশক্তিদ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনিই সেই পুরুষ ; আপনিই স্বনির্ম্মিত ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাত্মক এই জগৎকে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিবার জন্য আদিশূকর-রূপ ধারণ করিয়া জলময় রসাতল হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন।। ৬।।

অপামুপস্থে ময়ি নাব্যবস্থিতাঃ
প্রজা ভবানদ্য রিরক্ষিষুঃ কিল।
স বীরমূর্ত্তিঃ সমভূদ্ধরাধরো
যো মাং পয়স্যুগ্রশরো জিঘাংসসি।। ৭।।

আপনিই সেই ধরাধর বরাহ-মূর্ত্তি ; আমি জলের উপরিভাগে তরণীর ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছি। আপনার প্রজাকুল সেই তরণীরূপা আমাতে অবস্থিত ; কিন্তু অদ্য আপনি প্রজাগণের রক্ষণ-বাসনায় ধরমূর্ত্তি পৃথু-রূপ প্রকাশিত করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধের জন্য সর্ব্বাধারভূতা আমাকে তীব্র বাণ-সংযোগে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছেন! ৭।।

নূনং জনৈরীহিতমীশ্বরাণা-
মস্মদ্বিধৈস্তদ্‌গুণসর্গ-মায়য়া।
ন জ্ঞায়তে মোহিত-চিত্তবর্ত্মভি-
স্তেভ্যো নমো বীর-যশস্করেভ্যঃ।। ৮।।

হে দেব! ঈশ্বরের গুণ-সর্গরূপা মায়াদ্বারা অস্মদ্বিধ জনসমূহের চিত্তবর্ত্ম নিশ্চিতই মোহিত হইয়া আছে, যেহেতু আমরা ভগবদ্ভক্তগণেরই ক্রিয়াদি জানি না, (পরমেশ্বরের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই)। অতএব সেই পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁহাদিগকেও আমি নমস্কার করি। ভক্তগণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের যশোবর্দ্ধন করিয়া থাকেন, আমি সেই ভগবদ্ভক্তগণকে নমস্কার বিধান করিতেছি।। ৮।।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৬ পৃষ্ঠার পর]

রসতত্ত্ব

১। রসোদয় কি?

"ভগবানের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধাবিষ্কারই রসোদয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

২। রসতত্ত্ব কি প্রাকৃত?

"রসতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত ; তাহাতে জড়দেহের স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধ নাই, তাহাতে সমস্তই চিন্ময়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৫।১

৩। রসোদ্ভাবনের ক্ষেত্র কি?

"জীবের সিদ্ধ-দেহেই রসোদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য ; কোনক্রমে এই জড়-বদ্ধদেহে তাহার সম্বন্ধ না জন্মে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

৪। রস কয় প্রকার? তত্তদ্‌রসের উৎপত্তিস্থান কি?

"রস তিনপ্রকার অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-রস, স্বর্গীয়-রস এবং পার্থিব-রস। পার্থিব-রস (মিষ্টাদি)—ষড়্‌বিধ। সেই রস পার্থিব ইক্ষু-খর্জ্জুরাদিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয়-রস মানসিক ভাবনিচয়ে দৃষ্ট হয়। তাহাতেই জীব ও জীবের মধ্যে নায়ক-নায়িকাত্ব স্থাপিত হইয়া রসোদ্ভাবিত হয়। বৈকুণ্ঠ-রস কেবল আত্মাতেই লক্ষিত হয়।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৮ম প্রঃ

৫। পার্থিব, স্বর্গীয় ও বৈকুণ্ঠ-রসে পার্থক্য কি?

"আত্মাতে রসের প্রাচুর্য্য হইলে মন পর্য্যন্ত তাহার ঢেউ লাগে। ঢেউ মনকে অতিক্রম করত সাধক-শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তখনই পরস্পর রসের পরিচয়। **বৈকুণ্ঠরসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র নায়ক।** এক বৈকুণ্ঠ-রসই ফলিত হইয়া স্বর্গীয় মানস-রসরূপে পরিণত ; পুনশ্চ প্রতিফলিত হইয়া পার্থিব-রস হইয়াছে। তজ্জন্য ত্রিবিধ রসেরই বিধান, প্রক্রিয়া ও স্বরূপ একই প্রকার। বৈকুণ্ঠরসই বৈষ্ণবের জীবন। অন্য দুইপ্রকার রস বৈকুণ্ঠ-রসোদ্দেশক না হইলে নিতান্ত ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয়। নীচ-প্রবৃত্তি-পরবশ লোকেরাই স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবগণ বিশেষ সতর্কতা-সহকারে স্বর্গীয় ও পার্থিব-রস পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-রসের আলোচনা করিয়া থাকেন।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৮ম প্রঃ

৬। ভাব ও রসে পার্থক্য কি?

"ভাব এক-একটী ছবির ন্যায় ; রস একখানি চিত্রপট-স্বরূপ—যাহাতে অনেকগুলি ছবি থাকে। কয়েকটী ভাব সমবেত হইয়া রসকে উদয় করায়।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৮ম প্রঃ

৭। অপ্রাকৃত-শৃঙ্গার-রস-তরুর মূল শ্রীমাধবেন্দ্র-ধারার বৈশিষ্ট্য কি?

"শুদ্ধভক্তিবাদী বেদান্তমূলক বৈষ্ণবগণ—চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্রের গুরু শ্রীলক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-সময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই অপূর্ব্ব শ্লোক-রচনাদ্বারা শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, **মথুরা-রাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম।** এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে দীনদয়ার্দ্রনাথকে এইভাবে ডাকিবেন—*** কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হওয়ায় তিনি তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন,—'হে কান্ত! তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল ; বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই? আমাকে দীন-জন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও।' শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব-দর্শনে যে ভাব-বৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, মাধবেন্দ্রপুরী—শৃঙ্গার-রসতরুর মূল, ঈশ্বরপুরী—তাঁহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু—তাঁহার মূল স্কন্ধ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ—তাঁহার শাখা-প্রশাখা।"

—অঃ প্রঃভাঃ ম ৪।১৯৭

৮। ত্যাগী ও ভোগি-সম্প্রদায় কি অপ্রাকৃত মধুর-রসের অধিকারী?

"নিবৃত্তপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের শুষ্কতা-নিবন্ধন তাহাদের পক্ষে মধুর-রস নিতান্ত অনুপযোগী ; আবার জড়প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ-ধর্ম্ম দুরূহ হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

৯। রসের অধিকারী কাহারা?

"ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতপ্রেম লোকেরাই রসাধিকারী। যাহারা এখন পর্য্যন্ত শুদ্ধ-রতি ও জড় হইতে বৈরাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদের রসাধিকার-চেষ্টা বিফল ; সুতরাং চেষ্টা করিতে গেলে রসকে 'সাধন' বলিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১০। কেহ কি কাহাকেও রস শিক্ষা দিতে পারেন?

"**রস সাধনাঙ্গ নয়** ; অতএব যদি কেহ বলেন,—'আইস, তোমাকে রস-সাধন শিক্ষা দেই,' সে কেবল তাহার ধূর্ত্ততা বা মূর্খতা-মাত্র।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১১। রসতত্ত্ব কি জ্ঞানের বিষয়?

"রস জ্ঞাত হইবার বিষয় নয়, কেবল আস্বাদনের বিষয়। জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটী জ্ঞানের প্রাথমিক ব্যাপার, তাহা সমাপ্ত না হইলে জ্ঞানের চরম ব্যাপার যে আস্বাদন তাহা হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১২। যুক্তিদ্বারা কি রসতত্ত্বের উপলব্ধি হয়?

"কেবল যুক্তিদ্বারা রসতত্ত্ব অনুভূত হয় না। যুক্তিদ্বারা চিদ্রস অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক, জড়রসও বিচারিত হইতে পারে না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৩। জীব কি রসের নায়ক বা বিষয় হইতে পারে?

"গোপী হইয়া কৃষ্ণকে মধুর রসের দ্বারা সেবাই ভক্তের কর্ত্তব্য। **যিনি কৃষ্ণ সাজিয়া এই রস আস্বাদন করিবেন, তিনি অবশ্য অবিলম্বে নরকে গমন করিবেন।** শঠ, ধূর্ত্ত, কুটীনাটী-পরায়ণ লোকেরাই এই অপরাধ করিয়া থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীরূপশিক্ষা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৮ পৃষ্ঠার পর]

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।

—বিচার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বেদান্ত ব্যাখ্যা কর্‌তে গিয়ে জড়মুক্তি পোষণ কর্‌লে মঙ্গল হয় না। ভগবান্‌কে পার্থিব পদার্থ জ্ঞান ক'রে আমরা তাঁর দ্রষ্টা হ'য়ে যাব, তা হয় না। দিব্যজ্ঞানের অভাবে জড়বস্তুর প্রভুতাধর্ম্মে অবস্থিত হ'য়ে ভজনরাজ্য হ'তে বিক্ষিপ্ত হ'চ্ছি। হরিলীলা বুঝ্‌তে না পার্‌লে বলব সীতারামের উপাসনা more ethical। ভাণ্ডারকার যে description দিয়েছেন, তা dissuading, not persuading . ব্রজে না এলে ব্রজবাস হ'বে না। মূর্খতায় আবদ্ধ থাকা ব্রজবাস নয়। "ওরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু" প্রভৃতি দাসগোস্বামীর বিচার বুঝ্‌তে হ'বে—তাঁ'র কথা

শুনতে হ'বে। জড় জগৎভোগ ব্রজবাস নয়। এটা আধ্যক্ষিকতা। ব্রজবাসিগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবা করেন। তাঁ'দের বিচার,—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।

অধোক্ষজবিমুখ দল ইহজগতে বড় হ'য়েছেন। কৃষ্ণসংসারের বিচার ওরূপ নয়। বদ্ধাবস্থায় থাক্‌লে মঙ্গল হ'বে না। ব্রহ্মার লোকে গিয়েও অমঙ্গল, কিন্তু বিষ্ণুদাস-বিচারে মঙ্গল। তা' না বিচার কর্‌লে 'অনলহক্' হ'য়ে যাব। আমি খোদা নই, বান্দা। দৃশ্যজগৎ বর্ণন ক'রেছেন।

তার মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ।।
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর।।
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে।।
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।।
কোটি জ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।।

জঙ্গম-মধ্যে কতক জলে বাস করে—নক্রমকরাদি। স্থলে মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গাদি। জলে অল্পনিঃশ্বাসে কার্য্য হয়। এখানে বেশী নিঃশ্বাস দরকার হয়। কতকগুলি তির্য্যক্—আকাশপথে বিচরণ করে। তা'র বাইরে স্বর্গ—সেখানে দেবতাসকল। বদ্ধজীবগণ ভিন্ন ভিন্ন আকারে অবস্থিত। গুণ-মায়ারচিত জগতে ত্রিগুণের ক্রিয়া। পরিমাণ গুণ্‌লে জীব অনেক।

কতক লোক বলে—Vox populi vox de. জনমত incorrect। তারা ভোট নিয়ে কাজ কর্‌তে চায়। কিন্তু সেবাপরায়ণের বিচার তা' নয়, তারা এ হ'তে বহুদূরে।

So-called Buddhist বা Christianদের সংখ্যা অনেক। অবিচারক-সম্প্রদায়ে ভারত প্লাবিত। তা'রা হিন্দু ব'লে পরিচয় দেয়, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম তা' নয়। তাঁ'দের কর্ত্তব্য বিষ্ণুসেবা, কিন্তু তাঁ'রা বলেন সকলেই পঞ্চোপাসনা কর্‌ছে, তোমরাও কর। মানুষের সংখ্যা অনেক কম। তন্মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবরাদি ভক্তিহীন সম্প্রদায়। কিন্তু তারাও হরিভজন কর্‌লে মায়া অতিক্রম কর্‌তে পারে।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪০৭ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০০

যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে।।

ম্লেচ্ছ—যা'রা অসদাচারী। ভক্তিসদাচার যা'রা জানে না, তা'রা কম-বেশী ম্লেচ্ছ। শবরগণের বিচার হ'য়েছিল শ্রীমূর্ত্তি ধ্বংস করা। জগন্নাথমন্দিরে শবরগণ converted। এরা পাপজীব। বর্ত্তমান হিন্দু পঞ্চোপাসকগণ। এরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা।।

ভারতবর্ষ বৌদ্ধে আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিল, তা'দের রক্ষা কর্‌তে গিয়ে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ স্থাপন। পঞ্চোপাসনার পর নির্ব্বিশিষ্ট বিচার—উপাধিটা ভেঙ্গে গেলে আর ভক্তি কর্‌তে হ'বে না। বৌদ্ধদের বিচার—"অসতো সদ্‌জায়ত।"

Impersonal দের বিচার—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।।"

ভক্তগণ সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্যাদি প্রদান কর্‌লেও লন না। তাঁ'রা বলেন,—

পরের সোণা দিও না কাণে।
প্রাণ যাবে তোমার হেঁচকা টানে।।

তাঁ'দের বিচার—ভগবানের সেবা কর। ব্রহ্মে বিলীন হ'বার বিচারকারী অপরাধী; চতুর্ব্বিধ মুক্তি যা'দের হৃদয় অধিকার ক'রে, তা'রা অভক্ত। ঈশ্বরসাযুজ্যকামনা আরও ঘৃণ্য। ব্রহ্মসাযুজ্য Suicide করা। মুদিমাকালীর চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, অপরাধী বৈষ্ণব-সজ্জায় পাঠ সর্ব্বনাশের হেতু। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নামধারীর দল নিজেদের সর্ব্বনাশ আন্‌ছে। ভোগ পরিহার কর্‌ছে না। লাম্পট্যধর্ম্ম থাক্‌লে জন্মজন্মান্তর ছাগ-যোনিতে জন্মাতে হ'বে। মূঢ়তা বর্জ্জন ক'রে বৈষ্ণব হওয়া দরকার। ভোগের দিকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। ধাতুপাত্র ব্যবহার করবে না, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ কর্‌বে। অধোক্ষজের সেবার নাম ভক্তি—এটা জানান দরকার। শোচ্য জীবগণ শোচ্য-ব্যাপারকে ভক্তি ব'লে চালাচ্ছে। Pretending nature নিয়ে সর্ব্বনাশ কর্‌ছে। তা'রা বেদ মুখে মানে। দ্বিজিহ্ব hypocrite বেদে পাপ কর্‌তে নিষেধ ক'রেছে, তা' কর্‌বে। সাত্ত্বিকও হ'বে না, অধার্ম্মিক থাক্‌বে। ধর্ম্মাচারী-মধ্যে অনেক কর্ম্মনিষ্ঠ, ভোট নিলে বৈষ্ণব পাওয়া যাবে না। গুরুদেব বোষ্টমদের সঙ্গ কর্‌তে নিষেধ কর্‌তেন। তাঁ'র কিছু টাকা ছিল। কুণ্ডতীরে বনমালী রায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন বৈষ্ণবসেবা কর্‌তে। আজকাল ** হ'য়েছে। 'হরে কৃষ্ণ' নাম করিয়ে নিয়ে চাউল দেয়। চাউলের জন্য নামকে পণ্যদ্রব্য ক'রেছে। বৈষ্ণব একটীমাত্র পাওয়া যায়, তাঁর বন্ধুসূত্রে দু'চারজন পাওয়া যায়।

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।"

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১২)

শ্রীকৃষ্ণ-রূপের নিত্যস্থিতি সম্বন্ধে ভাগবত-বচন,—

লোকাভিরামং স্বতনুং ধারণা-ধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্।।

যোগিগণের মত শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দমৃত্যু নিষেধ করিতেছেন। যোগিগণের মৃত্যু তাঁহাদের ইচ্ছাধীন ; তাঁহারা আগ্নেয়ী যোগধারণাদ্বারা নিজতনু দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন, কিন্তু শ্রীভগবান্ তাহা করেন না ; তিনি দগ্ধ না করিয়াই নিজতনু-সহ বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশ করেন। তাহার কারণ লোকসকলের অভিরাম অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সেই তনুতে লোকসকলের অবস্থিতি। সুতরাং তাহা জগতের আশ্রয় বলিয়া তাহা দগ্ধ হইলে জগদ্দাহ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-রূপই ধারণা-ধ্যানের মঙ্গল অর্থাৎ এইরূপের ধ্যান-ধারণাদ্বারা মঙ্গললাভ হইয়া থাকে, রূপের নিত্যতা না থাকিলে ধ্যান-ধারণাদি সম্ভব হয় না। সাক্ষান্মন্মথমন্মথ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-রূপ না থাকিলে কাহার চিন্তা ধারণা করিবে? অর্থাৎ তাহারও বাধা হইয়া পড়ে। তাঁহার দর্শনাদির ফল,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।।

ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ, সর্ব্বসংশয় ছেদন ও নিখিল কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

মনোহর রূপ-গুণবিশিষ্ট বস্তুতে মন স্বাভাবিক আকৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণে রূপ-গুণের চরম উৎকর্ষ। শ্রীকৃষ্ণরূপে অসাধারণ সর্ব্বাকর্ষণ-সামর্থ্য বিদ্যমান।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চানন্দ-স্বরূপকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।।

'কৃষি' সত্তাবাচক এবং 'ণ' আনন্দবাচক। উভয়ের একত্বে পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ কথিত হন। আনন্দদ্বারা আকর্ষণ করাই শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব। সুতরাং যদি একবার তাঁহাতে চিত্ত স্থাপিত হয়, তবে তাহা হইতে চিত্তবৃত্তি অন্যত্র আকৃষ্ট হয় না। এজন্যই ধারণা-ধ্যান মঙ্গল বলা হইয়াছে। অতএব মায়াবাদীর মতে শ্রীকৃষ্ণরূপের অনিত্যতা খণ্ডিত হইল।

সমস্ত অবতারের নিত্য প্রাকট্য প্রদর্শন ৫ম স্কন্ধ, ১৭শ অঃ, ১৫শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—নবস্বপি বর্ষেষু ভগবান্নারায়ণো মহাপুরুষঃ পুরুষাণাং তদনুগ্রহায়াত্মতত্ত্ব-ব্যূহেনাত্মনাদ্যাপি সন্নিধীয়তে। জম্বুদ্বীপ নয়টী বর্ষে বিভক্ত,—অজনাভ, কিংপুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক্, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। এই নয়টী বর্ষে মহাপুরুষ নারায়ণ জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য আত্মতত্ত্বব্যূহে সাক্ষাৎ নিজ মূর্ত্তিসকল-

দ্বারা তাহাদের সন্নিহিত হইয়া থাকেন। এই সন্নিধান সাক্ষাৎরূপে, প্রতিমাদিরূপে নহে। ঐ সকল বর্ষে সাক্ষাৎরূপেই তাঁহারা বিরাজমান। উক্ত পঞ্চমস্কন্ধোক্ত শ্লোকের ন্যায় বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরের শ্রীকৃষ্ণ-সহস্রনামেও তদ্রূপ নিত্যত্ব বর্ণিত,—

তস্য হৃষ্টাশয়া স্তুত্যা বিষ্ণুর্গোপাঙ্গনাবৃতঃ।
তাপিঞ্ছশ্যামলং রূপং পিঞ্ছোত্তং সমদর্শয়ৎ।।

তাহার স্তুতিতে আনন্দিত হইয়া গোপাঙ্গনাবৃত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিখিপুচ্ছ-চূড়ালঙ্কৃত তমালশ্যামল-রূপ সম্যক্ দর্শন করাইয়াছিলেন। এই শ্লোকের অগ্রে উক্তি,—

মামবেহি মহাভাগ কৃষ্ণং কৃত্যবিদাম্বর।
পুরস্কৃতোঽস্মি ত্বদ্ভক্ত্যা পূর্ণাঃ সন্তঃ মনোরথাঃ।।

—হে মহাভাগ! কর্ত্তব্যাভিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! আমি কৃষ্ণ, আমাকে অবগত হও। তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া আমি তোমার অগ্রে উপস্থিত। তোমার মনোরথসকল পূর্ণ হউক।

পাদ্মে ব্রহ্মার বাক্য,—

ততোঽপশ্যমহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভম্।
গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ।।
কদম্বমূল আসীনং পীতবাস-সমুদ্ভূতম্।
বনং বৃন্দাবনং নাম নবপল্লব-মণ্ডিতম্।।

হে ভূপ! তদনন্তর কালমেঘের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট অদ্ভুত বালককে দেখিলাম। তিনি পীতবস্ত্র পরিহিত গোপবেশ, কদম্বমূলে উপবিষ্ট, গোপকন্যাবৃত, গোপবালকসহ হাস্যপরায়ণ, আর নবপল্লবমণ্ডিত বৃন্দাবন-নামক বনে বিরাজিত।

ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র জপ-প্রসঙ্গে,—

অহর্নিশং জপেদ্ যস্তু মন্ত্রী নিবৃত মানসঃ।
স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্।।

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি সংযতচিত্তে দিবানিশি মন্ত্র জপ করিলে গোপ-বেশধারী শ্রীহরিকে নিঃসন্দেহে দর্শন করিয়া থাকেন।

সনকাদির নিকট ব্রহ্মার উক্তি—"তদুহোবাচ ব্রহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাদাবির্ব্বভূব ইতি।" সনকাদি মুনিগণ পঞ্চপদাত্মক মন্ত্রের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—হে পুত্রগণ! তোমাদের সম্মুখে যে আমাকে দেখিতেছ, এই আমি পূর্ব্বে পরার্দ্ধকাল ধ্যান ও স্তব করিলে শ্রীগোপাল আমার বিষয় অবধান করিয়াছিলেন। সেই গোপবেশধর পুরুষ পরার্দ্ধান্তে আমার অগ্রে আবির্ভূত হন।

এইসকল বচন হইতে সাধনফলে সকলসময়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কথা জানিতে পারা যায়, তদ্দ্বারা তাঁহার নিত্যস্থিতি প্রমাণিত হইতেছে।

বৌধায়ন-স্মৃতিতেও দেখা যায়,—

গোবিন্দ গোপীজনবল্লভেশ বিধ্বস্তকংস ত্রিদশেশবন্দ্য
গোবর্দ্ধনাদ্রি-প্রবরৈক হস্ত-সংরক্ষিতাশেষগব প্রবীণ।
গো-বেত্র-বেণুক্ষপণ প্রভূতমান্ধ্যং তথোরগ্রং তিমির ক্ষিপাশু।।

হে গোবিন্দ! হে গোপীজনবল্লভ! হে ঈশ! হে বিধ্বস্ত কংস! হে ত্রিদশেশবন্দ্য (দেবতা-শ্রেষ্ঠগণের প্রণম্য)! হে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রবরেকহস্ত অর্থাৎ একহস্তে পর্ব্বতধারি! হে কংস রক্ষিতাশেষ গবপ্রবীণ! হে গো-বেত্র-বেণুক্ষপণ! প্রচুর অন্ধতা ও উগ্রতিমির-রোগ সত্বর নাশ কর।

একমাত্র চিচ্ছক্তিদ্বারা অভিব্যক্ত শ্রীভগবৎ-পরিচ্ছদাদির ও শ্রীভগবৎস্বরূপের ন্যায় নিত্যস্থিতি এবং তজ্জন্য তৎসমূহের আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটে। সে-সকল সর্ব্বথা উৎপত্তি বিনাশ-রহিত। দ্বিতীয় সন্দর্ভে ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যস্থিতি যদি নিশ্চিত হয়, তবে জন্মলীলা-বিস্তারের হেতু কি? তদুত্তর—'জগৃহে পৌরুষং রূপম্' শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অর্থ—লোকে অভিব্যক্তির অপেক্ষায় রূপগ্রহণ। তৎকৃত তন্ত্র-ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—যে রূপ অহেয়, উপাদেয়, নিত্য এবং অব্যয় তাহাই সমস্ত রূপের আশ্রয়। ভগবান্ ঈশ্বর রামকৃষ্ণাদি যে তনু গ্রহণ ও বিসর্জ্জন করেন, তাহা কেবল মূঢ়বুদ্ধি জনগণের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। যোগমায়ার আবরণ-প্রভাবে গুপ্তভাবে স্থিত ভগবানের যখন সেই আবরণ উন্মোচন করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তাহার রাম-কৃষ্ণাদিরূপ লোকের নিকট প্রকট করেন। রূপের এই প্রকটনকে 'গ্রহণ' বলা হয়। তাহা লোকলোচনের অন্তরালে স্থিত রূপের লোকমধ্যে প্রকাশ মাত্র, সৃষ্টি নহে।

শ্রীকৃষ্ণের বিভুতা, সর্ব্বব্যাপকতা প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিতেছেন,—

বিধূয় তদমেয়াত্মা ভগবান্ ধর্ম্মগুব্বিভুঃ।
মিষতো দশমাস্যস্য তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরিঃ।। (ভাঃ ১।১২।১১)

উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মাস্ত্র-তেজ হইতে পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া ভক্তবাৎসল্যরূপ ধর্ম্মের রক্ষক এবং সর্ব্বগত সেই ভগবান্ দশমাস-বয়স্ক পরীক্ষিতের সমক্ষেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। যে-স্থানে পরীক্ষিৎ তাঁহাকেই দেখিয়াছিলেন তিনি তথায়ই অন্তর্হিত হইলেন ; যেহেতু তিনি বিভু, সর্ব্বগত। সুতরাং আবির্ভাবের জন্য অন্যস্থান হইতে আসিতে অথবা তিরোভাবের জন্য অন্যত্র যাইতে হয় না।

মধ্বভাষ্য-ধৃত শ্রুতিতেও উক্ত হয়,—

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নরসিংহো বামনো রামো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধো কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহমমিতোঽহমনন্তঃ। নৈবেতে

জায়ন্তে নৈতে ম্রিয়ন্তে নৈষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্।

আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি—আমি শতপ্রকারে সহস্রপ্রকারে আবির্ভূত হই। এই সকল রূপের বৃদ্ধি নাই, জন্ম বা মৃত্যু নাই, অজ্ঞানবন্ধ নাই, মুক্তিও নাই। ইঁহারা সকলে পূর্ণ, অজর, অমর, অমৃত, পরম, পরমানন্দস্বরূপ।

ব্রহ্মপুরাণে পাদ্মোত্তরখণ্ডে মৎস্যাদি অবতারের পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠে অবস্থিতির কথা জানা যায়। "জনেষু মাং রক্ষতু মৎস্যমূর্ত্তিঃ"—এই উক্তির দ্বারা তাঁহার নিত্যতাই প্রমাণিত হয়।

ভাগবতে শ্রীশুকদেবোক্তি (১২।১১।২৫),—

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত-
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্।।

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসখ! হে বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ! হে পৃথিবীর বিঘ্নকারি-রাজন্যবংশের নাশক! হে অক্ষীণবীর্য্য! হে গোবিন্দ! গোপ-বনিতাসকল এবং নারদাদি মুনিগণ তোমার পবিত্র যশ গান করেন। তোমার নাম শ্রবণে মঙ্গল হয়। তুমি নিজ ভৃত্যগণকে রক্ষা কর।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

তিলক-ধারণ মাহাত্ম্য

ললাটাদিতে গোপীচন্দনাদি-রচিত চিহ্ন ধারণকেই তিলক-ধারণ বলা হয়। তিলকের অপর নামই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অর্থ ঊর্দ্ধগতি। বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তি নাভির ঊর্দ্ধদেশে ললাট, উদর, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠকূপ, দক্ষিণপার্শ্ব (কুক্ষি), ডানবাহু, ডানকন্ধর, বামপার্শ্ব (কুক্ষি), বামবাহু, বামকন্ধর, পৃষ্ঠ ও কটিদেশ—শরীরের এই দ্বাদশস্থানে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিয়া থাকেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনাকে 'হরিমন্দির' অঙ্কনও বলা হয়। দ্বাদশ স্থানের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল ললাট, তজ্জন্য ললাটে সর্ব্বপ্রথমে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা সকল শাস্ত্রের বিধি। এতৎপ্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়,—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবং তু, গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ, বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু, বামনং বামপার্শ্বকে।।

শ্রীধরং বামবাহৌ তু, হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ, কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।।
তৎপ্রক্ষালন-তোয়ন্তু বাসুদেবায় মূর্দ্ধ্নি।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্।
ললাটাদি ক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়াৎ।।"

বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বদা তিলক অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যে লব্ধদীক্ষ-দ্বিজ তিলক ধারণ করেন না, তাঁহাকে রাজা গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে বিপরীত দিকে আরোহণ করাইয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন—ইহাই শাস্ত্রবিধি। ব্রাহ্মণ যেমন পবিত্র যজ্ঞসূত্র সংরক্ষণ করিতে বাধ্য, বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত বৈষ্ণবও তদ্রূপ নিশ্চয়ই শিখা, সূত্র, তিলক, তুলসীর মালিকা ধারণ করিতে বাধ্য। বায়ুপুরাণে উল্লেখ রহিয়াছে,—"যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহার এইসকল কার্য্যের দ্বারা দোষ হয়।" এই প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে পাওয়া যায়,—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রৈর্বিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ।
তৎ সর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি।।

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম করিলে তৎসমস্ত নিত্য রাক্ষসের নিমিত্ত হয় এবং সেই ব্যক্তি নিরয়গামী হয়।" শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এক পড়ুয়াকে উপদেশ করিয়াছিলেন,—

প্রভু বলে,—"কেনে ভাই, কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার??
'তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান-সদৃশ'—বেদে বলে।
বুঝিলাঙ—আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই, তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা।।
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।১-১৩)

এই প্রসঙ্গে দেবর্ষি শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।। (পদ্মপুরাণ)

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদাধ্যায়, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তৎসমস্তই নিষ্ফল হয়।" ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য মানবদেহ দর্শন করিতে নাই, যেহেতু তাহা শ্মশানসদৃশ। উহা দর্শন করিলে শুদ্ধির জন্য সূর্য্য দর্শন করিতে হইবে।

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈবং তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ।। (পদ্মপুরাণ)

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্য শ্মশানসদৃশং মুখম্।
অবলোক্য মুখং তস্য আদিত্যমবলোকয়েৎ।।
(শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ২২৫ শ্লোক)
যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে নো নরস্য হি।
তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ।। (স্কন্দপুরাণ)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'পঞ্চসংস্কার' (সঃ তোঃ ২।৯) প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য শরীর—শবতুল্য, উহা দৃষ্ট হইলে অনুতাপদ্বারা স্নাত হওয়া কর্ত্তব্য। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য মন কেবলমাত্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিচরণ করে, ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্তি করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা করে।"

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের তাৎপর্য্য

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতো হরিঃ" অর্থাৎ ঊদ্ধপুণ্ড্রে হরি অধিষ্ঠিত থাকেন। পদ্মপুরাণে শিব-উমা সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্।।
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ।।

"যাহা নাসা হইতে কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতীব সুন্দর ও মধ্যে ছিদ্রসংযুক্ত, সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রই হরিমন্দির বলিয়া জানিবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণভাগে সদাশিব ও মধ্যভাগে হরি অধিষ্ঠিত থাকেন, সেইহেতু মধ্যভাগ লেপন করিবে না।" মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা অপরাধ। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন,—"যে মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করে, সে নারায়ণ ও কমলাকে দূর করিয়া দেয়।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'পঞ্চসংস্কার' প্রবন্ধে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"হরিমন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরিপাদপদ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিবার নামই জীবের ঊর্দ্ধগতি। তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অনুরক্ত হওয়ার নামই 'তাপ' ও 'পুণ্ড্র'। বদ্ধজীবের এই অলঙ্কার দুইটী অত্যন্ত আবশ্যক।"

ত্রিপুণ্ড্র ধারণকারী বৈষ্ণব নহেন, অবৈষ্ণব

স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বা তিলক ধারণ করেন এবং বিষ্ণুভক্ত-বিরোধী অবৈষ্ণবগণ ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন।" শুক্রাচার্য্যাদি মায়াপ্রকাশপূর্ব্বক অবৈষ্ণব-স্মৃতিসম্মত ও মোহন অর্থাৎ অসুরমতানুযায়ী ত্রিপুণ্ড্রের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্রং যঃ কুরুতে স নরাধমঃ।
ভুঙ্‌ক্ত্বা বিষ্ণুগৃহং পুণ্ড্রং স যাতি নরকং ধ্রুবম্।। (পদ্মপুরাণ)

"যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্র রচনা করে, সেই ব্যক্তি নরাধম। পুণ্ড্রস্বরূপ হরিমন্দির ভগ্ন করিলে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়, সন্দেহ নাই।" স্কন্দপুরাণ ত্রিপুণ্ড্র ধারণ-বিষয়ে নিষেধ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"যে ব্রাহ্মণের ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের পরিবর্ত্তে ত্রিপুণ্ড্র বিদ্যমান, তাহাকে স্পর্শ বা দর্শন করিলে সবস্ত্রে স্নান করিবে। বৈষ্ণবগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্থানে ত্রিপুণ্ড্র করিবেন না। যে ব্যক্তি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া কার্য্য করেন, তাহার সেই কার্য্য হরিসন্তোষের কারণ হয় না।" মৃত্যুকাল আগত হইলেও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ কর্ত্তব্য নহে, তৎকালে নারায়ণ ব্যতীত অন্য নাম উচ্চারণ করা উচিত নহে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কৃষ্ণামৃতমহার্ণবের ২২১ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

ত্রিপুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সম্প্রাপ্তে মরণেঽপি বা।
ন চান্য-নাম বিব্রূয়াৎ পরান্নারায়ণাদৃতে।।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণকারীর মহিমা

নারদীয় পুরাণ বলিয়াছেন,—"যেবা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি" অর্থাৎ যে বৈষ্ণবের কপালে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিদ্যমান, তিনি সমগ্র জগৎকে আশু পবিত্র করিয়া থাকেন।" যজুর্ব্বেদীয় হিরণ্যকেশীয় শাখায় পাওয়া যায়,—"মধ্যে ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রং যো ধারয়তি স ভুক্তিভাগ্ ভবতীতি" অর্থাৎ "যিনি মধ্যে ছিদ্রযুক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি মুক্তিলাভের যোগ্য।" কঠোপনিষদে উল্লেখ রহিয়াছে,—"ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা স্মরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদিস্থিতং পরাৎপরং যন্মহতোমহান্তম্" অর্থাৎ "যে মহাত্মা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুর ধ্যান করেন, তিনি পরাৎপর বিষ্ণুকে অনায়াসে হৃদয়ে ধারণ করেন।" ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী বৈষ্ণবকে দর্শন করিলে নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং ভক্তিসহকারে তাঁহার নাম স্মরণ করিলে যাবতীয় দানফল লাভ করা যায়। পদ্মপুরাণে গৌতম ঋষি অম্বরীষ মহারাজকে বলিয়াছেন,—"হে অম্বরীষ! যাহারা প্রত্যহ ললাটভাগে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, মহাপাপক্ষয় করিবার জন্য তাহাদিগকে দর্শন কর।"

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে শিবঠাকুর উমাকে বলিয়াছেন,—"যাঁহার দেহে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিদ্যমান থাকে, তাঁহার শরীর নারায়ণের বিশুদ্ধ মন্দিরস্বরূপ। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকালে যিনি ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া থাকেন, তাঁহার পিতৃগণ কোটিকল্পকাল পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন, সন্দেহ নাই।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ভগবানের উক্তি,—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো গৃহে যস্যান্নমশ্নুতে।
তদা বিংশৎ কুলং তস্য নরকাদুদ্ধারাম্যহম্।।

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী যে ব্যক্তির গৃহে অন্নভোজন করেন, আমি তাহার বিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করি।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪০৭ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০০

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা সৌম্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
স চাণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ।।

"যে ব্যক্তির ললাটদেশে সুন্দর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়, চণ্ডাল হইলেও তাঁহার আত্মা পবিত্র, তাঁহাকে নিশ্চয় পূজা করা উচিত।"

গরুড়পুরাণে বলিয়াছেন,—"মরণকালে যাঁহার বাহুদ্বয়ে, ললাটে, বক্ষঃস্থলে ও শিরোদেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত থাকে, তিনি মহাপাপী হইলেও কমলালয় বিষ্ণুধামে গমন করেন।" পদ্মপুরাণের কাশীখণ্ডে যম মহারাজ যমদূতগণকে বলিয়াছেন,—" হে দূতগণ! যাঁহার ললাটফলকে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত, জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ যত্নসহকারে তাঁহাকে দূরে বর্জ্জন করিবে।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো ম্রিয়তে যত্র কুত্রচিৎ।
শ্বপাকোঽপি বিমানস্থো মমলোকে মহীয়তে।।

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যেস্থানে যেভাবেই দেহ পরিত্যাগ করুক না কেন, তিনি চণ্ডাল হইলেও বিমানযোগে মল্লোকে আসিয়া পরমসুখে কালযাপন করেন।" অশুচিই হউক বা আচারভ্রষ্ট হউক অথবা মনে মনে পাপাচরণই করুক, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে সে ব্যক্তি সততই শুচি থাকেন।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ-বিষয়ে অঙ্গুলি ব্যবহারের গুণাগুণ

স্মৃতিতে পাওয়া যায়,—

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষসাধনী।।

"অনামিকা অভীষ্ট দান করে, মধ্যমা আয়ু বৃদ্ধি করে, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিসাধন করে ও তর্জ্জনী মোক্ষসাধন করে।"

মনুষ্যমাত্রেরই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'পঞ্চসংস্কার' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"তপ্ত হইয়া জীব সংসার হইতে উচিত বৈরাগ্য স্বীকার করেন, কিন্তু যে-পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র গ্রহণ না করেন, সে-পর্য্যন্ত তাপের ফল হয় না। *** হে তপ্ত জীব! বিলম্ব না করিয়া শরীর, মনে ও আত্মাতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করত পরমবৈষ্ণবধামের অভিমুখী হও। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য আত্মার স্বরূপ বিলুপ্ত হইয়া থাকে, অতএব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর।" ভগবদ্ভক্তগণ স্থিরচিত্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে ও প্রভাতে ভগবানের পূজা এবং নিজ মঙ্গলার্থ ও রক্ষার্থ ভয়নাশন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন এবং তাপক্লিষ্ট জীবকে উহা ধারণ করিতে উপদেশ করিবেন—ইহাই সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

কপিল

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৭ পৃষ্ঠার পর]

কপিলদেবের হৃদয় স্নেহরসে অভিষিক্ত হইল। মাতার অভিপ্রায়-মত তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"মাতঃ! আনন্দমূর্ত্তি সর্ব্বাকর্ষক শ্রীভগবানেই শুদ্ধ জীবাত্ম-স্বরূপের লৌল্য স্বভাব-সিদ্ধ। কিন্তু, তাঁহারই গুণময়ী মায়াশক্তি তাঁহাকে অন্তরাল করিয়া সম্মুখে প্রাকৃত রূপ-রসাদি ধরিয়া জীবকে ঐ প্রাকৃত বিষয়েই বদ্ধ করিতেছে। সাধুসঙ্গে ইন্দ্রিয়বর্গের ঐ স্বতঃসিদ্ধ-বৃত্তি বিষয় হইতে আবার তাঁহাতেই উন্মুখ হয়। ইহাই অভিসন্ধি-শূন্যা শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তি। এই ভক্তি মুক্তি হইতেও মহীয়সী। আমার অকিঞ্চন ভক্তগণ মুক্তিবাঞ্ছা কখনও করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা আমার সেবাতেই অনুরক্ত। আমার আনন্দচিন্ময় মদনমোহন রূপেই তাঁহারা একান্ত আসক্ত। ইহাতেই তাঁহারা ঐ মুক্তির প্রতি ফিরিয়া না চাহিলেও ঐ ভক্তিকিঙ্করী মুক্তি দাসীরূপে তাঁহাদের সেবা করে। তাঁহারা মুক্তলোক বা সিদ্ধলোক অতিক্রম করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। মুমুক্ষুর সদাবাঞ্ছিত ঐ সাযুজ্য-মুক্তি বা মোক্ষপদও কাল-বিপ্লুত। কিন্তু আমার অমল ভক্তিপথের প্রিয়তম ভক্তগণ আমার নিত্যধামে প্রবেশ লাভ করিয়া কালের সম্পূর্ণ অতীত অভয়পদ অধিকার করেন। আমার অনিমিষ-কালচক্র কদাচ তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে না। অতএব, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীভগবানের সুদৃঢ় ও সুনির্ম্মল ভক্তিযোগই জীবের পরম মঙ্গলের অদ্বিতীয় মহাপথ। মাতঃ! তুমিও সর্ব্বপ্রযত্নে এই পথ আশ্রয় কর।"

"শ্রীহরিই সর্ব্বকারণ-কারণ।" কেহ স্থূলবুদ্ধিবশে জড়া প্রকৃতিকেই জগতের মূল কারণ বলে। কিন্তু তাহা ভুল। প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষই মূল কারণ। তাঁহারই বীর্য্য ধারণ করিয়া প্রকৃতি সত্ত্ববতী হয় এবং প্রসবাদি কার্য্য করে। তাহা হইতে প্রথম এই অখিল জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। পরে তাহা হইতে এই জগতে সমস্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চমহাভূত ; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চ তন্মাত্র ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ঐ প্রকৃতি—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। পুরুষ—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিন প্রকৃতির গুণ—একত্রে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব। তন্মধ্যে ঈশ্বর ও জীব ভেদে পুরুষ দ্বিবিধ। প্রকৃতি সগুণ ; পরম পুরুষ ঈশ্বর নির্গুণ ; তিনি পরমাত্ম-স্বরূপে অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রকৃতি-জাত জীবদেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। জলাশয়-প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের মত নির্লিপ্ত থাকেন। তাঁহাকেই পরমাত্মা—পরম পুরুষ বলে। তাঁহারই অণুরূপ একাঙ্গ বা অঙ্গাভাস, প্রকৃতির গুণে অহঙ্কারযুক্ত

হইয়া জীব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই জীব নির্গুণ হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অভিমান করিয়া সুখ-দুঃখাদি দেহ-ধর্ম্মে লিপ্ত হন। আবার সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হইয়া নির্গুণস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। আমাতে তীব্র ভক্তিযোগ হইতেই বদ্ধজীব গুণাতীত অবস্থায় আমার নিত্য-সেবায় স্বরূপে অবস্থান করে।

"মাতঃ! অতঃপর এই গুণ-বন্ধন বা মায়াপাশ হইতে সম্যক্ মুক্তি পাইবার জন্য কিরূপে আমার ভজনা করিতে হয়, তাহাই বলিতেছি শুন। ভক্তিযোগীরা ধ্যানযোগে অন্তরে পরমাত্মার শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর শ্যামল-সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হন। শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভক্তগণ যে স্বয়ংরূপ শ্রীভগবানকে দর্শন করেন, তাহা অনুত্তম অতি সুন্দর নবকিশোর মূর্ত্তি। সেই চরণ হইতে উদ্ভূতা গঙ্গাকে মস্তকে ধরিয়াই শিবও 'শিব' নামের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন।

দেবহূতি কহিলেন,—"হে ভগবন্! ভক্তিযোগ-কথা আমি আরও শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি বল। তোমাকে ভুলিয়া সংসার ঘোর মোহ-নিদ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছে; তুমি তাহাকে জাগরিত করিবার জন্য পরম যোগ-প্রকাশক সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছে।"

মাতার এই সুভাষিত সুন্দর বাক্যে আনন্দিত হইয়া কপিলদেব আবার কহিতে লাগিলেন,—"মাতঃ! ভক্তি দুইপ্রকার—সগুণ ও নির্গুণ। ফলকামিগণের ভক্তি সগুণ; আর সকলের হৃদয়-বিদারী শ্রীহরির গুণগাথা শ্রবণমাত্রই যাঁহাদের মনোগতি সাগরগামিনী গঙ্গাজলধারার ন্যায় অন্যলক্ষ্যহীনা হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে সেই পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীহরি-পাদপদ্মেই ধাবিতা হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের যে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, নিরবচ্ছিন্না ও নির্ম্মলা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি তাহাই নির্গুণ ভক্তি। নির্গুণ ভক্তগণ মুক্তিকে 'পিশাচী' নামে অভিহিতা এবং ভুক্তিরই প্রকারভেদ মাত্র জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিরন্তর সেবা ভিন্ন অন্য কিছু চাহেন না। এই অকৈতব ভক্তিযোগকেই 'আত্যন্তিক' বা শুদ্ধভক্তিযোগ বলা হয়। আমার এই ভক্তগণ আমার নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সাধুসেবা, সরলতাচরণ, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ইন্দ্রিয়-দমন, হরিকথা-শ্রবণ, মহতের সম্মান, ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা প্রভৃতি ভক্তির অনুকূল আচরণদ্বারা অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হন।

"যাহারা দ্বেষ-হিংসাদির বশে ইন্দ্রিয়তোষণ-জন্য জীবগণের প্রতি নির্দ্দয় আচরণ করে, অথচ আমার অর্চ্চনার ছলনা করিয়া থাকে, তাহাদের ঐ অর্চ্চনা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই যতদিন পর্য্যন্ত না স্বীয় হৃদয়ে ও সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমার ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ উত্তমাধিকার লাভ হয়, তাবৎকাল সাধুপথে শ্রীঅর্চ্চাতে আমার পূজা বিধান কর্ত্তব্য।

"হে অনঘে! এই জগতে অনন্ত কোটি জীব আছে। তন্মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যসকলের পক্ষে চতুর্ব্বর্ণাত্মক ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে বর্ণগুরু

ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ-জন শ্রেষ্ঠ ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তাঁহা হইতেও যিনি সর্ব্ব কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া সর্ব্বথা হরি-সাধনায় রত, তিনি শ্রেষ্ঠ। হরিপরায়ণ ভাগবতজন হইতে শ্রেষ্ঠ জীব আর নাই। সকলের উপর হরিভক্তের অক্ষয় আসেন।

"হরিভক্তিহীন হৃদয় নানা দুঃখ, অভাব ও অশান্তির আলয়। তাহা কদাচিৎ কোন অনিত্য সুখের আশ্রয় হইলেও পরিণামে দুঃসহ সন্তাপে দগ্ধ হয়। হরিবিমুখ বিষয়ীরা মায়ার কবলে ত্রিতাপময় সংসারে আর যমদণ্ডে যন্ত্রণাময় নরকেই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। গর্ভবাসকালে তাহার আপন দুঃখ-দুর্গতির কথা মনে হয় ; তখন সে শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া কত কাঁদে ; বলে,—"হরি হে! আমার দুঃখ দূর কর, আমাকে রক্ষা কর; আর আমি তোমার সেবা ভুলিয়া বিষয়-সেবা করিব না। আমাকে এবার ক্ষমা কর।" কিন্তু, ভূমিষ্ঠ হইয়াই সে আবার সমস্তই ভুলিয়া যায় ; আবার সেই বিষয়কূপেই মগ্ন হয় ; হরিভজন করে না, হরিভক্তের নিকট যায় না ; পরন্তু, তাঁহার (ঐ হরিভক্তের) দ্বেষ করে। সুতরাং তাহাকে (সেই হরিবিমুখ হরিভক্তদ্বেষী জীবকে) আবার সেই ভীষণ নরকেই যাইতে হয়। জন্ম-মৃত্যু পথেই বৃথা যাতায়াত করিয়া কল্প-কল্প-কাল কঠোর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কোনও পথে কেহ অনিত্য-স্বর্গাদি উন্নত পদবী লাভ করিলেও, পুণ্যক্ষয়ে আবার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে, আবার নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাই চতুর ব্যক্তি সাধুসঙ্গে এই সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করেন এবং সাধুসেবায় শুদ্ধ হইয়া পরমভক্তিযোগে হরিভজনায় রত হন। হরিভক্তই সকলকে অতিক্রম করিয়া আমার নিত্যানন্দপুরে প্রবেশ করিতে সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করেন।"

ভগবান্ কপিলদেব নীবর হইলেন। ভাগ্যবতী দেবহূতি তাঁহার শ্রীমুখে এই পরমজ্ঞান লাভ করিয়া সম্পূর্ণ মোহপাশমুক্ত হইলেন। তিনি পুত্রকে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন।

দেবহূতি বলিলেন,—"হে ভগবন্! ধন্য, তোমার ভক্তগণই ধন্য! চণ্ডালও তোমার শরণ গ্রহণ করিয়া তোমার একটীবার নাম গান করিবামাত্র ধন্য ও পবিত্র হয়। তোমার নাম যাঁহার রসনায় সদা বর্ত্তমান, তাঁহার কথা আর কি বলিব? অতি নীচকূলে আবির্ভূত হইলেও তিনিই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বোত্তম। হে কপিলরূপধারী হরি! আমি তোমার চরণে বারম্বার প্রণাম করি।"

কপিলদেব কহিলেন,—"মা! আমি তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, সেই উপদেশ-মত তুমি এইবার সাধনা কর। এইরূপ সাধনা অর্থাৎ অকৈতব-ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের আরাধনা হইতেই জীব আপন নিত্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয়।"

এই বলিয়া কপিলদেব জননীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪০৭ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০০

তিনি উত্তর মুখে গিয়া প্রাকৃত লোকলোচনের অলক্ষ্যে অদৃশ্য হইলেন। যিনি এই কপিল চরিত্র শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কৃষ্ণে মতি দৃঢ়া হয়।

বিশুদ্ধভক্তিযোগের বা অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশদাতা কপিলদেব শ্রীবিষ্ণুর আবেশ অবতার। ইঁহার উক্তির প্রত্যেক বাক্য ভগবদ্ভাব-ভক্তিতে পূর্ণ। তিনি নিরীশ্বর-সাংখ্য-শাস্ত্রকর্ত্তা কপিল হইতে ভিন্ন। নিরীশ্বর সাংখ্য-প্রণেতা কপিল অন্য একজন মহর্ষি। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—"কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা। অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগ-প্রবর্ত্তকঃ।।" (বনপর্ব্ব ২২০-২২১)। অত্র নীলকণ্ঠ টীকায়াম্,—"অতএব কপিলঃ সাংখ্যং নিরীশ্বরশাস্ত্রং তদ্রূপো যোগস্তস্য প্রবর্ত্তকঃ।।" অনেকে ভ্রমবশে এই নিরীশ্বর জীবতত্ত্ব কপিলের সহিত আমাদের আলোচ্য ভগবদবতার কপিলের নামের ঐক্য দর্শন করিয়া গোলযোগ করেন। "তথাচ নামমাত্রেণ ন ভ্রমিতব্যমিতি।"

শ্রীভগবানের "আবেশ" দ্বিবিধ,—

(১) 'ভগবদাবেশ',—যথা, কপিল ও ঋষভদেব।

(২) 'শক্ত্যাবেশ',—যথা, নারদ, ব্যাস, পৃথু, ব্রহ্মা, সনকাদি।

যাঁহাতে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের কোনও এক শক্তির বিশেষ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহাকেই 'শক্ত্যাবেশ' বলে। যেমন, নারদে ভক্তি-শক্তি ; পৃথুতে পালনী-শক্তি ; চতুঃসনে জ্ঞান-শক্তি ; ব্রহ্মায় সৃষ্টি-শক্তি ইত্যাদি। তাঁহাদের আপনাদিগকে 'ভগবদ্দাস' বলিয়া অভিমান হয়। মহত্তম জীবমাত্রেই শক্ত্যাবেশ ও অভিমান এইরূপ হইয়া থাকে।

ভগবদাবিষ্ট জীবে এই শক্তি অধিকতরভাবে প্রকট হয়। তাই তিনি আপনাকে 'শ্রীভগবান্' বলিয়াই অভিমান করেন। কপিলদেব ও ঋষভদেব আপনাদিগকে 'ভগবান্' বলিয়াই অভিমান করিতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিলদেবের মত ও নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলের মত ভিন্ন। শ্রীভাগবত পাঠে জানা যায় যে, দেবহূতি-নন্দন কপিলের বাক্য যিনি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহার গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীহরিতে মতি দৃঢ়া হয় এবং তিনি ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবা লাভ করেন। কিন্তু নিরীশ্বর কপিলের মতে,—'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' (সাংখ্যদর্শন ১।৯২), অর্থাৎ কোনও প্রকারেই ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে 'মুক্ত' বলিবে, নয় 'বদ্ধ' বলিবে, তদিতর আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই। বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই (সাংখ্যদর্শন ১।৯৩)। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, 'তবে ঈশ্বর-প্রতিপাদক শ্রুতির কি গতি হইবে?' তদুত্তর আশঙ্কা করিয়া সাংখ্যকার বলিতেছেন,—ঈশ্বর-বিষয়ক শাস্ত্রবাক্যসকল মুক্তাত্মাদিগের প্রশংসাসূচক অথবা অণিমাদিসিদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদির উপাসনাপর। ইহা ব্যতীতও নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিলমতের অনেক বিরোধী মতসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা নিরীশ্বর

কপিলের মতে—জড়া প্রকৃতিই জগৎকারণ ; কিন্তু ভাগবতোক্ত সেশ্বর কপিলদেবের মত বা বেদের মত তাহা নহে। এইজন্য পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে দুইজন কপিলের কথা উল্লেখ আছে, যথা,—

কপিলো বাসুদেবাংশ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ।।
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ।
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্ক-পরিবৃংহিতম্।।

সুতরাং, কপিল দুইজন,—একজন ঈশ্বরাবতার, আর একজন নিরীশ্বর। ভগবান্ কপিল ভগবদাবেশাবতার কার্দ্দমি ও বাসুদেবাংশ ; তিনি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ ও 'আসুরী'-নামক ব্রাহ্মণ ও স্বীয় জননীকে সর্ব্ববেদার্থ-সম্বলিত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। আর নিরীশ্বর কপিল অগ্নিবংশজ ; ইনিই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন প্রণয় করেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী 'আসুরী'-নামক অপর ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববেদবিরুদ্ধ কুতর্ক-পরিপূর্ণ সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। কার্দ্দমি কপিল সত্যযুগে আবির্ভূত হন। অগ্নিবংশজ নাস্তিক্যবাদ-প্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হন। দেবহূতি-নন্দন কপিলই সেশ্বর সাংখ্যদর্শনের আদিকর্ত্তা, তিনি যদিও 'সাংখ্যদর্শন'-নামে কোনও বিশেষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, তথাপি তৎপ্রণীত সাংখ্যমত শ্রীমদ্ভাগবদাদিত গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপেই পাওয়া যায়। কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে যে সাংখ্যমত বলিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তিযোগেরই কথা পাওয়া যায়। এমন কি, সালোক্যাদি মুক্তিকে পর্য্যন্ত তিনি বিশেষরূপে গর্হণ করিয়াছেন (ভাঃ ৩।১১-১৪)। **নিরীশ্বর কপিল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববাদী; ভগবদাদেশবতার কার্দ্দমি কপিল ষড়্‌বিংশতি-তত্ত্ববাদী।** ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলই ভগবদাবেশাবতার কার্দ্দমি-কপিলোক্ত সাংখ্যমত-গ্রন্থ নিবদ্ধ করিয়া 'সাংখ্যদর্শন' নামে প্রচার করেন। কিন্তু ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলের পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বপ্রতিপাদক সাংখ্যদর্শনখানি সত্যযুগের কার্দ্দমি কপিলের ষড়্‌বিংশতিতত্ত্ব-প্রতিপাদক সাংখ্য-মতেরই সারসঙ্কলন হইলেও উহাতে মত-পার্থক্য আছে। ঐ সকল মতই শ্রুতিবিরুদ্ধ নাস্তিক্যমত। পরাশর পুরাণে লিখিত আছে,—

"অক্ষপাদ-প্রণীত ন্যায়দর্শন, কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শন, কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন এবং পতঞ্জলি-কৃত যোগ-দর্শনের শ্রুতি-বিরুদ্ধ অংশসকল শ্রুত্যেকশরণ সাধুগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত।" বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'কতকগুলি বিরুদ্ধ মত স্বীকার করিয়া সাংখ্যাদি শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে ; অসুরগণের মোহনার্থই ঐরূপ কৌশল করা হইয়াছে। অতএব সুধিগণ উহাদের হেয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয়াংশই গ্রহণ করিবেন।"

ভক্তির ভাণ্ডারী

যে কোনও বস্তু লাভ করিতে হইলে সেই বস্তুটী যে ভাণ্ডারে থাকে, সেই ভাণ্ডারের যিনি Incharge অর্থাৎ ভাণ্ডারী তাঁহার নিকট যাইতে হয়। তিনি কৃপা করিয়া দিলে তবেই সেই বস্তু লাভ হয়। আমরা ভক্তিলাভ করিতে চাই ; কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে চাই। আমরা মনে করি নিজে চেষ্টা করিয়া নিজের বিদ্যাবুদ্ধির বলে শাস্ত্র পাঠ করিয়া ভজন করিয়া ফেলিব বা ভক্তিলাভ করিয়া ফেলিব ; কিন্তু তাহা অসম্ভব। ভক্তি- ভাণ্ডারের অধিকারী যিনি তাঁহার কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণের সেবক হইয়াও কোনও দিনই কৃষ্ণের সেবা বা ভক্তিলাভ করিতে পারিব না।

ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতেছেন। এমন সময় রূপ-সনাতন দুই ভাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া স্তুতি করিতে থাকিলে মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাদের ভাগ্যের প্রশংসা করত বলিলেন,—"হে রূপ-সনাতন! তোমাদের ভাগ্যের সীমা নাই। তোমরা অচ্ছেদ্য সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া আসিয়াছ। সকলেই বিষয় বন্ধনে বন্ধনযুক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়া মায়ার কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছে। সেইপ্রকার অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া তোমরা আসিয়াছ। এখন প্রেমভক্তি লাভই একমাত্র কাম্য। যদি তোমরা প্রেমভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা কর তবে **ভক্তির ভাণ্ডারী** শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীচরণে নিপতিত হও। তিনি কৃপা করিলেই প্রেমভক্তি লাভ হইবে।

"ভক্তির ভাণ্ডারী—শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায় সে কৃষ্ণভক্তি হয়।।" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৫৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে দুই ভাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু আচার্য্যকে রূপ-সনাতনের কঠোর বৈরাগ্যের কথা বলিলেন এবং তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়া কৃপা করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন,—

"ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে ভক্তি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ কা'রে মিলে??" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৬৩)

এই ভক্তির ভাণ্ডারী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর চরিতাবলী ভক্তিলাভের আশায় কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।—

সকল সংসার কৃষ্ণভক্তিশূন্য হইয়া গেল। ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিতে গেলে লোকে কেবল মঙ্গলচণ্ডীর গীত, বিষহরি পূজা, মদ্য-মাংস দিয়া যক্ষপূজা প্রভৃতি বুঝিল। তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা নিত্য ভজনের পথ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বা তাৎপর্য্য না বুঝিয়া কেবল পরস্পরের মধ্যে কলহে মত্ত রহিলেন। তাঁহারা কেবল অপরের দোষ

দর্শনে ব্যস্ত থাকিলেন। যুগধর্ম্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলেন না। তপস্বিগণও হরিনাম গ্রহণ না করিয়া বৃথা অভিমানে মত্ত থাকিলেন। কোন কোন সুকৃতিবান্ কেবলমাত্র স্নানের সময় গোবিন্দ-পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারণ করিতেন। যাঁহারা গীতা-ভাগবতাদি পাঠ করিতেন, তাঁহাদের মুখেও ভক্তির ব্যাখ্যা শুনা যাইত না। সমগ্র জগৎ কেবল বিষয়সুখ লাভের জন্য ব্যস্ত এবং ব্যবহার-রসেই মত্ত। কেহই ভক্তিভরে ভগবানের মঙ্গলময় নাম গ্রহণ করিতেছে না।

এইরূপে ভগবানের মায়ায় মোহিত সংসারের অবস্থা দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী পরম দয়ালু ভক্তগণ অন্তরে বড়ই দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এই দুর্দ্দিনে ভগবানকে জগতে আনিতে পারেন এমন একজন শক্তিমান্ পুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

শ্রীহট্টের নিকটে নবগ্রামে শ্রীকুবের পণ্ডিত নামক এক মহাসাধকের বাস ছিল। তিনি পূর্ব্বজন্মে শিবের মিত্র কুবের ছিলেন। সেই কুবের কৈলাসে কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং পরজন্মে শিব তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন—বলিয়া বরলাভ করেন। সেই কুবেরই নবগ্রামে নৃসিংহের পুত্র কুবের পণ্ডিতরূপে আবির্ভূত হন। তিনি লাউর অধিপতি দিব্যসিংহের মন্ত্রী ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম নাভা দেবী। তাঁহারা গঙ্গাতীরে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের অনেক বয়স হইয়া গেল, কিন্তু কোন সন্তান হইল না। তজ্জন্য তাঁহারা খুবই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। একদিন কুবের পণ্ডিত স্বপ্ন দেখিলেন—এক মহা তেজঃপুঞ্জ দিব্যপুরুষ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, এবং তৎপরে নাভাদেবীর হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। নাভাদেবীও ঐ প্রকার একই স্বপ্ন দেখিয়াছেন বলিলেন।

লাউর অধিপতি মহারাজ দিব্যসিংহ তাঁহার মন্ত্রী ও সভাপণ্ডিত কুবের পণ্ডিত নবগ্রাম হইতে চলিয়া আসায় খুবই উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তিনি পণ্ডিতকে অনেক অনুনয় করিয়া নিজরাজ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে কুবের পণ্ডিত নাভাদেবীসহ নবগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। রাজার আনন্দের সীমা রহিল না।

একদিন এক জ্যোতিষী কুবেরের গৃহে আসিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র সন্তান হইবে বলিলেন। সেই পুত্র দীর্ঘজীবি, শাস্ত্রজ্ঞ, বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত তত্ত্ববেত্তা, সর্ব্বজীব উদ্ধারকারী হইবেন এবং তাঁহার আরাধনায় গোলোকবিহারী হরি এই ভূলোকে অবতীর্ণ হইবেন অর্থাৎ তিনি ভগবৎ আনয়নকারী হইবে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় চলিয়া গেলেন। সেই জ্যোতিষীকে আর কেহই কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না।

কয়েকদিন পরে মকর-সপ্তমী-তিথিতে নাভাদেবী অপূর্ব্ব দিব্যকান্তিযুক্ত এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। পুত্রের অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। জ্যোতিষী পণ্ডিত তাঁহাকে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং ইনিই

কমলনয়ন বিষ্ণুর অংশ ও অঙ্গ বলিয়া জানিতে পারিলেন। তজ্জন্য শিশুর নাম রাখিলেন—"কমলাক্ষ"। তিনি জগতের হিতকারী হইবেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল "মঙ্গল"। জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া কহিলেন :—ইনি ঈশ্বরের সহিত অভেদ, তজ্জন্য ভবিষ্যতে ইহার নাম "অদ্বৈত" হইবে।

নাভাদেবী একদিন পুত্রকে কোলে লইয়া শুইয়া আছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—তাঁহার শিশুপুত্র শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী মহাবিষ্ণু। তিনি তাঁহাকে করযোড়ে বন্দনা করিতেছেন। ইহাতে তিনি খুব বিস্ময় বোধ করিলেন। একদিন কমলাক্ষ তাঁহার মাতাকে সমস্ত তীর্থের জলে স্নান করাইবেন বলিলেন এবং শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে হরিনাম করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ পর্ব্বত হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। উহা গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি তীর্থের জল। মা-ও সেখানে সত্য সত্যই তীর্থ তীর্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন উপলব্ধি করিলেন এবং ভক্তিভরে সেই জলে স্নান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। সেই সময় হইতে সেই স্থানের নাম "পণাতীর্থ" হইল।

কমলাক্ষ ও রাজপুত্র সমবয়সী। তাঁহারা একসঙ্গে খেলাধূলা ও লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। কমলাক্ষ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। অনায়াসে তিনি ব্যাকরণাদি সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। অধ্যাপক তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ইহাতে অন্যান্য ছাত্রদের হিংসা হইল। ঈর্ষাবশে তাহারা তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ আচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু এ সবে কমলাক্ষের কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি আত্মভোলা। সবসময় কৃষ্ণনামে মত্ত। তিনি তাঁহার সহপাঠীগণকে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণভজন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিলেন,—কৃষ্ণভক্তি বিনা সবই বৃথা। অনেক সহপাঠী তাঁহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইল। আবার অনেকে বিরুদ্ধভাব পোষণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিল।

একদিন কমলাক্ষকে সঙ্গে লইয়া রাজপুত্র তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে গেলেন। রাজপুত্র দেবীকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু কমলাক্ষ প্রণাম করিলেন না। ইহা দেখিয়া রাজপুত্র দেবীকে প্রণাম করিবার জন্য বারম্বার বলিলেও তিনি প্রণাম না করায় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং উপহাস করিতে লাগিলেন। তাহাতে কমলাক্ষ ভীষণ রাগিয়া গিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। সেই হুঙ্কারে রাজপুত্র মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন, তাঁহার আর সংজ্ঞা নাই। এই সংবাদ পাইবামাত্র রাজা মন্দিরে দৌড়াইয়া আসিলেন এবং দেখিলেন তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র মাটীতে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি খুবই বিচলিত হইয়া গিয়া কুবের পণ্ডিতকে তাঁহার পুত্রের ব্যাপার বলিলেন এবং কমলাক্ষকে সত্বর সেস্থানে আনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কমলাক্ষকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এদিকে কমলাক্ষ এক উইঢিপির গুহায় লুকাইয়া ছিলেন। বালকগণের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তিনি ঐখানে খেলা করিতেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর

ঐ বালকগণের সহায়তায় সেই স্থানের সন্ধান পাইয়া সকলে গিয়া দেখেন—কমলাক্ষ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন। তাঁহার মা নাভাদেবী অনেক যত্ন করিয়া তাঁহাকে জাগাইলেন এবং কোলে করিয়া মন্দিরে লইয়া আসিলেন। রাজপুত্রের ঐ প্রকার অবস্থা কেন হইল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"রাজপুত্র বড় অহঙ্কারী। সে আমাকে অনেক কুবাক্য বলিয়া অপমান করিয়াছে। তজ্জন্য আমার কোন রাগ নাই। কিন্তু সে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা করায় আমি আর সহ্য করিতে পারি নাই। আমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম। তজ্জন্যই এইপ্রকার অবস্থা হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। রাজা ও রাণী খুবই অধীর হইয়া পড়িয়া কমলাক্ষকে ইহার প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"নারায়ণের চরণামৃত ইহার মুখে ও মস্তকে দিতে হইবে এবং ইহার কর্ণে হরিনাম শ্রবণ করাইতে হইবে। ইহা ব্যতীত আর অন্য কোন প্রতিকার নাই।" তাঁহার উপদেশানুসারে রাজপুত্রের মুখে ও মস্তকে চরণামৃত দেওয়া হইল এবং কর্ণে হরিনাম শ্রবণ করান হইল। ইহাতে রাজপুত্র জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন এবং সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

রাজা দিব্যসিংহ শক্তির উপাসক ছিলেন। কমলাক্ষ দেবী কালীকে মানেন না, কালীকে প্রণাম করেন না বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেন। দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন কালীমন্দিরে ধূমধামের সহিত বিরাট উৎসব। বহু লোকের সমাগম। কুবের পণ্ডিত, নাভাদেবী, কমলাক্ষ সকলেই আসিয়াছেন। কমলাক্ষ দেবীকে প্রণাম না করায় রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। বালক কমলাক্ষ নির্ভীক চিত্তে কহিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। সমস্ত দেবদেবী তাঁহার আজ্ঞাধীন। তাঁহাকে প্রণাম করিলেই সমস্ত দেবদেবীকে প্রণাম করা হয় এবং তাহাতে তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট হন। তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত কহিতে লাগিলেন।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" (ব্রহ্মসংহিতা ৪৪)

ব্রহ্মা দেবীর স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—ভগবানের স্বরূপশক্তি একটাই। তাঁহাকে উপনিষদে পরাশক্তি বলা হইয়াছে। সেই স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপ প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়সাধিকা মায়াশক্তিই ভুবন-রক্ষয়িত্রী দুর্গা। তিনি আদিপুরুষ গোবিন্দের ইচ্ছাই পূরণ করেন। সেই মূল পুরুষ গোবিন্দকেই আমি ভজনা করি।

তিনি বলিলেন,—একমাত্র গোবিন্দই আমার আরাধ্য। তাঁহার ভজনেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। দেবীর আরাধনা ছায়াশক্তির আরাধনা মাত্র। তাঁহার আরাধনার দ্বারা ভগবৎপ্রেম লাভ কখনও সম্ভব হইবে না।" কমলাক্ষের মুখে এইসকল সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্রযুক্তি শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কিন্তু রাজা খুবই লজ্জিত

হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। রাজার এইপ্রকার অবস্থা দেখিয়া কুবের পণ্ডিত পুত্রকে তাঁহার আদেশে দেবীকে অন্ততঃ একটীবার প্রণাম করিতে বলিলে পিতার আজ্ঞায় যেই তিনি দেবীকে প্রণাম করিলেন তৎক্ষণাৎ সেই দেবীমূর্ত্তি বিদীর্ণ হইয়া গিয়া প্রচণ্ড শব্দে মাটীতে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে সকলে হায় হায় করিয়া উঠিলেন। রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া গেলেন।

কমলাক্ষ গৃহে ফিরিয়া পিতাকে বলিলেন,—"বাবা! এখানে আর বাস করিব না। চলুন, আমরা শান্তিপুর চলিয়া যাই।" পুত্রের কথায় কুবের পণ্ডিত তাহাই স্বীকার করিলেন। রাজা এই সংবাদ পাইয়া কুবের পণ্ডিতের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে শান্তিপুর না যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কমলাক্ষ কোনমতেই নবগ্রামে থাকিবেন না জিদ্ ধরায় অগত্যা কুবের পণ্ডিত রাজাকে অনেক বুঝাইলেন এবং তাঁহাদিগকে শান্তিপুর যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রদানের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। তিনি রাজাকে পুনরায় দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সুখে রাজ্য ভোগ করিতে থাকুন বলিলেন। রাজা কমলাক্ষের শক্তি দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—এই বালক সামান্য বালক নহে। তিনি বালকের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তৎকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুজ্ঞানে স্তব করিতে লাগিলেন। কমলাক্ষ রাজাকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক ভগবানের সেবা করিবার উপদেশ দিলেন এবং পরে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে বলিয়া শান্তিপুর অভিমুখে রওনা হইলেন। রাজা দিব্যসিংহ কমলাক্ষের উপদেশ অনুসারে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং সস্ত্রীক মন্দির মার্জ্জনাদি বিবিধ সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্ত্তমানে শ্রীপত্রিকার কাগজ ও মুদ্রণ-ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা আগামী ৫৩শ বর্ষ হইতে শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ৪০·০০ টাকা এবং ষাণ্মাষিক ভিক্ষা ২২·০০ টাকা ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম! গ্রাহকগণ আগামী বর্ষের ভিক্ষা তদনুসারেই প্রেরণ করিলে বিশেষ বাধিত হইব! এ বিষয়ে আপনাদের একান্ত সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করি!

বিনীত নিবেদক—
শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী
কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৭ পৃষ্ঠার পর]

বিষ্ণুপুরাণ বলেন,—"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্,"—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানবে।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন,—

"প্রভু কহে,—'বেদান্ত-সূত্র—ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১০৬)

আবার আচার্য্য শঙ্করকে সাক্ষাৎ শঙ্কর (শিব) বলা হয়,—"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ।" শঙ্করাচার্য্যকে শ্রীচৈতন্যদেব 'আচার্য্য' আখ্যা দিয়াছেন। শাস্ত্রে জানা যায়,—ব্রহ্মা ও শিব—বশ্যতত্ত্ব ও কৃষ্ণ হতে ভিন্নাকৃতি ; আর বিষ্ণু—ঈশতত্ত্ব ও কৃষ্ণের সমাকৃতি। যথা—

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩১৭)

অতএব, বিষ্ণু বা নারায়ণ পালনশক্তিধৃক্ এবং মূল নারায়ণ কৃষ্ণস্বরূপই হন, কিন্তু ব্রহ্মা বা শিব তাঁর আজ্ঞাপালনকারী ভক্তাবতার ভৃত্য।

দাস-নামে ব্রহ্মা-শিব হরিষ-অন্তর।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস-অধিকার।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৪৭২)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" (ভাঃ ১২।১৩।১৬)—'বৈষ্ণবদিগের মধ্যে শম্ভুই শ্রেষ্ঠ।"

শিবের কৃষ্ণ-দাস্য ;—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো, সর্ব্বদেব-অবতংস।।
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব, 'মুঞি কৃষ্ণদাস'।
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর।। (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৭৭-৭৯)

ভগবান্ কপিলদেব একটী শ্লোকে ভগবান্ বিষ্ণুর ও তৎপ্রিয়তম শিবের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন,—

যচ্ছৌচনিঃসৃত-সরিৎ প্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্।। (ভাঃ ৩।২৮।২২)

"যে চরণপ্রক্ষালন-সলিল হতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে

ধারণ করে শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হয়েছেন, যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন, বজ্র নিক্ষেপফলে পর্ব্বতের ন্যায় তাঁর মনের কল্মষ ধ্বংস হয় ; অতএব সেই ভগবানের চরণারবিন্দ সর্ব্বদা ধ্যান করবে।" সুতরাং শিব স্বতন্ত্র ভগবান্ নন, পরন্তু তিনি ভগবৎ প্রিয়তম তদভিন্ন বিগ্রহ পরম বৈষ্ণব।

সাক্ষাৎ শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভু ভগবান্ নারায়ণের দাস হয়েও নারায়ণের সাক্ষাৎ অবতার গুরু ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলে নিন্দা করলেন কেন? এবং গুরু বেদব্যাসকে ভ্রান্ত বলার কারণ কি?

বেদব্যাস-রচিত 'ব্রহ্মসূত্রে' শক্তিপরিণামবাদ স্বীকৃত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ভগবদিচ্ছায় শ্রৌতপথ শক্তি-পরিণামবাদকে স্বীকার না করে গুরুবিরোধী-মূলে তর্কপন্থায় 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপন করেছেন।

"ব্যাসের সূত্রেতে কহে, 'পরিণাম' বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ।।
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' বিবর্ত্তবাদে স্থাপনা যে করি।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২১-১২২)

শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদে ঈশ্বর বিকারী হবেন—এইরূপ যুক্তির অবতারণা করে এবং পরিণামবাদ মানলে গুরু ব্যাসদেবকেই ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হবেন—ইহা মনে করে গুরু-বাক্যের বিপরীত অর্থ রচনা করে বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ স্থাপনে প্রয়াসী হন। তিনি বেদ-বচনসমূহের কিছু কিছু বিশেষ অংশ তথা প্রাদেশিক বাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক বেদব্যাসের "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-সূত্রসম্মত শক্তিপরিণামবাদকে অস্বীকার করত সূত্রের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করে ও মুখ্যার্থে দোষ প্রদর্শন করে লক্ষণাবলম্বনে স্বকপোল-কল্পিত গৌণার্থ সংযোজনমূলে কল্পনাদ্বারা 'বিবর্ত্তবাদ' সত্য বলে ভ্রমময় সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। বেদবাক্যে অভিধাবৃত্তি ব্যতীত লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বন করে বিপরীতার্থ করলে সাক্ষাৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ নারায়ণ-পাদপদ্মে অপরাধী হতে হয়। মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন সাতদিন ধরে মহাপ্রভুকে বেদান্ত শোনানোর পর জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি বেদান্ত শুনে ভাল-মন্দ কিছুই না বলে মৌনভাবে রয়েছ, তুমি বেদান্ত বুঝতে পার না?"—তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্যমুখে সার্ব্বভৌমের মায়াবাদ-ভাষ্যকে উপেক্ষা করে বললেন,—"আপনি আমাকে বেদান্ত শ্রবণ করতে আজ্ঞা করায় আমি শ্রবণ করছি মাত্র ; ব্যাস-কৃত সূত্রগুলি আমি ভালভাবে বুঝতে পারি, কিন্তু আপনি যে মায়াবাদি-ভাষ্য শোনাচ্ছেন, তা বুঝতে পারছি না।" শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের মায়াবাদ-ভাষ্য-ব্যাখ্যা নিরসনপূর্ব্বক আরও জানালেন,—

প্রভু কহে,—'সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয় ত' বিকল।।

সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি, ভাষ্য কহ—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া।
সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন।।
উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য, ব্যাসসূত্রে সব কয়।।
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের লক্ষণা।।
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ।।
জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই—শঙ্খ-গোময়।
শ্রুতি-বাক্যে সেই দুই মহা-পবিত্র হয়।।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয়।
'লক্ষণা' করিলে স্বতঃ প্রমাণ্য হানি হয়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৩৩-১৩৭)

অতএব, ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয় শূন্য শ্রুতিই মূল-প্রমাণ। মায়াবাদ-ভাষ্যে শ্রুতি-বাক্যের লক্ষণা করায় তাতে অমঙ্গলই হয়ে থাকে। কারণ, সূত্রার্থ আচ্ছাদন করে লক্ষণাদ্বারা কল্পিতার্থ হয় এবং লক্ষণা করতে গেলে অনুমানের অধীন করার জন্য তার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট হয়ে যায়।

তিনি সার্ব্বভৌমের প্রশ্নোত্তরে উপনিষদ্ ও বেদান্তের শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা করে সবিশেষবাদ স্থাপন করেন এবং শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা প্রমাণ করেন—অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই বেদ ও বেদান্তের মত। তিনি যথার্থ বেদ-মত স্থাপন করে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-নির্দ্দেশ ব্যতীত সব মতবাদই কাল্পনিক বলে জানালেন,—

'ভগবান্'—সম্বন্ধ, ভক্তি—'অভিধেয়' হয়।
প্রেম—'প্রয়োজন', বেদে তিন বস্তু কয়।।
আর যে যে-কিছু কহে, সকলই কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ-বাক্যে করিয়ে লক্ষণা।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৮-১৭৯)

সার্ব্বভৌম অনেক বিচার উত্থাপন করলেন ; কিন্তু মহাপ্রভু তৎসমুদয় খণ্ডন করলেন। অবশেষে মায়াবাদি-পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর নিকট বিচারে পরাস্ত হলেন। অনন্তর মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের প্রার্থনানুযায়ী "আত্মারাম" শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করলেন। তখন সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপাতে তাঁকে চিনতে পারলেন। সার্ব্বভৌমের জ্ঞানোদয় হলে মহাপ্রভু তাঁকে নিজ-রূপ দেখালেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রসঙ্গে কথিত হয়,—

শুনি' ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি' করে আপনা ধিক্কার।।
'ইঁহো ত' সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—মুঞি না জানিয়া।
মহা-অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া।।'
আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন।।
নিজ-রূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন।
চতুর্ভুজ-রূপ প্রভু হইলা তখন।।
দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ-রূপ।
পাছে শ্যাম-বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ।।
দেখি' সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি' পড়ি'।
পুনঃ উঠি' স্তুতি করে দুই কর যুড়ি'।।
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব।।
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে কহিতে।।
শুনি' সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন।।
অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থরহরি।
নাচে, গায়, কান্দে, পড়ে প্রভু-পদ ধরি'।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯৯-২০৮)

মায়াবাদী মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপায় মায়াবাদ যে কাল্পনিক মত এবং নাস্তিক শাস্ত্র তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে মায়াবাদ-মত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করত শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত পরমভক্ত হয়ে উঠলেন।

সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভুর সেবা-বিনা নাহি অন্য মন।।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।'
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৫৭-২৫৮)

বেদাদি শাস্ত্রে অভিধা-বৃত্তিতে (মুখ্যার্থবোধিকাবৃত্তিতে) কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ বলে স্বীকৃত। জগতের মধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মত জ্ঞানভাণ্ডার বেদ। বেদের চরম উদ্দেশ্য প্রদর্শিত শাস্ত্র 'বেদান্ত' ভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার শ্রীব্যাসদেব-কর্ত্তৃক রচিত। সেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকাররূপে 'শ্রীমদ্ভাগবত' রচনা করে জীবগণের অশেষ কল্যাণ সাধন

করেছেন। সূত্রকার স্বয়ং ভাষ্যকার হলে মূল সত্য অর্থ উদ্‌ঘাটিত হয়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেছেন,—

যেই সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান।।
চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয়।।
যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন।।
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক'মত।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৯৩, ৯৮-১০০)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ, দুর্গাপুর, বর্দ্ধমান, তাং ২০।৩।১৯৯৬]

আজ আমরা এখানে ধর্ম্মসভায় সমবেত হয়েছি। দুর্গাপুর শহরে শ্রীচৈতন্য এভিনিউ মহল্লায় শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ স্থাপিত, শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীবিগ্রহগণ অধিষ্ঠিত হয়েছেন। স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন,—পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।" আবার আমরা দেখতে পাই,—"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।।" এই 'পর-উপকার'-শব্দ নিয়ে বিভিন্ন রকমের মত দেখা যায়। 'পর' অর্থে অপর যদি হয়, তাহলে অপরের উপকার ত' নিশ্চয়ই করতে হবে। আবার 'পর'-শব্দে যদি ব্যাখ্যা নেওয়া হয় 'শ্রেষ্ঠ', সেইটীই ভাল ব্যাখ্যা। আমাদের আজ আলোচ্য বিষয় "সনাতন ধর্ম্ম ও শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব।" এতাবৎকাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তৃমহোদয়গণের নিকট থেকে এ সব সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য শ্রবণ করবার সুযোগ আমাদের হল। তথাপি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলতে হবে, সনাতন ধর্ম্ম কি?

সংক্ষেপতঃ বলা যায় নিত্যধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইত্যাদিকেই সনাতন ধর্ম্ম বলা হয়। সেটী কিরকম? জগতে অনেক রকম ধর্ম্মের কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু আমরা তাকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করি। আমরা ভাগ করি মানে শাস্ত্র

ভাগ করে রেখেছেন। প্রথমতঃ দেহধর্ম্ম, দ্বিতীয়তঃ মনোধর্ম্ম ও তৃতীয়তঃ আত্মধর্ম্ম। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা দেহমনোধর্ম্মে আসক্ত থাকি, ততদিন পর্য্যন্ত আত্মধর্ম্মের কোন উন্মেষ আমাদের আসে না, বা সে-সম্বন্ধে কোন সুষ্ঠু ধারণা আমরা পাই না। তথাপি শাস্ত্রে যখন এটা আছে তখন সেই সাধনার বস্তু অভ্যাসযোগে গিয়ে মিশছে। সব জিনিষটা অভ্যাসের ব্যাপার। পার্থিব জিনিষে এক রকম অভ্যাসের ব্যাপার, আবার পরমার্থ-জগতেও আর একরকম অভ্যাসের ব্যাপার। আমরা নিত্যধর্ম্ম, আত্মধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলব। দুনিয়ার যত ব্যক্তি বসে আছেন—বিদ্বজ্জনবরেণ্য সুধীসমাজ বসে আছেন, তাঁরা যে-সকল কথাগুলো বলবেন, সে-সকল কথাগুলো নিশ্চয়ই শাস্ত্রানুসারেই হওয়া উচিত, শাস্ত্রীয় তত্ত্বসিদ্ধান্ত অনুসারে হওয়া উচিত।

আমরা কার কথা নেব? বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, ভাগবতের কথা নেব, না সাধারণ মনুষ্যগোষ্ঠীর কথা নেব? এ নিয়ে ত' আমাদের দেশে আলোচনা আছে, পাশ্চাত্ত্যদেশেও আলোচনা আছে আংশিক। কিন্তু তাদের আলোচনা শুনলে আমাদের কি কল্যাণ হবে? যেখানে Vox popui vox dei শব্দ এসেছে, সেখানে আমরা সেটাকে কি করে মেনে নেব? শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করবার পর Voice of the people is the voice of God যদি এইটাই কথা হয়, আমরা কি করে মেনে নেব সেটা? আমাদের সেখানে বিচারের কথা আসছে—ভগবান্ যে বাণী বলছেন, শাস্ত্র যে বাণী বলছেন, সেইটী আমাদের মেনে নিতে হবে। আমরা যখন বিচার ঠিক পাচ্ছি না কোন বিষয়ে, আমরা নিজেরা কোন কিছু নির্ণয় করতে পারছি না, সে-সময়ে শাস্ত্রেরই শরণাপন্ন হতে হচ্ছে—সেই কথাই গীতা-ভাগবত থেকে আমরা পাই। গীতায় রয়েছে এমন কথা,—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।।"

সুতরাং শাস্ত্রই সেখানে প্রমাণ, verdict, judgement। সনাতন ধর্ম্ম কাকে বলব? সনাতন ধর্ম্ম মানে যদি আত্মধর্ম্ম, তাহলে সেটা কি কথা? যদি আমরা বলি, অন্যান্য আধিকারিক দেবদেবীগণই আমাদের উপাস্য, শাস্ত্র সেখানে বলছেন, তিনি বা তাঁরা উপাস্য হতে পারেন না। কেন? সেবা, ভক্তি, উপাসনা—এসব শব্দ এসেছে ভগবানকে কেন্দ্র করে। যদি ভগবানই বাদ গেলেন, তাহলে কে কার উপাসনা করবে, কে কার আরাধনা করবে? সেইটা হল গীতা-ভাগবতের বিচার। সেখানে বলছেন,—"হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।" ভক্তি কাকে বলব? 'হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা না পূজিব দেবীদেবা।'—একথাও বলে যাচ্ছেন। তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে? সেবা-শব্দটা, ভক্তি-শব্দটা এসেছে ভগবানকে কেন্দ্র করে, অন্য আধিকারিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে এই শব্দটা আসেনি। সনাতন ধর্ম্মের কথা যেখানে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে

ভগবৎসেবার কথাই এসেছে। সেবা, উপাসনা, আরাধনা, ভক্তি—এসব শব্দগুলো একই তাৎপর্য্যপর।

যদি আমরা নারায়ণের সেবা করি তাহলে কতটুকু ফল পাব? নারায়ণ হচ্ছেন শান্তরসের অধিদেবতা। লাভ কম হচ্ছে। তারপরে এসেছে দাস্যভাব। তারপরে এসেছে সখ্যভাব। তারপরে এল বাৎসল্য ভাব। নারায়ণের মধ্যে এসব ভাবগুলো নেই। মধুর রতি ত' অনেক দূরের কথা। দুনিয়া বলছে—God ! give us our daily bread. তাঁকে Father—পিতা-মাতা বলছেন। পিতামাতার সেবা করতে হবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, যখন পিতামাতা বলে সম্বোধন করি ভগবানকে, তখন মানে হয় হে ভগবান্! তুমি আমাদের জন্য খাট। তুমি পিতা হও, আর মাতা যাই হও। ভগবানের সেবা করব আমরা—সেইকথা শাস্ত্রে শেখানো আছে, বুঝানো আছে। সেবামুখী জীব, সে যখনই বলবে আমি ভগবান্ হয়ে যাব, ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব, তখন তার সব ধর্ম্ম শেষ। সেই কথাই সনাতন শাস্ত্রে বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন। আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করব, আরাধনা করব, সেবা করব। একেই বলে ভক্তি। একথা ত' কেউ বুঝাচ্ছেন না জগতে। সকলে বলছেন, যেমন করে পার, যেই নাম ধরে ডাক, একবার ডাকলে হল, সব পৌঁছে যাবে এক জায়গায়। কথাগুলো কি জাতীয়? এর পিছনে যুক্তি কোথায়? সিদ্ধান্ত কোথায়? আমরা যে কোন নাম ধরে ডাকলে হয়ে যাবে—কোথায় লেখা আছে এটা?

প্রত্যেক যুগের তারকব্রহ্ম নাম রয়েছে। সত্যযুগে তপস্যাদ্বারা ভগবানকে লাভ করা যেত, ত্রেতাযুগে যাগযজ্ঞের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যেত, দ্বাপরযুগে পূজা-অর্চ্চনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যেত। কিন্তু কলিকালে 'কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ'—নাম-কীর্ত্তনই হল কলিযুগের ব্যবস্থা। সেখানে এসব কথা আসছে কেন?

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"
কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।"

—এ সব কথাগুলো কেন আছে? যদি সাধু-গুরু-বৈষ্ণব কিছু নন, যদি ভগবান্ কিছু নন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু নয়, তাহলে কোন্‌টা হয় জিজ্ঞাসা করি। শাস্ত্র কি বলছেন? যেটা যেটা আমাদের জীবনে অবশ্য কর্ত্তব্য, সেটাকে বাদ দিয়ে যদি আমরা অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে পরম প্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে করি, তাহলে আমাদের লাভ কি? Positive somethingকে বাদ দিয়ে আমরা Negativity নিয়ে চলছি। 'অস্তি'-শব্দ মৌলিক শব্দ, Positive শব্দ। অস্তি-শব্দকে অস্বীকার করে নাস্তি-শব্দকে মেনে

নিতে আমরা পছন্দ করছি বেশী। ভগবান্ আছেন—একথা বলার থেকে ভগবান্ নাই, একথা বলতে যেন মনে খুব আনন্দ হয় এবং তাতে যেন খুব বাহাদুরি বেশী হয়। বর্ত্তমান সমাজের এই অবস্থা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করছেন গীতায়, দেখ অর্জ্জুন, এ সংসারে দুই শ্রেণীর লোক আছে। কি দুই শ্রেণী?—এক দৈবীভাবাপন্ন আস্তিক, আর এক আসুরিকভাবাপন্ন নাস্তিক। ভগবান্ যেটা বললেন, সেটা নিচ্ছি না আমরা। ভগবান্ কি বললেন?"দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।" এই দুই শ্রেণীকে আমরা স্বীকার করছি কোথায়? আমরা স্বীকার করছি ধনী এবং দরিদ্রকে। ভগবান্ যেটা বললেন, তার উল্টোটা করলে বোধ হয় বাহাদুরি বেশী হয়। বর্ত্তমান সমাজের এই হচ্ছে চিন্তা। শাস্ত্রবিচারকে পরিত্যাগ করে যথেচ্ছাচারী হলে তার বোধ হয় সম্মান অধিক। আজকাল আস্তিকদের চেয়ে নাস্তিকদের সম্মান বেশী। যিনি যত নাস্তিকতা প্রকাশ করতে পারবেন, তিনি তত বাহাদুর ব্যক্তি। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে জগৎটা গেল, বলছেন কেউ। ধর্ম্ম মানে কি? ধর্ম্ম মানে হল নীতি-আদর্শ এবং নীতি-আদর্শের মূল্যায়ন। এ ব্যাখ্যা ত' নিচ্ছে না সমাজ। সমগ্র বিশ্বে যাঁরা বিদ্বজ্জন রয়েছেন, চিন্তাশীল মনীষী রয়েছেন, তাঁরা এটাকে স্বীকার করে গেছেন বা এখনও স্বীকার করছেন, পরেও করবেন। কিছু কুযুক্তিবাদী ব্যক্তি তারা উল্টোপাল্টা কথা কিছু বলতে চাচ্ছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ সম্বন্ধে তাদের বাস্তব ধারণা নেই। সবথেকে শ্রেষ্ঠ যোগ ভক্তিযোগের কথা আপনারা পাচ্ছেন গীতার মধ্যেই। ভাগবত পর্য্যন্ত এগোতে হবে না।

যাহা নাহি বেদে তাহা নাহি পৃথিবীতে। যাহা নাহি ভাগবতে তাহা নাহি পৃথিবীতে। ভাগবত শ্রেষ্ঠ বিচার দিয়েছেন। আমাদের যতকিছু সংশয়, সন্দেহ, সবকিছু নিরসন করেছেন ভাগবত। প্রশ্ন তুলে তুলে তার উত্তর দিয়েছেন। যে প্রশ্ন মানুষের চিন্তার মধ্যে আসে না, সে চিন্তাও ভাগবতের মধ্যে দেওয়া আছে এবং তার উত্তরও দেওয়া আছে। "বিদ্যা ভাগবতাবধি।" আমাদের জড়বিদ্যা সব শেষ হয়ে যাবে ভাগবতের অর্থ বুঝতে গিয়ে। এই যদি বিচার হয়, তাহলে আমরা আছি কোথায়? আমরা ত' খুব সমঝদার বলে নিজেদের অহঙ্কার করছি। শাস্ত্র যা জানাচ্ছেন, মুনি-ঋষিগণ যা বলছেন, সে কথা, সে বিচার নিচ্ছি কোথায় আমরা? আমরা ত' সব স্বয়ম্ভূ গোপাল হয়ে গেছি আজ! কাকেও দরকার হচ্ছে না। Nearest guardian কেউ নয়, Spiritual guardian কেউ নয়, Supreme guardian কেউ নয়। তাহলে আমরা আমাদের ভাল কোন্‌টা দেখছি? কিসে আমাদের ভাল, মঙ্গলটা লক্ষ্য করছি? আশ্চর্য্য লাগে!

সনাতন ধর্ম্ম মানে আত্মকল্যাণকর চিন্তা। আত্মা এবং পরমাত্মা। "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।" ভগবানের তিনটে Aspect ব্যাখ্যা করেছেন ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্। ব্রহ্ম যাঁকে বলা হচ্ছে তিনি ত' ভগবানের অঙ্গকান্তি, অঙ্গজ্যোতি।

আমি যদি তাঁকে ভগবান্ বলি, তাহলে তত্ত্বদর্শন কি ভুল হয় না? "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"—গীতায় বলছেন, আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। একথা যদি সত্য তাহলে ব্রহ্মেরও ত' উপরওয়ালা আছেন। ব্রহ্ম ভগবানের অঙ্গকান্তি, অঙ্গজ্যোতি। আমি জ্যোতিকে মানব, জ্যোতির্ম্ময়কে মানব না—এ আবার কেমন বিচার? অথচ শাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় রয়েছে—"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপম্ অতুলং শ্যামসুন্দরম্ দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্।" আমার আপত্তি কেন হচ্ছে? আমি যদি জ্যোতি মানছি, তাহলে জ্যোতির্ম্ময়কে মানছি না কেন? জ্যোতির্ম্ময়েরই ত' জ্যোতি। এমন ধরণের ভুল কথাগুলো সব এসেছে। আবার এসেছে কার দ্বারা? স্বয়ং শিবঠাকুরের দ্বারা। তিনি শঙ্করমূর্ত্তিতে জগতে আবির্ভূত হয়েছেন, ভগবানের আদেশ পালন করেছেন। সেই কথা সমস্ত দুনিয়া লুফে নিয়েছে। ভগবান্ বলছেন,—এদের সব বঞ্চিত কর আমার ভক্তিপথ থেকে। তাই তারা বঞ্চিত হয়েছে। যাঁরা এইসব উল্টোপাল্টা কথা নিয়ে চলছেন না, ঠিক ভগবদ্ভক্তি-পথে চলছেন, তাঁরা ঠিক পথে আছেন। এই ইতিহাসগুলো সব শাস্ত্রে রয়েছে। সেই ইতিহাসগুলো কি আমরা পড়ি না? এগুলো আলোচনা করলে, অনুসরণ করলে সব জানতে পারা যায়।

কেন মায়াবাদ জগতে প্রচারিত হল? অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হল? এর ত' ইতিহাস রয়েছে। বর্ত্তমান বিশ্বে নাস্তিকতা বেড়ে চলেছে, আস্তিকতা দেখা যাচ্ছে না বেশী। এটা খুব দুঃখের বিষয়। আত্মধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম একই কথা। আত্মকল্যাণসূচক প্রশ্ন, তারই মীমাংসা শাস্ত্রে রয়েছে। ভারতে আমাদের যে ষড়্দর্শন রয়েছে, তার মধ্যে পাঁচটাই নাস্তিক্য দর্শন। কপিলমুনির সাংখ্য, পাতঞ্জলির যোগ, গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনীর পূর্ব্বমীমাংসা এবং ব্যাসের উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন—এই পাঁচখানা দর্শন হল নাস্তিক্য দর্শন। তারা ত' ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন না। এই জড়জগতের যা কিছু চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তা নিয়ে তারা ডুবে আছেন। শাস্ত্র বলছেন,—ভগবানকে চিনতে হবে, জানতে হবে, কে তিনি? "অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।" কথাটা বলা হচ্ছে। পরমাত্মা ভগবানেরই অংশ। আবার ভগবান্-শব্দ যখন ব্যবহার করা হয়েছে তখন Superlative degree বহুরূপেই ব্যবহার হয়েছে। পরতত্ত্ব তিনি, তাঁকে বাদ দিয়ে কারও কিছু নাই। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন যাতানি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদেব ব্রহ্ম।" তিনি শক্তিমান্ বস্তু, সৃজনী-শক্তি আছে তাঁর। তাই তিনি নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করছেন। বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা, পাখী, পশু, মনুষ্যগোষ্ঠী, দৈত্য, দানব সবকিছু এসেছে তাঁর থেকে। "সদসৎ চাহর্জ্জুনঃ।" সবটারই মূল মালিক তিনি। শুধু মালিক বলে স্বীকার করলে কি হবে? তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি কোথায়? সেই জিনিষ নিয়েও শাস্ত্র আলোচনা করছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি রাখতে হবে।

আমি পূর্ব্বে আপনাদের কাছে বলেছি যে, আমরা যদি ভগবানকে পিতা-মাতা বলে মানি, তাহলে ভগবানকে খাটিয়ে নেওয়ার বুদ্ধি আসে। তত্ত্বদর্শনটা তা নয়। ভগবানের সেবা করে ধন্য হব আমরা—এই কথাই শাস্ত্রে বুঝানো আছে। শ্রীচতন্য-মহাপ্রভু এইটাই বুঝাতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্যদেশ থেকে যে কথা আসে আসুক ; কিন্তু তারা ত' জিনিষটা বুঝাতে পারবেন না। যেখানে শুধুমাত্র শান্তরসের কথা আছে, কিন্তু দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুররসের কথা নেই, সেকথাটা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বিশেষ করে বুঝিয়েছেন এ জগৎকে। এটা তাঁরই অবদান-বৈশিষ্ট্য। যে কথা পূর্ব্বে কেউ বলেন নি। শাস্ত্রে নিশ্চয়ই আছে।

শাস্ত্রে ত' অনেক কথা পড়ে আছে। বুঝাচ্ছেন কে? বুঝাবার লোক কই? বুঝাবার লোক নেই বলে সেজন্য বলছেন—"আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলানুশিষ্টঃ।" এই তত্ত্বদর্শন বলবার লোক কম, আবার বুঝবার লোকও কম। দুটো বলা হল পাশাপাশি রেখে। সনাতন ধর্ম্ম সেইটাই যার দ্বারা আমাদের আত্মকল্যাণ লাভ হয়। পরমাত্মা ভগবানের তত্ত্বনদর্শনটা যাতে আমরা লাভ করি সেই কথা, তার অনুশীলন, অভ্যাসযোগ, সাধন-ভজনের কথা এসেছে। শাস্ত্রে এই কথা রয়েছে। সাধন-শব্দটা আমরা ততক্ষণ ব্যবহার করি যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাস্তব অনুভূতি আমাদের না আসে। বাস্তব অনুভূতি এলে পরে ভজনের কথা আসে—এটা বুঝানো হয়েছে। **(ক্রমশঃ)**

নবদ্বীপে বন্যা

"শান্তিপুর ডুবুডুবু, ন'দে এলো বান।"—কথাটী শ্রীধাম-নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটিত প্রেমবন্যা-সম্বন্ধে। তাঁহার পরবর্ত্তিকালেও এই প্রেমবন্যায় সেই অধিকারী ব্যক্তিগণ নিমজ্জিত হইতেছেন। কিন্তু "ন'দে এলো বান" প্রবাদটী অনধিকারিগণও প্রতি বৎসর অল্পবিস্তর অনুভব করিয়া থাকেন—বলাবাহুল্য তাহাদের সেই অনুভবে আদৌ সুখের লেশমাত্রও নাই। সুতরাং এই বন্যা সেই প্রেমবন্যারই বিকৃতরূপ হইয়া ভোগী, ত্যাগী প্রভৃতি অন্যাভিলাষিগণের জন্য বিশেষ ক্লেশকর হইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীধাম নবদ্বীপ বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণেরই স্থান, সুতরাং সেক্ষেত্রে বিষ্ণুপাদপদ্ম-সম্ভূতা শ্রীগঙ্গাদেবী তাঁহাদিগকে কেন এইপ্রকার প্রতি বৎসর উদ্বেগ প্রদান করেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—বৈষ্ণবগণ শ্রীবিষ্ণুর প্রতি সমর্পিতাত্মা, তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর দয়া কিংবা দণ্ড, উভয়ই পরমাদরে শিরে ধারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহা লইয়া শ্রীবিষ্ণু এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোনপ্রকার ভুল-বুঝাবুঝি নাই। কিন্তু যাহারা শ্রীধামকে ভোগের ক্ষেত্র বা উপকরণরূপে চিন্তা করেন এবং আবার ভোগোপযোগী না হইলে ত্যাজ্য বলিয়া ভাবনা করেন, তাহাদের চিত্তের "কর্ত্তাহমিতি

মন্যতে" এই মালিন্য অপসারণ করিতেই শ্রীগঙ্গাদেবী ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণের দ্বারা বস্তুতঃ কৃপাই করিয়া থাকেন। এইক্ষেত্রে কোন এক সুধী ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি,—"সমগ্র বৎসর ধরিয়া ইহারা শ্রীগঙ্গাদেবীকে কি অত্যাচারই না করে, সুতরাং গঙ্গাদেবীর কয়েকদিনের শাসন ইহারা কেনই বা মানিয়া লইবে না?"

অনেকে ইহা শুনিয়া বলিবেন,—"মহাশয়, এইসব ব্যাখ্যা আপনাদের, আসলে এই বন্যা নদীর নাব্যতা কমিয়া গিয়াছে, বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সমস্ত জলাধার হইতে একই সাথে জল ছাড়িয়া দিয়াছে প্রভৃতি কারণে হইয়াছে। তাহার উপর এই বৎসরে বন্যা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। দুর্নৈতিক কিছু নেতাদের ষড়যন্ত্রেই এইপ্রকার ভয়াবহ বন্যা হইয়াছে। বন্যার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিতে আগ্রহ না দেখাইয়া এইসকল নেতাগণ কেবল 'ত্রাণ' (Relief) হাতাইয়া লইতে আগ্রহী। জনগণের সর্ব্বনাশ, নেতাগণের পৌষমাস। এইসব কারণেই প্রতি বৎসর বন্যা হইয়া থাকে। সুতরাং আপনাদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।" তাহার উত্তরে কেবল এইমাত্র বলা যায়—তাহা হইলে যে এই বন্যার জন্য বা কোন দুর্যোগের জন্য আর ভগবানকে দোষ দেওয়া যাইতেছে না, তাহা পক্ষান্তরে স্বীকারই করা হইল। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে তাহাই বলিয়াছেন,—আমি কাহারও কর্ম্ম বা কর্ম্মফল সৃষ্টি করি না, জীবের অবিদ্যাই তাহাদিগকে এইসব অনিত্য সুখ-দুঃখে প্রবৃত্ত করে। অপরদিকে আমার প্রতি শরণাগত ব্যক্তি এইসকল অনিত্য সুখ-দুঃখে অভিভূত না হইয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করিয়া থাকে—উহা কেবল শরণাগতেরই আস্বাদ্য, অন্যের নহে। সুতরাং আমরা ভগবান্‌কে কোনপ্রকারেই দোষ দিতে পারি না। বিশেষতঃ 'কলিযুগে রাজাগণ প্রজা-পীড়ক হইবেন'—শাস্ত্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইতে পারে না। তজ্জন্যই নেতৃবর্গের সম্বন্ধে ষড়যন্ত্রের সন্দেহ প্রভৃতি অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও যায় না।

দুর্নৈতিক ব্যক্তিগণ ভীষণতমা অবিদ্যায় আক্রান্ত—তাহারা সমাজের যে-ভূমিকাতেই থাকুন না কেন, পরিণামে ভয়াবহ অমঙ্গল যে আনয়ন করে, তাহা দুর্নৈতিক-সুনৈতিক সকলেই বুঝিতেছেন। আর শাস্ত্র ছাড়িয়া যে নীতিই অবলম্বন হউক না কেন, তাহা পরিণামে দুর্নীতিতে পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। আমাদের এই বন্যা বা বিভিন্ন দুর্যোগ আমাদের সেই দুর্নৈতিকতার তথা প্রবল অবিদ্যার কথাই জানাইয়া দিয়া আমাদের চিত্ত-মালিন্য দূর করিবারই ত' শিক্ষা প্রদান করে। সুতরাং শাস্ত্র-ব্যাখ্যা না মানিয়া উপায় কি? অবশ্য শিশু-মস্তিষ্কে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের শিক্ষা বা ব্যাখ্যা বুঝা যায় না। আর ইহাও বলিয়া রাখা উচিত, শিশু বলিয়া, নির্ব্বোধ বলিয়া কি আগুন তাহার নিকট উত্তাপ-স্বভাব প্রকাশ করিতে বিরত হয়?

'এই বৎসর নবদ্বীপে আর বন্যা হইবে না'—এইপ্রকার ধারণাতেই যখন সবাই নিশ্চিন্ত হইতে বসিয়াছিলেন, তখনই আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের আকাশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া বসিল। তাহার পর যে নিরবিচ্ছিন্ন প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হইল, তাহাতে মঠবাসী

বৈষ্ণবগণের সকলেরই একসাথে ব্রজে ইন্দ্র-কৃত প্রবলতম বজ্র-বৃষ্টিরই উদ্দীপনা হইতে লাগিল। স্থানীয় নিম্নাঞ্চলের অধিবাসিগণ অতঃপর প্রাণের ভয়ে শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আশ্রয়ের জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই বন্যা মঠেও প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক অধিকার করিয়া ফেলিল। সকলেই ভাবিতেছিলেন—এই পর্য্যন্তই, জল আর বাড়িবে না। কিন্তু বন্যা এইবার বন্য-স্বভাব লাভ করিয়াছে—অপরের ভাবনা-চিন্তার ধার ধারিবে কেন। অবশেষে ১৯৭৮ সালের প্রাচীন রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া বন্যার জল গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিল। তাহার পরও জল স্ফীত হইতে হইতে পাগলপারা হইয়া তীব্র স্রোতে গঙ্গাভিমুখে সব ভাসাইয়া চলিতে লাগিল। দ্রব্যাদি সংরক্ষণের সময়-সুযোগ অধিকাংশ লোকেরই হয় নাই। মঠের দ্বিতল, ত্রিতল ভবনগুলির এমন কোনও স্থান অবশিষ্ট ছিল না, যেখানে কোন প্রাণী ছিল না। 'প্রাণী' বলিতে এইস্থলে মানুষ, গবাদিপশু সকলকেই বুঝাইতেছে। নবদ্বীপের রেল-স্টেশন ব্যতীত সকল স্থানই জলে প্লাবিত হইয়াছে। প্রবীণ ব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন—এইপ্রকার ভয়াবহ বন্যার অভিজ্ঞতা পূর্ব্বে তাঁহাদের কখনও হয় নাই।

রেল ও সড়কপথে সর্ব্বপ্রকারে সমস্ত স্থান হইতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কোনপ্রকার সরকারী সাহায্যাদিও সম্ভব হয় নাই। হেলিকপ্টার-দ্বারা আকাশ হইতে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য দু'এক স্থানে যাহা করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অপ্রতুল, নাই বলিলেই চলে। রাজনৈতিক দলগুলি এমন দুর্যোগেও মতানৈক্য ভুলিতে না পারায় বন্যা-প্রপীড়িত জনগণ বন্যার অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলেও সরকারী সাহায্য হইতে একপ্রকার বঞ্চিতই হইয়াছেন। অপরদিকে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট** হইতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শিক্ষামন্দির, ঈশানী স্মৃতিমন্দির, মহানির্ব্বাণ মঠ, মহীশুড়া, গদখালির চর ও মঠের পার্শ্ববর্ত্তী ত্রাণশিবিরগুলিতে শ্রীসমিতির সেবকগণ নৌকায় করিয়া খেচরান্ন (খিচুড়ী) মহাপ্রসাদ, চিড়ে, গুড়, কলা, ঔষধ ও বস্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণে বিতরণ করিয়া সকলের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। স্থানীয় ক্লাবগুলিও এইসময় পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়াছিল। মানুষ, গবাদি পশু, শস্যাদি ধন-সম্পত্তি প্রভৃতির যে কত ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কথায় আছে, "History repeats itself" অর্থাৎ ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করায়। ইহার কারণ এই যে,—মানুষ ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন না। যাঁহারা ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলেন, তাঁহাদের নিকট সেই ইতিহাসের আর পুনরাগমন হয় না। শতাব্দীর এই ভয়াবহতম বন্যা হইতে জনগণ এবং জনগণ-নির্ব্বাচিত নেতৃবৃন্দ ইতিবাচক শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, তাহা অচিরেই বুঝা যাইবে।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

☎ ০৩৬৫১/২৩৬৯১

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ তুরা, পিন্-৭৯৪০০১
ওয়েষ্ট গারো হিল্‌স (মেঘালয়)।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে আগামী ৮ই নারায়ণ, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ৩রা পৌষ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯/১২/২০০০) মঙ্গলবার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ৮০তম শুভাবির্ভাব পৌষী কৃষ্ণা-নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরুপঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। ইতি ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৪০৭

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী——

সেবকবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

---

*দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত** বোধায়ন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।*

ॐ অনুষ্ঠান-সূচী ॐ

২রা পৌষ (ইং ১৮/১২/২০০০), সোমবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অপরাহ্নে—নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

৩রা পৌষ (ইং ১৯/১২/২০০০), মঙ্গলবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

প্রাতঃ—৬-৩০ মিঃ হইতে ৮টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ।

পূর্ব্বাহ্ন—৮-৩০মিঃ হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপূজা এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—"শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসতত্ত্ব" সম্বন্ধে ভাষণ।

৪ঠা পৌষ (ইং ২০/১২/২০০০), বুধবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

প্রাতঃ—৬-৩০ হইতে ৮টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

মধ্যাহ্নে—ভোগরাগ ও আরতি কীর্ত্তন।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—"শ্রীগুরু-পরম্পরা এবং সম্প্রদায়-প্রণালী" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

卐 স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥ 卐

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥ লোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

卐 অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ 卐

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫২শ বর্ষ } ৫ মাধব, বাসুদেব, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ২৯ পৌষ, রবিবার, ১৪০৭, ইং ১৪/১/২০০১ { ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দেবাষ্টকম্‌

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্‌]

জাম্বূনদোষ্ণীষ-বিরাজি-মুক্তা-
মালা-মণি-দ্যোতি-শিখণ্ডকস্য।
ভঙ্গ্যা নৃণাং লোলুপয়ন্‌ দৃশঃ শ্রী-
গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু।। ১।।

যিনি জম্বূ-নদীজাত সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত কিরীট সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করেন এবং উহাতে যে-সকল শোভমানা মুক্তামালা রহিয়াছে তন্মধ্যস্থ মণিনিচয়ের ছটায় রঞ্জিত ময়ূরপুচ্ছসমূহের ভঙ্গিতে সকল লোকের নয়ন লুব্ধ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন।। ১।।

কপোলয়োঃ কুণ্ডল-লাস্য-হাস্য-
চ্ছবি-চ্ছটা চুম্বিতয়োর্যুগেন।

সংমোহয়ন্ সংভজতাং ধিয়ঃ শ্রী-
গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু।। ২।।

যিনি কুণ্ডলযুগলের নৃত্য ও হাস্য-শোভার ছটায় চুম্বিত (পৃষ্ট) গণ্ডদ্বয়ের দ্বারা ভজনপরায়ণ স্বীয় ভক্তগণের মনকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন।। ২।।

স্ব-প্রেয়সী-লোচন-কোণ-শীধু-
প্রাপ্ত্যৈ পুরোবর্ত্তি-জনেক্ষণেন।
ভাবং কমপ্যুদ্গময়ন্ বুধানাং
গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু।। ৩।।

যিনি স্বীয় প্রিয়তমাগণের কটাক্ষ-মধু প্রাপ্তির নিমিত্ত (অপরের দর্শনাশঙ্কায়) অগ্রবর্ত্তী লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন এবং তাহাতে রস-তত্ত্বাভিজ্ঞ ভক্তগণের কোনও এক অনির্ব্বচনীয় ভাব সঞ্চার করেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন।। ৩।।

বামপ্রগণ্ডার্পিত-গণ্ডভাস্বৎ-
তাটঙ্ক-লোলক-কান্তিসিক্তৈঃ।
ভ্রূবল্গনৈরুন্মদয়ন্ কুলস্ত্রী-
র্গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু।। ৪।।

যিনি বাম বাহুমূলে নিজের গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া আছেন এবং তাহাতে দীপ্তিশালী কর্ণাভরণ ও নাসিকাগ্রের আভরণের কান্তিযুক্ত ভ্রূভঙ্গিতে কুলরমণীদিগকে উন্মত্ত করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন।। ৪।।

দূরে স্থিতাস্তা মুরলী-নিনাদৈঃ
স্ব-সৌরভৈর্মুদ্রিত-কর্ণপালীঃ।
নাসারুধো হৃদ্গত এব কর্ষন্
গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু।। ৫।।

যিনি মুরলীধ্বনি শ্রবণে প্রেম-বৈকল্যের আশঙ্কায় দূরে অবস্থানকারিণী আচ্ছাদিত-কর্ণপ্রদেশ গোপীগণকে মুরলীধ্বনিতে এবং কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ গ্রহণে প্রেমমুগ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় নাসারোধকারিণী ব্রজাঙ্গনাগণকে স্বীয় অঙ্গসৌরভে তাঁহাদের হৃদয়গত হইয়া তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন।। ৫।।

নবীন-লাবণ্যভরৈঃ ক্ষিতৌ-শ্রী-
রূপানুরাগাম্বু-নিধি-প্রকাশৈঃ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৭ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০১

সতশ্চমৎকারবতঃ প্রকুর্ব্বন্
গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু।। ৬।।

যিনি এই পৃথিবীতে শ্রীরূপগোস্বামীর অনুরাগ-সাগরে প্রকাশিত নিজের সেইসকল নূতন কান্তিসমূহের দ্বারা ভক্তদিগকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দযুক্ত করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন।। ৬।।

কল্পদ্রুমাধো মণি-মন্দিরান্তঃ-
শ্রীযোগপীঠাম্বুরুহাস্যয়া স্বম্।
উপাসয়ংস্তন্ত্রবিদোঽপি মন্ত্রৈ-
র্গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু।। ৭।।

যিনি কল্পদ্রুমের নিম্নপ্রদেশে মণিময় মন্দিরের অভ্যন্তরে যোগপীঠস্থ কমলোপরি অবস্থানদ্বারা আগমশাস্ত্রজ্ঞ ভক্তগণকেও স্বীয়মন্ত্রে নিজেরই উপাসনা করাইয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন।। ৭।।

মহাভিষেকক্ষণ-সর্ব্ববাসোঽ-
লঙ্কৃত্যনঙ্গীকরণোচ্ছলন্ত্যা।
সর্ব্বাঙ্গ-ভাসাকুলয়ংস্ত্রিলোকীং
গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু।। ৮।।

যিনি মহাভিষেক-সময়ে বস্ত্রাদি, উত্তরীয়-উষ্ণীষাদি আভরণসমূহের পরিত্যাগহেতু ইতস্তত প্রসারিত নিজের সমস্ত অঙ্গকান্তিতে ত্রিভুবনকে আকুল করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন।। ৮।।

গোবিন্দ-দেবাষ্টকমেতদুচ্চৈঃ
পঠেত্তদীয়াঙ্ঘ্রি-নিবিষ্টধীর্যঃ।
তং মজ্জয়ন্নেব কৃপাপ্রবাহৈ-
র্গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু।। ৯।।

যে ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দদেবের চরণ-যুগলে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া এই শ্রীগোবিন্দদেবের অষ্টক উচ্চস্বরে নিত্য পাঠ করেন, শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে নিশ্চয়ই কৃপাপ্রবাহে নিমগ্ন করিয়া থাকেন, সেই কৃপাসিন্ধু শ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন।। ৯।।

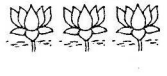

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৬ পৃষ্ঠার পর]

১৪। অপ্রাকৃত-রসের ঊর্দ্ধগতি ও তৎপ্রতিবিম্বিত রসের নিম্নগতির সীমা কি?

"রস—নিত্য, অখণ্ড, অচিন্ত্য, পরমানন্দস্বরূপ। শুদ্ধরতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত রস ঊর্দ্ধগত। শুদ্ধরতির নীচ-গতিতে ঐ রস জড়গত মোহ পর্য্যন্ত বিকৃত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১৫। রস ও রস-বিরোধের উদাহরণ কি?

"উপাসনাই রস। জড়ক্রিয়া বা চিন্তা কিংবা জড়বিপরীত নির্ব্বিশেষ চিন্তা কখনও উপাসনা নয় ; সেইসকল ক্রিয়া সর্ব্বদা নীরস।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

১৬। রসের ক্রমবিকাশ কোথায় দৃষ্ট হয়?

"পরতত্ত্বে নির্ব্বিশেষ-ভাব যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না। 'রসো বৈ সঃ' ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হইয়া পড়ে ; তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া নির্ব্বিশেষ-ভাব অনুপাদেয়। সবিশেষ-ভাবের যত প্রকাশ হয়, ততই রসের বিকাশ হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭ ও জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

১৭। অপ্রাকৃত-পারকীয় রস কি?

"নায়ক-নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অদ্ভুত রস হয়, তাহাই পারকীয় রস। আত্মারামতার দিকে টানিলে ক্রমশঃ রসের শুষ্কতা হইয়া পড়ে। লীলারামতার দিকে যত টানা যায়, রসের ততই প্রফুল্লতা হয়। কৃষ্ণই যে-স্থলে একমাত্র নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৮। অপ্রাকৃত-পারকীয় রসের উপাদেয়ত্ব কেন?

"গোকুলরমণীগণ কৃষ্ণের নিত্য-শক্তি হইয়াও গোলোকে যে পারকীয় রস আস্বাদন করেন, সে রস সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র সেই পরম রসাস্বাদকে জগতে আনিবার জন্য স্বীয় গোলোক-রমণীগণকে গোকুলে আনিয়াছেন, তাহাতে কি দোষ আছে? তিনি ত' প্রাকৃত নায়ক নন। অতএব তাহা জীবের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে, না হইলে জীব কিরূপে উৎকৃষ্ট মধুর রস আস্বাদন করিয়া সর্ব্বোত্তম রস-লাভের যোগ্য হইত?"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৯। ব্রজের পারকীয় রস অনিন্দনীয় ও অপ্রাকৃত কেন?

"ব্রজলীলায় অতি ক্ষুদ্র মায়োপাধিক বিবাহ-বিধির স্থান নাই। সেই গোলোকবিহারী

যখন স্বীয় পরম পারকীয় রসকে প্রপঞ্চে গোকুলের সহিত আনয়ন করেন, তখন গোকুল-ললনাদিগের প্রতি জড়ীয় পারকীয়-নিন্দা স্থান পায় না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

২০। অপ্রাকৃত পারকীয়-রস শুদ্ধ কেন?

"শ্রীরূপ-সনাতনের মতে—যতপ্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে-সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ-শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পারকীয় ভাবও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়া-কৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ ; **পরদার-ভাবটী—যোগমায়াকৃত, সুতরাং অবশ্যই কোন শুদ্ধতত্ত্বমূলক।**"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

২১। রসের অত্যন্ত দুর্ল্লভতা কোথায়?

"'স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত দুর্ল্লভতা হয় না, তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ 'পরোঢ়া' অভিমান আছে এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় 'ঔপপত্য'-অভিমান স্বীকারপূর্ব্বক বংশী-প্রিয়সখীর সাহায্যে রাসাদি লীলা করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

২২। লীলারস-আস্বাদনের সহিত ব্রজে গোলোক-দর্শন সম্ভবপর কি?

"পূতনা-বধ হইতে আরম্ভ হইয়া কংস-বধ পর্য্যন্ত অসুরবধ-লীলা। সেইসকল লীলা ব্যতিরেকরূপে ব্রজে এবং নির্গুণ **গোলোক-লীলায় অভিমান-মাত্র-স্বরূপে** আছে। বস্তুতঃ তাহারা তথায় নাই এবং থাকিতেও পারে না। ব্যতিরেক-লীলাপাঠে রসিক ভক্ত শুদ্ধ ভাবযুক্ত হইয়া অন্য লীলারস আস্বাদন করিতে করিতে গোলোক দর্শন পাইবেন।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

২৩। কতদিন পর্য্যন্ত মহারসে নিমজ্জন সম্ভব নহে?

"ব্যতিরেক অনুশীলনের যতদিন প্রয়োজন, ততদিন মহারসে মগ্ন হওয়া যায় না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

২৪। গোলোকে ও গোকুলে রসের আশ্রয়াভিমানের তারতম্য কি?

"বাৎসল্য-রসও অবতারীকে আশ্রয়পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই,—ঐশ্বর্য্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরম-মাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল-অভিমান ব্যতীত আর কিছুই নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু **জন্ম-ব্যাপার** নাই, জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু **অভিমান-মাত্র** ; যথা—'জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ' ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্য ঐ অভিমান নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ **'পরোঢ়াত্ব'** ও **'ঔপপত্য'-অভিমান-মাত্র** নিত্য হইলে

দোষ-মাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধও হয় না। **ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক-জগতের প্রপঞ্চময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়,—** এইমাত্র ভেদ। বৎসল-রসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু স্থূলাকারে কৃষ্ণ-জন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গার-রসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্ সত্তা-গত পতিত্ব না আছে গোলোকে,—না আছে গোকুলে।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

২৫। অসৎসাম্প্রদায়িকগণে রসের ব্যভিচার কিরূপ?

"কোন কোন উপসম্প্রদায়ে চিদ্‌রস আবির্ভাব করাইবার ছলে জড়রসকে আশ্রয় করেন, সে কেবল নিতান্ত বিপথ-গমন মাত্র।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

২৬। কোন্ জীবের কোন রস, তাহা কিরূপে লক্ষিত হয়?

"কোন্ জীবের কোন্ রস তাহা সেই জীবের গূঢ় রুচির দ্বারা লক্ষিত হয়। ভজন-শ্রদ্ধার উদয়কালে ঐ রুচিক্রমে সাধক স্বীয় রসকে ভালবাসেন। সেই রুচি বিচার করিয়া গুরুদেব তাঁহাকে ভজন-দীক্ষা দেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

২৭। শান্তরসের বিষয় ও আশ্রয় কে? শান্তি-রতির প্রধান সেবক কাহারা?

"আদৌ শান্তরস। এই রসে শান্তি-রতিই স্থায়িভাব। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দে এবং যোগীদিগের আত্মসৌখ্যে যে আনন্দ আছে, তাহা নিতান্ত শিথিল। ঈশময় সুখ তদপেক্ষা নিগূঢ়। ঈশস্বরূপানুভবই সেই সুখের হেতু। শান্তরসের আলম্বন—চতুর্ভুজ-নারায়ণ-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি বিভূতা, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি গুণান্বিত। আলম্বনান্তর্গত বিষয় ও অনুভাব এইরূপ। শান্তপুরুষগণ শান্তরতির আশ্রয়। আত্মারামগণ ও ভগবদ্বিষয়ে বদ্ধশ্রদ্ধ তাপসগণই শান্ত-পুরুষ। সনক-সনন্দনাদি চারিজন প্রধান আত্মারাম। ইঁহারা বালসন্ন্যাসিবেশে বিচরণ করেন। ইঁহাদের প্রথমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে রতি ছিল। ভগবন্মূর্ত্তি-মাধুর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চিদ্ঘন-মূর্ত্তির উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। নির্ব্বিঘ্নতা হইতে যুক্তবৈরাগ্যদ্বারা বিষয়-বর্জ্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তি-বাঞ্ছা দূর হয় নাই,—এইরূপ তাপস-সকল শান্তরসে প্রবেশ লাভ করেন।"

—জৈঃ ধঃ ২৯শ অঃ

২৮। শান্ত-ভক্তের স্বরূপ কি? শান্তরতির বিভাব, অনুভাবাদি কি?

শান্তভক্তের কৃষ্ণের প্রতি মমতা হয় না। মমতা স্বভাবতঃ স্বরূপ-নিবন্ধন ভাব-বিশেষ। অতএব শান্ত-ভক্তের রতি অসম্পর্কতা-বশতঃ শুদ্ধ অবস্থাতেই থাকে। সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূতস্বরূপ, **আত্মারাম-শিরোমণি**, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, গতিদাতা, দয়াশীল, বিভু—এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট **হরিই** শান্তি-রতির আলম্বন অর্থাৎ **বিষয়**।

ঐ রতির **আশ্রয়** যে জীব, তিনি হয় **আত্মারাম বা তাপস**। সমস্ত গুণবর্জ্জিত, অতীন্দ্রিয়, স্বপ্রকাশ, চিদ্ঘন কোন মুকুন্দনামা বস্তুর **সাক্ষাৎ করণশীল রতিই** ইহার **স্থায়িভাব**। **প্রধান প্রধান উপনিষৎ শ্রবণ ; বিবিক্ত-স্থানে স্থিতি** ; অর্ন্তবৃত্তিবিশেষের স্ফূর্ত্তি ; তত্ত্ব-বিচার ; বিদ্যাশক্তির প্রভাব ; বিশ্বরূপ-দর্শন ; তত্ত্ববিদ্ভক্তজনের সংসর্গ ; ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ সমবিদ্যদিগের সহিত উপনিষৎ ও বেদান্ত-সূত্রার্থ-বিচার—এইসকল **শান্তরসের উদ্দীপন** বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। নাসিকাগ্র-দর্শন ; অবধূত-চেষ্টা ; গমন-সময়ে চারিহাত পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত ; অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীস্পর্শরূপ জ্ঞানমুদ্রা-প্রদর্শন ; ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষরহিততা ; ভক্তগণের সামান্য সম্মান ; অত্যন্ত সংসারধ্বংসরূপ সিদ্ধির প্রতি আদর; লিঙ্গ ও স্থূল শরীরদ্বয়ে অনাবেশের সহিত স্থিতিরূপ জীবন্মুক্তির বহুমানন ; নিরপেক্ষতা; নির্ম্মমতা ; নিরহঙ্কারিতা ও মৌন ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহই শান্ত-রতির অনুভাব। প্রলয় ব্যতীত অন্য সকল রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব শান্ত-ভক্তের হইয়া থাকে ; কিন্তু তাঁহার শরীরগত অভিমান-শূন্যতাবশতঃ ঐ সকল সাত্ত্বিক-ভাব কেবল ধূমায়িত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কখনও কখনও জ্বলিতবৎ প্রকাশিত হয়। কখনই দীপ্ত বা উদ্দীপ্ত হয় না ; শান্ত-রসে নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, ঔৎসুক্য, আবেগ ও বিতর্ক প্রভৃতি ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাব-সকল কখনও কখনও লক্ষিত হয়। এবম্ভূত বিশেষে বিশিষ্ট হইয়া শান্তরস রস-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৩

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রুতিব্যাখ্যা

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।।"

ঈশাবাস্যোপনিষদ্ সর্ব্বপ্রধান দশোপনিষদের অন্যতম। জগতে বর্ত্তমানে আমাদের অনুভূতিগুলি ভজনবিরোধী হ'য়েছে। যখন জানতে পারি বিশ্ব ভগবানের আবাস্যভূমি তখন বিশ্বদর্শনে ভোগময় দর্শন থাকে না, গোলোক-দর্শন হয়। জগৎ বলিয়া যে-সকল বিচিত্রতাযুক্ত ব্যাপার সে-সমস্ত ভগবানের আবাস্য। অতদ্বাদিগণ বিশ্বকে মায়াবৃত ব'লে মিথ্যা বিচার করেন। কর্ম্মারাধ্য যজ্ঞেশ্বর-বুদ্ধিতে ঈশ্বরের বিচার ক'রলে ঈশ্বরকে আমাদের ভোগ-প্রদাতা মাত্র বুঝায়। ভোগের কাণ্ডারী মনে ক'রে যদি ঈশ্বরকে জ্ঞান করি, তবে জগৎ ভোগ্য ও ঈশ্বর ভোগদাতামাত্র হ'য়ে পড়েন। নিমিত্ত ও উপাদান

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৭ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০১

উভয়ই ভগবান্ বিষ্ণু ; সুতরাং পূর্ণসুখের কারণ। অপূর্ণসুখৈষণায় প্রণোদিত হ'য়ে ভগবান্ হ'তে বিক্ষিপ্ত হ'লে জগদ্দর্শনে বিবর্ত্ত এসে উপস্থিত হয়।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।"
"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।"

বিশ্বে আসক্ত হ'য়ে ভোগপ্রবৃত্তিযুক্ত মনে ক'রলে সেবাবিস্মৃত হই। অভক্ত হ'য়ে গিয়ে তখন বিশ্বকে বিরোধের বস্তু চিন্তা করি, বিশ্ব-ভোগের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। প্রভুর ভোগ্য কখনও দাসের ভোগ্য নয়। গৃহপতির বাসস্থানের সেবাপ্রবৃত্তি হ'লে দাসেরও পূর্ণসুখ হয়। স্বর্গসুখাদিলাভে ইন্দ্রিয়তোষণ কর্ম্মিগণের আকাঙ্ক্ষণীয়। যিনি সকল বস্তুর মালিক, তাঁহারই সকল বস্তু। তাহার অপহরণে আমাদের অমঙ্গল।

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে।" হে অগ্নিদেব, আমাকে পরমার্থধনের জন্য মঙ্গলপথে নিয়ে চল। 'অগ্নির্দেবানামবমঃ।' অগ্নি দেবগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম। যিনি ভগবানের নিম্নপ্রদেশে বাস করেন তিনিই গুরুপাদপদ্ম। দেবগণের মুখ অগ্নি। সংস্কারাদি প্রত্যেক কার্য্যে অগ্নির প্রয়োজন। উত্তমের পূজার পূর্ব্বে অধমের পূজা আবশ্যক। ঋকের কথিত দেবগণের সান্নিধ্যপ্রার্থী আদৌ অগ্নির পূজা করেন। গুরুপাদপদ্মই অগ্নি। অগ্নি যেরূপ যজ্ঞীয় হবি দেবগণের নিকট অমৃতরূপে পৌঁছিয়ে দেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মও সেরূপ শরণাগত ভক্তের নিবেদিত পদার্থ ভগবানের চরণতলে উপহার দিয়ে দেন।

মহাপ্রভুর নিকট ভাগবত শ্রবণ করাতে সোমযাজীগৃহজ বল্লভ এসেছিলেন। বল্লভের পুত্রদ্বয় গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। ইঁহারা অগ্নিকুল, বিষ্ণুস্বামীর অনুগত। বিঠ্ঠল পিতার অসমাপ্ত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রভৃতি রচনা ক'রেছিলেন। দেবলোকে প্রবেশের জন্য অগ্নিরই অগ্রে প্রাধান্য। অগ্নি আমাদিগকে সুপথে ধনলাভের জন্য লউন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত বিচারে যা' ব'লেছেন, সেই পথে বল্লভ মায়াবাদ গর্হণ ক'রেছেন।

'অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।'
"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।।"

আমাদের সমস্ত প্রয়াস হয় অধনে, কর্ম্ম, জ্ঞান, মিছাভক্তিতে। গণিতশাস্ত্রে ধন ও ঋণ ব'লে দুটী শব্দ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে যে বাস্তব বস্তুর বেদ্যত্ব প্রতিপাদিত হ'য়েছে তাই একমাত্র ধন, অন্য সবই ঋণজাতীয়। প্রেমই ধন, তাহারই সোপান ভক্তি। তাহা সাধন ও ভাব-রাজ্যের পূর্ণবিকাশে লব্ধ হয়। জ্ঞানী বিদ্বান্ বিশ্বদর্শনে গোলোকপ্রতীতি

করেন। ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীল প্রবোধানন্দ নিম্নাধিকারীর মঙ্গলার্থ চৈতন্যচন্দ্রামৃতগ্রন্থে বিশেষভাবে ব'লেছেন—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।"

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে,
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে,
যৎ কারুণ্যকটাক্ষ-বৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ।।"

গৌরসুন্দর ও ষড়্গোস্বামীর বিচার-প্রণালীর অনুসরণ ব্যতীত উপায় নাই। তাঁ'দের কারুণ্যলব আত্মায় পতিত হ'লে আত্মচক্ষু উন্মীলিত হ'য়ে চিদালোকদর্শনে যোগ্যতা আসে। রূপানুগের বিচারপ্রণালী কোথায়? গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষে পতঞ্জলি ঋষির ঈশ্বরসাযুজ্য কৈবল্যমাত্র নরকসদৃশ দৃষ্ট হয়, দেবলোক আকাশপুষ্পের মত অনুভূত হয়, কর্ম্মকাণ্ডীদিগের 'আমার ভোগ্য স্বর্গাদি' যুক্তি অকর্ম্মণ্য—বৃথা হ'য়ে যায়। বিশেষ বিচারে প্রয়োজনসিদ্ধির বাধা হ'লে নিরাকার নির্ব্বিশেষরূপ আকাশপুষ্পের বিচার এসে অধিকার করে। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষানুভূতি অজ্ঞেয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। বিশ্বে পূর্ণসুখের অনুভূতি নাই। কারাগারে থাকাকালে ত্রিবিধ ক্লেশের প্রাপ্তি অনিবার্য্য। জ্ঞানের উদয়ে ঐ ত্রিতাপের যোগ্যতা হারান যায়। আনন্দের অনুসন্ধিৎসু সকলেই। বিশ্বের প্রতি ভোগময় দর্শন জড়াভিনিবেশে বিবর্ত্তহেতু প্রাকৃতবুদ্ধি।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।"

ভক্তিধর্ম্মে এসে গোখরের পথে অবস্থিত হ'লে নির্ব্বুদ্ধিতা ব'লতে হ'বে। বিশ্বকে ব্রহ্মবিচার, ক্লীবোপাসক-সম্প্রদায়ের বিচার আদরণীয় নহে।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।"

অচিদ্গুণ প্রয়োজনীয় নহে। চিদ্গুণগুলি কৃষ্ণের আনন্দবিধায়ক।

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।"

এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকায় আত্মমঙ্গল হয়। অনাত্মমঙ্গল ও আত্মমঙ্গল পৃথক্ বস্তু। বিশ্বকে ভোগের আগার মনে ক'রে আমরা ক্ষুদ্র জীব বিপন্ন হ'য়ে পড়ি, ভগবৎসেবার সুখ থেকে বঞ্চিত হই। যেকালে বিশ্বে ভোগ্যপ্রতীতি ক্ষীণতা লাভ ক'রে তদীয় ভোগ্যপ্রতীতি বৃদ্ধি লাভ ক'রে তখন গোলোকবৃন্দাবনের প্রতীতি ও ক্লেশহীনতা দৃষ্টিগোচর হয়। অভক্ত হ'লে অন্যাভিলাষযুক্ত হ'য়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিচারে সুপথে নিয়ে যেতে দেয় না। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা প্রভৃতি ব্যাপারে আমাদিগকে দুর্গত ক'রে দেয়। গুরুস্থানীয় হ'বার যোগ্যতা অনেকের আছে।

(ক্রমশঃ)

কালের গতি

শ্রীগৌরসুন্দর ৪৭৮ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়দেশে আবির্ভূত হইয়া প্রপঞ্চের জীবগণকে নিজ ভজন উপদেশ করিয়াছিলেন। এই প্রপঞ্চস্থিত দুর্ভাগা জীব কিরূপভাবে বৈষ্ণব-জীবন লাভ করিয়া কৃষ্ণের ভজন করিবেন এবং ভজন-বিরোধি কুসঙ্গ কি-প্রকারে পরিত্যাগ করিবেন, তাহাও উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্গ নিজজনগণ তাঁহার প্রকটকালের পরও প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসরণে ভজনের পথ কণ্টকহীন করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। যাঁহারা নিষ্কপটচিত্তে চৈতন্যচন্দ্রের চরণানুসরণ করিলেন, তাঁহারা জগতে অতুলনীয় কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু কালপ্রভাবে নিষ্কপটতার প্রতি লক্ষ্য হ্রাস হইলে ভোগী জীবগণ হরিবিমুখ ভাবকেই ভজন বলিয়া অনভিজ্ঞ সমাজে চালাইতে আরম্ভ করেন।

তাহাদের অযোগ্যতাই ক্রমে ক্রমে বিপরীত ফল প্রসব করিল। যেমন পাটীগণিতে বহুসংখ্যা যোগ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই ভুল করিলে সমস্ত গণনা অশুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অশুদ্ধ হইলে সেই অশুদ্ধ ফলদ্বারা কার্য্যকালে বিপত্তি উপস্থিত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্ব হইতে ভজনের বাধাগুলি ভজনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পরিশেষে জীবকে বিপথগামী করে। বিপথগামী জীবকে আদর্শ জানিয়া তদনুগমন করিলে পরিণামে সুফল উৎপন্ন হয় না। প্রভুর সময়ে যেরূপভাবে তাঁহার অন্তরঙ্গ দাসগণ হরিভজনে নিযুক্ত ছিলেন, পরবর্ত্তিকালে ক্রমে ক্রমে সেই জীবন্ত আদর্শের অভাবে হীন আদর্শকে প্রভুর ভক্তজ্ঞানে ক্রমশঃই আমরা সত্য হইলে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ি। এইরূপে ভ্রষ্টাচারকে আদর্শ জানিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যে বিষময় ফল সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাকে অনর্থক আদর করিতে গিয়া আমরা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হই। আবার ভগবদ্বৈমুখ্যকে পূর্ব্ব মহাজনের আচরণ জানিয়া অঘ, বক, পূতনার অনুগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনের নামে আরও কিছু করিয়া বসি ; ভজন-নিপুণ হরিভজন দেখিলেও তাঁহাতে শ্রদ্ধা করি না। কাল আমাদিগকে শোধন করার পরিবর্ত্তে বিভ্রান্তির পথে লইয়া যায়। মহাজন দেখিতে গিয়া দুর্জ্জনকেই মহাজন বলিয়া নির্দ্দেশ করি। সেইজন্য প্রভুর সমকালীয় মহাজনগণের আচরণ ও ব্যবহার আমাদের ভজনের নির্দ্দেশ হউক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে বিভিন্ন ভক্তবৃন্দ ভিন্ন ভিন্নভাবে ভজনের আদর্শ দেখাইয়াছেন; তাহা হইলেও সকলেই ভজন করিয়াছেন। আর যিনি ভজন করেন নাই, তিনি শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছেন। আজকালকার দিনে কোনও ভজননিপুণ ব্যক্তি ভজনের অন্তরায় জানিয়া যদি কোনও ভোগিব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে সেই ভজনবিরোধী ব্যক্তিকে পতিত জানিবার পরিবর্ত্তে সাহায্য দান করিয়া ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধে সাধারণ মানব না বুঝিয়া আক্রমণ করিবার

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৭ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০১

জন্য প্রবৃত্ত হন। সুতরাং সেকাল ও একাল আলোচনা করিতে গিয়া আমরা অনেকগুলি বিচিত্রতা সন্দর্শন করি।

ভজন-বিষয়ে শ্রীগৌরহরি যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন এবং যে উপদেশ লাভ করিয়া নির্ব্ব্যলীক শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায় শ্রীভগবানের ভজন করিতেন, তাহা বর্ত্তমানকালে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিনা, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকদিগকে একটী কথা জানাইতে চাই যে, প্রপঞ্চস্থিত জীবের ভোগময় কর্ম্মের সহিত তাঁহারা ভক্তির অনুষ্ঠান সমান-শ্রেণীভুক্ত না করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মহাপ্রভুর সময়ে বাষ্পীয় যান ছিল না, সম্প্রতি বাষ্পীয় যানের সাহায্য গ্রহণ করা প্রভুর পথ পরিহার করার সহিত তুল্য—ইহা কর্ম্মীর ধারণা। বলাবাহুল্য ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া জীবের সেবাপ্রবৃত্তিমূলা ভক্তি অবস্থিত, তাহাতে ভগবানে প্রেমা উৎপন্ন হয় ; কিন্তু কর্ম্মিগণ ভক্তিকে নিজ ভোগপর অনুষ্ঠানতুল্য মনে করিয়া কৃষ্ণপ্রীতির ক্রিয়াকলাপকে ভোগীর কর্ম্মমাত্রে পর্য্যবসিত করেন। ভক্তির ক্রিয়াকলাপগুলি কর্ম্মফলভোগীর কার্য্যের সহিত কখনই তুল্য নহে। যাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই বলেন,—বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তের অধীনে সর্ব্বতোভাবে করণীয় ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণভক্তির বাধক শুভাশুভ কর্ম্মফল পরিহার করাই ভক্তির অনুষ্ঠান। কেহ এইরূপ মনে না করেন যে, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত ভক্তিগ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন হস্তলিখিত ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থই সমধিক আদরণীয়। 'আমাদিগের বংশে চিরদিন তুলসী মালিকা ধারণ ও মৎস্য-ভোজন, উভয় কার্য্যই চলিয়া আসিতেছে, আজ সেই সনাতন প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না'—এইরূপ কার্য্যে ভক্তি বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, নিরীশ্বর অভক্তের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারটী আসিয়া ভক্তির বিলোপ সাধন করিতেছে।

প্রভুর সময়ে গুরুর লক্ষণ বা গুরুর আদর্শ যেরূপভাবে প্রচলিত ছিল, এখন তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া মনঃকল্পিত গুরু-নির্ব্বাচন-প্রথা যাহা কিছুদিন হইতে চলিতেছে, তাহার আদর করিতে পারিলেই আমাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়, মনে করি। এই কথাটী আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখি, প্রভুর সময়ে বংশ-পরম্পরা যোগ্যাযোগ্য-বিচাররহিত হইয়া গুরুগ্রহণের প্রথা ছিল না, আর বর্ত্তমানকালে কুলগুরু-প্রথা অন্যায়ভাবে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রভুর শ্রীমুখবাণী অনাদর করিয়া আজকাল কৃষ্ণতত্ত্ববিৎকে গুরুপদে বরণ করিবার পরিবর্ত্তে কুলপ্রথা অন্যায়ভাবে অবলম্বিত হইতেছে। গুরু-নির্ব্বাচনে বৃত্ত-পন্থাকে শাস্ত্রীয় জানিবার পরিবর্ত্তে সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠানের ন্যায় শৌক্রপন্থাকে অবলম্বন করিয়া যোগ্যপাত্রের অনাদরে অযোগ্যতার আদর বাড়িয়া যাইতেছে। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৭ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০১

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৬) মনু

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-ধ্যানরত স্বয়ম্ভুর অর্দ্ধ অঙ্গ হইতে মনু এবং অপরার্দ্ধ হইতে শতরূপা জন্মগ্রহণ করেন। স্বয়ম্ভু মনুকে সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া শতরূপাকে তাঁহার মহিষী করিলেন। মহাত্মা মনুর ঔরসে সাধ্বী শতরূপার গর্ভে দুই পুত্র ও তিন কন্যা উৎপন্ন হইল। পুত্রদ্বয়ের নাম,—প্রিয়ব্রত ও উত্থানপাদ। আর কন্যাত্রয়ের নাম,—আকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু রুচির সহিত আকুতি, কর্দ্দম ঋষির সহিত দেবহূতি এবং দক্ষের সহিত প্রসূতির বিবাহ দিলেন। ইঁহাদের সন্তানেই জগৎ প্রজাপূর্ণ হইল। পরম ভাগবত পুত্র প্রিয়ব্রতের সহিত বিশ্বকর্ম্মা-দুহিতা বর্হিষ্মতীর এবং উত্থানপাদের সহিত সুনীতির ও সুরুচি নামিকা দুইটী কন্যার বিবাহ হয়। মনুর আজ্ঞায় তাঁহার দুই পুত্রই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। পুত্রদিগকে রাজ্যভার দিয়া তিনি হরিসাধনায় গমন করেন।

মনু-পুত্র উত্থানপাদের মহিষী সুনীতির গর্ভে পরম হরিভক্ত মহাত্মা ধ্রুবের জন্ম হয়। শ্রীভগবানের নিকট বর লাভের পর ধ্রুব ভবনে ফিরিয়া যথাসময় পিতৃদত্ত রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যপালন করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম মৃগয়া করিতে গিয়া এক মহাবল যক্ষকর্ত্তৃক নিহত হন। ইহাতে ধ্রুব যক্ষগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি যক্ষালয়ে গিয়া অমিতবিক্রমে যক্ষগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া সংহার করিতে লাগিলেন। অসংখ্য যক্ষ তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার পিতামহ মনু এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তৎকালে দুস্তর বিষয়-বিষ-জলাশয় গৃহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ঊর্দ্ধলোকে মহর্ষিগণসহ শ্রীহরির আরাধনায় অবস্থিত ছিলেন। তিনি হরিপরায়ণ ধ্রুবের এইরূপ মতিভ্রমের সমাচার প্রাপ্তিমাত্র মহর্ষিগণসহ রণমত্ত মহাবীর পৌত্রের সকাশে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে এই অসৎ উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

মনু বলিলেন,—"বৎস! তুমি একি করিতেছ? একের অপরাধে এত নিরপরাধ প্রাণীর প্রাণবধ করিতেছ! দৃশ্যমান দেহে আত্মবোধ করিয়া পশু বা পশুবৎ প্রাণীরাই পরস্পরকে হিংসা করে, বধ করে। কিন্তু, তোমার মত ব্যক্তির ইহা কি কর্ত্তব্য? শ্রীহরির শরণাগত সাধুদের কি এই পথ? তুমি সর্ব্বভূতের প্রাণ-স্বরূপ সর্ব্বাত্মা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া তাঁহার দুরারাধ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছ। হরিপরায়ণ সাধুগণ 'হরিভক্ত' বলিয়া তোমার গুণকীর্ত্তন করেন। তুমি আবার এত আত্মহারা হইয়া এমন অপকর্ম্মে রত হইলে কিরূপে? হরিভক্তের নিকট শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, সম্পদ-বিপদ তুল্যরূপে দৃষ্ট হইয়া কোনরূপ সংক্ষোভ ঘটাইতে পারে না। সর্ব্বজীবে, সকল বিষয়ে তাঁহাদের সমদৃষ্টি। ইহা হইতেই সর্ব্বপ্রাণময় পরমেশ শ্রীহরি তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন। বৎস! ভাবিয়া

দেখ দেখি, কে কাহার আত্মীয়, কে কাহার পর, আর কে বা কাহাকে বধ করিতে পারে? শ্রীভগবান্‌ই সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের মূলীভূত কারণ। "রাখে হরি মারে কে?'মারে হরি রাখে কে?"—এ কথা যে বালকের মুখেও শুনা যায়! সকল জীবই স্ব-স্ব-কর্ম্মের অধীন হইয়া কালচক্রে জন্ম-মৃত্যুমার্গে ভ্রমণ করিতেছে। তাহা অন্যথা করিবে কে? শ্রীহরিই এই অখিল বিশ্বের একমাত্র কর্ত্তা, অদ্বিতীয় নিয়ন্তা। তাঁহার ত্রিগুণা মায়াশক্তিই বহির্জগতে কার্য্য করিতেছে। তাঁহার ঐ মায়াই' মৃত্যুরূপে হরিবিমুখ জনকে গ্রাস করিতেছে। পুনঃ পুনঃ গিলিতেছে আবার উগরিতেছে। কিন্তু, শ্রীহরি স্বীয় ভক্তগণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ হইয়া ঐ মৃতুরূপিণী মায়া-রাক্ষসীর করাল কবল হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। বিশ্বস্রষ্টা মহাপ্রভাব দেবগণ নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দের মত তাঁহারই পূজা-উপহার সতত মস্তকে বহন করিতেছেন।

'তমেব মৃত্যুমমৃতং তাত দৈবং সর্ব্বাত্মনোপৈহি জগৎপরায়ণম্।
যস্মৈ বলিং বিশ্বসৃজো হরন্তি গাবো যথোতা নসি দাময়ন্ত্রিতাঃ।।

(শ্রীভাঃ ৪।১১।২৭)

"বৎস! পঞ্চবর্ষ বয়সে তুমি স্নেহময়ী জননীকে ত্যাগ করিয়া যে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির সর্ব্বসম্পন্ময় শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলে এবং যাঁহার কৃপায় ত্রিলোকীর মস্তকোপরি পরম দুর্ল্লভ স্থান লাভ করিয়াছ, তাঁহারই আরাধনায় রত হও। সমগ্র জীবজগতের প্রাণপ্রিয়তম আত্মজন একমাত্র তিনিই। কাহাকে আত্মীয় ভাবিয়া মোহের বশে কি করিতেছ? এ চিত্তবিকার পরিহার কর। ক্রোধ জীবের পরম শত্রু। হিতকামী ব্যক্তির কদাচ ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। আর দেখ,—পরম বৈষ্ণব ভগবান্ গিরিশের ভ্রাতা ধনাধিপ কুবের। যক্ষগণ কুবেরের আশ্রিত। তুমি বৈষ্ণব-অপরাধ করিতেছ। শীঘ্র যাও, সেই বৈষ্ণব-শিরোমণি শিব-সকাশে গিয়া তাঁহার পূজা ও পাদবন্দনা করিয়া প্রসাদ ভিক্ষা কর।"

মহাত্মা মনু এইরূপে পৌত্র ধ্রুবকে রক্ষা করিয়া সগণে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সাধুশীল ধ্রুব অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করিলেন।

মহাত্মা মনু যখন শতবর্ষব্যাপী দুশ্চর তপস্যায় হরি আরাধনা করিতেছিলেন, তখন তিনি এইসকল কথা চিন্তা করিতেন,—"হায়, জীবগণ বিষয় লইয়া কত মুগ্ধ হইয়া আছে ; যিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র আছেন ; যিনি সকলের চৈতন্যস্বরূপ ; যিনি সর্ব্বদা সকলকে রক্ষা করিতেছেন ; যিনি মূলাধাররূপে সকলকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার কথা একবারও তাহারা ভাবিতেছে না। অহো জীবগণ,—তোমরা করিতেছ কি? বিষয়ের জন্য লোভের বশে তোমরা পরস্পর কত দ্বন্দ্ব করিতেছ! কেন অমূল্য জীবন এমন বৃথা ক্ষয় করিতেছ? যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর, তবে সেই সর্ব্বাশ্রয় স্বতন্ত্র শ্রীহরির আরাধনা কর। হরি হে,—তোমার অনন্ত বৈভব, অপার মহিমা ; তুমি সর্ব্বোপরি

সকলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। তুমি স্বয়ং পরিপূর্ণ, স্বপ্রকাশ ও সত্যস্বরূপ। প্রভো, আমি তোমার শরণাগত, আমাকে সেবা দাও। আমার জন্ম সফল কর।"

তপস্যারত মহাসত্ত্ব মনুকে অসহায় ও অবশ ভাবিয়া একসময় তাঁহাকে কয়েকটী রাক্ষস গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে শ্রীহরি তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া স্বীয় শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাত্মা মনুর দেবহূতি কন্যায় শ্রীকপিল ও আকুতি কন্যায় শ্রীযজ্ঞ—এই দুইটী বিষ্ণুর অবতার প্রকটিত হইয়াছিলেন।

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৩)

শ্রীকৃষ্ণের বিভুতা—

ন চান্ত র্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিস্তান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ।। (ভাঃ ১০।৯।১৩)

নবনীত-চৌর্য্যাপরাধে শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিলে শ্রীশুকদেবের এই উক্তি,—যাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই, পূর্ব্ব নাই, পর নাই ; যিনি স্বয়ং জগতের পূর্ব্ব-পর, অন্তর-বাহির তথা নিজেই জগতের স্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্রকাশত্ব—

অস্যাপি দেব বপুযো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ।। (ভাঃ ১০।১৪।২)

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,—আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে দেববপু প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঞ্চভৌতিক নহে, বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক। ঐ রূপ স্বেচ্ছাময় অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছানুসারে প্রকাশিত হন, আমি (ব্রহ্মা) বা অন্য কেহ যখন এই রূপেরই মহিমা জানিতে অসমর্থ, তখন কেবল আত্মাসুখানুভূতিরূপ মূলাবতারী আপনার এই রূপের মহিমা নিরুদ্ধ মনদ্বারা কেহই জানিতে পারে না। এই শ্লোকদ্বারা যাঁহার বর্ণন করা হইয়াছে সেই নরাকৃতি আপনি সম্প্রতি বালক-বৎস প্রভৃতি অংশসমূহদ্বারা যে-সকল নারায়ণরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যে কোন এক দেবরূপের মহিমাই যখন কেহ জানিতে পারে না তখন তাঁহাদেরও অংশী সাক্ষাৎ আপনার মহিমা কেহই যে জানিতে পারিবে না, তাহা আর কি বলিতে হইবে? 'মদনুগ্রহস্য' পদটী 'বপুষঃ' পদের বিশেষণ। তাহার অর্থ—আমার প্রতি যাহা হইতে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৭ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০১

অর্থাৎ যে রূপ দর্শন করিয়া আপনার মহিমা অবগত হইয়াছি সেই বপুর। কিরূপ আপনি?—আত্মসুখানুমূর্ত্তিস্বরূপ। আপনাকর্ত্তৃক যাঁহার সুখানুভব হইয়া থাকে এবং যাঁহার আনন্দ তিনি ছাড়া আর কেহ অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ পরানন্দময় আপনি। সুতরাং তিনি স্বপ্রকাশ অর্থাৎ তাঁহার তত্ত্ব তিনি ছাড়া আর কেহ জানেন না বলিয়া কেহ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তাঁহার স্বয়ংরূপত্ব—

সকৃদ্‌যদঙ্গ-প্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্।
স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভিব্যুদস্তমায়োঽন্তর্গতো হি কিং পুনঃ।।

(ভাঃ ১০।১২।৩৯)

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে অঙ্গ! হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! যাঁহার শ্রীমূর্ত্তির কেবল মনোময়ী প্রতিকৃতি বলপূর্ব্বক একবারমাত্র অন্তরে আহিত হইয়া প্রহ্লাদাদি ভক্তগণকে ভাগবতী-গতি দান করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে ভাগবতীগতি দিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তাহার দেহ-দেহী ভেদ নাই। উক্ত রূপ সর্ব্বতোভাবে মায়াতীত ; এমন কি, এই রূপের প্রভাবে অন্যের সংসারবন্ধন ঘুচে। সুতরাং উহা স্বয়ংসিদ্ধ রূপ ; তাহা কেহ সৃষ্টি করিতে বা রূপান্তরিত করিতে পারে না। অতএব স্বপ্রকাশ বলিয়া নরাকার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণেরই পরমব্রহ্মত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।—

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্‌বৎসা সমস্তা অপি।
তাবন্তেঽসি চতুর্ভুজস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে।।

(ভাঃ ১০।১৪।১৮)

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—আপনি এই বিশ্বের মায়াময়ত্ব আজ আমাকে দেখাইলেন। প্রথমে একমাত্র আপনি ছিলেন, তারপর সমস্ত ব্রজসুহৃৎ ও সমুদয় বৎসরূপে প্রকটিত হইলেন। অনন্তর সকলেই চতুর্ভুজ হইয়া অখিল তত্ত্বের সহিত মৎকর্ত্তৃক উপাসিত হইলেন এবং প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ড হইল। এক্ষণে অপরিমিত 'অদ্বয় ব্রহ্ম' আপনি মাত্র অবশিষ্ট আছেন। এই শ্লোকে অদ্বয়ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অদ্বয়ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বস্তু। তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে এমন দ্বিতীয় বস্তু নাই, সুতরাং তিনি আপনাদ্বারা আপনি প্রকাশিত। আর ব্রহ্মা নরাকৃতি স্বরূপকেই 'অদ্বয় ব্রহ্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ।।

যে-বংশে নরাকৃতি পরমব্রহ্ম কৃষ্ণাখ্য পুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, মানুষ সেই যদুবংশের কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

এইসকল প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ যে নরাকার তাহা নিশ্চিত হইল। তিনি কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ হইলেও দ্বিভুজেরই কৃষ্ণত্ব মুখ্য অর্থাৎ দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাবতারী। চতুর্ভুজরূপেও অতিরিক্ত দুইটী হস্ত ছাড়া মনুষ্য-লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণত্ব আছে। তবে এস্থলে গৌণ বুঝিতে হইবে। চতুর্ভুজ-রূপে নরাকৃতি বাহুল্য আছে বলিয়া অর্জ্জুন বলিলেন,—"তেনৈব রূপেন চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে"—হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! সেই চতুর্ভুজ আবার প্রকাশ কর। "দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন। ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।" হে জনার্দ্দন! তোমার এই শান্ত মনুষ্য-রূপ দর্শন করিয়া আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম।

এই শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি যে পরম তত্ত্ববস্তু, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে,—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।

(ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

শ্রীকৃষ্ণ-অগ্রজ (বলরামের) সহিত রঙ্গস্থলে গমন করিয়া মল্লদিগের অশনি, নরদিগের নরশ্রেষ্ঠ, যুবতীদিগের মূর্ত্তিমান কন্দর্প, গোপদিগের স্বজন, অসৎ নরপতিগণের শাসনকর্ত্তা, নিজ পিতামাতার শিশু, ভোজরাজ কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বজ্জন-পক্ষে বিরাট-স্বরূপ যোগিগণের পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিদিগের পরম দেবতারূপে প্রকাশ পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, তাহা এই শ্লোকে বিবৃত। উক্ত শ্লোকে যোগিগণের শান্ত, বৃষ্ণিগণের দাস্য, গোপগণের সখ্য, মাতাপিতার বাৎসল্য, নারীগণের মধুর এবং কুবলয়াপীড় হস্তীকে বিনাশ করিবার পর গজরাজ-মুক্তা-দন্তাদিদ্বারা বিশেষ শোভাশালী হইয়াছিলেন বলিয়া সখাদের হাস্য, মল্লগণের রৌদ্র, পিতা-মাতার মল্ল-দৌরাত্ম্যাশঙ্কায় করুণ, অসৎ নরপতিদের শাস্তা হওয়ায় বীর, নরগণের লোকোত্তর রূপ দর্শনহেতু অদ্ভুত এবং অবিদ্বান্ জনগণের প্রতীতিতে বিরাট্ অর্থাৎ প্রাকৃত দেহবিশিষ্ট প্রতীতিহেতু বীভৎস-রসের বিষয় হইয়াছিলেন।

পদ্মপুরাণেও নরাকার-বিগ্রহের পরম কারণত্ব নিরূপিত হইয়াছে,—

দৃষ্ট্বাতিহৃষ্টো হ্যভবং সর্ব্বভূষণং-ভূষণম্।
গোপালমবলাসঙ্গমুদিতং বেণুবাদিতম্।
ততো মামাহ ভগবান্ বৃন্দাবনচরঃ স্মরন্।।
যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনম্।
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।।

পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম।
ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণ-কারণম্।।

শ্রীব্যাসদেব বলিলেন,—অবলা-সঙ্গে আনন্দিত, বেণুবাদনতৎপর, সর্ব্বভূষণের ভূষণ-স্বরূপ গোপালকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত হৃষ্ট হইলাম। তৎপরে বৃন্দাবনে বিচরণশীল ভগবান্ হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন,—তুমি যাহা দেখিলে তাহাই আমার দিব্য সনাতন রূপ ; উহা নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পদ্মপলাশলোচন। এই রূপ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কোন স্বরূপ নাই। বেদসকল ইহাই বলিয়া থাকে যে, ইহাই কারণের কারণ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

✡✡✡✡

লোকলজ্জা পরমার্থ-পথের প্রধান অন্তরায়

শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও লোকনিন্দাজনিত অনুচিত কর্ম্মের জন্য অন্তরে সংকোচ-বোধের নামই 'লজ্জা'। ভাষান্তরে পাপকর্ম্মে হেয়ত্ব দর্শনকেই লজ্জা বলা হয়। "জুগুপ্সা হ্রীরকর্ম্মসু।" গোপনীয় বিচারের প্রকাশে বা আলোচনায় চিত্তের সংকোচভাবকেও 'লজ্জা' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যায়। দৈবীভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে লজ্জা একটী গুণ। তাঁহারা অসৎকর্ম্মে অপ্রবৃত্তির হেতু সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার যোগ্য। লজ্জা না থাকিলে কেহই অপকর্ম্ম হইতে বিরত হইত না। লোকের নিন্দা ও তিরস্কারের ভয়ে অনেকে লজ্জায় পরদ্রব্য-অপহরণ, পরস্ত্রী-গমন, হিংসা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করিতে সাহস পায় না। যাহাদের কোন লজ্জা নাই, তাহারাই সমাজে বহুবিধ অসৎকার্য্যে লিপ্ত থাকে। তাহারা দ্বিধাহীন চিত্তে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গাদি সাধুজন-বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়া নির্ল্লজ্জভাবে সমাজের বুকে বুক ফুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। কেহ তাহাদের দুষ্কর্ম্মের প্রতিবাদ করিলে তাহারা প্রতিবাদীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া সমপর্য্যায়ভুক্ত কর্ম্মিগণকে লইয়া দল ভারী করে। তাহাদের বিচারে সমাজের অনেক লোকই যখন অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত, তাহা হইলে নরক কেন গুলজার হইবে না? লজ্জার মাথা খাইলে আসব পান, অমেধ্য-কুমেধ্য আহার, বারবনিতাসঙ্গ প্রভৃতি কার্য্য দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। "লজ্জা করিয়া আপনার কাজ নষ্ট করিতে নাই"—এই প্রবাদবাক্যকে বহুমানন করিতে গিয়া যাহারা দুষ্কর্ম্মের তালিকা বৃদ্ধিপূর্ব্বক সমাজের লোকের নিকট বাহবা কুড়াইতে চায় তাহারা কলির কবলে কবলিত হতভাগ্য জীব।

লজ্জাহীন বা লজ্জাহীনাদের প্রভাব, বল, প্রভুত্ব সবকিছুই লোপ পাইয়া থাকে। রাজা পুরূরূবা-উর্ব্বশীর কাহিনী হইতে জানা যায়, উর্ব্বশী পুরূরূবার চিত্ত হরণ করায় তিনি নিরন্তর নির্ল্লজ্জের ন্যায় ক্ষুদ্র কাম্য বিষয়ের সেবা করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে

ছিলেন না। যাঁহার মন স্ত্রীজনকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তাহার বিদ্যা, তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, প্রতিপত্তি প্রভৃতির দ্বারা ফল কি? যাহারা জড়ভোগে উন্মত্ত এবং ভগবৎসেবা বিস্মৃত হইয়া কামের কিঙ্কর হয়, তাহাদের অবস্থা নিতান্ত গর্হণযোগ্য। ভোগবাসনা প্রবল হইতেও নানাবিধ দুর্ব্বিষহ অপমান ও অসুবিধা ভোগ করিয়াও ঐ সকল বিষয়ে আসক্তি দৃষ্ট হয়। রাজা যযাতি নিজপুত্র পুরুর যৌবনের দ্বারা লজ্জাহীনভাবে দেবযানীর যৌবন অনেককাল উপভোগ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ভোগবাঞ্ছা আত্মবিস্মৃতিরই ফল। যাহারা মুখে লজ্জা প্রকাশ করিয়া অসৎকার্য্যের নিন্দা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে সেই অসৎকার্য্যে লিপ্ত থাকেন, তাহাদের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা খুবই কম।

লোকলজ্জা ধর্ম্মপথের প্রধান শত্রু

অনুচিত কর্ম্মের জন্য অন্তরে সংকোচবোধরূপ যে লজ্জা তাহা যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তদ্রূপ উচিত কর্ম্ম করিতে গিয়া অন্তরে সংকোচ বোধরূপ যে লজ্জা তাহা পরমার্থ-ধন সঞ্চয়ের পথে কণ্টকস্বরূপ এবং তাহা অবশ্যই বর্জ্জনীয়। উচিত কর্ম্ম বলিতে ভগবৎসেবামূলক কর্ম্মকেই বুঝায়। লজ্জা করিয়া ভগবৎসেবা পরিত্যাগ করিলে জীবের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? প্রকৃত সন্তান যেরূপ পিতার সেবা করিতে গিয়া লজ্জা পায় না, তদ্রূপ জগৎপিতা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কোনরূপ লজ্জা চিত্তে ঠাঁই পাওয়া উচিত নহে ; পরন্তু সেবা না করাই লজ্জার বিষয়। কথায় বলে,—"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।" মাথায় ঘোমটা দিয়া যদ্রূপ নাচের আসরে নাচা যায় না, তদ্রূপ লজ্জার আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া হরিভজনের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সাধন-ভজন করিতে সকল শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রহিয়াছে,—

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম।।

* * *

সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম সেবন।।

উপরোক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, মুক্ত্যাদিরূপ আত্মসুখ—এ সমস্তই কামরূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ও সমস্ত কার্য্যে স্বীয় ইন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছারই প্রবর্ত্তক। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই বুদ্ধির অনুগত যে বাঞ্ছা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হইতে পারে।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৭ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০১

ভোগী দুনিয়ার সবকিছু বিচিত্র ও বিপরীত। লোকের বন্ধু-বান্ধবের সহিত বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, ভাং, তাড়ি, মদ প্রভৃতি খাইয়া সময় নষ্ট করিতে কোন লজ্জা নাই, অথচ মঠ-মন্দিরে গিয়া শ্রীবিগ্রহ-দর্শন অথবা সাধুমুখনিঃসৃত মঙ্গলময় কিছু ভগবৎকথা শ্রবণ করিবার জন্য সামান্য সময় অতিবাহিত করিতে যেন তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়। যদি কেহ সাহস করিয়া মঠ-মন্দিরে প্রবেশ করে, তবে এদিক-ওদিক তাকাইয়া প্রবেশ করে, যেন পরিচিতদের কেহ তাহা দেখিয়া না ফেলে। বৈষ্ণবগণের সঙ্গে চরণামৃত অথবা মহাপ্রসাদ সেবন করিতেও লোকের লজ্জা। গুরুজন, বৈষ্ণব বা সাধুগণকে প্রণাম করিতে অনেকের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে দেখা যায়। তাহাদের বিচারে, ইহা এক প্রাচীন প্রথা এবং ইহা বর্জ্জন করাই বিধেয়। যাহারা তুলসী প্রণাম, সন্ধ্যা, আহ্নিক, তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যকে লজ্জাজনক কর্ম্ম মনে করেন, অসৎসঙ্গের ফলেই তাহাদের এইপ্রকার দুর্ম্মতির উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। লজ্জারোগে আক্রান্ত হইয়া কেহ কেহ গলদেশে তুলসীর মালা ও ললাটে তিলক ধারণ করাকে অসভ্যের সাজসজ্জা মনে করিয়া তাহা ধারণ করিতে সাহস করে না। সাধারণতঃ ভোগী-সম্প্রদায় লজ্জার ধার না ধারিয়া উপহাসপূর্ব্বক বৈষ্ণবচিহ্নধারীর গলদেশের তুলসীর মালা ও মস্তকের শিখা কাটিয়া দিয়া গর্ব্ববোধ করে। তাহারা পরকালের কথা কখনও চিন্তা করে না। সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত অনেক ব্যক্তিকেও 'পাছে লোকে কিছু বলে'—এই ভয়ে বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণকালে লজ্জা বোধ করিতে দেখা যায়।

কথায় বলে,—"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"—ইহাতে লজ্জার কোন ঠাঁই নাই। অসাধুগণ কিছু বলিবে, ধিক্কার দিবে কিংবা বিদ্রূপ করিবে, তাহার জন্য লজ্জায় বা ভয়ে পরমার্থ-ধন সঞ্চয়ের পথকে পরিত্যাগ করা কোন আত্মকল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি? যাহারা শ্রীহরিমন্দিরে হরিকথা-বিষয়ক নৃত্য-গীতাদি করিতে লজ্জাবোধ করেন না, তাহাদের দেহধারণ সার্থক ; যেহেতু নৃত্য-গীত দর্শনে শ্রীহরি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

বিসৃজ্য লজ্জাং যোঽধীতে গায়তে নৃত্যতেঽপি চ।
কুলকোটিসমাযুক্তো লভতে মামকং পদম্।।

"যিনি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া মৎসন্নিধানে অধ্যয়ন, কীর্ত্তন কিংবা নৃত্য করেন, তিনি কোটিকুলসহ আমার ধামে বাস করেন।" দেবর্ষি নারদ প্রিয়শিষ্য ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন,—"আমি লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক অমানী মানদ হইয়া শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নামসমূহ অনবরত কীর্ত্তন করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং সকল প্রকার বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও মাৎসর্য্যহীন হইলাম।"

কোন সুকৃতির ফলে কাহারও যদি কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ উপস্থিত হয়, তিনি তখন কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্মসমূহকে পরিত্যাগ করেন, এমনকি, নিজ

দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেও দ্বিধাগ্রস্ত হন না। কৃষ্ণসেবার জন্য তিনি লজ্জা, ভয় অথবা নিজ পরিজনের তাড়ন, ভর্ৎসন কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করেন না। কাহারও কাহারও ভগবদ্ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হইলে অথবা কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলে তখন তিনি লোকবাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া হাসেন, কাঁদেন, গান করেন এবং উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করেন। তখন কোন লোকলজ্জার ভয়ই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

✡✡✡✡

ভক্তির ভাণ্ডারী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৬ পৃষ্ঠার পর]

কমলাক্ষ শান্তিপুরে আসিয়া বিদ্যাভ্যাসে মন দিলেন। তিনি সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষশাস্ত্র, ষড়্দর্শন, বেদ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। অধ্যাপক শান্তাচার্য্য তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, প্রতিভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। একদিন শান্তাচার্য্য ছাত্রগণসহ গঙ্গাস্নানে গিয়া দেখিলেন, গঙ্গার মাঝে একটী সুন্দর পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তিনি ছাত্রগণকে ঐ ফুলটী আনিতে বলিলে কোন ছাত্রই সেই অগম্য স্থানে গিয়া উহা আনিতে সাহস পাইলেন না। তখন কমলাক্ষ অনায়াসেই সেই পদ্মফুলটী আনিয়া গুরুকে দিলেন। সকলে দেখিলেন,—হরিভক্তের পক্ষে কোন কার্য্যই অসম্ভব নহে। সর্ব্বসিদ্ধি তাঁহার করতলগত। শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নকালে শান্তাচার্য্য কমলাক্ষের মুখে সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা ও তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন,—এই বালক সামান্য নহেন, ইনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অবতার হইবেন। তিনি তাঁহাকে "বেদপঞ্চানন" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। কমলাক্ষ বিদ্যা সমাপনান্তে গুরুগৃহ হইতে শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ৮৯ বৎসর বয়সে কুবের পণ্ডিত দেহত্যাগ করেন। নাভাদেবীও পতির সহিত সহমরণে গিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই দিব্যরথে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন। তখন কমলাক্ষ উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তিনি গৃহে শাস্ত্রীয় সাত্বত-বিধানানুসারে পিতামাতার পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর। তাঁহার পিতার বাসনানুসারে তিনি গয়াঁয় গিয়া শ্রীগদাধর-পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য উদয় হইল। তিনি ভগবদ্ভজনের উদ্দেশ্যে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়া পড়িলেন।

প্রথমে রেমুণায় গিয়া ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিলেন। সেখান হইতে নীলাচল ক্ষেত্র শ্রীপুরীধামে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কিছুদিন প্রেমানন্দে জগন্নাথ দর্শন ও মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিবার পর দক্ষিণ ভারত তীর্থদর্শনে গেলেন। গোদাবরী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গম্, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, পক্ষীতীর্থ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি দর্শনান্তে উড়ুপীতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় তথায় শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কমলাক্ষের প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া ভাবিলেন,—এইপ্রকার বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণনাম করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন। কমলাক্ষ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দুর্ল্লভ সঙ্গলাভেচ্ছায় কিছুদিন সেখানে অবস্থান করিলেন। তৎপরে পুরীপাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি দণ্ডকারণ্য, নাসিক, প্রভাস, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, গোমুখ, মিথিলা, অযোধ্যা, বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি দর্শনানন্তর মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মথুরা দর্শনে তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম উছলিয়া উঠিল। তিনি কৃষ্ণের জন্মস্থান প্রভৃতি দর্শন করিয়া ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিতে করিতে বৃন্দাবনে আসিলেন।

বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াই তিনি প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি হে রাধে! হে কৃষ্ণ! বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধাম পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। একদা পথশ্রান্ত হইয়া যমুনাতীরে এক বটবৃক্ষের তলায় শুইয়া আছেন, নিদ্রাকালে রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আসিয়া বলিতেছেন,—"আমার নাম মদনমোহন। ম্লেচ্ছ-ভয়ে আমার সেবক আমাকে এখানে যমুনাতীরে দ্বাদশাদিত্যকুঞ্জে রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছে। তুমি আমার সেবার ব্যবস্থা কর।" এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি ভাবে অধীর হইয়া পড়িলেন। কোনরকমে ভাব সম্বরণ করিয়া প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কুঞ্জমধ্য হইতে শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ পাইযলন। সেই বটবৃক্ষতলে পাতার কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সেবাপূজা আরম্ভ করিলেন। এইভাবে সেবা চলিতে লাগিল। তিনি সেবকের উপর শ্রীমদনমোহনের সেবাপূজার ভার ন্যস্ত করিয়া ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় গিয়াছেন, সেইসময় একদিন ম্লেচ্ছরা ঐ শ্রীবিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য আসিল। তখন মদনমোহন গোপালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ফুলের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। ম্লেচ্ছরা মন্দিরে বিগ্রহ না দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া গেল। এদিকে পূজারী মন্দির খুলিয়া দেখিলেন, বিগ্রহ নাই। তিনি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরিক্রমা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বিগ্রহ না দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া আকুল। মদনমোহন তাঁহাকে স্বপ্নে সমূহ বৃত্তান্ত বলিলে মন্দির খুলিয়া তিনি সেই গোপাল মূর্ত্তি দেখিলেন। তদবধি সেই শ্রীবিগ্রহের নাম হইল 'মদনগোপাল'। ভক্তের মহিমা প্রকাশের জন্য মদনমোহনের এইপ্রকার লীলা। তিনি মদনগোপালের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। একদিন মদনগোপাল

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৭ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০১

স্বপ্নে তাঁহাকে শান্তিপুরে ফিরিয়া গিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য আদেশ করিলেন। সেই আদেশানুসারে তিনি শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। শান্তিপুরবাসীর আনন্দের সীমা রহিল না।

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ভজনস্থান নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে তুলসীসেবা, ভগবৎসেবা প্রকাশ করিলেন এবং প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। একদিন ভাবাবেশে প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় তিনি ছাত্রগণকে সেইদিনই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের আগমনের কথা জানাইলেন। সত্য সত্যই সেইদিন শ্রীপুরীপাদ শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অদ্বৈত প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া ভাবাবিষ্ট হইলেন। অদ্বৈত প্রভু স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পুরীপাদের সেবা করাইলেন। তাঁহাদের কৃষ্ণলীলা স্মরণে কৃষ্ণভজন-বিষয়ক ইষ্টগোষ্ঠীতে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি পুরীপাদের নিকট ভজন-প্রণালী শিক্ষা করিয়া তাঁহার আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণের অত্যাগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা জানাইলে পুরীপাদ তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। দীক্ষাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দিব্যভাবের উদয় হইল এবং তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া পুরীপাদ গোপালদেবের আদেশানুসারে চন্দন আনিবার জন্য চলিয়া গেলেন। অদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও নামকীর্ত্তন ভজনে মগ্ন রহিলেন।

কিছুদিন পরে রাজা দিব্যসিংহ গৃহত্যাগ করিয়া নবগ্রাম হইতে শান্তিপুর আসিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইয়া ভগবদ্ভজনে আত্মনিয়োগ করিলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহার নাম রাখিলেন—'কৃষ্ণদাস'। সেখানে অপর এক কৃষ্ণদাস ছিলেন। তজ্জন্য তিনি "লাউরীয় কৃষ্ণদাস" নামে অভিহিত হন। তিনি আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ভজন করিতে থাকেন এবং কিছুদিন পরে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানেই তাঁহার ধামরজঃ প্রাপ্তি হয়।

যাহা হউক, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিশূন্য সংসার দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং কৃষ্ণকে আবির্ভাব করাইবার সঙ্কল্প করিয়া সচন্দন তুলসীদলে আরাধনা করিতে লাগিলেন।

"আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার।।"

তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া টোল খুলিয়া ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ আচার্য্যকে পাইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। তাঁহাদের কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে এবং ভজনানন্দে কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এদিকে আচার্য্যের আরাধনার ফলে শ্রীশচীগর্ভ সিন্ধু হইতে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ আলোকিত করিয়া রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব হইল।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৭ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০১

নদীয়া-উদয়গিরি,　　পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ,　　ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয়।।"

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ। তিনি নিয়মিত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সভায় যাইতেন। একদিন শচীমাতা নিমাইকে তাঁহার দাদা বিশ্বরূপকে ডাকিয়া আনিবার জন্য অদ্বৈত-সভায় পাঠাইলে তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্য বুঝিলেন,—"আমার অর্চ্চন, আরাধনা সার্থক হইয়াছে।" তিনি ভক্তগণকে বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ সত্বর প্রকাশিত হইবেন। আপনারা পরমানন্দে কীর্ত্তন করুন। আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে।

একদিন গদাধর বিশ্বম্ভরকে আচার্য্যের গৃহে লইয়া গেলে তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্য তাঁহার প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া চিনিয়া ফেলিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি-দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। বিশ্বম্ভর আত্মগোপন করিয়া আস্তে-ব্যস্তে আচার্য্যের করধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। অধিকন্তু তিনি আচার্য্যের স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"আচার্য্য প্রভু! আপনার দর্শনে আমি পবিত্র ও ধন্য হইলাম। আপনারই কৃপায় কৃষ্ণনামের স্ফুরণ হইয়া ভববন্ধ নাশ হইয়া থাকে। আপনার হৃদয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সদা অবরুদ্ধ।"

তাঁহার আরাধনা সফল হইয়াছে এবং প্রভুর প্রকাশ হইয়াছে জানিয়া আচার্য্য শান্তিপুর চলিয়া গেলেন এবং মনে মনে বিচার করিলেন,—"আমি যদি সত্য সত্যই প্রভুর দাস হইয়া থাকি, তবে নিশ্চয়ই ইনি নিজের নিকট আমাকে বাঁধিয়া আনিবেন।"

একদিন মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে আনাইবার জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা রামাইকে শান্তিপুর পাঠাইলেন। আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু তিনি মায়াপুরে আসিয়া শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে গোপনে অবস্থান করিয়া রহিলেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি ইহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ রামাইকে নন্দনাচার্য্যের গৃহে পাঠাইলে আচার্য্য প্রভুর নিকট আসিয়া ভাবে গদগদ হইয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং মহাপ্রভুর জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শন করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ধন্য আচার্য্যের সাধনা।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্রীবাস! তুমি অদ্বৈতাচার্য্যকে কিরূপ বৈষ্ণব মনে কর?" শ্রীবাস বলিলেন,—"শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শুক অথবা প্রহ্লাদের মত বৈষ্ণব।" এইকথা শুনিবামাত্রই মহাপ্রভু শ্রীবাসকে এক চড় মারিয়া বলিলেন,—"শ্রীবাস! তুমি না পণ্ডিত। কিন্তু তোমার এইপ্রকার বুদ্ধি। অদ্বৈতাচার্য্যকে তুমি শুক বা প্রহ্লাদের ন্যায় মনে করিলে। এই শুক ইঁহার নিকট বালকতুল্য।"—এই বলিয়া তিনি লাঠি লইয়া শ্রীবাসকে মারিতে গেলেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে ধরিয়া শান্ত করিলেন।

তখন মহাপ্রভু শান্ত হইয়া ভক্তির ভাণ্ডারী আচার্য্যের অনেক মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"ইঁহার তত্ত্ব জগতে কাহারও জানিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। শুক আদি সকলেই ইঁহার নিকট বালক। ইঁনিই আমাকে আনাইয়াছেন।"

"মোর নাড়া জানিবারে আছে হেন জন।
যে মোহারে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন।।" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৯৪)
"শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ-সাগরে।
জাগাই' আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে।।" (চৈঃ চঃ অঃ ৯।২৯৮)

সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুই গৌর-অবতারের মূল কারণ। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব বা ঈশ্বর-তত্ত্ব। তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে জীবের যাবতীয় অমঙ্গল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া পরম মঙ্গললাভ হইবে। জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণুর অবতার তিনি। শ্রীহরি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম "অদ্বৈত" এবং কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া অর্থাৎ ভক্তিশিক্ষক হেতু তিনি "আচার্য্য"।

"সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম।
অতএব 'অদ্বৈত-আচার্য্য' তাঁর নাম।।
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি??"

(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১৮-১৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন,—"অদ্বৈতাচার্য্য সামান্য মনুষ্য নহেন। ইনি মহেশ। কেননা, এইপ্রকার ক্ষমতা মহাদেব ব্যতীত কাহারও হইতে পারে না।" গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতেও দেখা যায়,—"যিনি সদাশিব তিনিই অদ্বৈত প্রভু।"

"অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৬)

একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনকালে তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য সম্বন্ধে বলিলেন,—"অদ্বৈত সমস্ত জগতের উপাদান কারণ। সকলেই তাঁহার আশ্রিত। তিনি সকলের আশ্রয়দাতা। তিনি বিশ্বম্ভরকে আনাইয়াছেন। তিনি পরমদরদী এবং জগৎ উদ্ধারকারী।"

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতের গৃহে আসেন এবং তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন। শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র পুরী গমন করেন এবং সেখান হইতে দক্ষিণদেশ উদ্ধারে যান। দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কালা কৃষ্ণদাসকে নবদ্বীপ পাঠান। সেইসময় কালা কৃষ্ণদাস নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরেও গিয়াছিলেন এবং আচার্য্যের চরণ বন্দনা করিয়াছিলেন। পর বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণকে লইয়া

অদ্বৈতাচার্য্য নীলাচলে আসিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগের সম্মানার্থে মালা পাঠান। শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু প্রথমেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে মাল্য অর্পণ করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু আচার্য্যকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সকলকে বলিলেন,—"শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সমান কেহই নাই। তাঁহার সঙ্গফলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। তিনি কৃষ্ণপ্রেমের ভাণ্ডারী।" তিনি যে ভক্তির ভাণ্ডারী তাহা মহাপ্রভুর উক্তিতেই পাওয়া যায়।

একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার বাসায় প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

"প্রভু বলে,—যে-জন তোমার অন্ন খায়।
'কৃষ্ণ-ভক্তি', 'কৃষ্ণ' সেই পায় সর্ব্বথায়।।
আচার্য্য, তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন।।" (চৈঃ চঃ অঃ ৯।১৪-১৫)

তিনি আচার্য্যের গুণগান করিতে করিতে বলিলেন,—

"ইন্দ্র আজ্ঞাকারী এ তোমার কোন্ শক্তি।
ভাগ্য সে ইন্দ্রের, যে তোমারে করে ভক্তি।।
কৃষ্ণ না করেন যাঁ'র সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ সর্ব্বথা।।
কৃষ্ণচন্দ্র যাঁ'র বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তাঁ'রে এই ঝড় বরিষণ।।
যম, কাল, মৃত্যু যাঁ'র আজ্ঞা শিরে ধরে।
যাঁ'র পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মুনীশ্বরে।।
যে তোমা' স্মরণে সর্ব্ববন্ধবিমোচন।
কি বিচিত্র তা'রে এই ঝড় বরিষণ।।
তোমা' জানে হেন জন কে আছে সংসারে।
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তিফল ধরে।।" (চৈঃ চঃ অঃ ৯।৭২-৭৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে কোলে লইয়া প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিলেন। সকলে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং আচার্য্যকে প্রণাম করিলেন। কারণ তিনি যে গৌর আনা ঠাকুর ও **ভক্তির ভাণ্ডারী**।

"মহাবিষ্ণুজগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ।।
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে।।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিভূষণ

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯১ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্য,—

"বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।" (গীতা ১৫।১৫)

"বেদব্যাসদ্বারা বেদান্তকৃৎ আমিই অর্থাৎ বেদব্যাসরূপে আমিই বেদার্থ নির্ণয়কারী এবং বেদবিৎ অর্থাৎ বেদার্থবেত্তাও আমিই। আমি বিনা অন্যে বেদের অর্থ জানে না।"

অতএব সূত্রকর্ত্তা ভগবদবতার বেদব্যাসই বেদের সঠিক অর্থ জানেন। তাঁকে অবজ্ঞা করে বা তাঁর একান্ত অনুগত আজ্ঞাবহ ভৃত্য (শিষ্য) না হয়ে অহঙ্কারবশতঃ তাঁর রচিত ভাষ্যের বিপরীত অর্থ করলে তাঁর (গুরু ব্যাসদেবের) প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। আচার্য্য শঙ্কর গুরু ব্যাসদেবের ভাষ্যের বিপরীত স্বকপোল-কল্পিত মায়াবাদী-ভাষ্য প্রণয়ন করায় তাঁর গুরু ব্যাসদেবের প্রতি অবজ্ঞাজনিত অপরাধ হয়ে যায়।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য গুরু ব্যাসদেবের মুখ্যার্থে দোষ দিয়া কল্পনা করে গৌণার্থ রচনাপূর্ব্বক 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপন করত ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলায় তিনি মায়াবাদী—বিবর্ত্তবাদী ; অতএব তিনি শ্রৌতপথ-বিরোধী নাস্তিক। যথা,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাণী,—

"ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া।।" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭২)

উক্ত পয়ারের 'অনুভাষ্যে' পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন,—"সেই সূত্রে—ব্রহ্মসূত্রের প্রারম্ভে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের উত্তরে প্রথমেই 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্র। এই সূত্র পরিণামবাদের উদ্দেশ্যে লিখিত, যথা—'যতো বা ইমানি ভূতানি'—এই তৈত্তিরীয়-বাক্য 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ'—এই মুণ্ডক-বাক্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভোক্ত শ্লোক-সকলের তাৎপর্য্যই পরিণামবাদ। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য 'পরিণামবাদ' গ্রহণ করলে পাছে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্র 'দুষ্টসূত্র' ও তল্লেখক শ্রীব্যাসদেব ভ্রান্ত বলে কাল্পনিক লক্ষণাবৃত্তি-বাদিগণের আক্রমণের পাত্র হন, তার প্রতিষেধার্থে এবং নিজ গুরু ব্যাসকে ও 'জন্মাদ্যস্য' সূত্রকে যথাক্রমে পরিণামবাদী ও পরিণামবাদ বলে গর্হণ না করে তদুদ্দেশ্যে কাল্পনিক যুক্তি বিস্তারপূর্ব্বক বেদের অংশবিশেষে লিখিত অন্য তাৎপর্য্যজ্ঞাপক 'বিবর্ত্তবাদ'ই সত্য বলে স্থাপন করলেন।"

জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবর তাঁহার রচিত 'মায়াবাদের জীবনী'-গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্করকর্ত্তৃক ব্যাসদেবের সূত্রের দোষ প্রদর্শনের কিছু প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে এস্থলে একটী প্রমাণ উপস্থাপিত করছি। তিনি লিখেছেন,—"আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২) সূত্রের আনন্দময়-শব্দের

স্বমতে ব্যাখ্যা করতে না পেরে উক্ত দ্বাদশ সূত্র হতে একোনবিংশ সূত্র পর্য্যন্ত যেরূপ ভাষ্য করে বাক্যবিন্যাস করেছেন, তাহা আলোচনা করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ব্যাসের উক্ত সূত্রের সঙ্গতি করতে না পেরে তাহার (সূত্রের) দোষ দর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন,—"যৎ কারণমভ্যাসাদিতি স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণঃ সমর্থিতম্ 'তদ্ধেতু-ব্যপদেশাচ্চ' সর্ব্বস্য চ বিকারজাতস্য আনন্দময়স্য কারণত্বেন ব্রহ্মব্যপদিশ্যতে।" ভাবার্থ এই যে,—"শ্রুতিতে ব্রহ্মেরই অভ্যাস কথিত হয়েছে। ব্রহ্মই (আনন্দই) সবিকার ব্রহ্মের (আনন্দময়ের) কারণ। সুতরাং উহা দ্বাদশ সূত্র ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করছে এবং উহা 'আনন্দময়' এইরূপ না হয়ে 'আনন্দ' এইরূপ হওয়াই সঙ্গত।"—এইরূপ বলে সূত্রে দোষ প্রদর্শন করেছেন।"

শ্রীশঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ব্যাস-কৃত সূত্রের দোষও প্রদর্শন করলেন। সদ্‌গুরু দোষ দর্শন করা মহা অপরাধ। সদ্‌গুরু বা মহতের সেবার ফলে সংসার-ক্ষয়ের সূচনা হয় বা মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় এবং পরিশেষে ভগবৎ পাদপদ্মসেবা লাভ হয়। কিন্তু সদ্‌গুরুর বা মহতের চরণে সামান্য অপরাধ সাধকের বা ভক্তের সমস্ত ধন হরণ করে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল দান করে পতনের দিকে তথা নরকের দিকে নিয়ে যায়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁর নিজ মাতৃদেবীকে উপলক্ষ্য করে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, বৈষ্ণব-অপরাধে শুধু যে নরকভোগ হয় তা নয়, প্রেমভক্তিলাভেও বঞ্চিত হতে হয়।—

বৈষ্ণব-ঠাঁই যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণ-কৃপা হইলেও তার প্রেম-বাধ।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের চরণে রামচন্দ্র খাঁ ভীষণ অপরাধ করেছিলেন। ক্রমে সেই অপরাধের বীজ তাকে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধী করে তুলেছিল।

রামচন্দ্র-খাঁন অপরাধ-বীজ কৈল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল।। (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৪৩)

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য রামচন্দ্রপুরী শুষ্কজ্ঞানী-সম্প্রদায়সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত নিয়ে অধর্ম্মের উপদেশ করায় পুরী গোসাঞি তাঁকে অপরাধি-জ্ঞানে বর্জ্জন করেন। রামচন্দ্রপুরীকে সকল বৈষ্ণবগণও উপেক্ষা করেন। অবশেষে রামচন্দ্রপুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোজনাদিতেও নিন্দা করায় দয়াল প্রভু তাঁকে গুরু-সম্বন্ধ-বুদ্ধিতে কিছু না বলে মৌনভাবে থাকতেন। রামচন্দ্রপুরী গুর্ব্ববজ্ঞাহেতু গুরুর উপেক্ষাফলে ভগবদ্বিরোধী হয়ে পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়।—

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর-পর্য্যন্ত অপরাধ ঠেকয়।। (চৈঃ চঃ অঃ ৯।৯৭)

অপরাধী রামচন্দ্রের ব্যবহারদ্বারা মহাপ্রভুর লোকশিক্ষা,—

যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তার দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল।। (চৈঃ চঃ অঃ ৯।৯৮)

জগদ্‌গুরু সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শ্রীপাদপেদ্ম অপরাধহেতু তাঁর ছয় পৌত্র অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়েছিল। পরে দেবকীর গর্ভে জন্মলাভ করে কংসকর্ত্তৃক নিহত হন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসার-গতি প্রাপ্ত হন।

গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি।।
মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয়।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।৩৫, ৩৭)

জগাই-মাধাই-উদ্ধার প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখেছেন,—

হেন মতে জগাই-মাধাই-পরিত্রাণ।
করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ।।
সবার করিব গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার।।
শূলপাণিসম যদি ভক্ত-নিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ—তথাপি শীঘ্র মরে।।
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই'।
সে জনের অধঃপাত—সর্ব্বশাস্ত্রে কই।।
সর্ব্ব মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৩৮৬-৩৮৮, ৩৯০-৩৯১)

ভগবৎপার্ষদ্ মহাভাগবত গরুড়ের প্রতি মহাযোগী সৌভরি ঋষির মহাপরাধের ফলে ঋষির তপস্যা ভঙ্গ হয়, তাঁর চিরসঞ্চিত তপস্যার ফল নিজ ভোগে লাগে ও নরকতুল্য সংসার-গতি লাভ হয়। সদ্‌গুরু বা মহাভাগবতের দোষ-দর্শনের ফলে সাধক জীবের সর্ব্ব সদ্‌গুণ বিনষ্ট হয় ও ভজন-পথ থেকে চিরবঞ্চিত হয়ে অসৎসঙ্গ লাভ তথা অন্যাভিলাষ বৃদ্ধি হয়। সৌভরি ঋষি তাহা প্রত্যক্ষ করেছিলেন;—তাঁরই ভাষায়—"মম তু তদভাবাদের গরুড়ে দোষ দর্শনজনিতো মিথুনব্রতিনো মীনস্য সঙ্গোঽভূদিতি ভাবঃ।" (বিশ্বনাথ টীকা ৯।৬।৫১)

শাস্ত্রে অনুরূপভাবে সদ্‌গুরুদেবের বা মহতের চরণে অপরাধের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে অসংখ্য দৃষ্টান্ত উল্লিখিত আছে। সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গলের রাস্তা আর নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হয়,—

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ।। (ভাঃ ১১।৩।২২)

সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁকে ভগবৎপ্রিয়তম নিজ হিতকারী পরম বান্ধব এবং শ্রীহরিস্বরূপ উপলব্ধি করে তাঁর আজ্ঞানুসারে ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করা জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। নিরন্তর নিষ্কপটভাবে সেই শ্রীগুরুদেবের পরিচর্য্যা করে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা আত্মার পরমপ্রিয় শ্রীহরি সুপ্রসন্ন হন, সেই ভাগবতধর্ম্ম অবগত হবেন।

শাস্ত্র আরও জানিয়েছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।।
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।। (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪-৪৫)

শ্রীগুরুদেব বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাস হলেও স্নিগ্ধ শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশমূর্ত্তি বলেই জানেন। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁর স্বরচিত 'মনঃশিক্ষা'য় বলেছেন,—"মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং স্মর।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁর বিরচিত 'গুর্ব্বষ্টকম্'-স্তোত্রে বলেছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

অর্থাৎ—"নিখিল শাস্ত্র যাঁকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করেছেন এবং সাধুগণও যাঁকে সেইরূপ চিন্তা করে থাকেন, তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

বিশেষ নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো যাইতেছে যে, যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত শ্রীপত্রিকার বর্ত্তমান ৫২শ বর্ষের গ্রাহক-মূল্য প্রেরণ করেন নাই, তাঁহারা অনতিবিলম্বে উক্ত গ্রাহক-মূল্য এবং আগামী ৫৩শ বর্ষের গ্রাহক-মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে সেবায় সহযোগিতা ও উৎসাহিত করিবেন।

বিনীত নিবেদক—

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী
কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৬ পৃষ্ঠার পর]

শাস্ত্র আমাদের আলোচনা করতে হবে, কিন্তু সেইটা আমরা করছি না। সকলে যে যা বলছি সেটা শাস্ত্ররূপে পরিণত হচ্ছে বর্ত্তমানে। কিন্তু শাস্ত্র কি বলছেন?—

ঋগ্ যজুঃসামাথর্ব্বাঞ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।।
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ।।

—একেই বলে শাস্ত্র। রামা, শ্যামা, যদু, মধু যা কিছু বলল, তাকে শাস্ত্র বলে মেনে নেওয়া হবে না। শাস্ত্র পৃথক্ জিনিষ। তাকে বলে Universal Truth, Axiomatic Truth, Absolute Truth। সেই কথাই শাস্ত্রে বলছেন। আজকাল বহুরকম ধরণের নাস্তিকতা জগতে পেয়ে বসেছে। নাস্তিকতা কি রকম? যার তুলনা হয় না। 'মানুষই ভগবান্', আমি যা মনে করব সেটাই ভগবান্। এটা পৌত্তলিকতা। আমি যা মনে করব সেটা, না ভগবান্ যে জিনিষ বাস্তব, তাঁকে ভগবান্ বলে মানব। আমার খেয়ালখুশীটাই কি ভগবানকে নির্ণয় করবে? ভগবত্তা নির্ণয় করবে? আজ বিচারগুলো এইরকম চলছে দুনিয়ায়। সবগুলো উল্টোপাল্টা। শাস্ত্রবিচার যদি আমরা না বুঝি, শাস্ত্রীয় তত্ত্বসিদ্ধান্ত যদি আমরা না মানি, তাহলে আমাদের কল্যাণ কোথায়?

আমরা যদি Axiom না মানি তাহলে কি Geometry পড়বার অধিকার থাকে আমাদের? আমরা যদি Formula না মানি তাহলে Algebra বলবার অধিকার থাকে কি? পৃথিবীর থেকে সূর্য্য ১০ গুণ বড়, এটা যদি না মানি, তাহলে কি আমাদের Geography পড়বার অধিকার থাকে? এগুলোর বেলায় সব মেনে নিচ্ছি আমরা, কিন্তু যত গণ্ডগোল এই ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে, পরমার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে। অন্য সব সময় আমরা যুক্তি-তর্ক বুঝি, কিন্তু যখন ধর্ম্মজগতের কথা আসে, তখনই একটা অনীহা। চালাকি করে আমরা তত্ত্বদর্শনটাকে এড়িয়ে যেতে চাই। আশ্চর্য্য ব্যাপার! খুব দুঃখের বিষয় এটা! যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমাদের জীবনে—ন্যায়, নীতি, আদর্শ—সেটাকে বাদ দিয়ে আমরা বর্ত্তমানে চলবার চেষ্টা করছি এবং মনে করছি এতে বোধ হয় খুব বাহাদুরি আছে আমাদের।

সনাতন ধর্ম্ম মানে আত্মধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম। যে ধর্ম্মের দ্বারা জীবাত্মা ভগবানকে লাভ করেন, সাক্ষাৎ সেবা লাভ করেন, সেই ধর্ম্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম।

বিগ্রহতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় অনেকে অনেক কথাই বলেছেন,

অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। বিশ্বের শুরুতে যিনি রূপ গ্রহণ করেন—সেবামূর্ত্তি, তাঁকে বিগ্রহ বলা হয়। তিনি কে? তাঁকে যদি আমি খাওয়াই, তিনি খান ; তাঁকে যদি আমি ঘুম পাড়াই, তিনি ঘুমান—এমনই সেবামূর্ত্তি যে তত্ত্ব, তাঁকে বলা হয় শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীবিগ্রহ। তিনি ইট, কাঠ, পাথর নন। তিনি নিত্যবস্তু, বাস্তববস্তু। ভক্তের সঙ্গে সব রকমের আদান-প্রদান করেন তিনি। ভক্তবাৎসল্য আছে তাঁর, আশ্রিতজনপালকত্ব আছে তাঁর। বাঞ্ছাকল্পতরু সেই ভগবান্। এর বহু উদাহরণ আমরা শুনেছি। মদনমোহনজীর উদাহরণ আমরা শুনলাম। আবার হাজার মাইল দূরে পায়ে হেঁটে গিয়ে তিনি সাক্ষী দিয়েছেন। আবার কোন ভক্ত তিনি চেয়েছেন, এখানে খুব সুন্দর ক্ষীরভোগ হয়, আমি যদি একটু ক্ষীর-প্রসাদের আস্বাদ পেতাম, তাহলে আমি আমার ঠাকুরকে এইরকম ক্ষীর ভোগ দিতাম।

সেই ভক্ত চলে গেছেন দূরে। ঠাকুর একটা ক্ষীর-ভাণ্ড লুকিয়ে রেখেছেন। ঠাকুর রাত্রে পূজারীকে স্বপ্ন দিচ্ছেন। আবার পূজারী এলেন মন্দিরে। দেখলেন সত্যিই একটা ক্ষীর-ভাণ্ড লুকানো আছে ঠাকুরের আঁচলের তলে। সেই ক্ষীর-ভাণ্ডখানা নিয়ে তিনি খুঁজছেন,—

ক্ষীর লহ এই যাঁ'র নাম 'মাধবপুরী'।
তোমা' লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।।

কি ব্যাপার! শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ। "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" সাক্ষাৎ সেই তত্ত্ববস্তু। 'প্রতিমা' বললে একটা খারাপ ধারণা হয়, একটা মাটিয়া চিন্তা আসে, জড় চিন্তা আসে। তজ্জন্য এইরকম কথাটা এসেছে। তুমি প্রতিমা নহ, জড় নহ, মৃন্ময়ীমূর্ত্তি, চিন্ময়ী মূর্ত্তি। কিন্তু কখন, কোন্ অবস্থায়? তার একটা অবস্থা আছে, দর্শন আছে। সে অবস্থাটা সকলের কাছে প্রকাশিত নয়।

অনেকে দুঃখ করে বলছেন,—কালাপাহাড় ত' বহু মন্দির ভেঙ্গে দিল, বহু মূর্ত্তি ধ্বংস করল। কিন্তু আমরা শাস্ত্র আলোচনা করে দেখছি, কালাপাহাড় একটা মন্দিরও ভাঙ্গেনি, আর একটা মূর্ত্তিও ভাঙ্গতে পারেনি। কি ব্যাপার বলছেন আপনি? শাস্ত্র সেখানে বিচার দিচ্ছেন—শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীবিগ্রহ কালাপাহাড়কে দেখে সরে গেছেন। সুতরাং কালাপাহাড় যা ভেঙ্গেছে, তা পাথরই ভেঙ্গেছে। শ্রীমূর্ত্তির কাছে এগোনোর ক্ষমতা নেই তার, শতযোজন দূরে আছে তাঁর। তত্ত্বদর্শন ত' এগুলো, আর বিষয়বস্তুটাও তাই।

তাহলে আমরা জড়কে কখনও চেতন বলব না, আর চেতনকে কখনও জড় বলব না। Theory হল এই। শাস্ত্র সেখানে বলছেন, বহুরকম ধরণের পৌত্তলিকতা আছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয়গণের অনেকেই এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছেন। নিজেকে ভগবান্ বলে জাহির করা একটা পৌত্তলিকতা। যারা Henotheist—পঞ্চোপাসকী আছেন, যারা Polytheist—বহুীশ্বরবাদী আছেন, এরা সব পৌত্তলিক।

পৌত্তলিকতার হিসাব নিতে গেলে বহুরকম ধরণের পৌত্তলিকতা আছে জগতে। যারা সব সমান বলছেন, তারাও পৌত্তলিক। গরু, গাধা, ভেড়া, ছাগল সবই ভগবান্! ভগবান্ প্রতিটি জীবের শরীরে আছেন—এ কথাটা কে বলছেন?—শাস্ত্র বলছেন। একটা খাঁচার মধ্যে পাখী আছে। আমরা খাঁচাটাকে বলব ভগবান্? কথাটা কিরকম হয়ে যাচ্ছে। জীবাত্মা, পরমাত্মার অধিষ্ঠান রয়েছে দেহে, সেইজন্য তাকে কষ্ট দিতে নিষেধ করছেন। 'মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ।"—ভাগবত বলছেন। আমরা খাঁচাটাকে বলতে চাচ্ছি পাখী। পাখী ত' পৃথক্ জিনিস একটা। বেদান্ত দর্শন বলছেন প্রতীকোপাসনা, এটা নাস্তিকতা। আমরা অনেক সময় মনে করি—একটা ইট, কাঠ, পাথর পূজা করলে বোধ হয় ভগবান্ পূজা হয়ে গেল। তা ত' নয়। বেদান্ত দর্শন সেখানে খণ্ডন করেছেন সেটা—"ন প্রতীকে ন হি সঃ।" প্রতীকোপাসনা হল নাস্তিকতা। যেমন গীতার মধ্যে দেখানো হয়েছে 'বিশ্বরূপোপাসনা'। এটা ত' একটা জড় বস্তু, জড় ব্যাপার। অনেকে বলেন,—অধ্যাত্মবাদ, অধ্যাত্মবাদ। অধ্যাত্মবাদ মানে কি? অধ্যাত্মবাদ মানে হল মনঃসম্পর্কীয়, মনঃসম্বন্ধীয়। মন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শুদ্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে মনে কোন ভাল কাজ করা যাচ্ছে না। অশুদ্ধ মনে কোন ভাল কাজ হচ্ছে না। মনটা শুদ্ধ হওয়া চাই। হৃদয় শোধন করা প্রয়োজন আছে। শুদ্ধচিত্তের কথা বলছেন। সবটাকে এক করে দিলে ত' হবে না।

চেতনবস্তুকে যদি আমরা জড় বলি, তাহলে আমাদের দোষ-ত্রুটী হয়। এর বহুতর উদাহরণ আছে শাস্ত্রে। এটাও পৌত্তলিক। দুইরকম উদাহরণ দেওয়া আছে শাস্ত্রে। এক জায়গায় বলছেন,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী-র্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।

পর পর বলে যাচ্ছেন। অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত বস্তু বলে যদি মনে করি, চেতন বস্তুকে যদি আমি জড়বস্তু বলে মনে করি, তাহলে এটা মারাত্মক দোষ-ত্রুটী, অপরাধ। একে ব্যাখ্যা করেছেন Anthropomorphism—চেতনে জড়ত্বের আরোপ। ঠিক এর উল্টোটা আবার বলছেন,—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।

এই চারটে জিনিষে অল্প সুকৃতিবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস হয় না, হবে না। মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হবে না, ডাল-ভাত জ্ঞান হবে। 'ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারম্' বলছেন ঐ মহাপ্রসাদ। কিন্তু সে বিচার কোথায়, সে চিন্তা কোথায়? গোবিন্দে, ভগবানে, নামব্রহ্মে—ভগবানের নামে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না অল্পসুকৃতিশালী ব্যক্তির।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৭ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০১

আগে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে,—চেতনে জড়ের আরোপ, আবার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে,—জড়ে চেতনের আরোপ।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধী কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থ বুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।

'যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে'—এই জড় মাংসপিণ্ডটাতে যার আত্মবুদ্ধি ; 'ত্রিধাতুকে'—বায়ু, পিত্ত, কফাত্মক এই শরীরটাকে বলছে আত্মা ; 'স্বধী কলত্রাদিষু'—আত্মার সম্পর্কে আত্মীয়তা। কিন্তু জগতের মানুষ কি বলছে? ইনি আমার আত্মীয়, উনি আমার আত্মীয় অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত যিনি, তিনি আমার আত্মীয়। এটা ভুল বলা হচ্ছে না কি? শাস্ত্র ত' এগুলো বিচার করছেন, গীতার মধ্যে বলছেন এটা। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" কথাটা আছে। কিন্তু "অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।'—ইনি আমার নিজের, ইনি আমার পর—এই যে ভেদবুদ্ধি, এটাকে বলছেন জড় বুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি এবং লঘুচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি। "উদারচিত্তানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।" তাহলে রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত যে দু'চারজন মানুষ তাদেরকে কেন আমরা আত্মীয় বলছি? আত্মার সঙ্গে যদি আত্মীয়তা তাহলে অনন্ত বিশ্ব ত' আমার আত্মীয়। সে বিচার কেন আসে না? জড়বুদ্ধির পরিচায়ক। 'ভৌম ইজ্যধীঃ'—আমরা তীর্থস্থানকে মানতে পারি না, আমরা ভগবানের লীলাভূমিকে মানতে পারি না, ওগুলো জড় বলে মনে হয়। অন্য সাধারণ একটা স্থানকে আমরা বলছি,— এটা আমার কাশী, গঙ্গা, প্রয়াগ সবকিছু। কি ব্যাপার? সাধারণ জল, সাধারণ একটা নদীকে বললাম—এইটা আমার গঙ্গা। তা হবে কি? এসব এক ধরণের জড়বাদী, এক ধরণের পৌত্তলিক। যারা নিজেকেই ভগবান্ বলে বলতে চাচ্ছেন, আমার দেহের মধ্যে ভগবান্ আছেন, আত্মা-পরমাত্মা আছেন—এ বিচার না করে স্বয়ং ভগবান্ বনে গেলাম, তারা ত' পৌত্তলিক। আজকাল ত' অবতারের ছড়াছড়ি। অবতারের কথা ত' শাস্ত্রে লেখা আছে হিসাব করা, তার বাইরে নন। আজকাল যারাই সামান্য কিছু যোগ-বিভূতি লাভ করেছেন, সিদ্ধাই লাভ করেছেন, তারাই অবতার সেজে বসে আছেন। সামান্য কিছু যোগ-বিভূতি লাভ করলেই হল? বহু উদাহরণ দেখছেন সব খবরের কাগজে বের হচ্ছে। কত অবতারের সব শূল-ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। কত অবতার আত্মহত্যা—Suicide করছেন। ব্যাপার কি? শাস্ত্রকে আমরা মানব না তথাপিও!

শাস্ত্রে যে অবতারের কথা আছে তা ভগবানের অবতার, মানুষের অবতার নয়। কবি জয়দেব তিনি ভাগবত থেকে বেছে বেছে (২৪ অবতার ছাড়া আরও কিছু অবতার আছেন) ১০ অবতারের কথা আনলেন। তার ভিতরে তত্ত্বদর্শন আছে। ডারউইনের Evolution theoryর ন্যায় তিনিও প্রায় সেরকম নিয়েছেন। কিন্তু ডারউইনের Evolution theory আর কবি জয়দেবের Theory এক নয়। এটাও বুঝতে হবে। ডারউইন্ কি বলেছেন?—"From ape to man." মানুষ জন্ম হলে সব শেষ, আর কোন পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন নেই। কিন্তু আমাদের সনাতন শাস্ত্র

কি বলছেন? সনাতন শাস্ত্র বলছেন—এই মানুষ যদি তার মনুষ্যত্বের প্রকাশ না করে, মনুষ্যত্বের পরিচয় যদি না দেয়, তাহলে সে পুনরায় Diversionএ নেমে যাবে, অধঃপতিত হবে। সেকথা গীতায় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে বলছেন,—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।।
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।।

সুতরাং এই মনুষ্যদেহের যদি অপব্যবহার করে, তারা যদি হরিভজন না করে, তাহলে তাদের আবার সেই ৮৪ লক্ষ যোনির ফেরে চলে যেতে হবে অর্থাৎ আবার তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে। শাস্ত্র কি বুঝাচ্ছেন? কবি জয়দেব কি বুঝাচ্ছেন? তিনি বুঝিয়েছেন Development of theism—আস্তিক্য দর্শনের ক্রমপর্য্যায়।

ভগবান্ প্রথমে এলেন মৎস্যাবতাররূপে জলচর প্রাণীর মধ্যে, তারপর তিনি কূর্ম্মাবতাররূপে এলেন অর্থাৎ উভচর প্রাণীর মধ্যে এলেন। তারপর ভগবান্ এলেন বরাহমূর্ত্তিতে স্থলচররূপে। তারপরে ভগবান্ এলেন নৃহরি—নরহরি—নৃসিংহমূর্ত্তিতে Half man and half beast রূপে। তারপর এলেন বামনমূর্ত্তিতে। মনুষ্যশরীর বটে, কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ দেহ। তারপরে এলেন ক্ষত্রিয় নিধন করবার জন্য পরশুরামরূপে। ঠিক এইভাবে দেখিয়েছেন আস্তিক্য দর্শনের ক্রমপর্য্যায়টা। সবটার মধ্যে তত্ত্বদর্শন আছে। আমরা তত্ত্বদর্শন অস্বীকার করি কেন? Axiomatic Truth, Universal Truthকে অস্বীকার করতে যাচ্ছি কেন? এতে আমাদের বাহাদুরি কি আছে? শাস্ত্রবিচারের মধ্যে এটা রয়েছে। শাস্ত্রকে বলা হচ্ছে সংবিধান। এ জগতের সংবিধান রয়েছে। ভারতবর্ষে বাস করি আমরা, ভারতীয় বলে পরিচয় দেই, সংবিধান মানতে বাধ্য আছি। কিন্তু এ সংবিধান পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন যোগ্য। কিন্তু পারমার্থিক সংবিধান—Spiritual Constitution অর্থাৎ শাস্ত্র, এর কোন পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন হয় না। এটা Axiomatic Truth, সবসময়ই একই অবস্থায় আছে।

একই ব্যক্তি যদি শাস্ত্র আলোচনা করেছেন, প্রণয়ন করেছেন, তাহলে একই কথা আছে সব জায়গায়। গীতার মধ্যে একটা শ্লোক আছে, ভাগবতের মধ্যেও সেইরকম একটা শ্লোক পাওয়া যাচ্ছে,—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।

এই শ্লোক গীতার মধ্যে আছে, ভাগবতের মধ্যেও আছে। বিচারটা একই আছে। Axiomatic Truthএর কোন পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন হচ্ছে না। এর কোন Modification হচ্ছে না, Addition, alteration হচ্ছে না। এই জিনিষটাকে মানতে

অসুবিধা কি হচ্ছে? আসলে আমরা সবাই সব জেনে-শুনে বসে আছি, আমাদের আর কিছু জানবারও নেই, শিখবারও নেই, বুঝবারও নেই। মুস্কিল হয়ে গেছে এখানে। আর সব যখন ভগবান্, তখন আর আপত্তি কি? যদি সবাই ব্রহ্ম হয়ে যাই আমরা, তাতে আপত্তি নেই ; কিন্তু তাতেও একটা চিন্তার বিষয় আছে। কোন ব্রহ্ম ত' কোন ব্রহ্মের সঙ্গে ঝগড়া করে না, তাদের সঙ্গে ত' মনান্তর-মতান্তর হয় না। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে, অনেক ব্রহ্ম অনেক ব্রহ্মের সঙ্গে লড়াই করছে, মনান্তর-মতান্তর হচ্ছে, মতভেদ হচ্ছে। জিজ্ঞাস্য, কেন হচ্ছে? স্বয়ংসম্পূর্ণ ভগবান্। তাঁর শক্তি, ক্ষমতা মানুষ কখনও ধারণা করতে পারবে না।

"কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়।"

সেই ভগবান্ পরম দয়ালু, পরম কৃপাময়, তিনি ইচ্ছা করলে কাককে গরুড় করতে পারেন। কিন্তু কাক নিজে যদি বলে আমি গরুড়, হবে না সেটা। সাধন-ভজনক্ষেত্রে যে উন্নতি, তার দ্বারা কি কেউ ভগবান্ হয়ে যাবেন? কখনই নয়। শাস্ত্রের Theory যা আছে, তা আমাদের পালন করতেই হবে, মানতেই হবে। একটা মানুষের কতটুকু গুণ আছে, জীবাত্মার কতটুকু গুণ আছে? শাস্ত্রে হিসাব করে বলা আছে, ৫০টী গুণ আছে বিন্দু বিন্দুমাত্রায়। ৫৫টী গুণ আছে শিব-ব্রহ্মাদি দেবতার মধ্যে। ৬০টী গুণ আছে নারায়ণের মধ্যে পূর্ণস্বরূপে, আবার শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে ৬০+২½ রস অর্থাৎ ৬২½ গুণ হিসাব ধরা যায়। কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপের মধ্যে আছে ৬৪টী গুণ। শেষের যে চারটী গুণ তা কোন অবতারের মধ্যে নেই। এটাও শাস্ত্রের বিচার। লীলামাধুর্য্য, গুণমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও প্রেমমাধুর্য্য—এই চারটী মাধুর্য্য অন্য কোন অবতারের মধ্যে নেই। সুতরাং আমরা সব সমান বলছি কি করে? সব সমান কখনও হতে পারে কি?

বর্ত্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে 'শ্রেণীহীন সমাজ'। 'শ্রেণীহীন সমাজ' মানে কি? শ্রেণীহীন যে সমাজ সে শ্রেণীটীকে কি বলব আমরা? এ সংসারে সব জায়গায় ত' দেখছি Classification। Positive, Comperative, Superlative degree আছে এখানে। তাহলে সব সমান কি করে করব আমরা? শ্রেণীহীন সমাজ কি করে করব আমরা। কোনভাবেই প্রমাণিত হবে না এই কথাটা। 'সোনার পাথরবাটী'র ন্যায় বাজে কথা একটা। কিন্তু সমান করা যাবে, সমান হবে। কখন?—আত্মদর্শনে। এছাড়া কোনভাবেই আমরা সব সমান প্রমাণ করতে পারব না, যিনি যতই চেষ্টা করুন, যতই দার্শনিক থাকুন, যতই বৈজ্ঞানিক থাকুন। এটা বাজে কথা, হতে পারে না কখনও। শাস্ত্রে যে-সব কথাগুলো বলেছেন সেগুলো অকাট্য কথা। সনাতন ধর্ম্মে যে-সব কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো Axiomatic Truth—সার্ব্বকালিক সত্য। সেটাকে উপেক্ষা করে আমরা কখনও আমাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারব না।

যে বিগ্রহ আমার সঙ্গে কথা বলেন, আমার দুঃখ-কষ্ট অনুভব করেন, আমার সঙ্গে সাক্ষাদ্ভাবে ভাবের আদান-প্রদান করেন, তিনি হলেন শ্রীবিগ্রহ। সেই শ্রীবিগ্রহ বৈষ্ণবগণ মানেন এবং সেই শ্রীবিগ্রহকে তাঁরা কখনও অবমাননা করেন না। সেই শ্রীবিগ্রহকে কেউ তৈরী করতে পারেন না। আবার সেই শ্রীবিগ্রহকে কেউ মাটিয়া চিন্তা করে বিসর্জ্জন দিতে পারেন না।

বহু কিছু বলার আছে ; কিন্তু রাত অধিক হয়েছে। আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ আজ এখানে শেষ করছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতনাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

শ্রীশ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবা উপলক্ষে

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও

শ্রীদাউজী গৌড়ীয় মঠে

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

"গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে।।"

শুদ্ধভক্তি-প্রবাহের মূল-ভগীরথ, শ্রীগদাধরাভিন্নতনু শ্রীগৌরনিজজন জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই বাণীর সার্থক রূপায়ন-মানসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে এবং সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায়, সমিতির অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিগণের সহযোগিতায় কলিযুগপাবনাবতরী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির প্রচারিত কলিকলুষ কল্মশনাশকারী তারকব্রহ্মনাম সঙ্কীর্ত্তনমুখে চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা করা হয়। শাস্ত্রে কার্ত্তিকব্রত, দামোদরব্রত, উর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা ধামে অথবা তীর্থে পালন করিবার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।—

"ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি।।"

কার্ত্তিক মাসে ভগবানের প্রীতিবিধান করিলে—ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিলে ভগবান্‌ বিশেষ খুশী হন। এই মাস দামোদর-কৃষ্ণের ভীষণ প্রিয় মাস এবং শ্রীজী—রাধাদেবীরও বিশেষ প্রিয় মাস। তজ্জন্য শ্রীসমিতির পরিচালকগণ প্রতি বৎসরই এই মাসে ব্রতপালনেচ্ছু ত্যাগী, গৃহস্থ ভক্তগণকে লইয়া শ্রীধামে এই ব্রত পালন করিয়া থাকেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষেও পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিদেশ হইতে আগত প্রায় পাঁচশত ভক্ত লইয়া বিগত ২৬শে আশ্বিন, ১৪০৭ (ইং ১৩।১০।২০০০) শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসপূর্ণিমা-তিথিতে মথুরাস্থিত বিশ্রামঘাটে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণপূর্ব্বক পরিক্রমা শুরু করেন। উক্তদিবস শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ৩২শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব পালন করা হয়। উক্ত বিরহোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ প্রভৃতি বক্তৃবৃন্দ শ্রীশ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য জীবন চরিত্র, তাঁহার গুরুনিষ্ঠা, শিক্ষা ও ভজন-প্রণালী এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। সান্ধ্যকালীন সভায়ও বিভিন্ন বক্তা তাঁহার শ্রীচরণকমলে ভাবপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

এই ব্রতমাসে প্রত্যহ শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীল নারায়ণ মহারাজ, ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও পরিক্রমাকারী সকল ভক্তগণ সুললিতকণ্ঠে 'শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্', 'শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকম্', 'শ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষ-স্তোত্রম্' প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ যখন সকলে সমবেতকণ্ঠে এই স্তবগুলি কীর্ত্তন করিতেন, তখন সত্যই এক অনির্ব্বচনীয় বৃন্দাবনীয় ভাবের সৃষ্টি হইত। শ্রীল মহারাজ প্রত্যহ শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্-এর শ্রীল সনাতন গোস্বামি-কৃত 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকা, ভজনরহস্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

পরিক্রমাকালে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত অরণ্য মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ এবং শ্রীরসানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রীধামের ও সকল লীলাস্থলীর মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপূর্ব্বক যাত্রিগণের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন।

অন্নকূট-দিবসে গোবর্দ্ধনের দানঘাঁটীতে অন্নকূট-মহোৎসবের বিশাল আয়োজন ও সন্ধ্যায় দীপদান দর্শন করিয়া সকল ভক্তগণ আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলেন।

পরিক্রমার সময় বিদেশী ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, দানঘাঁটী-লীলা এবং উদ্ধবের ব্রজদর্শন প্রভৃতি লীলার অভিনয় করিয়া সকল যাত্রিগণকে প্রভূত আনন্দ দান করেন।

পরিক্রমা এবং শ্রীদামোদর-ব্রত সমাপনান্তে ২৮শে কার্ত্তিক, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ (ইং ১৪।১১।২০০০), মঙ্গলবার দাউজীস্থ (মথুরা) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এক অন্যতম প্রচারকেন্দ্র 'শ্রীদাউজী গৌড়ীয় মঠে'র নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউ এবং শ্রীকৃষ্ণ-বলরামজীউর শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হন। এতদুপলক্ষে পূর্ব্বদিবস হইতে ব্রহ্মচারিগণ শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গন বিচিত্র রঙ্গিন পতাকা, আম্রপল্লব, পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ প্রভৃতি মাঙ্গলিক উপকরণসমূহদ্বারা সুসজ্জিত করেন।

২৭শে কার্ত্তিক, ১৪০৭ (ইং ১৩।১১।২০০০), সোমবার অপরাহ্ণে এক বিশাল নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা দাউজী-মন্দিরে শ্রীদাউজীকে দর্শন করত বলদেও (বলদেব) নগরীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। সন্ধ্যায় বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও অধিবাস কীর্ত্তনদ্বারা অধিবাসকার্য্য সমাপ্ত করা হয় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিচকোর শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিশরণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ বন মহারাজ, শ্রীমৎ সুবলসখা দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমৎ মথুরানাথদাস বাবাজী মহারাজ "শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব" ও "সনাতন ধর্ম্ম" বিষয়ে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৮শে কার্ত্তিক, ১৪০৭ (ইং ১৪।১১।২০০০), মঙ্গলবার সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ যথাক্রমে ব্রহ্মা, হোতা, উদ্‌গাতা ও অধ্যর্য্যুর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বৈদিক পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে অভিষেক ও বৈষ্ণব হোমাদি সম্পন্ন করেন। অনন্তর শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পূজা, ভোগরাগ এবং আরাত্রিকান্তে আহূত, অনাহূত, রবাহূত প্রায় দ্বিসহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

পরিশেষে এই শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীসমিতির সেবকবৃন্দ, আনুকূল্যকারী সুধী ভক্তবৃন্দের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহাদের এইরূপ সহযোগিতার জন্য শ্রীসমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
এস. টি. ডি.ঃ ০৩৪৭২ ☎ ৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** সেবানুগত্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ২০শে ফাল্গুন, ১৪০৭ (ইং ৪।৩।২০০১) রবিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন, ১৪০৭ (ইং ১০।৩।২০০১) শনিবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন এবং নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।** ইতি—১লা অগ্রহায়ণ, ১৪০৭

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির "সভাপতি-আচার্য্য" অথবা "সাধারণ-সম্পাদক"-এঁর নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২০শে ফাল্গুন (ইং ৪।৩।২০০১), রবিবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২১শে ফাল্গুন (ইং ৫।৩।২০০১), সোমবার ;—(৩)**শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৪) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)।

৩। ২২শে ফাল্গুন (ইং ৬।৩।২০০১), মঙ্গলবার ;—(৫) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; এবং (৬) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর। ***শ্রীএকাদশী-ব্রতোপবাস।***

৪। ২৩শে ফাল্গুন (ইং ৭।৩।২০০১), বুধবার ;—(৭) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৮) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)। ***প্রাতঃ ৫/৫৮ গতে ৬/৩ মধ্যে একাদশীর পারণ।***

৫। ২৪শে ফাল্গুন (ইং ৮।৩।২০০১), বৃহস্পতিবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারীগুপ্তের পাট, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ২৫শে ফাল্গুন (ইং ৯।৩।২০০১), শুক্রবার ;—**শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস ও সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব।**

৭। ২৬শে ফাল্গুন (ইং ১০।৩।২০০১), শনিবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব** (মহাপ্রসাদ বিতরণ)। পূর্ব্বাহ্ণ ৯/৪৯ মধ্যে শ্রীগৌর-জয়ন্তী-ব্রতোপবাসের পারণ।

জ্ঞাতব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন। ১৯শে ফাল্গুন (ইং ৩।৩।২০০১) শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন ; এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ আসিলে থাকা ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। পরিক্রমা ২০শে ফাল্গুন (ইং ৪।৩।২০০১), রবিবার প্রাতঃ ৫টা হইতে আরম্ভ হইবে।

*** "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট"** এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান ৮০জি ধারায় আয়কর-মুক্ত।

卐 স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥ 卐

卐 ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ॥

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ 卐

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ 卐

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫২শ বর্ষ } ৪ গোবিন্দ, সঙ্কর্ষণ, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ মাঘ, সোমবার, ১৪০৭, ইং ১২/২/২০০১ { ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোপীনাথ্-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

আস্যে হাস্যং তত্র মাধ্বীকমস্মিন্
বংশী তস্যাং নাদ-পীযূষ-সিন্ধুঃ।
তদ্বীচীভির্মজ্জয়ন্ ভাতি গোপী-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।। ১।।

যিনি সুমধুর হাস্যযুক্ত বদনে বংশী ধারণ করেন এবং ঐ বংশী-ধ্বনিরূপ সুধা-সাগরের তরঙ্গে ব্রজাঙ্গনাগণকে আপ্লাবিত করিয়া শোভমান থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথদেব আমাদের আশ্রয় হউন।। ১।।

শোণোষ্ঠীষ-ভ্রাজি-মুক্তা-স্রজোদ্যৎ-
পিচ্ছোত্তংস-স্পন্দনেনাপি নূনম্।

হৃন্নেত্রালী-বৃত্তি-রত্নানি মুঞ্চন্
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।। ২।।

যিনি রক্তবর্ণবিশিষ্ট উষ্ণীষে শোভমান মুক্তামালাদ্বারা দীপ্তিশীল ময়ূরপুচ্ছরূপ শিরোভূষণের ঈষৎ কম্পনে ভক্তগণের হৃদয় ও নেত্র-সমূহের বৃত্তিরূপ রত্নগুলিকে অর্থাৎ মনের চিন্তনাদি ও নয়নের দর্শনাদি ব্যাপারসমূহকে হরণ করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথদেব আমাদের আশ্রয় হউন।। ২।।

বিভ্রদ্বাসঃ পীতমুরূরুকান্ত্যা-
শ্লিষ্টং ভাস্বৎ-কিঙ্কিণীকং নিতম্বে।
সব্যাভীরী-চুম্বিত-প্রান্তবাহু-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।। ৩।।

যিনি উরুযুগলের অতি অপূর্ব্ব কান্তিচ্ছটায় আলিঙ্গিত পীতবসন ও কটিদেশে দেদীপ্যমান কিঙ্কিণী ধারণ করিয়া থাকেন এবং বামভাগে অবস্থিতা শ্রীমতী রাধিকা যাঁহার বামবাহুর প্রান্তদেশ চুম্বন করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথদেব আমাদের আশ্রয় হউন।। ৩।।

গুঞ্জা-মুক্তা-রত্ন-গাঙ্গেয়হারৈ-
র্মাল্যৈঃ কণ্ঠে লম্বমানৈঃ ক্রমেণ।
পীতোদঞ্চৎ-কঞ্চুকেনাঞ্চিতশ্রী-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।। ৪।।

যাঁহার কণ্ঠদেশে গুঞ্জা, মুক্তা, রত্ন, গাঙ্গেয়হার ও মালা ক্রমান্বয়ে লম্বমান হইয়া থাকে এবং যিনি উজ্জ্বল পীতবর্ণ অঙ্গাবরণে মনোহর শোভা ধারণ করেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথদেব আমাদের আশ্রয় হউন।। ৪।।

শ্বেতোষ্ণীষঃ শ্বেতসুশ্লোকধৌতঃ
সুশ্বেতস্রক্ দ্বিত্রশঃ শ্বেতভূষঃ।
চুম্বন্ শর্য্যামঙ্গলারাত্রিকে হৃদ্-
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।। ৫।।

যিনি মস্তকে শ্বেতবর্ণ শিরোভূষণ ধারণ করেন, বিশুদ্ধ উত্তম যশবর্দ্ধক স্তবাদিদ্বারা পরিমার্জ্জিত, সুন্দর শুভ্রমালাধারী এবং যিনি শ্বেতবর্ণ পরিধেয়বস্ত্র, উষ্ণীষ ও অঙ্গাবরণ (জামা) প্রভৃতির দুই-তিনটী ভূষণবিশিষ্ট হইয়া রজনীগত মঙ্গলারতি-সময়ে দর্শনকারী ভক্তগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথদেব আমাদের আশ্রয় হউন।। ৫।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

শ্রীবৎস-শ্রী-কৌস্তুভোদ্ভিন্নরোম্নাং
বর্ণৈঃ শ্রীমান্ যশ্চতুর্ভিঃ সদেষ্টঃ।
দৃষ্টঃ প্রেম্নৈবৈষ ধন্যৈরনন্যৈ-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।। ৬।।

যিনি শ্রীবৎস, শ্রী, কৌস্তুভ ও অঙ্গস্থ অসাধারণ রোমাবলী—এই চতুর্ব্বর্ণে শোভাযুক্ত ও ভক্তগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকেন এবং ঐকান্তিক পরম ভাগ্যবান্ ভক্তগণকর্ত্তৃক প্রেমদ্বারা লক্ষিত হন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথদেব আমাদের আশ্রয় হউন।। ৬।।

তাপিঞ্ছঃ কিং হেমবল্লীযুগান্তঃ
পার্শ্বদ্বন্দ্বোদ্দ্যোতিবিদ্যুদ্ঘনঃ কিম্?
কিম্বা মধ্যে রাধয়োঃ শ্যামলেন্দু-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।। ৭।।

এই কি স্বর্ণলতাযুগলের মধ্যবর্ত্তী তমালবৃক্ষ? অথবা উভয়পার্শ্বে উদ্দীপ্ত তড়িদ্যুক্ত নীলমেঘ? কিম্বা দুইটী নক্ষত্রবিশেষের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণচন্দ্র? যিনি এইরূপে দর্শকবৃন্দের সংশয়াস্পদ হন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথদেব আমাদের আশ্রয় হউন।। ৭।।

শ্রীজাহ্ন্ব্যা মূর্ত্তিমান্ প্রেমপুঞ্জো-
দীনানাথান্ দর্শয়ন্ স্বং প্রসীদন্।
পুষ্ণন্ দেবালভ্যফেলাসুধাভি-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।। ৮।।

যিনি শ্রীজাহ্নবীদেবীর সাক্ষাৎ প্রেমপুঞ্জ-স্বরূপ এবং দীন ও অনাথদিগকে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া থাকেন, আবার তাহাদের প্রতি সদা সুপ্রসন্ন হইয়া দেবগণের দুর্ল্লভ স্বীয় অধরামৃতদ্বারা তাহাদিগকে পোষণ করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথদেব আমাদের আশ্রয় হউন।। ৮।।

গোপীনাথস্যাষ্টকং তুষ্টচেতা-
স্তৎপাদাব্জ-প্রেম-পুষ্টীভবিষ্ণুঃ।
যোঽধীতে তন্মন্তকোটীরপশ্যন্
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ।। ৯।।

শ্রীগোপীনাথদেবের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমে পুষ্টীশীল হইতে ইচ্ছুক হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীগোপীনাথদেবের এই অষ্টক নিত্য পাঠ করিলে যিনি পাঠকের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনাপূর্ব্বক প্রেমদান করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথদেব আমাদের আশ্রয় হউন।। ৯।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৭ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০১

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৭ পৃষ্ঠার পর]

২৯। কোন্ সময় প্রীতভক্তিরস প্রকাশিত হয়?

"ব্রজলীলারূপ চিদ্রস-বর্ণনে শান্তরস পরিলক্ষিত হয় না ; যেহেতু এই রস কোন বিশেষসিদ্ধ এক স্বরূপগত নয়। এতন্নিবন্ধন মমতাশূন্য। জীবের বহুভাগ্যক্রমে ভগবৎস্বরূপে মমতা জন্মে। সেই মমতা জন্মিলেই শুদ্ধা রতি প্রেমরূপে পুষ্ট হয়। তখন প্রীত-ভক্তিরস প্রকাশিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৩

৩০। বৈষ্ণব-সাহিত্যের শান্তরস কিরূপ?

"You must love God with all thy heart ; your heart now runs to other things than God, but you must, as you train a bad horse, make your feelings run to the loving God. This is one of the four principles of worship or what they call in *Vaishnava* Literature, *Shanta Rasa*."

—*"To Love God," Journal of Tajpur 25th Aug. 1871*

৩১। প্রীতভক্তিরস ও দাস্যরসের বৈশিষ্ট্য কি?

"প্রীক্ত-ভক্তি-রসকে অনেকে দাস্য রস বলেন। কিন্তু প্রীত-ভক্তি-রস দুইপ্রকার—সম্ভ্রমগত প্রীতরস ও গৌরবগত প্রীতরস। সম্ভ্রমগত প্রীতরসকেই 'দাস্য' বলা যায়। গৌরবগত প্রীত-রসকে গৌরব-প্রীত-ভক্তি-রস বলা যায়,—দাস্য বলা যায় না।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৪

৩২। দাস্যপ্রীতি কি পর্য্যন্ত উন্নত হয়?

"দাস্য-প্রীতিতে প্রেম, স্নেহ ও রাগ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৪

৩৩। দাস্য-রস কি?

"You must love God with all your mind i.e. when you perceive, conceive, remember, imagine and reason, you must not allow yourself to be a dry thinker but must love. Love alone can soften the dryness of the intellect, you must develop the intellect on all good and holy things by means of love of truth, spiritual beauty and harmony. This is the second phase of *Vaishnava* development which passes by the name of *Dasya Rasa*."

—*"To Love God," Journal of Tajpur 25th Aug. 1871*

৩৪। 'বিশ্রম্ভ' কাহাকে বলে?

"যন্ত্রণাশূন্য গাঢ় বিশ্বাসকে বিশ্রম্ভ বলা যায়। তাহাকেই সম্ভ্রমশূন্য বিশ্বাস বলা হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৫। প্রণয়ের গাঢ়তার ক্রম কি?

"প্রণয়ক্রমে প্রেমা, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত সখ্যরতিতে বৃদ্ধি লাভ করে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৬। 'প্রণয়' কাহাকে বলে?

"সম্ভ্রমাদি যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াও রতি যখন সম্ভ্রম-গন্ধে স্পৃষ্ট না হয়, তখন তাহাকে 'প্রণয়' বলা যায়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৭। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কি ব্রজবাসীর বিচ্ছেদ আছে?

"প্রকট-লীলার অনুসারে সখ্যরসে 'বিরহ' বর্ণিত হয় ; কিন্তু বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের কখনই বিচ্ছেদ নাই।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৮। বাৎসল্য-রসের উৎকর্ষ কি?

"কৃষ্ণরতির অপ্রতীতিস্থলে প্রীতিরসের অপুষ্টতা হয়। সেরূপ স্থলে সখ্যরতির তিরোভাব হয়। কিন্তু বাৎসল্যে সেরূপ হইলেও কোন ক্ষতি নাই। এইটীই বাৎসল্যরসের উৎকর্ষ।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৬

৩৯। বলদেব, যুধিষ্ঠির, আহুকাদির স্ব-স্ব রসবৈশিষ্ট্য কি?

"বলদেবের সখ্যপ্রীতিও—বাৎসল্যরস-সঙ্কুলিত। যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য-দাস্য সখ্যের দ্বারা অন্বিত। আহুক প্রভৃতির দাস্য—বাৎসল্য-মিশ্রভাব। বৃদ্ধ আভীরদিগের বাৎসল্য—সখ্যমিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির সখ্য—দাস্য-মিশ্রিত। শিব, গরুড়, উদ্ধবাদির দাস্য—সখ্যমিশ্রিত। অনিরুদ্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণনপ্তৃদিগের ভাবও তদ্রূপ মিশ্র। অন্যান্য ভক্তদিগের মধ্যেও সেইরূপ ভাবমিশ্রতা লক্ষিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৬

৪০। বৈষ্ণবগণের সখ্যরস কি?

"You must love God with all soul also, i.e. you must perceive yourself in spiritual communication with the Deity and receive Holy Revelations in your sublimest hours of worship. This is called the *Sakhya Rasa* of the *Vaishnavas*,—the soul approaching the Deity in holy and fearless service."

—*"To Love God," Journal of Tajpur 25th Aug. 1871*

৪১। মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীরূপানুগ ভজনের পরমোপাদেয়ত্ব কেন?

"পঞ্চ মুখ্য-মধ্যে ভাই, মধুরের গুণ গাই,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসরাজ বলি'।
গুণ অন্য রসে যত, মধুরেতে আছে তত,
আর বহু বলে হয় বলী।।
গৌণরস আছে যত, সব সঞ্চারীর মত,
হঞা শৃঙ্গারের পুষ্ট করে।
শ্রীরূপের অনুগত, ভজনে যে হয় রত,
স্থিতি তার কেবল মধুরে।।"

—'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ', গীঃ মাঃ

৪২। কৃষ্ণভক্তিরসে গৌণরস-সমূহও উপাদেয় হয় কিরূপে?

"কৃষ্ণভক্তিরসে সাতপ্রকার গৌণরসও উপাদেয়, যেহেতু তাহারা শ্রীকৃষ্ণলীলা-রসকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাবের মধ্যেই কৃষ্ণভক্তিরসে হাস্যাদি সপ্তরস পরিগণিত। তাহারা উপযুক্তকালে উদিত হইয়া রস-সমুদ্রের ঊর্ম্মির ন্যায় সমুদ্রের সৌন্দর্য্য ও পুষ্টিসাধন করে। কেহ কেহ রসতত্ত্বের অপ্রাকৃতত্ব অনুসন্ধান করিতে সমর্থ না হইয়া এরূপ সংশয় করিতে পারেন যে, হাস্য, বিস্ময় ও উৎসাহ যদিও মঙ্গলময় রসের অন্তর্গত হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু শোক, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা—ইহারা কি-প্রকারে অমৃত-স্বরূপ, আশোক-স্বরূপ, অক্ষোভ্য-স্বরূপ রসের ভিতর স্থিতি লাভ করে? আশঙ্কা করি, তাহাদিগকে স্থান দিয়া রসকে প্রাকৃত বা জড়ময় করা হইতেছে! উত্তর এই যে, **পরমানন্দময় রসতত্ত্বে বৈচিত্র্য-সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারই আনন্দমূলক, জড়-দুঃখমূলক নয়।**"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

৪৩। রসের মূল, হেতু, কার্য্য ও সহায়াদি কি কি?

"স্থায়িভাবই—রসের মূল। বিভাব—রসের হেতু। অনুভাব—রসের কার্য্য। সাত্ত্বিক-ভাবও রসের কার্য্যবিশেষ। সঞ্চারি বা ব্যভিচারি-ভাব-সমূহই রসের সহায়। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি-ভাবসমূহ স্থায়ি-ভাবকে স্বাদ্যত্ব-অবস্থায় নীত করিয়া রসাবস্থা প্রদান করে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

৪৪। রসাভাসের লক্ষণ কি?

"সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্যে ক্ষারাম্লাদি সংযোগের ন্যায় বিরসতা উৎপাদন করে। এরূপ রসবিরোধকে অত্যন্ত 'রসাভাস' বলা যায়।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৫। 'রসাভাস' কাহাকে বলে? উহার বিচিত্রতা কি?

"রস অঙ্গহীন হইলে তাহাকে 'রসাভাস' বলা যায়। **উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে** রসাভাসকে **উপরস, অনুরস ও অপরস** বলা যায়।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৬। উপরসের হেতু কি?

"স্থায়ী, বিভাব, অনুভাবাদি দ্বারা শান্তাদি দ্বাদশ রসই উপরস হয়। স্থায়িবৈরূপ্য, বিভাববৈরূপ্য, মনোভাববৈরূপ্য উপরসের হেতু।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৭। 'অনুরস' কি? উহার উদাহরণ কি?

"কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধহীন রসই অনুরস। যেমত কক্‌খটী-নৃত্যে গোপদিগের হাসি, ভাণ্ডীরবনস্থ বৃক্ষে শুকপক্ষীদিগের বেদান্ত-বিচার দেখিয়া নারদের অদ্ভুত রসের উদয়, তদ্রূপ। কোনপ্রকার দূর-সম্বন্ধে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখা যায়, কিন্তু কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না—এস্থলে অনুরস।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৮। 'অপরস' কি? উহার দৃষ্টান্ত কি?

"কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয়াশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ হাস্যাদি 'অপরস'। কৃষ্ণকে পলাইতে দেখিয়া জরাসন্ধ যে বারম্বার হাস্যাদি করিয়াছিল, তাহা অপরস।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৯। শান্তাদি-রসের পরস্পর মিত্রতা ও শত্রুতা কি কি?

"শান্ত-রসের মিত্র—দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুত রস। অদ্ভুত-রস আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের মিত্র। শান্ত-রসের শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক-রস। দাস্য-রসের মিত্র—বীভৎস, শান্ত, ধর্ম্মবীর ও দানবীর-রস ; আর তাহার শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্ররস। সখ্য-রসের মিত্র—মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর-রস। সখ্যরসের শত্রু—বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক-রস। বৎসল-রসের মিত্র—হাস্য, করুণ ও ভয়ভেদক রস। বৎসলের শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর, দাস্য ও রৌদ্ররস। মধুর রসের মিত্র—হাস্য ও সখ্য-রস। মধুরের শত্রু—বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক-রস। হাস্যরসের মিত্র—বীভৎস, মধুর ও বৎসল-রস। হাস্য-রসের শত্রু—করুণ ও ভয়ানক-রস। অদ্ভুত-রসের মিত্র—বীর, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রস। অদ্ভুত-রসের শত্রু—হাস্য, সখ্য, দাস্য, রৌদ্র ও বীভৎস। বীর-রসের মিত্র—অদ্ভুত-রস। বীর-রসের শত্রু—ভয়ানক-রস। কাহারও মতে, শান্তও বীর-রসের শত্রু। করুণ-রসের মিত্র—রৌদ্র-রস ও বৎসল-রস। করুণ-রসের শত্রু—বীর-রস, হাস্য-

[১] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৭ ; ১৪ জানুয়ারী, ২০০১

রস, সম্ভোগ-নামক শৃঙ্গার-রস ও অদ্ভুত-রস। রৌদ্র-রসের মিত্র—করুণ-রস ও বীর-রস। রৌদ্র-রসের শত্রু—হাস্য-রস, শৃঙ্গার-রস ও ভয়ানক-রস। ভয়ানক-রসের মিত্র—বীভৎস-রস ও করুণ-রস। ভয়ানক-রসের শত্রু—বীর-রস, শৃঙ্গার-রস, হাস্য-রস, রৌদ্র-রস। বীভৎস-রসের মিত্র—শান্ত-রস, হাস্য-রস ও দাস্য-রস। বীভৎস-রসের শত্রু—শৃঙ্গার-রস ও সখ্য-রস। আর সকল—পরস্পর তটস্থ।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

"অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।"

সেইজন্য আদৌ গুরোঃ সেবা। বিশ্রম্ভসহকারে গুরুপাদপদ্মের অনুসরণ না কর্‌লে আমাদের নিস্তার নাই। মূঢ়তার যোগ্য ব্যক্তিগণকে মোহনের জন্য গুরুর বিচার বিকৃত ক'রে অনেকে অন্যদিকে অভিনিবিষ্ট ক'রে দিয়েছেন। অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন, ইহা বিস্মৃত হ'য়ে মানব অসুবিধায় প'ড়ে গেছে। গৌরকারুণ্যকটাক্ষে বিশ্বদর্শন পূর্ণসুখের আকর। সকলেই হরিসেবক, আমিই বঞ্চিত—এই বিচারে পূর্ণমঙ্গল।

আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী।।

এই নারকীয় অভিমানগুলি ত্যাগ কর্‌তে সর্ব্বক্ষণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'তে হ'বে। ভক্তের নিকট ব্রহ্মা প্রভৃতির শক্তিগুলি কীটের চেষ্টার কত মনে হয়। সেই সেই পদবীর যত্নে বৃথা সময়নাশ বিবেচনা করেন। দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্প-পটলী— ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা কামাদি সর্পগুলির সহিত বাস কর্‌লে অনিষ্ট হ'বে। মন্ত্রের প্রভাবে সর্পগুলির বিষদন্ত ভগ্ন হয়। কামাদিদ্বারা বিশ্ব ও কৃষ্ণকে ভোগ কর্‌বার দুর্ব্বাসনা উপস্থিত হ'লে পতঞ্জলিঋষির পন্থানুসারে দৌড়াইতে যাই। ভক্তের পদরেণু মস্তকে ধারণ কর্‌লে স্বারাজ্যসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।"
"রহূগণৈতত্তপসা না যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্।।"

ভক্তের পদরেণু মুকুট হ'লে তারই সাম্রাজ্যলাভের প্রয়াস কর্‌লে গোস্বামী হ'তে পারি। তখন 'অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রম্' শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হ'বে। ইতরাভিলাষী হ'য়ে সদ্‌গুরুর আশ্রয় কর্‌লে পুনরায় কর্ম্মীর গোলাম হ'তে হ'বে।

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।।"

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েত্যথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।"

ভক্ত কদাপি প্রতিষ্ঠা চান না। অভক্তকে ভক্ত মনে করা মহাপরাধ। আমাদের মহাভাগবত অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত বিকারাদির ছলনা নিতান্ত নারকীয় বিচার ও বৈষ্ণব অপরাধ।

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।"

যাঁরা চব্বিশঘণ্টায় বিশুদ্ধ ভক্তিযোগে ভগবানের ভজন করেন, তাঁহাদেরই তিনি শুদ্ধজ্ঞান ও বিমলপ্রেমযোগ প্রদান করেন। সেই প্রেমে তাঁরা নিত্যধামে নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্রস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।।"

শ্রীগুরুর কৃপায় আমি রাধাগোবিন্দের আশা পর্য্যন্ত পে'য়েছি। তিনি কৃপা ক'রে সর্ব্বদা ভক্তিযোগে স্থাপন ক'রেছেন এবং তা'তে এত বড় উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণের দুঃসাহস কর্‌তে পে'রেছি। অতএব নিত্যকাল আমি তাঁর চরণে প্রণত থাক্‌ব। শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গল ব'লেছেন,—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।"

এইগুলি কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানমার্গের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান। নিত্যকাল দৃঢ়তরা ভক্তি আমাদের শ্রীরাধামাধবকে জয় ক'রে দেবে, কর্ম্মীর, জ্ঞানীর প্রাপ্যবস্তু ভুক্তি বা মুক্তি সর্ব্বদা সেবা কর্‌বার জন্য প্রতীক্ষা কর্‌বে। কিন্তু ভক্ত কখনও তা'দের দিকে দৃক্‌পাত কর্‌বেন না। তারা ভক্তের সেবা কর্‌তে পে'লে আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে কর্‌বে।

---

২ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

কালের গতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১১ পৃষ্ঠার পর]

যাঁহারা নিজে ভজন করেন না, যাঁহাদের যে সম্পত্তি নিজের নাই, তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেইগুলি আশা করা আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা বর্ত্তমানকালে বণিকের নিকট হইতে যে-প্রকার জড়দ্রব্য খরিদ করি, তাদৃশ ভোগপর দ্রব্যজ্ঞানে মন্ত্র খরিদ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রভুর সময়ে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রাকৃত অর্থ বিনিময়ে ভাগবত পাঠ করিতেন না। বর্ত্তমান সময়ে কথক-ব্যবসার অনুকরণে গৌর-বাণী সেবকাভিমানী, শ্রীগুরুপাদপদ্মের জীবন্ত বৈভব-বিদ্বেষী, বর্ত্তমানকালের কোন কোন আচার্য্য (ব্রুব) পণ্ডিত ও ভবিষ্যৎকালের আচার্য্যত্ব-লোলুপ, আত্মোপলব্ধি-জন্য নির্জ্জন-ভজনস্পৃহ দুঃসাহসিক ভক্তব্রুবের দল ভাগবত পাঠ বিক্রয়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া 'বড় গুরুসেবক' সাজিতে চাহেন। শ্রোতৃবর্গ ভৃতজ্ঞানে মাসিক, দৈনিক বা এককালীন ঠিকা ফুরণ করিয়া ভাগবত পড়াইতেছেন। বর্ত্তমানকালে এইপ্রকার ভাগবত শ্রবণ করিয়া তাঁহারা ভাগবতগণকে অসম্মান করিতে শিখিতেছেন, সুতরাং ভাগবতপাঠ-ফলের বৈপরীত্য ব্যতীত অন্য কিছু ফলরূপে দৃষ্ট হইতেছে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ গুরু কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্ত্রের ব্যবসা করিতে গিয়া শিষ্য করিতে না, কিন্তু আজকাল নিজ উদর ভরণের জন্য কিছু জানুন্ আর না জানুন্, আপনাকে কুলগুরু বলিয়া অভিমানপূর্ব্বক শিষ্যের নিকট স্বীয় অর্ব্বাচীনতার মূল্যস্বরূপ অর্থ-দ্রবিণ প্রভৃতি আদায় করিয়া লইতেছেন। ভক্তের শৌক্রবংশে জন্ম, ঈশ্বরের শৌক্রবংশে জন্ম প্রভৃতি সামাজিক পরিচয় গুরুপদ লাভ করিবার একমাত্র উপকরণ হইয়াছে। পরমার্থ-ধর্ম্মকে সমাজাধীন করিবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত। পরমার্থ-ধর্ম্মের অধীনে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাদের সামর্থ্য নাই। তাঁহারা সকল পরমার্থ সমাজের অনুরোধে জলাঞ্জলি দিতে পারেন, কিন্তু পরমার্থের অধীনরূপে সমাজকে পরিচালনা করিতে নারাজ।

শ্রীরূপ-সনাতনপ্রমুখ গোস্বামিগণ নিজ শিষ্যের দ্বারা ভগবৎসেবার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই সকল সেবাকে নিজের জীবিকার বৃত্তি করেন নাই, কিন্তু আজকালের শ্রীবিগ্রহগণ ভোক্তা-সেবকের পণ্যরূপে অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য দণ্ডায়মান থাকিতে নিযুক্ত আছেন। দেবতার উদ্দেশে ভক্তের প্রদত্ত অর্থ গ্রাস করিয়া উদরভরণ, ইন্দ্রিয়তর্পণ, ভোগময় সংসারপোষণ প্রভৃতি অনুষ্ঠাকে অর্চ্চন বলিয়া অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রভুর সময়ে গৃহস্থসকল গৃহে অভিনিবিষ্ট হইবার প্রতিকূলে শ্রীবিগ্রহের সেবা স্থাপন করিতেন এবং আত্মীয়স্বজনকে শ্রীবিগ্রহের সেবকরূপে পরিণত করিতেন, কিন্তু আজ সেবকবংশ শ্রীবিগ্রহগণকে বাস্তবিক তাঁহাদিগের জীবিকোপায় বিলাসসহচর-জ্ঞানে, সেবা না করিয়া কলঙ্কিত করিতেছেন। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে ভট্টগোস্বামী, পণ্ডিত গোস্বামিপ্রমুখ ভাগবত-উপদেশকগণ তপোবেশজীবীর কদর্য্য আচার গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে তাম্রকূটসেবা, নস্যগ্রহণ, চুরট, বিড়ি ও সিগারেটের প্রচলন ছিল না। বর্ত্তমানকালের পাঠক, কুলগুরুবংশ, বিগ্রহসেবী অধস্তনগণ এইগুলি ন্যূনাধিক গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে ভাগবত-অধ্যয়ন, দীক্ষা-গ্রহণ, সদাচার-শিক্ষা প্রভৃতি কোনও অনুষ্ঠানই আদর করেন না। কেবল সামাজিক বংশ-গৌরব লইয়াই ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে ইচ্ছা করেন। ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা, ভক্তির স্বরূপজ্ঞান প্রভৃতি সমৃদ্ধিগুলিকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়া অভক্ত কর্ম্মীর ন্যায় কতকগুলি বাজে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে পণ্ডিত হইয়া উঠেন এবং বৈষ্ণব-অপরাধ করাকেই তাঁহাদের মূলমন্ত্র বলিয়া জানেন। প্রভুর সময়ে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

বিষয়-ভোগস্পৃহার বোঝা মাথায় চাপাইয়া ওতঃপ্রোতভাবে সংসার-সুখভোগ-বাসনায় প্রবল আকাঙ্ক্ষার দাস হইয়া ভজনানন্দীর অনুকরণ করেন। শ্রীরাসলীলা-পঠন-পাঠন, রসগান-কীর্ত্তন-শ্রবণ, অষ্টকালীয় লীলাস্মরণমূলে অপাত্রে কীর্ত্তন প্রভৃতি ভজন-বিরোধী আচরণগুলিকে জড়ভোগপর বিষয়বিশেষ মনে করিয়া তাহাতেই প্রমত্ত। উহাই মহাজনের সদাচার বলিয়া আস্ফালনে ত্রুটী করেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রকটকালে বা পরবর্ত্তী প্রকৃত শুদ্ধভক্তগণ এইরূপ অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের আদর কোনদিনই করেন নাই।

মহাপ্রভুর সময়ে শ্রাদ্ধপাত্র শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রদান করেন, আর সম্প্রতি শ্রাদ্ধপাত্র শৌক্রবিচার অবলম্বন করিয়া অপাত্রকে পাংক্তেয় জ্ঞানে অবাধে বিতরণ হইতেছে।

মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, নবমী ও কৃষ্ণদাস হোড় প্রভৃতি নিত্যানন্দ শাখাগণ শৌক্র-ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করায় দীক্ষাকালে সংস্কার গ্রহণ করিয়া দ্বিজ হইতেন, আর একালে বামুন-ঠাকুর শিষ্য রুইদাসকে রুইদাস রাখিয়া নিজেকে অধঃপাতিত করিতেছেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দ দেবকে যথাশাস্ত্র মহাজন-পথে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিয়া শুদ্ধভক্তি-প্রচারের ভার দিলেন, আর বর্ত্তমানকালে গৃহস্থ গোসাঞি নিজে বামুন থাকিয়া বেশ্যাকে মন্ত্র দিয়া তাঁহার অশুক্লবিত্তে নিজের অন্ন-বস্ত্রের যোগাড় করিয়া লইতেছেন। শুধু তাই নয়, যাঁহারা প্রাচীন সদাচার দীক্ষার অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে ত্রুটী করেন না। গোসাঞিজীরা কেবল গৃহস্থলীতে মনোযোগ দেওয়ায় 'জল-অচল-জাতিকে' প্রসাদ, এমন কি, চরণামৃত স্পর্শ করিতে দিতেও নারাজ। এখন ঐরূপ করিলে তাঁহাদের জাতিপাত হয়। পূর্ব্বে নিত্যানন্দ প্রভুর জাতি কেহ নষ্ট করিতে পারে নাই। এখনই বা তাঁহার প্রাকৃত সন্তানাভিমানিগণের মধ্যে সেরূপ জাতিনাশের আশঙ্কা হইয়া উঠিল কেন?

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৪)

দ্বিভুজ রূপের শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন শ্রীব্রহ্মা চতুর্ভুজ দেখিয়াও "নৌমীড্য তে অভ্রবপুষে" শ্লোকে দ্বিভুজ নরাকার-রূপেরই বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা—দ্বিভুজ নন্দনন্দনরস্বরূপই তোমার পরমতত্ত্ব—ইহা পূর্ব্বে অবগত না থাকায় ভ্রান্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম—এই ঘনশ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র-পরিহিত,গুঞ্জা কর্ণভূষণ ও মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ইহাই তোমার নিত্য ও শ্রেষ্ঠরূপ। "অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিম্" ইত্যাদি শ্লোকে (পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে) তাহার (নরাকৃতির) মায়াময়ত্ব ও অদ্বয়ত্ব প্রকাশিত।

চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ রূপ উভয়ই ধ্যানের বিষয় হইলেও দেবকীদেবী চতুর্ভুজরূপ গোপন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। উদ্দেশ্য এই,—শ্রীহরি চতুর্ভুজ—ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। সেইরূপে অবস্থান করিলে সকলেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবে। তিনি কংসের শত্রু। চতুর্ভুজ রূপ দেখিলে কংসও তাঁহাকে অনায়াসে চিনিয়া ফেলিবে এবং নিজ শত্রু বুঝিয়া অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিবে। নরশিশু-রূপে থাকিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না। এজন্যই বলিলেন,—"জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন"—হে মধুসূদন! পাপিষ্ঠ কংস যেন না জানিতে পারে যে, আমাতে তোমার জন্ম হইয়াছে।

অন্য হেতু—

"বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূ-
দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ।।"

আপনি পরম পুরুষ। প্রলয়াবসানে নিজ শরীরে চরাচর বিশ্ব অসঙ্কোচে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই আপনি যে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নরলোকের বিড়ম্বনা-স্বরূপ অর্থাৎ আপনার মত পুত্রের প্রাপ্তিতে আমার শ্লাঘা হওয়া দূরের কথা, লোকসমাজে তাহা উপহাসের বিষয় হইবে। লোকে বলিবে, দেবকীর কি দুঃসাহস! শ্রীভগবানকে নিজ পুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়! তাঁহার কি মনুষ্যবৎ জন্ম আছে? জন্মের পূর্ব্বে সকলেই মাতৃগর্ভে বাস করে। তাঁহাকে কি কেহ গর্ভে ধারণ করিতে পারে? তাঁহারই উদরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড অসঙ্কোচে অবস্থিত। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডবাসিনী কোন রমণীর উদরে তাঁহার অবস্থান অসঙ্গত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাধার বিভু-বস্তুকে উদরে ধারণ করিয়াছে—বলা বাতুলতা মাত্র। জীব মায়াশক্তির অধীন হইয়া কখনও জন্মায়, কখনও মরে, কখনও কর্ম্মফল ভোগ করে। শ্রীভগবানের জন্মাদি-লীলা তাদৃশ নহে। তিনি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

নিজ ইচ্ছায় নিজকে লোক-সমক্ষে প্রকাশ করেন, কিছুকাল প্রকট থাকিয়া বিচিত্র লীলা করিবার পর স্বেচ্ছায়ই অন্তর্দ্ধান করেন। তাঁহার স্বরূপশক্তি হইতে প্রকটিত পরিকরবর্গই তাঁহার লীলার সহায়। লীলার প্রারম্ভে যদি তিনি ঐ ঐশী শক্তি প্রকাশ করিতে থাকেন, তবে মানুষ তাঁহাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করা দূরে থাকুক, ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে তটস্থ হইয়া দূরে অবস্থান করিবে। তিনি লৌকিক লীলার মধ্যে অলৌকিকত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতেই লোক আকৃষ্ট হয়।

শ্রীভগবানের জন্মাদি লীলা স্বরূপশক্তির বিলাস। ভক্ত ব্যতীত তাহা কেহ জানিতে পারে না। তাদৃশ লীলাতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে দেবকীদেবী 'মাংসদৃক্' বলিয়া ভাগবতের ১০।৩।২৫ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। যাহারা মাংসময় প্রাকৃত চক্ষে প্রাকৃতবস্তু দর্শন করে, শ্রীভগবানের অলৌকিকত্ব তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিবে না। তজ্জন্য তাহারা দেবকীদেবীকে উপহাস করিবে। ঈদৃশ লোকের নিকট লজ্জিত হইবার আশঙ্কায় চতুর্ভুজ রূপ গোপনের জন্য প্রার্থনা।

দ্বিভুজ চতুর্ভুজ উভয় রূপেরই ধ্যানের কথা গোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্।।
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্।।
কালিন্দী-জলকল্লোলসঙ্গি-মারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ।।

প্রশস্ত পদ্মতুল্য নয়নদ্বয়, মেঘবৎ অঙ্গদ্যুতি, বিদ্যুৎতুল্য বস্ত্র, দ্বিভুজ মৌনমুদ্রাযুক্ত বনমালী ঈশ্বর গোপগোপী ও গোসকল-পরিবৃত, বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে আশ্রিত উত্তম আভরণে ভূষিত রত্নপঙ্কজমধ্যে অবস্থিত যমুনা-জলতরঙ্গসঙ্গি-বায়ুদ্বারা নিরন্তর সেবিত শ্রীকৃষ্ণকে চিত্তদ্বারা যিনি চিন্তা করেন, তাঁহার সংসার হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।

উপরিউক্ত শ্লোকে দ্বিভুজত্বের বর্ণন। নিম্নলিখিত শ্লোকে চতুর্ভুজের ধ্যান-কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—

মথুরায়াং বিশেষেণ মাং ধ্যায়ন্ মোক্ষমশ্নুতে।
অষ্টপত্রং বিকশিতং হৃৎপদ্মং তত্র সংস্থিতম্।।
দিব্যধ্বজাগাতত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়ম্।
শ্রীবৎসলাঞ্ছনং হৃৎস্থং কৌস্তুভং প্রভয়াযুতম্।।
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রশার্ঙ্গপদ্ম-গদান্বিতম্।
সুকেয়ূরান্বিতং বাহুং কণ্ঠং মালাসুশোভিতম্।।

দ্যুমৎ-কিরীট-বলয়ং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।
হিরণ্ময়ং সৌম্যতনুং স্বভক্তাভয়প্রদম্।
ধ্যায়েন্মনসি মাং নিত্যং বেণুশৃঙ্গধরং তু বা।।

মথুরায় আমাকে এই রূপের ধ্যান করিলে শীঘ্র মোক্ষপ্রাপ্ত হয়—বিকশিত অষ্টদলস্বরূপ হৃৎপদ্মে আমি অবস্থিত। চরণদ্বয় উৎকৃষ্ট ধ্বজা-ছত্র প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ও প্রভাযুক্ত কৌস্তুভমণি, চতুর্ভুজ শঙ্খ, চক্র, ধনু ও পদ্মযুক্ত। বাহুদ্বয় অঙ্গদদ্বারা শোভিত, কণ্ঠে মালা বিরাজিত, মস্তকে দীপ্তিমান্ মুকুট, কর্ণে মকর-কুণ্ডল বিরাজ করিতেছে ; নিজ ভক্তগণের অভয়প্রদ সৌম্যতনু—অথবা শৃঙ্গবেণুধর দ্বিভুজ আমাকে ধ্যান করিবে।

অতএব চতুর্ভজ রূপের নিগূঢ়ত্ব প্রকাশ করিবার জন্যই দেবকীদেবীর ঐ রূপ-গোপনের প্রার্থনা। শ্রীভগবান্‌ও দেবকীকে বলিয়াছেন,—

এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্যলিঙ্গেন জায়তে।। (ভাঃ ১০।৩।৩৫)

আমার পূর্ব্বতম জন্ম স্মরণ করাইবার জন্যই আমার এই চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন। অন্যথা মনুষ্য-চিহ্নদ্বারা আমার আবির্ভাব জ্ঞান সম্ভব হইত না। এস্থলে স্পষ্ট উক্তি করিলেন,—দ্বিভুজই তাঁহার স্বরূপ। অন্যত্রও প্রয়োজন-বিশেষে চতুর্ভুজ প্রকট করার কথা শ্রবণ করা যায় (ভাগবতে স্থানে স্থানে)।

ইত্যুক্তাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ **সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ**।।

(ভাঃ ১০।৩।৩৬)

ভগবান্ হরি এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন। দর্শনকারী পিতামাতার সাক্ষাতে **'নিজমায়া'দ্বারা প্রাকৃত শিশু হইলেন। 'আত্মমায়া' অর্থে** নিজ ইচ্ছায়। **'প্রাকৃত'**—প্রকৃতিদ্বারা ব্যক্ত। 'প্রকৃতি' অর্থে **স্বরূপ। তিনি স্বরূপে ব্যক্ত বলিয়া প্রাকৃত অর্থাৎ নরাকার-বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। সেই নিজ-স্বরূপে প্রকাশিত বলিয়া প্রাকৃত,** প্রাকৃতিক উপাধি-পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রাকৃত নহেন।

প্রাকৃত শিশু হইয়াছেন বলায় শিশুত্বধর্ম্মের আবিষ্কারহেতু ঐ রূপকে পরিণামশীল অর্থাৎ বাল্য-যৌবন-বৃদ্ধাদি অবস্থার পরিণতিদ্বারা বিকৃত হইবার আশঙ্কা তাহাতে নাই। ভগবদ্বিগ্রহে শিশুত্ব প্রভৃতি বিচিত্রধর্ম্ম স্বরূপসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান। তাহা এই শ্লোকে ব্রহ্মার উক্তিতে স্পষ্টীকৃত,—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।।

হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরাত্মন্! হে যোগেশ্বর! ত্রিলোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি

আপনার লীলা জানিতে পারে? আপনি কোথায়, কখন, কি-প্রকার যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করেন, তাহাও অচিন্ত্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবানের উক্তি,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।

আমি অজ, অব্যয়স্বরূপ এবং ভূতগণের ঈশ্বর হইলেও নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়াদ্বারা জন্মগ্রহণ করি। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীরামানুজ আচার্য্য বলিয়াছেন,—আপনারই স্বভাবে অবস্থান করিয়া আত্মমায়া—নিজ সঙ্কল্পরূপ জ্ঞানদ্বারা জন্মগ্রহণ করি। নিঘণ্টকার 'মায়া'-শব্দের 'জ্ঞান' অর্থ লিখিয়াছেন—'মায়া বয়ুনং জ্ঞানঞ্চ।'

মহাভারতেও অবতাররূপের অপ্রাকৃতত্ব "ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ" শ্লোকে বর্ণিত পরমাত্মার এই দেহ পঞ্চভূতসমষ্টি-জনিত দেহ নহে।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যো বেত্তি ভৌতকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বস্যাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ।।
মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ।
পশ্যেৎ সূর্য্যং স্পৃশেদ্গাঞ্চ ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধতি।।

যে ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহ পাঞ্চভৌতিক মনে করে, শ্রুতি-স্মৃতি-বিধানমতে সে সকল সৎকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত অর্থাৎ মহাপতিত। তাহার মুখ দেখিলে সবস্ত্রে স্নান, সূর্য্য, দর্শন, গো-পর্শ ও ঘৃত পান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর

শ্রীরূপানুগবর প্রভো! প্রাপঞ্চিক কালগণনায় ছিয়াশী বৎসর পূর্ব্বে তুমি কার্ত্তিকমাসে উত্থান-একাদশী-তিথির ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তোমার ঈশ্বরী কার্ত্তিকাদেবীর নিত্যসেবার জন্য মহাপ্রস্থান করিয়াছ। আজ আমরা তোমার অদ্ভুত শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবাপ্রবৃত্তি ও অতুলনীয় বৈরাগ্যের কথা স্মরণপূর্ব্বক তোমার দুঃসহ বিচ্ছেদে কাতর!

একদিকে যেমন "বৈরাগ্যযুক্তভক্তি-রসে" তুমি নিষ্ণাত থাকিয়া আদর্শ সদাচার

বা পারমহংস্যাচার প্রদর্শন করিয়াছ, অপরদিকে কপট বা কৈতবযুক্ত লোকের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়া অসৎসঙ্গত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ ছিলে। বৈরাগ্য ও পারমহংস্যাচারের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ, কপট ও অসুর-বঞ্চনারূপ, নিঃসঙ্গ এই দুইটী বৃত্তি তোমার অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবাময় চরিত্রে লক্ষ্য করিয়াছি, আজ তুমি কোথায়?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের কথা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—"রঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা।" সেই শ্রীরঘুনাথের পর বিগত চারি শতাব্দীর মধ্যে তোমার ন্যায় এরূপ সুতীব্র বৈরাগ্যের সুদীপ্ত তপস্যার জ্বলন্তচিত্র কই আর ত' কোন বৈষ্ণবাচার্য্যের স্বীয় চরিত্রে প্রদর্শন করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

তুমি নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী হইয়াও প্রপঞ্চোদিত শ্রীধাম বৃন্দাবনে বহু বৎসর বাসের পর শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া সম্পূর্ণ অভেদবুদ্ধিতে গৌড়ব্রজধামে বাস করিতে জীবকে শিক্ষা দিয়াছ। এই সুরধুনীতটে বাসকালেই তুমি চরমকল্যাণার্থী হরিভজনাভিলাষী জীবকে স্বীয় বৈরাগ্যের ঐশ্বর্য্যলীলা প্রদর্শন করিয়া নিষ্কাম কৃষ্ণসেবার মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়াছ। জগতের চক্ষে যে-সকল মহাত্মা বৈরাগ্যকেই জীবনের একমাত্র কামনার বিষয় করিয়াছেন, অথবা যে অর্থে সাধারণতঃ জগতের লোকের নিকট 'বৈরাগ্য'-শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে তোমার 'বৈরাগ্য' পৃথক্ বস্তু। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমুগ্ধ ভগবদ্ভজনহীন প্রাকৃত জীব বৈরাগ্য বা ত্যাগকেই খুব বড় বলিয়া দেখেন, দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাহার নিকট মস্তক অবনত করেন, কারণ তাঁহারা নিজেরা গৃহব্রতভোগী—ভোগীর নিকট দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া ত্যাগই খুব বড় জিনিষ। কিন্তু মাতৃহারা বৎসের ন্যায় বা রসহীন মাটীতে উৎপন্ন চারা বৃক্ষের ন্যায় কৃষ্ণভক্তি মাতাকে হারাইয়া বৈরাগ্য যে স্বীয় অকালমৃত্যুই আনয়ন করে অর্থাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাহা তোমার কৃপা ব্যতীত জীব বুঝিতে পারিবে না। তোমার অনুক্ষণ সুদৃঢ় কৃষ্ণভজন ও কঠোর বৈরাগ্য কখনও পৃথক্ বস্তু ছিল না।

যাঁহারা আপনাদিগকে তোমার অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়া বৈরাগ্যকে কৃষ্ণসেবা হইতে পৃথক্ দেখিতে গিয়া তোমার ন্যায় বা তোমা অপেক্ষা অধিকতর বৈরাগী সাজিবার প্রতিষ্ঠাশা হৃদয়ে পোষণ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা কিন্তু তোমার অমায়া-কৃপা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় লৌকিকদৃষ্টিতে তোমার নিতান্ত কাছে থাকিয়া তোমার সঙ্গলাভ করিয়াছে বলিয়া দেখাইলেও বা বলিলেও বাস্তবিকপক্ষে তোমার সুদুর্ল্লভ সঙ্গ দূরে থাকুক, তোমার সুষ্ঠু দর্শন পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। এই কারণে ইন্দ্রিয়তর্পণরত হৃদয়ে ঐরূপ ফল্গু বৈরাগ্যের ফলস্বরূপ তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়া ভোগ আসিয়া অধিকার করিয়া তাহাদিগকে ভক্তিপথ হইতে চিরদিনের মত বিচ্যুত করিয়াছিল। আর কি তোমার ঐরূপ কৃষ্ণসেবাময় চরিত্র দেখিতে পাইব?

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

তুমি নিজে কোনদিনই বিষয়ী বা ভোগীর এক কপর্দকও গ্রহণ কর নাই। বাহ্যদর্শনে অতি অস্পৃশ্য নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত শ্রীধামবাসিজ্ঞানে তাহার "ঝুটা" গ্রহণ করিয়া সত্য সত্য শ্রীধামবাসের আদর্শ-লীলা দেখাইয়াছ, অথচ নামে মাত্র ধামে বাস করিয়া বিষয়ীর অহংমমাভিমানপ্রদত্ত অর্থের দ্বারা পরিপুষ্ট দেবলের পূজিত ও নিবেদিত প্রসাদ (?) নামে খ্যাত ঠাকুরবাড়ীর বিচিত্র ভোগকে কোনদিনই আদর কর নাই।

তুমি হরিতোষণ-ধনকেই একমাত্র নিত্যধন এবং ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে বিষয় বা যোষিৎ ভোগকে 'ঋণ' বলিয়া প্রচার করিয়া অবোধ জীবকে ঋণী না হইয়া ধনী হইবার জন্য স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছ। আর কি কেহ আমাদিগকে এমন শিক্ষা দিবে?

তোমার প্রকটলীলায় আমাদের কোন গুরুভ্রাতা তোমার নিকট গমন করিলে তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে তুমি কতই না স্নেহভরে "আমার প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে" বলিয়া তোমার অভিন্নবিগ্রহ প্রভুপাদের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি প্রদর্শন করিতে। তৎকালে দারণ বিতৃষ্ণার সহিত নিকটস্থ বিষয়ীলোককে চলিয়া যাইবার জন্য, আর আমাদের গুরুভ্রাতাকে কত আদর ও স্নেহভরে নিকটে বসিবার জন্য অনুরোধ,—আমার প্রভুর সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া গুরুভ্রাতাকে আপনজন বলিয়া এই যে তোমার অনুগ্রহ, ইহাতে তোমার অনুগত-বাৎসল্য দর্শন করিয়া আমরা অভিভূত হইতেছি।

আমাদের প্রভুর অতি সামান্য আহারদ্বারা জীবনযাপন ও অনুক্ষণ সুতীব্র কৃষ্ণসেবা-প্রচেষ্টা দর্শন করিয়া একদিন তুমি তাঁহার অদ্ভুত বৈরাগ্যের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলে। তোমাদের পরস্পরকে এইরূপ অকৃত্রিম গৌরবপ্রীতি প্রদর্শন আর কি আমাদিগকে বৈষ্ণব-সঙ্গলালসায় উদ্বুদ্ধ করিবে?

প্রকটকালে বাহ্যদৃষ্টিতে তুমি নিতান্ত অপবিত্রস্থানে লোকের মলমূত্র পরিত্যাগের স্থানে অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া বসিয়াছিলে। যেদিন আমরা তোমকে সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত ব্রজধামবাসী জানিয়া তোমার অনন্যভজন স্মরণ করিয়া তোমার ঐরূপ ব্যবহার পরম সদাচার বলিয়া বুঝিতে পারিব, সেদিন আমরাও সাধু ও ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্য শান্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিব। এইকথা একদিন তোমারই অভিন্ন হৃদয়সুহৃৎ, বর্ত্তমানকালে শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনঃ প্রবাহের মূল পুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজ জীবনের একটী ঘটনার দ্বারা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

একবার একটী সভায় স্মার্ত্তসমাজপতি (স্মৃত্যাচার্য্য)-প্রমুখ বহু বিবুধ একত্রিত হইয়া শ্রীগীতা-কথিত "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" (৯।৩০) শ্লোকটীর প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ নির্ণয় করিবার জন্য সকলে মিলিয়া বিশেষভাবে বিচার করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

তাঁহারা উহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে সমর্থ না হওয়ায় তাঁহাদের গুরুকে সঙ্গে করিয়া কুলপতি বৃদ্ধ কবির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনিও অক্ষম হইলেন। ইতোমধ্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যদৃচ্ছাক্রমে ঐ সভায় উপস্থিত হইলে সকলেই সসম্ভ্রমে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি পূজা ও আসন প্রদান করিবার পর সবিনয়ে ঐ গীতোক্ত শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিবুধগণের এই সংশয় ছিল যে, অনন্যভাক্ কি-প্রকারে 'সুদুরাচার' থাকিতে পারেন এবং তিনি ত' নিজেই 'অনন্যভাক্' অর্থাৎ একান্তভাবে ভগবৎপরায়ণ আছেন, তাঁহাকে আবার নূতন করিয়া কি-প্রকারে "সাধু" বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং তিনি যখন নিজেই একান্ত ভগবৎপরায়ণ তখন আবার নূতন করিয়া কি-প্রকারে অবিলম্বে ধর্ম্মাত্মা হইয়া শাশ্বতী শান্তিপথে গমন করিতে পারেন? তবে কি তিনি অনন্যভজনপরায়ণ হইয়াও পূর্ব্বে ধার্ম্মিক বা শাশ্বতী শান্তিপথের পথিক ছিলেন না? শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিবুধগণের এই সংশয়ের মীমাংসা করিতে গিয়া বলিলেন যে,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের শিক্ষার জন্য পরবর্ত্তী চরণে "প্রতিজানীহি" কথার দ্বারা অর্জ্জুনকে বলিলেন যে,—তুমি কোনও মহাজনের বাহ্যদর্শনে সুদুরাচারত্ব সত্ত্বেও অনন্যভাক্ বলিয়া যদি জানিতে পার, তবে তুমি অথবা যে কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার ঐরূপ সুদুরাচারত্ব দর্শন না করিয়া কেবল অনন্যভজনত্বই দর্শন করিবে, তাহা হইলেই তোমাকে বা ঐ ব্যক্তিকে 'সাধু' বলিয়া মনে করিতে হইবে। অনন্যভাক্ বা নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি একান্ত শরণাগত সুতরাং নিত্যকালই মহাভাগবত বৈষ্ণব। তাঁহার সদাচার বা কৃষ্ণভজন-চেষ্টা দেখিবার চক্ষু থাকিলেই জীব সাধু হইতে পারেন এবং ধর্ম্মাত্মা হইয়া শীঘ্র পরাশান্তির পথে অগ্রসর হইয়া ধন্য হইতে পারেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রাচীন কবির অনুগমনে স্মৃত্যাচার্য্যপ্রমুখ বিবুধগণ ঠাকুরের চরণতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং তাঁহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা-প্রভাবে মহাভাগবতের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্যলাভ করায় তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যেদিন আমরাও জাগতিক নানাবিধ প্রাকৃতত্ব হইতে তোমাকে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিব, সেদিনও আমাদের জীবন ধন্য হইবে। কুলিয়াধাম-বাসের ছল দেখাইয়া অর্থলোভে নামমন্ত্র-বিগ্রহ-ভাগবত বিক্রয় ব্যবসায়ে রত হইয়া যাহারা কনক-কামিনীরূপ কুবিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত ও জড়প্রতিষ্ঠারূপ শৌকরী বিষ্ঠা-ভোজনে ব্যাপৃত তাহাদিগকে দুঃসঙ্গ ও অশুচি শূদ্রজ্ঞান করিবার জন্য তুমি বাহ্যদর্শনে বিণ্মূত্রবিসৃষ্টিস্থানে বসিয়া থাকিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছ, তাহাতে বহু বঞ্চক ও বঞ্চিত তোমার ভজনস্থানকে সমগ্র বৈকুণ্ঠ-গোলোকের সর্ব্বোত্তম পবিত্র বস্তু অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাবিহারস্থল জানিবার পরিবর্ত্তে ভোগময় দর্শনে মনোধর্ম্ম

চালিত হইয়া তোমার ব্রহ্মাদিরও বাঞ্ছনীয় সঙ্গের অভাবে নরক-পথেই অগ্রসর হইয়াছে। আর কি তোমার ভজনভূমি স্বীয় চেতনত্ব প্রকাশ করিয়া আমাদিগের ভোগান্ধচক্ষু উন্মীলিত করিয়া তোমার গুণমুগ্ধ ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর সেবায় নিয়োজিত করিবার যোগ্যতা প্রদান করিবে? তবে এই আশা—তোমার অভিন্নবিগ্রহ প্রভুপাদের নিত্য দাস্যাভিলাষী আমরা শিশু ও অবোধ হইয়াও প্রভুর সম্বন্ধে তোমার স্নেহ ও কৃপার ভাজন। তোমার সহিত এই সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া আমাদের হর্ষ হইলেও তোমার বিরহে আজ আমরা নিতান্তই অভিভূত হইয়া তোমার অলৌকিক গুণরাশি স্মরণ করিতেছি। আজ কেবল পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছে,—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।।
*　　*　　*　　*
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
*　　*　　*　　*
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
তোমা হেন গুণনিধি কোথা গেলে পাব।।"

প্রভো! তোমার অনুগমনে আমরাও কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর কবে বলিতে পারিব,—

"হরি! হরি!! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি।।
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ।।
ষড়্‌রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী।।
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই যমুনা-পুলিনে।।
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
(কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব-নিকটে।।
এ অধম দাস কহে করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার।।"

—সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৪।১১

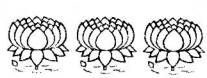

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী-তিথিতে অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিটে পুরী জগন্নাথক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটে 'নারায়ণ ছাতা'র সংলগ্ন শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থানে ভগবতীদেবীর ক্রোড়ে উপবীতসহ আবির্ভূত হন। ব্রজে কাম্যবনে যে যূথেশ্বরী শ্রীবিমলা-দেবী আছেন, তিনি তাঁহারই নির্দ্দেশে আগত বলিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার নাম রাখেন—'শ্রীবিমলাপ্রসাদ'। রথযাত্রার সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহের সম্মুখে রথ দাঁড়াইয়া গেল। কোনক্রমেই আর রথ চলে না। শেষে ঠাকুর মহাশয় যখন বালক বিমলা-প্রসাদকে রথের নিকট আনিলেন, তখন বালক রথে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং জগন্নাথের গলদেশ হইতে একটী মালা বালকের মস্তকে পড়িয়া গেল। তারপর রথ অনায়াসে চলিতে লাগিল।

বাল্যকালেই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র গ্রহণ করেন। মাত্র ৮ বৎসর বয়সে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে শ্রীকূর্ম্মদেবের অর্চ্চন-বিধি ও মন্ত্র লাভ করেন। তিনি যখন ৫ম শ্রেণীয় ছাত্র তখন হইতেই জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ভক্তিভবন-পঞ্জিকা প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থ ও পরে শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা প্রকাশ করেন।

১৮৮৫ সালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে গৌরপার্ষদগণের আবির্ভাবভূমি দর্শন করেন। ১৮৯১ সালে Angust Assembly সভা স্থাপন করেন। ১৮৯২ হইতে ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনা। ১৮৯৭ সালে কলিকাতায় ভক্তিভবনে 'সারস্বত চতুষ্পাঠী' স্থাপন করেন এবং সেখান হইতে 'জ্যোতির্ব্বিদ্' ও 'বৃহস্পতি'-নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৯৭ সাল হইতে তিনি বৈষ্ণব-বিধানে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন, স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন, ধরাপৃষ্ঠে পাত্রহীন ভোজন ও ভূমিতে শয়ন করিতেন। তিনি বিপ্রলম্ভ ভাবের উদ্দীপক সবুজ বর্ণের কালিতে লিখন ও সবুজ বর্ণের পোষাকাদি গ্রহণ করিতেন। ঐ বৎসর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোদ্রুমদ্বীপে সরস্বতী-তীরে "স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ" স্থাপন করেন। ১৮৯৮ সালে তথায় তিনি শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের দর্শন পান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশমত ১৯০০ সালে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া মাঘ মাসে তাঁহার নিকট

ভাগবতী দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯০০ সালের মার্চ্চ মাসে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত রেমুনায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিয়া ভুবনেশ্বর হইয়া পুরী গমন করেন। তথায় 'সাতাসন মঠের' অন্যতম শ্রীগিরিধারী আসনের সেবাভার গ্রহণ করেন।

১৯০২ সালে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুরীতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকট "ভক্তিকুঠী" ভজন-ভবন নির্ম্মাণ করেন। সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত পাঠ করিতেন। তারপর শ্রীমায়াপুরে ভজনে নিমগ্ন হন।

১৯০৪ সালের জানুয়ারী মসে শ্রীল প্রভুপাদ সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথাদি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ডিসেম্বর মাসে পুরী আসেন। ১৯০৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ ভারতের তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন।

পেরেম্বুদুরে এক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বিধির সমর্থক তথ্যসকল সংগ্রহ করিয়া ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা এবং মঙ্গলময় বিচার পুনঃ প্রবর্ত্তনকল্পে গবেষণামূলক বিচার প্রকাশ করেন। ১৯০৫ সাল হইতে মায়াপুরে অবস্থানপূর্ব্বক প্রত্যহ অপতিতভাবে তিনলক্ষ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শতকোটী মহামন্ত্র কীর্ত্তন-ব্রত উদ্‌যাপন করেন। ঐ সময় মেদিনীপুর জেলার বালিঘাইয়ের সভায় আগমন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। নবদ্বীপে গৌরমন্ত্রের সভা, বড় আখড়ার সভা প্রভৃতিতে যোগদান করিয়া সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন।

১৯১২ সালের ২১শে মার্চ্চ কাশিমবাজার সম্মেলনীতে গমন করিয়া চারিদিবস উপবাসী থাকিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বৎসরের নভেম্বর মাসে শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, ঝামটপুর, আঁকাইহাট, চাখন্দি, দাঁইহাট প্রভৃতি গৌড়মণ্ডলের স্থানসমূহ পর্য্যটন করেন। ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে ভাগবত যন্ত্রালয় স্থাপনপূর্ব্বক অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গীতা, গোবিন্দদাসের 'গৌর-কৃষ্ণোদয়' মহাকাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রকট হন। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে কৃষ্ণনগরে ভাগবত যন্ত্র স্থানান্তর করিয়া 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর উত্থান-একাদশী তিথিতে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ অপ্রকট-লীলা সম্বরণ করেন। ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিতে মায়াপুরে তিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া **"ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ"**-নাম গ্রহণ করেন। ঐদিনই শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে "শ্রীচৈতন্যমঠ" প্রকাশ এবং শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করেন।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে "শ্রীভক্তিবিনোদ আসন" স্থাপন করেন। ১৯১৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পুনঃ প্রকাশ করেন। ১৯২০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে "শ্রীগৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

মঠ" প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৯২১ সালের ১৪ই মার্চ্চ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। ১৯২২ সালে ৯ই জুন পুরী ভক্তিকুঠীতে "শ্রীপুরুষোত্তম মঠ" প্রতিষ্ঠা ও সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" প্রকাশ করেন। ১৯২৩ সালে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করেন ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৯২৪ সালে শ্রীগৌড়ীয় মঠে "ব্যাসপূজা" এবং ১৯২৫ সালে শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা হয়। ১৯২৬ সালে মায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব ও শ্রীচৈতন্যমঠে ২৯ শিখরবিশিষ্ট মন্দিরে চারি সম্প্রদায়াচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। চিরুলিয়ায় শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠ, নৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংস মঠ, মায়াপুরে পরবিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন এবং বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় বিপুলভাবে প্রচার করেন।

১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে ও লণ্ডনে ৬৪টী শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন ভাষায় পারমার্থিক পত্রিকা প্রকাশ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য প্রভৃতি পরীক্ষা প্রবর্ত্তন, সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর দারোদ্ঘাটন, চৈতন্যপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মদেশ, লণ্ডন ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে প্রচারক প্রেরণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে বলিতেন,—"আপনারা নিষ্কপটে হরিভজন করিয়া নিন। আর অধিক দিন নাই।" এবং অনুক্ষণ বলিতেন,—

"প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্।
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্।।"

"হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। আমাকে তোমার নিজের নিকটে কুণ্ডতটে বাসস্থান দান কর।"

১৯৩৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ৩১শে ডিসেম্বর অপ্রকট-লীলাবিষ্কার-দিবসে প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে "শ্রীরূপমঞ্জরী পদ" কীর্ত্তনটী ও পূজ্যপাদ শ্রীনবীনকৃষ্ণ প্রভুকে "শিক্ষাষ্টক" কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। ঐ দিনই অর্থাৎ ১৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা ৩০ মিনিটে ভক্তগণসমীপে হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন এবং সকলকে বলিলেন,—"উপস্থিত বা অনুপস্থিত সকলেই আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। স্মরণ রাখিবেন—ভাগবত ও ভগবানের সেবা-প্রচারই একমাত্র কৃত্য ও কর্ম্ম।"

১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ; ১৬ই পৌষ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা-চতুর্থী-তিথির শেষভাগে নিশান্তে ৫ টা ৩০ মিনিটে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রথম যামসেবায় অর্থাৎ নিশান্তলীলায় প্রবেশ করেন। যে নিশান্তলীলায় রাধামাধবের গাঢ় সমাশ্লেষ অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ ভাবের মহামাধুর্য্য আস্বাদন—যে-কালে যে-স্থানে রাধাগোবিন্দ মিলিততনু গৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত নিত্যলীলার প্রাকট্য তথায়ই শ্রীবার্ষভানবী দয়িতদাস প্রভুবর (শ্রীল প্রভুপাদ) প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি-নামিনে।।"

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত, সরস্বতী প্রভু, নীলাচলে পরকাশ।
(জয়) প্রভুপাদ ধ্বনি, ভরিল ভুবন, মায়া হৈল বিমরিষ।।
গৌর-জন্মভূমি, মায়াপুরে আসি', শ্রীচৈতন্যমঠ কৈল।
শ্রীভক্তিবিনোদ, প্রভুর বাসনা, আজিকে পূরণ হৈল।।
প্রেমভক্তি দান, কৈল আসি' ভবে, জীবেরে করুণা করি'।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সংস্থাপন করি', প্রচারিল জগ ভরি'।।
মুদ্রাযন্ত্র স্থাপি', গ্রন্থ পরকাশি', (জীবের) মোহনিদ্রা দূর কৈল।
স্থানে স্থানে কত, প্রদর্শনী করি', সৎশিক্ষা প্রচারিল।।
ভক্তগণ লয়ে, ধাম-পরিক্রমা, করিলেন প্রভু রঙ্গে।
জানাইলা জীবে, ত্রিতাপ ঘুচিবে, (কর) সঙ্কীর্ত্তন সাধুসঙ্গে।।
ত্যজি' সব ভ্রম, ভজ মূঢ় মন, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভু।
অচিরাতে পাবে, গোবিন্দ-চরণ, দুঃখ না আসিবে কভু।।
হরিদাস কয়, ঘুচে ভবভয়, প্রভুপাদ-কৃপা হ'লে।
হাসিতে হাসিতে, পরম আনন্দে, বৃন্দাবনে যাবে চলে।।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অশীতিতম শুভাবির্ভাব-তিথিবাসরে

এ দীনের

পুষ্পাঞ্জলি

পরম আরাধ্যতম,　　(শ্রী) গুরুপাদপদ্মে মম,
ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি।
কৃষ্ণভক্তি কলেবর,　　জগত পবিত্র-কর,
তব পদে রহু মম মতি।। ১।।
শ্রীমুকুন্দ-প্রিয়তম,　　শ্রীমতীর প্রাণসম,
অতিমর্ত্ত্য বিচিত্র প্রভাব।
নিত্যানন্দের স্বরূপ,　　ব্যাসাভিন্ন গুরুরূপ,
আশিতম তব আবির্ভাব।। ২।।
অগ্রে গুরু-পদাশ্রয়,　　গুরু সর্ব্বদেবময়,
আম্নায় শাস্ত্রের এই মত।
নিজ অনুগত জনে,　　নামমন্ত্র সেবাদানে,
নিযুক্ত করিছ অবিরত।। ৩।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

তব গুণ মধুময়, আস্বাদিতে ইচ্ছা হয়,
নাহি শক্তি স্পর্শ করিবার।
অপ্রাকৃত তব তত্ত্ব, কেবা জানে সে মহত্ত্ব,
বদ্ধজীবের নাহি অধিকার।। ৪।।
শুনেছি বৈষ্ণব-স্থানে, পতিত অধমজনে,
অহৈতুকী কৃপা কর দান।
অদোষদরশী প্রভু, না ছাড়িও মোরে কভু,
কাতরে জানাই নিবেদন।। ৫।।
তুমি ত' অন্তরযামী, উদ্ধারিহ মোরে স্বামী,
তোমা বিনা নাহিক উপায়।
অনাদিকাল হইতে, পড়িয়া সংসার-স্রোতে,
ফুকারিয়া ডাকি উচ্চরায়।। ৬।।
দুঃখরূপ সিন্ধুজলে, কাম তিমিঙ্গিলে গিলে,
দু'হাত তুলি' লৈনু শরণ।
থাকিয়া বিষয়ে রত, পাইনু যাতনা কত,
হারাইনু পরমার্থ-ধন।। ৭।।
ওহে প্রভু দয়াময়! এ দাসে যা' যোগ্য হয়,
কৃপা করি' করহ বিধান।
পড়িয়া মায়ার ফাঁদে, দিবা নিশি হিয়া কাঁদে,
অতি শীঘ্র কর পরিত্রাণ।। ৮।।
পরম দয়ালু গুরু, আর্ত্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু,
নিখিল শাস্ত্রের এই বাণী।
ঈশ্বরের ভক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তব দর্শন সার্থক মানি।। ৯।।
ধৃষ্টতা মার্জ্জন করি', নিজ দাস্যে অঙ্গীকরি,
রাখ প্রভু চরণ-কমলে।
সেবামৃত কর দান, শুদ্ধ হোক মম প্রাণ,
সিক্ত হোক তব পদজলে।। ১০।।
ওহে সর্ব্বগুণশালী, দীনের এ পুষ্পাঞ্জলি,
কৃপা করি' কর অঙ্গীকার।
গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে, তব কৃপা সুসম্বলে,
ভূলুণ্ঠিত নমি বার বার।। ১১।।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাকাঙ্ক্ষী—
—শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সন্দেশ

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
'গুরু-কৃষ্ণ'-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ।।
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ।।"

যাঁহার কৃপাকণার সমমূল্য বৈভব এই ব্রহ্মাণ্ডে নাই—যাঁহার কৃপাকণার সামান্য স্পর্শে চতুর্ব্বর্গের নেশা ও নিশা দূরীভূত হয়—চিৎকণ জীব হৃদয়াকাশে ব্রহ্মানন্দ-ধিক্কারী চিদানন্দের সন্ধান লাভ করেন—ব্রহ্মাণ্ড-ভেদিনী ভক্তিকল্পলতিকার বীজ উপ্ত হইয়া মাধুর্য্য-কাদম্বিনীর ভক্তিবিনোদ ধারায় অভিষিক্ত হয়, তিনিই 'গুরু-কৃষ্ণ'। এস্থলে 'গুরু-কৃষ্ণ'-শব্দের বিশেষ গম্ভীর তাৎপর্য্য আছে। "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে"—বলিয়া 'গুরুকৃষ্ণ'-শব্দে এক অর্থ হয়। কিন্তু কৃষ্ণ-কৃপা বলিতে মুখ্যতমভাবে কি বুঝায়, যাহাতে 'গুরুকৃষ্ণে'র পরমমাধুর্য্য উপলব্ধি হয়? ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া নিজবর্ণ হারাইয়া গৌরবর্ণ ধারণ করেন—যে ভাব আস্বাদনে লুব্ধ হইয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন—যে অনর্পিতচর ব্রজভাব বিতরণের জন্য জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন—যে ব্রজতত্ত্ব প্রকাশের জন্য নিজপার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতনাদিকে নিযুক্ত করেন—সখা উদ্ধব বা সখা অর্জ্জুনের নিকট 'গুরু-ভূমিকা'য় অবতীর্ণ হইয়াও যাহা প্রদান করেন নাই—সেই চিন্তা, সেই ভাব, সেই তত্ত্ব প্রকাশের সর্ব্বসত্ত্ব একমাত্র যাঁহার নিকট সংরক্ষিত, তিনিই সেই 'গুরুকৃষ্ণ' শচীনন্দন রুক্মবর্ণ গৌরহরি। সেই শ্রীগৌরহরির যিনি 'প্রিয়স্বরূপ', 'দয়িতস্বরূপ', 'প্রেমস্বরূপ', 'সহজাভিরূপ', 'নিজানুরূপ' ও 'স্ববিলাসরূপ'—যিনি নিজ সর্ব্বাকর্ষকত্ব প্রভাবে জগজ্জীবকে গৌরকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যপ্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন—তিনিই আশ্রয় 'গুরুকৃষ্ণ' শ্রীল রূপ গোস্বামী। তাঁহার কৃপাসিন্ধুগর্ভ হইতে উদ্ভূত মেঘমালা পৃথিবীর সর্ব্ব নগরাদি গ্রামে সঞ্চারিত হইয়াছে। সেই মেঘমালার বারিধারায় সিঞ্চিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জ্জিত হইলেই জীব শ্রীগুরুসেবাদ্বারা কৃষ্ণভজন করিবার সামর্থ্য লাভ করেন এবং 'গুরুকৃষ্ণে'র অপার মহামহিম-সাগরে নিষ্ণাত হইতে হইতে মায়াজাল ভেদ করিয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণের শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হন।

সেই 'রূপশ্রী'র যিনি 'নয়ন'স্বরূপ—যে নয়নাশ্রয় বিনা গোলোকস্থ 'শ্রী' ও 'শ্রীশে'র 'রূপ' দর্শন সম্ভব হয় না, সেই তিনি ভূলোকে 'ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী'রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া গুরুকৃষ্ণের গূঢ় তাৎপর্য্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়জাতীয় অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—কৃষ্ণ আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম।" এইজন্যই 'সাক্ষাৎ হরিত্ব'-রূপে তাঁহার মহিমা সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীহরির যে হরিত্ব—যে হরি ও হরিত্বে ভেদ সম্ভব হয় না, কিন্তু শ্রীহরির অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে তথাপি যে হরিত্ব মূর্ত্ত হইয়া পৃথক্ সেবাময়ী ও সেবাপ্রকাশিকা

মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হন, তিনিই সেই গুরুকৃষ্ণ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। কর্ম্মীগুরু, জ্ঞানীগুরু বা যোগীগুরুর কথা দূরে—'এহো বাহ্য', 'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাত'—শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম, 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান', 'তদঙ্গ' ও 'রহস্য' ইহাতে যিনি সর্ব্বাত্মস্নপিত, তাঁহার সম্বন্ধেই 'সাক্ষাৎ হরিত্ব', 'গুরুকৃষ্ণ' প্রভৃতি প্রযোজ্য। এই সর্ব্বাত্মস্নপন কেবল সাধন সাধ্য নহে—কৃষ্ণ যাঁহাকে আত্মসাৎ করেন, তাঁহার দ্বারাই সম্ভব।

সেই শ্রীরূপের 'বাণী'-'বিনোদ' সেবায় যিনি আশৈশব জীবন অতিবাহিত করিয়া তদ্দাসানুদাস অভিমানে সর্ব্ব প্রতিষ্ঠাশা-শূন্য 'তৃণাদপি সুনীচতা'র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই অকপটরূপে আকৃষ্ট যাবৎ সুকৃতিসমৃদ্ধ জীবগণের নিকট যিনি শুদ্ধভজনাদর্শের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হইয়াছেন—অহো সেই পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথি শুদ্ধভক্তগণের নিকট কিরূপ আদরের! শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী আমাদের জানাইয়াছেন,—"যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হইতে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষপ্রবৃত্তি, মাসপ্রবৃত্তি, দিনপ্রবৃত্তি মুহূর্ত্তপ্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, আমি নিশ্চয়ই ভীষণ অসুবিধায় পতিত হব।" তাই পৌষী-কৃষ্ণা নবমী-তিথি প্রতি বৎসর আমাদের নিকট বর্ষপ্রবৃত্তিতে শ্রীগুরুপূজার উদ্দীপিকা-রূপে আবির্ভূতা হন।

এই বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ তাঁহাদের পরমারাধ্যতম 'সভাপতি-আচার্য্য'দেবের আবির্ভাব-তিথি গত ৩রা পৌষ, ১৪০৭ (ইং ১৯।১২।২০০০) মঙ্গলবারে ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্ব সীমাঞ্চলে মেঘালয় প্রদেশে পালন করেন। এই প্রথম পার্ব্বত্যাঞ্চলে উক্ত পূজার আয়োজন হওয়ায় শ্রীসমিতির আশ্রিতগণ পার্ব্বত্য-সৌন্দর্য্য দর্শনের গৌণলক্ষ্যে অধিকতর উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তাঁহারা দলে দলে তুরায় শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে সমবেত হন। শীতপ্রধান দেশ মনে করিয়া সকলে বিশেষ ব্যবস্থাসহ উপস্থিত হইলেও সেখানে ভগবানের শুভেচ্ছায় শীতের উপদ্রব আদৌ উপলব্ধি হয় নাই। এই ভগবন্নিজজনের এইপ্রকার মহিমা আমরা পূর্ব্বেও বহু সময় লক্ষ্য করিয়াছি। যাহা হউক পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ শিলিগুড়ি হইতে বার্দ্ধক্য-দশায়ও যে উদ্যম প্রদর্শন করিয়া সেখানে উপস্থিত হন, তাহাতে সকল সেবকগণ বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। তদুপরি শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হৃষীকেশ মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডি-যতিগণের সমুপস্থিতিতে সেই সমাবেশ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

গুরুপূজা-মহোৎসবের পূর্ব্বদিবস খোল-করতাল-সহযোগে কীর্ত্তনমুখর বিশাল শোভাযাত্রার সংঘটনমুখে অধিবাস-তিথি পালন করা হয়। পরদিবস ৩রা পৌষ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল হইতেই সমিতির সকল আশ্রিত ও আশ্রিতাগণ কৃষ্ণনাম-মন্ত্রে স্নাত হইঞা গুরুপূজায় উদ্‌যোগী হন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ স্বয়ংই শ্রীগুরুপূজার প্রধান পূজারীর ভূমিকা অবলম্বন করিতে চাহিলে সকলেই পরমানন্দে একবাক্যে সম্মত হন। তাঁহার আনুগত্যে সকল ত্রিদণ্ডিগণ, ব্রহ্মচারীবৃন্দ, গৃহস্থ ভক্তগণ ও তুরা শহরের শ্রদ্ধালু জনগণ নিজ নিজ সংগৃহীত উপায়ন-সহযোগে শ্রীগুরুপূজায় পরম সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। তদনন্তর সকল ত্রিদণ্ডিপাদগণ 'শ্রীগুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তামৃত সকল শ্রোতৃবৃন্দকে পান করান। তৎপশ্চাৎ মধ্যাহ্ন ভোগারতি অনুষ্ঠিত হইয়া বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদ উপস্থিত সকলকে পরিবেশন করা হয়। এই মহাপ্রসাদ পরিবেশন যজ্ঞে মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করায় তাহা বিশেষ শোভামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বৈকালে পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম 'শ্রীব্যাসতত্ত্ব' ও 'শ্রীগুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে অতি মনোহর প্রাঞ্জল ভাষণ প্রদান করেন। সকল ভক্তগণ কর্ণপুটে সেই বীর্য্যবতী বাণী পান করিতে পারিয়া তাঁহাদের বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বহু দূরদূরান্ত হইতে আগমনকে সার্থক মনে করিতে লাগিলেন। সেই ভাষণ শ্রীপত্রিকায় ক্রমে প্রকাশিত হইবে। পশ্চাৎ সন্ধ্যারাত্রিকের পর এক ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত সকল ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধে নিজ নিজ অনুভূতিসকল প্রকাশমুখে গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতাগণ ধৈর্য্যসহকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেইসব অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তসকল শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। বর্ষপ্রবৃত্তিতে শ্রীগুরুপূজা এইরূপে নবনবায়মান হইয়া আমাদের নিকট আবির্ভূত হউন—আমরা নিরপরাধে যেন সেই শ্রীগুরুকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারি, ইহাই পৌষী কৃষ্ণা-নবমী-তিথির নিকট প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক এবং অস্মদীয় শিক্ষাগুরু শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ একাদশবার প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে প্রচারে বিপুল সাফল্যের সহিত প্রচার করিতেছেন। ৩০।১১।২০০০ তারিখে ইন্দিরাগান্ধী অন্তর্রাষ্ট্রীয় বিমানবন্দর হইতে রওনা হইয়া ১।১২।২০০০ তারিখে শ্রীল মহারাজ সদলবলে জার্ম্মানীর Frankfrutএ পৌঁছান। তথা হইতে ভক্তগণ শ্রীল মহারাজকে Saarbruckenএ লইয়া যান। ১।১২।২০০০—৭।১২।২০০০ তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীল মহারাজ জার্ম্মানীস্থ Frankfrut ও Saarbruckenএ প্রচার করেন। জার্ম্মানীতে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

প্রচারের প্রধান বিষয় ছিল প্রখ্যাত প্রকাশক Mr. Renএর সহিত শ্রীল মহারাজের প্রশ্নোত্তর পর্ব্ব। Mr. Ren প্রকাশনের জন্য শ্রীল মহারাজের Interview গ্রহণ করেন। উক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব্বের কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি,—

Mr. Ren—স্বামীজী! কোন যুবতীর যুবকের প্রতি এবং যুবকের যুবতীর প্রতি প্রীতি বা আকর্ষণ স্বাভাবিক। কিন্তু Godএর প্রতি এরূপ স্বাভাবিক আকর্ষণ হয় না কেন?

শ্রীল মহারাজ—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক শ্রীল রূপ গোস্বামী সংপ্রার্থনাত্মিকা বিজ্ঞপ্তিতে এইরূপ বলিয়াছেন,—

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি।।

আপনি ত' শ্রীল রূপ গোস্বামীর কথা অজ্ঞাতেই বলিয়া ফেলিয়াছেন। দেখুন, জীব অনাদিকাল হইতে বিষয় ভোগ করিয়া আসিতেছে। তজ্জন্য বিষয়ের প্রতি জীবের আকর্ষণ চুম্বকের প্রতি লোহার আকর্ষণের ন্যায় স্বাভাবিক। কিন্তু লোহা মরিচাদ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে চুম্বক কখনই লোহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। লোহাকে প্রথমে মরিচামুক্ত করিতে হইবে। তদ্রূপ আমাদের আত্মা স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীররূপ মরিচাদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের ভোগের প্রবল ইচ্ছা থাকায় আমারা এই জড় শরীর লাভ করিয়াছি। আত্মা পবিত্র হইলেই তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক হইবে। ইহা কিভাবে সম্ভব? আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথে চলিলেই ইহা অনায়াসে সম্ভব হইবে, আমাদের পারমার্থিক শরীর উদয় হইবে এবং উক্ত পারমার্থিক শরীরদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বা Godএর প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি হইবে।

Mr. Ren—কিভাবে আমরা পারমার্থিক শরীর বুঝিতে পারিব?

শ্রীল মহারাজ—সাধুসঙ্গের দ্বারাই ইহা সম্ভব।

Mr. Ren—এ বিষয়ে আপনার অনুভব একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলিবেন?

শ্রীল মহারাজ—আপনি কখনও ভারতের রসগোল্লা, মিষ্টি দই আস্বাদন করিয়াছেন?

Mr. Ren—হ্যাঁ, অত্যন্ত সুস্বাদু। আমি দশ বৎসর পূর্ব্বে একবার মায়াপুরে গিয়াছিলাম। কলিকাতায় রসগোল্লা, মিষ্টি দই, আম পেট ভরিয়া খাইয়াছিলাম। ঐ দিনের কথা স্মৃতিপটে জাগরিত হইলে এখনও জিহ্বায় জল আসে।

শ্রীল মহারাজ—আম, মিষ্টি দই, রসগোল্লা সকলই মিষ্টি। কিন্তু কোন্‌টা কি ধরণের মিষ্টি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারিবেন? অনুভবের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। সাধনের দ্বারা অনুভব করিতে হয়। যদি কেহ ভারতের আম, মিষ্টি দই, রসগোল্লা আস্বাদন করিতে চাহে, তবে তাহাকে তাহা খাইতে হইবে, অপরে বলিলে

সে অনুভব করিতে পারিবে না। এই খাওয়াটাই হল সাধন। এইজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

Mr. Ren—ভারত শ্রীকৃষ্ণের দেশ জানিয়া ভারতে গিয়া শিব ও শক্তিপূজার জনপ্রিয়তা দেখিয়া হতাশ হইলাম। ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের জনপ্রিয়তা কম কেন?

শ্রীল মহারাজ—হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। আপনি বিচারক, বুদ্ধিমান। বিচার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে আনন্দলাভ করিবেন। দেখুন, বাজারে লোহা প্রচুর পাওয়া যায়। সোনা, হীরা তুলনায় কম ও মহার্ঘ। তাই বলিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা স্থির করিবেন না যে, বাজারে সোনা, হীরা লোহার তুলনায় ০০১ শতাংশও নাই। অতএব হীরা কম মূল্যবান্ বস্তু। তদ্রূপ জগতে তামসিক, রাজসিক লোকাপেক্ষা সাত্ত্বিক লোকের সংখ্যা কম। বিভিন্নপ্রকার অধিকারীর জন্য বিভিন্নপ্রকার পুরাণ শাস্ত্র ও পূজা-পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। তামসিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি শিব, শক্তি প্রভৃতির অধিক আদর ও উপাসনা করেন। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বের উপাসনা করেন।

আপনি শ্রীগৌরপূর্ণিমার সময় ভারতে বিশেষ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসুন, দেখিবেন, আমাদের মঠেই প্রতি বৎসর ১৫/১৬ হাজার শ্রদ্ধালু ব্যক্তি অবস্থান করিয়া শ্রীধাম-পরিক্রমা ও দর্শন করিয়া থাকেন। ইহাপেক্ষা অধিক দেখিতে হইলে July মাসে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় পুরীতে লক্ষ লক্ষ লোকের জনসমুদ্র দেখিতে পাইবেন। এত লোক দেখিলে মনে হইবে নিশ্চিত ইহা জনসমুদ্র এবং জয় জগন্নাথ ধ্বনি ঐ সমুদ্রের লহরীর শব্দ।

Mr. Ren—স্বামীজী! আমি অবশ্যই শ্রীগৌর-পূর্ণিমার সময় ভারতবর্ষে আসিব।

জার্ম্মানীতে প্রচারসেবায় সহায়তা করিয়া সস্ত্রীক শ্রীরামশ্রদ্ধা দাসাধিকারী ও শ্রীরাধামাধব, শ্রীরাধাবিনোদ, শ্রীস্তোককৃষ্ণ ব্রহ্মচারী শ্রীসমিতির বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন।

জার্ম্মানীতে প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ ৮।১২।২০০০ তারিখে ব্রাজিলে পৌঁছান। ৮।১২।২০০০—১৬।১২।২০০০ পর্য্যন্ত শ্রীল মহারাজ ব্রাজিলের Sau Paulo এবং Riode Janiroতে বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রচার করিয়া ১৭।১২।২০০০ তারিখে আমেরিকায় পৌঁছান। ব্রাজিলে শ্রীল মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব এবং বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়-বাণী-প্রচারক তথা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহ-তিথি উপলক্ষে তাঁহার উপদেশাবলী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। শ্রীল মহারাজ ব্রাজিলে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বন মহারাজ ও শ্রীগোবিন্দভক্ত ব্রহ্মচারী তথায় বিভিন্ন স্থানে বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রচার করিয়াছেন।

সস্ত্রীক শ্রীসুন্দরানন্দ দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীমুকুন্দানন্দ দাসাধিকারী ও সস্ত্রীক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

শ্রীকুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী ব্রাজিলে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া শ্রীসমিতির বিশেষ প্রশংসার্হ হইয়াছেন।

ব্রাজিল প্রচার সমাপনান্তে শ্রীল মহারাজ আয়তনে বিশ্বের সর্ব্ব বৃহত্তম মহানগরী লস্ এঞ্জেলসে পৌঁছান। লস্ এঞ্জেলস্ হইতে ভক্তগণ শ্রীল মহারাজকে সান্ ডিয়েগোতে লইয়া যান। সান্ ডিয়েগোতে ১৭।১২।২০০০—২২।১২।২০০০ তারিখ পর্য্যন্ত ষষ্ঠদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ও অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা, শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত শিক্ষাষ্টক ও নাম-মহিমা বর্ণনে অজামিল উপাখ্যান ব্যাখ্যা করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ব্যাসপূজার দিন শ্রীল মহারাজ স্বয়ং নিজ পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অর্চ্চন ও আরাত্রিকান্তে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের অর্চ্চন ও আরতি করেন। শ্রীল মহারাজ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—"পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ আমার শিক্ষাগুরু। যখন আমি প্রথম মঠে আসি তখন পূজ্যপাদ বামন মহারাজ মাতৃবৎ আমাকে পালন-পোষণ করেন এবং শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত করেন। আমার মঠে আসিবার পূর্ব্বে শ্রীল মহারাজ পরমারাধ্য গুরুদেবের Dictation লইয়া আমাকে চিঠি লিখিতেন। তাঁহার গুরুনিষ্ঠা ও গুরুসেবা বর্ত্তমান গুরুসেবকগণের নিকট আদর্শস্বরূপ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয়-বাণী-প্রচারক শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়-গগনে যে দুর্দ্দিন আসিয়াছিল, তখন পূজ্যপাদ শ্রীল বামন মহারাজের শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবার পরাকাষ্ঠা স্মৃতিপটে জাগরিত হইলে রোমাঞ্চিত, পুলকিত ও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। বাজার করা, রান্না করা, বাসন মাজা, উকিলের বাড়ীতে যাতায়াত, কোর্টে গিয়া কেসের তদ্বির করা, শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবগণের জন্য কারাগারে প্রসাদ লইয়া গিয়া তাঁহাদের সেবা করানো প্রভৃতি কাজ একাই সম্পাদন করিয়াছেন। বর্ত্তমান দিনে ইহা কল্পনাতীত। শ্রীল মহারাজ বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয় মঠের অভিধান বা Dictionary সদৃশ। কোন শ্লোক বা কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ এই বৃদ্ধাবস্থাতেও বলিয়া দেন। "গুরুপাদপদ্মে যাঁ'র রহে নিষ্ঠা ভক্তি। জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি।।" গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠার জন্যই তিনি জগৎ তারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার গুরুনিষ্ঠা ও সেবাদর্শ দর্শন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিলেই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত জীবন-চরিত্র, শিক্ষা ও গুরুসেবার বিভিন্ন দিক লইয়া প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ধর্ম্মসভান্তে প্রায় সহস্রাধিক শ্রদ্ধালু ভক্তগণকে চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পরদিবসও শ্রীল মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

সান্ ডিয়েগোতে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জসমূহের রাজধানী Honoluluতে আগমন করেন। ২৩।১২।২০০০—৩।১।২০০১ পর্য্যন্ত Honoluluতে বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রচার এবং Waikikiতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন করেন। Honoluluতে অবস্থানকালে শ্রীল মহারাজ শ্রীব্রহ্মসংহিতার শ্রীজীব গোস্বামিপাদের টীকার অনুবাদ ও স্বয়ং একটী টীকা রচনা করিতেছেন। তথায় এক ধর্ম্মসভায় শ্রীল মহারাজ শ্রোতাগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।—

জনৈক শ্রোতা—স্বামীজী! আপনি ত' গ্রন্থ বিতরণ (Book Distribution), হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্যে ভক্তগণকে অনুপ্রাণিত করিয়া ISKCONএর অনুকরণ করিতেছেন।

শ্রীল মহারাজ—আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। You have no common sence at all. আমি কোন বিষয়ে ISKCONএর অনুকরণ বা অনুগমন করি নাই। আমি শ্রীগৌড়ীয় গুরুবর্গের অনুসরণ এবং অনুগমন করিতেছি। ISKCON মানে কি জানেন? ইহা শ্রীজীব গোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার ইংরাজী অনুবাদ মাত্র। Same wine in a new bottle. গ্রন্থ বিতরণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দেখাইয়াছেন। তিনি দক্ষিণভারত হইতে ব্রহ্মসংহিতা আনিয়া সকলকেই তাহা নকল করিয়া রাখিবার উপদেশ দেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামীর গ্রন্থসমূহ নিজহস্তে নকল করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে বৃন্দাবন হইতে প্রচারে পাঠান।

জনৈক শ্রদ্ধালু ভক্ত—মহারাজ! সিদ্ধিলাভের উপায় কি?

শ্রীল মহারাজ—শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ জীব কল্যাণের জন্য স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন,—"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।"

ইহাই যথার্থ ক্রম, ইহার ব্যতিক্রম করিয়া 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি' করিলে চলিবে না। গুরুবর্গের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেই সিদ্ধি সম্ভব, অন্যথা করিলে সিদ্ধি কখনই সম্ভব নহে।

আজ ৪।১।২০০১ তারিখে শ্রীল মহারাজ হাওয়াইস্থ Maui দ্বীপে যাত্রা করিতেছেন। তথায় Maui শহরের Kiheiতে ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হইবে। হাওয়াই, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে প্রচারপূর্ব্বক শ্রীল মহারাজ ১৬।২।২০০১ তারিখে কলিকাতাস্থ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু অন্তরাষ্ট্রীয় বিমানবন্দরে অবতরণ করিবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীদেব নন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
২৯শে পৌষ, ১৪০৭ ; ১৪/১/২০০১

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ২৮শে মাঘ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ (ইং ১১/২/২০০১) রবিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৪ঠা গোবিন্দ, ২৯শে মাঘ (ইং ১২।২।২০০১), সোমবার পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সেবকবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—২৮শে মাঘ, রবিবার—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজনগীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলি-প্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা।

২৯শে মাঘ, সোমবার—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্পর্কে ভাষণ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

✆ ৬৩২-৫৮৩৮

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠ
১/১, কালীতলা লেন
পোঃ—বৈদ্যবাটী, জেলা—হুগলী

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে আগামী ১লা চৈত্র, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ (ইং ১৫।৩।২০০১), বৃহস্পতিবার নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউ-এর শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের অধ্যক্ষতায় শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্ম্মসভা ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

২৯শে মাঘ, ১৪০৭

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে জানিতে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারীর নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪০৭ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

অনুষ্ঠান-সূচী

৩০শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।২০০১), বুধবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা।

অপরাহ্ণ—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

১লা চৈত্র (ইং ১৫।৩।২০০১), বৃহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

সকাল— ৭ টা হইতে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-হোমাদি।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—'শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব' ও 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে সম্পর্কে বক্তৃতা।

"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট" এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান ৮০জি ধারায় আয়কর-মুক্ত।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগ **শ্রীপত্রিকা** গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ৩০.০০ টাকা ও ষাণ্মাসিক ১৭.০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১.০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বিদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য।

৩। যে কোনও সময়ে **শ্রীপত্রিকার** গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণসূচক প্রবন্ধাদি **শ্রীপত্রিকায়** প্রকাশিত হইবে না। সৎ-সমালোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোন কিছু জানিতে বা গ্রাহক-মূল্য পাঠাইতে হইলে **কার্য্যাধ্যক্ষ** অথবা **প্রকাশক**, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়, শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সংস্করণ), ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রবন্ধাবলী, ৯। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী, ১০। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১১। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১২। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১৪। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৫। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৬। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৭। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৮। শ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা, ১৯। শ্রীগৌর-কথামালা, ২০। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ, ২১। সাংখ্য-বাণী, ২২। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ২৩। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ২৪। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২৫। উদ্ধারের পথ, ২৬। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২৭। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৮। শ্রীউপদেশামৃতম, ২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ৩০। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ৩১। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য, ৩২। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কণ্ঠহার, ৩৩। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, ৩৪। প্রেম-প্রদীপ, ৩৫। শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্ররত্নমালা, ৩৬। মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, ৩৭। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ৩৮। The Bhagavat, ৩৯। Nam-Bhajan, ৪০। The Vedanta, ৪১। Vaishnavism, ৪২। Rai Ramananda, ৪৩। Relative Worlds, ৪৪। A Few Words on Vedanta, ৪৫। Life Story of Impersonalism (Mayabad) or Victory of Vaishnavism (Vaishnava Vijaya)।

CENTRAL REGD. NO. R.N. 5111/57 ■ POSTAL REGD. NO. WB/RNP-9

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ** — তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ। ✆ ০৩৪৭২/৪০০৬৮
২। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ** — চৌমাথা, পোঃ চুচুঁড়া (হুগলী) পঃ বঃ। ✆ ০৩৩/৬৮০-৭৪৫৬
৩। **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ** — কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা) ইউ. পি.। ✆ ০৫৬৫/৪০-৯৪৫৩
৪। **শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ** — দানগলি, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) ইউ. পি. । ✆ ০৫৬৫/৪৪-৩২৭০
৫। **শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ** — রাণাপতঘাট, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) ইউ. পি.। ✆ ০৫৬৫/৪৪-৪৯৬১
৬। **শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ** — সন্ন্যাস রোড, পোঃ কঙ্খল (হরিদ্বার) ইউ. পি.। ✆ ০১৩৩/৪১-২৪৩৮
৭। **শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ** — গৌরবাটসাহি, পোঃ পুরী (পুরী) উড়িষ্যা। ✆ ০৬৭৫২/২৩০৭৪
৮। **শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ** — হালদার বাগান লেন, ২৮, কলিকাতা-৪। ✆ ০৩৩/৫৪৩-১২৪৭
৯। **শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ** — পোঃ গোলকগঞ্জ (ধুবড়ী) আসাম।
১০। **শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ** — পশ্চিম খাগড়াবাড়ী, পোঃ কোচবিহার (কোচবিহার) পঃ বঃ।
১১। **শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র** — পোঃ রান্দিয়াহাট (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
১২। **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ** — শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ি (জলপাইগুড়ি)। ✆ ০৩৫৩/৪৬-২৮৩৭
১৩। **শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ** — পোঃ আশুতিয়াবাড় (মেদিনীপুর) পঃ বঃ।
১৪। **শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ** — সিধাবাড়ী, পোঃ রূপনারায়ণপুর (বর্দ্ধমান) পঃ বঃ।
১৫। **শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ** — পোঃ বাসুগাঁও (কোকড়াঝাড়) আসাম।
১৬। **শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ** —পোঃ তুরা (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়। ✆ ০৩৬৫১/২৩৬৯১
১৭। **শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ** — মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং) পঃ বঃ। ✆ ০৩৫৩/৪৬-১৫৯৬
১৮। **শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ** — পোঃ মাথাভাঙ্গা (কোচবিহার) পঃ বঃ।
১৯। **শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ** — শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫ (বর্দ্ধমান) পঃ বঃ। ✆ ০৩৪৩/৫৬-৮৫৩২
২০। **শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ** — রংপুর, শিলচর-৯ (কাছাড়) আসাম। ✆ ০৩৮৪২/৩৫৭৩৭
২১। **শ্রীদুর্ব্বাসাঋষি গৌড়ীয় আশ্রম** — ঈশাপুর, পোঃ মাঠবন (মথুরা) ইউ. পি.। ✆ ০৫৬৫/৪৫-০৫১০
২২। **শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠ** — কালীতলা লেন, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী) পঃ বঃ। ✆ ০৩৩/৬৩২-৫৮৩৮
২৩। **শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ** — জহরলাল নেহেরু রোড (ধুবড়ী) আসাম। ✆ ০৩৬৬২/২১৮৩০
২৪। **শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ** — ভাস্করগঞ্জ, পোঃ বালেশ্বর (উড়িষ্যা)। ✆ ০৬৭৮২/৬৪৯৭৫
২৫। **শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ**— রেলওয়ে স্টোর গেট্, পোঃ পাণ্ডু (গৌহাটী-১২) আসাম। ✆ ০৩৬১/৫৭৩৪৮০
২৬। **শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম** — গদখালি, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।
২৭। Shri Girijaj Govardhan Goudiya Math–54 Brisbane St. Murwillimbah N.S.W. Australia
২৮। Shri Binode Behari Goudiya Math–22 Mundaring Wier Rd. Kalamunda, Perth, Australia
২৯। Shri Gour Gobinda Goudiya Math–32 Handsworth Wood Road, Birmingham (U.K.)
৩০। Shri Manila Goudiya Math–15 Bituan St. North Araneta Quezon City, Philippines.

BOOK POST

TO

SL.NO.

From :—

SHRI GOUDIYA-PATRIKA OFFICE
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, HALDER BAGAN LANE
CALCUTTA-700 004

☎ 555-8973